৭ম বর্ষ। বৈশাখ। ১ম সংখ্যা।
১৮২২, ১৩০৭।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২২।

THE BRAHMACHARIN.

PUBLISHED MONTHLY. FROM JESSORE, (INDIA.)

Annual subscription Rs. 3 for India, Ceylon and Burmah and 8s. for foreign countries.

No order will be registered, unless accompanied with remittance of the full subscription of a year or with direction to collect it by V. P. P. The year commences in January. Persons becoming subscribers in the course of the year, may be supplied with all the back numbers.

No communication will be attended to, if the Register-number is not quoted, and if name and address are not written legibly.

Changes of addresses should be promptly brought to the notice of the manager or he will not be responsible for non-delivery of the paper.

Jessore.

Nivaran Chandra Mukerjee,
Manager

মঙ্গলাচরণ।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদুসুপ্তস্যতথৈবৈতি।
দূরঙ্গমজ্যোতিষাঞ্জ্যোতিরেকন্তন্মেমনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু ॥১
যেনকর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণোযজ্ঞেকৃণ্বন্তিবিদথেষুধীরাঃ।
যদপূর্ব্বংযজ্ঞমন্তঃ প্রজানান্তন্মেমনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু ॥২
যৎপ্রজ্ঞানমুতচেতোধৃতিশ্চযজ্জ্যোতিরন্তরমৃতম্প্রজাসু।
যস্মান্নঋতেকিঞ্চনকর্ম্মক্রিয়তেতন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৩
যেনেদম্ভূতম্ভুবনম্ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্।
যেনযজ্ঞস্তায়তেসপ্তহোতাতন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥৪
যস্মিন্নৃচঃ সামযজুংষিয়স্মিন্প্রতিষ্ঠিতারথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিঁশ্চিত্তং সর্ব্বমোতম্প্রজানান্তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥
সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেভীশুভির্ব্বাজিনইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠংযদজিরঞ্জবিষ্ঠন্তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরমাত্মাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। জ্ঞানের যতই বিকাশ হয়, মানব ততই বুঝিতে পারে যে, এই বিশ্বের অন্তরালে যে অদৃশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মহাশক্তির নিকট তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। মানবের ক্ষুদ্র-শক্তি, যদি সেই মহশক্তি লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে আদর্শ করিয়া আপনাকে গঠিত করে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব থাকে না; বিশ্ব সংসার তাহার করতলস্থ হয়। মানব কিন্তু এই মহাশক্তির শক্তিতে শক্তিমান্ হইবার চেষ্টা না করিয়া, অহঙ্কার প্রভাবে স্বীয় শক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, সেই মহাশক্তিকে তাহার অধীন করিতে চাহে। মানব যখন এইরূপ করিতে যায়, তখনই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। বিকৃত আত্ম-শক্তিতে প্রাধান্য দেওয়াতেই, সংসারে এত অশান্তি। বিশ্বনিয়ন্তা যে মূলমন্ত্র দ্বারা এই বিশ্বের পরিপালন করিতেছেন, সেই মন্ত্রই মানবের ইষ্ট-মন্ত্র হওয়া আবশ্যক, এবং যে ব্যক্তি সেই মন্ত্রকে যতদূর স্বীয় ইষ্ট-মন্ত্র করিতে পারে, তাহার জীবন ততদূর ফলপ্রদ হয়। বিগত ৬ ছয় বৎসর ধরিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু-শাস্ত্র, এবং হিন্দু-সমাজের পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি। আমাদের বিকৃত ব্যক্তিগত ইচ্ছা আপনাকে অতি সামান্যভাবেও বিশুদ্ধ বিশ্বজনীন-ইচ্ছার অধীন করিতে পারিয়াছে কিনা জানিনা। কিন্তু যে মহাশক্তি এই বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত রহিয়াছে, সেই

মহাশক্তি আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ। কার্য্য-সফলতা ভগবানের হস্তে, কর্ম্ম সম্পাদনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; এবং সেই কর্ত্তব্য হইতে আমরা কখন ভ্রষ্ট না হই, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

হিন্দু-জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেকসময়ে নৈরাশ্য-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু আশা-রবি ক্ষণকাল মধ্যে উহা ধ্বংশ করিয়া হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে। যখনই দিশা হারা হইয়া, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" হই; যখনই সহস্র সহস্র বিপদ আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করে; তখনই যেন হৃদয়াকাশে "দৈব-বাণী" নির্ঘোষিত হয় "ভয় নাই, এ প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না"। ভারতের ধর্ম্মনিষ্ঠাই উক্ত দৈব-বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করায়। ভারতবর্ষ যতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হউক না কেন, ভারতবর্ষ এখনও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয় নাই, এবং নানাবিধ অধর্ম্মাচরণের মধ্যেও এই জ্বলন্ত জাতীয় আস্তিকতা এই জাতির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানের একমাত্র আশা ও অবলম্বন; এবং সেই আশা-সূত্র ধরিয়াই হিন্দু-পত্রিকা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। দিন দিন হিন্দু-পত্রিকার কার্য্য-ক্ষেত্রও প্রসারিত হইতেছে। হিন্দু-পত্রিকার পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহকগণ সকলের নিকটেই আমরা ঋণী; তাঁহাদের অনুগ্রহে হিন্দু-পত্রিকা নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, আপাতঃ নীরস কেবল মাত্র শাস্ত্রাদির বিষয় আলোচনা করিয়াও ৬ষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করতঃ, ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিল।

হিন্দু-পত্রিকাই ব্রহ্মচারি-আশ্রম এবং ব্রহ্মচারিন্ নামক ইংরেজী ধর্ম্ম বিষয়ক মাসিকপত্রের প্রসূতি, এবং ভগবৎ কৃপায় নবজাত শিশুদ্বয়ও এই অল্পকাল মধ্যে স্বদেশ-সেবায় স্বীয় জননীর ন্যায় দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের গতবর্ষের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ শীঘ্র স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হইবে।

হিন্দু-পত্রিকার পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিও কৃপা-কটাক্ষ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ন রাখেন।

উপসংহারে ভগবানের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি, যে তাঁহার কৃপায় যেন হিন্দু-পত্রিকা ও হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় পূর্ব্ববৎ নিযুক্ত থাকেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

তত্ত্বান্বেষণ।

(সূচনা)

সনাতন আর্য্যসম্প্রদায়ের কিয়দংশ …নদীর ন্যায় মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত হইয়া দিগ্দিগন্তে প্রধাবিত হইয়াছে; কিন্তু পুনরায় জননীর পবিত্র অঙ্কে স্থান না পাইয়া, নূতন সম্প্রদায়ের সুখ-সমৃদ্ধি অনুভব করিয়াও, মাতৃদ্রোহী পরশুরামের ন্যায় সন্তপ্ত হৃদয়ে কাল যাপন করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মবিশেষাবলম্বীর স্বীয় ধর্ম্মমতের গূঢ় মর্ম্ম অজ্ঞাত থাকাই ধর্ম্ম-বিপ্লবের মূল। আজকাল আর্য্য-ধর্ম্ম-তত্ত্ব শিক্ষিতমণ্ডলী-মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত ও অনুশীলিত হওয়াতেই, পূত-জাহ্নবী-বারি-বিধৌত—প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ আর্য্যঋষিগণ-পরিসেবিত ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিপ্লবের বিকট মূর্ত্তি ক্রমশঃ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিতেছে। সমাজের উপস্থিত অবস্থায় যাজক ও অধ্যাপক-পরিষদ্ যদি ধর্ম্মের নিগূঢ় আলোচনায় প্রবৃত্ত ও সমাজ মধ্যে তদ্বিবরণে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে আশা করা যায়, ধর্ম্মতত্ত্বের বিমলালোকে সমুদ্ভাসিত আর্য্যসন্তানের হৃদয়-দর্পণ হইতে ধর্ম্ম-সংশয়ের ভীষণ ছায়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া, ধর্ম্মানুশীলন তাঁহাকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিয়া, সমাজের আদর্শ-স্থানীয় করিয়া তুলিবে।

সূচিভেদ্য ঘনান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন থাকিলে, ক্ষণস্থায়ী ক্ষণপ্রভার ক্ষীণালোক-রেখাতেও চিত্ত যেরূপ প্রসন্ন ভাব অবলম্বন করে, জটিল সংশয়জালে জড়িত মানব-হৃদয়ও সংশয়-বিশেষের আংশিক নিরাসেও তদনুরূপ প্রসন্নতা অবলম্বন করে। মনুষ্য-জগতে একের প্রতি অপরের সাপেক্ষত্বই সমাজ-বৃক্ষের বীজ, সুখ-সৌকার্য্য তাহার ফল মাত্র। (সমাজ গঠনের মূল তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও, উদ্দিষ্ট প্রস্তাবের বোধ-সৌকর্য্যার্থে কথাটা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক) মনুষ্য-জীবন

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরনির্ভরতার একটী বিস্তৃত আখ্যায়িকা মাত্র। সামাজিক মানব যতই কেন চেষ্টা করুন না, এরূপ সময় তাঁহার জীবনে কখনও আসিবে কিনা জানি না, যে সময়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারিবেন, 'আমি অন্যের অপেক্ষা রাখিনা'। নিরপেক্ষ স্বাবলম্বন আমাদিগের মতে কবি-কল্পনা মাত্র। এই অন্তর্নিহিত অপরিহার্য্য পরাপেক্ষিণীবৃত্তিই আমাদিগকে প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় পরতুষ্টি-সাধনরূপ মহৎ ব্রতে ব্রতী করিয়াছে। মানব যখন ধর্ম্মবিপ্লবের উদ্বেল তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান বা কূট ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চিত্ত-ক্ষোভকর সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান, যখন একটি মাত্র সংশয়-বিমোচনে তাঁহার হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয়সুখে সমুল্লাসিত হয়, সমাজের এই অবস্থায় সামাজিক ভ্রাতার নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া, পরম পবিত্র লোকহিতকর ব্রতসম্পাদনে তৎপর হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য।

সংশয়-বৃক্ষ মানব-হৃদয়-ক্ষেত্রে নানা কারণে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। শোক-তাপ-দুঃখ-দারিদ্র্যদগ্ধ মানবহৃদয়ে ধর্ম্ম সংশয়ের অঙ্কুর স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে তাহাতে কাণ্ড-প্রকাণ্ড সমুদ্ভূত হয়, পরিশেষে ধর্ম্মদ্বেষীর পৌনঃপুনিক আক্রমণে উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কলেবরে ভীষণাকার মহান্ মহীরুহ রূপে পরিণত হয়। যাহাতে এইরূপ পরিপুষ্ট হইয়া এই বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বহু দূরে প্রসারিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক মানবেরই একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ ভীষণ ধর্ম্ম-সংশয়ের মর্ম্মস্পর্শী দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া জীবন অশান্তির ক্রীড়াস্থল হইয়া উঠে।

আজকাল ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা লোকমুখে প্রায়ই শুনা যায়; তাহাতে মনে স্বতঃই আশার সঞ্চার হয়, বুঝি সমাজ মধ্যে ধর্ম্মালোচনা বহুল পরিমাণে আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সমাজের প্রতি একটু সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই, আশা-কুহকিনীর সে কুহক অচিরেই ভাঙ্গিয়া যায়। কোন কোন উচ্চ শিক্ষিতের সহিত ধর্ম্মের স্থূল বিষয়ের আলাপ করিয়াও তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্গীতা ও ভাগবত, এই দুইখানি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে কোন পার্থক্য আছে কিনা, তাহা পর্য্যন্ত অবগত নহেন, গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয় ত দূরের কথা! চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনকে যদি যথার্থ শিক্ষা বলা যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ অপুষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তিমান্ উচ্চশিক্ষিতের শিক্ষাকে অপশিক্ষা বা অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যতীত আর কি বলিব? আমাদিগের শিক্ষা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেখানে ধর্ম্মানুশীলনের কোনও বিধান নাই। পিতামাতাও বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া সন্তানের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকেন; সুতরাং আমাদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট না হইয়া, দিন দিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া, আমাদিগকে কতকটা নাস্তিক ও ধর্ম্মহীন

করিয়া দেয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনে প্রায়শঃ যে উচ্চশিক্ষিতদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে দেখা যায়, প্রাথমিক ধর্ম্মানুশীলনের অভাবই ইহার মূল কারণ। সামাজিক জীবের সমস্ত বিষয়ে সহানুভূতিই সমাজের জীবন; কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহানুভূতির অভাবই সমাজের অঙ্গহানি সম্পাদন করিয়া, সমাজ-শরীরে নানাবিধ ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করাইতেছে। তাহাতে সমাজবন্ধন দিন দিন যেরূপ শিথিল হইয়া আসিতেছে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতেছেন। এক ধর্ম্মানুশীলনের অভাবেই সামাজিক জীবনের সহিত আমাদের নৈতিক জীবনও দিন দিন ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ধর্ম্মবিধি যে রাজ ও সমাজবিধি অপেক্ষা প্রবলতর, তাহা প্রত্যেক মানবেরই অনুভবসিদ্ধ। রাজা ও সমাজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপক; সুতরাং সে চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ মনুষ্য-চেষ্টায়ত্ত নহে। কথাটা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেহ রাজবিধি অতিক্রম করিয়াছে, জানিতে পারিলেই, রাজা তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; এবং যাহাতে কোন অপরাধী তাঁহার চক্ষু অতিক্রম করিতে না পারে, এইজন্য তিনি বহুসংখ্যক রাজপুরুষ ও বিচারালয়ে দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এত সতর্কতা, এত দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও অপরাধী দিন দিন বিচার-মঞ্চ হইতে সানন্দে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আবার শত শত রাজবিধিলঙ্ঘনকারীকে রাজপুরুষের চক্ষুগোচর হইতে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সমাজই আমাদিগের নৈতিক জীবনের নেতা; অতএব নৈতিক পদস্খলনের প্রতি সমাজ খড়্গহস্ত। কিন্তু সমাজের সাসূয়-দৃষ্টিও অতিক্রম করিয়া দিন দিন কত শত নীতিবিগর্হিত আচরণ সংসাধিত হইতেছে, তাহা সামাজিক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মবিধির সীমা অতিক্রম করিয়া, ধর্ম্মনিয়ন্তার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করতঃ সেই অপরাধোচিত দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করা কোন মতেই যুক্তি বা অনুভবসিদ্ধ নহে। ধর্ম্মজগতের নিয়ামক অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বপাতা স্বয়ং জগদীশ্বর। পরম কারুণিক এই শাসনভার সমাজ বা রাজশক্তির ন্যায় অসম্যগ্‌দর্শীর হস্তে অর্পণ না করিয়া, নিজের সর্ব্বব্যাপকতা ও সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তির অধীন রাখিয়াছেন। তিনি জাগতিক কার্য্য-পরম্পরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া পরিমাণানুযায়ী সুকৃত বা সৎকার্য্যের পুরস্কার ও দুষ্কৃত বা পাপের দণ্ডবিধান করিয়া, অনতিক্রমনীয় অভ্রান্তবিচারে বিশ্বসংসারের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেছেন। দণ্ড-পুরস্কারের ভোগ জীবনব্যাপক সময় মধ্যে শেষ না হইলে, পরলোক বা পরজন্মেও কৃতকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসারিত হইয়া থাকে। এই অতিক্রম সম্ভাবনার অভাববশতই ধর্ম্মবন্ধন একইভাবে জগৎ-সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে মনুষ্যহৃদয়ে বিরাজমান। সুতরাং আমাদিগের জীবন সৎপথে পরিচালিত করিতে, কি রাজবিধি, কি সামাজিক বা নৈতিকবিধি, সকলেই ইহার নিকট পরাস্ত।

এইরূপ বিচারপরম্পরা দ্বারা আমরা ধর্ম্মানুশীলনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এক্ষণে বিবেচ্য, কি উপায় অবলম্বনে ধর্ম্ম সুচারুরূপে অনুশীলিত হইয়া, মনুষ্যজীবনকে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজীবনে পরিণত করিতে পারে। আমাদিগের শিক্ষারম্ভের প্রথম বিদ্যালয় মাতৃক্রোড়। সর্ব্বপ্রথমে মাতা, পরে পিতা, অর্থাৎ সেই জগৎপূজ্য সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ আদি গুরু জনক-জননী দ্বারা শিক্ষা বীজ আদৌ উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হয়; কালে তাহাই সমাজ-সাহায্যে ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় বহুদূর প্রসারিত হইয়া জগৎপাতার স্বর্গস্থিত-চরণস্পর্শনোন্মুখ হয়। যাহাতে আমাদিগের চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হয়, পিতামাতা আমাদিগকে তদনুরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেকে ধর্ম্ম-শিক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ শিক্ষার বিভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ফল-বৈপরীত্যদর্শনে অনুতপ্ত হন। অপরাপর শিক্ষাদানের মধ্যে, পিতামাতার প্রধান কর্ত্তব্য, সন্তানকে ধারণার উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া, তাহার পরিণামজীবনকে সুখময় ও শান্তিময় করিয়া দেন। মাতৃস্তন্যের সহিত শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবেশ লাভ করিলে, সে শিক্ষা ক্রমে সুবদ্ধমূল হওয়ায় তাহার জীবন শান্তিদেবীর লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে।

আমাদিগের শিক্ষার দ্বিতীয়স্থল বিদ্যামন্দির। বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও, আক্ষেপের বিষয়, সেখানে ধর্ম্মানুশীলন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে; আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয়ই দেশীয়দিগের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত। তাঁহাদিগের দ্বারা অনায়াসে ছাত্রবর্গের ধর্ম্মানুশীলনের সুবিধি সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে দেখিয়া, আমরা মর্ম্মাহত হই। আমরা বালক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তাবিষয়ে তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। আশা করি, এই চিন্তার ফলে, ধর্ম্মানুশীলন অচিরেই তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজের মহদুপকার সাধনে তৎপর হইবে। *

আমাদিগের শিক্ষার তৃতীয়স্থল সমাজ। প্রথম হইতেই সমাজ আমাদিগের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিলেও, এই সমায়েই শিক্ষা দানের সমস্ত ভারই নিজে গ্রহণ করেন। সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার সর্ব্বদেশেই ধর্ম্মযাজকের উপর ন্যস্ত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাজকেরা রাজকোষ হইতে বৃত্তি পান, তাই তাঁহারা জীবনযাত্রা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া স্বদেশে বিদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী নহি, সুতরাং আমাদিগের অভাব তাঁহাদিগের দ্বারা পূরিত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বরং তাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মমতের উপর কতকগুলি কাল্পনিক দোষারোপ করিয়া আমাদিগের মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া দেন। দেশীয় ভূস্বামী ও

* বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দু-কলেজ ও কলিকাতার আর্য্যমিশন-ইন্‌স্‌টিটিউশন্‌কে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত।

ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ধর্ম্মালোচনার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অবধারণে সম্পূর্ণ উদাসীন। নচেৎ আমরা তাঁহাদিগকে যাজকদিগের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতে দেখিতাম। এবম্বিধ নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদিগকে ধর্ম্মচর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সমাজ মধ্যে সামাজিকগণের সমবায়-সংগঠিত সভা-সংস্থাপন ধর্ম্মালোচনার প্রধান সুযোগ। এ রীতি কতকটা বৈদেশিক হইলেও, আমাদিগের উপস্থিত সামাজিক অবস্থায় ধর্ম্মানুশীলনের উপায়ান্তর অভাবেই নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সভার অন্ততঃ সাপ্তাহিক অধিবেশনেও ব্যক্তিগত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া স্বাধীন ধর্ম্মচিন্তার উপযোগী হইয়া উঠে। ধর্ম্মসমিতির ঈদৃশী লোকহিতৈষিণী শক্তি অনুভব করিয়া, সমাজ শুভানুধ্যায়ী মাত্রেই বোধহয় ইহার বৈদেশিক-আত্মীয়ত্ব ক্ষমা করতঃ সাদরে সমাজমধ্যে স্থান দিয়া সমাজের পুষ্টি ও ধর্ম্মালোচনার প্রসার সম্পাদন করিতে উদাসীন থাকিবেন না। এইরূপ সমিতি সংগঠিত হইলে, ধর্ম্ম সংশয়ের নিরাস ও মত-পার্থক্যের মীমাংসা করিবার জন্য একজন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আচার্য্যপদে সংস্থাপন করিলে ধর্ম্ম-চিন্তার পথ ক্রমশঃ সুগম হইয়া আইসে, এরূপ আশা করা যায়। আমাদিগকে এইরূপ মতের পোষকতা করিতে দেখিয়া, হয়ত অনেক পুরাতন-প্রিয় স্থিতিশীল সমাজনেতা আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি, যদি তাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনের ইহা অপেক্ষা ও সুগমসাধ্য রীতি সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মালোচনা অপরিহার্য্যরূপে প্রবহমান রাখিতে পারেন, তাঁহারা লোক-সাধারণের ধন্যবাদভাজন ও পূজ্যস্থানীয় হইবেন। আমরাও সমাজের ঈদৃশ সংস্কৃত অবস্থা দেখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র।

ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনেই মানব-জীবনের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, এবং এইরূপ সম্পূর্ণ মানবই ঈশ্বর-সামীপ্যলাভে সমর্থ হন;—অর্থাৎ ঈশ্বরে ও তাঁহাতে আর বহুদেশব্যাপী ব্যবধান থাকে না। তিনি জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই জগৎকর্ত্তার সত্তা অনুভব করিয়া নির্মলানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্রকারেরা এই অবস্থাকে মুক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়াছেন—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ৬ অঃ ২২।

বলা বাহুল্য, মানব-প্রাণ এই অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য লালায়িত। এই অন্তর্দাহী তৃষ্ণাবেগ সহনে অক্ষম হইয়াই, ইহারই পরিতৃপ্তিবাসনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমান হওয়ায়, নয়নাকর্ষক মরীচিকার মোহজাত প্রবর্দ্ধিত পিপাসা মানবগণকে জীবনকালব্যাপী হতাশায় নিক্ষেপ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, সমাজ সেই ধর্ম্ম প্রস্রবণ-ক্ষরিত জ্ঞানবারি পরিপূরিত শান্তি-হ্রদের পথ-প্রদর্শক হইয়া, শত শত হৃদয়ের উৎকট তৃষ্ণা অপনয়ন করিয়া, যথার্থ লোকহিতসাধনে তৎপর হন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং এইজন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের

অবতারণা। দীর্ঘতার আশঙ্কায় বক্তব্য বিষয়ে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে; স্থানবিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প চিন্তাশীল পাঠকদিগের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বোধে একটু বিবৃত করিতে হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পাঠকগণ বোধহয় এ দোষগুলি ক্ষমা করিবেন।

শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। বারাণসী।

ভূ-গোলপরিচয়।

উপক্রমণিকা।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

ব্রহ্মচারিগণ! তোমরা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ। কেহবা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সোপানে দণ্ডায়মান। তোমরা জানিতেছ—

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং
জ্যোতিষন্তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥
শব্দরত্নাবলী।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ, বেদের অঙ্গভূত এই ছয়টি শাস্ত্র বেদের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ষড়ঙ্গশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ব্যতীত বেদার্থ বোধে অধিকার জন্মে না। তোমরা জানিতেছ—

যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনিস্থিতং॥
মনুঃ।

মহর্ষি মনুর মতে ষড়ঙ্গ মধ্যে গণিত বা জ্যোতিষশাস্ত্রই প্রধান।

তোমরা জানিতেছ—

বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষং
বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তং কর্ম্ম ন সিদ্ধতি॥
তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
নারদঃ

"দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, জ্যোতিষ পাঠ দ্বিজগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্যোতিষ বিনা বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ নিষ্পন্ন হইতে পারে না; এজন্য স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তোমরা জানিতেছ—

জ্যোতির্জ্ঞানন্তু যো বেদ স যাতি
পরমাং গতিং। গর্গঃ

মহর্ষি গর্গ বলিয়াছেন, জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত পরম গতি লাভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ পাঠ যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন গণিত বা সিদ্ধান্ত কতগুলি ছিল, তাহার নির্ণয় করা কঠিন। যে ২।৪ খানি প্রচলিত আছে বা উদ্ধরণ উপলক্ষ্যে যাহাদের নাম উল্লেখ গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতির অধিক নহে; যথা—

১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। ২। নারদসিদ্ধান্ত।
৩। মরিচ সিদ্ধান্ত। ৪। কশ্যপসিদ্ধান্ত।
৫। সূর্য্যসিদ্ধান্ত। ৬। মনুসিদ্ধান্ত।
৭। অঙ্গিরা সিদ্ধান্ত ৮। বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত
৯। অত্রিসিদ্ধান্ত। ১০। সোমসিদ্ধান্ত।
১১। পুলস্ত্যসিদ্ধান্ত। ১২ বশিষ্টসিদ্ধান্ত।

১৩। পরাশরসিদ্ধান্ত। ১৪। ব্যাসসিদ্ধান্ত
১৫। ভৃগুসিদ্ধান্ত ১৬। চ্যবনসিদ্ধান্ত।
১৭। গর্গসিদ্ধান্ত। ১৮। পুলিসসিদ্ধান্ত।
১৯। লোমশসিদ্ধান্ত। ২০। যবনসিদ্ধান্ত।

আধুনিক সিদ্ধান্ত।

১। আর্য্যভট্টকৃত আর্য্যসিদ্ধান্ত।
২। বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিক।
৩। ব্রহ্মগুপ্ত কৃত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত।
৪। মুনীশ্বর কৃত সিদ্ধান্ত সার্ব্বভৌম।
৫। মাধবাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তচূড়ামণি।
৬। ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি।
৭। কালিদাস কৃত রাশিচক্রনিরূপণ।
৮। ... ... রত্নমালা।

টীকাকার জ্যোতিষিক।

পৃথূদকস্বামী, নৃসিংহ দৈবজ্ঞ, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, কেশব, গণেশ, শ্রীপতি।

১ম পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে বিশ্ব-গোলকের গঠন ও গোলক-ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্কগণের সংখ্যা, আকার প্রকার, অণুরাশি (Mass), আকর্ষণ, স্থিতি আদি বর্ণিত হয়—এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্য ও প্রকৃত স্থিতি, দূরত্ব, গতি ও কক্ষাদি গণনা দ্বারা নির্ণীত হয়, যে শাস্ত্রবলে সময় গণনা ও কালনির্ণয় হয়—যে শাস্ত্রবলে অন্তরীক্ষের দৃশ্য ঘটনাগুলির কারণ নির্ব্বাচিত হয় এবং যে শাস্ত্রবলে জ্যোতিষ্কগণের পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রকৃতির উপর জ্যোতিষ্কগণের ক্রিয়া মীমাংসিত হয়, সেই শাস্ত্রকে "জ্যোতিষশাস্ত্র" বলে এবং যে শাস্ত্রে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গতির ও ঘটনার মূল কারণ আলোচিত হয়, সেই শাস্ত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে। (১)

১ম পাঠ, ২য় প্রপাঠক।

ভূ-গোল।

দিবাভাগে নির্ম্মল প্রশস্ত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিবে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ একটী চক্রাকার সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং তোমার মস্তকের উপরে কটাহ-আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঐ চক্রাকার ভূমিস্থলকে চক্রবাল (Sensible Horizon) বলে, এবং ঐ কটাহ মধ্যগত বিন্দু ঠিক্ তোমার মস্তকের উপরিভাগে আছে; ঐ বিন্দু তোমার "খ" বিন্দু (Zenith) তোমার চক্রবালের উত্তরবিন্দু ও দক্ষিণবিন্দু এবং খ বিন্দু সংযোগ করিয়া একটী রেখা টানিলে দেখিবে, রেখাটি একটি বৃত্তপরিধির অর্দ্ধভাগ, এবং ঐ রেখার নাম তুঙ্গরেখা (Meridian)। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে তোমার সমসূত্রে দণ্ডায়মান দর্শক দেখিতেছেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে তাঁহার দৃষ্টিস্থল ঐরূপ চক্রাকার সীমাদ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহার মস্তকের উপরে কটাহ-আকারের আকাশ ঝুলিয়া ঐ সীমা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এবং সেই দর্শকের চক্রবালের উত্তরবিন্দু, দক্ষিণ বিন্দু এবং সেই দর্শকের খ বিন্দু সংযোগ করিয়া তুঙ্গরেখা টানিলে, ঐ তুঙ্গরেখা

---

(১) হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্র ৩ভাগে বিভক্ত করেন)
প্রশ্নরত্ন টীকাকার বলেন—
পঞ্চস্কন্ধমিদং শাস্ত্রং হোরাগণিত সংহিতা।
কেরলি শকুনৈশ্চৈব প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

বৃত্তপরিধির অর্দ্ধেক হইবে। তোমার আকাশ-কটাহ ও অপর দর্শকের আকাশ যোড়া দিলে একটী বৃত্তময় বর্ত্তুলাকার গোলক হইবে(১) এই গোলকের নাম বিশ্বগোলক বা গোলক-ব্রহ্মাণ্ড (Celestial Sphere) এবং ঐ গোলকের কেন্দ্রে গোলাকার পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত। (২) ঐ গোলকের পৃষ্ঠদেশ চন্দ্র সূর্য্য-তারাগণ প্রভৃতি অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পরিবৃত ও পরিশোভিত। ঐ জ্যোতিষ্ক-পরিশোভিত গোলক-পৃষ্ঠকে ভ-গোল বলে। সূর্য্যের উদয়ে আকাশ-কটাহের তারাগণ অদৃশ্য হয়; কেবল সূর্য্যকেই দেখা যায়।

ভ-গোলের দৃশ্যগতি।

দিবাভাগে আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিবে, সূর্য্য সকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া উঠিতে থাকে; ক্রমে মধ্যদিনে সূর্য্য তোমার তুঙ্গরেখায় উপনীত হইবে এবং বিকালে সূর্য্য ক্রমে নামিয়া অবশেষে সায়ংসন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে।

সায়ংসন্ধ্যাকালে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশ-কটাহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, শুক্ল পক্ষে দেখিবে, আগে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইবে; তৎপরে ১৮।২০টী বড় বড় তারা, তৎপরে ২৫।৩০টী মধ্যম আকারের তারা, পরে তিন চতুর্থাধিক ছোট তারা আকাশে ফুটিবে; পরে ক্ষুদ্র২ অগণ্য তারা উঠিয়া পড়িবে। ক্রমে দেখিবে, সচন্দ্র তারাগুলি দ্রুতগমনে পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছে। তোমার পশ্চিম চক্রবালের সন্নিহিত তারাগণ ক্রমে অস্তগত হইতেছে এবং তোমার পূর্ব্বচক্রবালের নিম্নদেশ হইতে তারাকুল চক্রবালের উপরে ক্রমে উঠিতেছে। কেবল উত্তর চক্রবালের উপরিস্থ একটী তারা অচল—অটল স্থিরভাবে রহিয়াছে। তোমার সমসূত্রস্থ এক দর্শকও পশ্চিমবাহিনী তারাস্রোত দেখিতেছেন এবং তাঁহার দক্ষিণ চক্রবালের উপরেও ঐরূপ অচল অটল স্থির এক তারা তিনি দেখিতেছেন। তুমি যে অচল তারা দেখিতেছ, ঐ তারা উত্তর-ধ্রুবতারা, দর্শক যে অচল তারা দেখিতেছেন, ঐ তারা দক্ষিণ ধ্রুবতারা। তোমার চক্রবালের উত্তর-বিন্দু হইতে উত্তরধ্রুবতারা যত উচ্চ, দর্শকের চক্রবালের দক্ষিণ-বিন্দু হইতে দক্ষিণধ্রুবতারা ঠিক তত উচ্চ। তুমি দেখিতেছ, যেন সমস্ত তারাগণ উত্তর বা ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দর্শক দেখিতেছেন যে, সমস্ত তারাগণ দক্ষিণ বা যাম্য ধ্রুবতারা প্রদক্ষিণ করিতেছে। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে তারা ধ্রুবতারার যত নিকটস্থ, সেই তারার গতি তত মৃদুমন্দ। তোমরা উভয়ে দেখিতেছ যে, চক্রবাল হইতে আপন২ ধ্রুবতারা যত দূর, তাহা অপেক্ষা ধ্রুব হইতে কম দূরে স্থিত তারা অস্ত যাইতেছে না। এবং যে তারাগণ অস্ত যাইতেছে, পরদিন সায়ংসন্ধ্যার সময়ে প্রায় স্ব স্ব স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। তোমাদের উভয়ের পর্য্যবেক্ষণের ফল এই দাঁড়াইল, যেন ভ-গোল উত্তর ধ্রুবে

---

(১) কটাহ দ্বিতয়স্যৈব সম্পুটং গোলকাকৃতিঃ।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২। ২৯

কটাহ দ্বয়ের সম্পুট গোলকের আকৃতি।

(২) মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূ-গোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২। ৩২

ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত।

আবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত প্রতিদিন এক এক বার ঘুরিতেছে (১) এবং তোমরা উভয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থির ভাবে রহিয়াছ (২) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভ-গোলের কোন দৈনিক গতি নাই, ভ-গোল স্থির। দ্রুতগামী মেল ট্রেনে গমন কালে আরোহী যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির গতি দর্শন করেন, এবং আপনাকে অচল স্থির জ্ঞান করেন, তোমরা অবিরত দ্রুত ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-পৃষ্ঠে থাকিয়া সেইরূপ ভ-গোলস্থ জ্যোতিষ্ক-গণকে গতিশীল দেখিতেছ, অথচ পৃথিবী প্রতি বিপলে প্রায় ৮ মাইল হিসাবে হোরায় ৬৩৮০০ মাইল চলিতেছে। পৃথিবীর এই দ্রুত দৈনিক আবর্ত্তন বশতঃ ভ-গোলের জ্যোতিষ্কগণের দৈনিক উদয়-অস্ত দেখিতেছ মাত্র। ২।

(১) সূর্য্য সিদ্ধান্তে ভ-গোলের দৃশ্য গতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—ভ-চক্রং ধ্রুবয়োর্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ।

পর্য্যেত্যজস্রং। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ।১২।৭৩

ভ-চক্র সৌম্য ও যাম্য ধ্রুব দ্বয়ে আবদ্ধ থাকিয়া প্রবহ নামক বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া সতত ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

(২) সূর্য্য সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা স্থলে জ্যোতির্বিদ্বর আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন, ভ-পঞ্জরঃ স্থিরঃ। ভূঃ এব আবৃত্য আবৃত্য প্রাতি দৈবসিকং উদয়াস্তং ইবং সম্পাদয়তি গ্রহ-নক্ষত্রাণাং।

ভ-গোল স্থির। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রগণের দৈনিক উদয় ও অস্ত প্রদর্শিত হয়। ইটালিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ গেলিলিও (খৃঃ অঃ ১৫৬৪) মহাত্মার বহু পূর্ব্বে মহাত্মা আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হয়।

১ম পাঠ।

৩য় প্র-পাঠক।

ভূগোল।

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে দক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত যে কল্পিত রেখা ভূগোলের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত, ঐ রেখার নাম মেরুদণ্ড (axis); মেরুদণ্ড পৃথিবীর কটি দেশস্থ প্রকৃত ব্যাসের সমদীর্ঘ, সুতরাং ৭৯২৬ মাইল লম্বা; পৃথিবীর উত্তর সীমা বিন্দুর নাম উত্তর মেরু, এবং দক্ষিণ সীমা বিন্দুর নাম দক্ষিণ মেরু। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা এবং পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ সীমা বিস্তৃত ব্যাস পরিমাণ ৭৯০০ মাইল; সুতরাং মেরুদণ্ড পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় ১৩ মাইল হিসাবে ২৬ মাইল বিনির্গত পৃথিবীর এই উত্তরস্থিত বিনির্গত মেরুদণ্ডাংশকে সুমেরু ও দক্ষিণস্থিত মেরুদণ্ডাংশকে কুমেরু পর্ব্বত বলে। (১) এবং উহার বর্ণনায় যথেষ্ট কবিকল্পনা আছে।

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখিবে,

অনেক রত্ন নিচয়ো জাম্বূনদ ময়োগিরিঃ।
ভূ-গোল মধ্যগো মেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ ।।২।১৫

পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত বিন্দু হইতে দক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু পর্য্যন্ত ভূগর্ভ ভেদ করিয়া পৃথিবীর সারাংশ বা অস্থির ন্যায় যে সুবর্ণ শৈল বাহির হইয়াছে, তাহার নাম মেরু বা মেরুদণ্ড।

এই কনকাচলের নাম লোকালোক পর্ব্বত।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে সুমেরু, মন্দর, মেরু মন্দর, সু-পার্শ্ব ও কুমুদ, এই চারি পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত।

উপরিষ্টাৎ স্থিতাঃ তস্য সেন্দ্রা দেবা মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বৎ ।।১।৩৫

ঐ মেরু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ বা উত্তর ভাগকে সুমেরু বলে এবং ঐ সুমেরু ইন্দ্রাদিদেবগণ এবং মহর্ষিগণের নিকেতন, এজন্য সুমেরুর অপর নাম স্বর্গ এবং ঐ মেরু পর্ব্বতের নিম্ন বা দক্ষিণ ভাগস্থ প্রদেশে অসুরগণের আবাসভূমি।

ভূগোলের যে পরিধি উভয় মেরুর সমদূরে স্থিত, ঐ পরিধিকে নিরক্ষ-রেখা (Equator) বলে। নিরক্ষ-রেখা, ভূগোল উত্তর-দক্ষিণ সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। উত্তর খণ্ডকে উত্তর গোলার্দ্ধ বলে এবং দক্ষিণ খণ্ডকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ বলে (২)।

অবন্তি নগরের দক্ষিণে ঐ নিরক্ষ রেখায় যে বিন্দু, ঐ বিন্দুকে কীলক ধরিয়া, নিরক্ষ-রেখা সম ৪ খণ্ডে বিভক্ত কর এবং ঐ প্রত্যেক খণ্ডের বিবরে এক একটী নগর কল্পনা কর। প্রথম বিন্দু কীলকে ভারত-বর্ষে লঙ্কানগর, লঙ্কানগরের পূর্ব্বে ২য় কীলকে ভদ্রাশ্ববর্ষে যমকোটি নগর। লঙ্কা নগরের পশ্চিমে ৩য় বিবরে কেতু-মালবর্ষে রোমক পত্তন এবং লঙ্কানগরের সমসূত্র ৪র্থ বিবরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুর। এই চারি নগরের উত্তরে সুমেরু, দক্ষিণে বড়বানল, মধ্যে কুমেরু। মলদ্বীপের সন্নিহিত লঙ্কানগর, সোসাইটী দ্বীপের নিকট যমকোটি, সেণ্টটমাস দ্বীপের সন্নিহিত রোমক পত্তন এবং কুইটোনগর সন্নিহিত সিদ্ধপুর। ভূপরিধির এক এক পাদ অন্তরে গোলবিদ্‌গণ এই ৪টী বিন্দু স্থাপন করিয়াছেন (৩)।

ভ-গোলে সূর্য্য যে চক্রাকার পথে এক বৎসরে একবার পরিভ্রমণ করেন, ঐ পথকে রবিমার্গ বলে। রবিমার্গ বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া রবিমার্গ-বৃত্তের সমকোণে যে যষ্টি কল্পনা করা যায়, ঐ যষ্টি ভ-গোলের উত্তর ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে কদম্ব বলে। এবং ঐ যষ্টি ভ-গোলের দক্ষিণ ভাগে যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে পরকদম্ব বলা যাইতে পারে এবং ঐ যষ্টিকে কদম্ব-যষ্টি বলা যাইতে পারে।

ভ-গোলের যে কটিবন্ধ চক্রাকার রবিমার্গের উত্তর-দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে ১০ অংশ করিয়া বিস্তৃত। ঐ চক্রাকার কটিবন্ধরূপ ভ-গোলাংশকে ভ-চক্র বলে। রবি-মার্গ সহ ভ-চক্রকে সমদ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক খণ্ডকে রাশি বলে। ঐ-রূপ রবিমার্গ সহ ভ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে নক্ষত্র বলে।" (৪)

'কল্পনা দ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, প্রসারিত পার্থিব মেরুদণ্ড ভ-গোলের যে ২

(২) "কুরুঃ সমস্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেন অয়ং মহার্ণব মেখলে অবস্থিতো ধ্যাত্বা দেবাসুর বিভাগকৃৎ ॥১২।৩৬ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরে স্থিত মহার্ণব বা সাগর মালা ক্রমে পৃথিবীর পরিধিরূপে মেখলার ন্যায় ভূগোল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং দেব ও অসুর বংশের অধিকারের সীমান্ত রেখা রূপে বিরাজমান আছে। পৃথিবীর এই সাগর মধ্যস্থ পরিধির নাম নিরক্ষ রেখা। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ ভূগোলার্দ্ধকে দেবভাগ বলে, এবং দক্ষিণ ভূগোলার্দ্ধকে অসুর ভাগ বলে।

(৩) লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটি অস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যে অথ যাম্যে বড়বানলশ্চ ভাস্কর ৩।১৭
কুবৃত্ত পাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষট্ গোলবিদো বদন্তি। ভাস্কর ৩।১৮

(৪) পুনর্দ্বাদশধাক্রান্তং বিভক্তম্ রাশি সংজ্ঞকং নক্ষত্র রূপিণং ভূয়ঃ সপ্ত বিংশাত্মকং বশী। সূঃ ১২।২৫

বিপরীত বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ দুই বিন্দুকে ধ্রুব বিন্দু বলে। উত্তরস্থ বিন্দুকে উত্তর বা সোমা ধ্রুব বিন্দু বলে এবং দক্ষিণস্থ বিন্দুকে দক্ষিণ বা যাম্য ধ্রুব বিন্দু বলে, এবং উত্তর বিন্দুর সন্নিহিত তারাকে উত্তর ধ্রুব তারা বলে। এবং দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দুস্থিত বা দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দুর সন্নিহিত তারাকে দক্ষিণধ্রুব তারা বলে। দক্ষিণ ধ্রুব তারা ভারতবাসীগণের দর্শনাতীত বলিয়া ভারতবাসীগণ উত্তর ধ্রুবতারাকে খালি ধ্রুব বলেন।

কদম্ব বিন্দুর ২১° ৩০´ দূরে উত্তর ধ্রুব বিন্দু অবস্থিত, এবং পর কদম্ব বিন্দুর ৩২° ৩০´ দূরে দক্ষিণ ধ্রুব বিন্দু অবস্থিত (১)

আবার ঐরূপে পৃথিবীর পরিধিভূক্ত নিরক্ষরেখার ক্ষেত্র বা বৃত্ত প্রসারিত করিলে, ঐ বৃত্ত ভ-গোল স্পর্শ করিয়া একটী গোলাকার রেখা ভ-গোলে উৎপন্ন করিবে। ভ—গোলস্থ ঐ গোলাকার রেখাকে বিষুপমণ্ডল বলে। বিষুপ রেখা ভ-গোলকে সম দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবে। বিষুপ রেখার উত্তরস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে উত্তর ভ-গোলার্দ্ধ বলে, এবং বিষুপ রেখার দক্ষিণস্থিত ভ-গোলার্দ্ধকে দক্ষিণ ভ-গোলার্দ্ধ বলে। বুঝিতে হইবে যে, রবিমার্গের অর্দ্ধভাগ বিষুপ রেখার উত্তরে পড়িবে এবং রবিমার্গের অপর অর্দ্ধভাগ বিষুপ রেখার দক্ষিণে পড়িবে, এবং রবিমার্গ বিষুপ রেখাকে ২ বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে এবং বিষুপ রেখা রবিমার্গকে সেই দুই বিন্দুতে কাটিয়া সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিবে। এই দুই বিন্দুকে বিষুপবিন্দু বা ক্রান্তি-পাত বলে এবং রবিমার্গের উত্তরার্দ্ধের মধ্য-বিন্দুকে কর্কট ক্রান্তি বলে এবং রবিমার্গের দক্ষিণার্দ্ধের মধ্য-বিন্দুকে মকরক্রান্তি বলে। পৃথিবী হইতে দর্শক দেখিবেন যে, বিষুপ-রেখা ভ-গোলে সরলভাবে বিরাজমান। কিন্তু রবিমার্গ সর্পাকৃতি বক্র ও জটিলভাবে বিষুপ রেখাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

(১) একটি বৃত্তের পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে অংশ বলে। এবং এক অংশকে ৬০ ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভাগকে কলা বলে, ° চিহ্ন অংশ বাচক, ´ চিহ্ন কলা বাচক। " চিহ্ন বিকলা বাচক।

চিন্তা-লহরী।

কি করিতে এলে, কি করিয়া গেলে,
কি ধন লভিলে হায়!
শুধু কি হাসিতে——শুধু কি কাঁদিতে,
এসেছিলে এ ধরায়?
জীবন-যজ্ঞের, চরম-আহুতি,
অপূর্ণ রাখিয়া গেলে;
কু-কাচ-ভ্রমে, সিতাংশু-উপল
হায়রে ত্যজিলে হেলে!
কতটুকু প্রাণ, কতটুকু জ্ঞান,
কতটুকু তার বাসা?
তারি' মাঝে হেন "আমিত্ব"-তিমির,
এ হেন মহতী আশা?
না না—রে অবোধ, ও তো আশা নয়,
ও যে মরীচিকা-ধাঁধা;
অই তো পাপের পয়োধি-লহরী,
সংসার-পাথের বাধা!

ভাসিয়া যায়; আচার্য্যোপদেশ, পিতৃ-মাতৃ-গুরু-আদেশও অবহেলিত হয়। স্বমতই সংসার-সমুদ্রের অম্বু, স্বমতই ভবের বাজারের কড়ী, এক কথায়—স্বমতই সর্ব্বস্ব। পরমত স্বমতের বিপরীত। আমরা যখন স্বমত-বোধে পরমত আত্মসাৎ করি, তখন তাহা স্বমতই হইয়া যায়। তখন তাহাকে পরমত বলাই ভুল। যতক্ষণ "পরমত" শব্দের সার্থকতা, ততক্ষণ তাহা স্বমত-বিরুদ্ধ বিষয় বলিয়াই বোধ্য।

তথাপি পরমত একেবারে অবজ্ঞাত বা অনাদৃত হওয়া শিষ্টতা-সঙ্গত নহে। হৃদয়ে স্বমতের আসন অটল থাকুক, প্রকাশ্যে পরমতাবলম্বীর বা পরের মতের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কুৎসা, কোপ, কুভাষণ প্রভৃতির সংযম সযত্নে সাধিতব্য। যে দাম্ভিক স্বমতসর্ব্বস্ব তাহা ভুলিয়া যায়, বিজ্ঞজন-বিচারণায় সে "অসভ্য" বিশেষণের বিষয়ীভূত। অসভ্যতা মাত্রই অবোধ পরমতোপেক্ষা ও স্বমতান্ধতার ফল। আমরা অনেক সময়ে চিত্তসংযমের অভাবে এ সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, বাহিরে "সভ্য" সংজ্ঞায় সুপরিচিত থাকিয়াই অন্তরে সজ্ঞানে অসভ্য হইতেছি।

পরমতের প্রতিকূলে বিশেষ বাড়াবাড়ি করিতেই নাই। পরমত কখন স্বমত হইয়া দাঁড়ায়, তাহারই বা ঠিক কি? আবার অদ্যকার স্বমত কল্য পরমতে পরিণত হওয়াই বা বিচিত্র কি? মানুষের বহুরূপী-সাজ কেবল বিকৃতিতে নহে, প্রকৃতিতেও বটে। আজ যে হিন্দু থাকিয়া পরমত বোধে ব্রাহ্ম-মতকে ব্যঙ্গ করিতেছে, কাল সে-ই ব্রাহ্ম হইয়া বেদ-বেদান্ত কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিতেছে। আবার চাই কি—পরশু হয়ত খ্রীষ্টান হইয়া পাদ্রী সাহেবের পুস্তকবাহক সাজিতেছে! বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে এইরূপ মুখস-বদল সংসার-রঙ্গালয়ের প্রহসনাভিনয় মাত্র।

স্বমতের স্বতঃপ্রিয়তার কুসুম শয়নে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাওয়া সুবিবেচনা-সূচক নহে। পরমতের সংঘর্ষে স্বমতের পরীক্ষা ও পরিমার্জ্জনা প্রকৃতই প্রয়োজনীয়। কোন্ স্বমতটি আমরণ অব্যাহত থাকিবে পরমতের অপরিশ্রান্ত প্রতিঘাত পৌনঃপুন্যেই তাহা প্রতীত হয়। তাই বলিতেছি, পরমত লইয়া বিরুদ্ধ ব্যাপকতা বাঞ্ছনীয় নহে। আবার স্বমত মাথায় করিয়া "লম্ফঝম্প ভূমিকম্প" করাও সুবুদ্ধি-সঙ্গত নহে। অধুনা অস্মদীয় সভ্যতাভিমানী—শিক্ষাভিমানী সমাজেও সময়২ সে সুবুদ্ধির শোচনীয় সংহার পরিলক্ষিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, ইদানীং যে সংবাদ-পত্র মাজের পবিত্র আসন সময় সময় কবির আসরে পরিণত হইতেছে, সে গরলোদ্গারের ঝাঁঝে সাহিত্যের সাত্বিক সজীবতাও ঝলসিয়া যাইতেছে, স্বদেশসেবী বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী কি তাহা বুঝিবেন না? নিরপেক্ষ সমাজ-সেবা সংবাদ-পত্রের পবিত্র ব্রত; তাহাতে এরূপ স্বমত-পরমত-বিদ্রোহের অবাধ-প্রশ্রয় বড়ই নৈরাশ্যপ্রদ। সংবাদপত্র সমাজের মুখ স্বরূপ; সেই মুখ যদি কেবল মনূক্তি মত—

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥

এই পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য, অসম্বন্ধ প্রলাপ রূপ চারি বাক্যের পাপেই অবিরত ক্রমাগত কলুষিত হইতে থাকে, তবে মনের দুঃখে সে মুখের "মুখে আগুন" বলিতে ইচ্ছা করে; যে ক্ষেত্রে মনে মনে "আপনার জন" ভাবিয়া আব্দার করিয়া—দুঃখ করিয়া —দুটা মনের কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, আবার হয়ত সেই ক্ষেত্রেই — কখনবা মনের অর্দ্ধ-অজ্ঞাতসারে একটু তোষামোদের—একটু 'মুখ-সামালের' দুর্ব্বলতাও আসিয়া পড়ে। বলিতে কি, বর্ত্তমান "মান-নাশ" বিভীষিকার বিকট তাণ্ডবের সময়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখনী চালন করিতে হয়। যে কোন সামাজিক সংঘটনার সমালোচনার স্থলে দু-কথা লিখিতে হইলে, লেখনীর মুখ, সংযম, শিষ্টতা, বিনয়, মাধুর্য্য দ্বারা সংমার্জ্জনের একান্ত প্রয়োজন। ফলে আমাদের অধিক কথা বলিবার নাই। দেশের সাধারণ নৈতিক "আব্-হাওয়া" সংবাদপত্র ইত্যাদি দ্বারাই অধিকাংশতঃ পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব তাহাতে নৈতিক স্বাস্থ্যসংহারক স্বমত-পরমতের বিরোধ-বিপ্লব-জনিত বিষাক্ত আত্মদ্রোহ বিসর্পিত হওয়া একান্তই আপত্তিজনক।

আমি যাহাতে স্বদেশ-হিতৈষিতা ভাবি, তুমি তাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভাব। আমি যাহা সমাজ-সংস্কার ভাবি, তুমি তাহা সমাজ-সংহার ভাব। আমি যাহাকে রাজ-ভক্তি বলি, তুমি তাহাকে রাজ-তোষামোদ বল। আবার আমি যাহাকে রাজ-সাহায্য বিশ্বাস-করি, তুমি তাহাকে রাজ-দ্রোহ সন্দেহ কর। হায়! আমার মতে যাহা স্বরূপবাদিতা, তোমার মতে তাহা দুর্ম্মুখতা। বিলোমভাবেও ঐরূপ। তুমি ভাব তেজস্বিতা, আমি ভাবি ধৃষ্টতা। তুমি সহৃদয়তা, আমি দুরাশয়তা; তুমি পরের দুখ, আমি আপন সুখ; তোমার আত্মপ্রসাদটুক, আমার মহারাণীর মুখ; তোমার হিতবাদ, আমারই অহেতুবাদ; তোমার অমৃত, আমার গরল; তোমার আনন্দ, আমার বিষাদ। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। ফলে এই ভাবেই স্বমত-পরমতের প্রবল প্রতিযোগ-প্রবাহ বহিয়া থাকে।

দেশের বিদ্বজ্জন-সমাজই দেশের বল। সেই বিদ্বজ্জন-মণ্ডলে ঐ প্রবাহের এরূপ পূতি-পঙ্কিল-প্রবহন নিতান্তই বিধাতার নিদারুণ অভিসম্পাত, সন্দেহ নাই। সবল, সমুন্নত ও সজীব দেশে ইহা তত অনিষ্টকর নহে; বরং স্থলবিশেষে ঐহিক উন্নতির আংশিক আলম্ব স্বরূপই হয়; কিন্তু এই দীন দুর্ব্বল দলিত দেশে মত-বিরোধের অন্তর্বিবাদ ও উৎকট অসূয়তা একান্তই অহিতকর।

এই মত-বিরোধ-জনিত লজ্জাজনক আত্মদ্রোহে সমাজ-শান্তির হানি, সভ্যতার হানি, জাতীয় স্বার্থ ও সম্মানের হানি, অবশেষে সাহিত্যের হানি; হানি সর্ব্বদিকে। আমরা যদি এইরূপ অবোধ আত্মদ্রোহে ফেরু কুকুরেরও অধঃস্থানীয় হই, তবে আর আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের কথঞ্চিৎ পুনরভ্যুদয়ের আশাও দুরাশা মাত্র। অনসূয়তাই উন্নতি ও আনন্দের নিদান; এই সারতম শিক্ষাতত্ব আমাদের গীতাদি শাস্ত্রে ভগবদুক্তিতেই বিঘোষিত; অথচ

ভাগ্যদোষে—কর্ম্মবশে আমরাই অধুনা সে শিক্ষায় শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত। ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার পতিত ভারতকে আবার সেই শিক্ষার বল দিয়া উদ্ধার করিবেন, এই আশা লইয়া মরিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রী শঃ—

গণেশ-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

১

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং
সিন্দূরপূরপরিশোভিতগণ্ডযুগ্মম্।
উদ্দণ্ডবিঘ্ন-পরিখণ্ডন-চণ্ডদণ্ড-
মাখণ্ডলাদি-সুরনায়ক-বৃন্দবন্দ্যম্॥

অনাথ জনের যিনি বন্ধু অবিরল,
সিন্দূরে শোভিত যাঁর দুটী গণ্ডস্থল,
প্রবল বিঘ্নের যিনি বিনাশ কারণ,
ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁর করেন বন্দন,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি,
সেই দেব গণেশের শ্রীচরণ স্মরি।

২

প্রাত র্নমামি চতুরাননবন্দ্যমান-
মিচ্ছানুকূলমখিলং চ বরং দদানম্
তং তুন্দিলং দ্বিরসনপ্রিয়যজ্ঞসূত্রং
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায়॥

ব্রহ্মাও করেন যাঁর চরণ বন্দনা,
পূরণ করেন যিনি মনের বাসনা,
প্রদান করেন যিনি যত কিছু বর,
যাঁর মত কেহ আর নাই লম্বোদর,
সর্প যজ্ঞসূত্র যাঁর অতি প্রিয় ধন,
বিবিধ বিলাসে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ,
শঙ্কর জনক যাঁর, শঙ্করী জননী,
সুতরাং শিবময় বলি যাঁরে গণি,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠিয়াই আমি
সেই গণেশের পদ ভক্তিভরে নমি।

৩

প্রাতর্ভজাম্যভয়দং খলুভক্তশোক-
দাবানলং গণ-বিভুং বরকুঞ্জরাস্যম্
অজ্ঞানকাননবিনাশনহব্যবাহ-
মুৎসাহবর্দ্ধনমহং সুতমীশ্বরস্য॥

করেন অভয় দান যিনি অবিরল,
দহিতে ভক্তের শোক যিনি দাবানল,
যিনি দেব গণপতি, যিনি গজানন,
নরের উৎসাহ যিনি করেন বর্দ্ধন,
ঘোর অজ্ঞানতা-বন দাহনের তরে
অগ্নি সম একমাত্র যিনি এ সংসারে,
শিবের পরম প্রিয় পুত্র যিনি হন,
প্রাতঃকালে বন্দি সেই গণেশ-চরণ।

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং সদা সাম্রাজ্য-
দায়কম্।
প্রাতরুত্থায় সততং যঃ পঠেৎ
প্রযতঃ পুমান্।
লভতে সকলান্ কামান্ ব্রহ্ম-
লোকে মহীয়তে॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যে জন
এই তিন পুণ্য শ্লোক করে উচ্চারণ,
সাম্রাজ্যাদি কাম্য বস্তু ভাগ্যে তার রয়,
ব্রহ্মলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

চণ্ডী-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

১

প্রাতঃস্মরামি শরদিন্দুকরোজ্জ্বলাভাং
সদ্রত্নবৎসকলকুণ্ডলহারশোভাম্।
দিব্যায়ুধোর্জ্জিতসুনীলসহস্রহস্তাং
রক্তোৎপলাভচরণাং ভবতীং-পরেশাম্॥

রতন-কুণ্ডল আর রতনের হার—
কর্ণে আর গলে যাঁর শোভে অনিবার;
ধারণ করিয়া নিত্য দিব্যাস্ত্র সুন্দর,
সুনীল সহস্র কর যাঁর মনোহর;
শরচ্চন্দ্র সম যাঁর উজ্জ্বল বরণ,
রক্তপদ্ম সম যাঁর সুন্দর চরণ,
প্রাতঃকালে উঠি সেই পরম-ঈশ্বরী
চণ্ডিকার শ্রীচরণ মনে মনে স্মরি।

২

প্রাতর্নমামি মহিষাসুরচণ্ডমুণ্ড-
শুম্ভাসুরপ্রমুখদৈত্যবিনাশদক্ষাম্।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনিমোহনশীললীলাং
চণ্ডীং সমস্তসুরমূর্ত্তিমনেকরূপাম্॥

কিবা সে মহিষাসুর, কিবা চণ্ডমুণ্ড,
কিবা শুম্ভ, কি নিশুম্ভ অসুর প্রচণ্ড,
কিবা আর আর যত দুষ্ট দৈত্যগণ,
করিলেন রণে যিনি সবারি নিধন;
কিবা ব্রহ্মা, কিবা ইন্দ্র, কিবা মহেশ্বর,
কিবা এই ত্রিভুবনে যত মুনিবর,
পরম বিচিত্র লীলা করিয়া ধারণ,
করেন তাঁদের যিনি মানস রঞ্জন,
যিনিই ধরেন সর্ব্বদেবের মূরতি,
নানাকালে নানারূপে যাঁর অবস্থিতি,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠিয়াই আমি
সেই চণ্ডিকার পদ ভক্তিভরে নমি।

৩

প্রাতর্ভজামি ভজতামভিলাষদাত্রীং
ধাত্রীং সমস্তজগতাং দুরিতাপহন্ত্রীম্।
সংসারবন্ধনবিমোচনহেতুভূতাং
মায়াংপরাংসমধিগম্য পরস্যবিষ্ণোঃ॥

করেন ভক্তের যিনি অভীষ্ট সাধন,
ধারণ করেন যিনি এই ত্রিভুবন,
সমস্ত পাপের যিনি নিধন কারণ,
সংসার-বন্ধন যিনি করেন ছেদন,
স্বয়ম্ বিষ্ণুও যাঁর পড়ি মায়াজালে—
হইয়াছিলেন বদ্ধ এই ভূমণ্ডলে,
প্রাতঃকালে উঠি সেই ত্রিলোকতারিণী—
পূজি আমি চণ্ডিকার চরণ দুখানি।

৪

শ্লোকত্রয়মিদং দেব্যাশ্চণ্ডিকায়াঃ পঠেন্নরঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

দেবী চণ্ডিকার এই পুণ্য-শ্লোকত্রয়
পাঠ করে যেই জন হইয়া তন্ময়,
সমস্তই ভোগ্য বস্তু ভাগ্যে তার রয়,
বিষ্ণুলোকে সমাদর তাহার নিশ্চয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথমাধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

জাগতিক পদার্থসমূহ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই সাত ভাগে বিভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বিভাগে অনেকে বিরুদ্ধবাদী আছেন। তাঁহারা শক্তি কিম্বা সাদৃশ্য প্রভৃতিকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া থাকেন। অগ্নি মধ্যে তৃণাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অগ্নির সহিত যদি কোন মণি-বিশেষের যোগ করা হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর আর দাহ হইতে দেখা যায় না; এ নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, বহ্নিতে দাহের অনুকূল কোন শক্তি-বিশেষ আছে। মণি-বিশেষের সম্পর্কে ঐ শক্তির বিনাশ হয়। আবার যখন ঐ মণি-বিশেষকে অগ্নি হইতে অপসারিত করা হয়, তখন দাহিকাশক্তির পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শক্তি অবশ্য কোন অতিরিক্ত পদার্থ। পদার্থ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি ইহাদের প্রত্যেকেই এইরূপ সাদৃশ্য আছে। 'চন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল' বলিলে মুখ রূপ দ্রব্যে চন্দ্রের সাদৃশ্য বুঝায়। ঐরূপ কস্তূরীর গন্ধের ন্যায় গোলাপফুলের ঘ্রাণ অতি মনোহর, এস্থলে গন্ধস্বরূপ গুণে, বাত-মৃগগণ বায়ুর গতির ন্যায় দ্রুতগমন করে, এখানে গমন রূপ কর্ম্ম পদার্থে এবং গোত্বের ন্যায় অশ্বত্বজাতি নিত্য, এস্থানে জাতি পদার্থে, সাদৃশ্য-প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। বিশেষ, সমবায় ও অভাব পদার্থেও নিত্যত্বাদিরূপে সাদৃশ্য প্রতীত হওয়া অননুভূত নহে। ঐ সাদৃশ্য যে অভাব নয়, অর্থাৎ ভাব পদার্থ, তাহা অনুভবসিদ্ধ, অথচ উল্লিখিত ভাব পদার্থের মধ্যে কোনটীই সকল জাতীয় পদার্থে থাকে না; এবিধায় সাদৃশ্য উহাদের কাহারও স্বরূপ নহে, সুতরাং অতিরিক্ত। এই আশঙ্কার সমাধান এই—দাহের প্রতি মণি-বিশেষ প্রতিবন্ধক—অর্থাৎ দাহের প্রতি যেমন বহ্নি একটী কারণ, ঐরূপ মণি-বিশেষের অভাবও আর একটী কারণ; সুতরাং যে স্থলে বহ্নি আছে, অথচ মণি-বিশেষ নাই, সেই স্থলেই উক্ত কারণ দ্বয় থাকে বিধায়, দাহরূপ কার্য্যটী জন্মে। আর যে স্থলে মণি-বিশেষ রহিয়াছে, সে স্থানে মণ্যভাব রূপ কারণ না থাকাতে দাহ জন্মে না। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে বলিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা ঐ দাহের কারণতা মাত্র, নতুবা মণি-সমবধানে একবার দাহিকা-শক্তির নাশ হয়, মণির অপসারণে শক্ত্যন্তরের উৎপত্তি হয়, পুনর্ব্বার মণি-বিশেষ যোগে ঐ শক্তির ধ্বংস হয়, পুনশ্চ মণ্যপসারণে শক্ত্যন্তর জন্মে, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি ও ধ্বংস কল্পনায় অতিশয় গৌরব হয়। সাদৃশ্যও অতিরিক্ত পদার্থ নহে, "তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গত ভূয়ো ধর্ম্মবত্বং সাদৃশ্যং" মুখমণ্ডলে চন্দ্রমার ভেদ এবং চন্দ্রগত আহ্লাদকত্বরূপ ধর্ম্ম আছে, ঐ আহ্লাদজনকত্বরূপ ধর্ম্মই 'চন্দ্রবন্মুখ' ইত্যাদি স্থলে মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য; ইহা সর্ব্বত্র এক নহে, স্থলভেদে পৃথক্ পৃথক্। যাঁহারা সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিতে

চাহেন, তাঁহাদেরও উহা দ্রব্য গুণ-কর্ম্মাদি আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন বলিতে হইবে, অন্যথা সকল পদার্থেই সকলের সমানভাবে সাদৃশ্য-ব্যবহারের আপত্তি হইতে পারে।

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥ ৫ ॥

পদব্যাখ্যা। পৃথিবী—ক্ষিতির ভাগ—অর্থাৎ যাহাতে গন্ধ আছে। আপঃ-জল, যাহা স্বতঃসিদ্ধ দ্রব পদার্থ। তেজঃ—বহ্নি, সূর্য্য-কিরণ ইত্যাদি—যাহাতে উষ্ণ স্পর্শ থাকে। বাতাস, যাহা হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া হয়। আকাশং—গগন, যাহার গুণ শব্দ। কালঃ—সময়, যাহা হইতে জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হয়। দিক্—পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধ, যাহা হইতে দূরত্ব নিকটত্ব ব্যবহার হয়। আত্মা—জ্ঞানের আশ্রয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনঃ—অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখাদি প্রত্যক্ষের কারণ। ইতি—ইহাই। দ্রব্যাণি—দ্রব্য পদার্থ।

বঙ্গার্থ। দ্রব্য পদার্থ সকল—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন, এই নয় ভাগে বিভক্ত ; অর্থাৎ ক্ষিতিত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব, গগনত্ব, কালত্ব, দিক্ত্ব, আত্মত্ব, ও মনস্ত্ব, এই নয়টীকে দ্রব্য বিভাজক ধর্ম্ম বলে। তন্মধ্যে গগনত্ব, কালত্ব ও দিক্ত্ব, এই তিনটী এক ব্যক্তিতে মাত্র থাকে, এ জন্য ইহারা জাতি নহে ; গগনাদি আশ্রয়ের স্বরূপ ধর্ম্ম বিশেষ। অবশিষ্ট ছয়টী জাতি পদার্থ।

তাৎপর্য্যার্থঃ। পৃথিব্যাদি নববিধ পদার্থের মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গুণের উৎপাদনে প্রাধান্য (সমবায়িকারণত্ব) আছে। ঐ প্রাধান্য সূচনা করিবার মানসে সূত্রে পদ সকলের অসমস্ত (সমাস না করিয়া) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইতি শব্দের অর্থ—অবধারণ। পৃথিবীত্ব প্রভৃতি নয়টী ধর্ম্মই দ্রব্যের বিভাজক, তদপেক্ষায় ন্যূনও নহে, অধিকও নহে, ইহাই অবধারণের বিষয়। যেখানে বিভাগ-সূত্রে ইতি শব্দের প্রয়োগ নাই, সেস্থলে তাহার অধ্যাহার করিয়া অবধারণ অর্থ বুঝিতে হইবে।

পৃথিবী বলিলে, সাধারণতঃ যাহার উপর আমরা বসতি করি, তাহাকে বুঝায় ; কিন্তু এখানে কেবল স্থূলভাগই পৃথিবী-পদবাচ্য নহে। যাহাতে পার্থিব পরমাণু-সমষ্টি আছে, অর্থাৎ যে দ্রব্যে গন্ধ আছে, তাহার নাম পৃথিবী। পাষাণে সহজতঃ কোন গন্ধের উপলব্ধি হয় না সত্য, কিন্তু তাহাকে দগ্ধ করিলে, তদীয় ভস্ম হইতে গন্ধ বহির্গত হইয়া থাকে, সুতরাং পাষাণে গন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হইবে। যাহাতে গন্ধের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অথবা অনুমিতি হয়, যথা মৃত্তিকা, প্রস্তর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, ফল, পুষ্প, বস্ত্র ইত্যাদি পার্থিব পরমাণু-সম্ভূত দ্রব্য। জল পরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিলে, তাহাতে কোন গন্ধের উপলব্ধি হয়না। পরিষ্কৃত সলিলে কোন সুগন্ধি দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হইলে, যেমত তাহাহইতে সুগন্ধের অনুভব হইয়া থাকে, ঐরূপ পচা মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্পর্কে দুর্গন্ধের উপলব্ধি হয়। বাস্তব জলে গন্ধ নাই।

এই প্রকার তেজ ও বায়ু গন্ধবিহীন পদার্থ। বায়ু গন্ধবিশিষ্ট পার্থিব অংশকে বহন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যোগ করাইয়া দেয়, এজন্য গন্ধবহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব গন্ধ স্বরূপ গুণই ক্ষিতির একমাত্র পরিচায়ক বুঝিতে হইবে। অপ শব্দের অর্থ জল। যে সমস্ত বাষ্পরাশি গগন-মণ্ডলে মেঘাকারে পরিণত হয়, ঐ বাষ্প এবং শিশির, তুষার ও করকা, নিশ্চয় এ সমস্তও জলীয় পদার্থ। স্নেহ নামে জলে একটি বিশেষ গুণ আছে। ঐ স্নেহ দ্বিবিধ, প্রকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। জলাশয়গত জলে অপকৃষ্ট স্নেহ থাকাতে, ঐ জল অগ্নির নির্ব্বাপক হয়। আর তৈল মধ্যে প্রকৃষ্ট স্নেহ আছে, এ নিমিত্ত দহনের অনুকূল হয়। অগ্নি, সূর্য্য, সুবর্ণ, প্রভৃতি তৈজস পদার্থ শুক্ল ভাস্বর (বিজাতীয় শুক্ল) রূপই তেজের পরিচায়ক। তেজের অপর একটী বিশেষ গুণ উষ্ণ-স্পর্শ। সুবর্ণ-মধ্যে ঐ উষ্ণস্পর্শ সুবর্ণ সম্লিষ্ট পার্থিব অংশ দ্বারা স্তম্ভিত থাকায়, সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। তেজ পদার্থে গুরুত্ব (ভারত্ব) নাই। সুবর্ণের গুরুত্ব প্রতীতি হয়, তাহা তদ্গত পার্থিব অংশের বুঝিতে হইবে। যেমন অল্প পরিমাণে কর্দ্দম কিম্বা মসী মিশ্রিত থাকিলে, জলের জলত্ব ব্যবহারের ব্যাঘাত হয় না, তদ্রূপ অত্যল্প পার্থিব অংশ সংমিশ্রণেও সুবর্ণের তৈজসত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। সুবর্ণে যে অতিরিক্ত পরিমাণে তৈজস-অংশ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অগ্নি সংযোগ করিলেও তাহার প্রথমতঃ অগ্নি-সংযোগোৎপন্ন তারল্যের অপগম হয় না; পার্থিব পদার্থ শর্করাদি সেমত নহে। শর্করাকে কোন পাত্রে সংস্থাপন করিয়া নিম্নদেশে বহ্নি সংযোগ করিলে, প্রথমতঃ তরল হয়, সত্য, কিন্তু দীর্ঘকাল অগ্নি-সংযোগে সেই তরলতা আর থাকে না, শেষে দগ্ধ হইয়া বিকৃত অবস্থা ধারণ করে। এইরূপ জলকে বিশেষ তাপ প্রদান করিলে, ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; পরন্তু সুবর্ণের তাদৃশী অবস্থা ঘটেনা, এজন্য উহা যে তৈজস পদার্থ, ইহা নিশ্চিত। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস পদার্থে উদ্ভূত (প্রত্যক্ষ বিষয়) রূপ ও স্পর্শ, এই দুই শ্রেণীর গুণ থাকাতে, উহারা চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, সুতরাং পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ রহিয়াছে; তবে ইহাদের অণুভাগে মহত্ত্ব না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্বও একটী কারণ। বায়ু (বাতাস) পদার্থ অস্মদাদির জীবন, অতএব বায়ু 'জগৎপ্রাণ' নামে অভিহিত হয়। বাতাসে শ্বেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; তবে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং বৃক্ষশাখাদির পরিচালন দেখিয়া বায়ুর অনুমান করা হয়, ঐ অনুমানই বায়ুতে প্রমাণ। আকাশ শব্দে নভোভাগকে বুঝায়। 'নভঃ' বলিলে সাধারণতঃ আমাদের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু আকাশ যে কেবল ঊর্দ্ধদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, তাহা নহে, উহা ভূভাগের উপরি-অধঃ-মধ্য-পার্শ্ব-সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই আকাশ একমাত্র পদার্থ হইয়াও উপাধি-

(স্থান) ভেদে ঘটাকাশ—মঠাকাশ প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে। কর্ণ-শস্কুলীরূপ উপাধ্যভ্যন্তরস্থ আকাশভাগ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া স্বকীয় বিশেষগুণ শব্দের শ্রাবণিক প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। শব্দাত্মক বিশেষ গুণই আকাশ-পদার্থের অনুমাপক। অনেকে হয়ত শব্দকে বায়ুর বিশেষ গুণ বলিতে চাহেন; বস্তুতঃ শব্দের উৎপত্তিতে ও তাহার শ্রবণে বায়ুর উপযোগিতা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া শব্দকে বায়ু-সমবেত গুণ বলা যায়না। দেখাযায়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের এক একটী ইন্দ্রিয় আছে। পার্থিব ইন্দ্রিয় নাসিকা হইতে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা রস গ্রহণ করে। তৈজস ইন্দ্রিয় নয়ন রূপ-প্রত্যক্ষের সাধক হয়। বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্ স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মায়। ঐরূপ আকাশের ইন্দ্রিয় শ্রবণ শব্দের প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মাইয়া থাকে। ঘ্রাণ-রসনা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভূতোপজীবী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গুণের প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। নাসিকা যেমত রসের গ্রহণ করেনা, অথবা রসনার গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য নাই, সেইপ্রকার বায়বীয় ত্বগিন্দ্রিয় কখনও শব্দের প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা, কিম্বা শ্রবণেন্দ্রিয়েরও স্পর্শের প্রত্যক্ষে অধিকার নাই, সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয় বায়বীয় নহে, এবং শব্দ-গুণও যে বায়ুর নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আকাশ পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণাদি উত্তর গ্রন্থে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে। কাল নামক পদার্থ হইতে মনুষ্যাদির পরস্পর জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হয়। জগতের আধার স্বরূপ একমাত্র কালকে উপাধি (সূর্য্যের ক্রিয়াদি) ভেদে ক্ষণ, দণ্ড, দিবা, রাত্রি, মাস, সম্বৎসর প্রভৃতি নানারূপে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। দিক্ পদার্থ থাকাতে দ্রব্যাদির অপেক্ষাকৃত দূরত্ব নিকটত্ব ব্যবহার হয়। কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ অপেক্ষা করিয়া কাশীক্ষেত্র অতিদূরে অবস্থিত, অথবা কাশী হইতে কলিকাতা অপেক্ষা করিয়া বৈদ্যনাথ সমীপবর্ত্তিস্থান, এই প্রকার ব্যবহারের প্রতি দিকই কারণ। এই দিক্পদার্থ প্রাচী; অবাচী, প্রতীচী, উদীচী (অর্থাৎ পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর) প্রভৃতি নানা আখ্যায় (স্থানভেদে) আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। উভয় আত্মাই জ্ঞানের আশ্রয়। তন্মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য। জীবাত্মা নানা, মনুষ্যাদি প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত। এই জীবাত্মা সকল প্রত্যেকে নিজ নিজ শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক হইয়া ঐ ইন্দ্রিয়াদি জনিত ক্ষণিক জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ঈশ্বর পদ বাচ্য পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশের একমাত্র কর্ত্তা। কুলালের কৃতি (যত্ন) হইতে যেমত ঘটের উৎপত্তি হয় কিম্বা তন্তুবায়ের কৃতি হইতে বস্ত্র জন্মে, সেইরূপ ঈশ্বরের কৃতি হইতে ক্ষিত্যঙ্কুর বিশেষের (যাহা অস্মদাদি জীব-কৃতি-সমুদ্ভূত নহে, অথচ জন্য, তাহাদের) উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জীবের দেহাদ্যতিরিক্তত্বাদি বিষয়ে অগ্রিম গ্রন্থে

বিচার পূর্ব্বক অনুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় হইতে যেমত বাহ্য ঘট-পটাদি দ্রব্যজাত ও তাহার রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় মন হইতে শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবগত সুখ-দুঃখাদি গুণের আশ্রয় রূপে জীবাত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য, উহা প্রত্যেক জীব-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। জীব যখন স্বকীয় কর্ম্ম ফল (অদৃষ্ট) বশতঃ এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীরান্তর গ্রহণ করে, তখন মন জীবের অনুবর্ত্তী হইয়া দেহান্তরে প্রবেশ করতঃ সেই নূতন দেহে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে মন পর্য্যন্ত যে নয় প্রকার দ্রব্যের এ স্থানে উল্লেখ করা হইল, ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণ দ্রব্য পদার্থের উপরোক্ত নয় ভাগে বিভাগ করাকে অসঙ্গত বোধ করেন। তাঁহাদের মতে তমঃ (অন্ধকার) নামে আর একটী দশম দ্রব্য আছে। অন্ধকারে কালিমা রূপ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় এবং দূর হইতে আলোক আসিতেছে দেখিলে, প্রতীত হয় যে, অন্ধকার রাশি দূরে সরিয়া যাইতেছে। কালিমা, বর্ণ ও চলন ক্রিয়া দ্রব্যে ভিন্ন অন্যত্র থাকে না, এ নিমিত্ত অন্ধকারকে অবশ্য দ্রব্য বলিতে হইবে, কিন্তু উহা ক্ষিতি নহে, যেহেতু অন্ধকারের কোন গন্ধ নাই। তাহা জল নহে, কারণ রস উহাতে নাই। উহা তৈজস নহে; কারণ তৈজস পদার্থ হইলে, উহাতে শুক্ল-ভাস্বর রূপ ও উষ্ণ স্পর্শ থাকিত এবং উহা বায়ুও নহে, কারণ বায়ুর কোন রূপ নাই। কালিমা বর্ণ থাকাতে, অন্ধকার আকাশাদি দ্রব্যান্তর্গতও হইতে পারে না; সুতরাং অতিরিক্ত দশম দ্রব্য, ইহাই সাংখ্যাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত। এই স্থলে ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্যেরা বলেন যে, কৢপ্ত পদার্থের দ্বারা উপপত্তি হইলে, অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যে স্থলে তেজের একান্ত অসদ্ভাব, সেই স্থানেই বস্তুতঃ অন্ধকার-প্রতীতি হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত অন্ধকার তেজের অভাব মাত্র, অতিরিক্ত পদার্থ নহে। রাত্রিকালে গৃহ হইতে বহুল আলোকমালাকে অপসারিত করা হয়, তখন বোধ হয়, যেন অন্ধকাররাশি আসিয়া গৃহ-প্রাঙ্গন আবৃত করিল। ইহা বস্তুতঃ অন্ধকারের গতি নহে। যেমত নৌকার গতি হইতে নৌকাস্থ পুরুষের নিকট তীরস্থিত পদার্থ নিচয়ের চলন প্রতীত হয়, সেইরূপ বাস্তবিকপক্ষে আলোকের অপসারণ প্রযুক্ত অন্ধকারের আগমন প্রতীত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অন্ধকারে কালরূপ আছে বলিয়া জন-সাধারণের ভ্রান্তি-বুদ্ধি জন্মে; নতুবা যখন নয়নদ্বয়কে মুদ্রিত করা যায়, তখনও কি এক বিজাতীয় অন্ধকার পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় ঐ অন্ধকার পদার্থ আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়ের গোচর? অবশ্য বলিতে হইবে যে, কোন ইন্দ্রিয়েরই নহে, অথচ এক প্রকার অন্ধকার প্রতীত হওয়া অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং উহা ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব স্থির

হইতেছে যে, দীপালোক, সূর্য্যকিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রভৃতি তেজোরাশি নিজের প্রকাশক হইয়া অন্য পদার্থেরও প্রকাশক হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্ব-পর-প্রকাশক তেজের সামান্যাভাবই বস্তুতঃ অন্ধকার পদার্থ। কান্দলীকার নামে প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থকার, অন্ধকারকে ক্ষিতি পদার্থের অন্তর্ভূত বলেন। তাঁদের মতেও দ্রব্য পদার্থের পৃথিব্যাদি নববিধত্বের ব্যাঘাত নাই। সূত্রোক্ত পৃথিবী প্রভৃতি মনঃ পর্য্যন্ত নববিধ পদার্থের উপর দ্রব্যত্ব নামক একটী জাতি আছে, তাহাতে উক্ত সকলেই দ্রব্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সকল দ্রব্যই সংযোগ ও বিভাগের সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহাতে কোন সময়ে সংযোগ কিম্বা কোন সময়ে বিভাগের উৎপত্তি না হয়; এ নিমিত্ত যাবতীয় দ্রব্যে যে সমবায়িকারণতা আছে, দ্রব্যত্ব জাতি ঐ কারণতার অবচ্ছেদক। কারণতার অবচ্ছেদক বলিলে, কোন ধর্ম্ম-বিশেষকে বুঝিতে হইবে। যে ধর্ম্মবিশিষ্টটী থাকিলে কার্য্য জন্মে এবং যে ধর্ম্মবিশিষ্টটী না থাকিলে কার্য্য জন্মেনা, সেই ধর্ম্মের নাম কারণতাবচ্ছেদক। দ্রব্য (দ্রব্যত্ববিশিষ্ট) থাকিলে সংযোগ জন্মিতে পারে, না থাকিলে সংযোগও জন্মেনা, এনিমিত্ত সংযোগ রূপ কার্য্যের প্রতি দ্রব্য কারণ এবং দ্রব্যত্ব, কারণতার অবচ্ছেদক হইয়াছে; এই অবচ্ছেদকতা জাতি পদার্থে স্বীকার করা সম্ভব হইলে লাঘব হয়। কারণ এইটী দ্রব্য, এইরূপ জ্ঞান হইতে গেলে, দ্রব্যে দ্রব্যত্বের স্বরূপতঃ জ্ঞান হয়; অর্থাৎ দ্রব্যত্বের উপর আর কোন ধর্ম্মের ভান হয় না। এই স্বরূপতঃ ভানটী জাতি পদার্থে হইয়া থাকে; সুতরাং জাতির যে কারণতাবচ্ছেদকতা থাকে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন হয়; এ নিমিত্ত সংযোগ কিম্বা বিভাগের সমবায়ি কারণতাবচ্ছেদক হইয়াছে বিধায়, দ্রব্যত্ব নামক জাতি সিদ্ধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

২৫

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে-
বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সতামসস্তৈজ-
সাদুভয়ং॥

পদপাঠঃ। সাত্ত্বিকঃ। একাদশকঃ। প্রবর্ত্ততে। বৈকৃতাৎ। অহঙ্কারাৎ। ভূতাদেঃ তন্মাত্রঃ। সঃ। তামসঃ। তৈজসাৎ। উভয়ং।

ব্যাখ্যা। সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বাংশকার্য্য। (সত্ত্বগুণসম্পন্ন।) একাদশকঃ—এগারটী-ইন্দ্রিয়। (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন।) প্রবর্ত্ততে—উৎপন্ন হয়। বৈকৃতাৎ—বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক হইতে। অহঙ্কারাৎ—অহঙ্কার হইতে। ভূতাদেঃ—তামসভাগ হইতে। (ভূতগণের আদি অর্থাৎ কারণ অহঙ্কারের তামসাংশ হইতে। তন্মাত্রঃ—সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। স—সে। (তন্মাত্রপঞ্চক।)

তামসঃ—"তামস"নামে পরিচিত। তৈজসাৎ রাজস (অহঙ্কার) হইতে। উভয়ং—পূর্ব্বোক্ত গুণদ্বয়। (জন্মিয়াছে)।

বঙ্গার্থ। একাদশেন্দ্রিয় অহঙ্কারের সাত্ত্বিকাংশ-কার্য্য; সুতরাং তাহারা সাত্ত্বিক। তামসাংশ হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহারাও তামস নামে বিখ্যাত। রাজস অহঙ্কারের কার্য্যদ্বয়। (পূর্ব্বোক্ত সত্বাংশ কার্য্য এবং তামসাংশকার্য্য, এতদুভয়ই রাজসাংশের কার্য্য।)

বিশদব্যাখ্যা। এই জড়জগৎ কেবল মাত্র গুণত্রয়ের বহুবিধ বিকার বই আর কিছুই নয়। জগতের মূলকারণ অব্যক্তকে যখন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই তিন-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তখন সমগ্র সংসার তিনভাগে বিভক্ত হইল, একথা বলিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখিনা। অহঙ্কারের ভাগত্রয় আছে, কেননা উহা প্রাকৃত। তিনভাগের কার্য্য আবার তিনজাতীয়। সাত্ত্বিকাংশের ও তামসাংশের দ্বারা আমরা জাগতিক জিনিষের সংখ্যা একরূপ শেষ করিতেই পারিলাম। আণবিক জগৎ তন্মাত্র হইতেই আবিষ্কৃত হইল। অপর, মনঃশক্তি, ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকিলেই সংসার-রচনা ও ব্যবহার নিষ্পত্তি অব্যাহত। রাজসাংশের স্বতন্ত্র কার্য্য নাই। সত্ত্বাংশ ও তমোংশ-কার্য্যে সহায়তা করাই রাজসাংশের কার্য্য। সত্ত্ব ও তমঃ অক্রিয়, রজোগুণ উহাদিগকে চালিত করে। অতএব উভয়ের কার্য্যই রজোংশের বলা যাইতে পারে। এখানে "সাত্ত্বিক একাদশকঃ" শব্দের বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত অর্থ মন। তিনি বলেন, একাদশের পূরণ মন একাদশক এবং সত্বাংশ কার্য্য। যাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের একাদশ সংখ্যাপূর্ণ হইয়াছে, তাহা মন ভিন্ন আর অন্য হইতে পারে না। অথবা "একাদশকঃ" অর্থ এগারটী, কিন্তু তাহা দশেন্দ্রিয় ও মন, এই কয়টী নয়। দশেন্দ্রিয়ের দশটী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও মনঃ, এই এগার। তিনি ইন্দ্রিয়কে সাত্ত্বিক কার্য্য বলেন না, কেবল মনকেই বলেন। "তৈজসাদুভয়ং" ইহার অর্থ তিনি বলেন, রাজসাহঙ্কারের কার্য্য; দশেন্দ্রিয়, জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-ভেদে দুই প্রকার, তাঁহার পক্ষে "রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা-দেবতামনঃ", এই বাক্য প্রমাণ। বাগাদি দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দশজন, যথা,

দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্র

"কাঃ"। তাঁহারা সাত্ত্বিকাহঙ্কারের কার্য্য হইতে বাধা নাই। দশেন্দ্রিয়ের রাজসভাব অনুভব-বিরুদ্ধও নহে। বাচস্পতি মহাশয় স্বমতের ব্যাখ্যায় কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ অথবা উপযুক্ত অনুভব পাইয়াছেন কিনা, জানা যায় না, তবে তিনি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যায় আমাদিগকে চিন্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

২৬

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র-
ঘ্রাণরসন ত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ।

পদপাঠঃ। বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়াণি। চক্ষুঃ—শ্রোত্র—ঘ্রাণ—রসন—ত্বক্—আখ্যানি। বাক্—পাণি—পাদ—পায়ু—উপস্থানি। কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়াণি। আহুঃ।

ব্যাখ্যা। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি—বুদ্ধিজনক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদক ইন্দ্রিয়। চক্ষুঃশ্রোত্র ঘ্রাণ রসনত্বগাখ্যানি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ নামে অভিহিত। বাক্পাণিপাদ-পায়ূপস্থানি—মুখ, হস্ত, পদ, মলাপসারক ও প্রস্রাবনিঃসারক। (ইহাদিগকে) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি--কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ (বাক্যকথন, চলন, মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, এই পঞ্চকর্ম্ম করে বলিয়া) কার্য্যজনকেন্দ্রিয়। (ইহারা চক্ষুরাদির ন্যায় দর্শনাদিজ্ঞান নিষ্পাদন করে না) আহুঃ—বলিয়া থাকেন। (প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদ্বদ্গণ।)

বঙ্গার্থঃ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, উপস্থ, ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বিশদব্যাখ্যা। দর্শনাদি জ্ঞানবিশেষ এবং আদানাদি ক্রিয়াবিশেষ বলিয়াই জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পার্থক্য-প্রতীতি হয়। সাত্ত্বিক একাদশটীর কথা (বাচস্পতিমতে) বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই কারিকায় বাহ্যেন্দ্রিয় দশটীকে দেখাইয়া, পর কারিকায় মনের বিষয় ও তাহার ধর্ম্মাদি বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

২৭

উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ॥

পদপাঠঃ। উভয়—আত্মকং। অত্র। মনঃ। সঙ্কল্পকং। ইন্দ্রিয়ং। চ। সাধর্ম্ম্যাৎ। গুণপরিণাম-বিশেষাৎ। নানাত্বং। বাহ্যভেদাঃ। চ॥

ব্যাখ্যা। উভয়াত্মকং—জ্ঞানসাধন ও কর্ম্মসাধন, এই উভয় প্রকার। অত্র—এখানে (একাদশটীর মধ্যে) মনঃ—অন্তঃকরণ। সঙ্কল্পকং—সঙ্কল্পধর্ম্মক। ইন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ জ্ঞান-ক্রিয়ার কারণ। চ—ও। সাধর্ম্ম্যাৎ—সামান্য-ধর্ম্মতা হেতু। গুণ-পরিণাম-বিশেষাৎ—গুণগণের—পরিণামের ভেদ নিবন্ধন। নানাত্বং—বহুত্ব। বাহ্যভেদাঃ—(যেমন) ঘট-পটাদি বহুবিধ ভেদ। চ—এবং। (বাহ্য ভেদাঃ এই অংশটুকু দৃষ্টান্তার্থ।) যদ্রূপ গুণ-পরিণামবিশেষ বশতঃ ঘট-পটাদি-নানা প্রকার বাহ্যভেদ অনুভূত হয়, এখানেও তাহাই, অর্থাৎ এক সাত্ত্বিকাহঙ্কারের একাদশটী কার্য্য (বাচস্পতি-মতে একাদশেন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানাচার্য্যের মতে দশ দেবতা ও মন) হইতে পারিয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয় নিষ্পাদক। সঙ্কল্প তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত (জ্ঞান-করণত্ব ও কর্ম্মসম্পাদকত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়) সমান বলিয়াও উহা ইন্দ্রিয়। গুণের পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম বশতঃ যেমন বাহ্য ঘটাদি পদার্থের নানাপ্রকারতা সিদ্ধ হয়, একই মনের সাত্ত্বিকাংশের সেই রূপ বহু কার্য্য অর্থাৎ এগারটী কার্য্য হইতে পারিল।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ই হউক, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই হউক, সকলেরই স্বকার্য্য সাধনে মন মহাশয়ের অনুগত প্রার্থনা করিতে হয়। যদি কখনও চিন্তাকুল-চিত্তে কোনও ব্যক্তি চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকেন, তবে তিনি চন্দ্রের দর্শনজ্ঞান সম্পূর্ণপ্রকারে

লাভ করিতে পারিবেন না। বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গ মনের নিকট পদার্থ-প্রতিবিম্ব উপস্থিত করে; মন তাহা বুদ্ধির কাছে, ইত্যাদি প্রকারে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়। মন যদি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তবে সে ঐ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করেনা। অনুভব আছে, সকলেই বলেন, অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া দেখি-নাই, শুনি নাই, ইত্যাদি। অতএব উভয় কার্য্য মন সহকারেই হইতে থাকে, সুতরাং মন উভয়াত্মক। সংকল্প মনের অসাধারণ ধর্ম্ম; অন্তঃকরণ সঙ্কল্প-বলেই স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বেদবাক্য ব্যতীত, মনঃসাধক প্রমাণ সংকল্পই আছে। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা পদার্থতত্ত্বনির্ণয় করিতে গেলে সঙ্কল্পকে মনোধর্ম্মই বলিয়াছেন। বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে কবি-কোকিল বাল্মীকি মহোদয় পঞ্চমে তান তুলিয়া প্রাণের প্রবল আবেগ জানাইতে গাহিয়াছেন, যথা—

সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাত্তু বিভিদ্যতে।
যত্র সংকল্পনং তত্র মনোহস্তীত্যবগম্যতাং॥

আচার্য্যগণের হৃদয়ের ধন অনন্ত জ্ঞানের আকর বেদ, গভীর শান্ত-স্বরে প্রচার করিতেছেন,—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" সকল ইন্দ্রিয়ই মনের সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। এই সাধর্ম্ম্য বাচস্পতি মিশ্র মহাশয়ের মতে সাত্ত্বিকাহঙ্কার কার্য্যত্ব; অপরের অভিপ্রায়ানুসারে জ্ঞান-কর্ম্মনিষ্পাদকত্ব। সাংখ্যশাস্ত্রকারগণের মতে মন মধ্যম-পরিমাণ এবং পারমার্থিক অনিত্য। এই মনকেই নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা অণুপরিমাণ ও নিত্য বলেন। তাঁহারা অনুমানাদি যুক্তির সাহায্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কপিলের মতে পরম প্রমাণ শ্রুতি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২। মু ১ খ ৩ শ্লোক।

বেদান্তবাদীরাও মনকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বস্তুতঃ সে সকল সাম্প্রদায়িকতায় আমাদের সম্বন্ধ নাই। এক মৃত্তিকা হইতে শরাব-ঘট-প্রাকারাদি নানাবিকার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

২৮

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাং॥

পদপাঠঃ। শব্দাদিষু। পঞ্চানাং আলোচনমাত্রং। ইষ্যতে। বৃত্তিঃ। বচন-আদান-বিহরণ-উৎসর্গ-আনন্দাঃ। চ। পঞ্চানাং।

ব্যাখ্যা। শব্দাদিষু—শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ, এই পাঁচ পদার্থে। পঞ্চানাং—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ যথাক্রমে শ্রোত্র-ত্বক-চক্ষু-রসনা ও নাসিকা, ইহাদের। আলোচনমাত্রং-আলোচনা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত ভাবের জ্ঞানবিশেষ। ইষ্যতে—ইচ্ছা করেন। বৃত্তিঃ—বৃত্তি বলিয়া। বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ-কথাবলা, গ্রহণকরা, মলপরিত্যাগকরা ও রতিসুখসম্ভোগ, এই সকল। চ—ও। পঞ্চানাং—অপর পাঁচটীর অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের। (বৃত্তি।)

বঙ্গার্থঃ। শব্দাদিপঞ্চকের আলোচন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বচনাদি কর্ম্মপাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

বিশদব্যাখ্যা। এ শ্লোকের বিষয়গুলি বারম্বার বলা হইয়াছে। এখানে আলোচন জ্ঞানের কথা বিশদরূপে বলা উচিত।

অস্তিহ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
বালমূকাদিবিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধ বস্তুজং॥
ততঃপরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাঽবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥

ইহাই পূর্ব্বাচার্য্য কথিত আলোচন-জ্ঞানের স্বরূপ। আলোচন-জ্ঞানে বস্তুর জাতিধর্ম্মাদি বিশিষ্ট প্রতীতি জন্মে না। জাতি অথবা অপরাপর বস্তুধর্ম্মগুলি এখানে একই জ্ঞানে আভাত হয়, কিন্তু পরস্পরের বিশিষ্ট বৈশিষ্টভাব অবগাহন করে না। এই জ্ঞানকে ন্যায়াচার্য্যেরা নির্ব্বিকল্পক বলিয়া থাকেন। ইহাতে বিকল্প অর্থাৎ জাতি-ব্যক্ত্যাদির বিশিষ্টভাব অনুভবগোচর হয় না। বিশিষ্টজ্ঞান হইতে গেলে বিশেষণজ্ঞান থাকা চাই, সুতরাং বিশিষ্ট প্রতীতির পূর্ব্বে ঐরূপ নির্ব্বিকল্পক স্বীকার করিতে হয়। ঐ জ্ঞান অস্ফুট, উহাতে অনুভব এই যে, অনেক সময় আমাদের এরূপ অনেক জ্ঞান হইতে পারে, যাহার প্রকারাদি আমরা বিশেষরূপে বলিয়া উঠিতে পারিনা। বিশেষ কোনও কারণে ঐ জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। ঐ জ্ঞানের পদার্থ সম্মুগ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইবার প্রকৃষ্ট যোগ্যতারহিত—বালকের জ্ঞানের মত। অতি বালকের জ্ঞান এরূপ হয়, সে তাহার প্রকার অর্থাৎ বিশেষণাংশাদি স্ফুটরূপে অবগত হইতে পারে নাই। এই জ্ঞান যে নির্ব্বিকল্পস্থানীয় অথবা নির্ব্বিকল্পক, তাহার প্রমাণ শ্লোকস্থ "নির্ব্বিকল্পক" এই অংশটুকু। ঐ জ্ঞান যে সবিকল্পক জ্ঞানের পূর্ব্বে জন্মে, তাহার যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

সম্মুগ্ধং বস্তু মাত্রন্তু প্রাগ্গৃহ্ণস্ত্যবিকল্পিতং।
তৎ সামান্য বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ॥

এখানে সম্মুগ্ধবস্তুগ্রহণই আলোচন। "অবিকল্পিতং" এই পদদ্বারা ইহার নির্ব্বিকল্পকতাও বলা হইয়াছে। সামান্য জাতি ও বিশেষ ব্যক্তি, ইহাদের বিশিষ্ট বোধই সবিকল্পক। জাতি বলাতে সবিকল্পকে অপর গুণ-ক্রিয়াদির কথাও বলা হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং সম্মুগ্ধ-বস্তুদর্শনমালোচনং" শব্দাদি বিষয়ের এই সম্মুগ্ধ গ্রহণই আপাততঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য। পরে মনের ও বুদ্ধির কার্য্য হইলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটীকে অনেকে ইন্দ্রিয় বলেন না তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয় ৬টী। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। তদনুসারেই তাঁহারা ষড়্বিধ প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি ত্বগিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত নহে, ইহা অনেকের অভিপ্রায়। এমতে অঙ্গীকৃত একাদশেন্দ্রিয়েরই কার্য্যাদি বলা হইল।

২৯

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষাভবত্য-সামান্যা।

সামান্য করণ বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ

পদপাঠঃ। স্বালক্ষণ্যং। বৃত্তিঃ। ত্রয়স্য। সৈষা (সা-এষা)। ভবতি। অসামান্যা। (ন-সামান্যা।) সামান্য করণ বৃত্তিঃ। প্রাণাদ্যাঃ। বায়বঃ। পঞ্চ।

ব্যাখ্যা। স্বালক্ষণ্যং—(ভাব প্রত্যয় স্বার্থিক এই হেতু) স্ব অর্থাৎ স্বীয় অসাধারণ লক্ষণ। (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, ইহাদের অসামান্য ব্যাপার অধ্যবসায়, অভিমান ও সংকল্প, ইহারাই।) বৃত্তিঃ—ব্যাপার। ত্রয়স্য—তিনটীর (তিন সংখ্যকগণ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও মন, এই অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের।) সা—সেই। এষা—এইটী। অসামান্যা—অসাধারণী। সামান্যকরণবৃত্তিঃ—করণ অর্থাৎ অন্তঃকরণত্রয়ের সামান্য অর্থাৎ সাধারণী বৃত্তি। প্রাণাদ্যা—প্রাণ আদি (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটি।) বায়বঃ—বায়ু সকল। (বায়ুতুল্য সঞ্চার ও বায়ুদেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া বায়ু সংজ্ঞা—বস্তুতঃ বায়ু নহে) পঞ্চ—পাঁচটী।

বঙ্গার্থঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের অসামান্য বৃত্তি অধ্যবসায়াদি ও সামান্য বৃত্তি প্রাণাদি পাঁচটী।

বিশদ ব্যাখ্যা॥ সামান্য অসামান্য ভেদে দুই প্রকার বৃত্তি। অধ্যবসায়াদি যে বুদ্ধ্যাদির অসাধারণ ব্যাপার, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সম্প্রতি অনাবশ্যক। বুদ্ধি আদি পঞ্চবায়ুকে (প্রাণাদিকে) আশ্রয় করিয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে; তাহাদের অভাবে সকলেরই অভাব ঘটে; সুতরাং উহা বুদ্ধ্যাদির সাধারণ ব্যাপার। প্রাণাদিকে কেহ কেহ (সাংখ্যকারেরা) বায়ু বলেন না, তাঁহাদের অভিপ্রায় "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খং বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু এবং প্রাণ পৃথক্ বলা হইয়াছে, সুতরাং প্রাণ বায়ু নহে। প্রাণের অভাবে শরীর চালন সম্ভব নহে বলিয়া, চালক প্রাণে বায়ুর ধর্ম্ম চালনাদি রহিল, সুতরাং বায়ু ধর্ম্মবৎ বলিয়া তাহাতে বায়ু নামের ব্যবহার। প্রাণাদির গণনা ও স্থান নির্দ্ধারণের সংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—

হৃদে প্রাণোগুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশেচ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

কেহ কেহ বলেন নাসাগ্রে প্রাণবায়ুর স্থান। "প্রাণো নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী প্রাগ্ গমনবান" ইত্যাদি তথাকার প্রয়োগ। "নাসাগ্রাদ্দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্তং প্রাণঃ প্রচরতি" এইরূপ যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র বলেন "প্রাণো নাসাগ্রনাভিপাদাঙ্গুষ্ঠবৃত্তিঃ।" "অপানঃ কৃকাটিকাপৃষ্ঠপাদপায়ূপস্থ পার্শ্ববৃত্তিঃ" "সমানোহৃন্নাভি সর্ব্বসন্ধিবৃত্তিঃ" "উদানো হৃৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধভ্রূমধ্যবৃত্তিঃ।" "ব্যানস্বগ্বৃত্তিঃ॥" এইরূপ স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে তাহার কোনও আচার্য্যবচন-প্রমাণ আছে কিনা, জানা যায়না; তবে তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই, ইহাই সন্দেহজনক। এই প্রাণাদির মধ্যে নাগ কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয় সংজ্ঞক পঞ্চবায়ুর অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। নাগাদির কার্য্যসংগ্রাহক শ্লোক, যথা,—

উদ্গারো নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্মস্তূন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকরোজ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভনে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥

ইহাদের যথাযুক্ত অন্তর্ভাব স্বীকার করিলে,

প্রাণাদি পঞ্চকের দ্বারাই উপপত্তি হইল, অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হইলনা। এই প্রাণাদি পঞ্চককেই কারিকায় অন্তঃকরণ-ত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বলা হইল। অন্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ইহারা বৃত্তি। অসাধারণ বৃত্তি একটী অপরের নহে, এইটুকু পার্থক্য। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়—বুদ্ধিরই, মনেরও নয়, অহংকারেরও নয়। এইরূপ অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সংকল্প অপরের নহে; এইটুকু ইহাদের অসাধারণতা।

৩০

যুগপচ্চতুষ্টয়স্যবৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকাবৃত্তিঃ ॥

পদপাঠ। যুগপৎ। চতুষ্টয়স্য। বৃত্তিঃ। ক্রমশঃ। চ। তস্য। নির্দ্দিষ্টা। দৃষ্টে। তথা। অপি। অদৃষ্টে। ত্রয়স্য। তৎপূর্ব্বিকা। বৃত্তিঃ।

ব্যাখ্যা। যুগপৎ সমসময়ে চতুষ্টয়স্য চারিটীর (ইন্দ্রিয়সহকৃত মন, কেবল মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের) বৃত্তিঃ—ব্যাপার। ক্রমশঃ—ক্রমেক্রমে অর্থাৎ পারম্পর্য্যানুসারে। চ-ও। তস্য তাহার। (পূর্ব্বোক্ত চারিটীর) নির্দ্দিষ্টা নিরূপিত আছে। দৃষ্টে—প্রত্যক্ষে। তথা—সেইরূপ। অপি ও। অদৃষ্টে—পরোক্ষে। ত্রয়স্য (অহঙ্কার-মন-বুদ্ধি এই) তিনটীর। তৎপূর্ব্বিকা দৃষ্টপূর্ব্বিকা (বৃত্তিঃ)-বৃত্তি (হইয়া থাকে)।

বঙ্গার্থ। ইন্দ্রিয় সহিত মন, কেবল মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের যুগপৎ বৃত্তি হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃও হইতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়ক। অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন, এই তিনটীর অদৃষ্ট ও দৃষ্টপূর্ব্বক বৃত্তি হয়।

বিশদব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্পূর্ণতা অধ্যবসায়ে। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে আলোচনা করিল, মন সঙ্কল্প করিল, অহঙ্কার অভিমান করিল, তদন্তরে বুদ্ধির অধ্যবসায় হইল। এখানে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল। অন্তরিন্দ্রিয়ত্রয়ের এবং ইন্দ্রিয়-সহকৃত মনের বৃত্তিগুলি যুগপৎ এবং ক্রমশঃ এই উভয় প্রকারেই হইতে পারে। নৈয়ায়িক মহাশয়দিগের মতে বৃত্তির যৌগপদ্য স্বীকার নাই। তাঁহাদের মতে মন অণু-পরিমাণ, সুতরাং একদা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়া মনের ক্ষমতায় কুলায়না। বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—

অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে।
ভাষাপরিচ্ছেদে।

এই মত সাংখ্য-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের নিকট স্বীকৃত হয় নাই। ইঁহারা বলেন, এককালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে। যখন দেখিতেছি, তখনই শুনিতেছি, আবার স্পর্শ করিতেছি, ইত্যাদি অনুভব এ অংশে প্রমাণ। প্রত্নবুদ্ধি ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন, অলাতচক্রভ্রমণের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে মন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া আবার অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয়, আবার সেই ইন্দ্রিয়ে আসে ইত্যাদি। এত সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদিত হয় যে উহা আপাততঃ অনুভবে আসেনা, বোধহয় যুগপৎই হইতেছে। এখানে প্রত্যুত্তরে যৌগপদ্যবাদীরা বলেন, যদি সামান্য সময়ের জন্যও মনের বিচ্ছেদ কোনও ইন্দ্রিয় প্রাপ্তহয়, তবে ঐ ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে

অবিচ্ছিন্ন ভাবে হয় বলিয়া অনুভব করি কেন? যাহা অনুভবে পাইনা, এরূপ স্বল্প সময়ের কল্পনা করিয়া অনুভব-সিদ্ধ যৌগপদ্যজ্ঞানের অঙ্গীকার করা অসঙ্গত। সম্প্রদায়সিদ্ধ ভিন্নমতভায় আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ অনেকে জ্ঞানের যৌগপদ্য মানেন। এক সময়ে লোকের কতগুলি জ্ঞান হইতে পারে, তাঁহারা তাহার সংখ্যা করিয়াছেন। তাহার অল্পাধিক্যানুসারে মস্তিষ্কের সামর্থ্যের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। অমা-রজনীর নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া, চপলাবালার সুমধুর হাসির সাহায্যে সম্মুখে বিকট ব্যাঘ্র দর্শন করিয়া সহসাই পশ্চাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এখানে বিদ্যুল্লতাসঞ্চারের ন্যায় সহসাই আলোচন, সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়, এই বৃত্তি কয়টীর উদয় হইয়া পরে অপসরণ কার্য্য সম্পাদিত হইল। যৌগপদ্যের এই দৃষ্টান্ত বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন। অবিস্পষ্ট-জ্যোৎস্নায় দূরে একটা কিছু দেখা গেল, ঐ জ্ঞান মুগ্ধভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জন্মিল। তৎপরে প্রণিহিত চিত্তে স্থির করা গেল—করাল কালসর্প। তৎপরে অভিমান হইল—আমার দিকে আসিতেছে। পরে অধ্যবসায় হইল—অপসৃত হই। এরূপ ক্রমে ক্রমেও কার্য্য দেখাযায়। পরোক্ষে অর্থাৎ অনুমানাদিস্থলে যে দৃষ্টপূর্ব্বক বৃত্তি হয়, তাহা অনুমানাদির স্বরূপ বুঝিলে আর বুঝিতে বাকী থাকেনা।

৩১

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূত
হেতুকাং বৃত্তিং।
পুরুষার্থএব হেতুর্ন কেনচিৎ
কার্য্যতে করণম্ ॥

পদপাঠঃ। স্বাংস্বাং। প্রতিপদ্যন্তে। পরস্পর আকূত হেতুকাং। বৃত্তিং। পুরুষার্থঃ। এব। হেতুঃ। ন। কেনচিৎ। কার্য্যতে। করণং।

ব্যাখ্যা। স্বা স্বাং—স্বীয় স্বীয়। প্রতিপদ্যন্তে প্রাপ্তহয়। পরস্পরাকূতহেতুকাং—পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক। বৃত্তিং—ব্যাপার। (কে) পুরুষার্থঃ—পুরুষ-প্রয়োজন (ভোগমোক্ষ)। এব-(নিশ্চয়ার্থে) হেতুঃ—কারণ। ন—না। কেনচিৎ—কাহারও দ্বারা। কার্য্যতে—কারিত হয়। করণং—ইন্দ্রিয়াদি।

বঙ্গার্থঃ। করণগণ পরস্পরের অভিপ্রায় হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থ হেতুক করণগণের প্রবৃত্তি অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারেনা।

বিশদব্যাখ্যা। ক্রমশঃ এবং যুগপৎ, এই উভয় প্রকারের বৃত্তির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বৃত্তি কেবল করণ মাত্রের অধীন নয়। যদি করণ থাকিলেই বৃত্তি হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সর্ব্বদাই বৃত্ত্যুদয় সম্ভব। যদি অকস্মাৎ হয়, তবে পরস্পর সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। এই অনিষ্টাশঙ্কা পরিহারের জন্য লিখিত হইতেছে। উহারা পুরুষার্থ হেতুক স্বীয় স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পদাতিক, অনেক অশ্বারোহী ও গজারোহী

সৈন্য যথাক্রমে অসি, ভল্ল ও বাণ লইয়া যুদ্ধ করে। যখন তাহাদের অধিনায়কের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন অসিধারী সৈন্য চিরাগত অভ্যাসানুসারে অসিই গ্রহণ করে, বাণ গ্রহণ করেনা। অপরেও ঐরূপ। তাহাদের যেরূপ গ্রহণ-সাঙ্কর্য্য ঘটেনা, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সাঙ্কর্য্য হয়না। এখানে অপরাপরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াই অপর প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন বাণ-ধারী বাণই গ্রহণ করিবে, অতএব আমি আমার অসিই গ্রহণ করি, ইত্যাদি। সৈন্য-গণ চেতন, তাহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারে, ইন্দ্রিয় অচেতন, তাহা-দের সামর্থ্য কি? এ প্রশ্নে উত্তর এই যে, অচেতনও প্রয়োজন-বলে কার্য্য করিয়া থাকে; যেমন গোবৎসের ভোগের জন্য অচেতন দুগ্ধ আপনিই ক্ষরিত হইয়া থাকে। পুরুষার্থনিমিত্ত অচেতন করণের বৃত্তিপ্রাপ্তিও তদ্রূপ। এখানে একটী স্বতন্ত্রকর্ত্তা স্বীকার করিতে যাওয়া কাপিলমতে দেখা যায়না।

৩২

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণ-
ধারণ-প্রকাশকরং।
কার্য্যং চ তস্য দশধাহার্য্যং ধার্য্যং
প্রকাশ্যঞ্চ ॥

পদপাঠঃ। করণং। ত্রয়োদশবিধং। তৎ। আহরণ ধারণ প্রকাশকরং। কার্য্যং। চ। তস্য। দশধা। আহার্য্যং। ধার্য্যং। প্রকাশ্যং। চ।

ব্যাখ্যা। করণং—অসাধারণ কারণ। ত্রয়োদশবিধং—তের প্রকার। তৎ—তাহা আহরণ-ধারণ-প্রকাশকরং—আহরণ, ধারণ ও প্রকাশকর। কার্য্যং—কার্য্য। চ—ও। তস্য—তাহার। দশধা—দশপ্রকার। আহা-র্য্যং—আহার্য্য অর্থাৎ আহরণযোগ্য। ধার্য্যং—ধারণযোগ্য। প্রকাশ্যং—প্রকাশ-যোগ্য। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। করণ তের প্রকার—দশেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। তাহারা আহরণ, ধারণ, প্রকাশকর। তাহাদের কার্য্য দশ প্রকার, আহার্য্য, ধার্য্য, প্রকাশ্য।

বিশদব্যাখ্যা। ত্রয়োদশবিধ করণের কার্য্য—দশবিধ আহার্য্য, দশবিধ ধার্য্য, দশবিধ প্রকাশ্য। করণ বলিলেই ব্যাপার বলা দরকার হয়, তাহাই বলা হইয়াছে, আহ-রণ, ধারণ, প্রকাশ। বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আহরণ করে, অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহারা—প্রাণা-দিরূপ সামান্য বৃত্তিদ্বারা ধারণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বচন, আদান, বিহরণ—উৎ-সর্গ ও আনন্দ, এই গুলি কার্য্য। ইহারা দিব্য এবং অদিব্য ভেদে দুই প্রকার, সুতরাং দশবিধ। প্রাণাদির ধার্য্য শরীর, তাহা আবার পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। ভূত পাঁচটী দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার হইল। অতএব ধার্য্যকে দশবিধ বলা অযুক্ত হয় নাই। বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধ। তাহারা দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার; অতএব প্রকাশ্যও দশধা সিদ্ধ হইল।

৩১

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং
ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমা-
ভ্যন্তরং করণং ॥

পদপাঠ। অন্তঃকরণং। ত্রিবিধং। দশধা। বাহ্যং। ত্রয়স্য। বিষয়াখ্যং। সাম্প্রতকালং। বাহ্যং। ত্রিকালং। আভ্যন্তরং। করণং।

ব্যাখ্যা। অন্তঃকরণং—অন্তরিন্দ্রিয়। ত্রিবিধং—ত্রিপ্রকার। দশধা—দশপ্রকার। বাহ্যং—বহিরিন্দ্রিয়। ত্রয়স্য—তিনটী অন্তঃকরণের। বিষয়াখ্যং—সঙ্কল্প, অভিমান, ও অধ্যবসায়ের দ্বারীভূত হয়। সাম্প্রতকালং—বর্ত্তমান কাল বিষয়। বাহ্যং—বহিরিন্দ্রিয়। ত্রিকালং—বর্ত্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ, এই তিন কাল বিষয়ক। আভ্যন্তরং—অন্তরস্থ। করণং—(জ্ঞানের) অসাধারণ কারণ।

বঙ্গার্থঃ। অন্তঃকরণ ত্রিবিধ; বাহ্যেন্দ্রিয় দশটী অন্তঃকরণ তিনটীর সঙ্কল্পাদি ব্যাপারে সহায়তা করে। (দ্বারীভূত হইয়া) বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমানকাল বিষয়ক, অন্তরিন্দ্রিয় তিন কাল বিষয়ক।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধীন্দ্রিয়গণ আলোচনদ্বারা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যথাযথ ব্যাপার দ্বারা সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়ের দ্বারীভূত হয়। বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমান কালের বস্তুকে গ্রহণ করে, অতীত কালের ঘটকে চক্ষু দেখেনা ইত্যাদি। বাক্য ত্রিকালবিষয়ক হয় বলিয়া বাগিন্দ্রিয়কে বর্ত্তমান বিষয় বলা অসঙ্গত হয় নাই; কেননা যুধিষ্ঠির ছিলেন এবং কল্কি হইবেন, ইত্যাদিও বর্ত্তমান সামীপ্য বশতঃ বর্ত্তমান কাল বিষয়ক প্রয়োগ বলা অনেকের অভিপ্রায়। মন-বুদ্ধ্যাদির ত্রিকালতা অনুমানে দৃষ্ট হয়। নদীকূল ভাঙ্গিয়াছে, অতএব বৃষ্টি হইয়াছিল, এই অতীত কালের অধ্যবসায়। ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব অগ্নি আছে, ইহা বর্ত্তমানকাল বিষয়ক ও পিপীলিকারা অণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছে, অতএব বৃষ্টি হইবে, এই ভবিষ্যৎকাল বিষয়ক অধ্যবসায়াদি দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

৭ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

১৮২২, ১৩০৭।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২২।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১।০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অজামেকাম্ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ হি অজঃ লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং, সরূপাম্ একাম্ অজাম্ (প্রকৃতিম্) জুষমাণঃ অনুশেতে। অন্যঃ অজঃ ভুক্তভোগাম্ (সতীম্) এনাম্ (প্রকৃতিম্) জহাতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—অজঃ—ন জায়তে ইতি শাশ্বতঃ পুরুষঃ, নিত্য আত্মা। লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্—তেজঃ, অপ, অন্নঞ্চ ইতি ত্রিবিধলক্ষণাম্, যদ্বা—"লোহিতম্" রজঃ, "শুক্লম্"—সত্বম্, "কৃষ্ণম্"—তমঃ, এতেষাম্ ত্রয়াণাম্ আধারভূমিঃ ত্রিগুণাত্মিকা ইত্যর্থঃ। তেজঃ, অপ, এবং অন্নরূপিণী অথবা সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা। সরূপাম্—বিকারমনাপদ্যমানাং—অবিকৃতা।

জুষমাণঃ—সেবমানঃ—সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ সেবকরূপে। অনুশেতে—অনুচরতি, ভজতে—ভজনা করিতেছে। অন্যঃ অজঃ—ভোগ-লালসা-পরিশূন্যঃ অপরঃ সাক্ষি-স্বরূপঃ পুরুষঃ। "ভুক্ত-ভোগাম্ এনাম্"—বিষয়-ভোগেন চরিতার্থবতীম্ আসক্তি-শূন্যাম্। এনাম্—পূর্ব্বোক্তাং ভোগ-লালসাবতীম্ (ভোগাদিভিঃ পশ্চাৎ বিগতাসক্তিম্ ইতি কেচিৎ ব্যাচক্ষতে) জহাতি—পরিত্যজতি।

বঙ্গার্থ—অনাদি আত্মা, অগ্নি, জল এবং অন্নরূপিণী অথবা সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণশালিনী, অনন্ত প্রজার উৎপাদিনী অবিকৃত এক অনাদি প্রকৃতিকে ভজনা করিয়া থাকেন। আর ভোগলালসা-পরিশূন্য অন্য আত্মা এই বিষয়-ভোগ-সঙ্কীর্ণা

প্রকৃতিকে পরিহার করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির নৈসর্গিক আকাঙ্ক্ষিত ভোগের অবসানে তত্ত্ব-জ্ঞান উপস্থিত হওয়ায়, জটিল বিষয়াসক্তি দূরীভূত হয়।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি এবং পুরুষ (আত্মা) উভয়ই অনাদি। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-বিকার এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়, [illegible] সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কার্য্য-কারণ এবং ইহাদের কারকতার অর্থাৎ কর্তৃত্বের একমাত্র হেতুও প্রকৃতি। পুরুষ মাত্রই সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু, কেননা পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণ-সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণযুক্ত হয়েন, তখন "মন" উপাধি গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করেন এবং জীবরূপে নানাবিধ সদসৎ যোনিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। আত্মা অর্থাৎ পুরুষই "মন"রূপে যাবতীয় ভোগাদিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, আবার যখন ক্রমে ক্রমে ভোগ-লালসা ক্ষীণ হইয়া "মন" এই উপাধি দূরীভূত হয়, তখন আর ভোগাদির অনুভূতি কিছুই থাকেনা। ভোগী আত্মা এবং ভোগশূন্য আত্মা, এই লৌকিক সংজ্ঞার তিরোধান হয়, উভয় এক হইয়া যায়। এই অনুশাসনই অন্যভাবে গীতায় উক্ত হইয়াছে। গীতার শ্লোক কএকটি আপাততঃ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, ফলতঃ ইহাদের তাৎপর্য্য এবং উপনিষদের এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এক, কোন তারতম্য নাই। গীতায় ভগবদ্বাক্য কএকটি এই—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্॥ ১৩—১৯।
কার্য্য-কারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ১৩—২০।
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু॥ ১৩—২১।
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩—২২

৬

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

অন্বয়ঃ—(রূপকেণ আহ) দ্বা (দ্বৌ) সযুজা (সযুজৌ) সখায়া (সখায়ৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ) সমানম্ বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে। তয়োঃ অন্যঃ (সুপর্ণঃ) স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি। অন্যঃ (সুপর্ণঃ) অনশ্নন্ অভিচাকশীতি (কেবলম্ সাক্ষিরূপেণ পশ্যতি)।

বিশেষব্যাখ্যা। দ্বা—দ্বৌ—দুই। সযুজা—সযুজৌ সহযোগৌ-একত্র বিহারকারী। সখায়া সখায়ৌ সমানভাববিশিষ্ট। সমানম্—এক। বৃক্ষম্—শরীর। পরিষস্বজাতে—আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুপর্ণা—সুপর্ণৌ—শোভনৌ পর্ণৌ যয়োঃ তৌ পক্ষিণৌ—জীব এবং ঈশ্বর রূপ পক্ষিদ্বয়। তয়োঃ অন্যঃ—

তাহাদের উভয়ের মধ্যে জীব রূপ এক পক্ষী স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি—মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছে। অন্যঃ—অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর। অনশ্নন্—ভোগ না করিয়া। অভিচাকশীতি—কেবল সাক্ষিরূপে দেখিতেছেন। নির্লিপ্ত থাকিয়া মাত্র অবলোকন করিতেছেন। (ছান্দগং)।

বঙ্গার্থ—পরস্পর মিত্রতাপন্ন নিয়ত একত্র বিহরণশীল জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী দেহরূপ বৃক্ষে একত্রে বসিয়া থাকে। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে জীবরূপ পক্ষী মিষ্ট ফল—অর্থাৎ বিষয়াদিরূপ আপাততঃ মিষ্টবৎ প্রতীয়মান ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর ঈশ্বররূপী অন্য পক্ষী ফল ভক্ষণ না করিয়া মাত্র সাক্ষীর ন্যায় ঐ জীবাভিধেয় পক্ষীর ভক্ষণ ব্যাপারাদি ক্রিয়া দর্শন করিতেছেন। জীবপক্ষী, আসক্ত, লিপ্ত এবং ভোগরত, আর ঈশ্বরাখ্যাত পক্ষী অনাসক্ত, নির্লিপ্ত ও ভোগলালসাশূন্য। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, উভয়েই দেহে বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে জীবাত্মা ভোগরত, পরমাত্মা ভোগাদিবিহীন। সাধারণতঃ মনে এবম্বিধ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, দুঃখাদি ক্লেশময় দেহে থাকিয়াও পরমাত্মা নির্লিপ্ত বা সুখ-দুঃখাদি-অনুভূতি-বিহীন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহাতে যে আধার-আধেয়তা গুণের ব্যত্যয় হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এস্থলে আমরা ভগবদ্বাক্যের স্মরণ করিলেই প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

"অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ আকাশং নোপলিপ্যতে। সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ গীতা।—১৩—৩১,৩২,৩৩।

৭

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীত-শোকঃ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ—সমানে বৃক্ষে—নিমগ্নঃ (সন্) অনীশয়া মুহ্যমানঃ শোচতি। (সঃ) যদা জুষ্টম্ ঈশম্ (তথা) অস্য ইতি (ইমম্) মহিমানং (চ) পশ্যতি, (তদা) বীত-শোকঃ (ভবতি)।

বিষমপদব্যাখ্যা—পুরি শেতে ইতি—পুরুষঃ। জীবঃ—জীব। "সমানে বৃক্ষে"—একস্মিন্ এব বৃক্ষে—দেহ-রূপ এক মাত্র বৃক্ষে। অর্থাৎ দেহকেই এক মাত্র অবলম্বনীয় মনে করিয়া। অনীশয়া—শক্তি বিরহেণ—শক্তিহীনতা নিবন্ধন। মুহ্যমান বিমুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ অংশ ভাবে বিমোহিত হইয়া। "শোচতি" শোক করিয়া থাকেন। যদা জুষ্টং ঈশম্ পশ্যতি—যে সময়ে সেই জীব [illegible] অর্থাৎ ভক্ত-নিষ্ঠ কর্তৃক [illegible] আকে দেখেন; "তথা অস্য ইমম্ [illegible] চ"—এবং এই পরমাত্মার অখণ্ডনীয় মহিমাদি বিলোকন করেন। তদা বীত-শোকঃ সেই সময়ে শোকমুক্ত হয়েন।

বঙ্গার্থ। পুরুষ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরশায়ী-জীবদেহরূপ বৃক্ষকেই আশ্রয়।

প্রধান অবলম্ব মনে করিয়া নিজের অজ্ঞতা এবং শক্তিহীনতা বশতঃ বিমুগ্ধভাবে প্রতিনিয়ত শোক করিতেছেন। আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান সেবিত পরমাত্মার প্রতি এবং তদীয় বিশ্বব্যাপী অখণ্ড মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখন আত্মার ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইতেছে। এই অনুশাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলে—প্রাচীন সাধকের নিম্নোদ্ধৃত কএক পংক্তি মনে পড়ে——

হৃদয়-মন্দির-মাঝে মুগ্ধ তামসিক সাজে
ভ্রান্তজীব সদা নিদ্রাগত।
মোহ অবসানে হায়! কখনো বারেক চায়
আবার অমনি জ্ঞান-হত!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

—○•○—

চাই কি?

সংসারের অধিকাংশ লোক জানেনা যে তাহারা কি চায়। অভাবের রবে সংসার প্রপূরিত, কিন্তু অভাব কি, অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, ব্যক্ত অভাবটি বস্তুতঃ অভাব নয়। রুগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কোন বস্তুবিশেষ তাহার মুখরোচক হইবে, বিবেচনা করিয়া, তদ্বস্তু প্রার্থনা করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইবামাত্র বস্তন্তরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, ভ্রান্ত মানবও তদ্রূপ বস্তু হইতে বস্তন্তর-প্রত্যাশী হয়, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিবোধ করেনা। পুত্র অভাবে বন্ধ্যার কতই মনোবেদনা, পুত্র হইলে যেন কতই আনন্দ-উপভোগ করিবে, পুত্রার্থে কতই শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করিল; পুত্র চাই।—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও পুত্র চাই। পুত্র পাইল; কিন্তু পুত্র প্রাপ্তির পর দেখা গেল যে, তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় নাই; তাহার হৃদয় আরো কিছু চায়। দরিদ্র সর্ব্বদাই ধনাকাঙ্ক্ষী, ধনের জন্য কতই ক্লেশ, কতই চেষ্টা, কতইবা অপকর্ম্ম করিল; ধন আসিল। দরিদ্রের গৃহে ধন আসিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি আসিলনা। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন কোন বস্তুই প্রকৃত মুখরুচিকর হয়না, সেইরূপ সংসারী ব্যক্তিরও কোন সাংসারিক লাভেই তৃপ্তিলাভ হয় না। সুস্থ শরীরে কদন্নও অতি তৃপ্তিকর, কিন্তু অসুস্থ শরীরে অতিস্বাদু বস্তুও মুখ-রুচিকর নহে। সুতরাং রোগীর যে "চাই—চাই"—তাহা ভ্রান্ত-বাসনা মূলক। রোগী হয়ত মনে করিল, তিক্ত বস্তু আমার রুচিকর নহে, মিষ্ট বা অম্ল রস আমার তৃপ্তকর হইবে; কিন্তু মিষ্ট বা অম্লাদি রস আস্বাদ করিয়াও রোগীর আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তলাভ হইলনা; কারণ স্বাদুত্ব বা রুচিকরত্ব শুধু দ্রব্যে নাই; উহার মূল যন্ত্র ভোক্তার রসনা; কিন্তু রোগে এই রসনা-যন্ত্রের বিকৃতি উৎপাদন করায়, রোগীর আকাঙ্ক্ষিত কোন সুস্বাদু বস্তুরই স্বাদ-গ্রহ হইলনা। কিন্তু

রোগী রোগমুক্ত হইলে, তাহার রসনা-যন্ত্রের অবিকৃতি সম্পাদিত হইলে, তখন তিক্ত-মিষ্ট-নির্ব্বিশেষে সকল বস্তুই রুচিকর ও তৃপ্তিজনক বোধ হইবে। রুচির আধার মানুষের অবিকৃত রসনা। তৃপ্তির আধার অবিকৃত স্বাস্থ্য। যাহাহউক, এইরূপে পুনঃ২ বিড়ম্বিত হইয়া রোগী বুঝিতে পারে যে, তাহার স্বাস্থ্য লাভ না হইলে, কোন বস্তুই তাহার আশা পূরণে সমর্থ হইবেনা। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, সে আহার্য্য বস্তুর প্রতি উদাসীন হইয়া, সর্ব্বপ্রথম স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা-করে, এবং স্বাস্থ্য লাভ হইলে, আর তাহার এইরূপে অতৃপ্তি-তাড়িত হইয়া বস্তু হইতে বস্তন্তরের অভিলাষ থাকেনা। তখন সকল বস্তুই যথাযথ ভাবে তাহাকে প্রীতি দিতে সক্ষম হয়। তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পক্ষেও সাংসারিক কোন বস্তুতেই সুখ দিতে পারেনা। সে ইহা চায়, উহা চায়, কিন্তু যাহা চায়, তাহা পাইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, গো-অশ্ব-যান, ধন-মান-যশ ইত্যাদি কোন বস্তুতেই তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়না। যাহা যতক্ষণ না পাই, তাহা ততক্ষণ চাই, কিন্তু পাইলেও তাহাতে তৃপ্ত নাই, আবার অন্য জিনিস চাই। এইরূপ 'চাই চাই' করিয়া যখন কোন বস্তুতেই আশা পূর্ত্তি হয় না, তখনই আমাদের বিবেকবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তখনই বুঝিতে পারি যে, আমার আত্মা রোগগ্রস্ত; সুতরাং তখনই রোগোপশমনের চেষ্টা হয়। কাহারও ভাগ্যে এই বিবেক অতি অল্প বিড়ম্বনার পরেই উপস্থিত হয়, কাহারও বা দুরদৃষ্ট বশতঃ বহু লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণ আলোচ্য, আত্মার রোগ কি? নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ—নিত্য পদার্থের আবার রোগ কি? রোগের সাধারণ লক্ষণ নির্ণয়-স্থলে আয়ুর্ব্বেদ বলেন, "রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা"। দোষের অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফের বৈষম্যই রোগ এবং উহাদের সাম্যই অরোগতা। সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী প্রকৃতির বৈষম্যেই আত্মা রোগগ্রস্ত হন। এই সত্ত্ব-রজ-তমোগুণেরই ভৌতিক পরিণতি আয়ুর্ব্বেদের বায়ু-পিত্ত-কফ। যতক্ষণ প্রকৃতি গুণত্রয়ে সাম্যবতী, ততক্ষণ আত্মা নীরোগ। অসীম আকাশ যেরূপ গুহাবদ্ধ হইয়া সসীমে পরিণত হয়, তদ্রূপ অসীম নির্গুণ আত্মাও মায়া-প্রকৃতির পরিবেষ্টনে সসীম জীবাত্মায় পরিণত হইয়া, প্রকৃতির গুণত্রয়-বৈষম্যজনিত ভবরোগে আক্রান্ত হন। প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য হেতুই ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞান। এই ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞান হইতেই কামনা বা বাসনা। এই বাসনাই তাবত্ রোগের মূল। এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না হইলে, মানব কিছুতেই প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারেনা। এই রোগ হইতে মুক্ত হইলেই মানব "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ" হইতে পারেন। যতক্ষণ রোগ থাকে, ততক্ষণই মানবের অতৃপ্তিজনিত "চাই চাই" থাকে। পাই-লেও "চাই চাই" ফুরায় না। উহা বস্তু হইতে বস্তন্তর-ক্রমে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু নীরোগতা লাভ না হইলে, তৃপ্তিলাভ কিছুতেই হইবার নহে। নীরোগতা ভিন্ন সে নিরবচ্ছিন্ন "চাই চাই"র বিড়ম্বনা

কদাপি বিদূরিত হইবার নহে। অতএব আমরা চাই আরোগ্য। আরোগ্যেই নিত্য তৃপ্তি। নিত্য তৃপ্তিতেই অভাব বোধের নিবৃত্তি; সুতরাং চাওয়ারও নিবৃত্তি। ফলিতার্থে আমরা চাই না-চাওয়া। নিরাকাঙ্ক্ষতাই মানব-আত্মার যথার্থ আকাঙ্ক্ষার বিষয়। নিষ্কামতাই পারমার্থিক কাম্য। সকামতায় যাঁহার উদাসীনতা, তিনিই অভাববোধশূন্য। তিনিই "সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।" তাঁহারই "নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টো-পপত্তিষু।" তিনিই "নপ্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ং।" সুতরাং তাঁহার পক্ষে "চাই কি?" প্রশ্নের আর অবসর নাই। তিনি পূর্ণ, সুতরাং প্রার্থনা-প্রভৃতি অপূর্ণতার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

"চাই কি" প্রশ্নের যথার্থ উত্তর যদি হয় না-চাওয়া, তবে আবার সেই 'না চাওয়া' পাওয়ার জন্য কি চাই, তাহাও অবশ্য আলোচ্য। শাস্ত্র বলেন, বিনা সাধনে নিষ্কামতা-লাভের অধিকার জন্মে না। যিনি ইহজন্মে সহজে নিষ্কাম ধর্ম্মে অধিকারী হয়েন, তিনি বহুজন্মের সাধন-সাধিত বলে বলী, বুঝিতে হইবে। এই সাধন চতুর্ব্বিধ। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থ—ফল-ভোগ-বিরাগ, শম-দম তিতিক্ষা-উপরতি-শ্রদ্ধা-সমাধানরূপ ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। এই সাধন-চতুষ্টয় * সম্পন্ন "প্রমাতা"ই বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতজ্ঞান বলে যথার্থ নিষ্কামতা লাভ পূর্ব্বক চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হন।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

* বারান্তরে প্রবন্ধান্তরে এই সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

(শ্রীবিবেকানন্দ, গিরীশ ঘোষ ইত্যাদির সহিত অবতার সম্বন্ধে কথা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের নানাবিধ ভাবাবেশ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(রাজপথে)

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত্র ৯টা হবে। বলরামও ঠাকুর খাবেন বলে রাত্রের খাবার প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন—বলরাম, তুমি খাবার পাঠিয়ে দিও।

দুতালা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল! সঙ্গে—নারায়ণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারায়ণ

হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারায়ণকে বলিলেন, হাত ধর্‌লে লোকে মাতাল মনে কর্‌বে। আমি আপনি চলে যাব।

বোস-পাড়ার তেমাথা পার হলেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী।

এত শীঘ্র চল্‌ছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাক্‌চে। না জানি হৃদয়-মধ্যে কি অদ্ভুত দেব-ভাব হইয়াছে। বেদে যাঁহাকে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই কি দেখ্‌ছেন—"যো কুছ্ হায় সো তুঁহি হায়্"।

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল। কৈ, নরেন্দ্র তো সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর তো কথা কহিলেন না! লোকে বলে এর নাম ভাব। এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। কে এ ভাব বুঝিবে?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বলিলেন, "ভাল আছ বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই, হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটী কথা—এই একটী (দেহী) ও একটী জগৎ!

জীবজগৎ—এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছিলেন। দু একটী কথা উচ্চারিত হইল—যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছি, আর যেন অনন্ত তরঙ্গনাদোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ভক্ত-মন্দিরে।)

দ্বারদেশে গিরীশ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে করিয়া দ্বিতলার বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

(সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়-কথা, পরচর্চ্চা, তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নৃত্যগোপাল)

নৃত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নৃত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে—

নৃত্য। হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্?

নৃত্য। ভাল নয়——

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই এক গ্রাম নীচে থাকিস্।

নৃত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহবে বৈ কি। তোর সঙ্গে কে থাকে?

নৃত্য। তারক;* ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙ্‌টা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল,—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গে যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হয়ে গিছ্‌লো।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক্ হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "তুই এসেছিস? আমিও এসেছি!" এ সব কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

(*তারক—শিবানন্দ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:০:—

[পার্ষদ-সঙ্গে।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

(অবতার সম্বন্ধে বিচার)

নরেন্দ্র মানেন না, যে মানুষে ঈশ্বর অবতার হন্। এদিকে গিরীশের অনন্ত বিশ্বাস, যে তিনি যুগে যুগে অবতার হন্, আর মানব-দেহ ধারণ করে মর্ত্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা, যে এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো—আমি দেখ্‌বো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণ করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত, আমরাও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, তবে একটা কথা আছে—শক্তি-বিশেষ। কোন খানে অবিদ্যা-শক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি

বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রামবাবু। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিরক্তভাবে) না, ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তুমি কেমন করে জান্‌লে, তিনি দেহধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই। ঋষিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা সেই শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি) মানুষে অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান-ভক্তি দেবার জন্য তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃ। (সস্নেহে) হাঁ, হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন। তারপর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity, তার কি অংশ হয়? অমুক বিষয়ে Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন, Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, ইগুণ আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আমি তাই সব দেখ্‌ছি! বিচার আর কি কর্‌বো? দেখ্‌ছি তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে—মন-বুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি করে বল দেখি?—

গিরীশ। (হাসিতে হাসিতে) ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কিনা! (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু'থাক্ না নাম্‌লে কথা কইতে পারিনা।

"বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে। আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটা।

যেমন একটা বেল। এক জন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটা কত ওজনে, জান্‌বার দরকার হয়েছিল; এখন শুধু শাঁসে ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস, সব এক সঙ্গে ওজন কর্‌তে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার ক'রে দেখ যে, যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়;—জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার কর্‌তে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যারই শাঁস, তারই খোলা-বীচি। যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীব-জগৎ।

যারই নিত্য (Absolute), তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

[ঈশ্বর-দর্শন (God-vision)]

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি তাই দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার কর্‌বো? আমি দেখ্‌ছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীব, তিনিই জগৎ হয়েছেন!

"তবে চৈতন্য না লাভ কর্‌লে চৈতন্য জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, এই আমি দেখ্‌ছি, তিনি সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ কর্‌লে সমাধি হয়; মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়; কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না; ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না; বিষয়-কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ কর্‌লে, তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

(অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ Revelation)

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন—,

"দেখ্‌ছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মনুষ্য-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার কর্‌তে হয় না, কারুর বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘষ্‌তে ২ দপ্‌ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

(কালী * ও ব্রহ্ম †)

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল-প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) কৈ, কালী-ধ্যান তিন চার দিন কর্‌লুম, কিছুই তো হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌চো, তাঁকেই কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাব্‌লেই দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ভাব্‌লেই অগ্নি ভাব্‌তে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্‌লেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ঐ শক্তিই ঐ কালী, আমি বলি।"

---

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The unconditioned, the Absolute

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটারে যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, 'ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস্, থিয়েটর্ যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) দেখিস্ যেন আনিস্।

হরিপদ। (হাসিতে হাসিতে) আমি আন্‌তে যাচ্চি—আর আন্‌ব না?

(ঈশ্বরলাভ ও কর্ম্ম; 'রাম ও কাম')

গিরীশ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনাকে ছেড়ে আবার এখন থিয়েটর্ যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্-উদিক্—দুদিক্ রাখ্‌তে হবে; জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।

(সকলের হাস্য।)

গিরীশ। থিয়েটর্ গুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই, মনে কর্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে।

নরেন্দ্র। এইতো—ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে; আবার থিয়েটরে টানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(সমাধি-মন্দিরে)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) "মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)।"

(বিচার ও ঈশ্বর-লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি) যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার কর্‌ছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি-তরকারী পড়ে, অমনি বারআনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য), আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পড়্‌লে কেবল সুপ্ সাপ্। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি!

এই বলিয়া, নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া, আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।'

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে, সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতে ছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর-দর্শন?

কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে, ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ, বহির্জগতের হংস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—

আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন! এত গা টেপা, পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা কর্‌ছেন না শক্তি-সঞ্চার কর্‌ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত যোড় করে কি বল্‌ছেন!

বল্‌ছেন,—"একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব; নাহলে উঠ্‌তে পার্‌বো কেমন করে?—গোরা প্রেমে গর্গর—মাতোয়ারা—(নিতাই আমার)"—

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্ চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বল্‌ছেন,—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন,

সখি! সে বন কত দূর?
(যে বনে আমার শ্যামসুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ-গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি।)"

এখন জগৎ ভুল হয়েছে- কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে মনে নাই—কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁস্ নাই। এখন মন-প্রাণ ঈশ্বর-গত হয়েছে। "মদ্‌গত অন্তরাত্মা"।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে ২ হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন—

"ঐ একটী আলো আস্‌চে দেখ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌চে, এখনো বুঝ্‌তে পারছিনা।

এইবার নরেন্দ্র গান গাহিলেন—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে।
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধি ভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন-কৃষ্ণা-দশমী—অন্ধকার-রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালী-বাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(সেবক-হৃদয়ে)

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশ-গগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-ছবি—স্মৃতি-মধ্যে ভক্তের মজ্‌লিস্—সুখ-স্বপ্নের ন্যায় নয়ন-পথে সেই প্রেমের হাট! কলিকাতার রাজ-পথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।

মোহিলে প্রাণ।

কেউ ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মনুষ্যদেহ [illegible] আসেন? তবে অবতার কি সত্যি? অনন্ত ঈশ্বর "চৌদ্দ পোয়া" মানুষ কেমন করে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝলাম? বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝ্লাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ বল্লেন "যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তুলাভ নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।—তাও বটে, এই তো এক ছটাক বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝ্বো! ঈশ্বরের কথা? একসের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বল্লেন, ঈশ্বর যদি দপ্ করে দেখিয়ে দেন, তাহলেই এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন, তবে—

"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"

যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

যদি দপ্ করে তিনি দেখান্, তা না হলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্‌ছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখায়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।—
"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাকো পথহারা!!"

আবার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাস হয়েছে—আমি বিশ্বাস করবো [illegible]—আর এই দেন- [illegible] বিচার থাক্। জ্ঞান ছেড়ে দিয়ে কি আর একটা Faust হব? আবার কি গভীর রজনী-মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে "হায়! কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম; এ জীবনে ধিক্" এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alstor-এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রাখিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না, আমি কি এ সব অজ্ঞানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ করতে যাবো? প্রয়োজন নাই। আর একসের বাটীতে চার সের দুধ ধর্‌লো না বলে, মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরু-বাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবান্! আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদ-পদ্মে শুদ্ধ ভক্তি হয়—অমলা, অহৈতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, কৃপা করে এই আশী-র্ব্বাদ কর।'

আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন,

"কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে! শুধু তা নয়। এমনও বল্‌ছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর, আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম, সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি, এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়্‌লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন—ঘায়ের মামড়ী ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে—যাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষণে সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

"আর গিরীশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, "প্রভু তুমিই ঈশ্বর, মানুষ-দেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য। গিরীশ ঠিক্‌তো বলেছেন, ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ না কর্‌লে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে? কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু? কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধরে তুল্‌বে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যাঁরা তদ্গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্ "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন। বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন। এ প্রেমতো মানুষ-জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখ্‌ছি—ঈশ্বর-প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রী-লোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয়-কর্ম্ম ক'রে ক'রে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ; কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দ্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত, কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখ্‌লেই সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করেন। তাদের নাওয়ান্, খাওয়ান্, শোয়ান্;—তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন, কলিকাতায় ছুটিয়া যান্; লোকের খোসামোদ করে বেড়ান্—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না—বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেম?—প্রতিমাতে এতো * ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর-শুদ্ধনরদেহে হয় না?

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহ্যিক-মনুষ্যকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মনুষ্যকে) দর্শন কর্‌তে লাগলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল—যাঁকে

ধ্যান ক'রে কখনও অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তেন—কখনওবা ওঁ ওঁ বল্‌তেন, কখনও মা মা করে বালকের মত ডাক্‌তেন। নরেন্দ্রের ভিতর—তাঁর বেশী প্রকাশ দেখ্‌তেন, তাই নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল।

নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার আর কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্য চক্ষু, তিনি দেখ্‌লেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক; তিনি যে আপনার মা, "পাতানো" মা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন না? —তাই বুঝি ঠাকুর বল্লেন,

"মান কর্‌লি ত কর্‌লি, আমরাও তোর মানে আছি।"

আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়, তাঁর উপর অভিমান কর্‌বেন না ত কার উপর অভিমান কর্‌বেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

মন্দারকল্পহরিচন্দন পারিজাত
সন্তানচন্দ্রমণিমণ্ডিতবেদিসংস্থে।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিসুললাটষড়র্দ্ধনেত্রে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্॥

পারিজাত-কল্প-হরিচন্দন-সন্তান
মন্দার পাদপপঞ্চ কিবা শোভমান;
কিবা চন্দ্রকান্তমণি পরম সুন্দর,
সবাই করিছে তব বেদী মনোহর।
এ হেন বেদীর পরে নিত্য তব স্থিতি,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে তব পাইতেছে ভাতি।
পরম সুন্দর মাগো! ললাট তোমার,
ত্রিনেত্র ধরিয়া তুমি আছ অনিবার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

২

তালীকদম্বপরিশোভিতপার্শ্বভাগে
শক্রাদয়ো মুকুলিতাঞ্জলয়ঃ স্তুবন্তি।
দেবি ত্বদীয় চরণৌ শরণং প্রপদ্যে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্॥

কিবা তালতরু, কিবা কদম্বের দল —
মহাশোভা পায় তব পার্শ্বে অবিরল।
ইন্দ্রাদি-দেবতা-গণ থাকি সন্নিকটে,
করিছে তোমার স্তব বদ্ধ-কর পুটে।
উদ্ধারের মত কিছু ভাবিয়া জননি!
আশ্রয় করিনু তব চরণ-দুখানি।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৩

কেয়ূরহারমণিকঙ্কণকর্ণপূর
কাঞ্চীকলাপমণিকান্তিলসদ্দুকূলে।
দুগ্ধান্নপূর্ণবরকাঞ্চনদর্ব্বিহস্তে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

কেয়ূর কঙ্কণ কাঞ্চী কর্ণপূর হার
তোমার বক্ষের শোভা করে অনিবার।
সোনার হাতায় নিত্য দুগ্ধ-অন্ন ধরি,
ক্ষুধিতের প্রাণ রাখ, তুমিই শঙ্করি!
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৪

সদ্ভক্তকল্পলতিকে ভুবনৈকবন্দ্যে
ভূতেশহৃৎকমলমগ্নকুচাগ্রভৃঙ্গে।
কারুণ্যপূর্ণনয়নে কিমুপেক্ষসে মাং
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

তোমাকেই কল্পতরু বলে ভক্তজন,
তোমারি চরণ-পদ্ম পূজে ত্রিভুবন।
শঙ্করের হৃৎপদ্মে করি অধিষ্ঠান,
তোমারি কুচাগ্র-ভৃঙ্গ করে মধুপান।
যখন কারুণ্য-পূর্ণ তোমার নয়ন,
কেন মোরে অনাদর কর মা তখন?
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৫

শব্দাত্মিকে শশিকলাভরণার্দ্ধদেহে
শম্ভোরুরঃস্থলনিকেতননিত্যবাসে।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা।
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

তোমাকেই শব্দময়ী বলে ত্রিসংসার,
শশিকলা অর্দ্ধদেহে শোভিছে তোমার।
তুমি মা গো! শঙ্করের হৃদয়বাসিনী,
তুমিই দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-নিবারিণী।
তুমি এই ত্রি-সংসারে একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাহি আর!
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

৬

লীলাবচাংসি তব দেবি ঋগাদিবেদাঃ
সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মরচনা ভবদীয়চেষ্টা।
ত্বত্তেজসা জগদিদং প্রতিভাতি নিত্যং
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

সাম-যজুঃ-ঋক্‌অথর্ব্ব-বেদ-চতুষ্টয়—
তব লীলাবাক্য বিনা কিছু আর নয়;
কিবা সৃষ্টি, কিবা স্থিতি, কিবা লয় আর,
সকলি তোমার খেলা, এই বুঝি সার।
স্থাবর-জঙ্গম-পূর্ণ এই ত্রিসংসার
তোমারি প্রভায় প্রভা পায় অনিবার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৭)

বৃন্দারবৃন্দমুনিনারদকৌশিকাত্রি-
ব্যাসাম্বরীষকলসোদ্ভবকশ্যপাদ্যাঃ।
ভক্ত্যা স্তুবন্তি নিগমাগমসূক্তমন্ত্রৈ
র্ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়-
মহ্যম্ ॥

নারদ অগস্ত্য অত্রি ব্যাস তপোধন,
বিশ্বামিত্র অম্বরীষ কশ্যপাদিগণ,
কিবা ত্রিভুবনে যত দেবতা সকল,
সকলেই পুজে তব চরণ-কমল।
নিগম-আগম-মন্ত্র করি উচ্চারণ,
করে মা তোমার স্তুতি, দেখি সর্ব্বক্ষণ।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৮)

অম্ব ত্বদীয় চরণাম্বুজসেবনেন
ব্রহ্মাদয়োঽপি বহুলাং
শ্রিয়মাশ্রয়ন্তে।
তস্মাদহং তব নতোঽস্মি
পদারবিন্দে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তোমারি চরণ-পদ্ম সেবি সর্ব্বক্ষণ,
ব্রহ্মাদির হইয়াছে ঐশ্বর্য্য এমন।
তাই মাগো! যত কিছু সকলি ত্যজিয়া,
তোমারি চরণ-পদ্মে রহিনু পড়িয়া।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(৯)

সন্ধ্যাত্রয়ে সকল ভূসুরসেব্যমানা
স্বাহাস্বধাসি পিতৃদেবগণার্ত্তিহন্ত্রী।
জায়া সুতাঃ পরিজনোঽতিথয়োঽ-
ন্নকামা
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

তিন সন্ধ্যা ধরি মাগো! যতেক ব্রাহ্মণ,
লইয়া তোমারি পুজা ব্যস্ত হ'য়ে রন্।
তুমি স্বাহা দেবগণ-তর্পণকারিণী,
তুমি স্বধা পিতৃ-লোক-তৃপ্তি-প্রদায়িনী।
স্ত্রী-পুত্র-অতিথি আর যত পরিবার,
অন্নের লাগিয়া সদা করে হাহাকার।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১০)

একাত্মমূলনিলয়স্য মহেশ্বরস্য
প্রাণেশ্বরি প্রণতভক্তজনায় শীঘ্রম্।
বামাক্ষি রক্ষিতজগত্রিতয়েঽন্নপূর্ণে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায়
মহ্যম্ ॥

সকলেরি আত্মা যাঁরে বলে ত্রিভুবন,
সেই শঙ্করের মাগো! তুমি প্রাণধন।
পরম সুন্দর দুটী নয়ন তোমার,
তুমিই করিছ রক্ষা এই ত্রিসংসার।
জগতের যত কিছু করিয়া বর্জ্জন,
তোমারি শ্রীপদে মাগো! সঁপিয়াছি মন।
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বলিছে সদাই,
ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে! এই ভিক্ষা চাই।

(১১)

ভক্ত্যা পঠন্তি গিরিজাদশকং প্রভাতে
ধর্ম্মার্থকামবহুপুণ্যজমোক্ষকামাঃ।
প্রীত্যা মহেশবনিতা হিমশৈলকন্যা
তেভ্যো দদাতি সততং মনসে-প্সিতানি॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চারি ধন—
যে জন কামনা করে প্রাপ্তির কারণ,
সেই জন এই অন্নপূর্ণা-শ্লোকচয়,
পঠে যদি প্রাতঃকালে হইয়া তন্ময়,
তাহা হ'লে হিমালয়-সুতা মহেশ্বরী
অন্নপূর্ণা স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করি,
তাহার মনের বাঞ্ছা করেন পূরণ,
ইহার অন্যথা নাহি হয় কদাচন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ,

ভূ-গোল পরিচয়।

২য় পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

আমরা যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করিতেছি, ঐ ভূপৃষ্ঠে আমরা সর্ব্বত্র পদব্রজে, অশ্বারোহণে, বাষ্পী-শকটে, নৌযানে বা বাষ্পপোতে সতত দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিতেছি। যেখানে সেখানে নির্ম্মল প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদিগের দৃষ্টির ক্ষেত্র সমতল ও চক্রাকার। চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রকে চক্রবাল বলে। কিন্তু উন্নত গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করিলে অথবা ব্যোমযান আরোহণে ঊর্দ্ধে উঠিলে আমরা দেখিতে পাই যে, চক্রাকার চক্রবাল সমতল নহে; কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় গোল বা বর্ত্তুলাকৃতি। (১) মানবদেহ খর্ব্ব বলিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা বশতঃ ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা ভূপৃষ্ঠের যে ক্ষুদ্র খণ্ড দেখিতে পাই, ঐ ভূখণ্ডের গোলত্ব দর্শকের পক্ষে উপলক্ষিত হয়না। কারণ কোন বৃত্তের পরিধির শতাংশ লইলে যেমন ঐ পরিধি-খণ্ড সরল রেখা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ চক্রবালের ব্যাস ভূগোল-পরিধির ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া সরল রেখার ন্যায় দেখায় এবং চক্রবাল সমতল ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (২) পৃথিবীর গোলত্বের এই একটী বিশেষ প্রমাণ।

দর্শক সুবিস্তীর্ণ অবন্ধুর নির্ম্মল ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া সুদূরবর্ত্তী অশ্বারোহী বন্ধুর অনুসন্ধানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দর্শক অগ্রে বন্ধুর উদ্দেশ পাইবেন না। ক্রমে বন্ধু নিকটে আসিলে, দর্শক বন্ধুর উষ্ণীষ মাত্র দেখিতে পাইবেন। ক্রমে বন্ধু নিকটতর হইলে, দর্শক অশ্বারোহী বন্ধুর দেহ দেখিতে পাইবেন। ক্রমে বন্ধু নিকটতম হইলে, দর্শক বন্ধুর বাহন দেখিতে পাইবেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই অবন্ধুর নির্ম্মল প্রান্তরে কে দর্শকের দৃষ্টি রোধ করিয়াছিল? ভূপৃষ্ঠের বর্ত্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার চতুর্দ্দিক হইতে অশ্বারোহী

(১) অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতো মুখং। পশ্যন্তি বৃত্তা মপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং সূর্য্য ১২।৫৪

(২) সমঃ যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ। সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৩।১৩

বন্ধুগণ দর্শকের স্থিতি-স্থানে আসিতে লাগিলে, দর্শক অনুভব করিবেন যে, তিনি উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধুগণ উচ্চে আরোহণ করিতেছেন; কিন্তু ইহাও দর্শকের ভ্রম; (৩) কারণ ভূগোলের যে কোন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিলে, দর্শকের ঐ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, দর্শক যে স্থানে দণ্ডায়মান, ঐ স্থানই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। ভূগোল বর্ত্তুলাকার না হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ভ্রম জন্মিতে পারিত না। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বলিয়াই এই ভ্রম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জন্মে। এই ভ্রম বশতঃ সুমেরুস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে, কুমেরুস্থ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে, এবং কুমেরুস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে, সুমেরুস্থ ব্যক্তি পাতালে রহিয়াছে। (৪)

এমনকি, দর্শকের সমসূত্রপাতে ভূপৃষ্ঠের অপরাংশস্থিত আর দর্শক বিবেচনা করেন যে, তিনি ভূপৃষ্ঠের উচ্চতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শক ভূপৃষ্ঠের নিম্নতম স্থানে দণ্ডায়মান এবং দর্শকও ঐ ভ্রম-প্রমাদে পতিত। ভদ্রাশ্ববর্ষস্থ যমকোটি নগর-বাসিগণ এবং কেতুমালবর্ষস্থ রোমকবাসী পরস্পর পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন এবং ভারতবর্ষস্থ লঙ্কাবাসিগণ এবং কুরুবর্ষস্থ সিদ্ধপুরবাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে পাতালবাসী জ্ঞান করেন। (৫)

উভয় পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন; শূন্যে স্থিত বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর উচ্চতম স্থানই বা কোথায়, নিম্নতম স্থানই বা কোথায়! (৬)

তরঙ্গহীন সমুদ্র-বক্ষে শত সহস্র জাহাজ বিচরণ করিতেছে, কিন্তু সুদূরস্থ জাহাজ একখানিও দৃষ্টিগোচর হয়না; এমন কি, দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আগন্তুক জাহাজ চক্রবালের সীমাতলে উপনীত হইলে অগ্রে কেবল মাত্র জাহাজের জ্যেষ্ঠ মাস্তুলের পাইল দৃষ্টিগোচর হয়, জাহাজের কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্রমে জাহাজ নিকটস্থ হইলে, জাহাজের কনিষ্ঠ মাস্তুল, তৎপরে জাহাজের কাণ্ড দর্শকের দৃষ্টি-গোচর হয়। নির্ম্মল তরঙ্গহীন সমুদ্র-বক্ষে কে জাহাজ দর্শকের দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল? সাগর-পৃষ্ঠের বর্ত্তুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। (৭) ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"যেমন কদম্ব পুষ্পের উন্নত কেশরমালা কদম্ব পুষ্পের গোলত্ব নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র পর্ব্বত, বন, গ্রাম, দেবস্থলী সমূহে পরিবৃত থাকিলেও, পৃথিবী গোলাকার রূপ পরিত্যাগ করেনা।

(৩) সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং। সূর্য্য ১২।৫৩

(৪) উপর্য্যাত্মানমন্যোন্যং কল্পয়ন্তি সুরাসুরাঃ। সূর্য্য ১২।৫১

(৫) অন্যেঽপি সমসূত্রস্থামন্যোন্যেঽধঃ পুরস্পরং ভদ্রাশ্ব কেতুমালস্থা লঙ্কাসিদ্ধপুরাশ্রিতাঃ সূর্য্য। ১২।৫২

(৬) যে যত্রো গোলঃ তস্থক উর্দ্ধংক্কাঅপি অধঃ সূর্য্য। ১২।৫৩

(৭) সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রাম চৈত্য চয়ৈশ্চিতঃ, কদম্বকুসুমাকারঃ-কেশর-প্রসরৈরিব। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি। ৩।৩

ভূপৃষ্ঠ সমতল হইলে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকিয়া এক কটাহের সমগ্র নক্ষত্রই দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, নিরক্ষ রেখায় দর্শক দণ্ডায়মান হইলে, উত্তর ধ্রুব তারা ও দক্ষিণ ধ্রুব তারা, এই উভয় তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকে এবং দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু দর্শক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ ধ্রুবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায়, গতিকে দক্ষিণ ধ্রুব তারা অদৃশ্য হয়, এবং উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। দর্শক নিরক্ষরেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের নিম্নে ডুবিয়া যায় এবং দর্শকের অদৃশ্য হয়। কিন্তু দক্ষিণ ধ্রুবতারা ক্রমে দর্শকের চক্রবালক্ষেত্রের ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। নিরক্ষ রেখা ত্যাগ করিয়া দর্শক যত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, ততই উত্তর ধ্রুব তারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, অবশেষে দর্শক সুমেরু-বিন্দুতে উপনীত হইলে, উত্তর-ধ্রুব তারা দর্শকের মস্তকোপরিস্থ খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। দর্শক নিরক্ষ-রেখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, দক্ষিণ ধ্রুবতারা দর্শকের চক্রবাল ক্ষেত্র হইতে তত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। অবশেষে দর্শক কুমেরু বিন্দুতে উপনীত হইলে, দক্ষিণ ধ্রুব তারা দর্শকের মস্তকোপরিস্থ খ-বিন্দুতে উপস্থিত হয়। পৃথিবী বর্তুলাকার না হইলে, ধ্রুব তারা দ্বয়ের দৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ বিপর্যায় ঘটনা কখনই হইত না। (৮) পৃথিবী সমতল ক্ষেত্র হইলে, সর্ব্বদেশবাসিগণ উভয় ধ্রুব তারা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ নিরক্ষ রেখা হইতে প্রায় ২২॥ অংশ উত্তরে অবস্থিত বলিয়া দক্ষিণ-ধ্রুবতারা কলিকাতাবাসীর দৃষ্টিগোচর নহে; কিন্তু দক্ষিণ-ধ্রুবতারা হইতে ৩৮ অংশ উত্তরস্থ অগস্ত্য তারা কলিকাতাবাসিগণ অনেক সময়ে দেখিতে পান, কিন্তু লণ্ডনবাসিগণ নিরক্ষ রেখার ৫০ অংশাধিক উত্তরস্থিত বলিয়া অগস্ত্য তারা কখনও দেখিতে পান না। আবার দেখ—

ভূচ্ছায়ার আকৃতি মোচক বা কদলী-ফুলের ন্যায়। এই মোচকাকৃতি ভূচ্ছায়া মধ্যে চন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব গমনে প্রবেশ করিয়া গ্রহণগ্রস্ত হয়। পৃথিবী বর্ত্তুলাকার না হইলে, ভূচ্ছায়া সতত মোচকাকৃতি হইত না। (৯)

পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বলিয়া পৃথিবীর দারুক (Globe) বর্ত্তুলাকারে নির্ম্মিত হয় এবং পৃথিবী-মানচিত্র বৃত্তাকারে অঙ্কিত হয় এবং মানচিত্রে উত্তর বিন্দুতে সুমেরু শব্দ এবং দক্ষিণ বিন্দুতে কুমেরু শব্দ লিখিত থাকে এবং উভয় বিন্দুর মধ্যস্থলে নিরক্ষ রেখা অঙ্কিত থাকে।

---

(৮) ধ্রুবোন্নতির্ভচক্রস্য নতিমেরুং প্রয়াস্যতঃ নিরক্ষাভিমুখং যাতুঃ বিপরীতে নতোন্নতে। সূর্য্য।১২।৭২

উদক্ ধ্রুবং পশ্যতি চ উন্নতং ক্ষিতেঃ। ভাস্কর।৩।৩৯

(৯) ভানোর্ভার্দ্ধে মহীচ্ছায়া তত্তুল্যেহর্ক সমেহপিবা।
শশাঙ্ক পাতে গ্রহণং * * * সূর্য্য।৩।৬

২য় পাঠ ২য় প্রপাঠক।

পার্থিব গোলে ও পৃথিবীর মান চিত্রে দেখিবে, নিরক্ষ রেখা হইতে সুমেরু-বিন্দু পর্য্যন্ত পরিধির ১/৪ ভাগ সমান ৯০ বিভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রতি বিভাগের বিবরে নিরক্ষ রেখার সমান্তরাল ৯০টি অক্ষ-বলয় অঙ্কিত আছে; ঐরূপ নিরক্ষ-রেখা হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত ৯০টি বলয় অঙ্কিত আছে; ঐ বলয়কে অক্ষ-বলয় বা অক্ষরেখা বলে এবং বলয় গুলি ৬৯॥ মাইল অন্তরে অবস্থিত। নিরক্ষ-রেখার উত্তরস্থ অক্ষ-রেখাকে উত্তর-অক্ষ রেখা এবং দক্ষিণস্থ অক্ষ-রেখাকে দক্ষিণ অক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখা দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ নগর দ্বয়ের উত্তর দক্ষিণ ব্যবধান নির্ণয় করা যায়।

পার্থিব গোলে এবং পৃথিবীর মান-চিত্রে আরও দেখিবে, জ্যোতির্ব্বিদের মান-মন্দিরে ভেদ করিয়া সুমেরু-বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত আছে, এই রেখাকে মূল দ্রাঘিমা বলে। এই দ্রাঘিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে, মান-মন্দিরে মধ্য দিন হয় বলিয়া এই রেখাকে মধ্য রেখা বলে। জ্যোতির্ব্বিদগণের মান-মন্দির অবন্তি নগরে। মূল দ্রাঘিমা নিরক্ষ-রেখাকে যে বিন্দুতে ভেদ করিয়াছে ঐবিন্দুতে লঙ্কা নগর অবস্থিত। ঐ বিন্দুকে কীলক ধরিয়া নিরক্ষ রেখা পূর্ব্বাভিমুখে ১৮০ ভাগে এবং পশ্চিমাভিমুখে ১৮০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ প্রত্যেক ভাগের বিবর দিয়া সুমেরু বিন্দু হইতে কুমেরু বিন্দু পর্য্যন্ত এক একটি দ্রাঘিমা অঙ্কিত আছে। ভূমধ্য বা মূল দ্রাঘিমার পূর্ব্বস্থ দ্রাঘিমাগণকে পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিমস্থ দ্রাঘিমাগণকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে। নিরক্ষ দেশে দ্রাঘিমা-গুলি পরস্পর ৬৯॥ মাইল ব্যবধানে স্থিত এবং সুমেরু ও কুমেরু বিন্দুতে উহাদিগের ব্যবধান শূন্য এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থলে অক্ষ রেখা-দ্বয়ের ব্যবধান ক্রমে ন্যূন হইয়াছে। দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ নগরদ্বয়ের পূর্ব্ব-পশ্চিম ব্যবধান নির্ণয় করা যায়। অক্ষরেখা দ্বয়ের ও দ্রাঘিমারেখা দ্বয়ের ব্যবধানকে অংশ বলে। বুঝিতে হইবেক, ৯০ অংশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় যমকোটি নগর এবং পশ্চিম দ্রাঘিমায় রোমকপত্তন নগর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ১৮০ অংশ দ্রাঘিমায় লঙ্কা নগরের অধঃস্বস্তিকস্থিত সিদ্ধপুর নগর পড়িল।

পার্থিব গোলকে এবং পৃথিবীর মান-চিত্রে আরও দেখিবে যে, নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ২৩॥ অংশ ব্যবধানে দুইটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে। উত্তর বিন্দু বলয়কে কর্কট-ক্রান্তি-বলয় বলে এবং দক্ষিণ বিন্দু বলয়কে মকর-ক্রান্তি বলয় বলে এবং সুমেরু বিন্দুর ২৩॥ অংশ দক্ষিণে একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম উত্তর শীত বলয় এবং কুমেরু-বিন্দুর উত্তরে ২৩॥ অংশ ব্যবধানে আর একটি বিন্দু বলয় অঙ্কিত আছে, ঐ বিন্দু বলয়ের নাম দক্ষিণ শীত বলয়।* মহাবিষুপ সংক্রান্তি

---

* এখন দেখিবে ভদ্রাশ্ব বর্ষস্থ যমকোটি নগরের দ্রাঘিমার উপরি সূর্য্য উপনীত হইলে, ভারত বর্ষস্থ লঙ্কা নগরে

হইতে পরবর্ত্তী মহাবিষুপ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন লঙ্কা নগরে সূর্য্যের উদয় অস্ত দর্শক পরীক্ষা করিলে দেখিবেন, মহা বিষুপ সংক্রান্তি দিনে প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে যমকোটি নগরে দ্রাঘিমা হইতে উদয় হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য দর্শকের মস্তকোপরে থবিন্দুতে উপনীত হইবে এবং সায়ং সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিমদিকে রোমকপত্তনের দ্রাঘিমায় অস্তগত হইবে। সূর্য্যের এই উদয় বিন্দুকে উদয়-লগ্ন এবং অস্ত বিন্দুকে অস্ত-লগ্ন বলে এবং ঐ উদয় ও অস্তলগ্ন নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত, এবং এই দিন সূর্য্য বিষুপ-রেখায় পরিভ্রমণ করিবে। এই দিন দিবা রাত্রি সমান হয়, এবং এই মহাবিষুপ সংক্রান্তি দিনের। উদয় বিন্দুকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বা বাসন্তিক বিষুপ বা সম-রাত্রি বিন্দু বলে। এই দিন সূর্য্য বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন বলিয়া এই দিনে মহা বিষুপ সংক্রান্তি হয়। পঞ্জিকানুসারে এই দিন চৈত্র-সংক্রান্তি। তৎপর দিন ১লা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার প্রায় ১৫ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। ২রা বৈশাখ তারিখে নিরক্ষ রেখার ৩০ কলা উত্তরে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। এইরূপে প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া সরিয়া সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া আষাঢ় সংক্রান্তির দিনে সূর্য্য যে বিন্দুতে উদয় হয়, ঐ বিন্দুকে উত্তর ক্রান্তি বিন্দু বা কর্কট ক্রান্তি বিন্দু বলে এবং আষাঢ় সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে, এবং ঐ দিন সূর্য্য নিরক্ষ রেখার ২৩।০ অংশ উত্তরে উদিত ও অস্তগত হয়। ১লা শ্রাবণ দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া উদয়াস্তগত হয় এবং তিন মাস গতে পুনরায় সূর্য্য-নিরক্ষ-রেখার উপরে আসিয়া উদয় হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্য-জল বিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দুতে উদয়া-স্তগত হয়। এবং ১লা কার্ত্তিক হইতে পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত—সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা দক্ষিণে সরিয়া সরিয়া উদয়াস্তগত হয়। পৌষ-সংক্রান্তি—বা মকর-সংক্রান্তি দিনে সূর্য্যের দক্ষিণ-গমনের শেষ হয়। ঐ জন্য পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলে। ১লা মাঘ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন ১৫ কলা উত্তরে সরিয়া উদয় ও অস্তগত হয়, এবং চৈত্র সংক্রান্তি দিনে পুনরায় বিষুপ রেখায় উপ-নীত হয়।

সূর্য্যের উদয় হইবে এবং কেতুমাল বর্ষস্থ রোমকপত্তন নগরের উপর-দ্রাঘিমায় সূর্য্য উপনীত হইলে লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি হইবে এবং কুরু বর্ষস্থ সিদ্ধপুরের দ্রাঘিমার উপরে সূর্য্য উপনীত হইলে লঙ্কায় মধ্যরাত্রি হইবে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি পাঠে দেখিবে

ভদ্রাশ্বোপরিগঃ কুর্য্যাদ্ভারতে তূদয়ং রবিঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালেতু কুরাবস্তময়ং তদা॥
সূর্য্য ১২।৭০

যখন লঙ্কাপুরে সূর্য্যের উদয় হইবে, তখন যমকোটি পুরীতে মধ্য দিন হইবে। অধঃস্থিতস্থ সিদ্ধপুরে তখন সূর্য্যাস্ত হইবে এবং রোমক নগরে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে।

লঙ্কা পুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাত্তদা
দিবার্দ্ধং যমকোটি পুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃস্যাদ্রোমকে
রাত্রি দলং তদেব॥ ৩।৪৪

দুর্ভিক্ষ।

ত্যজি মোহঘুম, জাগরে হৃদয়,
বিষাদের গাথা চির অভিনয়!
দুঃখের পাথারে আজীবন ভ'রে
ভাস কেন, আজ দেও পরিচয়।

যে করাল ছায়া সুখ-সুধাকরে
আবরি, ভারতগগনে বিহরে;
যাহে প্রীতি-গতি-শান্তি-মতি-রতি—
নাপাও দেখিতে বারেকের তরে;—

আঁধারে আলোক, পিপাসায় জল,
রোগে রসায়ন, ক্ষুধায় সুফল,
বিলাপে সান্ত্বনা, মোহে উদ্দীপনা,
যে রাহু-কবলে মিশেছে সকল;—

চিন কি উহারে? যাহার দাপটে
ক্রন্দনের রোল কোটীকণ্ঠে উঠে,
বহু নরনারী শুধু আঁখি-বারি
সম্বল লইয়া ধুলায় লুটে।

বিবর্ণ বিশাল জীর্ণ দেহ-ছবি,
মরিরে যেমন মেঘাবৃত রবি!
উদাম-মূরতি যুবক সুমতি
নিরাশ-সাগরে যাইছে ডুবি!

অনশনে, আহা! ক্ষীণ কলেবর,
কমল বদন বিষাদে ধূসর,
শোক-কালীমাখা ভালে চিন্তারেখা,
অবাক্ কপোলে ন্যস্ত দুটী কর!

নাসাপথে বহে ক্ষীণ উষ্ণশ্বাস,
বিপদে—জীবনে একটি আশ্বাস।
গণ্ডস্থলপরে চুপে চুরি ক'রে
অকৃতজ্ঞ আঁখি ঢালে জলোচ্ছ্বাস!

প্রাণের আরাম—প্রেমের পুতলি
পুত্র প্রিয়তম—দীনভিক্ষা-ঝুলি,
"বড় ক্ষুধা" ব'লে ছুটে আসে কোলে,
স্নেহের নিগড় ভুজযুগ তুলি।

কি দিবে বদনে, হৃদয়ের ধনে
কি উত্তর দিবে হতভাগ্য, মনে
এই চিন্তা কূল রহিয়া আকুল,
অনুকূল যেন মরণেরে গণে!

সাহস-আশ্বাস-প্রয়াস-যতনে
ধরি প্রাণে পুনঃ দুঃখবেগ সনে,
দাঁড়াইছে হায়! ঘন কাঁপে কায়,
অমনি পড়িছে বাধি দুচরণে!

ওইযে, অদূরে নবনিতম্বিনী,
সরলতাভরা চারুতার খনি,
এবে যেন ধনী নিদাঘে তটিনী;—
অঙ্গ-অলঙ্কার অকলঙ্কমণি—

ক্ষুধায় আতুর, নহে ব্যক্তভাব,
মনের আভাস আননে প্রকাশ,
কত সমাদরে ধরি দুটী করে
শুষ্কচর্ম্মসম নিতান্ত নীরস—

মাতৃপয়োধর, কত আশা ক'রে
চুষিছে সে শিশু হায়! দুঃখভরে,
বিষণ্ণবদনে—আকুল ক্রন্দনে
ফেলিছে ঠেলিয়া অতীব কাতরে!

অভাগিনী মাতা প্রাণের জ্বালায়,
কপাল হানিছে করে, হায় হ'য় !
বলে, "বিশ্বময় ! জদে কত সয়,
হ'ণ আমার চরম আশ্রয়"।

হেথা ভূমিতলে ধূলি-বিলুণ্ঠিত,
দশম দশায় এবে উপস্থিত—
বৃদ্ধ অস্থিসার—লোচনে আঁধার,
আরো তারপর ক্ষুধায় পীড়িত।

হেতা বৃক্ষতলে গাভীটী দাঁড়িয়ে;
কে দেয়বা তৃণ তার মুখচেয়ে!
কৃশ অনাহারে বৎস অদূরে,
হাম্বারব শুনি বিদরিছে হিয়ে।

আদরে পালিত মার্জ্জার সুদীন,
উপবাসী প্রায় পাঁচ ছয় দিন;
জেঠি আরশলা উদরের জ্বালা
নিবায় তাহার—দেহ যষ্টি ক্ষীণ।

নদী-হ্রদ-কূপ হ'ল বারিহীন,
আকাশের পানে চেয়ে দৃষ্টি দীন,
এবে ধরাহ'তে স্নেহে চ'লে যেতে
চায়, তাই-বুঝি এ ঘোর দুর্দ্দিন!

প্রতিঘরে হেরি বিষাদ—রোদন—
হাহাকার রবে আকুল গগন।
এ দুঃখ দেখিলে, নয়ন-সলিলে
পাষাণেরো বুক ভাসে অনুক্ষণ।

হে দগ্ধ ভারত, কতকাল আর
পরিবে গলায় কলঙ্কের হার?
পবিত্র বিমলে জাহ্নবীর জলে
কর বিসর্জ্জন বৃথা দেহ ভার।

হে ভারতবাসি! জাগ একবার,
এ ঘোর নিদ্রার কর পরিহার।
কেন ধন-জন-মাণিক রতন
নাই? শূন্য কেন সাধের ভাণ্ডার?

বহুবর্ষ গত আছহে নিদ্রিত,
এ কাল নিদ্রার নাহি কি লয়?
যুগ-যুগান্তর—বর্ষ-মাস-বার
যায় পিছু ফিরে—কথা না কয়।

"নীচ" বলি তোমা করে অবহেলা,
(কুকুরে যেমন গৃহস্থের বালা)।
সবে পদে দলে, সবে কটুবলে;
কেমনে সহিছ এ বিষম জ্বালা?

কেন তুমি ভবে ঘৃণার ভাজন?
কেন নাহি তব গ্রাস-আচ্ছাদন?
অকর্ম্মণ্য ব'লে কেন ধরাতলে
ঘোষে অপযশ জগতের জন?

সিংহের ঔরসে জনমে শৃগাল,
"ভীরু" চিহ্নে তাই অঙ্কিত কপাল।
উপহাস বাণী বিষতুল্য গণি,
ক্লান্ত কর্ণ নল সবে কতকাল?

সত্য কি সে কথা অথবা কল্পনা,
ঈর্ষাভরে শুধু অসার জল্পনা,
ভেবে দেখ এবে মনেতে তাই।

আকাশে তারকাদল পাতালে সাগরজল
এ বিশাল ভূমণ্ডল মত্ত যার গুণগানে,
প্রতিভার অবতার কীর্ত্তির চারু আগার,
হেন আর্য্যবংশে জন্ম শুনি একথা পুরাণে;
হায় হায়! লজ্জা হয় কহিতে সে কথা,

আর্য্যবংশধর পরে মানির বারতা।
গেছে ধন-রত্ন আদি, আর্য্যের শোণিত যদি
বিন্দুমাত্র থাকে দেহে, তবু নিরুদ্যম—
ঘৃণিত লাঞ্ছিত আছো এ বড় বিষম!"

প্রকৃতির গতি নববিধি নয়,
কভু অস্তমন কভু অভ্যুদয়;
কত পরাজয় কত বা বিজয়,
হের ইতিহাসে শত অভিনয়।

শত শত বর্ষ সহি নানা ক্লেশ,
দুঃখ-রজনীর দেখিয়াছে শেষ,
কত শত জাতি কত শত দেশ
একভাবে কেন তুমিই রও?

শরীরের বল শুধু কি সম্বল?
সাহস উদ্যম সবকি বিফল?
জ্ঞানের গরিমা—শিক্ষার মহিমা
নহে কি জগতে দৃষ্টান্তের স্থল?

পদচিহ্নে যাঁর আঁকা এ অবনী,
জিজ্ঞাস তাঁহারে, শুনিবে অমনি—
সাহসের বলে দীনতা-বিলয়,
সাহসের বলে জগৎ-জয়।

এ দারুণ ক্লেশ তবে কেন সও?
বুকে করি ভর উঠিয়া দাঁড়াও।
দেখ দেখি শান্তি পাও কি না পাও;
ঘুমে দিন কেটে কি ফল বল?

দেখহ আকাশে বিমল তপন,
জগৎ লভিছে আনন্দ-কিরণ,
বহে মৃদু বায়—ব্যাকুলতা যায়,
সবাই রাখিছে আপন আপন।

অন্ধকারে ছিল যারা চির দিন,
অসভ্য বর্ব্বর নীচ দীনহীন,
এবে আলোকিত সম্মানে প্রবীণ,
তবু তুমি কেন মলিন বেশে?

উদ্যমে হৃদয় সুদৃঢ় বাঁধিয়া,
জাতীয় পতাকা দেও উড়াইয়া,
লেখ তারপরে, জ্বলন্ত অক্ষরে;—
সুষুপ্ত ভারত প্রবুদ্ধ আ'জ।

ধনি-সুতগণ! ঘুমে কেন আর?
নিধন-সাধন ধন কোন্ ছার?
জগতের তরে হেসে নিজ করে,
দীন জনে দান কর অনিবার।

আফ্রিকা প্রদেশে সুবর্ণের খনি,
গোলকুণ্ডা-গর্ভে রত্ন-মণি-চুনি,
মুকুতা সিংহলে—অতল সলিলে,
কতকি কোথায় জগতে না জানি।

সে সকলে তব কোন অধিকার
আছে কি হে বায় না করিলে তার?
গৃহে অর্থ যত আছে রাশীকৃত,
সদ্ব্যয় বিহনে সম সে সবার।

চিরকাল কভু থাকেনা আঁধার,
সব বিশ্ব নহে মরীচিকা সার;
জলদের দলে বিনাশি-মণ্ডলে
সতত ঢালেনা বরিষার ধার।

রোগান্তে সুকান্তি, উষা নিশাশেষে,
রাহু-গ্রাস-পরে পুনঃ শশী হাসে;
বরষা-বিগতে শরতে আগতে
হেরি বিশ্বজন সুখ-স্রোতে ভাসে।

চিরদিন দেখ রবেনা এ দিন,
রজনী পোহালে আসিবে সুদিন;
কিন্তু সুনিশ্চয় আসিবেনা হায়!
মঙ্গলের সুযোগ হেন কোন দিন।

পরের কল্যাণে আপন মঙ্গল,
পর-উপকার করহ সম্বল।
শুধু উদাসীন তুমি এতদিন,
জগৎ তোমার সাধিছে কুশল।

সুদূর রুসিয়া, তুরস্ক, জর্ম্মণ,
এ দেশের দুঃখে মলিন-বদন;
তোমায় লইতে কর্ত্তব্যের পথে,
করে অর্থব্যয়, কর নিরীক্ষণ।

সূর্য্য সমকালে কভু আন্দোলন—
তব সনে যারে করেনা সমান;
বিজ্ঞান—দর্শন প্রকাশে নূতন,
হের আমেরিকা তোমা করে দান।

সহোদর সম মাতৃভূমি-সুত
করে হাহাকার—দুঃখে অভিভূত;
আলস্য-কিঙ্কর তুমি স্বার্থপর,
ভ্রমেও ভাবনা মনে কত শত!

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দধীচি ব্রাহ্মণ
পরতরে করে আত্মবিসর্জ্জন;
কপোতে রাখিতে স্বীয় মাংস দিতে
অকুণ্ঠিত-চিত শিবি মহামন।

স্নেহের তনয়ে দিয়া বলিদান,
রাখে দান-বীর যাচকের মান;
পরউপকার ভিন্ন স্বার্থ আর
না চিনিত কভু ভারত-সন্তান।

সে দেশেতে হায়! মোদের জনম!
তবে কেন মোরা এত নরাধম?
স্বার্থমদে মত্ত, ভুলি পুরাতত্ত্ব,
সত্য ত্যজি কেন মিথ্যা মনোরম?

বুঝেছি এবার ভুলে আর্য্যাচার,
ভারত ভরিয়া প্রেত-ব্যবহার!
হারায়ে স্বধর্ম্ম—জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম,
সোনার ভারত হ'ল ছারখার।

পর-দুঃখে দুঃখী কর যদি! হিয়া,
প্রাণ দিতে শিখ পরের লাগিয়া।
ভ্রাতৃ অশ্রুজলে আপন অঞ্চলে—
সস্নেহ অন্তরে দেও মুছাইয়া।

বিষম বিপদে, ভারত-সন্তান!
ভুলে যাও, দ্বেষ-হিংসা-অভিমান,
ধনী কি নির্ধন, সামর্থ্য যেমন,
অন্ন-ক্লিষ্টে দিয়া কর প্রাণদান।

দীনদুঃখিজনে অন্ন-বস্ত্র-দান,
আর্য্যধর্ম্মে এই শাশ্বত বিধান;
উপেক্ষি এ নীতি ঘৃণ্য নীচমতি—
চরমে—নিরয়ে লভে নিজস্থান।

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
ব্রহ্মচারিআশ্রম।
যশোহর।

কর্ম্ম-গীতা।

("ব্রহ্মচারিণ্" পত্রে প্রকাশিত
"Gospel of Work"
প্রবন্ধের পদ্যানুবাদ।)

১। শুন মম নিবেদন ভারত-সন্তান!
কর্ম্ম কর, কর্ম্মে তব মুক্তি বর্ত্তমান॥

২। তোমরা কি ক্রীতদাস—অথবা স্বাধীন?
ক্রীতদাস যদি হও, অলস—অবশ রও,
স্বাধীন যদ্যপি, কর্ম্ম কর অনুদিন।

৩। তব পূর্ব্বপিতৃগণ সাধি কর্ম্ম সাধুতম,
গড়েছিলা প্রাচীন ভারত।
তোমরাও তাঁহাদের যোগ্য বংশধর সম,
কর্ম্মযোগে হও সবে রত॥

৪। বেঁচে আছ যতক্ষণ, রহ কর্ম্মরত।
যেহেতু মরণ তব সম্মুখে সতত॥

৫। কর্ম্মকর, ঊর্দ্ধে অধে-চৌদিকে তোমার,—
সর্ব্বময় কর্ম্মস্রোত বহে অনিবার।

৬। কর্ম্মকর, কর্ম্মই তোমার—
ঈশ্বরের উপাসনা-সার।

৭। অদ্যকার কর্ম্ম যাও তুমি করে'।
কল্যকার চিন্তা রাখ কল্য-পরে॥

৮। এ জন্মের কর্ম্মযোগ যাও তুমি করে'।
পরজন্ম-চিন্তা রাখ পরজন্ম-পরে॥

৯। "কর্ম্ম নীচ" নির্ব্বোধেরা কয়।
কর্ম্ম ধন্য—ঘৃণ্য কভু নয়।
কর্ম্ম-শক্তি স্বর্গীয় নিশ্চয়॥

১০। কর্ম্মকর, যে ভাবেই চলে,
লেখনীতে অথবা লাঙ্গলে।

১১। কর্ম্মকর, যেভাবেই বলে,
মস্তিষ্ক বা অঙ্গ-সঞ্চালনে।

১২। কর্ম্মকর, অকর্ম্মাই অলস—অধম।
রাজপথ-সম্মার্জ্জক কর্ম্মীও উত্তম॥

১৩। কর্ম্ম কর, বটে যেইরূপে,
দাসত্ব বা প্রভুত্ব-স্বরূপে।

১৪। কর্ম্মকর, গলগ্রহ হ'ওনা পরের।
হ'ওনা প্রত্যাশী জ্ঞাতি-বন্ধু-কুটুম্বের॥

১৫। কর্ম্ম কর; কভু যেন ভিক্ষা করিওনা।
অলস ভিখারীকেও প্রশ্রয় দিওনা॥

১৬। কর্ম্মকর, কর্ম্মই জীবন।
অলসতা জীবনে মরণ॥

১৭। কর্ম্মকর, মানব-জীবন—
নিরর্থক নহে কদাচন॥

১৮। কর্ম্মকর, নির্ব্বোধেই ভাবে—
এ জীবন নিরর্থক ভবে।

১৯। কল্য যদি সত্য হয় ভবে,
অদ্য ত নিশ্চয় সত্য হবে।
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে॥

২০। পরলোক সত্য যদি ভবে,
এ লোক নিশ্চয় সত্য হবে।
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে॥

২১। অসত্যেতে সত্যলাভ কভুনা সম্ভবে।
তাইবলি কর্ম্মকর, কর্ম্মকর সবে॥

২২। যেমন বুনিবে বীজ, ফলিবে তেমন;
তাইবলি সাধু-কর্ম্ম সাধ অনুক্ষণ।

২৩। যেমন সাধিবে, সিদ্ধি হইবে তেমন;
তাইবলি কর্ম্মযোগ সাধ অনুক্ষণ।

২৪। কর্ম্মকর বীরবৎ প্রভু-শক্তি লয়ে।
দিওনা ভাগ্যের দোষ ক্রীতদাস হয়ে॥

২৫। কর্ম্ম না করিও শুধু আত্ম-স্বার্থ চেয়ে।
সার্থক পরার্থ-কর্ম্ম নরজন্ম পেয়ে॥

২৬। দুঃখ নাশে সুখদানে, অশান্তিতে
শান্তি আনে

অন্ধকারে আলো আনে, দীনতার ধন,
যে কর্ম্ম, সে কর্ম্মযোগ সাধ অনুক্ষণ।
২৭। দীন-দুঃখী-আর্ত্তলোকে—
সেবা কর কর্ম্মযোগে।
২৮। ব্যবসা-বাণিজ্য ধর।
স্বদেশ সম্পন্ন কর॥
স্বজাতি-হীনতা হর।
কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর॥
২৯। কর্ম্মকরি স্বদেশে যা পাবে,
তদর্থে বিদেশে কেন যাবে?
কর্ম্মকর কর্ম্মকর তবে।
৩০। সিন্ধুর তুফাণ তুচ্ছকর।
পর্ব্বতের কাঠিন্য বিস্মর।
বীরবৎ কর্ম্মযোগ ধর॥
৩১। ভোল পরদোষ, পর-দুরাচার সও।
শুভার্থে দুরাচারীর কর্ম্মযোগী হও॥
৩২। সাধু-সত্যপরায়ণ-পরিশ্রমী হয়ে,
সার্থক করহ জন্ম কর্ম্মযোগ লয়ে।
৩৩। কর্ম্মকর সাবধানে রহি অনিবার,
কুচিন্তা পশেনা যেন মস্তকে তোমার।
৩৪। কর্ম্মকর, (যেন আলস্যে ধরেনা।)
অঙ্গে যেন তব মরিচা পড়েনা॥
৩৫। কর্ম্মকর, কর্ম্মযোগে মজ।
গল্পগাছা—পরচর্চ্চা ত্যজ॥
৩৬। কর্ম্মকর; অন্যের সৎকর্ম্ম-সমাধানে,—
সহযোগী হও সদা সাহায্য প্রদানে।
৩৭। কর্ম্ম কর, হ'ওনা হিংসুক।
পরদুঃখে পেওনাকো সুখ॥
৩৮। কর্ম্মকর, কিন্তু যেন হায়!
অট্টালিকা গ'ড়না হাওয়ায়।
৩৯। কর্ম্মকর, কিন্তু সাবধান,
পরচ্ছিদ্র ক'রনা সন্ধান।

৪০। কর্ম্মকর, হয়ে কর্ম্ম-ধীর,
সম্মুখে আদর্শ রাখ স্থির।
৪১। কর্ম্মকর, সৎকর্ম্ম-সাধন-পথে সদা—
জাতি-কুল-বর্ণের যেননা কোন বাধা।
৪২। যদি কর্ম্মযোগ-সাধক হও,
কায়-মন-বাক্যে পবিত্র রও।
৪৩। যদি কর্ম্মযোগ সাধন ধর,
দেহ-মন দু-ই সবল কর।
৪৪। সাধ কর্ম্মযোগ, কিন্তু সঙ্গে তার
করিলে অভ্যাস ধ্যান-ধারণার,
কর্ম্মের সুসিদ্ধি হইবে তোমার।
৪৫। কর্ম্ম কর, শ্রেষ্ঠে দিও মান;
নিকৃষ্টে করিও দয়া দান।
৪৬। সুপিতা-সুভ্রাতা, আর সুপুত্র-সুপতি হও।॥
সু হ'য়ে সম্বন্ধ সর্ব্বে সুকর্ম্ম-সাধনে রও।
৪৭। প্রজা হ'য়ে রাজভক্ত,
হও কর্ম্মযোগ-যুক্ত।
৪৮। যোগ্য জানপদ হও।
যোগ্য কর্ম্মযোগ লও॥
৪৯। কর্ম্ম কর, রাজবিধি মান।
যে বিধি কুবিধি তুমি জান,
পার, তায় পরিবর্ত্ত আন॥
৫০। দলি দুষ্ট রিপুদলে,
কর্ম্ম কর ধর্ম্ম-বলে।
৫১। নাহি হবে তীব্র ত্যাগী,
না হবে বিলাসভোগী;
এ দুয়ের মধ্যভাগে হতে হবে কর্ম্মযোগী।
৫২। দয়াল-প্রেমিক-নম্র হও।
নিরন্তর কর্ম্মে রত রও॥
৫৩। কর্ম্মকর, হও উপাসক;
হইওনা বাহ্যপ্রদর্শক।
৫৪। কর্ম্ম কর, সাধ এই ভবে—
ভ্রাতৃভাব সমগ্র মানবে।

৫৫। সেধনা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-বিয়োগ,
হও'না নিষ্ঠুর, সাধ কর্ম্মযোগ।

৫৬। যে ধর্ম্মের যে প্রথা, সে ধর্ম্মেই তা রোক্।
সর্ব্বধর্ম্ম-সার এক কর্ম্মযোগ হোক্।

৫৭। কর্ম্মকর, প্রতিবাসি-ধনে,
কভু লোভ করিওনা মনে।

৫৮। কর্ম্ম কর, শুধু মুখের কথায়,
মোক্ষপদ কেহ কভু নাহি পায়।

৫৯। কর্ম্মকর, শুধু কথার লহর
খোসামোদে খুসী না হন ঈশ্বর।

৬০। রক্ষাকর ক্ষীণ জনে।
কর্ম্মকর কায়-মনে॥

৬১। দম অত্যাচারী জনে।
কর্ম্ম কর কায়-মনে॥

৬২। সম্মান, প্রশংসা কিম্বা পুরস্কার-তরে,
করিওনা কর্ম্ম, কর্ম্ম কর ধর্ম্মভরে।

৬৩। সেইমত কর্ম্ম তুমি চাহ পর হতে,
পর-প্রতি কর্ম্ম তুমি কর সেইমতে।

৬৪। যে কিছু কর্ত্তব্য আসে সম্মুখে তোমার,
যথাশক্তি কর্ম্ম কর সম্পাদনে তার।

৬৫। কর্ম্ম কর, কর্ম্মযোগ-বলে সুনিশ্চয়
নরের জীবন-ব্রত সুসম্পন্ন হয়।

৬৬। কর্ম্মপথ চিনে লওহে ত্বরায়,
অন্তর-নিহিত-বিবেক-বিভায়।

৬৭। কর্ম্ম কর, যেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্ম-ফলে,
সেই লক্ষ্য রাখ কর্ম্ম-সাধন-সম্বলে।

৬৮। কর্ম্ম কর নিষ্কামে এ ভবে,
ফল তার যা হবার হবে।

৬৯। কর্ম্ম কর ধর্ম্ম-ভাবাবেশে,
শিরোপরে স্মরি পরমেশে।

৭০। কর্ম্মকর দেব-ভাব-ভরে,
লভ তার দেবত্ব অন্তরে।

প্রেম-গীতা।

("ব্রহ্মচারিণ্" পত্রে প্রকাশিত "Gospel of Love" প্রবন্ধের পদ্যানুবাদ।)

১। এ দীন দাসের শুন নিবেদন,
ভারত-সন্ততি সবে।
কর্ম্মেতেই ফল হবেনা কেবল,
ভালবাসিতেও হবে॥
ভালবাসা ধর্ম্মের জীবন।
ভালবাসা কর্ম্মের শোধন॥

২। শুন দীন-নিবেদন, ভালবাস নিরন্তর।
ভালবাসা কেন্দ্র করি ঘোরে বিশ্বচরাচর॥

৩। ভালবাসা হতে হয় জগৎ-সৃজন।
ভালবাসাতেই হয় জগৎ পালন॥
ভালবাসা-তীক্ষ্ণে পুনঃ জগতের লয়।
ভাল যদি চাহ, ভালবাসিতেই হয়॥

৪। ভালবাস, হাসে ভানু ভালবাসা-ভরে।
ভালবাস, বহে বায়ু ভালবাসা-তরে॥
ভালবাস, দহে বহ্নি ভালবাসা-বশে।
ভালবাস, বহে নদী ভালবাসা-রসে॥

৫। ভালবাস, এক মাত্র ভালবাসা-তরে,
প্রতি বস্তু ক্রিয়াশীল বিশ্বচরাচরে।

৬। নর! কর ভালবাসা সার।
ভালবাসা স্বভাব তোমার॥

৭। ভালবাস, ভালবাসা-শূন্য হলে তুমি,
এ জীবন হবে তব মহা মরুভূমি।

৮। ভালবাস, না থাকিলে ভালবাসাবাসি।
মানব-জীবন যেন শশী-শূন্য নিশি।

৯। ভালবাস, ভালবাসা ছাড়িওনা কভু।
ভালবাসা জীবের যে জীবনের প্রভু॥

১০। ভালবাস, বিনা এই ভালবাসা-ধন,
ধরিবে ধরায় হায়! বৈধব্য-জীবন।

১১। ভালবাস, ভালবাসা কর্ম্ম-শুদ্ধি করে।
ভালবেসে ভালবাসা বিজ্ঞান বিতরে॥

১২। ভালবাস, ভালবাসাহীন হলে হবে,
কর্ণহীন অর্ণব-তরণী ভবার্ণবে।

১৩। বাস—ভালবাস, ভালবাসা-হারা
জীবন জগতে হায়!
নিষ্পত্র পাদপ, নির্গন্ধ কুসুম,
নিঃস্রোতা নদীর ন্যায়।

১৪। ভালবাস, ভালবাসাবিহীন সে জন,
তার মাত্র সার তার মানব-জীবন।

১৫। ভালবাস মিথ্যাবাদী নরে।
ঘৃণা কর মিথ্যাবাদিতারে॥

১৬। ভালবাস হত্যাকারী জনে।
ঘৃণা কর হত্যাকার্য্য মনে॥

১৭। ভালবাস সর্ব্বপাপী জনে।
ঘৃণা কর সর্ব্বপাপ মনে॥

১৮। ভালবাস বাপ-মায়।
তাঁরা তব নিজাত্মায়॥

১৯। ভালবাস ছেলে-মেয়ে।
তারা আত্ম আত্মচেয়ে॥

২০। ভালবাস প্রতিবাসীকুল।
তাঁরা তব আত্মসমতুল॥

২১। ভালবাস শত্রুকেও তব।
শত্রুকেও আত্মতুল্য ভাব॥

২২। ভালবাস ঐ বিশ্বসংসার।
বিশ্বময় আত্মা যে তোমার॥

২৩। ভালবাস, ভালবাসা তব
জীবনের সারাংশ-সৌরভ।

২৪। ভালবাস, ভালবেসে মনে,
দণ্ড দেও অপরাধী জনে।

২৫। ভালবাস, ভালবাসা-তরে,
পরিহর পাপিষ্ঠ-পামরে।

২৬। ভালবেসে ছাত্র-শিষ্যদলে—
শিখাউন আচার্য্য সকলে।

২৭। ভালবাসা-বশে ভৃত্যগণ—
প্রভুগণে করুন্ সেবন।

২৮। ভালবেসে চিকিৎসকজন—
চিকিৎসুন্ নিজ রোগীগণ।

২৯। সতী-পতি ভালবাসা নিঃস্বার্থ-অহেতু।

৩০। সত্য ভালবাসা শুধু ভালবাসা-হেতু॥

৩১। ভালবাসা শাসন করুক্ কারাগার,
কার্য্যালয়, দীনবাস দরিদ্রজনার।

৩২। ভালবাসা-বশে যোদ্ধাগণ—
যুদ্ধ-কার্য্য করুন্ সাধন।

৩৩। একমাত্র ভালবাসা করুক্ শাসন,
সিংহাসন, ধ্যাসাসন, ধর্ম্মাধিকরণ।

৩৪। ভালবাসা বশে প্রজাগণ—
রাজভক্ত হোক্ সর্ব্বজন।

৩৫। হত্যাও করিতে যদি হয় প্রয়োজন,
ভালবাসা তরে কর তা'ও সম্পাদন।

৩৬। ভালবাসা অহেতুক হলে,
অমৃত উপজে হলাহলে।

৩৭। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
কামজ বিকার কভু ভালবাসা নয়।

৩৮। ভালবাস, কিন্তু যেন ভুল নাহি হয়,
রূপজ মোহও কভু ভালবাসা নয়।

৩৯। ভালবাস, ভালবাসা পদ্মপত্র-প্রায়—
নীর-মাঝে নির্লিপ্ত হইয়ে শোভা পায়।

৪০। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-বশে,
গোলাপ-কলিকা বিলাসে বিকসে।

৪১। ভালবাস, শুধু ভালবাসা তরে,
ললিত-পঞ্চমে কোকিল কুহরে।

৪২। ভালবাস, শুধু ভালবাসা-তরে,
জননীর স্তনে ক্ষীর-ধারা ঝরে।

৪৩। ভালবাস, ভালবাসা হইতে উদ্ভবে
কবি, ঋষি, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি এ ভবে।
৪৪। ভালবাস, ভালবাসা-ধন
মানবের যথার্থ জীবন।
৪৫। ভালবাস, ভালবাসা হয়
সত্যজ্ঞান স্বরূপ নিশ্চয়।
৪৬। ভালবাসা-মহিমায় বোবায় সংগীতধারে,
কালায় শ্রবণ সুখে করে।
খোঁড়ায় আনন্দে নাচে, এ ভব ভবন মাঝে,
ভালবাসা মহাশক্তি ধরে।।
৪৭। ভালবাস, ভালবাসা ব্রহ্ম-শক্তি ধরে,
জাতি-কুল-বর্ণের বিচার নাহি করে।
৪৮। ভালবাস, ভালবাসা-ধারে,
মোহ-পাশ কাটে এ সংসারে।
৪৯। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
জীবনের ধ্রুব-নক্ষত্র নিশ্চয়।
৫০। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অনিত্য সংসারে নিত্যসামাময়।
৫১। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
অসত্য সংসারে সত্যধর্ম্মময়।
৫২। ভালবাস, আহা! ভালবাসা হয়
দুঃখ-কষ্ট শোক-নাশক নিশ্চয়।
৫৩। ভালবাসা-অভয় তরীতে করি স্থান,
ব্যঙ্গকর ভব-সিন্ধু-তরঙ্গ তুফান।
৫৪। ভালবাস, ভালবাসা রক্ষিবে তোমারে,
জরায়ু যতনে ভ্রূণে রক্ষে যেপ্রকারে।
৫৫। বাস কর, চরাচরের ভালবাসা-বশে,
জীবন সরস কর ভালবাসা রসে।
৫৬। ভালবাস, ভালবাসা নিজ মহিমায়,
মেষ-শিশু সম শান্ত, সিংহ সম পরাক্রান্ত,
সুনিশ্চয় করিবে তোমায়।
৫৭। ভালবাস, ভালবাসা আত্মার অভয়।
ভালবাসা নাহি জানে কারে বলে ভয়॥
৫৮। মনোদুঃখে হলে ম্রিয়মাণ,
ভালবাসা করে শান্তিদান।
৫৯। নিরাশায় হলে নিমগন,
ভালবাসা করে উত্তোলন।
৬০। ভালবাস, ভালবাসা পূরে সর্ব্ব আশা।
ভালবাসা হয় স্বর্গ, স্বর্গ ভালবাসা॥

শ্রীশঃ——

মীমাংসাদর্শনম্।

(জৈমিনিসূত্রম্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

সমস্তু তত্র দর্শনম্। ১২

পদপাঠঃ। সমং। তু। তত্র। দর্শনম্।

ব্যাখ্যা। সমং—সমান অর্থাৎ তুল্য। তু—(পক্ষান্তরের পরিজ্ঞাপক।) তত্র—সেখানে অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে। দর্শনম্—যুক্তি-তর্কাদি। (দৃশ্যতেঽনুমীয়তে যেন তৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।)

বঙ্গার্থ। শব্দের নিত্যতা নির্ণয়ে উভয় পক্ষেই পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্ত্যাদির সমতা দেখা-যায়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি-জালের পরিসমাপ্তি হইয়াছে; সম্প্রতি সিদ্ধান্তী মীমাংসাচার্য্য স্বীয় মত সংস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সূত্রে পূর্ব্ববাদীর সুদৃঢ় তর্কের নিরসন জন্য কোনও প্রয়াস পাওয়া হয়নাই, কিন্তু বলা হইতেছে যে,

যদি কোনও সুচার সবল যুক্তির দ্বারা শব্দের নিত্যতা নির্দ্ধারণ করাযায়, তখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রমাণ-পটল অনিত্যতাপক্ষের ন্যায় নিত্যত্ববাদেও সমানই উপযোগী হইবে। "শব্দ নিত্য" এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, "প্রযত্নে জন্মে" না বলিয়া, "প্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হয়" বলাযাইতে পারে; অতএব প্রযত্নের পরবর্ত্তিসময়ে শব্দের উপলব্ধিরূপ প্রমাণ উভয়পক্ষে—অর্থাৎ উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি, এই মতদ্বয়ে সমান কার্য্যকারী হইল; অতএব শব্দের নিত্যতায় প্রযত্ন প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। সতঃ। পরং। অদর্শনং। বিষয়-অনাগমাৎ।

ব্যাখ্যা। সতঃ—বিদ্যমান পদার্থের। পরং—তদনন্তর। অদর্শনং—অনুপলব্ধি (হইয়া থাকে)। বিষয়-অনাগমাৎ—বিষয়ের অনাগম অর্থাৎ অনুপস্থিতি অথবা অপ্রাপ্তি হইতে।

বঙ্গার্থঃ। বর্ত্তমান বস্তুগুলিরও উপলব্ধি-জনক ব্যাপারের অবসানে অপ্রাপ্তি নিবন্ধন অনুভূতি হয়না।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বমতে বলা হইয়াছে, উপলব্ধির পরেই অনন্ত ব্রহ্ম মণ্ডলে আত্মসত্তা বিসর্জ্জন করিয়া কোনও অনুভবাতীত প্রদেশে গমন করে, তাহার বিনাশ অবধারিত; সুতরাং "শব্দকে অবিনাশী বলিতে শঙ্কা নাই" এতাদৃশ বাসনা মানসেই বিলীন হইতে বাধ্য হইল, এ সূত্রে সেই সিদ্ধান্তে সারবত্তা নাই, ইহাই দেখা যাইতেছে। শব্দ উচ্চারিত হইয়া পরক্ষণেই বিধ্বস্ত হইল, এবিষয়ে প্রমাণ আর কিছুই নয়, কেবল অনুভূতি হয় না, এই মাত্র। কিন্তু তাহা হইতে শব্দের ধ্বংস অনুমিত হওয়া অতীব অসম্ভব। জগতের যাবতীয় সামগ্রীজাত সর্ব্বদা আমাদিগের জ্ঞানে উদ্‌ভাসিত হয় না, সুতরাং শব্দের দোষ কি? চন্দ্রমণ্ডলস্থ প্রতিফলিত সৌরকিরণকণা যে সময়ে আমার অক্ষিপথ অলঙ্কৃত করিয়া, আভাত হইতে পারিয়াছিলনা, এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; অথচ উহা যথার্থই তথায় বিদ্যমান ছিল, তখন কি আমি অবগত ছিলাম না বলিয়া, উহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিব? রাম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরক্ষণেই দ্রুতচরণচালনে আমার লোচনমার্গ অতিক্রম করিল, আমি কি অনুমান করিব যে, জীব-রঙ্গাঙ্গণে তাহার অভিনয়-যোগ্য নাট্যের শেষাঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে? অন্য প্রমাণ-বলে তাহার বর্ত্তমানতা পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর,
ব্রহ্মচারিআশ্রম।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। আষাঢ়। ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

মীমাংসা দর্শনম্।

জৈমিনি-সূত্রম্

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

শব্দাভিব্যঞ্জক সংযোগ-বিভাগ নষ্টে শব্দের অনুভূতি, তদভাবে অনুভবেরও অভাব। অতএব কল্পনাকরা যাইবে, শব্দের উপলব্ধিতে সংযোগ-বিভাগ প্রকৃষ্ট কারণ। যদি বলা যায়, সংযোগ-বিভাগ বিনষ্ট হইলেও শব্দ শ্রবণপথে উপস্থিত হয়, তখন আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, শব্দের উপলব্ধি আছে বলিয়া সংযোগ-বিভাগও বিদ্যমান, এরূপ অনুমান করিব। সংযোগ-বিভাগ প্রত্যক্ষ পদার্থ নয়, কার্য্যদ্বারা অনুমান করা হয়। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, "সংযোগ-বিভাগ আকাশপ্রদেশে শব্দের অভিব্যক্তি ও উপলব্ধি সম্পাদন করে, কিন্তু কর্ণবিবরে যে শ্রোত্রাকাশ, অপর দেশস্থ আকাশও তাহাহইতে অস্বতন্ত্র, এই হেতু যশোহরের আকাশে সংযোগ-বিভাগদ্বারা অভিব্যক্ত শব্দ রাজসাহীর পুরুষের অনুভবে আসিতে পারে; কেননা আধার গগন একই, উপলব্ধিকারণ সংযোগ-বিভাগও সশরীরে উপস্থিত, অববোধের রোধক কে?" "উৎপত্তিবাদ অঙ্গীকার করিলে এ আপত্তির প্রতিপত্তিতে বিপত্তি-প্রাপ্তি ঘটে না। কেননা বায়ুাশ্রিত সংযোগবিভাগ বায়ু-প্রবাহেই শব্দের অভি-ব্যক্তি জন্মায়। মৃত্তিকাসমূহ মৃত্তিকায়ই কুম্ভ উৎপাদন করিয়া থাকে। তন্তুসংযোগ সূত্রেই বসন প্রস্তুত করে, অন্যত্র নয়। তাহা—হইলে একদেশস্থ বায়ু-স্রোতঃ অপর প্রদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তথাকার সংযোগবিভাগ জন্য শব্দ অন্যত্র শ্রুত হওয়া অযুক্ত। অতএব অভিব্যক্তিপক্ষ হইতে উৎপত্তিবাদ রম্যতর।" সমাধানে বলা যাইবে, অভিব্যক্তিমতে অনিষ্টশঙ্কা দেখিনা। যে প্রদেশেই না কেন শব্দের অভিব্যক্তি হউক, উহা কর্ণশস্কুলী প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেই শ্রোত্রের শব্দ গ্রহণ কার্য্যে সাহায্য করিবে। অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দূরস্থ সংযোগ-বিভাগ কর্ণের সহায় হইলে, সমসময়েই দূরবর্ত্তী ও সন্নিকটস্থ শব্দের গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠে। সেটী

আবার চিরপ্রসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ। যদি অপ্রাপ্ত সংযোগবিভাগ শব্দ-গ্রহণে উপকারক না হইল, তবে সংযোগবিভাগ মাত্রই শব্দোপলম্ভক, এ কথা বলা যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, অভিঘাত প্রেরিত সবল পবন স্তিমিতবায়ুরাশিকে বাধিত করিয়া সর্ব্বদিকে সংযোগবিভাগ উৎপাদন করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহার বেগ মন্দীভূত না হয়, তাবৎকাল ঐরূপই হইতে থাকে। যে স্থানে সংযোগবিভাগ দ্বারা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তথায় ও বায়ু-প্রচারের সম্বন্ধযুক্ত দেশেই শব্দের উপলব্ধি হয়। সংযোগ-বিভাগ বায়ুতে উৎপন্ন। বায়ু মহাশয় অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং তদাশ্রিত সংযোগ-বিভাগেরও সেইদশা। শব্দোপলব্ধি সংযোগবিভাগের বিদ্যমান অবস্থায়ই হয়, অতএব অনুপপত্তি নাই। গভীর তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকার-স্তূপ অতিক্রম করিয়া কলকণ্ঠের সঙ্গীত-ধারা দূরদেশেও অনুকূল বায়ু বলে সংযোগবিভাগের দ্বারা অভিব্যক্তাবস্থায় আগমন পূর্ব্বক অনুভূতির সহিত পরিচিত হয়; সুতরাং সংযোগবিভাগ শব্দের উপলম্ভক, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অভিব্যক্তি পক্ষে অনুপলব্ধি দূষনীয় নয়, সূত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রয়োগস্যপরং ॥১৪॥

পদপাঠঃ। প্রয়োগস্য। পরং।

ব্যাখ্যা প্রয়োগস্য—প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহারের। (প্রয়োগকর—এই অর্থের) পরং বোধক। (প্রতিপাদন প্রত্যাশায় ব্যবহৃত)

বঙ্গার্থঃ। শব্দকর, শব্দ করিওনা, ইত্যাদি স্থলে "কর" এই পদ "প্রয়োগ-কর" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনে বলা হইয়াছে, কার্য্য অর্থাৎ "অনিত্য দ্রব্য" পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া "কর" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়, নিত্যকে লক্ষ্য করিয়া হইতে পারেনা। "শব্দকর" এই ব্যবহার আছে বলিয়া শব্দ কার্য্য। তাহার নিত্যতা-সাধন প্রত্যাশা মরুভূমিতে তরুতলে উপবেশনের বাসনার ন্যায় অন্তঃসাররহিত। এই সূত্রে দেখান হইতেছে যে, শব্দ যদি নিত্য হয়, তবেও "শব্দকর" এই বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরার অনুপপত্তি নাই; কেননা, শব্দের নিত্যতা অবধারণ করা হইলে, "কর" এই পদের "প্রয়োগকর" অর্থ হইবে। অতএব এ যুক্তিও উভয়ত্র তুল্য।

আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যং ॥১৫॥

পদপাঠঃ। আদিত্যবৎ। যৌগপদ্যং।

ব্যাখ্যা॥ আদিত্যবৎ—সূর্য্যের ন্যায় যৌগপদ্যং—যুগপৎভাব অর্থাৎ সমসাময়িকতা। শব্দেরও।

বঙ্গার্থঃ। শব্দের যুগপদ্ভাবের যে অনুভূতি হয়, তাহাও আদিত্য দেবের যৌগপদ্যের ন্যায়। (ভ্রমাত্মক।)

বিশদব্যাখ্যা॥ পূর্ব্বপক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে, শব্দের নিত্যতাবাদ স্বীকার করিলে; একই নিত্য শব্দের বিশেষ কারণ ব্যতীত নানাদেশে যুগপৎ উপলব্ধি অসম্ভত হয়। এখানে সেই কলকণ্ঠ প্রকা-

লনের প্রায়স পাওয়া হইয়াছে। একই সূর্য্য যেমন দূরত্ব হেতুক নানাস্থানে যুগপৎ উপলব্ধ হন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ মোহবশতঃ একদেশস্থ সূর্য্যেও ঐরূপ জ্ঞান হইতেছে। তদ্রূপ শব্দেও ভ্রমাত্মিকা বহুদেশে যুগপদুপলব্ধি। যদি বলা যায় আদিত্যের একদেশে বিদ্যমানতায় প্রমাণ কি? তখন বলা যাইবে প্রমাণ-প্রধান প্রত্যক্ষের ইহাতে সাক্ষাৎসম্মতি রহিয়াছে। তরুণ অরুণের চারুকিরণে যখন প্রাচীবালার প্রশান্ত বদন-কমলে ললিত লাবণ্যের বিমলবিভা উদ্ভাসিত হয়, তখন যদি পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গগনমণ্ডলে নয়ন নিঃক্ষেপ করি, দেখিতে পাইব, সম্মুখে দেদীপ্যমান দিনমণি অন্ধকারের সৈন্যসামন্তগণকে প্রবল সংগ্রামে পরাজিত করিয়া অপূর্ব্ব বিজয়শ্রী ধারণ করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে একই দেখিলাম, প্রত্যাবৃত্ত নয়ন পশ্চাৎ ভাগে নিঃক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম পশ্চিমাকাশে সূর্য্য নাই। তির্য্যগ্ ভাগে বক্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দক্ষিণে বামে কোনও পার্শ্বে সূর্য্যের দর্শন পাইলামনা। বুঝিলাম এই বিশাল গগণে একই সূর্য্য। অতএব আদিত্য একদেশস্থ এক। যদি কর্ণেন্দ্রিয় সংযোগ বিভাগ দেশে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করিত, তাহা হইলে শব্দের অনেকদেশত্ব সম্ভব ছিল। বেদান্তি-সম্প্রদায়ের কেহও কোনও প্রৌঢ়তাভিমানী প্রকরণকর্ত্তা, "শ্রবণ" শব্দস্থানে গমন পূর্ব্বক শব্দ গ্রহণ করে বলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, যেখানে ভেরীশব্দ শুনিয়াছি, এই অনুভবকে প্রমাণ রূপে উপন্যস্ত করা। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত "লিখিয়াছেন চক্ষুঃশ্রোত্রেতু স্বত এব বিষয়দেশংগত্বা স্বস্ববিষয়ং গৃহ্নীতঃ শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুরাদিবৎ পরিচ্ছিন্নত্বা ভের্য্যাদিদেশ গমন সম্ভবাৎ অতএবানুভবো ভেরীশব্দোময়া শ্রুতঃ।" ইত্যাদি। শ্রবণেন্দ্রিয় স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া শব্দাদিগ্রহণকরে, এসিদ্ধান্তে মহামুনি জৈমিনি সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁহার অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রোত্র আর কিছুই নয়, উহা কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশমাত্র। কর্ণ শষ্কুলী যে স্থান পরিত্যাগকরে না, ইহা প্রত্যক্ষতঃই অনুভূত হইতেছে। তদবচ্ছিন্ন নভোভাগের গমনাগমন বিচার কতদূর স্বাভাবিক, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য আছে। যদি শব্দ নিত্য, একথা স্বীকার করিতে হয়, তবে শব্দের নানাদেশে উপলম্ভ আদিত্য দৃষ্টান্তে ভ্রমাত্মক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। শব্দের পক্ষে বস্তুতঃ নানাদেশ সম্ভাবনাই নাই। আকাশই এক মাত্র শব্দের দেশ। আকাশ আবার অদৃষ্ট ক্রমে এক, অতএব নানাদেশে শব্দের উপলব্ধি হয়, ইহা অসম্ভব। যদি দেশে একরূপতা বলিয়াই একতাজ্ঞান, এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে দেশ পরস্পর ভিন্ন হউক, কিন্তু শব্দ ভিন্ন হইতে পারিলনা; অতএব যুগপদুপলব্ধি ভ্রমবশতঃ, সুতরাং তাহা হইতে নিত্যতার পথে কণ্টকার্পণ করিতে পারাগেলনা।

বর্ণান্তরমবিকারঃ। ১৬।

পদপাঠঃ। বর্ণ-অন্তরং। ন-বিকারঃ।

ব্যাখ্যা। বর্ণান্তরং—অন্ত অর্থাৎ পৃথক্‌বর্ণ। অবিকারঃ বিকার অর্থাৎ কার্য্যনহে। (যকারাদি।)

বঙ্গার্থঃ। (যকার ও ইহার) ভিন্ন বর্ণ, (উহারা একে) অপরের বিকার হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। আপত্তি প্রদর্শন সময়ে বলা হইয়াছে, ইকার যকারাদির প্রকৃতি-বিকার-ভাব হইতেও অনিত্যতা আবিষ্কৃত হয়। এ সূত্রে সেই শঙ্কার পরিহার করা হইতেছে, "ই"কারের বিকার "য"কার নয়, উহা ইকার হইতে একটী স্বতন্ত্র বর্ণ। কেন না "য"কার ব্যবহর্ত্তা "ই"কার প্রয়োগ করেন না। যেমন কটকর্ত্তা বীরণ অর্থাৎ তৃণ বিশেষ সংগ্রহ করে, তদ্রূপ যকার-প্রযোক্তা ইকার আদান করে এদৃষ্টান্ত অপ্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ সাদৃশ্য সন্দর্শনেই পদার্থদ্বয়ের প্রকৃতি বিকৃতি ভাব অবধারণ করিতে হইলে, সুপরিষ্কৃত শর্করা ও বালুকার প্রকৃতি-বিকার ভাব সিদ্ধ হইতে পারিত। ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে বিজ্ঞেরা এ বাক্যে অনুমোদন করেন না, সুতরাং সাদৃশ্য থাকিলে, প্রকৃতিও বিকার বলিয়া বোধ করা অনুপযুক্ত। শব্দ নিত্যতায় সাদৃশ্য-বাধক নহে।

নাদবৃদ্ধিপরা॥ ১৭

পদপাঠঃ। নাদ-বৃদ্ধি পরা—

ব্যাখ্যা। নাদবৃদ্ধি পরা—নাদবৃদ্ধিতেই শব্দ বর্দ্ধিত হইয়া মহান্ আকার ধারণ করিল বোধ হয়।

বঙ্গার্থঃ। নাদ অর্থাৎ সংযোগ-বিভাগের বস্তুতঃ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে বোধ হয়, শব্দের বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশদ ব্যাখা। পূর্ব্বমত সমর্থনে বলা হইয়াছে, একত্র বাদ্যমান পটহনিকরের ধ্বনি ও একমাত্র পটহ ধ্বনিত হইলে, শব্দ যথাক্রমে মহান্ ও অল্পরূপে অনুভূত হয়, ইত্যাদি কারণে শব্দ অনিত্য অর্থাৎ সকারণক। সেই সিদ্ধান্তমঞ্জরীর মস্তকে এখানে যুক্তিরূপ বিদ্যুদগ্নির ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাহা অবয়ব-বিশিষ্ট পদার্থ, তাহারই মহত্ত্ব ও লঘুতা সম্ভব আছে, শব্দের অবয়ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়া উহার মহত্বাদি হইতে পারে না। শব্দকে যে মহান্ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার উপায় চিন্তা করা দরকার। ঐ মহত্ত্ব শব্দের নহে, নাদ অর্থাৎ শব্দাভিব্যঞ্জক সংযোগ-বিভাগেরই ধর্ম্ম। একের দ্বারা উচ্চার্য্য-মান শব্দের অভিব্যঞ্জক সংযোগবিভাগ অপেক্ষা বহু ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দের শষ্কুলী প্রদেশে অনুভূত সংযোগবিভাগ মহান্, তজ্জন্যই শব্দ মহান্ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ উহা একইরূপ। সংযোগ-বিভাগের কর্ণশষ্কুলীদেশে নিরন্তর ভাবে গ্রহণই মহত্ত্বের কারণ। অতএব বারম্বার প্রতিপাদিত হইল, নাদবৃদ্ধিতে শব্দ-নিত্যত্বের অপলাপ হয় না।

নিত্যস্তুস্যাদ্দর্শনস্যপরার্থত্বাৎ॥১৮॥

পদপাঠঃ। নিত্যঃ। তু। স্যাৎ দর্শনস্য। পরার্থত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। নিত্য.—শব্দ নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশরহিত। তু—(পূর্ব্ববাদীর মত হইতে অপর পক্ষ বোধক পদ। অথবা কিন্তু এই অর্থে।) স্যাৎ—হয়। দর্শনস্য উচ্চারণের। পরার্থত্বাৎ অর্থকে বুঝাইবার নিমিত্ততা বশতঃ।

• বঙ্গার্থঃ। শব্দ নিত্য, কেন না উহা অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইবার জন্যই উচ্চারিত হয়। (শব্দ নিত্য না হয়, তাহা হইলে উহার উচ্চারণ দ্বারা অর্থ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এই তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে)।

বিশদব্যাখ্যা॥ জনসমাজে বাক্য ব্যবহার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার অবশ্যই কোনও অসাধারণ উদ্দেশ্য আছে, তাহা কি? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, পারস্পরিক মনোভাব বিজ্ঞাপনই আপাততঃ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। নিজের অন্তঃকরণের ভাব অপরকে বুঝান অর্থাৎ তাহার মনে তদ্রূপ প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই স্ফুটবাক্য ;জীবগণের ভাষার আবিষ্কার। রাম শ্যামকে জল আনিতে অনুমতি করিবে, তখন যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্যাম বুঝিতে পারে যে, তাহাকে জল আনিতে বলা রামের অভিপ্রায়, রাম নিশ্চয়ই সেরূপ বাক্য (শ্যাম জল আন) উচ্চারণ করিবে। যদি শব্দ উচ্চারণের পর-সময়েই বিনষ্ট হইল, তবে শ্যাম কাহার দ্বারা ঐরূপ বোধ প্রাপ্ত হইবে? যদি শব্দ বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তবে উহা বারম্বার উপলব্ধ হইয়া অর্থ-প্রত্যয় জন্মাইতে পারে অতএব অর্থ প্রতীতির জন্য শব্দকে নিত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যদি আপত্তি করা যায় যে, ঐ শব্দটী বিনষ্ট বলিয়া উহার স্বরূপতঃ অর্থাবগতিতে কারণতা নাই, তবে উচ্চারণ সময়ে উহাতে অর্থবৎ শব্দের সাদৃশ্য অনুভূত হয়, তাহা হইতেই অর্থজ্ঞান জন্মে। উহাতে নিত্যতা স্বীকার করিবার স্বতন্ত্র কারণ আবিষ্কার হয় না। তখন আমরা বলিব, তাহাতে অশেষ অনিষ্ট প্রসঙ্গ আছে। কেননা, কোনও শব্দই অর্থাবগতিতে সমর্থ নয়, কারণ উচ্চারণ কালে সকল শব্দই নবভাবে জন্মিল। পূর্ব্বে সে যখন ছিলনা, তখন অর্থ-সম্বন্ধ কাহার সহিত হইবে? যখন ঐ শব্দ জন্মিল, তাহার পর সময়ে নাশ প্রাপ্ত হইল, অর্থ সম্বন্ধ কখন হইবে? একই উচ্চারণ প্রবৃত্তি দ্বারা শব্দ সংব্যবহার এবং অর্থ-সম্বন্ধ উভয় উৎপন্ন হইতে পারেনা। বস্তুতঃ অর্থবৎ সাদৃশ্যে অর্থবোধ হইলে, কদাচিৎ ব্যামোহ বশতঃ জ্ঞান অন্যরূপ হইতে পারে, কিন্তু যে শব্দ যাদৃশার্থ বোধনের জন্য উচ্চারিত, সে তাহাই বুঝায়, ইহাই শব্দ-স্বভাব। অতএব পর-প্রত্যা-য়নার্থ উচ্চারিত, শব্দকে নিত্য বলিয়া না মানিলে অর্থাবগতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়।

সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ ।১৯॥

পদপাঠঃ। সর্ব্বত্র। যৌগপদ্যাৎ।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র—সকল স্থানে। যৌগপদ্যাৎ—যুগপৎ অর্থাৎ এককালে অনুভব হয় বলিয়া (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। সকল ব্যক্তিতে অর্থপ্রত্যয়োৎ-পাদন একই শব্দের দ্বারা সমান সময়ে

জন্মিতেছে, এই হেতু শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়।

বিশদব্যাখ্যা। গো-শব্দ উচ্চারণ করিলে, বাটীর সেই খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী সবৎসা গাভিটীকে যেমন বুঝিয়া থাকি; তদ্রূপ অপরের আলয়ের অরুণাক্ষী মৃত-পুত্রা লোহিতবর্ণা দীর্ঘাকৃতি গরুটীকেও বুঝা হইয়া থাকে। গোশব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে সকল দেশস্থ সকল কালস্থ সকল গরুর সমানই সামর্থ্য আছে। এখানে পক্ষপাতের প্রত্যাশা নাই। যদি শব্দ নিত্য হয়, তবে তাহা আকৃতি অর্থাৎ জাতি বোধক্ হইতে পারে। অনিত্যতা পক্ষে সকল গরুকে বুঝা অসঙ্গত হইবে। কেননা গো-শরীরে যে জাতি আছে, তাহার সহিত গোশব্দের সম্বন্ধ করা দুষ্কর; নচেৎ অসম্বদ্ধ বস্তুকে বুঝাইতে অসম্বদ্ধ পদ স্বতই অপারগ, এবং তাহা অঙ্গীকার করিলে, ঘট শব্দের দ্বারা বস্ত্র বুঝাইতে বাধানাই; অসম্বন্ধ সহজেই অনুমানযোগ্য। এই মাত্র যে গো শব্দ উচ্চারিত ও তখনি আবার বিনষ্ট হইল, তাহার সহিত জগতের যাবতীয় গরুর সম্বন্ধ করাটা বড় কষ্টকর কার্য্য। যদি নিত্য বলিয়া বলা যায়, তবে অনন্তকালস্থায়ীগোশব্দ সকলের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে এবং অন্বয় ব্যতিরেক বলে বহু গোব্যক্তিতে অর্থ প্রত্যায়ক প্রকারে ব্যবহৃত হইতেও সক্ষম হয়। বারম্বার উপলব্ধ একই গো শব্দের যত বারই না কেন অভিব্যক্তি হউক, একই প্রকারে বোধ জন্মাইতে পারে। যুগপৎ যাবতীয় গোপিণ্ডে ও নিত্য গোশব্দের নিত্য আকৃতির সহিত শাশ্বতিক-সম্বন্ধ সহজেই স্বীকার করিতে হয়। শব্দ জাতিবোধক বলিয়া উহাকে অবিনাশী বলিতে হইবে, নচেৎ জাতি-প্রত্যয় উৎপন্ন-শব্দের দ্বারা সম্ভব নয়, ইহা প্রদর্শিত হইল।

সংখ্যাভাবাৎ ॥২০॥

পদপাঠ। সংখ্যা- ভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। সংখ্যাভাবাৎ—সংখ্যাভাব অর্থাৎ 'আটবার গোশব্দ উচ্চারণ কর, ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা বুঝাযায়। (যে শব্দ নিত্য।) কেননা যদি জন্য হইত, তবে আটটী গো শব্দ উচ্চারণ কর এরূপ প্রয়োগ হইত, অত এব একই নিত্যশব্দের আটবার অভিব্যক্তি উচ্চারণ প্রযত্নের দ্বারা সম্পাদিত হইলে, "অষ্টবার উচ্চারণ কর" এই বাক্যব্যবহার অপ্রমাদ হয়।

বঙ্গার্থঃ॥ সংখ্যাভাব হইতে শব্দের নিত্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারে। (সংখ্যাভাব অষ্টআদি সংখ্যার ব্যবহার'।)

বিশদ ব্যাখ্যা। একই শব্দের বহুবার উচ্চারণ, নিত্যত্বপক্ষে অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেই সমধিক যুক্তি-যুক্ত হইতে পারিবে। বিগতকল্য যে গো শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম, অদ্যকার উচ্চারিত গোশব্দ যদি তাহাহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তবে অনন্ত গোশব্দের পরিকল্পনা উপস্থিত হয়। একই নিত্যশব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা এককালে বিভিন্ন প্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিলে, অনন্তকল্পনারূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ আর আমাদিগকে আতঙ্কিত করিতে পারে না। সুতরাং নিত্যশব্দের

অভিব্যক্তি ও প্রত্যভিজ্ঞা বলিলে সকল উৎপাতের শান্তি হইতে পারে। অতএব আটবার গো শব্দ উচ্চারণ কর, এবাক্য হইতে আমরা একই গোশব্দের পুনঃ প্রত্যভিজ্ঞা বুঝিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের ইন্দ্রিয়গত দূষণ দেখিতে পাইনা, তাহাদের অপাটব নির্ণয় সুতরাং ঘটিলনা। যেরূপ আমরা প্রত্যভিজ্ঞা করি, তদ্রূপ অপর সকলেরই প্রত্যভিজ্ঞা সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন, গত কল্য উচ্চারিত গো শব্দ অদ্যতন "গো" পদ অপেক্ষা পৃথক, কিন্তু সাদৃশ্য হেতুক আমাদের "এ সেই গো শব্দ" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও, সাদৃশ্যহেতুক সজাতীয়তাই ভ্রম হইবার অসাধারণ কারণ। মনে করা যাউক, চতুর্ম্মুখ নামক ঔষধ সেবন করিয়া কোনও লোকের প্রবলবায়ুপ্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে, সে সময়ে আমি একবার ঐ ঔষধ দর্শন করি, পুনর্ব্বার ঐ ঔষধ কদাচিৎ কোন ও প্রকারে দেখিতে পাইলে, আমি বলিয়া থাকি, "ইহা সেই ঔষধ," এখানে প্রত্যভিজ্ঞা তজ্জাতীয়তাবিষয়িনী। শব্দের বেলা তাদৃশ [illegible] ভ্রান্ত স্বীকার করা অতিশয় আবশ্যক। যথা, আচার্য্য-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ. বলিয়াছেন ;— তদ্রূপ সংক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে।" ন, [illegible] তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপিদর্শনাৎ।' এখানে সমাধানে বলিতে হইবে যে, সে ঔষধ ভক্ষিত হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান নাই। এই হেতুক, সে এই ঔষধ এইবাক্য সেখানে প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞাপক নহে, তজ্জাতীয়তার প্রত্যভিজ্ঞা, ঔষধের নহে।

তাহার অভিনব প্রত্যক্ষ। "এ সেই শব্দ" এখানে তৎসজাতীয় বা তৎ সদৃশ এরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছেনা। তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তৎসদৃশের নহে। বিশেষতঃ সজাতীয়ের দর্শনে সজাতীয়ে স্মৃতি প্রকৃত পক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেপারেনা। একের দর্শন অন্যের স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞানহে। একই পদার্থের এককালে দর্শন, ও অন্যকালে যে দর্শন হইয়াছিল, তৎ সহকৃতস্মৃতিই প্রত্যভিজ্ঞা নাম পাইবার যোগ্য। সজাতীয়তা প্রত্যভিজ্ঞার পদার্থ নহে। তাহা হইলে "সেই আমি" প্রত্যভিজ্ঞাকেও প্রকারান্তরে স্থাপনকরা আবশ্যক হইবে। জ্ঞান হইতেছে "সে এই," বুঝিব "ইহা তজ্জাতীয়," এরূপ হইতে পারেনা। যদি কেহ আপত্তি করেন, প্রত্যভিজ্ঞানুসারে নিত্যতাস্থাপন করিতে হইলে আরও বহুবিধবস্তু নিত্যনামের রাজটীকা মস্তকে ধারণ করিতে পারিবে। এখানে প্রত্যুত্তর এইযে, অপরের প্রত্যক্ষপ্রমাণে অনিত্যতা অবধারণ করা যায়। দশ বৎসর পূর্ব্বে পিতাকে দর্শন করিয়া ছিলাম, অদ্য আবারপ্রত্যভিজ্ঞা হইল, কিন্তু আর দশ বৎসরপরে প্রত্যক্ষতই বিনাশ অবধারিত হইবে, প্রত্যভিজ্ঞাপ্রবাহ ভঙ্গ হইলেই অনিত্যত্ব আসিল, শব্দের প্রত্যভিজ্ঞা অনন্তকাল সমান। যদি বলাযায় পূর্ব্বে উচ্চারিত শব্দ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার প্রত্যভিজ্ঞা কিরূপ? তখন উত্তর এই যে, যখন পুনর্ব্বার তাহাকে অনুভব করিতেছি তখন বিনাশটা স্বীকার করায় আপত্তি করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। যাহাকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়া ছিলাম

দশ দিন তাহাকে নয়নের পথে না পাইলে তাহার বিনাশ নিশ্চয় করিতে মন অগ্রসর হয় না। যদি তাহাই করিতে হয়, তবে, বিদেশে থাকিয়া প্রিয়তমপরিজন বর্গের উপর মরণ নিশ্চয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যেখানে অপর কোনও প্রমাণ তাহার অনুকূলে উপস্থিত হইয়া আকুলতা নিবারণ করেনা, সেখানেই ঐ মতে অগত্যা সম্মতি দিতে সজ্জিত হই। এখানে তাহাকে পুনর্ব্বার উপলব্ধি করিতেছি। "ছিলনা" বলিতে কাজেই সাধ হয় না। তবে এইমাত্র অবধারণ করা যাইতে পারে, যে সময় উহাকে দেখি নাই, তখন উহা আমার অনুভবযোগ্য স্থানে ছিলনা। থাকিলেও আমার অনুভবের কারণ কূট একত্র সংগৃহীত না থাকায়, অনুভূতির আলোকে অজ্ঞানান্ধকার নিবৃত্ত হইতে পারিয়া ছিলনা। অভিব্যক্ত শব্দকে অমি গ্রহণ করিতে পারি। কেবল শব্দকে পারিনা। আমার জ্ঞান-বিষয় না-হওয়া-সময় শব্দ অভিব্যক্ত ছিলনা। এই কথা বলিলেই চরিতার্থতা। অনন্তশব্দ, তাহার ধ্বংস, অনন্ত প্রাগভাব এবং অনন্ত কারণ স্বীকারাপেক্ষা, একই শব্দের বহুবার অভিব্যক্তি বলিলে ক্ষতি নাই। বরঞ্চ পদার্থ সংখ্যার আধিক্য কল্পনা-পক্ষে মহান্ গৌরব, লঘুকল্পনায় স্বার্থসিদ্ধি হইলে গুরুতর নানাপদার্থকল্পনা জঘন্য জ্ঞানে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যভিজ্ঞা-প্রবাহ হইতে শব্দ-নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল।

অনপেক্ষত্বাৎ ॥২১॥

পদপাঠঃ। ন—অপেক্ষত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। অনপেক্ষত্বাৎ—কাহারও অপেক্ষা করে না বলিয়া অর্থাৎ কোনও কারণ নাই বলিয়া। (শব্দ নিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। কোনও কারণকে অপেক্ষা না করিয়াই শব্দ বিদ্যমান আছে এই হেতুক (উহা নিত্য পদার্থ।)

বিশদব্যাখ্যা। পদার্থের অনিত্যতা-নিশ্চয় দুইপ্রকারে হইয়া থাকে, উৎপত্তি-দর্শনে ও বিনাশদর্শনে। যে সুদৃঢ় সুরম্য চারু কারু-কার্য্য-পরিচিত হর্ম্ম্যটীর উৎপত্তি আমি জন্মগ্রহণ করিবার শতবর্ষ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে, অধুনা তাহার ভ্রষ্ট ইষ্টকরাশি ও বিস্রংসিত কাষ্ঠকলাপদর্শনে অনিত্যতা নিশ্চয় করা গেল। আবার যে বসন খানি আমি বয়ন করিতে দেখিলাম, অথচ বিনাশ সময় আমার সাক্ষাৎ নাই, তাহাও উৎপন্ন বলিয়া বিনাশশীল ইহা অনুমান করিব। শব্দের বিনাশ নাই প্রদর্শিত হইয়াছে, উৎপত্তি ও নাই এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। শব্দের এরূপ কোনও কারণ আমরা অনুভব করিনা, যাহার অপেক্ষায় শব্দ আকাঙ্ক্ষী। কাহারও মুখাপেক্ষী নহে [illegible] শব্দ অকারণক অর্থাৎ নিত্য।

প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য ॥২২॥

পদপাঠঃ। প্রখ্যাঅভাবাৎ। (প্রখ্যা ভাবাৎ।) চ। যোগস্য।

ব্যাখ্যা। প্রখ্যাভাবাৎ—প্রখ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের (প্রকর্ষেণ খ্যায়তে জ্ঞায়তে ইতিব্যুৎপত্ত্যা)

অভাববশতঃ। চ—ও। যোগস্য—যোগের অর্থাৎ সন্নিবেশবিশেষের। (এই হেতু ইহার কারণ বায়ু বা অপর কিছু হইতে পারেনা, সুতরাং শব্দ নিত্য অকারণক।)

বঙ্গার্থঃ। (শব্দে) অবয়ব বিশেষের জ্ঞান হইতেছেনা বলিয়াও। (অকারণ অর্থাৎ নিত্য।)

বিশদব্যাখ্যা॥ এই সূত্রটী অপর একটী মনোনিহিত আপত্তির নিরাসার্থে আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। শব্দের কারণ নাই, বলা হইল, কিন্তু আপত্তি হইতে পারে, যে বায়ুই উহার কারণ, ঊর্দ্ধগমন-শীল বায়ু, আঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা শব্দ-রূপে পরিণত হয়। প্রাচীন আর্য্যমহোদয়-গণের মধ্যে অনেকে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। শিক্ষাকার বলেন, "বায়ুরা-পদ্যতে শব্দতাং"॥ অতএব শব্দ বায়ুজ, তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং নিত্যত্ববাদ প্রমত্ত-প্রলাপ। সমাধানে বলা হইতেছে, শব্দ বায়ু-পরিণাম হইলে, বায়বীয় পরমাণুপ্রচয় ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারিবেনা। যেমন বস্ত্র তন্তুকার্য্য, তন্তুসকলের সমষ্টি, অর্থাৎ সুকৌশল সম্পন্ন অসাধারণ সংস্থিতি ভিন্ন কিছুই নহে। অথবা যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাপ্রচয় মাত্র, তদ্রূপ শব্দও বায়ু-বিকার মাত্র হইতে পারিবে, কিন্তু শব্দে কোনও বায়বীয় অবয়ব অনুভূত হয়না। যদি বলাযায়, বায়বীয় অবয়বাবলী শব্দে রহিয়াছে। শব্দও তৎসমষ্টি মাত্র। তখন বিজয়-রবে মীমাংসকের সবলকণ্ঠ উত্তর করিবে, "তবে শব্দ স্পর্শগ্রাহ্য নয় কেন?" কারণগুলি যে যে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাদের সমষ্টি কার্য্য তত্তদিন্দ্রিয়েরই বিষয়, এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করে। মৃত্তিকার যে যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা আছে, ঘটেরও তাহাই। শব্দের এমনকি দুর্ভাগ্য যে, সে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইয়া অন্যের অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হইবে? যদি না হইল, তবে শব্দ বায়ু-কারণক নহে, সিদ্ধ হইল। অন্য কারণও অনুসন্ধানে আসিল না, অতএব নিত্য।

লিঙ্গদর্শনাচ্চ ॥ ২৩ ॥

পদপাঠঃ। লিঙ্গদর্শনাৎ। চ।

ব্যাখ্যা॥ লিঙ্গদর্শনাৎ—(শাস্ত্রীয় প্রমাণ রূপ) হেতু দেখা যাইতেছে বলিয়া। চ—ও (শব্দের নিত্যত্ব নির্দ্ধারিত হয়।)

বঙ্গার্থঃ॥ প্রমাণ আছে বলিয়াও (শব্দকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে নির্বিষ্টচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে।)

বিশদব্যাখ্যা॥ আমাদের সকল যুক্তি তর্ক বিচারের পর্য্যবসান সেই অপার অপৌরুষেয় বেদবাক্য। সহস্র যুক্তি-তর্কও যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তথাপি আর্য্য মহর্ষিগণ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং উপেক্ষা করিয়াছেন। শব্দের এই নিত্যতা-বিচারে যাঁহারা পূর্ব্ববাদী, তাঁহারাও বেদের অমোঘ-অটল- প্রামাণ্য স্বীকারে কটিবদ্ধ হইয়া অগ্রসর; অতএব এখানে শেষ কথা—একটী বেদবাক্য প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করা। তাহাহইলে বেদ স্বীকার-কারী আস্তিকপক্ষের "সর্ব্বচূর্ণ গদা" হইয়া যায়। শ্রুতি বলেন, "বাচাবিরূপনিত্যয়া," যদিও এই শ্রুতিবাক্য অন্য উদ্দেশ্যে উচ্চা-

রিত এবং ব্যবহৃত, তথাপি ইহার অর্থ শব্দের (বাক্যের) নিত্যতা প্রকাশ করে। ভাষ্যকার শবরস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন—"অন্য পরং হীদং বাক্যং বাচোনিত্যতামনুবদতি"।• আমরা তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই কৃতার্থ। এ অধিকরণের এইখানেই অবসান। ইহার নাম শব্দ-নিত্যতাধিকরণ। পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, বিষয় ও সংশয় দেখান হইয়াছে। যথাক্রমে সূত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধ-ব্যবস্থাপক পূর্ব্বাধিকরণের সাধক বলিয়া, এই অধিকরণে পূর্ব্বসঙ্গতি আছে। অধ্যায়-সঙ্গতিও পাদসঙ্গতি সকল অধিকরণেই আছে, তাহা প্রদর্শিত হওয়া অনাবশ্যক। শব্দের নিত্যতাবাদ মীমাংসকাচার্য্যের হৃদয়ের ধন। অপরের ইহাতে বিশেষ বিবাদ। ফলতঃ ইহা দৃঢ়-যুক্তিক বলিয়া বিদ্বদ্বর্গ অনুমোদন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।
(ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ বেদ-বিদ্যালয়।)
যশোহর।

ভূগোল-পরিচয়।

-•:০:•-

৩য় পাঠ, ১ম প্রপাঠক।

ধ্রুবক ও বিক্ষেপ।

ভূপৃষ্ঠস্থ নগর নিরক্ষ রেখাস্থিত লঙ্কা নগর হইতে কত দূর পূর্ব্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত, এই দূরত্বের নির্ণয় জন্য পৃথিবীর গোল (globe) ও ভূচিত্রে দ্রাঘিমা অঙ্কিত করা হয়। রবিমার্গের উপরিস্থ যোগ-তারা রেবতীর ১০´ পূর্ব্বে স্থিত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব্ব দূরত্বকে ধ্রুবক বলে, এবং এই ধ্রুবক নির্ণয় জন্য ঐ বিন্দুকে মূল কীলক ধরিয়া রবি-মার্গকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই এক এক ভাগকে অংশ বলে। প্রতি অংশের সীমাবিবর ভেদ করিয়া সৌম্যধ্রুব হইতে যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, এই রেখার নাম ক্ষেপ-সূত্র। এই ৩৬০টী ক্ষেপ-সূত্রের দ্বারা মূল কীলক বিন্দু হইতে তারাগণের দূরত্ব বা তারাগণের ধ্রুবক নির্ণীত হয়, যথা—মূলকীলকভেদী ক্ষেপসূত্রস্থ তারার ধ্রুবক শূন্য। মূল ক্ষেপ সূত্রের পূর্ব্বস্থিত ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ধ্রুবক ১ এক এবং মূল কীলক হইতে দশম ক্ষেপসূত্রে অবস্থিত তারার ধ্রুবক ১০´ অংশ ইত্যাদি। রবিমার্গ হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে তারার দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে। সৌম্যধ্রুব হইতে রবিমার্গস্থিত মূল কীলক-

পর্য্যন্ত মূলক্ষেপসূত্রের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগের সীমা-বিবর ভেদ করিয়া রবি-মার্গের সমান্তরালভাবে যে গোলাকার রেখা গোলক-পৃষ্ঠে অঙ্কিত করা যায়, ঐ রেখা, গুলিকে উত্তর-বিক্ষেপরেখা বলে, এবং মূল কীলক হইতে যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত মূল-ক্ষেপসূত্রের অর্দ্ধাংশকে সমান ৯০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সীমান্তর-বিবর ভেদ করিয়া, ঐ মার্গের সমান্তরাল ভাবে গোলক-পৃষ্ঠে যে মণ্ডলাকার রেখা অঙ্কিত করা যায়, ঐ ৯০ টী মণ্ডলাকার রেখাকে দক্ষিণ-বিক্ষেপরেখা বলে। বিক্ষেপরেখা দ্বারা রবিমার্গ হইতে তারা-গণের উত্তর-দক্ষিণ দূরত্ব গণনা করা যায়। যথা রবিমার্গের উত্তরে তৃতীয় বিক্ষেপ-রেখাস্থিত তারার বিক্ষেপ তিন অংশ।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ উত্তরমেরু-বিন্দু, দক্ষিণ-মেরুবিন্দু এবং নিরক্ষরেখার ন্যায় ভগোলস্থ সৌম্যধ্রুববিন্দু, যাম্যধ্রুববিন্দু এবং বিষুবরেখা গতিবিহীন বা স্থায়ী নহে। এজন্য তারাগণের দূরত্ব-গণনায় বিষুবরেখা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্গণ কদম্ববিন্দু, পরকদম্ব-বিন্দু এবং রবি-মার্গ অবলম্বন করিয়া ক্ষেপসূত্র ও বিক্ষেপরেখা গোলকে অঙ্কিত করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি ধ্রুবদ্বয়েরও ক্রান্তিপাতের বিলোমগতি বশতঃ তারা-গণের ধ্রুবক ও বিক্ষেপে অয়নাংশ যোগ করিয়া যথাসময়ে সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

৪র্থপাঠ, ১মপ্রপাঠক।

সংজ্ঞা।

জ্যোতিষ্ক। স্বকীয় বা পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় যে সমস্ত পদার্থ আকাশে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নাম জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীও জ্যোতিষ্ক, কারণ অন্য জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথিবীকেও জ্যোতির্ম্ময় দেখায়।

বিশ্ব। আকাশ (স্থির বায়ু)—চঞ্চল বায়ু, বাষ্প ও জ্যোতিষ্ক সমূহের সাধারণ নাম বিশ্ব। বিশ্ব অসীম। গোলাকৃতি ভিন্ন অসীম বস্তুর অন্য আকৃতি কল্পনা করা যায় না এবং দেখিতেও বিশ্ব গোলা-কৃতি, এজন্য বিশ্বের নাম ব্রহ্মাণ্ড বা গোলক, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব-গোলক বা গোলক-ব্রহ্মাণ্ড।

জগৎ। বিশ্ব সতত ভ্রাম্যমান, এজন্য বিশ্বের নাম জগৎ, বিশ্ব-জগৎ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড।

খগোল। বিশ্বময় গোলাকার নীলবর্ণ আকাশের সংজ্ঞা খগোল।

ভগোল। ভ অথবা জ্যোতিষ্ক-পরিবৃত শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার ক্ষেত্রকে ভপঞ্জর বা ভগোল বলে।

তারা। আমাদের সূর্য্যচন্দ্র ব্যতীত যে জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার জ্যোতিষ্কগণ আকাশে সন্তরণ করে, তাহাদিগকে তারা বলে।

সবর্ণতারা। তারা শুক্লবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণযুক্ত হইলে, সেই তারাকে সবর্ণ-তারা বলে।

বহুরূপতারা। যে তারার জ্যোতির বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি বা অবস্থান্তর হয়, সেই তারাকে বহুরূপ তারা বলে।

নবতারা। তারা কখনও দৃশ্য এবং প্রায়শঃ অদৃশ্য থাকিলে, সেই তারাকে সাময়িক তারা বা নব তারা বলে।

গুচ্ছক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে গুচ্ছক বলে।

তারাস্তবক। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরবচ্ছিন্ন তারা-সংহতিকে তারাস্তবক বলে।

ছায়াপথ। যে সুবিস্তৃত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় শুভ্র নদীরূপা তারাস্তবক ভ-পঞ্জর বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে ছায়াপথ, দেবপথ, সোমধারা, নভঃসরিৎ, অংশুমতী নদী বা বিরজা বলে।

বাষ্পস্তবক। বাষ্পময় স্তবককে বাষ্প-স্তবক বলে।

উত্তরধ্রুবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ড কল্পনা দ্বারা উত্তরে প্রসারিত করিলে, উহা ভ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দু স্থিত তারাকে উত্তর ধ্রুবতারা বা সৌম্য ধ্রুবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে কোন তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সন্নিহিত স্থানস্থিত তারাকে উত্তর ধ্রুবতারা বা সৌম্যধ্রুবতারা বলে।

দক্ষিণ ধ্রুবতারা। পৃথিবীর মেরুদণ্ড কল্পনা দ্বারা দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, ভ-গোলের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুস্থিত তারাকে দক্ষিণ ধ্রুবতারা বা যাম্য ধ্রুবতারা বলে। ঐ বিন্দুতে তারা না থাকিলে, ঐ বিন্দুর সন্নিহিত স্থানস্থিত তারাকে দক্ষিণ-ধ্রুবতারা বা যাম্য ধ্রুবতারা বলে।

নক্ষত্র। সূর্য্য ও চন্দ্রাদির গতি-পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য ভগোলে যে তারা-কীলক সকল নির্ব্বাচিত আছে, ঐ তারা-কীলকের নাম নক্ষত্র। নক্ষত্রস্থ তারার বর্ণ বা গুণ অথবা তারাগণের সংহতির আকার অনুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। যথা অশ্ব-মুখাকৃতিক ত্রিতারকময় অশ্বিনী নক্ষত্র এবং বিচিত্র বর্ণময় চিত্রা নক্ষত্র, ইত্যাদি।

যোগতারা। নক্ষত্র একাধিক তারা-ময় হইলে, জ্যোতিষ গণনায় যে তারাটী ব্যবহৃত হয়; সেই তারাটীকে যোগতারা বলে। যথা অনুরাধা নক্ষত্রস্থ পারিজাত তারাকে যোগতারা, অনুরাধা নক্ষত্র এক তারাময় হইলেও সেই তারাকে শিষ্টাচার বশতঃ যোগতারা বলা হয়। যথা এক তারকাময় আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতীনক্ষত্রের আর্দ্রা, চিত্রা ও স্বাতী তারা।

মণ্ডল। নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ তারা ও স্তবকাদির সংহতিকে মণ্ডল বলে। মণ্ডলস্থ তারা-সংহতির বর্ণ বা আকৃতি অনুসারে মণ্ডলের নামকরণ হইয়াছে। যথা শিশুমার-মণ্ডল, চিত্রশিখণ্ডিমণ্ডল; ইত্যাদি।

ঘনআয়তন। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ পরস্পর গুণ করিলে যে, যাহা কালী হয়, তাহাকে ঘন-আয়তন বলে।

পৃষ্ঠক্ষেত্রফল। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রকালী হয়, তাহাকে পৃষ্ঠক্ষেত্রফল বলে।

অনুরাশি। আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর পরমাণু সংখ্যাকে অণুরাশি বলে।

ঘনত্ব। পরমাণুর সন্নিকর্ষকে ঘনত্ব বলে।

আকর্ষণ। যে শক্তি দ্বারা এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে চাহে, সেই শক্তিকে আকর্ষণ বলে।

মাধ্যাকর্ষণ। যে শক্তিদ্বারা অনুরাশিময় বস্তু স্বীয় কেন্দ্রে স্বীয় পরমাণু আকর্ষণ করে অথবা দূরস্থ অপর অণুরাশিময় বস্তু আকর্ষণ করে, ঐ শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ বলে।

সৌরজগৎ। স-সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-সংহতিকে সৌরজগৎ বলে।

উল্কা। বজ্র ভিন্ন যে ক্ষণস্থায়ী আলোক সময়ে সময়ে আকাশ হইতে স্খলিত হয়, ঐ আলোককে উল্কা বলে।

তারাস্খলন। উল্কা ক্ষুদ্র ও তীব্র বেগবিশিষ্ট হইলে তাহাকে তারাস্খলন বলে।

অগ্নিপিণ্ড। উল্কা বৃহৎ পিণ্ডবৎ হইলে তাহাকে অগ্নিপিণ্ড বলে।

শৈলউল্কা। উল্কা ধাতুময় রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে তাহাকে শৈলউল্কা বলে।

রাশি। যে দ্বাদশ মণ্ডল মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের কক্ষা অধিষ্ঠিত আছে, সেই মণ্ডলগণকে রাশি বলে।

যুগলতারা। যে দুই তারা চাক্ষুষ দৃষ্টিতে একতারা বলিয়া বোধ হয়, ঐ তারা দ্বয়কে যুগল তারা বলে।

যৌথতারা জগৎ। যে তারাদ্বয় উভয়ে কোন শূন্যস্থ কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে, ঐরূপ তারা-সংহতিকে যৌথতারা-জগৎ বলে; এবং এক বা বহুতারা এক তারাকে পরিভ্রমণ করিলে, সেই তারা-সংহতিকেও যৌথতারা-জগৎ বলে।

গ্রহ। ভগোলস্থ যে জ্যোতিষ্ক বা বিন্দুর গতি পরিগণিত হয়, তাহাকে গ্রহ বলে। যথা, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু, কেতু।

গ্রহপঞ্চক। গ্রহগণের মধ্যে যে জ্যোতিষ্ক পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় ও যে জ্যোতিষ্ক সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ঐমৌলিক বুধাদি ৫।৬টী গ্রহকে গ্রহ-পঞ্চক বলে।

উপগ্রহ। পরকীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় যে জ্যোতিষ্ক কোন গ্রহ পরিভ্রমণ করে, ঐ জ্যোতিষ্ককে উপগ্রহ বলে;—যথা চন্দ্র, কোবস্, যোমিমাস্, এরিয়োল ইত্যাদি।

ধূমকেতু। ধূমময় পুচ্ছযুক্ত বা ধূমবেষ্টিত জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। যথা হেলির ধূমকেতু, ডোনটীর ধূমকেতু ইত্যাদি।

সূর্য্য। যে দীপ্যমান বৃহৎ জ্যোতিষ্ককে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু আদি প্রদক্ষিণ করে, সেই জ্যোতিষ্ককে সূর্য্য বলে। যে তারাকে অন্য তারা বা তারাগণ প্রদক্ষিণ করে, ঐ তারাকেও সূর্য্য বলা যাইতে পারে।

বিম্ব। সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহগণের পিণ্ড বা দেহকে বিম্ব বলে। যথা সূর্য্য-বিম্ব, চন্দ্র-বিম্ব, ইত্যাদি।

পরম প্রেম বা ভক্তি।

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে ভক্তির আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের যেমন বিভিন্ন দুইটী স্রোত বহুকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ভক্তিরও সেইরূপ একটী স্বতন্ত্র প্রবাহ আছে। প্রত্যেকটীই সময়ে২ প্রবল ভাবে, কখনওবা প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বল ভাবে আমাদের অনুভবে আসে। নিপুণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একে অপরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রত্যেকেই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে অপরকে সাহায্য করে। একটীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে, অপরের সত্তা আদৌ থাকে না; কার্য্যকারিতারও সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ হয়। ব্যবহারিক জগতে অজ্ঞদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখাযায়, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে বহু ব্যবধান। জ্ঞানের গরিমায় উপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ; বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়—জীবের ঊর্দ্ধে, অধোদেশে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অনন্তকর্ম্ম। কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে জীববুদ্বুদ কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য, কখনও স্থির, কখনও ঘূর্ণায়মান। বেদের জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় কাণ্ডের মধ্যে একটী অন্তঃস্রোতও দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ভক্তির। অনেক বেদমন্ত্র পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ভক্তির অদৃশ্যস্রোতে বিশ্ব-সংসার ভাসিয়া চলিতেছে। বেদের মন্ত্রে ভক্ত বা সাধকের আত্মসমর্পণ ও নয়নে অশ্রুমিলন, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কুসুমের হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্না, নিশার শিশির, এ সকলের মজ্জায় মজ্জায় ভক্ত ভক্তির স্রোত দর্শন করিতেন, সুতরাং প্রকৃতি-সেবক ভক্তির সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত তিনটীর মধ্যে কোনওটী ভারতের অভিনব-অতিথি নহে। তবে সন্ন্যাসের নবনিয়মের পরিণাম—পথে ঘাটে জ্ঞানচর্চ্চার ছড়াছড়ি, এবং ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান-ভক্তি সব বৃথা, কেবল প্ররোচক নিরর্থক বাক্য, কর্ম্মই পবিত্র, এইরূপ অজ্ঞানী অভক্তের কর্ম্মাচরণ; ও কেবল ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান-কর্ম্মে যাঁহার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, সাম্প্রদায়িকপীড়ার বীজস্বরূপ গোঁড়ামীতেই যিনি অভ্যস্ত, বস্তুতঃ যাঁহার হৃদয় অপবিত্র, এরূপ ভক্তের ভক্তি, কখনই সার্ব্বজনীন বা পুরাকালের হইতে পারে না। কাজেই প্রাচীন ভারতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল। অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার গীতা, কর্ম্মীকে কর্ম্মফল ঈশ্বরোদ্দেশে অর্পণ করিতে উপদেশ দেন, কর্ম্মযোগীকেই জ্ঞানী হইতে বলেন, জ্ঞানীকে ভক্তিমান্ হইতে অনুরোধ করেন। কর্ম্মহীন জ্ঞানী, ভক্তিহীন কর্ম্মী ও জ্ঞানহীনকর্ম্মীকে তিনি ভালবাসেন না, আবার অজ্ঞানী ভক্তের উপরও তিনি কোনও অধিকার দেন নাই। বস্তুতঃ ভক্তিহীন কর্ম্ম অকর্ম্ম, ভক্তি-

শূন্য জ্ঞান নীরস বিশুষ্ক, সুতরাং জ্ঞানীই হউন, আর কর্ম্মীই হউন, সকলেরই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ভক্তিকে প্রেম বলা যায় কিনা, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সকল-শাস্ত্রেই ভক্তির কথা আছে, তবে কোনও স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বক্তব্যবিষয়ের অন্তরালে, কোথাও বা তীব্রবেগে জন-সমাজের সম্মুখে; আমরা এই বিস্তৃত বিষয়টীকে সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

পুরাকালে ভারতে ভক্তির নাম ছিল পরম প্রেম। পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র-গণের মধ্যে চিরকৌমার্য্য ও ভক্তির পূর্ণাবতার ভক্তিবীর নারদ "ভক্তিসূত্র" অথবা "নারদ সূত্র" নামক গ্রন্থে লিখিয়া-ছেন—"সা কস্মৈ পরম-প্রেমরূপা।" ভক্তি কাহারও (ভগবানের) * উদ্দেশে পরম প্রেম স্বরূপ। ব্যবহারিকপ্রেম হইতে ইহার স্থান সহস্রযোজন উর্দ্ধে। ভ্রাতার প্রতি সামাজিক নিয়মে ভগিনীর অভ্যস্ত প্রেম, পুত্রের প্রতি উপকার প্রত্যাশায় অথবা মোহবশে পিতার প্রেম, পতি-পত্নীর প্রেম ও অন্যান্য কলুষিত প্রেম, ভক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে না; কেননা এই সকল প্রেমে "পরমত্ব" নাই। ব্যবহারিক প্রেমে একজনকে দেখিলে অপরের হাঁসি আসে, কখনওবা চ'খের জলে বুক ভাসে। প্রেমিক জানে, ঐ হাসি-কান্না দুর্ব্বলতার পরিচয়, কাজেই সে তাহা লুকাইতে চায়। ভক্ত ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিয়া আনন্দে ভাসেন ও হাসেন, কখনও আনন্দে কাঁদেন। তাঁহার প্রাণ সবল, সুতরাং জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত, তাই তিনি জগৎকে প্রেমভরে হাসিতে কাঁদিতে শিখান, গোপন করেন না। তিনি সমাজের নিন্দাভয় যেমন উপেক্ষা করেন, প্রশংসারও তেমনি অপেক্ষা করেন না।

লৌকিক কান্নায় এক জাতীয় অভাব ও ব্যবহারিক হাসিতে একপ্রকার দুর্ব্বলতা-মূলক সামান্য সন্তোষ বুঝাইয়া দেয়। ভক্তের হাসি-কান্না নিত্যানন্দ ভগবানের পবিত্র দর্শন লাভে তাঁহার মহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে প্রাণের আবেগভরে দ্রবীভূত হৃদয়ে সংঘটিত হয়। উভয়ত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন প্রকার। লৌকিকপ্রেমের অভি-নেতা দুইটি ব্যবহারিক জ্ঞানান্ধ জীব, আর পরম প্রেমের বেলা সত্যানন্দ চিন্ময় পরমে-ভিন্ন শুদ্ধান্তঃকরণ পবিত্র জীব। প্রেমে কদ্বয়ের শরীরগত ধর্ম্ম সকল অবাধে বিদ্যমান, মানসব্যবহারে তাহারা তৃপ্ত হয় না, কেননা শরীর তাহাতে অনুমোদন করে না। কাজেই প্রেমতরঙ্গ সমল হইয়া দাঁড়ায়। ভক্ত ভক্তিতে পরমেশ্বরের চিন্মূর্ত্তি জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া মনোমত সাজাইয়াছে; সে চিন্ময় অথবা কল্পনাময় বিগ্রহে শারীর ধর্ম্ম নাই, কাজেই শরীর-সম্বন্ধজনিত কলুষিতভাব এ প্রেমে সম্ভব নয়, ইহাই পার্থক্য। লৌকিকপ্রেম কেবল প্রেম, আর ভক্তি, পরম-প্রেম। প্রেমে

---

* ক শব্দে সুখ স্বরূপ ভগবানকেই বুঝায়। ঋগ্বেদভাষ্যে সায়ন বলেন। বস্তুতঃ পরমপ্রেম ঈশ্বরে ভিন্ন অন্যত্র হয় না; এইজন্য "কাহারও" এ কথার অর্থও পরমেশ্বরের।

প্রেমিকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। কারণ উভয়েই অপূর্ণ কামনার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। ভগবান্ পূর্ণকাম, মোহের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কাজেকাজেই মুগ্ধ হন না। বলা যাইতে পারে, লৌকিক প্রেম এক-জাতীয় মোহ অথবা মোহজ বিকার। আর পরমেশ্বরে নির্লিপ্ত নির্দ্দোষ অথবা অহেতুক ভালবাসা পরম প্রেম বা ভক্তি। ভক্তি ও লৌকিকপ্রেমের বাহ্য পরিচয় অনেকটা একপ্রকার।

ভক্তকুল-চূড়ামণি মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তির লক্ষণে বলেন ;—"সাপরানুরক্তিরীশ্বরে।" ঈশ্বরের প্রতি শ্রেষ্ঠানুরক্তিই ভক্তি। নারদের "কস্মৈ" এই অস্পষ্ট অংশটুকু, শাণ্ডিল্যের "ঈশ্বরে" এই কথায় প্রকারান্তরে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। প্রেম আর অনুরক্তি একই কথা। সুতরাং ঋষিদ্বয়ের পরম-প্রেম ও পরানুরক্তি একই হইল। লৌকিক অনুরাগ প্রতিদান ও আশাদ্বারা পরিপুষ্ট। ভক্তের পরানুরাগ আপনাতেই সন্তুষ্ট, তাহাতেই পরিতৃপ্ত; কেবল ভজনীয়-ভগবানকে চায়। সাধারণ অনুরাগ কর্ম্ম জগৎ লইয়া। জড়ের কার্য্য উভয় সাপেক্ষ। পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। ভক্তি চিন্ময় ঈশ্বর লইয়া, এখানে আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণ নাই; পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় নির্লেপ চিজ্জ-ড়ের রহস্যময় মৌলিক-ভালবাসা পরম-প্রেমে পরিস্পষ্ট। লৌকিকপ্রেমে প্রেমিক চাঁদ চায়, চাঁদের মিষ্ট হাসিটুকুও চায়, মোহের গুণে চাঁদের কলঙ্কটুকু ভুলে গিয়ে, চাঁদকে সকল সংসার আঁধার ক'রে শয়নঘরে আস্‌তে বলে ; না এলে অস-ন্তুষ্টও হয়। মোট কথা, লৌকিক প্রেমিক কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে ভালবাসাটুকু পরীক্ষা করে ও তাহার প্রতীক্ষা করে। ভক্ত ভালবাসাও উপেক্ষা করে, তাহার অপেক্ষা রাখেনা। আর কিছুই চায়না, কেবল ভজনীয় ভগবান্‌কে চায়। তাহাও শুধু নিজে ভালবাসিবার জন্য, ভালবাসা পাইবার জন্য নয়। ভক্ত বলে,

"চাইনা অভয়,
চাই হে তোমায়,
চাইনা তোমার ভালবাসা।
আপন বিক'ই,
কেনা হয়ে র'ই,
ভালবাসিলেই পূরে আশা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে "ভগবদুদ্ধব-সম্বাদে" স্বয়ং জগন্নাথ কৃষ্ণ বলিতেছেন, "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং, ন যোগসিদ্ধীরপুন-র্ভবংবা, মম্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।" অপবিত্র, চায় ব্রহ্মত্ব ইন্দ্র-সিংহাসন, সার্ব্বভৌম পাতলে ভূতলে রাজত্বস্থাপন,

যোগফল—মুক্তি ভক্তমহাজন,
আমাতে অর্পিয়া নিজপ্রাণ-মন,
আমাবিনা আর কিছু না চায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধ্রুবোপাখ্যানের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। ভগবান্ বলেন—ধ্রুব, বর নেও। ধ্রুব বলিতেছে, "স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমু-নীন্দ্র গুহ্যং, কাচংবিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"। দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র গণের দুষ্প্রাপ্য তোমাকে পাইয়াছি,

স্থান প্রত্যাশয় ... রিয়া তো-মাকে পাইলাম, ব... র মিলিল, কৃতার্থ হইয়াছি, আর ... না। এই সময়ে ধ্রুবের অন্তরে প্রকৃত ভক্তির স্রোত উদ্বেলিত হইয়াছে। কাজেই ভগবানকে চাহে। ভালবাসিয়া ভগবান বর দিতে চাহিলেন, সে তাহা চাহে না। ভক্তির অনেক লক্ষণ আছে।

শাস্ত্রকারেরা ভক্তির বিকাশ নয় প্রকার দর্শন করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহারা "নবধা ভক্তি" বলিয়া থাকেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।" শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকার লক্ষণ ভক্তির প্রাণ, তজ্জন্যই ইহাদিগকে ভক্তি বলে।

প্রথম লক্ষণ শ্রবণ ; এলক্ষণ লৌকিক প্রেমেও আছে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার কার্য্যকলাপ অথবা নাম যদি কেহ বলিতে থাকে, তবে আগ্রহের সহিত শুনিতে ইচ্ছাহয়, যেন শুনিলে প্রাণের উপর দিয়া কত কি সুখস্রোত বহিয়া যায়, যেন কত হারান-জিনিষ মনে জাগিয়া উঠে! ভক্ত শতকথার মধ্যে ভগবানের নাম অথবা মাহাত্ম্য শুনিলে, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। দ্বিতীয় কীর্ত্তন ; শুধু শুনিলে প্রাণ মানেনা, নিজের যেন কহিতে ইচ্ছাহয়। বোধহয় যেন নিজে বলিয়া শুনিলে কতই মধুর লাগিবে। লৌকিক প্রেমেও এ লক্ষণ আছে, তবে একটু ভিন্নভাবে, অপরকে লুকাইয়া নির্জ্জনগৃহে একা একা এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া অপ্রধরে আবেগভরে ভালবাসার লোকের নামটি উচ্চারণ করিতে পারিলে প্রেমিকের কত শান্তি! ভক্ত বলেন,—

"সুধাহ'তে সুমধুর নাম!
অতৃপ্ত রসনা, অপূর্ণ বাসনা,
করিতে চাহে যে পান!
সে কথাকহিতে, সে গান গাহিতে,
হৃদয়-তন্ত্রীতে উঠে যে তান!"

পাঠক মনে করিবেননা, আমি উভয়কে তুল্য বলিতে চাহি, এই জন্যই লৌকিক প্রেমর কথা তুলিয়াছি। জাগতিক সমস্ত প্রেমেই যে ভাগবত প্রেমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মলিন ছায়া-বিকাশমাত্র, তাহাই বলিতে চাহি। পূর্ণচন্দ্রের সমল সলিলগত অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব জলের দোষের অংশী হইয়া অন্যরূপ হয়। নির্ম্মল মুখের মলিন দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় কলুষিত লৌকিক প্রেম ভগবানের বিমল প্রেমের প্রতিবিম্ব রূপ অবস্থাবিশেষ। পাত্র, ক্ষেত্র ও মাত্রার ন্যূনাধিক্য বশতঃই লৌকিক প্রেমের ভিন্ন ভাব। ভক্ত কহেন,—

"পুত্র-প্রেম, প্রীতি পত্নী-প্রতি,
ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুজনে রতি ;
আর যত ভাবের উচ্ছ্বাস,
সে প্রেমের এ সব বিকাশ।"

তৃতীয় স্মরণ। মনে চিন্তা করা। ধ্যানাত্মক প্রকাশ। একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে অন্তঃকরণে তদ্ভাবের আবির্ভাব হয়। তন্ময়তাই ইহার মূল মন্ত্র। কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুলের কাব্য-নাটকের প্রসিদ্ধ নায়ক-নায়িকারা স্মরণের অভিনয় করিয়াছেন ; তাহা লৌকিক ক্ষেত্রের স্মরণ, তাহার উদ্দেশ্য অন্য। ভক্তের স্মরণ পূর্ণা-

নন্দের নির্লিপ্ত প্রকাশের অহেতুক রহস্য। কৃষ্ণ-চিন্তায় ব্রজ-গোপিকারা কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। রাধা ও অপর সকল গোপিকা কৃষ্ণ সাজিয়া কৃষ্ণের অসুর-বধাদি লীলার অভিনয় করিয়াছিল। স্মরণের পরিণাম এতদূরও উপস্থিত হইতে পারে। চতুর্থ পাদসেবন। পরিচর্য্যা। প্রেমিক তাহার প্রেম-পাত্রের কতকি পরিচর্য্যা করে। ভক্ত ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তির পরিচর্য্যায় নিজের সমস্তই নিযোজিত করিয়াছে। তাহার পর অর্চ্চন। পূজা। লৌকিক প্রেমিকের পূজোপহার বাহ্যবস্তু ও কলুষিত আভ্যন্তরিক বস্তু। ভক্তের উপহার চিত্ত-কুসুম, ভক্তি-চন্দন, সন্তোষ-সলিল ইত্যাদি পবিত্র মানসোপচার ও পবিত্র বাহ্যবস্তু। মানস-পূজার শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বন্দন প্রণাম। এটী ভাবাবেশের পরিচয়। প্রবল জ্যোতির সম্মুখে অবনত হইয়া প্রকৃতির ভক্ত সর্ব্বময় ভগবানকে দেখিয়া প্রাণের আবেগে গলিয়া পড়েন, তখনই প্রণাম করেন। তারপর দাস্য। দাস্য সমস্ত কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করার নামান্তর। দাস্য অর্থাৎ দাসত্ব। যদি আমি মৎকৃত কার্য্যের ফল গ্রহণ করিলাম না, ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিলাম, তাহাহইলে আমি তাঁহার দাস বই আর কি? ভৃত্য কার্য্য করে, ফল তিহবিনই প্রভুর হস্তে। "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং।"

যাহা কর, যাহা খাও,
যাহা হোম কর, আর অপরে যা দেও;
হে কৌন্তেয়! যত তপ কর অনুদিন,
সব ফল দেও মোরে থেকে উদাসীন,"

এই মহাশিক্ষা—এই ভক্তির পরিস্ফুট লক্ষণ গীতায় দেখাযায়। আমাদের দেশে সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে মন্ত্রপাঠ সহকারে সমর্পণ করিবার নিয়ম অদ্যাপি আছে। এই ভাবের ভাবুক বলেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সখ্য দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। যাঁহাকে বিশ্বাস করাযায়, সে-ই প্রকৃত সখা। সখার কাছে প্রাণের কথা গোপন করা যায়না। নিজের দুর্নীতি (ভগবানকে সখা বলিয়া মনেকরিলে) তাঁহার কাছে লুকান যায়না। কাজেই সখিত্বের পরিণাম আত্মোন্নতি; শেষ লক্ষণ আত্ম-নিবেদন। (আত্মশব্দের শরীর ও মন এই দুই অর্থ লইয়া লিখিত হইতেছে।) দেহ ও মন সমর্পণ করা। দেহ সমর্পণে প্রেমিক বলেন,—

"এ দেহ তোমার বঁধু।
ওটীযে আমার"

আর পরম প্রেমিক বলেন,—

বিনিময় শিখিনাই হরি!
জানি শুধু এদেহ তোমারি।

এইরূপ সকল স্থানেই প্রেমিক প্রতিদান চান, ভক্ত চাননা, কাজেই তিনি পরম প্রেমিক। যে দ্রব্য অপরকে দান করা হইয়াছে, তাহার ভরণ-পোষণ জন্য বড় উৎকট বাসনা থাকেনা, যেমন তেমন করিয়া শরীর-যাত্রা চলিলেই হয়। এ ভাবটী ভক্তের শরীরে পরিস্ফুট। কেননা তিনি ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়াছেন। ভগবানের কার্য্যেই তাঁহার দেহ ব্যয়িত হয়। মন সমর্পণে

সাধারণ প্রেমিক নেওয়া দেওয়া ব্যবসায় করেন। ভক্ত বলেন,—

"দয়াময়, নেওহে মিশায়ে প্রাণে প্রাণ,
বারি-বিন্দু আমি, জলনিধি তুমিই;
এখানে কোথায় তোমার স্থান॥
চাইনা হৃদয়, সম্ভব (ও) ত নয়,
মিশেযাই, ব(হ)ক্ প্রেমতুফান।"

নয়টী লক্ষণের উদয় হইলে ভক্তের প্রাণে আনন্দ-স্রোত বহিতে থাকে। মুহুর্মুহুঃ ভগবানের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শনে ভক্ত আনন্দময় হইয়া যান।

শরীরে রোমাঞ্চ, আলুথালু প্রাণ,
নয়ন সলিলে ভাসে বয়ান,

ইহাই তখনকার প্রেয়াশঃ অবস্থা। ভাগবতে ভগবান বলিতেছেন, "কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা, বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।" আর বলিতেছেন, "বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ, বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতেচ, মদ্‌ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।"

বাণীগদগদ প্রাণ গ'লে যায়,
কভু হাসে কভু কাঁদে উভরায়।
ত্যজি লাজ ভয়, উচ্চ রবে গায়,
কভু নাচে, ধরা পবিত্রিত তায়।।

ভক্তের স্পর্শে জগৎ পবিত্র, ভক্তিযোগে অন্তঃকরণ সরস, ভক্তিশূন্য প্রাণ শ্মশানের মত। ভক্তিতত্ব দুরবগাহ। সাধনমার্গে সর্ব্বত্রই ভক্তি চাই। বুঝিবার দোষেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। ভগবান ভক্তির রহস্য বুঝাইয়া সম্প্রদায়পীড়া নিবারণ করুন, ইহাই তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

(কস্যচিৎ ভক্তিকামস্য।)

রাধাবিনোদিনী।

প্রকৃতি বিশ্বসংসারের প্রসূতি। আমরা জগতে যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি, বিশ্বমাতা প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে নানাবিধ লীলা-মূর্ত্তিতে বিরাজিত। কি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, কি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-সঙ্কুল বিশাল বারিধি; কি দূর্ব্বাদল-সমাকীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, কি স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, কি মরীচিকাময় মরুক্ষেত্র, কি শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ভূমি, কি ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন তামসী নিশা, কি রুচির চন্দ্রিকা-সহচরী, রজনী যাহাই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সমস্তই প্রকৃতির লীলা।

তত্বপিপাসিত প্রাণে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতির দুইটী ভাব পরিস্ফুট—একটী ভৈরব, অপরটী মধুর। বিশ্বমাতাকে আমরা কখনও বলি, "কালী করালী ভৈরবী শ্যামা" এবং কখনও বলি "রাধাবিনোদিনী।"

এ জগতে চিরদিন কোনও ভাবই থাকে না। পরিবর্ত্তন এ বিশ্বের প্রাণ।

কাজেই কখনও আমরা শ্যামা ভালবাসি, কখনও রাধা চাই। যখন হৃদয়ে উগ্রতার আবির্ভাব হয়, হৃদয় রৌদ্ররসে পরিপূর্ণ হয়, তখন আমরা উগ্রতা ভালবাসি। করাল কাল মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ-ভীষণ মূর্ত্তিকেই তখন প্রাণ চায়। তখন তাঁহার গলদেশে বিশাল ভয়াল নরকপাল-মালা, বিকটবদনের ভয়াবহ অট্টহাস, করে নরমুণ্ড ও দর্পখর্ব্বকারী খর্পর ও কটিদেশে রক্তাক্ত ছিন্ননরহস্তরচিত কিঙ্কিণী আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করে। লোলজিহ্বা তখন প্রীতিকর হয়। দারুণ দন্তে রিপু-মস্তক চর্ব্বণ করায় দরদর রুধির-ধারায় সর্ব্বশরীর রঞ্জিত। লম্বিতকেশ। প্রচণ্ড প্রতপ্ত নিশ্বাস। জীবকুল শঙ্কাকুল। তর্জ্জন গর্জ্জনে প্রাণ-মন চমকিত। এদৃশ্যও তখন প্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করে। শবাসন। শব-শিবের পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। মস্তকে বিশাল বিষম বিষধরবেষ্টিত জটাজাল। নয়ন ঈষন্নিমীলিত। হস্তে ভীষণরব বিষাণ ও অম্বরবিদারী ডমরু এবং বিশ্বসংহারক ত্রিশূল। এদৃশ্য দেখিলেও তখন প্রাণে আনন্দ হয়। আভরণ রুদ্রাক্ষমালা। অঙ্গরাগ চিতা-ভস্ম। পানপাত্র নরকপাল! ইহা দেখিলেও তখন শান্তির আবির্ভাব হয়। যেস্থান জনসমাগমশূন্য, প্রবল পবন হুহুরবে বহিতেছে, চিতানল ধূধূ করিতেছে, অস্থিরাশি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, পূতিগন্ধে নাসারন্ধ্র বিদীর্ণ হয়, অঙ্গাররাশি অতীতের সাক্ষ্য দিতে চায়; এহেন শ্মশানে শ্যামাকে দেখিলে প্রীত হই। সঙ্গিনী ডাকিনী হাকিনী প্রেতিনীর মেলাও তখন ভাল লাগে, আমাবস্যার নিশীথসময়ে এ মূর্ত্তির পূজা করিলে প্রাণ সুখী হয়। দেবীর প্রধান প্রীতিকর কার্য্য ধ্বংসও তখন প্রিয় হয়।

আবার যখন মধুর রসের স্রোত হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন আমরা কনকচম্পকবরণী, সুচারুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী রাধাবিনোদিনীকে ইষ্টদেবতা বলিয়া আনন্দিত হই। পরিহিত নীলাম্বরী তখন নয়ন রঞ্জন করে, কণ্ঠদেশের কমলমালা তখন ভাল বোধ হয়। চরণযুগলের মণিমঞ্জীর তখন শ্রবণে সুধা ঢালিয়া দেয়। বাহুবল্লীতে প্রসূনবলয় তখন চক্ষুঃপ্রীতিকর বোধ হয়। সঙ্গিনী ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী হৃদয়ে সুখের উৎস ফুটাইয়া দেয়। মধুরা দেবীর দক্ষিণদেশে নবঘনশ্যাম তনু—মোহনমূর্ত্তি! তাঁহার ললাটে অলকাতিলকা, গলে গুঞ্জমালা, শরীরে অগুরু চন্দন, অধরে মধুর সুধারসময় শ্রীরাগ আলাপকারী প্রাণ-মনোহারী মুরলী, পরিধান পীতাম্বর, উচ্চ শিখি-পুচ্ছগুচ্ছের চারুচূড়া শিরোদেশ চুম্বন করিতে উদ্যত। দর্শনেই তখন প্রাণে হারান-সুখ জাগিয়া উঠে। প্রাণারাম যমুনাপুলিনে প্রাণ তখন পরিতৃপ্ত হয়। তমাল-ডালে কোকিলকুলের মন-মাতান কলকাকলি, প্রফুল্ল প্রসূনে মধুগন্ধে অন্ধ অলিকুলের আকুল বিচরণ ও একতানে গুণ গুণ রবে গান, মুকলিত চূতলতিকা, পুষ্পরাশি-বিরাজিত কেলীকদম্ব, কুসুম-পরিমলবাহী মন্দ মন্দ মলয়ানিলান্দোলিত লতিকাকুল-সমাকুল মঞ্জুতর কুঞ্জবন, এ সকলই তখন হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। পূর্ণচন্দ্রের পবিত্র চন্দ্রিকায়

যেদিন ধরাতল ধৌত, চকোরের পিপাসা যে দিন পরিপূর্ণ, সেই জগন্মোহর রাস-পূর্ণিমাতেই এই মধুর মূর্ত্তি পূজা করিলে শান্তি-রসে প্রাণ আপ্লুত হয়।

একদিকে ভীষণতার ভয়ানক দৃশ্য, অপর-দিকে মাধুর্য্যের ললিত মৃদুল প্রবাহ। এক-দিকে তরুণ অরুণের চারুকিরণে জগৎ পুলকিত ও আলোকিত, অপরদিকে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের খরতর করে কলেবরে স্বেদনীর গলিতে থাকে, পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত, শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভীত।

যখন হৃদয় মধুর রসে সিক্ত, তখন রৌদ্র মূর্ত্তির ভীষণতাদর্শনে কম্পিত-কলেবরে ভগ্নস্বরে বলিতে ইচ্ছা হয় "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।" আবার মধুর মূর্ত্তি দেখিলে প্রীতচিত্তে বলি, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

রৌদ্ররসের পূর্ণাবির্ভাব; বিষম ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত। প্রবল পবনের পৈশাচ ক্রীড়া, কখনও সম্মুখস্থ উচ্চশির তরুকে মহা বলে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। আঘাতে বৃক্ষকুল ধরাশায়ী। উৎপীড়নে জীবজন্তু নিরাশ্রয়—অনুপায়, "হায় হায়" করিতেছে। মেঘগণ গর্জ্জন পূর্ব্বক বিজয়-ডঙ্কার কার্য্য করিতেছে, মুষলধারে বারিবর্ষণ, করকা-নিকরের শব্দে শ্রবণ ব্যথিত, কুলী-শকলাপের তীব্রাগ্নিতে কত বৃক্ষ দগ্ধ হইতেছে, গুড়ুম্ গুড়ুম্ রবে প্রাণ আতঙ্কিত, মধ্যে মধ্যে বিজলীস্ফুরণ অট্টহাস্য, রৌদ্রী প্রকৃতির এই ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শন করিলেই তখন মনে হয়, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন লতাকুলে কেলী-পরবশ ধীর স্থির মলয় সমীর শরীরে লাগে, যখন বজ্রাগ্নি, চপলাচমক, শিলাপাত, কিছুই নাই, বারিবর্ষণও নাই, তরুকুল শান্তভাবে দণ্ডায়মান; যখন এই মধুরা প্রকৃতির লীলা দেখি, তখন হৃদয়-তন্ত্রীতে একটী ঝঙ্কার উঠে "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

বিশাল অতল বারিনিধি, ঝটিকারঙ্গে প্রমত্ত তরঙ্গভঙ্গে তীরদেশ গ্রাস করিবার জন্য বিকট বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর, সে গর্জ্জন শ্রবণ করিলে হৃৎকম্প হয়; ঝটিকা-তাড়িত পোত সকল কখনও কখনও বিলীন হইতেছে, কখনও আবার দেখা যাইতেছে; বিপন্ন কণ্ঠের, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! দেখিতে দেখিতে চিরকালের জন্য পোত-খানির বিলয়। ভীষণ আবর্ত্ত। মধ্যে মধ্যে বাড়বাগ্নির ভয়ঙ্কর খেলা। এ করালী মূর্ত্তি দর্শন করিলে শঙ্কায় প্রাণ বলে, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

এদিকে কুঞ্জবনমধ্যস্থা পূতসলিলা কালিন্দীর নিস্তরঙ্গ বক্ষ। মলয়পবন-তাড়িত নূতন সুভগ-লহরীমালা প্রেমভরে তীরস্থ তমাল-তরুর চরণ ধোয়াইয়া দিতেছে। কুল কুল রবে একে অপরের কানে প্রাণের কথা কহিতেছে, সারি সারি তরি চলিতেছে, বাহক সবে মধুর রবে সারি গাইতেছে, কুলে মরালদল জলকেলি করিতেছে, জলে কমল কতই না শোভা করিয়াছে! মৃদু বাতাসে একে অপরের গায় গড়াইয়া পড়িতেছে, এ মধুর শান্ত দৃশ্য দেখিলে প্রাণে তান উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

ভয়াবহ মরুস্থান! তরুরাজির দেখা নাই, বারিলাভের আশাও দুরাশা! অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত বালুকারাশি প্রবল বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত! দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করিতে উদ্যত! ক্লান্ত পথিক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ—ছট্ ফট্—শীতল ছায়ার অভাবে হাহাকার করিতেছে, কি কঠোর ব্যাপার! পবন অঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রী প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব! প্রাণ যায়! এ দৃশ্য সম্মুখীন হইলে সভয়ে বলি, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন, "সুরম্য কুসমকানন, কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর, সুরস ফল ভরে অবনত বৃক্ষ সমূহ, শ্যামলদুর্ব্বাদল, মধুর যমুনা-জল, মৃদু মন্দ গন্ধবহ, স্নিগ্ধ যমুনাতট, অদূরে সুচ্ছায় প্রাচীন বট, এই প্রকৃতির মধুর মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হয়, হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। মন বলে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

যোধবৃন্দ রণরঙ্গে প্রমত্ত। ভয়ঙ্কর শব্দে রণঢক্কা, দামামা, দুন্দুভি, ভেরী, তুরী বাজিতেছে। অসূয়া-হিংসা-দ্বেষ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত। কামানের ভীষণ শব্দ। তরবারির ঝন্ঝনা। "মার মার" বিকট চীৎকার। "উহুঃ উহুঃ" তীব্র হাহাকার। শুণ্ডধরের শুণ্ড-সঞ্চালন। বাজিরাজির গম্ভীর গর্জ্জন। মুহুর্ম্মুহুঃ বীরগণের দম্ভকড়মড়ি। সক্রোধ ভীম উচ্চ হাস। রুধির-স্রোতে মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত। ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ, ছিন্ন মস্তক রাশি রাশি পতিত। ফেরুদলের আনন্দ-ধ্বনি। শকুনি-গৃধিনীর বিকট রব। সৈন্যগণের সাহঙ্কার হুহুঙ্কার। দিগ্‌বসনা রণচণ্ডী। কি ভীষণতা! এই ভীমা প্রকৃতির দিকে চাহিলেই প্রাণ কাঁপে। বলিতে হয় "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

এ দিকে গোপাল-দল গোচারণে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট; মূর্ত্তিমান শান্ত-মধুর-দাস্য ও সখ্য ভাব! দাম, সুদাম, বসুদাম, শ্রীদাম আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। গো-বৎসের হাম্বারব, নবতৃণপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর। বৃন্দাবনের ময়ূর-ময়ূরী—শুক-শারীর আনন্দ-নৃত্য। প্রেমের পূর্ণপ্রকাশ। স্নেহ, ভক্তি, সখিত্ব, সরলতার পরাকাষ্ঠা। মুখের ফলটী মিষ্ট বলিয়া বোধ হইলে অপরকে দেওয়া। কত ভালবাসা। বংশী-রব, বালক্রীড়া, কত মধুর। এ দৃশ্য চখে পড়িলে প্রাণ আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যায়। প্রেমের তুফান বহিতে থাকে। বলিতে হয় "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

প্রবলভূমিকম্প। প্রাচীন মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া ভূপতিত। সুরম্য প্রাসাদ ধরাশায়ী। ভবন শ্মশানে পরিণত। সাগরের জল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াও উচ্ছলিত; ধরণী সঘনে কাঁপিতেছে। উন্নত স্তম্ভ, বিশাল বৃক্ষ ও গ্রাম-নগর ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার কত প্রোথিত পর্ব্বত গাত্রোত্থান করিতেছে। নদীর জল গড়াইয়া গ্রামের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়াছে। দাঁড়াইলে পড়িয়া যাই। কোলাহল ও ক্রন্দনে আকাশ শব্দায়মান। কেহ পতিত, কেহ পীড়িত, কাহারও হস্ত-পদ ভগ্ন, কাহারও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। এ উলঙ্গিনী করালী

প্রকৃতি দর্শন করিলে সভয়ে বলি, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

আবার যখন দেখি, চরাচর স্থির। অট্টালিকা যেন আনন্দে দণ্ডায়মান। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। ভূমিতল যেমন তেমনি শান্তিময়। নদী আপন মনে বহিতেছে। কুসুমবন প্রাণ-রঞ্জন ভাবে সজ্জিত। চতুর্দ্দিকে শান্তির বিজয়-পতাকা উড়িতেছে। দর্শন মাত্রেই মনে উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

একদিকে করাল দুর্ভিক্ষের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি, অন্নাভাব, জলাভাব, ঘরে ঘরে হাহা-কার! বেদনা—যাতনা—লাঞ্ছনা। নয়ন-জল, মর্ম্মপীড়া, দীর্ঘ নিশ্বাস! শরীর অস্থি-সার! চক্ষুঃ কোটরগত। বদন বিবর্ণ! কণ্ঠ শুষ্ক। হৃদয়বিদারক দৃশ্য! অভা-বের পর অভাব! বিসূচিকা! প্রবল পিপাসা! হিমাঙ্গ! কণ্ঠরোধ! দৃষ্টিহীনতা ছটফটি, শিরোলুণ্ঠন। জ্বর-জ্বালা, প্রলাপ-বাক্য, তন্দ্রা, কাতরোক্তি! গৃহ জনশূন্য অরণ্য প্রায়! শৃগাল-কুকুরের রাজত্ব। পূতিগন্ধ! শবের উপর শব! এই প্রকৃতির নৃমুণ্ডমালিনীরূপ চিন্তা করিলে প্রাণ আকুল হয়। অমনি হৃদয়ে জাগে, "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

অন্যদিকে সুবৃষ্টি, দেশ শস্য-সম্পন্ন। প্রতিগৃহে আনন্দ-গীতি, শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা! হাসির লহরী! আমোদ—আশ্বাস—স্বাস্থ্য—উৎ-সাহ, কার্য্যসম্পাদন। সর্ব্বত্র উৎসব। আনন্দ-বাদ্য! দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, তোরণে তোরণে শুভ কদলীস্তম্ভ। বিষাদের দেখা নাই, বিবাদের পরিচয় নাই। কি মধুরতা! মনে ভাবিলেও প্রীত হই, আর অন্তরে উঠে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

নিদাঘের নির্দ্দয় তাড়ন, স্নেহ-শূন্য ধরা-বক্ষ শত খণ্ডে বিভক্ত, নদীগর্ভে সলিল নাই, কেবল বালুকা-রাশি! পবন অতিশয় উত্তপ্ত! গ্রীষ্মের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবারি—তরঙ্গ বহিতেছে, ভানুদেব প্রচণ্ড কিরণ অকাতরে বর্ষণ করিতেছেন। বন উপবন দগ্ধ প্রায়! পত্র-ছায়া নাই! আকাশে মেঘের দেখা নাই, নদীর জল উত্তপ্ত প্রায়। প্রাণ ব্যাকুল! রৌদ্রী প্রকৃতির এ মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভয়ে বলি "ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

বসন্তবায়ু। উদ্যানে কুসুম-সুষমা, প্রাণ-মন হরণ করিতেছে। দিবাবসানের রমণীয়তায় মুগ্ধ হইতে হয়। কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন। বাহ্যদৃশ্য লাবণ্য-পরিপূর্ণ। সকলই যেন মধুর। এ মধুরা প্রকৃতির মাধুর্য্য প্রাণে উদিত হইলে মন মুগ্ধ হয়, বলিতে থাকে, "চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী"।

যোগাচল, ভৈরবতার বাসস্থান! জীবজন্তুর দর্শন নাই। নীরবতার রাজ্য। পদ্মাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য অভিনয়। যোগী ঊর্দ্ধবাহু। পত্রাহার, অনাহার, বায়ুভক্ষণ, জীর্ণশরীর, নিমীলিত নেত্র, ঊর্দ্ধপদে, অধোমুখে। গ্রীষ্মে ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড চতুর্দ্দিকে, মধ্যে অবস্থান। শীতে জলমজ্জন। বর্ষায় অনাবৃত স্থানে অবস্থান। স্বহস্তে মস্তকের কেশোৎপাটন। প্রবল

বায়ুতে অনাবৃত শরীরে অবস্থিতি। অস্ত্রদ্বারা নিজমস্তক ছেদন পূর্ব্বক স্বহস্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! করে ও গলে রুদ্রাক্ষমালা। ভালে ত্রিপুণ্ড্র! সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম—উলঙ্গ। এ কঠোর সাধকের রৌদ্রী প্রকৃতিকে দেখিলে মন বলে,—"ভয় পাই শ্যামা উলঙ্গিনী।"

অন্যদিকে সংকীর্ত্তনের অঙ্গন। আনন্দ-কোলাহল। মধুর মৃদঙ্গ, সঙ্গে মৃদুল করতাল, রামশিঙ্গা। প্রেমভরে ধুলায় গড়াগড়ি। নয়নে প্রেমবারি। আবেগ-আবেশ ভরে মুখে হরি হরি! প্রেমে নাচা, প্রেমে কাঁদা, প্রেমে প্রাণ-বাঁধা! কি মধুর! কি শান্তি! কি ললিত! দর্শনমাত্রেই প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশের গভীর রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হয়, উহার উপরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে,—"চায় প্রাণ রাধাবিনোদিনী।"

(বিশ্ব-মাতা—চরণাশ্রিতস্য কস্যচিৎ—।)

স্তোত্র।

অনন্ত অজ্ঞের অনাদি কারণ,
সৃজন করিছ, করিছ পালন;
নাশিছ সময়ে, হে বিশ্বপাবন!
সকলি তোমার নিয়মবশে।

নিয়মে তোমার রবি-শশধর——
গ্রহ আদি করি ফিরে নিরন্তর;
নক্ষত্র নিকর রচনা তোমার,
তোমারি মহিমা গগনে ভাসে।

অণু হতে তুমি হও ক্ষুদ্রতর,
আকাশ জিনিয়া তব কলেবর;—
তুমি হে স্বয়ম্ভু জনক সবার,
তোমাতে আবার সকলি লয়।

পুত্ররূপে স্নেহ করিছ গ্রহণ,
পত্নীরূপে প্রেম কর বিতরণ,
সর্ব্বভূতে তুমি আছ সর্ব্বক্ষণ;
তথাপিও তোমা দেখা না যায়।

তুমিই পুরুষ—তুমিই প্রকৃতি,
সত্য শান্ত তুমি—তুমিই নিয়তি,
সদানন্দময় চিন্ময় মুরতি,
নিদান তোমার কেহ না পায়।

তুমি নিরাকার, তুমিই সাকার,
তুমিই আলোক, তুমিই আঁধার,—
তুমি গুপ্ত, তুমি বিদিত সবার,
ডুবিয়া অবনী তব মায়ায়।

অনন্ত আকাশ মস্তক তোমার,
দুই চক্ষু তব শশী-দিবাকর,
তুমিই করেছ তব কলেবর;—
নিশ্বাস পবন নিয়ত বয়।

কটীতে সাগর পরিধান বাস,
তুমিই প্রকাশ তুমিই বিনাশ,
না জানি তোমার কিবা অভিলাষ,
কি উদ্দেশ্য তব কে জানে তা।

জগত জনমে বাসনার বলে;
রাখিয়াছ সবে মরি কি কৌশলে!

কে চিনে তোমায় এ জগতীতলে?
লক্ষ্যহীন সবে কোথায় ধায়?

কোথা বা ছিলাম, কোথাবা এলাম!
ওহে দয়াময়! কেন আসিলাম?
ভাসিতে ভাসিতে কোথা চলিলাম!
না জানিহে প্রভু কিসের তরে?

দেও পদাশ্রয় সর্ব্বশক্তিময়,
স্বরূপ তোমার বুঝাও আমায়,
তত্ত্বমসি বাক্য বেদের নির্ণয়——
সেই তুমি আমি এক শরীরে!

তবে কেন মন! আছরে ঘুমায়ে?
আত্মজ্ঞান লভি উঠরে জাগিয়ে।
বিবেকের কথা শুন স্থির হয়ে,
অচিরে সুফল ফলিবে তোর।

অজ্ঞান-আঁধার রহিবে না আর,
যাবে ভ্রান্তি—শান্তি আসিবে আবার,
সর্ব্বভূতে আমি—সকলি আমার,
আমার জীবন তাঁহাতে ভোর।

মোহান্ধ মানব, জাগরে জাগরে——
কর্ম্মক্ষেত্র এই, এসেছ সংসারে,
থেকনা ঘুমায়ে জাগিয়ে উঠরে
জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও হৃদয় মাঝে।

দেহ-রাজ্য তব ক'রে অধিকার,
রিপুগণ সদা করিছে বিহার,
কেমনে সহিছ হেন অত্যাচার,
পোড়াও সে সবে জ্ঞানাগ্নি তেজে।

হে বিভো! দুর্ব্বল সন্তানে তোমার
করুণনয়নে চাও একবার,
দেও-শক্তি—শিক্ষা আত্মদান আর,
নিবেদি হে ঈশ! তব চরণে।

ডুবিয়া রয়েছে, উঠিবে কি আর
অকৃতজ্ঞ মূঢ় তনয় তোমার?
পতিত আমরা তরিব কি আর
পতিতপাবন নামের গুণে?

ব্রহ্মচারি আশ্রম। } শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী।

ওঁ

আপস্তম্বীয়-গৃহ্যসূত্র।

(প্রথম খণ্ড)

বৈদিক কালের আর্য্যগণের আচার ব্যবহারাদির পরিচয় পাইতে হইলে গৃহ্যসূত্র অধ্যয়ন করা অতীব আবশ্যক। প্রাচীন ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশে ঐ সমস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়েও অনুশীলন উঠিয়া গিয়াছে। দুষ্প্রাপ্য দুই এক খানি গৃহ্যসূত্র উহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কয়জনের অবকাশ আছে? পুরাকালের আচার ব্যবহার সময়ের স্রোতে পতিত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কোনটী বা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, গৃহ্যসূত্র পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়। গোভিল, আশ্বলায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতির গৃহ্যসূত্র গুলির মধ্যে আপস্তম্বের গৃহ্যসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং, সর্ব্বপ্রথমে আমরা

আপস্তম্ব-প্রণীত গৃহ্যসূত্রখানির আলোচনা করিব। আপস্তম্বের প্রথম সূত্র।—

অথ কর্ম্মাণ্যাচারাদ্যানি গৃহ্যন্তে। ১

ইহার বৃত্তিকার-সম্মত অর্থ এই যে, অতঃপর বিবাহাদি যে সকল কর্ম্ম আচার-পরম্পরায় হওয়া যায়, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম বিষয়ক অগ্নির প্রত্যক্ষশ্রোত বিধান প্রায়ই দেখা যায় না, সেই সকল কর্ম্মের বিষয় বলিতেছি। এ সূত্রটী প্রতিজ্ঞাবোধক। এই সূত্রে "গৃহ্যন্তে" এই পদের দ্বারা গ্রন্থের নাম "গৃহ্যসূত্র" এ কথাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, "গৃহ্যসূত্র" কাহাকে বলে। বেদের ছয়টী অঙ্গ আছে, যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। ইহার মধ্যে কল্প, নামক অঙ্গ গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র নামে অভিহিত হয়। কল্প অর্থাৎ মহর্ষিগণের রচিত বেদাঙ্গ শ্রৌত ও গৃহ্যগ্রন্থ সূত্রকারের গঠিত, এজন্য উহাদের নাম শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। শ্রৌতসূত্রভাগে শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত শ্রৌতাগ্নি-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। শ্রৌত অগ্নির বিষয় বেদের ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রভাগে আচারপ্রাপ্ত স্মার্ত্তাগ্নিসাধ্য বিবাহাদিকর্ম্ম বলা হইয়াছে। গৃহ্য অথবা স্মার্ত্ত অগ্নির বিষয় বেদে থাকিলেও, স্পষ্টরূপে শ্রৌত অগ্নির ন্যায় তাহার ব্যবহার প্রণালী প্রদর্শিত হইতে পারে নাই। এই "গৃহ্য" অথবা স্মার্ত্ত অগ্নিও তদ্বিহিত কর্ম্মাদির প্রকাশক বলিয়া সূত্রগ্রন্থ ও "গৃহ্যসূত্র" নাম প্রাপ্ত হয়। গৃহ্য শব্দের অর্থ দুই প্রকার, (গৃহায় হিতং ইত্যর্থে) অগ্নি এবং ভার্য্যা। "গৃহ্য অগ্নি"-সাধ্য কর্ম্ম, গৃহ্য কর্ম্ম, তৎ-প্রতিপাদক সূত্রগ্রন্থ গৃহ্যসূত্র। আবার ভার্য্যার্থ অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদনের জন্য বিবাহ কর্ম্মাদি গৃহ্যকর্ম্ম, তৎপরিজ্ঞাপক শাস্ত্রও গৃহ্যসূত্র। প্রতিজ্ঞায় গোভিল বলেন,—গৃহ্যকর্ম্মাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তাঁহার মতে বিবাহাদি গৃহ্যকর্ম্ম। পত্নী-পুত্র-কন্যাদির নাম গৃহ্য। তৎসংস্কারার্থকৃত সমস্ত জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারকর্ম্ম গৃহ্য। তদ্বোধিক সূত্র তাঁহার মতে "গৃহ্যসূত্র" অথবা "গৃহ্যসূত্র" নাম ধারণ করিবে, ইহা বিবেচ্য। "গৃহ্য-সংগ্রহ" গ্রন্থে তাঁহার মত-পোষক বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—"পত্ন্যঃ পুত্রাশ্চ কন্যাশ্চ জনিষ্যাশ্চাপরে সুতাঃ। গৃহ্যা ইত সমাখ্যাতা যজমানস্য দারকাঃ। তেষাং সংস্কারযোগেন শান্তিকর্ম্মক্রিয়াসুচ। আচার্য্য-বিহিতং কল্পস্তস্মাদ্‌গৃহ্যা ইতি স্থিতিঃ।"

গৃহ্যাসংগ্রহঃ ১। ৩৫। ৩৬।

আশ্বালায়নীয় গৃহ্যসূত্রের প্রথম সূত্র "উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যানি বক্ষ্যামঃ।" এখানেও কর্ম্মের নাম গৃহ্য দেখা যায়। গর্গনারায়ণের বৃত্তিতে দেখা যায় "গৃহ-নিমিত্তোঽগ্নির্গৃহ্যঃ।" অর্থাৎ বিবাহ উৎপন্ন অগ্নি গৃহ্য। তাহাতে কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্যই গৃহ্যকর্ম্ম। তিনি বলেন, গৃহশব্দের অর্থ ভার্য্যা ও শালা। যাহা হউক, প্রত্যেক মতেই আচার পরিজ্ঞাত বিবাহ কর্ম্ম গৃহ্য কর্ম্ম, তৎশাস্ত্র "গৃহ্যসূত্র" ইহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রতিজ্ঞাবসানে, আপস্তম্ব যে সকল কর্ম্ম বলিবেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে কতক-গুলি সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সাধারণতঃ কিরূপ সময়ে কি নিয়ম করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলিলেন,—

উদগয়ন পূর্ব্বপক্ষাহঃ পুণ্যাহেষু কার্য্যাণি। ২।

অর্থাৎ উদগয়ন (উত্তরায়ণ) পূর্ব্বপক্ষহ (শুক্লপক্ষদিন) পুণ্যাহ, এই সকল সময়ে কার্য্য সকল করিতে হইবে। এই নিয়ম যেখানে বিশেষরূপে কিছু বলা হইয়াছে, সেখানকার জন্য নহে, বুঝিতে হইবে। উত্তরায়ণে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা প্রায়শঃ দৈব বিষয়েই অধিক দেখাযায়। শাস্ত্রের ঘোষণা—উত্তরায়ণে দেবগণ জাগ্রত ও দক্ষিণায়নে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। তজ্জন্যই শ্রীরাম চন্দ্রের অকালে বোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল। মহাত্মা ভীষ্মদেব দক্ষিণায়নে জীবন ত্যাগ করিতেও স্বীকার করেন নাই। উত্তরায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। পূর্ব্বপক্ষ বলিলে শুক্লপক্ষ বুঝিবার কারণ এই যে, গণনায় শুক্লপক্ষই প্রথম ধৃত হয়। শুক্লপ্রতিপদ হইতে আমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস গণনার নিয়ম। শুক্লপক্ষীয় দিবসে কার্য্যানুষ্ঠান সুবিধা জনক। পুণ্যাহ শব্দের অর্থ বৃত্তিকার বলেন' জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সকল পুণ্যাহ বলিয়া বিখ্যাত,' তাহাই। কেহ বলেন দিন—অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়কে সমান নব ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, এই পাঁচ ভাগকে পুণ্যাহ বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনও ভাগ বার বেলা ইত্যাদি হইলে পরিত্যাজ্য। এই পাঁচ ভাগের পাঁচটী নাম আছে। প্রাতস্তন, সংগব, মধ্যন্দিন, অপরাহ্ন, সায়ং। কাহার-মতে কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে বিশাখানক্ষত্র পর্য্যন্ত যত গুলি নক্ষত্র, ঐ গুলির নাম পুণ্যাহ দেবনক্ষত্র। ঐ সকল নক্ষত্র যে যে দিনে থাকিবে, সেই সকল দিনের বিধান বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও নব্যব্যাখ্যাকারের মতে যে দিনে মেঘ, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাতাদি উপসর্গ নাই, সেই দিনই পুণ্যাহ। এই কয়টী দিনেই করিতে হইবে। উত্তরায়ণ প্রভৃতি সকল গুলি অর্থাৎ উত্তরায়ণ পূর্ব্বপক্ষ-দিন ও পুণ্যাহের একত্র সমুচ্চয় হইলেই কর্ম্মযোগ্য সময় হইল। কোনও একটী হইল, অপরটী হইল না, এরূপভাবে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়। বৃত্তিকার বলেন—উদগয়নাদীনং সমুচ্চয়োন বিকল্প।

তৃতীয় সূত্রে কর্ম্মকর্ত্তার, যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম বলা হইতেছে।

যজ্ঞোপবীতিনা। ৩।

যজ্ঞোপবীতী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে গোভিল বলেন,—"যজ্ঞোপবীতং কুরুতে বস্ত্রং বাহপি বা কুশরজ্জুঃএব। সূত্র-বস্ত্র অথব কুশরজ্জু যজ্ঞোপবীত হইবে। যখন যেরূপ সুলভ, তদনুসারেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যত্র "অজিন নির্ম্মিত" যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের প্রমাণও পাওয়া যাইতে পারে।

যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়ম আছে। দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় সব্যেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং যজ্ঞোপবীতী ভবতি।” অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, মস্তক অবনত করিয়া বামস্কন্ধের উপর যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে। দক্ষিণ কক্ষের অধোভাগে লম্বমান রাখিবে; এই রূপ করিলে তাহাকে যজ্ঞোপবীতী বলে। আমরা সর্ব্বদা এই নিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকি; এ নিয়মটী দৈবকার্য্য বুঝিতে হইবে। কেননা পৈত্র্য কর্ম্মে বিশেষ বিধান আছে। এখানে যজ্ঞোপবীতের নবগুণাদির বিবয় ও পরিমাণাদি বলা হইল না। সময়ান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইতেছে;—

প্রদক্ষিণং ।৪।

অর্থাৎ প্রদক্ষিণভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। বৃত্তিকার মহোদয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা করাকেই “প্রদক্ষিণ” বলেন। (দক্ষিণং পাণিং প্রতি গতং ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) দক্ষিণ অঙ্গের প্রাধান্য বলাই এখানে তাৎপর্য্য। দক্ষিণ হস্ত কার্য্যসম্পাদক, বামহস্ত তাহার সহকারী মাত্র, এই নিয়ম প্রায় দৈব পৈত্র্য সাধারণ হইলেও দৈব কার্য্যে দক্ষিণ জানু পাতিবার ব্যবস্থা দেখাযায়। পৈত্র্যে তাহার বিপরীত। ব্যবহারই এখানে প্রবল প্রমাণ, কেননা ইহা আচারপ্রধান শাস্ত্র। দৈবকার্য্যের এই নিয়ম শ্রৌতসূত্রে বলা হইয়াছে। তথাপি জাতকর্ম্মাদি মনুষ্যকর্ম্মেও ইহার ব্যবহার আছে জানাইবার জন্য এখানে আবার বলা হইতেছে

অতঃপর কোন্‌দিকে সম্মুখ রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে; যথা;—

পুরস্তাদুদগ্বোপক্রমঃ। ৫।

পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া কার্য্যের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ করিতে হইবে। কোনও কোনও কার্য্যে অন্য প্রকার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং এনিয়ম সাধারণতঃ। কদাচিৎ সন্দিগ্ধরূপেও ইহার ব্যভিচার করাহয়।

কার্য্য সমাপ্তি সময়ে ঐ নিয়ম অতিক্রম করা যাইবে কিনা, তাহা লিখিত হইতেছে।

তথাপবর্গঃ। ৬।

অপবর্গ অর্থাৎ সমাপ্তি সময়েও পূর্ব্বাভিমুখ অথবা উত্তরাভিমুখ হইয়া করিতে হইবে। পুরাকালের এই সমস্ত নিয়ম অদ্যাপি জনসমাজে আদৃত রহিয়াছে। ভাগ্যদোষে আমরা ইহার প্রচলনের সময় পর্য্যন্তও অবগত নহি।

সাধারণ নিয়মানুসারে পৈত্র্য কার্য্য হইবে কিনা, এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলা হইতেছে।

অপরপক্ষেপিত্র্যানি। ৭।

যে সকল কর্ম্ম পিতৃপুরুষগণকে উদ্দেশ করিয়া করা হয়, তাহাকে পৈত্র্য কর্ম্ম কহে। জীবিত পিতাদির প্রতি এরূপ ব্যবহার নহে। পরলোকগত পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি যাহা করা হয়, তাহাই এখানে লক্ষ্য। ঐ সমস্ত কর্ম্ম কৃষ্ণপক্ষে করা উচিত। কৃষ্ণপক্ষের

একাদশী অথবা অমাবস্যাই শ্রাদ্ধাদির কাল। "অপরপক্ষ" নামক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণপক্ষে আমাদের দেশে তিলতর্পণ করা হইয়া থাকে। এইসকল কার্য্য কৃষ্ণপক্ষেই বিহিত ও অনুষ্ঠিত। অতএব এ প্রচলিত নিয়মটীর বিষয়ে বেশী বলিবার প্রয়োজন দেখিনা।

পৈত্র্যকার্য্য যজ্ঞোপবীতী হইয়া অথবা অন্যথা করিবার বিধান আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা——

প্রাচীনাবীতিনা। ৮।

পিতৃকাকার্য্যের সময়ে প্রাচীনাবীতী হইতে হইবে। গোভিলও বলিয়াছেন, "পিতৃযজ্ঞেষ্বের প্রাচীনাবীতী ভবতি।" প্রাচীনাবীতী হওয়া কাহাকে বলে, এ কথায় আপস্তম্ব আপাততঃ কিছু বলেন নাই। গোভিল বলেন, "সব্যবাহুমুদ্ধৃত্য শিরো-হবধায় দক্ষিণেহংসে প্রতিষ্ঠাপিয়তি" সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।" বাম হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া মস্তক অবনত করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিবে, দক্ষিণ কক্ষদেশে লম্বায়মান করিয়া দিবে, এই প্রকারে যজ্ঞোপবীতধারণ করিলে, তাহাকে "প্রাচীনাবীতী" বলে। শ্রাদ্ধাদিতে এই নিয়ম এখনও রক্ষিত হয়। মালাকারে উত্তরীয় ধারণের নাম নিবীত। যিনি ঐরূপ করেন, তিনি নিবীতী। অনেকে বলেন, দৈবকার্য্যে যজ্ঞোপবীতী ও পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইবার ব্যবস্থা থাকিলে তাৎপর্য্যতঃ বুঝা যায়, সাধারণ সময়ে নিবীতী থাকাই উচিত। ব্যবহার এ কথায় অনুমোদন করে না। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ের বিশদ আন্দোলন করিব। কোন প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত বলেন, গোভিলোক্ত সূত্রে অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী বিজ্ঞাপক সূত্রদ্বয়ে "দক্ষিণংকক্ষমন্ববলম্বং ও "সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং" এক দুইটী বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, কক্ষ পর্য্যন্ত হইলেই সামবেদীয় কৌথুমশাখার ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীতের উপযুক্ত পরিমাণ হইল। সর্ব্বদা যেরূপ দীর্ঘ প্রমাণ সামবেদীয়েরা ব্যবহার করেন, তাহা প্রাচীন নিয়ম নহে। আমরা দেখিতে পাই, ঐ সূত্রে যজ্ঞোপবীত-পরিমাণের কথা বলা হয় নাই, কেবল যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী হইবার প্রকারই বলা হইয়াছে। সামবেদীয়গণের ঐরূপ হ্রস্ব প্রমাণ স্বীকার করিলে ব্যবহার ও অনেক ঋষিবাক্য ভুল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা সময়ে ইহার আলোচনা করিব।

নবম সূত্রে বলা যাইতেছে—

প্রসব্যং। ৯।

সব্য অর্থাৎ বামাঙ্গের এখানে প্রাধান্য পিতৃকর্ম্মে প্রায়শঃই পাতিত বামজানুর ব্যবস্থা ও ব্যবহার। প্রদক্ষিণ ও প্রসব্য এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, নিজের বক্ষঃস্থলের সমসূত্রপাতে সম্মুখে যে স্থান, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের স্থানের নাম প্রদক্ষিণ ও বামের স্থানের নাম প্রসব্য। দৈবকার্য্যে প্রদক্ষিণ স্থানের অধিক উপযোগিতা। পৈত্র্যে প্রসব্যের অধিক ব্যবহার। সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। সুধীগণের উপর উৎকর্ষ বিচারের ভার অর্পণ করিয়া অদ্য আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। অবসরে এবিষয় আলোচ্য।

পিতৃকার্য্যের অপর বিশেষ নিয়ম বলা হইয়েছে।

দক্ষিণতোঽপবর্গঃ। ১। ১০।

পিতৃ কার্য্যের পরিসমাপ্তি দক্ষিণাভিমুখে হইবে। আরম্ভ সর্ব্বত্র সমান নয়, এজন্য বিশেষ বলা হইল না। যথাযথ তত্তৎ প্রকরণে কথিত নিয়মে করিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত যে সকল কাল বিধান উক্ত হইল, উহা নৈমিত্তিক কর্ম্মে নহে, ইহা বর্ত্তমান সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে।

নিমিত্তাবেক্ষানি নৈমিত্তিকানি।১১।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা কোন একটী নিমিত্তকে উদ্দেশ করিয়াই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা নিমিত্তকেই অপেক্ষা করে, উদগয়নাদি পুর্ব্বোক্ত কালের অপেক্ষা করে না। পুত্রের জাতকর্ম্ম পুত্র জন্মিলেই করিতে হইবে, নচেৎ নহে। পুত্র যদি অশুদ্ধ কালে কৃষ্ণপক্ষে দুর্দ্দিনে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে জাত কর্ম্ম শুক্লপক্ষের অপেক্ষায় বদ্ধ থাকিবে না। নিমিত্ত সংঘটিত হইলে, তদনন্তরই নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হয়। দীর্ঘকাল পরে নয়। অগারস্থূণা-বিরোহণ নৈমিত্তিক কর্ম্ম বৃত্তিকার বলেন। গৃহ প্রবেশকে কেহ নৈমিত্তিক বলেন, কেহ বলেন না। আতিথ্য কর্ম্ম পাকনিষ্পন্ন হইলে করিতে হয়, সুতরাং উহা নৈমিত্তিক। সীমন্তোন্নয়নাদি নৈমিত্তিক, ইহা বৃত্তিকার মহোদয়ের মত। আমরা ক্রমশঃ অন্যান্য সমস্ত গৃহ্যকর্ম্ম যথা নিয়মে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাবিত্রি তত্ত্ব— শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মুল্য কাপেড় বাঁধাই ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র, কাগজে বাঁধাই এক টাকা মাত্র। কলিকাতা ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গসাহিত্য জগতের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। মাতৃভাষা তাঁহার নিকট অনেক প্রকারে ঋণী, সাবিত্রিতত্ত্ব লিখিয়া তিনি মাতৃ-ভাষাকে একটি নুতন ঋণে আবদ্ধ করিলেন। গ্রন্থ খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। এক কথায় গ্রন্থ খানির সমালোচনা করিলে এই বলা যাইতে পারে, যে গ্রন্থ খানি চন্দ্রনাথ বাবুর লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। চন্দ্র নাথ বাবু যে কেবল সুলেখক তাহা নহে, তিনি ধার্ম্মিক বিনয়ী ও স্বদেশ-বৎসল। তাঁহার গ্রন্থে ও তাহার স্বদেশ প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-সমাজে সাবিত্রীর পবিত্র-চরিত্র চিরদিনই নারী জাতির আদর্শ রূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নানাবিধ সমাজ বিপ্লব হেতু এই আদর্শটীর স্থান-চ্যুতি হওয়ার আশঙ্কা নাই এমতও নহে, এই জন্যই সাবিত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল-তত্ত্বগুলি হিন্দু-সমাজকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্যে চন্দ্রনাথ বাবু এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যেরা পতি-পত্নীর যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্ব স্ব গ্রন্থে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাহা অদ্যাপি অনেকটা কেবল কথায় নহে, কার্য্যেও আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই সম্বন্ধ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পতি-পত্নি সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অন্য জাতীয়। পতি হিন্দু-রমণীর নিকট দেবতার ন্যায় পূজ্য, অথচ তাঁহার অন্তরের অন্ত-রাত্মা, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ আর কেহ নাই। পতি উচ্চাসনে সমাসীন হইলেও তাহার নিকট পত্নীর গোপনীয় কিছুই নাই। ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত হইয়া যে অপূর্ব্ব একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই

হিন্দু-রমণীর পতি-ভক্তি অথবা পতি-প্রেম। এই ভাবটী হিন্দু জাতির নিজস্ব। অপর কোনও জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। চন্দ্রনাথ বাবু এই ভাব তাঁহার গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। পতিই হিন্দু-রমণীর সর্ব্বস্ব। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, সকলই পতি; পতি ভিন্ন নারীর অন্য গতি নাই। এই ভাবটী হিন্দু-জাতির মজ্জায় মজ্জায় বিশেষরূপে জড়িত, এবং ইহাই আমাদের মতে হিন্দু জাতিকে ধ্বংসের করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অনেকে মনেকরেন, হিন্দু-শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষের প্রতি আদৌ কোনও নিয়ম সংস্থাপন করেণ না। পুরুষের যথেচ্ছাচারটা যেন সমাজের পক্ষে সহনীয়। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে, যে মনু লিখিয়াছেন "নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞঃ ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং, পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে", সেই মনুই লিখিয়াছেন।

যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ,
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ,
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং।

পত্নী সহধর্ম্মিণী, পত্নী পতির গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মনু বলেন,

যাদৃগ্ গুনেন ভর্ত্রা স্ত্রীসংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।

পত্নী অপকৃষ্টা হইলেও পতির গুণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। মনু বলেন,

অক্ষমালা বশিষ্টেন সংযুক্তা ধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম।

সুতরাং এতৎসমুদয় দ্বারাই স্পষ্ট পরিস্ফুট হইতেছে যে, পতি যদি স্বীয় জীবনকে উচ্চাদর্শ দ্বারা পরিচালিত না করেন, তাহাহইলে পত্নীও উচ্চাদর্শ ভ্রষ্টা হইবেন।

সাবিত্রী চরিত বড়ই মনোহর। এই আদর্শ-চরিত্র স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য গুলি অতি সংক্ষেপে অথচ যথেষ্ট কার্য্য কারিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সাবিত্রী রাজার কন্যা, বিপুল ঐশ্বর্য্য মধ্যে লালিত পালিত, কিন্তু বিধি-নিবন্ধন রাজ্য-ভ্রষ্ট অন্ধ দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য পবিত্র পরিণয় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এই বিবাহ তাঁহার স্বাভিমত, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে যে তিনি দরিদ্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন তাহা নহে। ধন বানের কন্যা হইয়াও তিনি দরিদ্র পতির গৃহে গিয়া ধন বা বিলাস অভাবে কখনও ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় তিনি প্রফুল্ল চিত্তে পতি শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিতেন দরিদ্র গৃহোচিত দ্রব্যাদিতেও সন্তুষ্ট থাকিতেন। পিতৃ-গৃহের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভ্রমেও স্মরণ করিতেন না। পতির অকাল মৃত্যু হইবে এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানিয়াও তিনি কখনও বিচলিত-চিত্ত হয়েন নাই। এক মাত্র ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন। পতির যে গতি হইবে, তাঁহারও সেইগতি হইবে, এই ধারণা করিয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের ভিত্তি ছিল, এবং তাহারই সাহায্যে তিনি স্বীয় পতিকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। নব্যেরা বলেন, মানুষ মরিলে কি বাঁচে? সাবিত্রী যে সত্যবানকে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহা একটি গল্প-কথা, তবে গল্পটী ভাল। ইঁহাদিগকে আমরা কবি সেক্সপীয়রের কথায় বলিব,—

There are more things in Heaven
and Earth, Horatio,
Than are dreamt of-in your Philosohy.

(লৌকিক অলৌকিক ব্যাপারের সীমা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। যাহা আমরা বুঝিনা, তাহাকেই অলৌকিক বলি; বুঝিতে পারিলেই তাহার অলৌকিকত্ব লুপ্ত হয় ও তাহা লৌকিক হইয়া দাঁড়ায়। সাবিত্রী স্বীয় ধর্ম্ম প্রভাবে মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিনা। ভগবানের কৃপায় না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। তাঁহার কৃপা হইলেই

পঙ্গু ও গিরি লঙ্ঘন করে, চক্ষুহীনও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়, মূকও কথা বলিতে পারে, বধিরেও শ্রবণ করে। কিন্তু কৃপার উপযুক্ত পাত্রেই এই কৃপা হইয়া থাকে।

সাবিত্রীর যেরূপ পতির প্রতি তন্ময়তা ছিল, তিনি যেরূপ যমের সহস্রবর পরিত্যাগ করিয়া একপতির জীবনই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান যে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মৃত পতির জীবন পুনঃ প্রদান করিবেন, ইহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

যাঁহারা জীবনে কখনও পাপ করেন না, তাঁহাদের এক অমানুষিক শক্তি জন্মে, এবং সেই অমানুষিক শক্তি-বলে তাঁহাদের কিছুই অসাধ্য থাকেনা। আমরা এই বিশ্বের মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া এইরূপে অনেক ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি। ফলে যম-সাবিত্রী-সংবাদ ব্যাপারটির ঐতিহাসিক সংস্থান যিনি যে অংশেই সম্ভব বিবেচনা করুন, সাবিত্রীর সাধনায় সত্যবানের জীবন লাভরূপ মূল ঘটনাকে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ভাবিবার হেতু নাই।

সাবিত্রী চিরদিনই হিন্দুর গৃহে আদর্শ থাকুন ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সাবিত্রী-চরিত হিন্দু-গৃহের ভিত্তি স্বরূপ। যেদিন সাবিত্রীর পুণ্যচরিত হিন্দুগৃহস্থল হইতে অন্তর্হিত হইবে, সেই দিনেই হিন্দু-গৃহের পতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা এই সাবিত্রীচরিত হিন্দু-সমাজে বহুল-প্রচারের জন্যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ।

বিজয়গীতিকা-বৰ্দ্ধমানাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মহতাপ বাহাদুর কর্ত্তৃক রচিত। বৰ্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

কবি বলিয়াছেন "যত্রাকৃতিস্তত্রগুণা-বসন্তি," এই কথাটী সকলস্থলে সত্য না হইলেও বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান ভূপতিতে সম্পূর্ণ সত্য। যুবা মহারাজের প্রণীত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ সম্ভোগ করিলাম। বিজয়গীতিকা গ্রন্থে মহারাজের কবিত্ব ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গীতে যেরূপ চপলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহারাজের সঙ্গীতে সেরূপ নাই। সঙ্গীতগুলির রাগ রাগিণী গভীরভাব সম্পন্ন, এবং বিষয়গুলিও আধ্যাত্মিকতা স্বদেশবৎসলতা, ও ঈশ্বরভক্তি, এবং প্রকৃতি-প্রেমব্যঞ্জক। সঙ্গীত পাঠ করিলে বোধহয় যেন মহারাজ অল্প বয়সেই "বৃদ্ধত্বং জরসাবিনা" এই বাক্যের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন। গুণ সর্ব্বত্রই আদরনীয়, কিন্তু পদস্থব্যক্তিদিগেতে অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারি কপূর ও শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ দত্ত মহাশয়দিগের স্নেহ ও উপদেশে ধর্ম্মের ক্রোড়ে বৰ্দ্ধিত হইয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন থাকেন, ও স্বদেশের উপকারে রত থাকিয়া বঙ্গ-দেশের আদর্শ জমিদারের স্থানলাভ করুন।

কৃষিতত্ত্ব।

১২০৬ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা।
কৃষিতত্ত্ববিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশানুসারে "ইম্পিরিয়াল-নর্শারি" (১২০নঃ কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট্) হইতে প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। দেশে বাণিজ্যের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু কৃষির অবহেলা করাও কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। ধর্ম্মভাবে ধন উপার্জ্জন করিতে গেলে বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষি প্রশস্ততর। বাণিজ্যের এক নাম "সত্যানৃত" অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বাণিজ্য করিতে গেলে একেবারে সত্য-পথে থাকা চলেনা। কথায় বুঝান সহজ নহে। কিন্তু যাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাঁহারা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় বাণিজ্যে সত্য-পথে থাকা চলেনা। কৃষি-জীবন দোষস্পর্শশূন্য। কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষ কিন্তু চাকরী-প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রামের মধ্যবর্ত্তী ভদ্রলোক চাকরীর জন্য কতই লাঞ্ছনা, কতইনা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। এণ্ট্রান্স, এল্ এ পাশ করিয়াও আপিসে আপিসে প্রার্থিগণের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে হয়। কিন্তু তথাচ চৈতন্য হয় না। কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পৈত্রিক জমির উন্নতি করিলে, কাহারও নিকট অবমানিত হইতে হয় না, বরঞ্চ সম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে না জন্মে, এমন জিনিষ নাই। আমাদের কৃষকেরা সেই সত্য যুগ হইতে দিনি যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তদ্ভিন্ন নূতন উপায় কেহ কিছু অবলম্বন করেননা। মধ্যবর্ত্তী ভদ্র লোকেরা যদি কৃষি-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নূতন বীজ বপন, নূতন নূতন বৃক্ষাদি রোপণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনুকরণে সাধারণ কৃষকেরাও ক্রমশঃ নিজেদের উন্নতি করিতে পারে। "কৃষিতত্ত্ব" মাসিকপত্রখানিতে কৃষি বিষয়ক নানা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। দেশীয় বিদেশীয় বীজ, বৃক্ষ, ফুল, লতা ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ থাকে। কিরূপ জমিতে কোন্ সময়ে কি বীজ রোপণ করিতে হয় ও উহাতে কিরূপ সার দিতে হয়, কোন্ চাষে কিরূপ লাভ হয়, এই মাসিক পত্রে তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত থাকে। নৃত্যগোপাল বাবুর অভিজ্ঞতার দ্বারা এই মাসিক পত্র যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছে। আশা করি, বঙ্গের গৃহে গৃহে কৃষিতত্ত্ব গৃহীত হইবে এবং হিন্দুসন্তানকে চাকরী-রোগ হইতে কতকটা মুক্ত করিবে। পল্লীগ্রামের মধ্যবর্ত্তী অনেক ভদ্রলোক আলস্যময় জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের পক্ষে কৃষিতত্ত্ব গ্রহণ ও তাহার উপদেশানুসারে পৈত্রিক জমির উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, কৃষিব্যবসায় করিতে গেলে কেবল

বেতনভোগী কৃষাণের উপর নির্ভর করিলে চলিবেনা। নিজেরও সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শ্রম করিতে হইবে। কোদাল লাঙ্গল ব্যবহারে বাঙ্গালীর কিন্তু ভারি অপমান; চর্ম্মকার ইংরেজের দাসত্ব হইতে কোদাল লাঙ্গল ধরা তাঁহারা অপমানজনক বোধ করেন। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি—যা বিদ্বেষ অপসারিত না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই।

স্বাধীন জীবিকা। মাসিক পত্রিকা। শ্রীপ্রতুল চন্দ্র সোম সম্পাদিত, ২০৮। ২ কর্ণওয়ালিষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বৈশাখ, ১৩০৭ সাল।

এই পত্রিকাখানি সময়োপযোগিনী হইয়াছে। ছাপা ভাল; কাগজ ভাল, উদ্দেশ্য ও বিষয়ও ভাল, চাকুরি-প্রবল দেশে এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই সংখ্যায় বোম্বে বিভাগান্তর্গত আহমদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর স্বর্গীয় রঞ্জলাল ছোট লাট সি, আই, ই, মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও একটী সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। ইনি কাপড়ের কল সংস্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলে প্রত্যহ ১৬০০ লোক আপন জীবিকা অর্জ্জন করে। বাঙ্গালা দেশে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ধনে কোম্পানীর কাগজই খরিদ হয়, শিল্পাদিতে নিয়োজিত হয় না; ইহা বড় দুঃখের বিষয়। প্রথম সংখ্যাখানি যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলি সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইলে, ইহা দ্বারা দেশের অনেক উপকারের আশা করা যাইবে।

সাহিত্য-সংহিতা। সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা, ১৩০৭ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। সাহিত্যপরিষৎ-সভার মুখপত্র সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা; সাহিত্য-সংহিতাও সাহিত্য-সভার মুখপত্র। শুনিতে পাই, সাহিত্যপারিষৎসভার কতকগুলি সভ্যই সাহিত্যপরিষৎসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহিত্য-সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা ভিতরের কথা জানি না, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন ভিতরে ভিতরে কিছু গোল হইয়াছে। এই গোলের কারণ জানিতে সাধারণের কৌতূহল জন্মে। সাহিত্যপরিষৎসভা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং মফঃস্বলবাসিদের সংস্রব না থাকিলেও, কলিকাতার অনেক মান্য গণ্য কৃতবিদ্য লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন; সাহিত্যসেবার মধ্যেও কি সূত্র লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; কাহার দোষ আমরা জানি না; কিন্তু দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যে সব বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের কোনই কারণ নাই, তাহাতেও আমাদের মধ্যে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়; যাহাহউক আমরা আশা করি, নূতন সংস্থাপিত সাহিত্যসভা বঙ্গভাষার উন্নতি বর্দ্ধনার্থ সচেষ্ট হইবেন।

প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য এবং চিন্তা-প্রসূত। অবতরণিকায় দেখিলাম, সাহিত্যই সাহিত্য সংহিতার আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য। ইহার কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলাম

না। অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাও একখানি; কিন্তু তাইবলিয়া যে ইহার কার্য্যের ক্ষেত্রের অভাব রহিয়াছে, তাহা নহে; বাঙ্গালায় সাহিত্য বিষয়ক পত্রিক যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সাহিত্য-সংহিতা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের উপকার করিতে নিরত থাকুন।

পঞ্চদশী ব্যখ্যা।

ভূত-বিবেক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। -ব্রহ্ম

চিন্তয়েদ্বহ্নি মস্যেবং গন্ধ্যাপিত
ন্যূনবর্ত্তিনম্।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্যেষাং ন্যূনাধিক
বিচারণা। ৮১।

বয়োর্দ্দশাংশ-শতোন্যূনো বহ্নি-
র্ব্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ।
পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈ-
র্ভূতপঞ্চকে। ৮২।

টীকা। বায়াবক্ত বিচারং তেজস্যতিদিশতি চিন্তয়েৎ বহ্নিমিতি। ননু সদস্তন্যোক দেশাস্থা মায়াতত্রেত্যাদিনা—বিয়দাদীনা ন্যূনাধিক্য ভাব উক্তঃ সলোকেন ক্বাপি দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু এষাং ন্যূনাধিক বিচারণা। ৮১।

বঙ্গানুবাদ। অগ্নি ও বায়ুর ন্যূনবর্ত্তি মনে করিও। এই ভূত সকল ন্যূনাধিক ক্রমে আবরণ রূপেব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। ৮১

টীকা। ননু বায়োঃ কিয়দংশেন ন্যূনো বহ্নিরিত্যত আহ বায়ো দর্শাংশতো ন্যূন বহ্নি ইতি তস্য বাস্তবত্ব শঙ্কা বারয়তি বায়ৌ প্রকল্পিতঃ ইতি নন্বয়ং ন্যূনাধিক ভাবঃ স্বকপোল কল্পিত ইত্যাশঙ্কাহ পুরাণোক্ত ইতি। ৮২।

বঙ্গানুবাদ। বায়ুর দশাংশ ন্যূন অগ্নি বায়ুতে কল্পিত হইয়াছে, পুরাণানুযায়ী পঞ্চ-ভূত যথাক্রমে একের দশাংশ অন্য এইরূপ তারতম্য আছে। ৮২।

উপরক্ত ৮১। ৮২ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

যেরূপ যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা বায়ুর অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া অগ্নির অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অগ্নি বায়ুর কার্য্যস্বরূপ বায়ুতে অগ্নি প্রকল্পিত হইয়াছে, এবং ইহা বায়ু হইতে অল্প স্থানব্যাপী। সুতরাং অগ্নির অনিত্যতা বিষয়ে অন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, কেবল এই যুক্তি দ্বারাই অগ্নির অনিত্যত্ব সবিশেষ প্রমাণীকৃত হইবে। আকাশাদি পঞ্চভূত এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে উপর্য্যুপরি আবরণ করিয়া আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সকল বস্তুতেই সেই সকল ভূত ক্রমশঃ ন্যূনাধিকারূপে বর্ত্তমান থাকে। বায়ুর দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি বায়ুতে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে উক্ত প্রকারে সকল ভূতেই তাহাদিগের প্রত্যেকের দশাংশ পরিমাণে তারতম্য আছে॥ ৮১। ৮২॥

ক্রমশঃ।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মচারিআশ্রম।

উদ্দেশ্য—ব্রহ্মচারিআশ্রমের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুল্যরূপে উহা পুনর্ব্বার বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুসন্তানগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় উপযোগিতা অনুসারে অস্মদ্দেশীয় এবং বিদেশীয় নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যাহাতে স্বদেশের হিতসাধনে আপনাদিগের শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করেন, তৎপক্ষে চেষ্টা করা।

যশোহরে ব্রহ্মচারিআশ্রম-সংস্থাপন—এই উদ্দেশ্য সাধনের বাসনায় যশোহরে একটী ব্রহ্মচারিআশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন, ও স্মৃতি-সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী এবং বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বিজ্ঞানাদির মৌখিক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের ছাত্র—সচ্চরিত্র অথচ দরিদ্র ছাত্রদিগকে আশ্রম হইতে মাসিক বৃত্তি এবং ভৃত্যের ও কাষ্ঠাদির খরচ দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রবর্গ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েন। অধ্যয়নে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের একটী স্তব পাঠ করেন, তৎপরে সকলেরই গীতা ও বেদসূক্ত বা উপনিষৎ পাঠ। তৎপরে ছাত্রগণ স্বীয় স্বীয় বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সন্ধ্যাকালেও ঐরূপ সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের স্তব পাঠ করেন এবং তৎপরে মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া অভ্যাগত ভদ্রলোক অথবা অধ্যাপকদিগের সহিত বিবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন। গগন মেঘাবৃত না থাকিলেই কীর্ত্তনান্তে ছাত্রদিগকে গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেখান ও সঙ্গে সঙ্গে গণিত-জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রমের বর্ত্তমান ছাত্র সংখ্যা ১৪টী, তন্মধ্যে ৮টী বৃত্তিধারী। যাঁহারা ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন এবং আশ্রমের নিয়মানুসারে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, এরূপ সচ্চরিত্র ছাত্র দরিদ্র হইলে আশ্রমের বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইবেন। আশ্রমের ছাত্রদিগকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিয়ম করা হয় নাই, অথচ দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী সংযমের বিধান করা হইয়াছে, এবং তদনুসারেই তাঁহাদের আহার নিদ্রা, ব্যায়াম, অধ্যয়নাদি করিতে হয়।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের গৃহ—ব্রহ্মচারি-আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থান এবং রন্ধনশালার জন্য প্রথমে কয়েকখানি খড়ের ঘর প্রস্তুত হয় এবং ঐ ঘরেই অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। গত বৈশাখ মাসে অধ্যাপনার জন্য একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে। সেই স্থানে বর্ত্তমান সময়ে অধ্যাপনা কার্য্য হইতেছে। ব্রহ্মচারিআশ্রমের প্রাঙ্গণে এইক্ষণ ১৫। ১৬ বিঘা জমি হইয়াছে, এবং উহাতে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

ব্রহ্মচারি আশ্রমের পুস্তকালয়-ব্রহ্মচারি আশ্রমে একটী পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এই পুস্তকালয়ে বেদাদি নানাবিধ শাস্ত্র ও সম্পাদক মহাশয়ের অন্যান্য ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকালয়ে হিন্দুপত্রিকা ও ইংরেজী মাসিক পত্র ব্রহ্মচারিণের পরিবর্ত্তে যে সকল সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র পওয়া যায়, তাহাও রাখা হয়। উহা ও অন্যান্য পুস্তকাদি সাধারণে পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু আশ্রম হইতে পুস্তকাদি অন্যত্র লইবার নিয়ম নাই। আশ্রমে কেহ কোন পুস্তকাদি দান করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ছাত্রদিগের অধ্যাপনা-গৃহেই এই পুস্তকাদি রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে, আশ্রমের পুস্তকালয়ে যতগুলি পুস্তক আছে, তাহার মূল্য ২৫০০৲ টাকার কম নহে, কিন্তু এখনও অনেক টাকার সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তকের অভাব।

ব্রহ্মচারিআশ্রমের আয়—ব্রহ্মচারি-আশ্রমের এইক্ষণ পর্য্যন্তও কোন স্থায়ী আয় হয় নাই। হিন্দু-পত্রিকার আয়ের উপরই অধিক আশা স্থাপন করা যায়, কিন্তু হিন্দু-পত্রিকায় আশানুরূপ আয় হইতেছে না; হিন্দুপত্রিকার গ্রাহক ও আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আয় বৃদ্ধির সহিত আশ্রমের উন্নতির আশা করা যায়। হিন্দু-পত্রিকা প্রেসের আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রেসেও এ পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই, কিছু ক্ষতিই হইয়াছে। হিন্দুপত্রিকা-প্রেসে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত টাইপ আনা হইয়াছে, এবং সাধারণে ক্রমে প্রেসের বিষয় অবগত হইলে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। গত জানুয়ারি মাস হইতে "ব্রহ্মচারিন্" নামে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, ইহার আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা কিরূপ আয় হইবে, বৎসরান্তে বুঝা যাইবে। ব্রহ্মচারিন্ ও হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণ যদি নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাহা হইলে যে কেবল পত্রিকার উপকার করা হইবে, এমত নহে, আশ্রমেরও পক্ষান্তরে মহোপকার করা হইবে। আশা করি, হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণের গ্রাহকগণ এই পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইবেন।

হিন্দুপত্রিকার কোনও কোনও গ্রাহক

অনুগ্রহ করিয়া আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আশ্রম অনুগৃহীত; আশাকরি, হিন্দু-পত্রিকার সকল গ্রাহকই হিন্দুপত্রিকার মূল্য প্রদানের সময় আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিবেন।

স্থানীয় অনেক ভদ্রলোকে আশ্রমের সাহায্যার্থে মাসিক চাঁদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং অনেকে দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। যিনি যে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নিয়মিতরূপে করিলে, আশ্রমের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। "আমিত্বের প্রসার" ও "শাণ্ডিল্যসূত্র" এই দুইখানি গ্রন্থের আয়ও আশ্রমে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

বিশেষ সুসংবাদ—অত্র জেলাস্থ নলডাঙ্গার রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায় বাহাদুর ব্রহ্মচারিআশ্রমের অভিভাবকতা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতি রাজা বাহাদুরের অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচারিআশ্রম তাঁহার অনুগ্রহের জন্য তাঁহার নিকট যথেষ্ট ঋণী। অস্মদ্দেশীয় অনেক ধনবান ব্যক্তি রাজকর্ম্মচারিগণের অসংসৃষ্ট কোনও সৎ-কার্য্যে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। রাজাবাহাদুর এই দুষণীয় প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের ধন্যবাদের পাত্রই হইয়াছেন। আশা করা যায়, যে তাঁহার কৃপায় আশ্রম তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে

আশ্রমের ব্যয়—এই পর্য্যন্ত আশ্রমের আয়ের কথাই বলিলাম। আয় অনিশ্চিত, অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ব্যয় সুনিশ্চিত; মাসে মাসে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের বৃত্তি দিতেই হইবে। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে সঞ্চয় আশা পরিত্যাগ করিলেও, বর্ত্তমান ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই হয়। ব্যয়ের আবশ্যক হইলেই প্রথমে আশ্রমের মাসিক চাঁদা বা এককালীন দানের তহবিলে হাত দেওয়া হয়; সেখানে না কুলাইলে হিন্দুপত্রিকার তহবিলে যাওয়া হয় এবং সেখানেও অভাব হইলে, "আমিত্বের প্রসার" ও "শাণ্ডিল্যসূত্রের" তহবিলে হাত দিতে হয়, ঐ সকল তহবিল যখন শূন্য থাকে, তখন মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে ঐ ব্যয়-ভার নিজ হইতেই বহন করিতে হয়।

বর্ত্তমান বৎসর—একটী মোটামুটী এষ্টীমেট্ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে আশ্রমের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অন্ততঃ ২০০০৲ দুই হাজার টাকার প্রয়োজন, এই দুই হাজার টাকার দ্বারা আশ্রমের নূতন কোনও উন্নতি সংসাধিত হইবে না; যাহা আছে, তাহাই সংরক্ষিত হইবে মাত্র।

সাহায্য প্রার্থনা—হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে প্রতিগ্রাহক স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে বৎসর বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও দুই হাজার টাকার অনেক বেশী হইতে পারে। ১০, ৫, ২, ১ যিনি যাহা পারেন, তাহা দিলে এই সদনুষ্ঠানটী জীবিত থাকে। এবৎসর হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট হইতে বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই হাজার টাকা পাইলেই যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব, এবং ঐ দুই হাজার টাকা সম্পূর্ণ হইলে আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এবৎসর আর কোনও গ্রাহকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিব না। এই দুই হাজার টাকার মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৮৬৸৶১০ একশত ছিয়াশী টাকা সাড়ে এগার আনা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিজের চাঁদা ১০০৲ একশত টাকা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বতন্ত্র স্থলে প্রকাশিত হইল। এই দুই মাসের সমস্ত আয় দেওয়া হইল, কিন্তু ব্যয় আরও প্রায় ৮০৲ টাকা লাগিবে। অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাহা দেওয়া হয় নাই।

ব্রহ্মচারিআশ্রমের অভাব— আশ্রমে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার এবং পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটটীর সংস্কার ও একটী নূতন ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করা আবশ্যক? ইহাতে প্রায় ২০০০৲ দুই সহস্র টাকার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমের একটী মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহার এষ্টিমেট্ প্রায় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা, এতদ্ব্যতীত পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থানের জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহেরও প্রয়োজন। উহাতেও ৪০০০।৫০০০ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই সমুদয় কার্য্যই অর্থ-সাপেক্ষ। সম্পাদক মহাশয় হিন্দুপত্রিকা-প্রেস ও অফিসের জন্য নিজ হইতে প্রায় ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা দিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত এই সকল অভাব পূরণের আর অন্য সম্ভাবনা নাই। আশ্রম পরিচালনার্থ বর্ত্তমান বৎসর ২০০০৲ দুই হাজার টাকা এষ্টিমেট করা হইয়াছে; ইহার অধিক যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারা ইহার কোনও একটী অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। আশ্রমের পুস্তকালয়েও অনেক টাকার পুস্তকের আবশ্যক।

বিশেষত্ব—সাধারণ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী হইতে আশ্রমের বিশেষত্ব কি? সাধারণ চতুষ্পাঠীতে কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হইয়াথাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যাপনাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ছাত্রদিগের চরিত্র সংগঠিত হয়, ভগবানে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, স্বদেশবৎসলতা জন্মে এবং স্বদেশের অভাবাদি পরিগ্রহ করিয়া যাহাতে

তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুসারে স্বদেশের সেবায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পাশ্চাত্যদর্শন ও বিজ্ঞানাদিরও আলোচনা হইয়া থাকে। আশ্রমের আয় বৃদ্ধি অনুসারে প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। সংক্ষেপে ব্রহ্মচারিআশ্রমকে হিন্দুধর্ম্ম ও সাহিত্য-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থান করাই আমাদের অভিপ্রায়।

উপসংহার—উপসংহারে নিবেদন এই, ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই সমুদয় কার্য্যে ব্রতী হওয়া গিয়াছে; আশাকরি, তাঁহাদ্বারা পরিচালিত হইয়াই দেশের মহানুভবগণ এই আরব্ধ সৎকার্য্যের স্থায়িত্ব সাধনে যত্নবান হইবেন। কার্য্য লঘু ভাবেই আরম্ভ করা হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে ভগবানের কৃপায় ইহার যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আশ্রমের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করাই এইক্ষণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই হিন্দু-পত্রিকার সমুদয় গ্রাহকের নিকট সানুনয়ে এই নিবেদন করি যে, বর্ত্তমান বর্ষের নির্দ্ধারিত ব্যয় ২০০০৲ দুই হাজার টাকার মধ্যে যিনি যতদূর পারেন, তাহা দিয়া আশ্রমের আনুকূল্য করিলে আশ্রম তাঁহাদের নিকট বিশেষ অনুগৃহীত হইবে।

প্রতিমাসে হিন্দুপত্রিকা ও ব্রহ্মচারিণ্ নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় আশ্রমের আয় ব্যয় প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা অনর্থক কত অর্থই ব্যয় করিয়া থাকেন, অথচ তাহার অতি সামান্য অংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে অনেক বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারও সংসাধিত হইতে পারে। কেহ যেন ইহা মনে করেন না যে, তাঁহার সামান্য দানে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

অর্থাৎ সামান্য সামান্য তৃণ একত্রিত করিয়া যে রজ্জু প্রস্তুত করা যায়, তাহা দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বদ্ধ করা যাইতে পারে। যে সমুদায় মহাত্মারা আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। ভগবান তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ কুশলে রাখুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

৭ম বর্ষ | শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন। | ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৮২২, ১৩০৭।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২২।

☞ পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য ২ সানুগ্রহে স্বীয় ২ গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১॥০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ॥৵০

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

পঞ্চদশী ব্যাখ্যা।

ভূতবিবেক।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বহ্নিরুষ্ণ প্রকাশাত্মা পূর্ব্বানু
গতিরত্রচ।
অস্তি বহ্নিঃ সনিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্
স্পর্শবানপি ॥ ৮৩।

সন্মায়া ব্যোম বায়্বংশৈর্যুক্ত-
স্যাগ্নের্নিজো গুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্
বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৪।

টীকা—বহ্নেঃ স্বরূপমাহ—বহ্নিরুষ্ণ ইতি অত্রাপি বায়োরিব কারণ ধর্ম্মে অনুগতা ইত্যাহ পূর্ব্বানুগতিরিতি। কে তে ধর্ম্মা ইত্যাশঙ্ক্যায়ামাহ অস্তি বহ্নিরিতি। ৮৩।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বানুরূপ অগ্নি উষ্ণ এবং প্রকাশক; তদ্ভিন্ন অগ্নি আছে (সত্তা) নিস্তত্ত্ব শব্দবান ও স্পর্শবান। ৮৩।

টীকা—একমগ্নৌ কারণ ধর্ম্মানুগত্যানুবাদ পূর্ব্বকং স্বকীয় ধর্ম্মং দর্শয়তি সন্মায়েতি ইত্যং সবিশেষণং বহ্নিস্বরূপং ব্যুৎপাদ্য ইদানীং সদ্বস্তুনো বহ্নিং বিবিনক্তি তত্র সত ইতি। তত্রতেষু মধ্যে সতঃ সদ্বস্তুনো হন্যৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম জাতং মিথ্যেতি বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাং পৃথক্ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ৮৪।

বঙ্গানুবাদ—সৎ মায়া ব্যোম্ ও বায়ুর অংশ অগ্নিতে আছে এবং অগ্নির নিজ গুণ রূপও অগ্নিতে আছে। সৎ হইতে অন্য সমস্ত পৃথক্ (মিথ্যা) জানিও। ৮৪।

উপরোক্ত ৮৩। ৮৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ যথা—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশ ও বায়ুর স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এইরূপ অগ্নির স্বরূপ ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। অগ্নির স্বীয় গুণ প্রকাশকতা। পরন্তু তাহার অপর চারিটি গুণ আছে, যথা—সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ এবং উষ্ণস্পর্শ। এই গুণ চতুষ্টয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা তাহার কারণ হইতে আগত গুণ। অগ্নির উক্ত চারিটি গুণ তাহার কারণীভূত সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ

ও বায়ু হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্নির কারণীভূত সদ্বস্তু হইতে সত্তাগুণ, মায়া হইতে অনিত্যতা, আকাশ হইতে শব্দ এবং বায়ু হইতে স্পর্শ-গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইক্ষণ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ুর গুণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রকাশকতা গুণযুক্ত সেই অগ্নিকে সৎ হইতে পৃথক্ করিলে, তাহার অনিত্যতা-সিদ্ধি হয় কি না, বিবেচনা কর, অর্থাৎ অগ্নিকে সৎ, মায়া, আকাশ এবং বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, ইহার অনিত্যতা সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার সদ্যুক্তির দ্বারা অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চই অগ্নি যে অনিত্য পদার্থ, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে॥ ৮৩। ৮৪।

সতোবিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে
সতি বাসিতে।
আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ
কল্পিতা ইতি চিন্তয়েত্। ৮৫।
সত্ত্যাপোঽমূঃ শূন্যতত্ত্বাঃস শব্দ
স্পর্শসংযুতাঃ।
রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুবৃত্তা স্বীয়
রসো গুণঃ॥ ৮৬।

টীকা—এবং বহ্নের্ম্মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ানন্তরমপাঃ মিথ্যাত্বং চিন্তয়েদিত্যাহ সতো বিবেচিতে বহ্নিরিতি। ৮৫।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্ বিবেচনায় অগ্নির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। ঐ অগ্নির দশাংশ ন্যূন আপ (জল) অগ্নিতে কল্পিত হইয়াছে জানিও। ৮৫।

টীকা—অপ্ স্বপি কারণ ধর্ম্মান্ স্বধর্ম্মাংশ্চ বিভজ্য দর্শয়তি সত্ত্যাপ ইতি শব্দেন সহ বর্ত্তমান সশব্দ স্পশব্দাশ্চাসৌ স্পর্শস্তেন যুক্তা ইত্যর্থঃ। ৮৬।

বঙ্গানুবাদ—জলে সত্তা, তত্ত্বশূন্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ আছে; এই সকল অন্য ধর্ম্মানুবৃত্য এতদ্ভিন্ন জলের স্বীয় রস-গুণ আছে।৮৬

উপরোক্ত ৮৫। ৮৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য।

এই প্রকারে অগ্নির স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, জলের স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্ভূত অনিত্য অগ্নি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন জল সেই অগ্নিতে কল্পিত হয়। জলেতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ, এই পাঁচটি কারণ গুণ বর্ত্তমান আছে, এই পাঁচটি জলের স্বাভাবিক গুণ নহে। জলের স্বাভাবিক গুণ রস। সমুদায়ে জলেতে ছয়টী গুণ বিদ্যমান আছে। এইক্ষণে উক্ত সত্তাদি পঞ্চ কারণ গুণবিশিষ্ট এবং স্বীয় রস-গুণ যুক্ত জলকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অনিত্যত্ব বিলক্ষণ-রূপে প্রতীয়মান হইবে॥ ৮৫। ৮৬॥

সতো বিবেচিতা স্বপ্সু তন্মি-
থ্যাত্বে চ বাসিতে।
ভূমির্দ্দশাংশতোন্যূনা কল্পি-
তাপ্স্বিতি চিন্তয়েৎ। ৮৭।
অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাঃ শব্দ-
স্পর্শৌ স্বরূপকৌ।
রসশ্চ পরতো নৈজো গন্ধঃ
সত্তা বিবিচ্যতাম্। ৮৮

পৃথক্‌ কৃতায়াং সত্তায়াং ভূ-
মির্মিথ্যা বশিষ্যতে।
ভূমের্দ্দশাংশতো ন্যূনংব্রহ্মাণ্ডং
ভূমিমধ্যগম্॥ ৮৯।
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি
চতুর্দ্দশ।
ভুবনেষু বসন্ত্যেষুপ্রাণিদেহা
যথাযথম্॥ ৯০।

টীকা—সত্তা পৃথক্‌ করণে ফলমাহ পৃথক্‌ কৃতায়ামিতি ইদানীং ভৌতিকেভ্যো—ব্রহ্মাণ্ডাদিভ্যঃ সতো বিবেচনায় তদবস্থান প্রকারং দর্শয়তি ভূমের্দশাংশতো ন্যূনমিত্যাদি যথাযথমিত্যন্তেন সার্দ্ধেন। ৮৯। ৯০।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্‌ করিলে ভূমি মিথ্যাত্বে পরিণত হয়। ঐ ভূমির দশাংশ ন্যূন ব্রহ্মাণ্ড ঐ ভূমির মধ্যে আছে। ঐ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত আছে। ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ঐ ভুবনানুরূপ প্রাণিদেহ বাস করে। ৮৯। ৯০।

৮৯। ৯০ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ—এইক্ষণ সদ্‌যুক্তি দ্বারা ষট্‌ কারণ গুণ বিশিষ্ট ও স্বীয় গন্ধ গুণ সমন্বিত ভূমিকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ভূমির অনিত্যতা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে প্রমাণ দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আকাশাদি পঞ্চভূতের কারণ, গুণ এবং অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ সেই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সদ্বস্তুর পার্থক্য নিরূপণাভিপ্রায়ে

টীকা—বিবেক ধ্যানাভ্যাস্ অপাং মিথ্যাত্বং নিশ্চিতানন্তরং ভূমের্মিথ্যাত্বং চিন্তনীয়মিত্যাহ সতো বিবেচিতাস্বিতি। ৮৭।

বঙ্গানুবাদ—সৎ হইতে পৃথক্‌ করিলে জলের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়; ঐ জলের দশাংশ ন্যূন ক্ষিতি জলের মধ্যে আছে জানিও। ৮৭।

টীকা—তস্যা মিথ্যাত্ব চিন্তনীয় তদ্ধর্ম্ম্যনপি বিভজ্যতে অস্তিভূস্তত্বশূন্যেতি। তেভ্যঃ সত্বমাত্রং পৃথক্‌ কর্ত্তব্যমিত্যাহ সত্তা বিবিচ্যতামিতি। ৮৮।

বঙ্গানুবাদ—ভূমিতে সত্তা, তত্ব শূন্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস গুণ আছে; ঐ সকল 'পরতো' অর্থাৎ অন্য হইতে প্রাপ্ত, তদ্ভিন্ন তাহার নিজের গন্ধ-গুণ আছে বিবেচনা করিও। ৮৮।

উপরোক্ত ৮৭। ৮৮ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

পূর্ব্ব শ্লোকে সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা বিচার পূর্ব্বক জলের গুণ ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, এইক্ষণ ভূমির গুণ নিরূপণপূর্ব্বক তাহার স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূত অনিত্য জল অপেক্ষা দশাংশ পরিমাণে ন্যূন ভূমি জলে কল্পিত হয়। সেই ভূমিতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই ছয়টি কারণ গুণ বিদ্যমান আছে। এই ছয়টি ভূমির স্বাভাবিক গুণ নহে। ভূমির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। ভূমিতে সমুদায়ে সাতটী গুণ আছে॥ ৮৭। ৮৮॥

ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি নিরূপণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত অনিত্য ভূমি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন—তন্মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কল্পিত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন আছে। সেই চতুর্দ্দশ ভুবনে যথাযোগ্য লোক বসতি করে। সকল ভুবনে এক প্রকার প্রাণীর বসতি নাই। যে ভুবন যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভুবনে তদুপযুক্ত প্রাণী বাস করিয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেষু সদ্বস্তুনি
পৃথক্ কৃতে।
অসন্তোহণ্ডাদয়োভান্তু সম্ভা-
বেহপীহ কাক্ষতিঃ। ৯১।
ভূত ভৌতিক মায়ানামসত্ত্বে
হত্যন্ত বাসিতে।
সদ্বস্তুদ্বৈতমিত্যেযা ধীর্ব্বি-
পর্য্যেতি ন কচিৎ। ৯২।

টীকা—তেষু সদ্বিবেচনে ফলমাহ ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেষেতি। ৯১।

বঙ্গানুবাদ—সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে, ব্রহ্মাণ্ড লোক দেহেতে সত্তাশূন্য অণ্ডাদয় মাত্র প্রকাশ পায়; ঐ রূপ প্রকাশ পাওয়ায় ক্ষতি কি? ৯১।

টীকা—তদ্ভানে কাক্ষতিরিত্যুক্তমেবার্থ স্পষ্টী করোতি ভূত ভৌতিক মায়ানামিতি। ভূতানামাকাশাদীনাং ভৌতিকানাং ব্রহ্মাণ্ডাদীনাং মায়ায়াশ্চ তৎকারণভূতায়ামিথ্যাত্বে বিবেক ধ্যানাভ্যাং চিত্তে দৃঢ় বাসিতে সতি সদ্বস্তুনোঽদ্বৈতবুদ্ধি কদাচিন্ন বিপর্য্যেৎ ইত্যর্থঃ। ৯২।

বঙ্গানুবাদ—ভূত ভৌতিক এবং মায়ার অসত্ত্ব (অনিত্যতা) চিত্তে দৃঢ়ীভূত হইলে সদ্বস্তু অদ্বৈত এবং ভূতাদি মিথ্যা জ্ঞানের কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। ৯২।

উপরোক্ত (৯১। ৯২ শ্লোকের) তাৎপর্য্যার্থ।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনে যে যে প্রকার প্রাণী বসতি করে, তাহাদিগের শরীর চতুর্ব্বিধ। ঐ চতুর্ব্বিধ শরীর হইতে সদ্বস্তু বিবেচনার প্রকার ও সেই বিচারের ফল নিরূপণ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত প্রকার প্রাণী বাস করে, তাহাদিগের ভৌতিক শরীর হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া লইলে, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ড অসৎ রূপে পরিজ্ঞাত হইবে। যদিও ব্রহ্মাণ্ড অসৎরূপে বিবেচিত হইয়া দেদীপ্যমান থাকে, তথাপি সেই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যমানতাতে অদ্বৈত পদার্থের অদ্বৈতত্বের কোন হানি হয় না। ভূত ও ভৌতিক পদার্থ এবং মায়া, ইহাদিগের অসত্তা অনিত্যতা বিষয়ে বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাতে সদ্বস্তুর অদ্বৈত জ্ঞানের কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না ৯১। ৯২।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূ-গোল পরিচয়।

৪র্থ পাঠ। ২য় প্রপাঠক।

সংজ্ঞা (জের)

কটাহ (Celestial hemishere)

কটাহ আকারের যে আকাশ খণ্ড পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ দর্শকের মস্তকোপরি ঝুলিতে থাকে, ঐ আকাশ খণ্ডকে কটাহ বলে। এই কটাহ এবং দর্শকের সমসূত্রস্থ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠস্থ দর্শকের দৃশ্য কটাহ, এই উভয় কটাহের সম্পুটকে গোলক বলে।

দর্শকের অবস্থিতি-বিন্দুকে স্বস্তিক বলে। দর্শকের মস্তকের ঠিক উপরি ভাগে গোলকের যে বিন্দু অবস্থিত ঐ বিন্দুকে খ—বিন্দু, খমধ্য-বিন্দু বা ঊর্দ্ধ স্বস্তিক (Zenith) বলে।

যে সরল রেখা খ-বিন্দু হইতে স্বস্তিক পর্য্যন্ত লম্বমান, ঐ রেখাকে লম্ব (Vertical line) বলে।

দর্শকের লম্ব ভূকেন্দ্র ভেদ করিয়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যে বিন্দুকে স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে সমসূত্র বিন্দু বা কুদলান্তর বিন্দু (Antipodal) বলে।

দর্শকের লম্ব কুদলান্তর বিন্দু ভেদ করিয়া প্রসারিত করিলে, গোলকের অপর কটাহের যে বিন্দু স্পর্শ করে, ঐ বিন্দুকে অধঃ স্বস্তিক (Nadir) বলে।

দর্শকের মস্তকোপরিস্থ কটাহ যে ভূমির (Base) উপরে স্থাপিত দৃষ্ট হয়, ঐ ভূমিকে চক্রবাল (Sensible Horizon) বলে।

বুঝিতে হইবে, লম্ব চক্র-বাল ক্ষেত্রের সমকোণে অবস্থিত। লম্বের সম-কোণে চক্রবাল ভূ—কেন্দ্রে স্থাপিত হইলে, চক্রবালকে ক্ষিতিজ বলা যায়। ক্ষিতিজ বৃত্তের পরিধিকে ক্ষিতিজরেখা বলে।

কক্ষা (Orbit)

যে ডিম্বাকার পথে গ্রহগণ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ঐ পথকে কক্ষা বলে। কক্ষা মধ্যে যে বিন্দুতে সূর্য্য অবস্থিতি করে, ঐ বিন্দুকে কুণ্ড-কেন্দ্র (Focus) বলে। কক্ষার পরিধিকে পরিণাহ বলে, এবং পরিণাহের যে বিন্দু কুণ্ড-কেন্দ্রের দূরতম, ঐ বিন্দুকে শীঘ্রোচ্চ (Perihelion) বলে, এবং পরিণাহের যে বিন্দু কুণ্ড-কেন্দ্রের নিকটতম, ঐ বিন্দুকে মন্দোচ্চ (Aphelion) বলে। যথা বুধের কক্ষা, শুক্রের কক্ষা, পৃথিবীর কক্ষা—

অপমণ্ডল, ক্রান্তি বৃত্ত, ক্রান্তি মণ্ডল। (Ecliptic) জ্যোতিষ গণনার সুবিধা জন্য পৃথিবীকে স্থির কল্পনা করা প্রয়োজন। এ জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সৌর জগতের কেন্দ্রভূত সূর্য্যস্থানে পৃথিবীকে বসাইয়া, পৃথিবীর কক্ষায় সূর্য্যকে বসাইয়া, সূর্য্যের গতি কল্পনা করেন। পৃথিবীর যে কক্ষায় ঐ কল্পিত সূর্য্য—পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, ঐ কল্পিত সূর্য্য-পথকে অপমণ্ডল, ক্রান্তি-বৃত্ত বা ক্রান্তি মণ্ডল বলে। চলিত কথায় অপমণ্ডলকে রবিমার্গ বা অয়ন মণ্ডল বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে দুই বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে দিবা-রাত্রি সমান হয়, ঐ দুই বিন্দুকে বিষুব বা ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে দীর্ঘতম দিবা ও হ্রস্বতম রাত্রি হয়, ঐ

বিন্দুকে কর্কট ক্রান্তি (Tropic of cancer) বলে। ক্রান্তি মণ্ডলের যে বিন্দুতে সূর্য্য উপনীত হইলে, হ্রস্বতম দিবা ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়, ঐ বিন্দুকে মকর ক্রান্তি (Tropic of capricorn) বলে। কর্কট-ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি বিন্দুদ্বয়কে অয়ন (Solstitial points) বলে, এবং ঐ ক্রান্তিদ্বয়ের নাম অয়নান্ত (Solstices)।

যে সরল রেখা ক্রান্তিবৃত্তের সমকোণে ও ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া অবস্থিত, ঐ রেখাকে কদম্বযষ্টি (Axis of the pole of the Ecliptic) বলে। কদম্বযষ্টির উত্তর বিন্দুকে কদম্ব—(Pole of the Ecliptic) বলে এবং দক্ষিণ বিন্দুকে পরকদম্ব-বিন্দু বলা যাইতে পারে।

যে বৃত্ত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের সম কোণে ও পৃথিবীর উত্তর মেরুর (সুমেরু) ও দক্ষিণ মেরুর (কুমেরুর) সমদূরে থাকিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠ সম দুই খণ্ডে বিভক্ত করে, ঐ বৃত্তকে নিরক্ষ বৃত্ত বলে। নিরক্ষ বৃত্তের পরিধিকে নিরক্ষ রেখা (Terrestrial Equator) বলে। নিরক্ষ রেখার উত্তরস্থ পৃথিবীর গোলার্দ্ধকে দেব ভাগ বলে। নিরক্ষ রেখার দক্ষিণস্থ পৃথিবী-গোলার্দ্ধকে "অসুর-ভাগ" বলে।

কল্পনাদ্বারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে, ঐ মেরুদণ্ড উত্তরে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ বিন্দুকে সৌম্য ধ্রুব বিন্দু বলে এবং দক্ষিণে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে, ঐ বিন্দুকে যাম্য ধ্রুব বিন্দু বলে, এবং প্রসারিত মেরুদণ্ডকে ধ্রুবযষ্টি বলে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত কল্পনাদ্বারা প্রসারিত করিলে, গোলক স্পর্শ করিয়া গোলকে যে মণ্ডলাকার রেখা উৎপাদন করিবে, ঐ মণ্ডলাকার রেখার উপরে বিষুপদ্বয় অবস্থিত থাকে, এ জন্য ঐ মণ্ডলাকার রেখাকে বিষুব-মণ্ডল বলে এবং বিষুব মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রকে বিষুব বৃত্ত বলে। বিষুববৃত্ত ধ্রুব-যষ্টির সম কোণে থাকিয়া—গোলক ও ধ্রুব-যষ্টি সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। গোলকের উত্তরার্দ্ধকে দেব ভাগ এবং দক্ষিণার্দ্ধকে অসুর ভাগ বলে।

ক্রান্তি মণ্ডল ও বিষুব মণ্ডল, এই উভয়ের সংযোগ বিন্দুদ্বয়কেই বিষুব বলে। পশ্চিমস্থ বিষুবকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বলে এবং পূর্ব্বস্থ বিষুবকে শারদীয় ক্রান্তিপাত বলে।

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুব বৃত্ত পরস্পর তির্য্যক্-ভাবে অবস্থিত ; উভয়ের ক্ষেত্র সমতল নহে।

ক্রান্তিবৃত্তের অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের উত্তরে অবস্থিত এবং অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত। ক্রান্তি মণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুপ রেখার উত্তরে অবস্থিত, ঐ অংশকে উত্তর ধনু বলে এবং ক্রান্তিমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ বিষুপ বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ অংশকে দক্ষিণ ধনু বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও ক্রান্তিপাতদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে ক্রান্তি-পাত বলয় (Equinoctial colure) বলে।

উভয় ধ্রুব বিন্দু ও অয়ন বিন্দুদ্বয় ভেদ করিয়া যে বলয় অঙ্কিত করা যায়, ঐ বলয়কে অয়নান্ত বলয় (Solstitial colure) বলে।

বৃত্ত পরিধিকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে অংশ বলে। এক

অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে কলা বলে। এক কলাকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগকে বিকলা বলে। ° চিহ্ন অংশ বোধক। ′ চিহ্ন কলা বোধক। ″ চিহ্ন বিকলা বোধক। দর্শকের স্বস্তিক বা ভূকেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া উভয় ধ্রুব বিন্দু ও খ বিন্দু ও অধঃস্বস্তিক ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে যাম্যোত্তর মণ্ডল (Meridian) বলে। ক্ষিতিজ বৃত্তের উপরিস্থিত ঐ মণ্ডলের অর্দ্ধকে তুঙ্গরেখা এবং নিম্নস্থ ঐ মণ্ডলার্দ্ধকে অতুঙ্গ রেখা বলে।

ঊর্দ্ধ স্বস্তিক, স্বস্তিক ও অধঃস্বস্তিক, এই তিন বিন্দুর যোজক সরল রেখাকে স্বস্তিক রেখা বলে।

স্বস্তিক রেখাকে ব্যাস করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, ঐ বৃত্তকে দৃগ্বলয় (Vertical circle) বলে। দৃগ্বলয়ের উপর যে তারা বা গ্রহ অবস্থিত থাকে, ঐ তারার বা গ্রহের নামে দৃগ্বলয় পরিচিত হয়। দৃগ্বলয় দক্ষিণোত্তর ধ্রুববিন্দুভেদী হইলে,দৃগ্বলয়কে যাম্যোত্তর মণ্ডল বলে; পূর্ব্ব পশ্চিম স্বস্তিক ভেদী হইলে, দৃগ্বলয়কে সম মণ্ডল (Prime Vertical) বলে। দৃগ্বলয় বিদিক্‌ভেদী হইলে দৃগ্বলয়কে বিদিক্ দৃগ্বলয় বলে।

দক্ষিণোত্তর ধ্রুব বিন্দুদ্বয় ও পূর্ব্ব-পশ্চিম স্বস্তিকভেদী মণ্ডলকে উন্মণ্ডল বলে। উন্মণ্ডল দিবা রাত্রির ক্ষয়-বৃদ্ধিকারী।

তারা ও ক্ষিতিজের মধ্যবর্ত্তী দৃগ্বলয় খণ্ড দ্বারা তারার উন্নতি (Altitude) পরিমিত হয়। এবং দৃগ্বলয় খণ্ডের অংশ পরিমাণে উন্নতি ব্যক্ত করা হয়।

ধ্রুব বিন্দুর উন্নতিকে অক্ষোন্নতি (elevation of the pole) বলে। কারণ উহা দর্শকের অক্ষাংশের সমান।

দর্শকের খ বিন্দু হইতে তারার দূরত্বকে দৃক্ (Zenith distance) বলে।

তারার উদয় বিন্দুকে উদয় লগ্ন, অস্ত-বিন্দুকে অস্তলগ্ন বলে (Ascending and descending points)

তারা যে বিন্দুতে যাম্যোত্তর মণ্ডল পার হয়, ঐ বিন্দুকে মধ্যলগ্ন (Culminating point) বলে। মধ্যলগ্নে তারা উন্নতির চরম সীমা ভোগ করে।

মধ্য লগ্নস্থ তারার দৃক্‌কে নতাংশ (Meridian zenith distance) বলে।

উভয় ধ্রুববিন্দু, তারা ও অপমণ্ডল ভেদ করিয়া যে মণ্ডল অঙ্কিত করা যায়, ঐ মণ্ডলকে অপক্রমমণ্ডল বলে। অপমণ্ডল ও অপক্রম মণ্ডলের শেস বিন্দুকে তারার সংযোগ বিন্দু বলে অপ মণ্ডল হইতে তারার উত্তর দূরত্ব বা দক্ষিণ দূরত্বকে বিক্ষেপ বলে।

তারা ও সংযোগ বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অপক্রম মণ্ডল খণ্ডদ্বারা বিক্ষেপ পরিমিত হয়। এবং অপক্রম মণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে বিক্ষেপ—ব্যক্ত করা হয়।

বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে তারার পূর্ব্ব দূরত্বকে ধ্রুবক বা ধ্রুব বলে। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ও তারার সংযোগ বিন্দু, এই উভয় বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অপমণ্ডল খণ্ডদ্বারা ধ্রুবক পরিমিত হয়, এবং অপমণ্ডল খণ্ডের অংশ পরিমাণে ধ্রুবক ব্যক্ত করা হয়।

ধ্রুবক পরিমাণ জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে যোগতারা রেবতীর ১০ পূর্ব্বস্থ বিন্দুকে স্থায়ী বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু ধরিয়া লওয়া হয়।

তারা ও গ্রহের ধ্রুবক সমান হইলে, ঐ মিলনকে যুতি বা যুদ্ধ (conjuction) বলে।

যুতিতে চন্দ্র পক্ষ হইলে যুতিকে সমাগম (Occultation) বলে। যুতিতে সূর্য্য-পক্ষ হইলে যুতিকে অস্তমন (heliacal setting) বলে।

তারা বা গ্রহ অস্তমনগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তারা বা গ্রহ ম্লান হয়, তৎকালে তারা গ্রহের বৃদ্ধত্ব হয়।

অস্তমনগত তারা বা গ্রহের উদয়কে হেলীক উদয় (heliacal rising) বলে। অস্তমন মুক্ত ম্লান তারা বা গ্রহের অবস্থাকে বাল্যত্ব বলে। সূর্য্যগ্রহণ—চন্দ্রবিম্বদ্বারা সূর্য্য-বিম্ব আচ্ছাদিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। ভূচ্ছায়াদ্বারা চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

তারা বা গ্রহদ্বয়ের বিক্ষেপে ১৮০° পার্থক্য হইলে, উভয়ের অবস্থিতিকে বৈপরীত্য (opposition) বলে।

সূর্য্যের বিপরীত গ্রহ ও উপগ্রহের বিম্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ ভাবে কিরণময় লক্ষিত হয়। গ্রহ ও উপগ্রহের এই উজ্জ্বলতাকে পূর্ণমা বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর শীঘ্রোচ্চ বিন্দুস্থিত, গ্রহ ও উপগ্রহের পূর্ণিমাকে পরম পূর্ণিমা বলে।

অপমণ্ডলের উত্তরে ১০° দূরে ও দক্ষিণে ১০° দূরে অপমণ্ডলের সমান্তরাল দুইটী মণ্ডল অঙ্কিত করিলে, উভয় মণ্ডলের মধ্য-চক্রাকার ভ-গোলখণ্ড গোলকের কটিবন্ধরূপে অবস্থিতি করিবে। এই কটিবন্ধকে ভ-চক্র বা রাশি-চক্র (Zodiac) বলে।

স্থায়ী বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে অর্থাৎ যোগ তারা রেবতীর ১০° পূর্ব্বস্থ বিন্দু হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অপমণ্ডল ও ভ-চক্র ৩০° হিসাবে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইলে, ভ-চক্রের এক এক ভাগকে রাশি বলে। এই দ্বাদশ রাশি মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ নামে পূর্ব্বাদি-ক্রমে খ্যাত।

তারা ও গ্রহগণের পূর্ব্বদিকে উদয়-লগ্নে উদয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত-লগ্নে অস্তগমন নিত্য যে উপলক্ষিত হয়, এই দৃশ্য গতিকে দৈনিক গতি (Diver nalimotion) বলে। যে গতিবলে গ্রহগণ অল্প অল্প করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয়, ঐ গতিকে বাস্তব গতি (Proper motion) বলে।

যে গতি বলে ক্রান্তিপাতদ্বয় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া যায়, ঐ গতিকে বিলোম গতি (Precession) বলে।

গ্রহ পঞ্চক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অল্প অল্প অগ্রসর হইতে উপলক্ষিত হইলে ঐ গতিকে বক্র (Retrograde) গতি বলে।

এক সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে সাবন দিন বলে।

চন্দ্র যে সময়ে সূর্য্য হইতে ১২° দূরে গমন করিতে পারে, ঐ সময়কে তিথি (Lunar day) বলে।

যে তিথিতে চন্দ্র অস্তমন প্রাপ্ত হয়—ঐ তিথিকে অমা বলে। যে তিথিতে চন্দ্র বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পূর্ণিমা বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র উদিত হয়, ঐ পঞ্চদশ দিনকে শুক্ল পক্ষ বলে। অমার পর তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে শুক্লপক্ষ বলে।

যে পঞ্চদশ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্র অদৃশ্য থাকে, ঐ পঞ্চদশ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। পূর্ণিমার পর তিথি হইতে অমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ বলে।

অমাতিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট হইলে, অমাকে সিনীবালী বলে। অমা তিথিতে ইন্দুকলা দৃষ্ট না হইলে অমাকে কুহূ বলে।

পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কলাহীন চন্দ্র উদিত হইলে, পূর্ণিমাকে অনুমতি বলে, এবং যুগপৎ পূর্ণচন্দ্র-উদয় ও সূর্য্য অস্তগত হইলে, পূর্ণিমাকে রাকা বলে।

এক তিথিতে চন্দ্রের যে খণ্ড বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ঐ খণ্ডকে কলা বলে।

অমাতিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের পূর্ণ সাক্ষাৎ হয় বলিয়া অমাকে দর্শ বলে।

নাক্ষত্রিক দিন।—যে সময়ে ভ-চক্র পৃথিবীকে নিত্য পরিভ্রমণ করে—ঐ সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে। অর্থাৎ যে সময়ে একটী স্থিরতারা দর্শকের খ বিন্দু হইতে পশ্চিম গমন করিয়া পুনরায় দর্শকের খ-বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলে।

সৌর—দিন।—যে সময়ে সূর্য্য দর্শকের খ বিন্দু হইতে পশ্চিমে গমন করিয়া পুনরায় দর্শকের খ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌরদিন বলে।

মধ্যদিন।—সমগতিবিশিষ্ট কল্পিত সূর্য্য বিষুপ মণ্ডলের এক অংশ যে সময়ে ভ্রমণ করে, তাহাকে মধ্যদিন বলে।

চান্দ্রমাস।—চন্দ্রের ৩০ তিথিকে ১ এক চান্দ্রমাস বলে।

মুখ্যচান্দ্র মাস।—শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে মুখ্য চান্দ্রমাস বলে।

গৌন চান্দ্রমাস।—কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে, গৌণ চান্দ্রমাস বলে।

সৌর-মাস।—যে সময়ে সূর্য্য মেষাদি দ্বাদশ রাশির একরাশি সংক্রমণ করেন, সেই সংক্রমনকালকে সৌর-মাস বলে।

অক্ষুণ্ণ।—যে দিনে সূর্য্য কোন রাশিতে প্রবেশ করেন, সেই দিনকে অক্ষুণ্ণ বলে।

সংক্রান্তি।—রাশ্যন্তর-সংযোগানুকূল ব্যাপারকে সংক্রান্তি বলে; কিন্তু সাধারণ ভাষায় মেষ-সংক্রান্তিকে চৈত্র-সংক্রান্তি বলে, মকর-সংক্রান্তিকে পৌষ-সংক্রান্তি বলে।

চান্দ্র বৎসর।—দ্বাদশ অমাবস্যায়—এক চান্দ্র বৎসর হয়।

সৌর বৎসর।—যে সময়ে পৃথিবী স্বীয়-কক্ষার কোন এক বিন্দু হইতে পূর্ব্বগতিতে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত হয়, সেই সময়কে সৌর বৎসর বলে। অর্থাৎ যে সময়ে সূর্য্য অপমণ্ডলের কোন বিন্দুহইতে পূর্ব্ব গমনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় ঐ বিন্দুতে উপনীত দৃষ্ট হয়, সেই সময়কে বৎসর বলে।

ভগণ ।—যে সময়ে কোন গ্রহ বাসন্তিক-ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্বগতিদ্বারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতঃ পুনরায় ঐ বাসন্তিক ক্রান্তি-পাতে উপনীত হয়,সেই সময়কে ভগণ বলে।

সম্বৎসর।—যে সময়ে বৃহস্পতি এক রাশি সংক্রমণ করেন, সেই সময়কে সম্বৎসর বলে।

দেবদিবা।—যে ছয় মাস সূর্য্য উত্তর ধনুতে ভ্রমণ করিয়া সুমেরু প্রদেশে অবি-চ্ছেদে আলোক প্রকাশ করেন,সেই ছয়মাস সময়কে দেবদিবা বলে।

দেবরাত্রি।—যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ ধনুতে ভ্রমণ করিয়া সুমেরু প্রদেশে অদৃশ্য থাকেন, সেই ছয়মাস সুমেরু প্রদেশ অবিচ্ছেদে অন্ধকারময় থাকে, সেই ছয়-মাসকে দেবরাত্রি বলে।

দেবদিন।—এক বৎসরে এক দেব-দিন হয়।

অসুররাত্রি।—দেবদিনে সুমেরুপ্রদেশে-রাত্রিহয়; ইহাকে অসুররাত্রি বলে।

অসুরদিবা।—দেব-রাত্রিতে সুমেরু প্রদেশে দিবা হয়, ইহাকে অসুর-দিবা বলে।

সামুদ্রিকবেলা।—প্রতি তিথিতে দুই বার স্থানীয় যে জল বৃদ্ধি হয় ঐ জল বৃদ্ধিকে সামুদ্রিকবেলা বলে। সাধারণভাষায় বেলাকে জোয়ার বলে।

জলসংকোচ।—প্রতি তিথিতে স্থানীয়-জলের যে হ্রাস হয়, ঐ হ্রাসকে জলসংকোচ বলে। সাধারণ ভাষাতে জল-সংকোচকে ভাটা বলে। (ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

পূর্ব্বানুবৃত্ত।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখ-দুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণা।৬

পদব্যাখ্যা—

রূপ—শ্বেত, পীত, রক্ত, শ্যাম, নীল, হরিৎ, ইত্যাদি নানাবিধ।

রস—মধুর, অম্ল, তিক্ত, ক্ষার, কষায়, কটু, এই ছয় প্রকার।

গন্ধ—সৌরভ ও অসৌরভ (অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ) এই দুই প্রকার।

স্পর্শ—শীতল, উষ্ণ, অনুষ্ণাশীত (অর্থাৎ শীতলও নয় উষ্ণও নয়) এই তিন প্রকার।

সংখ্যা—একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, ইত্যাদি।

পরিমাণ—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি।

পৃথক্ত্ব—পার্থক্য বোধের হেতু গুণ-বিশেষ, যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি হইতে পৃথক্।

সংযোগ—বিভিন্ন স্থান স্থিত বস্তু দ্বয়ের একত্রীভাব (অর্থাৎ সংলগ্নতা)।

বিভাগ—সংযুক্ত বস্তু দ্বয়ের পরস্পর ব্যবধান।

পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব।

অপরত্ব—কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব।

বুদ্ধি—জ্ঞান।

সুখ—সন্তোষ।

দুঃখ—ক্লেশ।

ইচ্ছা—অভিলাষ।

দ্বেষ—অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি বিশেষ।

প্রযত্ন—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি (অর্থাৎ যে যত্ন হইতে শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করা হয়)

চ—ও, (এই চকারের অর্থ সমুচ্চয়; ইহাতে এইটি সমুচ্চিত হইতেছে যে, রূপ অবধি প্রযত্ন পর্য্যন্ত যে সপ্তদশটি গুণের নাম উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্নও গুণ পদার্থ আছে, যথা—গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই সাতটি; সুতরাং উক্ত ও সমুচ্চিত উভয়ের সমষ্টিতে চতুর্বিংশতিটী গুণ পদার্থ।)

অনুবাদ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিংশতিটীকে গুণ বলে। ইহাদের মধ্যে গুরুত্ব অবধি শব্দ পর্য্যন্ত শেষোক্ত সাতটী গুণ পদার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায়, সূত্রে নাম উল্লেখ না করিয়া, সমুচ্চয়ার্থ চকারের প্রয়োগে উহাদিগকে সমুচ্চিত করা হইয়াছে।

তাৎপর্য্য—রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি সূত্রোক্ত পদার্থ নিচয়, দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ দ্রব্য হইতে ইহাদের পৃথক্ভাবে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহারা দ্রব্যের অভিব্যঞ্জকও (প্রকাশক) হয়, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে গুণ পদার্থ বলে। যেমন রক্ত পুষ্প; এইস্থলে পুষ্পের রক্তিমা-গুণ কদাচ পুষ্পকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ভাবে থাকিতে পারে না এবং ঐ রক্তরূপ পুষ্পের প্রকাশকও বটে, অর্থাৎ পুষ্পে যদি রূপ না থাকিত, তবে উহাকে আমরা দেখিতে পাইতাম না। বায়ুতে শ্বেত-পীতাদি কোন রূপ নাই, এজন্য বায়ুকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; বৃক্ষ প্রভৃতিতে শাখা-পল্লবাদির সঞ্চালন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। রক্ত জবা কুসুমের রক্তিমাগুণই শ্বেত-পীতাদি-জবা পুষ্প হইতে তাহার ভিন্নশ্রেণীত্ব প্রতিপাদন করিতেছে; কারণ তাহাদের আকৃতিগত পার্থক্য নাই। এইরূপ রস গন্ধ প্রভৃতিও দ্রব্যকে দ্রব্যান্তর হইতে পৃথক্ শ্রেণীয়ত্ব বুদ্ধি জন্মায়। ইক্ষুরস ও খর্জ্জুররসে আকৃতিগত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু মাধুর্য্য-বিশেষ কিম্বা গন্ধবিশেষের দ্বারা তাহাদের বিভিন্ন জাতীয়ত্ব প্রতিপত্তির কোন বাধা নাই। গুণ পদার্থ নিচয় যেমন দ্রব্যের অভিব্যঞ্জক হয়, তদ্রূপ দ্রব্যও গুণের প্রকাশক হইয়া থাকে। আম্রাদি সুমধুর ফলনিচয় রসনা সংযুক্ত না হইলে, তাহার মাধুর্য্যের উপলব্ধি হইতে পারেনা। দ্রব্যের সহিত গুণের এতাদৃশ নিকট সম্বন্ধ থাকায়, দ্রব্য নিরূপণের পর গুণ-পদার্থের নিরূপণ করা হইতেছে। পরসূত্রে গমনাদি কর্ম্ম পদার্থের বিভাগ করা হইবে। যদিচ গুণের ন্যায় কর্ম্ম পদার্থেরও দ্রব্যের সহিত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি ঘট-পটাদি দ্রব্য নিষ্ক্রিয় (চলনাদিশূন্য) অবস্থায় সময় বিশেষে দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে, এবং গগনাদি দ্রব্যে

কদাচিৎও কোন ক্রিয়া জন্মে না; কিন্তু ঐ গগনাদি নিত্য দ্রব্য সকল কদাচিৎ গুণশূন্য অবস্থায় থাকে না এবং ঘট-পটাদি জন্য দ্রব্যেও উৎপত্তির পরক্ষণ হইতে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত একটী না একটী গুণ অবশ্যই অবস্থান করে, এনিমিত্ত কর্ম্ম পদার্থ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই গুণের উল্লেখ করা হইতেছে। কেহ কেহ ক্রিয়াকে সংযোগাদি গুণ পদার্থের মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট করেন, কিন্তু সেই মতটী সম্যক্ নহে; কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ফল বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হইয়া ভূতলে সংলগ্ন হইল; ক্ষণবিলম্বেই ফলের চাঞ্চল্য আর থাকিলনা, কিন্তু মৃত্তিকার সহিত তাহার সংযোগ দীর্ঘকাল থাকিয়া গেল; সুতরাং সংযোগ ও পতন যে দুইটী পৃথক পদার্থ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সূত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থসমূহের মধ্যে যে যেটী যে যে সময়ে জগতের মঙ্গলের জন্য সদনুষ্ঠানের প্রযোজক হয়, তখন তাহাদিগকে আমরা গুণ বলিয়া অভিহিত করি, এবং যে যেটী কুৎসিৎ ক্রিয়ার জনক হইয়া বিশ্বের অপকার সাধনের মূলীভূত হইয়া পড়ে, তাহারা তখন গুণ নামের সর্ব্বথা অযোগ্য, এনিমিত্ত দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গুণ ও দোষ উভয়ই উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত অথবা তজ্জনিত সদাচরণ ও অসদাচরণের নামান্তর মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে বুঝিতে হইবে, দয়ালু ব্যক্তিগণ পরদুঃখে কাতর হইয়া অন্যের দুঃখ বিমোচনে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইয়া থাকেন। দয়া একটী প্রধান গুণ—কয়েকটী গুণের সমষ্টি স্বরূপ। দয়াশীলদিগের প্রথমতঃ অন্যের ক্লেশ দেখিয়া নিজের দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহারা পরোপকার করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐ জ্ঞান হইতে পরদুঃখমোচনে ইচ্ছা জন্মে এবং পরক্ষণেই তাঁহারা তাহাতে সাধ্যানুসারে যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে কৃপালু পুরুষের ক্রমশঃ উৎপন্ন দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন, সূত্রে উল্লিখিত গুণ পদার্থের অন্তর্গত এবং ইহারা বাস্তবিক গুণ বলিয়া সর্ব্বসম্মতও বটে; কিন্তু পক্ষান্তরে পরশ্রীতে কাতরতাপন্ন ব্যক্তিগণের ঐ কাতরতা (দুঃখ), পরের অনিষ্ট করাকে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ, পর-গুণাদিতে দোষারোপ করিবার ইচ্ছা এবং পরের অনিষ্টাচরণাদিতে যত্ন, এই সকল গুণ নামের অযোগ্য হইয়া পুরুষের দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সূত্রে উল্লিখিত গুণ-পদার্থগুলির বিশেষ পরিচয় অগ্রিম গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। শ্বেত-পীত-নীল প্রভৃতি রূপ সকল এক মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অর্থাৎ নয়ন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ দেখা যায় না। এই প্রকার মধুর, অম্ল, তিক্ত প্রভৃতি রসকে এক মাত্র রসনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। সৌরভ ও অসৌরভ অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) দ্বারা অনুভূত হয় এবং শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত (শীতও নয় উষ্ণও নয়) এই তিন প্রকার স্পর্শের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের কোন উপযোগিতা

নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইহারা প্রত্যেকে এক একটি বহিরিন্দ্রিয় হইতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। ইহাদের আরও বিশেষ আছে যে, সূর্য্য-কিরণাদির দ্বারা দ্রব্যের পাক হইলে, রূপাদিরও পার্থক্য হয়। অনেক প্রকার আম যখন অপক্ক (কাঁচা) থাকে, তখন তাহার শ্যামরূপ, অম্লরস, একবিধ গন্ধ ও কঠিন স্পর্শ থাকে, পরে ঐ আমের সুপক্ক দশায় বর্ণ লাল হয়, রস সুমধুর হয়, তখন তাহার সুগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্মে এবং তাহার স্পর্শও সুকোমল হয়। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, ইহারা প্রত্যেকে উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার। স্থূল দ্রব্যে যে সমস্ত রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, তাহারা অনুদ্ভূত এবং তদ্ভিন্নের নাম উদ্‌ভূত। কোন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে, তন্মধ্যে যে বহ্নিরাশি প্রবেশ করে, সেই বহ্নির রূপ অনুদ্‌ভূত; চক্ষু দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ সেই পাত্র মধ্যে শুষ্ক বস্ত্র খণ্ডাদি প্রক্ষিপ্ত হইলে, ঐ বস্ত্র খণ্ড তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইতে দেখা যায়। কোন দিন রাত্রি কালেও অসম্ভব গ্রীষ্ম বোধ হইয়া থাকে। ঐ গ্রীষ্মে উষ্মার রূপ উদ্ভূত নহে, অথচ তাহার উষ্ণ স্পর্শ হইতে শরীরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয়, এজন্য তাহাকে তেজের অংশ বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে উদ্‌ভূত রূপ না থাকায় চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখা যায় না। পাষাণে উদ্‌ভূত রূপ আছে বটে; কিন্তু তাহার রস ও গন্ধ অনুদ্‌ভূত। ঐ রসের ও গন্ধের সহজতঃ উপলব্ধি হয় না বলিয়া পাষাণে যে রস কিম্বা গন্ধ নাই, এমত নহে; কারণ প্রস্তরকে দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে গন্ধ নির্গত এবং উহার ভস্ম রসনাসংলগ্ন হইলে, এক প্রকার রসেরও অনুভব হইয়া থাকে। সুবর্ণ এক প্রকার তৈজস পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্তিত, উহার উষ্ণ স্পর্শটী অনুদ্‌ভূত, এ নিমিত্ত সুবর্ণখণ্ড হস্তে গ্রহণ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল দৃষ্টান্তে অনুদ্‌ভূত রূপাদি বুঝিতে হইবে এবং অনুদ্‌ভূত ব্যতীত অন্যান্য রূপ প্রভৃতিকে উদ্‌ভূত বলিয়া বুঝিবারও কোন বাধা নাই। সূত্রে "রূপ রস গন্ধ স্পর্শাঃ" এই চারিটী গুণবাচক শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া একটী মাত্র বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ "সংখ্যাঃ পরিমাণানি" ইত্যাদি স্থলে সমাস করা হয় নাই; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত প্রকারে রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ, এই গুণচতুষ্টয়ের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন "সংযোগ বিভাগৌ" "পরত্বাপরত্বে" "সুখ দুঃখে" "ইচ্ছা দ্বেষৌ" এই সকল স্থলেও দুই দুইটী গুণবাচক পদে সমাস করা হইয়াছে, কারণ ইহারাও দুই দুইটী এক এক শ্রেণীর গুণ। পক্ষিগণ উড়িতে উড়িতে বৃক্ষশাখায় যখন পতিত হয়, তখন পাখীর সহিত বৃক্ষের সংযোগ হয়, আবার পাখী উড়িয়া গেলে অমনি তাহার সহিত বৃক্ষের বিভাগ জন্মে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সংযোগ বিভাগ, এই উভয় গুণই চলন-জনিত, সুতরাং এক শ্রেণীস্থ।

জ্যেষ্ঠত্ব স্বরূপ পরত্ব ও কনিষ্ঠত্ব স্বরূপ অপরত্ব, এই উভয়ের প্রতীতির প্রতি কাল

(সময়) কারণ, এবং দূরত্ব রূপ পরত্ব ও নিকটত্ব রূপ অপরত্ব, এই উভয়েরই প্রতীতি দিক্ হইতে জন্মে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পরত্ব ও অপরত্বের প্রতীতিতে কারণগত সাম্য আছে। সুখ ও দুঃখ, এই উভয়টী সদসৎ কর্ম্ম জনিত অদৃষ্টবিশেষের ফল। তন্মধ্যে সৎ কার্য্য হইতে সুখ ও কুকার্য্য হইতে শেষে দুঃখ জন্মে। এই সুখ ও দুঃখ উভয়ই কর্ম্মজনিত, সুতরাং এক জাতীয়। ইচ্ছা ও দ্বেষ, এই দুইটী গুণও এক শ্রেণীর; ইচ্ছা জন্মিলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় এবং বিদ্বেষ জন্মিলে তাহাতে নিবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই প্রযত্ন পদার্থ, সুতরাং প্রযত্নের কারণ বলিয়া "ইচ্ছাদ্বেষৌ" এই রূপ এক সমাসান্তর্গত করা হইয়াছে।

সূত্রে "প্রযত্নাশ্চ" এইস্থলে যে সমুচ্চয়ার্থ চকারের প্রয়োগ আছে, তাহাদ্বারা গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ, এই প্রসিদ্ধ সাতটী গুণ পদার্থের সূচনা বুঝিতে হইবে। যে পদার্থে কিঞ্চিন্মাত্রও ভার থাকে, তাহাতেই গুরুত্ব আছে। এ নিমিত্ত গুরুত্বের ন্যায় লঘুত্ব একটী পৃথক্ গুণ নহে। গুরুত্ব নামক গুণ পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তোলা-মাসা-মণ প্রভৃতি পরিমাণ হইতে পৃথক্। এই গুরুত্বই পতন রূপ ক্রিয়ার প্রতি কারণ। বায়ুতে কিম্বা বহ্ন্যাদি তেজে গুরুত্ব নাই, পৃথিবী ও জল ইহার আশ্রয়; দ্রবত্ব অর্থাৎ তরলতা গুণ জলে স্বভাবতঃ থাকে, ঘৃত প্রভৃতিতে সময়বিশেষে জন্মে। স্নেহ গুণ থাকাতে বস্তু সকল স্নিগ্ধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তৈলাদিতে স্নিগ্ধ গুণের প্রকর্ষতা আছে। সংস্কার তিন প্রকার—ভাবনা, বেগ ও স্থিতি-স্থাপক। ভাল করিয়া কোন বিষয়টী পড়িলে অথবা উপেক্ষা না করিয়া কোন বস্তু দেখিলে বা স্পর্শ করিলে, আত্মায় যে সংস্কার জন্মে, অর্থাৎ যাহা হইতে সময়ান্তরে সেই অনুভূত বিষয়গুলির স্মরণ জন্মিতে পারে, ঐ সংস্কারের নাম ভাবনা। বেগাখ্য সংস্কার থাকা প্রযুক্ত ঘটাদি বস্তুর সঞ্চালন হয়। গাছের ডাল কিম্বা বাঁশের অগ্রভাগ নোয়াইয়া ছাড়িয়া দিলে ঐ শাখা কিম্বা বাঁশ পুনর্ব্বার যথাস্থানে যায়, শাখা প্রভৃতির ঐ সংস্কারকে স্থিতি স্থাপক সংস্কার বলে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুয়ের নাম অদৃষ্ট। সকল সময়ে সদাচরণের কিম্বা অসদাচরণের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না, দীর্ঘকাল পরে পাইতে হয়, এজন্য সৎক্রিয়া-জনিত শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং কুকার্য্য জনিত দুরদৃষ্ট অর্থাৎ অধর্ম্ম নামক গুণদ্বয় স্বীকার করিতে হয়। এই গুণদ্বয় হইতে ভবিষ্যতে সুখ ও দুঃখ জন্মে। শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। মৃদঙ্গাদি হইতে যে শব্দ শুনা যায়, উহার নাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং কণ্ঠ তালু প্রভৃতির আঘাত জনিত ক খ প্রভৃতিকে বর্ণাত্মক শব্দ বলে। জলের তরঙ্গমালার ন্যায় এক শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তি হওয়াতে শব্দ সকল ক্রমশঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইয়া শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন, কদম ফুলের কলিকার ন্যায় একটী শব্দ হইতে দুইটী, এবং দুইটীর প্রত্যেক হইতে দুই তিনটী শব্দ জন্মে, তাহাতে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বহু শব্দের

উৎপত্তি হওয়ায় উহা বহু পুরুষের ক্লান্ত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ।

গীতার্থ।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

ভারতীয় আর্য্যগণ হিমালয়ের উচ্চতম শিখরস্থ বৈজয়ন্তবাসী সুর বা দেবগণের বংশোদ্ভূত; ঐ বৈজয়ন্তবাসী সুরগণ সুমেরুবাসী ব্রহ্মের মানস-পুত্র মরীচি, দক্ষ প্রভৃতি দশ প্রজাপতিগণের সন্ততি। প্রকৃতিদেবী, ক্রমোন্নতির নিয়ম অনুসারে মানবকুল সৃষ্টি করিয়া, জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের উপযোগী স্বভাব রূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। মানবকুলের অতি শৈশবকালে প্রকৃতি মাতা স্বয়ং শিক্ষয়িত্রী না হইলে মানবের চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে কাল যাপন করিতে হইত; মানব জীব-জগতে শ্রেষ্ঠ হইত না। কিন্তু সমস্ত মানবকুলই যে প্রথমে প্রকৃতিমাতার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে স্বভাবতঃই জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছিল, এমত নহে,তবে অনন্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে মহত্তত্ত্ব বা বিশ্বনিয়ামিকা বিরাট মানস-শক্তি অন্তর্নিহিত আছে,সেই বিরাট মানস-শক্তির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে অন্ততঃ কতিপয় মানব (দেশ, কাল, অবস্থা এবং প্রকৃতির অনুকূলতা ও কঠোরতার সংঘর্ষণে) কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞানরত্ন লাভ না করিলে, মানবকুলের প্রথম অন্য শিক্ষক অভাবে ঐ মানব জাতির চিরকাল অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতে হইত। যে কতিপয় আদর্শ মানবে ব্রহ্মের বিশ্ব নিয়ামিকা মহামানসশক্তির অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরত্ন স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহারাই ব্রহ্মের মানসপুত্র। পুরাণে বর্ণিত আছে, সুমেরুস্থিত মানসপুত্র—প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে এবং অপর মানসপুত্র মনুকন্যা প্রসূতির গর্ভে বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, লজ্জা, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, নীতি ও সতী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল তন্মধ্যে ত্রয়োদশটীর সহিত ধর্ম্মের এবং দশটীর সহিত দেবাসুরের পিতামহ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের এবং সতীর সহিত সর্ব্বমঙ্গলময় শিবের বিবাহ হইয়াছিল; ঐ সতীই যে দেবাসুরের পিতৃপিতামহগণের সর্ব্বমঙ্গলালয়া, সর্ব্বার্থসাধিকা, সুনীতিপূর্ণা সমবেত সংশক্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই। দক্ষ হইতে সতীর জন্ম স্বাভাবিক, ঐ দক্ষের পতনেই সতীর পতন। যাহাহউক, দক্ষযজ্ঞে আর্য্যপিতামহগণ সেই সমবেত সংশক্তি হারাইয়া দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা দিগ্ দেশ অতিক্রম করতঃ হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গারোহণ পূর্ব্বক সুরসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে, ঐ সতী পুনর্ব্বার হিমালয়পর্ব্বতজাতা সেই সুরগণের দিগন্তব্যাপী প্রভাশালী অপরিমেয় সমবেত তেজ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণা হইয়া অসুর জয় পূর্ব্বক বিজয় সূচক বৈজন্ত ধাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ বৈজয়ন্তবাসী সমবেত আর্য্যপিতামহ—সুরগণের মধ্যে বলে দেব সেনাপতি কার্ত্তিক, বুদ্ধিতে দেবগুরু

বৃহস্পতি, জ্ঞানে বাগ্‌দেবী সরস্বতী, ধনৈশ্বর্য্যে স্বয়ং লক্ষ্মী, সিদ্ধিতে গণেশ, তেজে সূর্য্য, ধর্ম্মে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, গতিতে পবন এবং সমবেত শক্তিতে স্বয়ং মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি অসুরনাশিনী দুর্গমনিবারিণী দুর্গা ছিলেন। যাঁদের অস্ত্র বৈদ্যুতিক, যান বিমান, গতি বায়ু; যাঁহাদের উদ্যান নন্দনকানন, সম্পত্তি কামধেনু, রত্ন পারিজাত, ভাণ্ডারী কুবের ছিলেন, যে জাতির প্রত্যেকের শক্তি ও তেজ একত্রিত ও মিলিত হইয়া উষ্ণস্পর্শ তেজরাশি-দিগন্তব্যাপী জ্বলনশীল পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়াছিল এবং যে জাতির দেহ ও মানসোৎপন্নাঃদিগন্তব্যাপী প্রভাশালী অপরিমেয় তেজরাশি মিলিত হইয়া মহাশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়া ছিলেন, সে জাতির বীরত্ব, ঐশ্বর্য্য, একতা, এবং মহাপ্রাণতা কি আশ্চর্য্যজনক! সেই জাতি যদি দেবতা না হইবে, তবে দেবতা আর কাহাকে বলা যাইতে পারে? সেই দেবকুলের বংশধরগণই সূর্য্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত নৃপতিবৃন্দ। এ দেবকুলের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় প্রকার ব্যাখ্যা গীতার শ্লোকার্থ ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত দেবকুলোদ্ভূত আর্য্যপিতামহগণ হিমালয় হইতে অবতরণ এবং ভারতাগমন পূর্ব্বক ভারতবাসী অনার্য্য রাক্ষস, দৈত্য ও নাগ প্রভৃতি ক্রূর অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে জয় এবং তাহাদের মধ্যে কতকাংশ বশীভূত ও কতকাংশ বিতাড়িত করণান্তর প্রাকৃতিক নিয়মে কর্ম্ম বিভাগ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতের উত্তর ভাগে আর্য্যাবর্ত্ত নামে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও জ্ঞানযোগে মহর্ষি বশিষ্ঠ, কপিল, গৌতম, ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্‌ক্য, ভক্তিযোগে নারদ, সাণ্ডিল্য প্রমুখ দেবর্ষি ও মহর্ষিবর্গ; কর্ম্মযোগে বিশ্বামিত্র জনক প্রমুখ রাজর্ষিবর্গ; বল, বীর্য্যে রঘু প্রমুখ নৃপতি বৃন্দ; কীর্ত্তিতে ভগীরথ প্রমুখ রাজেন্দ্রবৃন্দ ছিলেন এবং সর্ব্ব সামঞ্জস্যের আধার সুদর্শন-নীতিচক্রধারী উদার অথচ রক্ষণনীতির পূর্ণ অবতার রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সমসাময়িক কালে যেরূপ কতকগুলি আসুরী প্রকৃতি নৃপতিবৃন্দের অভ্যুদয় হওয়ায়, গৃহবিবাদ, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, রামাবতারের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকারঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মকলহ উপস্থিত হইয়ায় প্রায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়াছিল, তদ্ধেতু রাক্ষস প্রভৃতির পুনঃ অভ্যুত্থান হওয়ায় এ অনার্য্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আর্য্যসমাজ ঘোর উৎপীড়িত এবং মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়া ধ্বংসনীতির কবলাগত প্রায় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকার ঘটিত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ স্বরূপ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদ, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের শত পুত্র নাশ, গায়ত্রীর শাপ ও উদ্ধার, নহুষ রাজা কর্ত্তৃক রথে অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ যোজনা ও ব্রাহ্মণের মস্তকে পদাঘাত, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণের পরাজয়, বেদের ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞের পরিবর্ত্তে উপনিষদুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার, কপিল ঋষি কর্ত্তৃক সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের

অশ্বাপহরণ, সগর-পুত্রগণ কর্ত্তৃক ঐ কপিল ঋষির অবমাননা, তৎকর্ত্তৃক সগরবংশ ধ্বংস, পরশুরামের মাতৃবধ, পরশুরাম কর্ত্তৃক এক বিংশতি বার ক্ষত্রিয় নাশ ইত্যাদি রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ সমূহের মধ্যে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আত্মকলহ হইতে ক্ষত্রিয় কুলধ্বংস প্রায় হওয়ায় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আর্য্য-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রপ্রণেতা ও ব্যবস্থাপক মহর্ষি প্রমুখ সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ ও সমাজের শাসনকর্ত্তা রক্ষক শস্ত্রপাণি ক্ষত্রিয়গণ উৎপীড়িত এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিঘ্ন হওয়ায়, আর্য্যসমাজ বিশৃঙ্খল এবং জাতীয় জীবন অকালে ধ্বংস নীতির কবলাশ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে ঐ কৈশোর আর্য্যসমাজের মনঃপীড়া ও সরল আর্ত্তনাদ অন্তর-রাজ্য ভেদ করিয়া মহাকারণক্ষেত্রে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের বিশ্বনিয়ামিকা শক্তির নিকট পৌঁছিয়া অকালবোধন দ্বারা সেই মহাশক্তি জাগরিত করিয়াছিল, তাহাতে ঐ আর্য্যসমাজের ঘোরতর পীড়ারূপ মহা শত্রু বিনাশের নিমিত্ত সেই সর্ব্বজ্ঞান ও মঙ্গলময়ের সুদর্শন-নীতি-চক্র স্বয়ং ভিষক্ স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া বহুকালব্যাপী অন্তর্জাতীয় বিদ্বেষসূচক ভেদনীতি রূপ প্রাচীন হরধনু ভগ্ন পূর্ব্বক সেই হিমালয়-জাতা সর্ব্বমঙ্গলালয়া সর্ব্বার্থসাধিকা বিশ্বনিয়ামিকা মহাশক্তিসম্ভূতা আর্য্যসমাজের মহা প্রাণদাত্রী সমবেত শক্তিরূপিণী আর্য্যমহালক্ষ্মীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণ-নীতির পূর্ণ-অবতার সংস্থাপন, তদনন্তর প্রধান দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্য জাতিকে ধ্বংস পূর্ব্বক অবশিষ্ট অনার্য্য জাতিকে বশীভূত করিয়া আর্য্যানার্য্য-শক্তি-সম্মিলনে ভারতভূমিকে এক ছত্র এবং একটী সর্ব্ব প্রধান রাজশক্তি ও ক্ষমতার বশে আনয়ন করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। *

ভারতে ঐ ধর্ম্মরাজ্য বহুকাল অক্ষুণ্ণ ভাবে ছিল। কিন্তু কাল কখনও নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না; কালের অভ্যন্তরে যে দৈবী ও আসুরী শক্তির অলক্ষ্য সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে একতর শক্তিকে পরাজয় করিয়া অন্যতর শক্তি প্রবলা হয়। যেমন বালকের বাল্য ক্রীড়ার সহিত বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৈশোরে বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যৌবনে ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও নীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৃদ্ধের কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। সেইরূপ আর্য্যসমাজে শৈশব দেব যুগ হইতে বর্ত্তমান বার্দ্ধক্য কাল পর্য্যন্ত ঐ প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। দেবযুগে শৈশব-আর্য্যসমাজে দেবাসুরের যুদ্ধে শক্তি বা বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।† কৈশোর আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সরল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছিল; ‡ উদার

---

* প্রাচীন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্ব্বোপরি রাজশক্তির পরিচায়ক; উহাতে সগর দিলিপ প্রভৃতি অকৃতকার্য্য হন; পরে উহা রামকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

† দেবযুগে শক্তিই নায়িকা। মার্কণ্ডেয়চণ্ডী দ্রষ্টব্য।

‡ আর্য্য জাতির বা আর্য্য সমাজের যৌবনাবস্থাতেই বিষয় ঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কৌরব-যুদ্ধ; প্রৌঢ়ে বুদ্ধের ধর্ম্মনীতির এবং এখন বৃদ্ধাবস্থায় কেবল বাক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মণ্য নীতির পূর্ণ অবতার রামচন্দ্র কর্তৃক ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনের পর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানাধিকার ঘটিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা কিম্বা আর্য্যানার্য্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিরোধ বা সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। অনার্য্য জাতির শক্তির হ্রাস এবং তাহারা আর্য্য জাতির অধীন হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণগণ ধনৈশ্বর্য্যের প্রত্যাশী না হওয়ায়, যৌবন-উদ্দীপ্ত আর্য্যসমাজের উদ্যমী ক্ষত্রিয় জাতি ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং (ঐ ক্ষত্রীয় সমাজ) প্রভুত্ব ও যৌবন মদে মত্ত হইয়াছিল। যে কালে মনুষ্যের—বিশেষতঃ ধনৈশ্বর্য্য-বল-বীর্য্য-শালী সমাজের বহিঃশত্রুর কি ভিন্ন সমাজের সহিত বিরোধ না থাকে, সেই কালে সমাজে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, ধন এবং সম্পত্তির গরিমায় আসুরী শক্তি প্রবল হইলে, বহিঃশত্রু অভাবে অন্তর্ব্বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। রামচন্দ্রের পর সূর্য্য-বংশীয় সম্রাটদিগের ছত্রতলে ও অন্যান্য নৃপতিগণের সুশাসনে আর্য্যসমাজ নির্ব্বিঘ্নে বহুকাল সুখ-সমৃদ্ধি ভোগের পর সূর্য্যবংশীয়গণ রাজশক্তিহীন এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রবল হওয়ায়, ভারতবর্ষ বহুতর স্বাধীন খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। যে মহাজাতি সর্ব্ব প্রধান একই রাজশক্তি বা শাসন শক্তির অধীন একই আইন, একই ধর্ম্ম, একই ভাষা, একই শিক্ষা, একই সামাজিক নীতি ও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া একত্র, সুনীতি ও সুনিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর সৌভ্রাত্ররূপে বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতিদ্বারা জ্ঞান ও ধন অর্জ্জন পূর্ব্বক বিপুল মহাদেশ ভোগ করিতে পারেন, সেই জাতি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যপিতামহগণ উপরোক্ত মহা নীতির অধীনে প্রথমে সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। যদিও সুবিধার নিমিত্ত সমাজে কর্ম্মবিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তথাচ সমবেত আর্য্যসমাজের শীর্ষস্থানীয় মহর্ষিগণের কৃত একই ধর্ম্ম একই নীতি, একই শাস্ত্র এবং একই আইন ও নিয়মের অধীনে অবনত মস্তকে সমগ্র নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় রাজ্য শাসন ও পালন করিতেন। তৎকালে সমগ্র আর্য্য জাতির মধ্যে একই সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত এবং পরস্পরের মধ্যে অন্ন ভোজন ও অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে পূর্ব্ববর্ণিতমত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অধিকার ঘটিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া সমাজ বিশৃঙ্খল হওয়ায়, মহারাজ রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বিরোধ শান্তি ও ভেদনীতি দূরীভূত করিয়া, মহর্ষিগণের কৃত ধর্ম্মনীতি ও ব্যবস্থার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজশক্তির উপরে এক উচ্চতম মহারাজশক্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভূত করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ঐ মহা শক্তির অধীন করতঃ জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষ পূর্ব্বোক্ত মত বহুখণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া ঐ খণ্ড খণ্ড রাজ্য সমূহের নরপতিবৃন্দ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের বশীভূত এবং নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া সিংহাসনে প্রজ্বলিত করতঃ আর্য্য-লক্ষ্মীকে দগ্ধ এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত বিকট গৃধ্র শকুনির ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক একের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া লইতেছিল;

তৎকালে মথুরাধিপ কংস পিতাকে রাজ্য-চ্যুত, ভগ্নী ও ভগ্নিপতিকে কারারুদ্ধ, জ্ঞাতি-বর্গ, আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবর্গের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিয়া, আর্য্যলক্ষ্মীকে পদদলন করিতেছিল, মগধের অধীশ্বর জরাসন্ধ পর রাজ্য অন্যায় আক্রমণ এবং ভারতের যড়শিতি নৃপতি বৃন্দকে বলিদান দিবার নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিয়া ভারতমাতা আর্য্যলক্ষ্মীর হস্ত-পদাদি-অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, চেদীশ্বর শিশুপাল ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া গোপনে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা নগরে অগ্নিপ্রদান এবং যাদবগণকে বিনা কারণে হত্যা করিয়া দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন ধন ও যৌবনোন্মাদে মত্ত হইয়া বামনের চন্দ্র ধরার ন্যায় উদার ধর্ম্মনীতি সংস্থাপক স্থিতি-শক্তির আধার সুদর্শননীতিচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের ভাবী পত্নী ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণীকে হরণ করিতে উদ্যত এবং ঐ উদার ধর্ম্মনীতির অবতার শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃ বর্গকে বিনাশের চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত ঘোরতর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া হিংসানল প্রজ্বলিত করতঃ ভারতমাতা আর্য্যলক্ষ্মীকে ঐ হিংসানলে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ উপনিষদুক্ত সাম্যনীতি ও সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্ম এবং বিষ্ণু প্রীত্যর্থে বিশ্বহিতকর সাত্ত্বিক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে ছেদনীতি, স্বার্থমূলক জীবনঘাতক রাজসিক ও তামসিক যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্ম কাণ্ড প্রবর্ত্তিত করতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ-ভ্রষ্ট হইয়া আর্য্য জাতিকে ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছিলেন; প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায়, সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতীদিগের ধ্বংস পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য বিশ্বনিয়ামক পূর্ণ জ্ঞান ও মঙ্গলের অবতার শ্রীকৃষ্ণ রূপ মঙ্গল, চক্র রূপ সুদর্শন বা সুনীতি, গদারূপ দণ্ড বা শাসন এবং পদ্মরূপ শক্তির সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্বে, সংসার-বন্ধনের চারিটী রজ্জু যথা—সন্তানের স্নেহ, পতি বা পত্নী প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি; এই স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও ভক্তি নিঃস্বার্থ, উদার ও বিশ্বব্যাপী হইলে বিশ্বের বন্ধন অতিক্রম করিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ বন্দন করা যাইতে পারে। যাঁহার গৃহই বিশ্ব, যাঁহার বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে যথাক্রমে নিঃস্বার্থ সন্তানস্নেহ, পতি বা পত্নী-প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পিতৃ বা মাতৃ ভক্তি বিস্তৃত হয়, সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বা স্ত্রী বিশ্বেশ্বরে লীন হয়েন। আবার যিনি, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সাধারণ জনগণের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ পুত্রস্নেহ, পতি বা পত্নী-প্রেম, বন্ধু-প্রীতি, পিতৃ বা মাতৃভক্তি সমভাবে প্রাপ্ত হন, তিনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর স্বরূপে বিশ্বে লীন হন। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর কালে গোপ ও গোপিনীদিগের নিকট অকৃত্রিম পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, নিঃস্বার্থ পতিপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি ঐ কৈশোর কালে পূতনা ও বকাসুর প্রভৃতি বিনাশ; কালীয় নাগ দমন প্রভৃতি গোকুলের কয়েকটী অশুভ নাশ করিয়া

বৃন্দাবনে চিরপ্রচলিত সকাম ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন ধারণরূপ সাধারণের হিতকর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া উদার নীতির পোষণ ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ মাত্রেই নিঃস্বার্থে সাধারণের হিতার্থে দেশের কণ্টক স্বরূপ কংসরাজকে ধ্বংস পূর্ব্বক তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে পুনঃ রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ব্রজ ও মথুরাবাসী জনগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তদনন্তর মৃত কংসরাজের শ্বশুর ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা বারম্বার আক্রমিত হওয়ায় এবং যাদব সৈন্যাপেক্ষা জরাসন্ধের সৈন্য শতগুণ বিধায়,বিশেষতঃ মথুরার দুর্গ উত্তমরূপ সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় না থাকা প্রযুক্ত জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে অন্ধ্র, ভোজ,বিষ্ণি ও যদুকুল এবং সাধারণ প্রজাবর্গকে রক্ষা, জীবহত্যা ও সৈন্য ক্ষয় নিবারণ এবং আত্মবল সঞ্চয় ইত্যাদি জন্য পশ্চিম ভারতে সিন্ধুতীরে রৈবতক পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত শত্রুগণের অনধিগম্য দুশ্ছেদ্য ও দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং সৌধমালা-পরিশোভিত দ্বারকা নাম্নী মহানগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সপ্রজা অন্ধ্র-ভোজ-বিষ্ণি ও যদুকুল সহিত তথায় যাদব রাজ্য সংস্থাপন করণান্তর ভেদ ও রক্ষণনীতির পরিবর্ত্তে উদার সাম্য নীতির প্রবর্ত্তন, খণ্ড রাজ্যের পরিবর্ত্তে অদ্বিতীয় অখণ্ড মহান্ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং বেদোক্ত সকাম যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্ম কাণ্ডের পরিবর্ত্তে অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে বিশ্বহিতকর যজ্ঞ প্রবর্ত্তন এবং সাম্য ও উদার নীতিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার যাহাতে হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। উপরোক্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, জ্ঞান এবং বাহুবল,উভয়ই আবশ্যক,এই জন্য বাহুবলের সহায় নীতি-ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে অবলম্বন করিয়া উপরোক্ত গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে,বিনা যুদ্ধে বা বিনা রক্তপাতে কৌশলে উপরোক্ত গুরুকার্য্যগুলি সম্পন্নকরা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল। পঞ্চাল নগরে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর বিবাহের সভায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। যখন সমবেত রাজগণ লক্ষ্যভেদী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের উদ্ধত বাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে এবং দ্রৌপদীকে বল পূর্ব্বক হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রাজগণকে কতিপয় নীতিগর্ভ বাক্যদ্বারা ঐ অন্যায় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন এবং ঐ স্থানেই রাজগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের বীরত্ব ও গৌরব সূচিত হইয়াছে এবং দরিদ্র বিপন্ন পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার করুণা ও সদ্ব্যবহারদ্বারা যথোপযুক্ত সমদৃষ্টি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিবাহ-সভায় পাণ্ডবগণের নীতিধর্ম্মপরায়ণতা, বীরত্ব ও কৌশল ইত্যাদি দৃষ্টি করিয়া, উঁহারাই যে তাঁহার অভীপ্সিত গুরু কার্য্য সম্পাদন করিবার ভাবী আশার একমাত্র অবলম্বন, ইহা যে তিনি তৎকালেই স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী কার্য্যদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ঐ সভায় সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

ঐ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপধারী পাণ্ডবগণ প্রথম প্রকাশিত হন, তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বুঝিতে পারায়, ঐ ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শানুযায়ী ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আহ্বান করেন ; ঐ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শেই পাণ্ডবগণ হস্তিনা গমনে স্বীকৃত হইলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, দ্রুপদ প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের সমভিব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় গমন করেন এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবগণকে যে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদত্ত এবং ইন্দ্রপ্রস্থে তাহাদিগের রাজধানী নির্ণীত হইয়াছিল, তাহার প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ। ঐ ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের রাজধানী সংস্থাপনের পর অর্জ্জুনের সহযোগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী নিবিড় সুবৃহৎ খাণ্ডবারণ্য দহন এবং তথাকার অসভ্য-বন্য-অনার্য্য ক্রূর সর্পের ন্যায় তক্ষক অশ্বাসন প্রভৃতি নাগ ও দানবগণকে বিতাড়িত এবং শিল্পী ময় নামক দানব প্রমুখ কতকাংশকে বশীভূত করিয়া তদ্দারা কারুকার্য্য খচিত ও অতি উৎকৃষ্ট সৌধমালা পরিশোভিত মহানগরী নির্ম্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সৌরাজ্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ঐ খাণ্ডব দাহনের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ বলরাম প্রমুখ যাদবগণের বিরুদ্ধমত সত্ত্বেও অতি সুকৌশলে সর্ব্বসম্মতিমতে স্বীয় ভগ্নী সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের সহিত বিবাহ দিয়া পাণ্ডবগণের সহিত অধিকতর গাঢ় বন্ধুত্ব সংস্থাপন করনান্তর সমগ্র পৃথিবীতে একই রাজনীতি, সমাজনীতি এবং উদার ধর্ম্ম বা সাম্যনীতি প্রচারার্থে ভারতের নৃপতি সমূহের এবং ভারতের চতুর্দ্দিগস্থ অন্যান্য দেশ ও মহাদেশ সমূহের রাজন্যবর্গের উপর সর্ব্বোপরি একটী উদার নৈতিক সাম্রাজ্য বা ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ঐ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর করিবার নিমিত্ত ঐ যুধিষ্ঠিরদ্বারা রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষে হস্তিনাপেক্ষা মগধের অধর্ম্মাজ্জিত প্রধান উচ্চতর রাজশক্তি শনৈঃ শনৈঃ সংস্থাপিত এবং মগধেশ্বর অন্যায়রূপে ভারতের একাধিপতি সম্রাটের ন্যায় হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য সংস্থাপন সূচক রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় ঐ মগধেশ্বর জরাসন্ধ ছিলেন। তিনি ভারতের ষড়শীতি নৃপতিকে বলিদান করিবার নিমিত্ত কারারুদ্ধ ও অধিকাংশ নৃপতিবর্গকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ভারতে একাধিপত্যে প্রবৃত্ত হইতে চেষ্টিত ছিলেন ; এতএব দেশের কণ্টক স্বরূপ জরাসন্ধকে ধ্বংস বা পরাজয় ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কৃষ্ণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, সমবেত পাণ্ডব ও যাদব সৈন্য কর্ত্তৃক মগধেশ্বর জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুর আক্রমণ করিয়াও তাঁহার রাজ্য জয় করা সুদূরপরাহত, এই জন্য সুকৌশলী ও সুদর্শনচক্রধারী মহামহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ বিনা সৈন্যক্ষয়ে একটী সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একটী দ্বৈরথ-যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তুল্য বলশালী কোন ক্ষত্রিয় কোন ক্ষত্রিয় বীর পুরুষকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলে, কখনও প্রত্যাখ্যান করা হইত না। শ্রীকৃষ্ণ অনেক চিন্তার

পর কেবল মাত্র ভীমার্জ্জুনের সহিত স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশে অতি দুরারোহ পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া উদার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার দৌরাত্ম্যে রাজগণের অন্যায় কারাবরোধ ও তাঁহাদিগকে ধ্বংসের কল্পনা ইত্যাদি কুটিল নীতি সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তিন জনের মধ্যে স্বেচ্ছামত এক জনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঐ ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ দিবস দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়। ঐ চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে জরাসন্ধ পীড্যমান হইলে, উদারনীতিজ্ঞ মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে সাহায্য করিতে নিষেধ করেন। ঐ যুদ্ধে জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক হত হওয়ায়, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কারারুদ্ধ নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনন্তর জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিপন্ন রাজগণকে উদ্ধার এবং বিনা সৈন্যক্ষয়ে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সূচক রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত করিলেন। তৎপরে, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব দ্বারা উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ (বর্ত্তমান রুসিয়ার উত্তর ভাগ) পূর্ব্বে চীন রাজ্য, দক্ষিণে লঙ্কা দ্বীপ, পশ্চিমে শাকদ্বীপ (তুরস্ক, আরব, পারস্য) পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৎকালের পৃথিবীর সমগ্র মানব, গন্ধর্ব্ব, দানব, যক্ষ ও রক্ষ-রাজ্য দিগ্‌বিজয় * করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ রাজসূয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানীতে সমগ্র নৃপতিবৃন্দ আহূত এবং মহাসভা সমিতি হইলে, ঐ সভায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পিতামহাগ্রজ সর্ব্বশাস্ত্র ও শস্ত্র-বিশারদ মহাজ্ঞানী সর্ব্বপ্রাচীন ভীষ্মদেবের প্রস্তাবানুসারে মহামহিমাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হওয়ায়, কৃষ্ণবিদ্বেষী চেদীশ্বর শিশুপাল তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ অর্ঘের অনুপযুক্ত বলিয়া বারম্বার তাঁহাকে বহু নিন্দা এবং প্রাচীন ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ মহাবীর ভীষ্মকে বহু তিরস্কার ও অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তৎ সত্বেও মহানীতিজ্ঞ ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণ নিস্তব্ধভাবে পরম শত্রু শিশুপালকে বারম্বার ক্ষমা করিয়াছিলেন। পরে যখন ঐ শিশুপাল কএকটী দুর্নীতিপরায়ণ নৃপতির সহিত এক যোগে সভাস্থ অন্যান্য নৃপতিগণকে উত্তেজিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ ভঙ্গের ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শিশুপালকে ধ্বংস ব্যতীত উপস্থিত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের উপায়ান্তর না থাকায় এবং শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব সমক্ষে দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করায়, কর্ত্তব্যপরায়ণ মহানীতিজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা সম্মুখ-যুদ্ধে

* মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্‌বিজয়ে কিম্পুরুষ বর্ষে (তিব্বৎ ও তাতারে) কিম্পুরুষ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বের সহিত, হরিবর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষে (সাইবেরিয়া—রুসিয়া) দৈত্য গন্ধর্ব্বের সহিত, অন্যান্য দিগ্‌বিজয়ে কিরাত, দানব, রক্ষ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা আছে।

শিশুপালকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বৈরথ্য যুদ্ধে† শিশুপাল নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সুকৌশলে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রবৎ উত্তেজিত ও ক্ষোভিত নৃপতিবৃন্দ শান্ত হওয়ায়,রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অভিলষিত সর্বোপরি সসাগরা উচ্চতম রাজশক্তি বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অধর্মের ভিত্তি-উৎপাটন না হইলে যে তদুপরি ধর্ম্মাট্টালিকা কখনই স্থির থাকিতে পারে না, তাহা ঐ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের কিছু পরেই উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। ঐ রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন এবং সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে প্রস্থান করিলে,দ্যূতক্রীড়ার অছিলায় শকুনি, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি, কূটচক্র, প্রবঞ্চনা ও কৌশলে মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডবের নির্ব্বাসন, সাম্রাজ্ঞী দ্রৌপদীর অপমান এবং নবস্থাপিত ধর্ম্মরাজ্য ছারখার করিয়াছিল। যদিও সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য দুর্যোধনের হস্ত-গত হইয়াছিল,কিন্তু ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দিগ্‌বিজিত রাজ্যের সমগ্র নৃপতিবৃন্দ দুর্যোধনকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে নাই। তদ্‌ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য দুর্য্যোধনের হস্তে পাপরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন কালে দুর্য্যোধন স্থানে স্থানে পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন; এমন কি, ঐ নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণের সাহায্য না পাইলে, সপরিবারে শত্রুহস্তে বন্দী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবঞ্চনা মূলে ঐ পঞ্চ পাণ্ডবকে নির্ব্বাসন এবং ধর্ম্মরাজ্য ধ্বংস করিয়াও দুর্য্যোধন ক্ষান্ত হন নাই; বনবাস কালেও তাঁহাদিগের ধ্বংসের নিমিত্ত নানাপ্রকার কূট জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়া মৎস্যাধিপ বিরাটের গোধন হরণের নিমিত্ত সসৈন্যে মৎস্য দেশ আক্রমণ করিয়া ঐ ছদ্মবেশী মহারথী অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; তদনন্তর নির্ব্বাসনান্তে অসহায় পাণ্ডবগণ মৎস্যাধিপ বিরাটের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ যাদব ও দ্রুপদ পঞ্চালগণকে আহ্বান করিয়া পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সমবেত যাদব, পাঞ্চাল ও বিরাট প্রভৃতি বন্ধুবর্গের মতানুযায়ী কর্ত্তব্যাবধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমবেত সভামণ্ডলীর মধ্যে যাদবশ্রেষ্ঠ বলদেব, দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, সাত্যকি দ্রুপদ প্রভৃতি অধিকাংশ সভামণ্ডলী বলদেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ এবং সাহায্যার্থে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট দূত প্রেরণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপরোক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে এবং তদ্রূপ প্রস্তাবে সন্ধির নিমিত্ত দুর্য্যোধনে নিকট উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিতে উপদেশ দেন। যদি তদ্রূপ সন্ধি দুর্য্যোধন স্বীকার না করেন, তজ্জন্য অন্যান্য নৃপতির নিকট যুদ্ধের সাহায্যার্থে দূত প্রেরণ করিতেও সম্মতি প্রদান করেন।

† যুদ্ধকালে সুদর্শনচক্র স্মরণ বা আহ্বানের ও চক্রধারা শিশুপালের মস্তকচ্ছেদের গূঢ় রহস্য ক্রমে বিবৃত হইবে।

কিন্তু নিজে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, নিতান্ত নিরুপায় ব্যতীত লোকক্ষয়কর যুদ্ধ তাঁহার নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল। যাহা হউক, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং পরিণামদর্শী আদর্শ পুরুষ ছিলেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভবিষ্যতের যবনিকা-অন্তরালে অদৃষ্টের গভীর অন্ধকার ভেদ করিতে সক্ষম ছিল, এই জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকার করিয়া সন্ধির নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক এবং চেষ্টিত হইলেও, যুদ্ধের উদ্যোগ এবং সৈন্য সংগ্রহের উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে, যাহাতে যুদ্ধ না হইয়া সন্ধি হয়, তজ্জন্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। দুর্য্যোধন পূর্ব্বোক্ত সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর উভয় পক্ষ তাঁহার নিকট যুদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করায়, তিনি উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টিমান্ হইয়া, কোন পক্ষকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তিনি দুর্য্যোধনের প্রার্থনা মত তাঁহাকে নিজের দশ সহস্র নারায়ণী সৈন্য প্রদান করিয়া ছিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রার্থনামত পাণ্ডবপক্ষে স্বয়ং নিরস্ত্র-বৃত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ধির জন্য স্বয়ং শুভদিনে ইষ্ট দেবার্চ্চনা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক সাত্যকি প্রমুখ কতিপয় সেনাপতি ও যাদব সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া অতি উৎকৃষ্ট বেগগামী অশ্বযুক্ত গরুড়-ধ্বজরথে আরোহণ করিয়া কুরু-সভায় গমন করিয়াছিলেন; এবং সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সমর্থনার্থে সর্ব্বহিতকর সুযুক্তিপূর্ণ নীতিগর্ভ ওজস্বী বক্তৃতাদ্বারা অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ সভাসদ্বর্গকে মোহিত করায়, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত নীতিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, এমনকি স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত এক বাক্যে দুর্য্যোধনকে সন্ধির জন্য অনুরোধ করায় দুর্য্যোধন ঐ সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিবার জন্য গোপনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন! ঐ ষড়যন্ত্র কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট গোপন না থাকায়, তিনি সর্ব্বজন সমক্ষে ঐ ঘৃণাকর ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া, ঐ ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান নেতা কর্ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন! কর্ণও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সহিত গমনকরিলেন। এই সভা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় 'দুর্য্যোধনের সাধ্য থাকে, আমাকে বন্দী করুক' ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে এই কথা বলিয়া সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কতিপয় গুপ্ত বিষয় কর্ণকে জানাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির নিমিত্ত যতদূর সম্ভব, চেষ্টা করিয়াছিলেন। নররক্তে বসুন্ধরাকে বিধৌত করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। একান্ত অনন্যোপায় হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও অধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য পুনঃস্থাপন করিবার নিমিত্তই পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে অনুমোদন দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট ও গৌরাঙ্গ দেব যেরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম বিস্তারদ্বারা সমাজকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সময়ে সামরিক তেজস্বী মদমত্ত উদ্ধত ক্ষত্রিয়সমাজকে তদ্রূপ উদ্ধার করার

সম্ভব ছিল না। সর্ব্বপ্রকার রোগে এক ঔষধ প্রয়োজ্য হয়না। রোগের অবস্থানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রাজপুত্র বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ও পার্থিব সুখসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্যাগস্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে, সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া শত শত উপদেশ বা শত গ্রন্থদ্বারা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই সুনীতি বলে কদাচ সমাজে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন জ্ঞাতি-হিংসা-বিমুখ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌপীনধারী হইলে, কদাচ সাধুগণের পরিত্রাণ, অধর্ম্ম দূরীভূত এবং ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপিত হইত না, অথবা ঐ অধর্ম্মের নেতা বিপুল ক্ষমতাশালী, উদ্ধত, মদমত্ত, কামী ও স্বার্থান্ধ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ধ্বংস বিনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের ন্যায় কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও লোক-হিতকর নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে কখনই সক্ষম হইতেন না। শত বর্ষ পূর্ব্বে ইউরোপে সাম্যবাদ প্রচারার্থ নেপলিয়ন বোনাপার্ট বসুন্ধরা নররক্তে প্লাবিত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎকালে তাঁহার কল্পিত সাম্যবাদ সময়োচিত না হওয়ায়, তিনি ইউরোপীয় সমাজে অশান্তি আনয়ন পূর্ব্বক পরিশেষে স্বয়ং বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। আজ সেই সাম্যবাদ ইউরোপে বিনা চেষ্টা ও যত্নে স্বভাবতঃ শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত ও শান্তির কারণ হইয়া উঠিতেছে।

জগৎ বিবর্ত্তন-নীতির মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে শত শত উত্থান ও পতন আছে। এ উত্থান পতনের অধীনতায় জগৎ মণ্ডলাকারে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে। মধ্যে মধ্যে যখন কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি কর্ত্তৃক পথভ্রষ্ট হয়, তখন পুনর্ব্বার কেন্দ্রানুসারিণী শক্তির সাহায্য ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তে পৌঁছিতে পারে না। ঐ উভয় শক্তির সংগ্রামকালে যে কত প্রকার ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে? এবং ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কৈন্দ্রিকী শক্তির যে কত প্রকারের কার্য্য প্রসূত হয়, তাহাইবা কে নির্দ্দেশ করিতে পারে?

রোগী বিশেষে এবং রোগীর অবস্থানুসারে কোন স্থলে উগ্র বিষ প্রয়োগদ্বারা রোগী তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়, আবার কোন স্থলে ঐ বিষ প্রয়োগদ্বারা আশু রোগী নিরাময় হয় না বটে, বরং রোগের ভিন্ন উপসর্গ উপস্থিত হইয়া, রোগীকে ঘোর কষ্টে নিপতিত করে, ক্রমে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারা বা ঔষধ বিনা শনৈঃ শনৈঃ রোগী উপশম পায়; এরূপ স্থলে বিষ প্রয়োগ আশু অপকারক হইলেও, রোগীর জীবন রক্ষার যে অমোঘ উপায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ স্থলে বিষ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারা কখনই রোগের উপশম হয়না; রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। পক্ষান্তরে, রোগের অবস্থাবিশেষে স্নিগ্ধ ঔষধদ্বারাই রোগী নিরাময় হইয়া থাকে। বিষ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না; বরং ঐ অবস্থায় বিষপ্রয়োগই রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়।

অতএব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বহুতর স্নিগ্ধ সুখসেব্য ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগ শান্তি করিতে অপারক হইয়াই অবশেষে বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! কিন্তু আসন্ন সময়ে অর্জ্জুন ঐ বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্জ্জগতের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নিদান এবং ঔষধের ব্যবস্থাস্বরূপ জগৎপূজ্য ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়া জগতের ঐ ত্রিবিধ ভব-রোগ-মুক্তির উপায় করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ভারত-যুদ্ধে ভারতের সমগ্র নৃপতিবর্গ কেহ ধার্ত্তরাষ্ট্র ও কেহ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সসৈন্যে সমাবেত হওয়ার পর ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষে ভীষ্ম এবং পাণ্ডব পক্ষে অর্জ্জুন সেনাপতি-পদে বরিত হয়েন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল, অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধে অনুমোদন করিলেও, স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নিষ্ঠুর হত্যা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হন নাই। পূর্ব্ববর্ণিত মত উভয় পক্ষ তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করায়, এক পক্ষে যুদ্ধার্থে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিবেন, অন্য পক্ষে স্বয়ং নিরস্ত্র থাকিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিবেন, প্রকাশ করেন; তাহাতে দুর্য্যোধন প্রথমোক্ত সৈন্য-সাহায্য ও অর্জ্জুন শেষোক্তমত স্বয়ং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, অর্জ্জুনের প্রার্থনা মতে পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেনাপতি অর্জ্জুনের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালে সারথ্য-কার্য্য অতীব গুরুতর কার্য্য ছিল। রাজার সহিত রাজমন্ত্রীর যেরূপ সম্বন্ধ, যুদ্ধ কার্য্যে সেনাপতি রথীর সহিত সারথির তদ্রূপ সম্বন্ধ। রাজমন্ত্রীর সুমন্ত্রণায় রাজার রাজ্য যেরূপ রক্ষা হয়, তৎকালে যুদ্ধে সারথির সুমন্ত্রণায় ও কার্য্যে তদ্রূপ রথীর জীবন রক্ষা ও যুদ্ধ জয় হইত, এই জন্য সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সারথির নাম সুমন্ত্র ছিল। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে আর্য্য-সমাজে একাধারে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মন্ত্রণা-কুশল, শস্ত্র ও শাস্ত্র-বিশারদ, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজনীতিজ্ঞ, নিষ্কামী, অপক্ষপাতী, পরহিতরত, স্বার্থ-ত্যাগী ও সর্ব্বকর্ম্মবিশারদ পুরুষ যে আর দ্বিতীয় ছিল না, তাহা তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গত ভগবদ্গীতাতেই প্রকাশ; তদ্ভিন্ন সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানের সময় ভীষ্ম ও শিশুপালের বাদানুবাদের মধ্যে এবং মহাভারতের অনেক স্থানে প্রকাশ আছে। যেমন মানস-রাজ্যের রাজা বা রথী মন, মন্ত্রী বা সারথি বুদ্ধি; যেরূপ অধ্যাত্মরাজ্যে রথী জীবাত্মা, সারথি পরমাত্মা, তদ্রূপ পাপ-পুণ্যরূপ কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে রথী অর্জ্জুন, সারথি শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্ববর্ণিত মত যুদ্ধারম্ভ সূচক রণবাদ্য নিনাদিত হইলে, পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জ্জুন বিপক্ষের নেতা ও সেনাপতি ভীষ্মপ্রমুখ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া স্নেহ বশতঃ অন্তর দ্রবীভূত, শোক-মোহে হৃদয় বিচলিত এবং করুণায় হস্ত শ্লথ হওয়ায়, জ্ঞাতিবধ-জনিত পাপাশঙ্কায় ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশদ্বারা তাঁহার শোক ও মোহাদি দূরীভূত ও তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথে চালিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, সেই

জ্ঞানগর্ভ উপদেশই জগতের সাররত্ন স্বরূপ এই ভগবদ্গীতা। হিন্দু-পত্রিকায় আগামী সংখ্যা হইতে আমরা মূল গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্ত-সূত্র।

("ব্রহ্মচারিন্" পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "Vedanta Sutras" প্রবন্ধের স্বল্প-পরিবর্ত্তিত বঙ্গানুবাদ।)

১। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেতি।

২। জন্মাদ্যস্য যতইতি।

৩। শাস্ত্র যোনিত্বাদিতি।

৪। তত্তু সমন্বয়াৎ॥

১। অতএব তৎপর ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা।

২। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব বিকাশিত, যাঁহাদ্বারা পালিত ও যাঁহাতে সংহৃত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

৩। জ্ঞানোপায়স্বরূপ শাস্ত্র হইতে ইহাই প্রতিপ্রাদিত হয় যে ব্রহ্মই জগতের কারণ।

৪। সর্ব্বশাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল উৎস, তাহাদের অর্থ-সমন্বয়ে ব্রহ্ম-তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়।

"কুতশ্চ কোঽহং" আমি কোথা হইতে আসিলাম এবং আমিইবা কে? এই চিন্তা যেদিন মানবের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রথম উদিত হয়, সেই দিন হইতেই তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। মানবের অতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যখন জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসার্থ কোন চেষ্টারই উন্মেষ ছিলনা, তখন এই আত্মচিন্তার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা ঠিক অনুমান করা কঠিন; কিন্তু মানবের বিবর্ত্ত-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উন্নতির ক্রম-পরম্পরায় ক্রমশঃ যে ঐ আত্মচিন্তা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মানুষ কি, মানুষের অদৃষ্ট কি" এই জ্ঞান-পিপাসার প্রবল প্রেরণায় মানুষ কবি হয়, মুনি ঋষি হয়, ভবিষ্যৎবেত্তা হয়। এরূপ মনে করা ভুল, যে অসভ্য জাতির চিন্তা কেবলই বহিঃপ্রকৃতি-বিষয়িণী, এবং উহা মোটেই অন্তঃপ্রকৃতিঅভিমুখিনী নহে। মানব যে কোন দেশীয় বা জাতীয়ই হউক না কেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন তাহার স্বপ্নাতীত বিষয়, তৎপূর্ব্বকাল হইতেও অহংতত্ত্বের বা আমিত্বের আধ্যাত্মিক রহস্য মীমাংসায় সে কোন না কোনরূপে সচেষ্ট। এরূপ না হইলে, সেটি অস্বাভাবিকতাজনিত বিস্ময়ের বিষয় হইত, সন্দেহ নাই।

মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখ-সঙ্কুল ও ইহার আদ্যন্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সমাকুল। মানবের যদি পুনর্জন্ম না থাকে, যদি কেবল মরিবার জন্যই বাঁচিতে হয়, তবে মানব কি পরিণাম

লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারণ করিবে? মানবের "মাটির দেহ" যদি কেবল মাটি হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহার ভোজন সাধনার্থে শস্যোৎপাদন, বাসার্থে গৃহ-পত্তন, আবরণার্থে বস্ত্র-বয়ন, আভরণার্থে অলঙ্কার-গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে কেন মানব এত বিব্রত হইবে? ইহা যদি এতই অসার, তবে ইহার জন্য কে এত "ভূতের বেগার" খাটিতে চায়? অতএব "মানব-জীবনে এই দেহ অপেক্ষা কি স্থায়ী পদার্থ বা সারতত্ব আর কিছুই নাই?" এইরূপে প্রথমে আত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। "এই দেহই কি "আমি" না এই দেহ "আমার?" এইরূপ বিতর্কে মানব ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসা-বর্ত্মে অগ্রসর হন, ক্রমে তত্ত্ব-চিন্তার চালনায় মানব মনের মোহাবগুণ্ঠন ধীরে অপসারিত হয়, ধীরে অধ্যাত্মালোক উদ্ভাসিত হয়; সেই আলোকে ধীরে মানব আত্মদর্শনের আভাস পায় এবং তখন মনে মনে বলে "আমি দেহ নই, দেহই আমার; আমি দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছু, নচেৎ আমার এই "আমি"র জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? "আমি নাই" বা "আমি কিছুই না" এরূপ চিন্তাত কখনও আমার আসেনা। আমিই হই এই "আমি"— আর "আমার" এই দেহ "আমি"র আধার মাত্র; অতএব আমার এই আধার স্বরূপ দেহটারই মৃত্যু ঘটে, আধেয় "আমি"র মরণ নাই।

মানুষ এইরূপে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, দেহীই বিষয়ী (Subject) এবং দেহ ও অন্য যে কোন পদার্থ, সমস্তই বিষয় (Object); মানুষের আমিত্ব বা আত্মতত্বই জ্ঞাতা এবং আর সমস্তই জ্ঞেয়। মানুষ ক্রমে স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে, তাহার এই দেহ একখানি রথস্বরূপ, মন প্রগ্রহস্বরূপ, এবং আত্মস্বরূপ সে স্বয়ং তাহাতে রথীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়া অপর সমস্তের শাসন-পরিচালনাদি সাধন করিতেছে। শাস্ত্র স্পষ্ট তাহাই বলিয়াছেন।—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং
রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ-
মেবচ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু
গোচরাণ্ ॥"

এতাবতা মানুষ বুঝিতে পারে যে, মৃত্যু কেবল তাহার দেহকেই অধিকার করিতে পারে, তাহার আত্মাকে নহে। মানুষ ক্রমে "নায়ংহন্তি ন হন্যতে"—গীতোক্ত এই পরম তত্ত্বের আভাস পায়।

"তবে কি আত্মা চিরসৎ বা চির নিত্য"—(আপেক্ষিক সৎ বা আপেক্ষিক নিত্যের অতীত) তখন এই প্রশ্নের উদয় হয় ও সমাধান-সাধনের চেষ্টা হয়। "আত্মা জন্মিলে আর মরে না" এ সিদ্ধান্ত ন্যায়-নিকষে টিঁকেনা। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। জন্মিলেই মরিতে হইবে। "জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।" (গীতা) আত্মা যদি জন্মেন, স্বীকার করা যায়, তবে তিনি মরেনও বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যিনি মরেন না, তিনি জন্মেনও না। আত্মার যদি মৃত্যু নাই, তবে জন্মও হয় নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ॥
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥(গীতা)

কিন্তু আত্মার মৃত্যু অপ্রতিপন্ন হইলে, জন্মও যে অপ্রতিপন্ন, অপ্রাপ্ত-অধ্যাত্মালোক মানব তাহা না বুঝিয়া আত্মাকে 'জাত' মনে করে। সে মনে করে যে, তাহার আত্মা "ঈশ্বর" নামক এক উচ্চতর আত্মা কর্তৃক সৃষ্ট, এবং অপরাপরের আত্মা সমূহ হইতে তাহার নিজাত্মা সংপূর্ণ স্বতন্ত্র।

জ্ঞান-বৃদ্ধি সহকারে মানব বুঝিতে পারে যে, আমাদের পরস্পরের আমিত্বের পার্থক্য-বোধ কেবল মায়া-মোহের ফল মাত্র। যদি উপাধির অপগম হয়, তবেই সেই পার্থক্য-বোধের অপগম হইবে। এককে অনেক, অখণ্ডকে খণ্ড, নিরবয়বকে সাবয়ব রূপে কেবল অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিজন্যই উপলব্ধি হয়। এই আত্মার ভেদ-বোধ পরমার্থতঃ প্রকৃত নহে, উহা কেবল উপাধি-ভেদের আপাত-উপলভ্য ফল মাত্র।

জ্ঞানোন্নত মানব জন্ম-মৃত্যুর অচ্ছেদ্য আপেক্ষিকত্ব পরিষ্কার অনুভব করিতে পারেন। উহার একের অপ্রতিপন্নতায় অপরের অপ্রতিপন্নতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "ন জায়তে ম্রিয়তে" শ্লোকের তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। আত্মার একত্ব ও অবিনশ্বরত্ব তিনি বুঝিতে পারেন। এতাবতা তিনি বুঝিতে পারেন, আত্মা যদি নিশ্চয় অমর, তবে অবশ্য অজ; অতএব আত্মা অজ হইলে, তাঁহার (সৃষ্টিকর্ত্তারূপ) উচ্চতর আত্মার কল্পনাও অসম্ভ হইতেপারে।

জ্ঞানোন্নতির সহিত মানব বুঝিতে পারেন যে, যেমন একই সূত্র বিবিধ আকৃতি, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ গন্ধবিশিষ্ট বিবধ জাতীয় পুষ্প-সমষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকায়, এক বিচিত্র পুষ্প-মালা রচিত হয়, তদ্রূপ এক আত্মা বিবিধ ভেদ-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাধিসমূহে অবস্থিত থাকায়, এই বিচিত্র বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে। কেবল মানব-দেহ বলিয়া নহে, এক সার্ব্বভৌম আত্মতত্ত্ব বা বিশ্ব আমিত্ব বিশ্বের চেতনাচেতন সর্ব্ব পদার্থেই বিরাজিত; তবে উহার ঐশভাব কোথাও জাগ্রত, কোথাও সুপ্ত; কোথাও বিকসিত, কোথাও অন্তর্নিহিত; কোথাও অঙ্কুরিত, কোথাও বীজীভূত। ক্রমে যখন এই বিশ্ব-বৈচিত্র্য-বোধক অবিদ্যাজাত উপাধি সমূহের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ স্বরূপ এক আত্মাই অবধারিত হন, তখন সৃষ্ট ও স্রষ্টার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হয়; তখন আত্মজ্ঞানী মানব মহাবাক্যের অধিকারী হইয়া বলেন— 'তত্ত্বমসি।'

এই ভৌতিক জগৎ তখন তাঁহার নিকট আর স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বোধ হয়না, উহা বিশ্ব-আমিত্বেরই এক বিবর্ত্তন-বিকাশ বোধ হয়। উহা স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, এই ভেদত্রয়-শূন্য বোধ হয়। দ্বৈতত্ব অন্তর্হিত হয়। তখন আত্মজ্ঞানী দেখেন যে, "সর্ব্বভূতেই আত্মা এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত।"

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি
চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা)

(অনুবাদ)

আত্মাকে সমস্তভূতে সমস্ত ভূত আত্মায়।
সমদর্শী আত্মযোগী সর্ব্বদা দেখিতে পায়॥

যদি সর্ব্বভূতই আত্মময়, তবে এক মাত্র আত্মজিজ্ঞাসাই সর্ব্বজিজ্ঞাসার সার নিষ্কর্ষ, সন্দেহ নাই ; সুতরাং অন্য সর্ব্ববিধ জিজ্ঞাসাই প্রকৃত পক্ষে অনর্থক ও অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। কারণ পরিজ্ঞাত হইলে, কার্য্যও স্বতএব পরিজ্ঞাত হয়। ঘটত্ব-জ্ঞান মৃত্তত্ত্ব-জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত।

বৈদান্তিকেরা এই আত্মতত্ত্ব বা বিশ্বআমিত্বকেই ব্রহ্ম বলেন। কারণ ইহাই বৃহৎ—বিশ্বময়—অসীম ; ইহা হইতেই বিশ্বপদার্থের বিকাশ। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ"—"ব্রহ্ম" শব্দের ব্যুৎপত্যর্থই বৃহত্ত্ববোধক।

অজ্ঞানাবস্থাতেই মানব বিবেচনা করে যে, জগতের কিছুই স্থায়ী নহে। তাহার নিজস্ব বোধের সীমান্তর্গত সকল বস্তুরই অনিত্যত্ব সে অনুভব করে। ধন-মান-স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্র, ঐহিক যা কিছু তাহার প্রিয়, তাহার সে অজ্ঞাত-দেশ-যাত্রায় কিছুই তাহার "সঙ্গের সাথী" নহে, ইহা বুঝিয়া তাহার নৈরাশ্য-নিপীড়িত অন্তরাত্মা আর্ত্তস্বরে বলিতে থাকে "তবে কি এ জীবন অলীক—অকিঞ্চিৎকর ও একটি তামাসার অভিনয় মাত্র ? যদি কোন নিত্য পদার্থই ইহার লক্ষ্য না হয়, এবং যাহা কিছু ইহার লক্ষীভূত, তাহাই অলক্ষ্যে অনিত্যে পরিণত, তবেকি, মানব-জীবন কেবল 'ফাঁকিজুকির কারখানা ?' আমার কি আগে পাছে কেবল মরণের মেলা ? তবে আর এ নিমেষস্থায়ী নিরর্থক জীবন-বুদ্বুদের জন্য এত চেষ্টা বেষ্টনের—স্বার্থ সংগ্রামের কি প্রয়োজন ? ফলিতার্থে তবে "আমি" কেন ? এ বিড়ম্বনাময় "আমি" থাকা অপেক্ষা "আমি" আদৌ না হওয়াই কি ভাল ছিল না ?"

এইরূপে নৈরাশ্যে মুহ্যমান ও বিষাদে রোরুদ্যমান হইয়া অজ্ঞান মানব যখন বুঝিতে পারে না যে, তাহার কোথায় যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, তখন "কিংকরোমি ক্বগচ্ছামি" অবস্থায়—সেই কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু জীবের 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়'তার ঘোর ঘনান্ধকারে ভারতীয় আর্য্যর্ষিই বেদান্ত-বিজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করেন এবং বলেন "জীব ! আশ্বস্ত হও।"

বৈদান্তিক ঋষি বলেন—বৎস ! শোক করিও না। অমৃতের সন্তান তুমি,—শুধু তাই কেন ? তুমি স্বয়ংই অমৃত। তুমি আপনাকে চিনিতে শেখ, তবেই তোমার সর্ব্বসন্দেহ দূরীভূত হইবে, সর্ব্ব বন্ধন ছেদিত হইবে ও অবিদ্যার ইন্দ্রজাল অপসারিত হইবে। যখন তুমি তোমাকে চিনিবে, তখন তোমার জীবন সত্য ও সার্থক হইবে, উহা আর অলীক বা অনর্থক বোধ হইবে না। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন ;—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

যাহাহউক, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় উপনীত হইতে সর্ব্বসাধারণেরই গমনাধিকার-বিষয়ীভূত কোন একটি পন্থা নাই। উক্ত পন্থালাভ উপযুক্ত অধিকার সাপেক্ষ—কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। আত্ম-বিজ্ঞান-দীপকে যাঁহার আত্মদীপনের অভিলাষ, তিনি অবশ্য ইন্দ্রিয়-দমন ও চিত্ত সংযম করিবেন, তিনি অবশ্য শান্ত, সমাহিত, ইহ-পারলৌকিক কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইবেন। মানুষের এমন অনেক আচারানুষ্ঠানের অভ্যাস আছে যে, তাহা ধর্ম্মকার্য্যবিশেষ বলিয়া বোধ হইলেও, তদ্দ্বারা বাস্তবিক আত্মবিকাশের বাধকতা জন্মে; সে সমস্ত অভ্যাসও শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারদ্বারা অপসারিত করিবেন। অবশেষে আত্মদীপন-সাধন-সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে কৃতার্থ বা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) দম (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ,) তিতিক্ষা (দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা,) উপরতি (ভোগ-বৈরাগ্য,) শ্রদ্ধা (গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস,) সমাধান (ঈশ্বরে চিত্তাভিনিবেশ,) গুরুর কৃপায় সাধ্য এই ষট্‌সম্পত্তি" অর্জ্জন ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভোপযোগী পূর্ণচিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই জন্য "অথ" শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্তশুদ্ধ্যাদির পর সাধকের যথার্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা আত্মবিজ্ঞান-শিক্ষার অধিকার সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে কথা এই যে, কি কারণে মানব ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার সাধনে ও অনুশীলনে রত হইবে? কারণ এই যে, তদ্ভিন্ন মানবের শান্তিলাভ সুদূরপরাহত। মানবের হৃদয়ে স্বতঃইও সতত্তই প্রবল ঔৎসুক্যময় অদম্য জিজ্ঞাসা-প্রবাহ বহিতেছে যে সে কি? সে কোথা হইতে আগত এবং কোথার-ইবা যাত্রী?" অতএব এই কারণেই (অতঃ) মানবের ব্রহ্ম-বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা নিহিত রহিয়াছে।

আত্মানুশীলনের দ্বারাই মানব বুঝিতে পারে যে, আত্মাই জীবের সর্ব্বস্ব, আত্মাই কর্ত্তা বা প্রভু। তাহার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই যন্ত্রস্বরূপ। আত্মজ্ঞান-সাধক দেখেন যে, আত্মস্বরূপ তিনিই প্রকৃত জ্ঞাতা বা বিষয়ী, অপর সমস্তই জ্ঞেয় বা বিষয়।

এই যে জ্ঞাতা, ইনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। ইহার বহুত্ব-বোধ অজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। তরঙ্গ-হিল্লোলিত বারি-বক্ষে যেমন এক সূর্য্য বহু সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞান-বিক্ষেপ-বিকৃত মনে এক ব্রহ্মে বহুত্ব কল্পিত হয়। মনকে শান্ত সমাহিত কর। জল থিতাইলে সূর্য্য এক, মন থিতাইলে ব্রহ্মও "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তুমি আত্মজ্ঞানালোকে আলোকিত হও, সমস্ত ভেদ-বোধ চলিয়া যাইবে, জাতি-কুল-বর্ণ-বাধকতা বিলুপ্ত হইবে; সমস্ত জগৎ তোমার আপনার হইবে। "বসুধৈব কুটুম্বকং" বাক্য তোমাতেই সার্থক হইবে। হর্ষ তোমাকে চঞ্চল করিবে না, বিষাদ তোমাকে অবসন্ন করিবে না। জয় তোমাকে উত্তেজিত করিবে না, পরাজয় তোমাকে অভিভূত করিবেনা। জীবন তোমাকে উৎসাহিত করিবে না, মরণ তোমাকে ভীত করিবে না। তখন তোমার হইবে——

"নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।" (গীতা)

তখন তুমি সর্ব্বশান্তিপ্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

মাত্র বুদ্ধিগত আত্মপ্রতীতিতেই যথেষ্ট হইবে না, আত্মার অদ্বৈতত্ব জ্ঞানগতভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত।"

হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়,
কোথা মোহ—কোথা শোক রয় ?

যে বুদ্ধিতে যে ভাবে আমরা বাহ্য বিষয় সমূহ অবগত হই, "আমি" —আত্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব সে বুদ্ধিতে—সে ভাবে অবগত হইবার বিষয় নহে। যে মুহূর্ত্তে তুমি 'আমি'কে জানিবে, সেই মুহূর্ত্তেই 'আমি' তুমি হইয়া যাইবে। 'বিষয়ীই' বিষয়ীভূত হইবে। "আমি" সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু "আমি" জ্ঞেয় নহি। যাহাহউক, সাধন বলে এই আত্মার অলৌকিক অনুভূতি হয়।

"যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য নবেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং ॥" (কেনশ্রুতি)

বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরও বুঝাইয়া দেন যে, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শুনা যায় না, ভাবনার ভাবককে ভাবা যায় না, জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানা যায়না।

"নেতি—নেতি" ভাবের অনুসন্ধানে,—ব্রহ্ম ইহা নহেন, উহা নহেন, যাহা কিছু আমরা জানিতে পারি, তাহা নহেন ; এই ভাবের অনুসন্ধানে অবান্তরক্রমে আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারি মাত্র।

যাহাহউক, মোটামুটি আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, নির্গুণ ব্রহ্ম মানব-জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইলেও, সগুণ ব্রহ্মকে আমরা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে বা অন্ততঃ মানিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞানের এই আপাততঃ গৌরব যে, জগৎ-কারণের বহুত্ব-স্থলে ক্রমে এক্ষণে তদ্দ্বারা একত্ব-সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। এই বিশ্বের অনন্ত কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-প্রবাহ কল্পনায় অতিক্রম করিলে, মূলে মূলকারণ ব্রহ্মকেই পাই।

এই বিশ্ব ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে বিকাশিত। ইহার ভৌতিক সত্তা ব্রহ্মেই বিলীন ছিল ; ব্রহ্মের সগুণত্ব-জনিত ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়াছে। মহামহীরুহ বটবৃক্ষের গুঁড়ি শাখা-প্রশাখাকাণ্ডাদি-সমন্বিত প্রকাণ্ড দেহায়তন একদিন ক্ষুদ্রতম বট-বীজেই সূক্ষ্মতমভাবে নিহিতছিল; ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতির অনুকূলতায় ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে বিশাল বটবিটপীরূপে পরিণত হইল। বৃক্ষ বীজে নিহিত, কার্য্য কারণে নিহিত ; সুতরাং কার্য্য হইতে কারণ স্বতঃই সূক্ষ্ম। সমগ্র সংসারের মূল কারণ ব্রহ্ম। বিরাট বিশ্ব-বিটপীর বীজ ব্রহ্ম ; সুতরাং ব্রহ্ম পদার্থ সর্ব্বময়রূপে বৃহৎ হইলেও কারণরূপে সূক্ষ্ম-অব্যক্ত—অননুভবনীয়। কারণ-ব্রহ্ম কার্য্য-বিশ্বরূপে বিকাশিত। ফলিতার্থে কারণ ও কার্য্য এক। এতাবতা অব্যক্ত কারণ-ব্রহ্ম আমাদের অজ্ঞেয় হইলেও, সুব্যক্ত কার্য্য হইতে আমরা ইহার সত্তা অনুভব করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। ভাদ্র। ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর ব্যাপার আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। একদিকে সৃষ্টি-স্থিতি, অপরদিকে লয়; এইরূপে সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। মৃত্যু ভিন্ন জন্ম নাই, জন্মভিন্ন মৃত্যু নাই। জন্ম-মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক। একের অনুভূতি ভিন্ন অপরের অনুভূতি অসম্ভব। সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, ভাল-মন্দ, শৈত্য-উষ্ম, পাপ-পুণ্য, এইরূপে জগৎ দ্বন্দ্বাত্মক।

জগতের সর্ব্ব পদার্থেরই জীবন-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব জগৎ-কারণেও জীবন-মরণ উভয়েরই কারণতা রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। কতকগুলি বীজ বপন কর; কতক অঙ্কুরিতহইবে,কতক অঙ্কুরিতহইবেনা। অনঙ্কুরিত গুলিতেযথোচিত জীবন-শক্তির অপ্রতিষ্ঠাই অনঙ্কুরণের কারণ,সন্দেহ নাই। জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদির সমব্যবস্থা সত্ত্বেও এই বৈষম্য কেবল বীজগত, উক্ত বিষম শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াফল মাত্র। এইরূপে কারণের বহুত্ব হইতে আমরা একত্বে উপনীত হই। মূল কারণে ঐ দুই বিপরীত শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি। উহার একটি জনন-শক্তি, অপরটী মরণ-শক্তি। এই শক্তিদ্বয় পরস্পর সাপেক্ষ বিধায়, একের সত্তায় অন্যের সত্তা অবিচ্ছেদ্য। এই শক্তিদ্বয় জগতে অনবরত কার্য্যশীল। বৈদান্তিকেরা এই শক্তি-দ্বয়ের আধারকে সগুণ ব্রহ্মের মায়াতত্ত্ব-রূপিণী বলেন। এই শক্তিদ্বয়ের অন্তর্ভূতই ত্রিগুণ। সত্ত্ব ও রজোগুণ জীবন-শক্তির অন্তর্ভূত এবং তমোগুণ মরণ-শক্তির অন্তর্ভূত; অথবা জীবনশক্তি সত্ত্ব-রজোময়ী ও মরণশক্তি তমোময়ী। বিকাশ ও বৃদ্ধিই সত্ত্ব ও রজোগুণের ফল,সংহার বা অন্ধকারই তমোগুণের ফল। মনেকর, তুমি একটি ভাবতত্ত্ব ভাবিতেছ, কিন্তু সিদ্ধান্ত-নিষ্পত্তি হইতেছেনা। তুমি তোমার মস্তিষ্ক খাটাইতেছ,ক্রমে সিদ্ধান্ত জমিয়া আসিতেছে, ইহাই রজোগুণের কার্য্য বা জন্ম ও বৃদ্ধি। পরে ভাবটী সুসম্পন্নভাবে সিদ্ধান্ত-পূত হইয়া

দাঁড়াইল, সেই অবস্থাই সত্ত্বগুণের কার্য্যফল বা বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি; আর যদি ভাবটি শতচিন্তার ব্যায়ামেও বিকসিত বা সিদ্ধান্তসংস্থিত না হইল, তবে তাহাই তমোগুণ বা লয়শক্তির কার্য্যফল।

দীপালোক-বিভা বিমল স্বচ্ছ চিম্‌নী দিয়াই বিকাশিত হয়, কিন্তু একটি মেটে হাঁড়ীর ভিতর আলো জ্বালিলে, তাহার বিভা কদাচ বাহিরে বিকাশিত হইবে না। যদি চিম্‌নী অমল-ধবল হয়, অমল ধবল আলো বাহির হইবে; যদি রঞ্জিত চিম্‌নী হয়, রঞ্জিত আলো বাহির হইবে। এইরূপ আমাদের অধ্যাত্মালোক যখন আমাদের জীবনে বিকাশিত হয়না, তখন উহা তমোগুণরূপ মেটে হাঁড়ী-ঢাকা বুঝিতে হইবে। আর যখন রঞ্জিত অর্থাৎ একটু বিকৃত—বাহ্যবস্তু-মিশ্রিত-ভাবে বিকাশিত হয়, তখন উহা রজোগুণরূপ রঞ্জিত চিম্‌নী-আবৃত; আর যখন উহা বিশোধিত বিমল বিভায় বিকাশ পায়, তখনই তদুপরে সত্ত্বের সেই অমল ধবল চিম্‌নী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

স্বচ্ছ-সত্ত্ব-স্ফাটিকাধারে কাহার অধ্যাত্মালোক জ্বলে? যাহার পূর্ব্বোক্ত "শম-দমাদি ষট্ সম্পত্তি" আর্জ্জিত, মন কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত। সেইস্থলে আত্মার স্বকীয় স্বাধীন সমুজ্জ্বল অবিকৃত আলোকই অতুল্য প্রভায় প্রকাশিত।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তিই বিশ্ব-ব্যাপার-বিধাত্রী হইয়া আছেন। এই শক্তি-ত্রয় বা গুণত্রয় যখন ব্রহ্মে সাম্যাবস্থায় বিলীন থাকেন, তখন সেই ত্রিগুণ-সাম্য-মূলশক্তি বা আদ্যাশক্তিই "প্রকৃতি" পদবাচ্য হন। এই প্রকৃতি হইতেই গুণত্রয় যোগে সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়। ব্রহ্ম স্ব-ইচ্ছায় সগুণ হইয়া, প্রকৃতির এই গুণত্রয় যোগেই রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে শিব হইয়াছেন এবং সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে রত আছেন। ব্রহ্মকে আমরা নির্গুণ অব্যক্ত তত্ত্বে জানিতে পারি না সত্য, কিন্তু এই ত্রিগুণাবস্তায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্যে তাঁহাকে সগুণ ব্যক্ত তত্ত্বে উপলব্ধি করিতে পারি। ব্রহ্মের বিশ্ব-মূল-কারণত্ব এই ত্রিগুণাশ্রিত সগুণভাবেই জ্ঞাতব্য।

ব্রহ্মের বিশ্বকারণত্ব যে কেবল দার্শনিক যুক্তি-তর্ক-বিচারেই বোধ্য, তাহা নহে; স্মরণাতীত কাল হইতে—মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে স্বতএব উহা স্পষ্টভাবে মুদ্রিত। বিশ্বকারণস্বরূপে ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিশ্বাস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পত্তি।

ভৃগুবারুণী পিতৃসকাশে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলে, পিতা বরুণ বলিলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌ব্রহ্মত্বংবিদ্ধি।"

এই ভূতগ্রাম যা হ'তে জনিত,
জন্মিয়া রহিছে যাহাতে জীবিত,
লয়ে হয় পুনঃ যাহাতে নিহিত,
তিনি ব্রহ্ম, তুমি হওহে বিদিত।

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ-৩-১) আনন্দস্বরূপ হইতে ভূতগ্রাম সম্ভূত, আনন্দস্বরূপেই জীবিত এবং প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই নিহিত হয়।

প্রাচীন ভারতের ঋষি-মুখ-নির্গত ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট সিদ্ধবাণী সমূহের সমষ্টিই সনাতন সত্যপূত বেদশাস্ত্র। উহা ব্রহ্মের প্রতি-

পাদক। কেবল আমাদিগের শাস্ত্রই যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে, এমন নহে; সর্ব্ব জাতির সর্ব্ববিধ শাস্ত্রও ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মই বিশ্বকারী, ব্রহ্মই বিশ্বধারী, ব্রহ্মই বিশ্বহারী, ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত সার সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। যেখানেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বর্ণনা, জগৎ-কারণ-আলোচনা, সেইখানেই ঐ অর্থ মূর্ত্তিমান। সকল শাস্ত্রে আপাততঃ নানাবিধ বিভিন্ন বিষয় উক্ত এবং ব্যক্ত থাকিলেও, সকলের সমন্বয় ব্রহ্মেই, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র মাত্রেরই সমন্বয় সেই পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চবিশেষাবিশেষ বিষয়াণি।
বাগ্‌ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণিতু পঞ্চ বিষয়াণি॥ ৩৪॥

বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াণি। তেষাং। পঞ্চ-বিশেষ অবিশেষ-বিষয়াণি। বাক্‌। ভবতি। শব্দ-বিষয়া। শেষাণি। তু। পঞ্চ-বিষয়াণি।

ব্যাখ্যা॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ। তেষাং—তাহাদের (দশেন্দ্রিয়ের) মধ্যে। পঞ্চবিশেষা বিশেষ বিষয়াণি—পঞ্চ-বিশেষ অর্থাৎ স্থূল ও পঞ্চ অবিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রকাশক। বাক্—বাগিন্দ্রিয়। ভবতি—হইতেছে। শব্দবিষয়া (স্থূল) শব্দ গ্রহণ সমর্থা। শেষাণি—অবশিষ্ট (চারিটী) ইন্দ্রিয়। তু। কিন্তু। পঞ্চবিষয়াণি—পাঁচটী বিষয়-গ্রাহক।

বঙ্গার্থঃ। দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী স্থূল এবং সূক্ষ্মপদার্থ-বিষয়ক। বাগিন্দ্রিয়ের কেবল শব্দ বিষয়। অপর চারিটী অর্থাৎ পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ, ইহারা পঞ্চবিষয়ক।

বিশদব্যাখ্যা॥ বাহ্যেন্দ্রিয় বর্ত্তমান-সময়ে উপস্থিত পদার্থকে গ্রহণকরে, অতীত অথবা অনাগত বস্তু গ্রহণে তাহার সামর্থ্য নাই, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই কারিকায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে কে কোন পদার্থ গ্রহণে সক্ষম, তাহা বলা হইতেছে। দৃশ্যমান ভৌতিকজগতের প্রতিবস্তুই দ্বিবিধ অবস্থাশালী, ইহার একটী সূক্ষ্ম, অপরটী তদপেক্ষায় স্থূল। আমাদের চক্ষু যে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই আমাদের বিবেচনায় স্থূল। আবার যেখানে (অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতিতে) আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় পরাজিত, সেখানে যোগীর দর্শন-শক্তি অপ্রতিহত। বস্তুতঃ দার্শনিক-ভাষায় বলিতে গেলে একটী জগতের ভৌতিক স্থূল ভাব, অপরটী আণবিক তন্মাত্রভাব। এই তন্মাত্রের নাম অবিশেষ। কেননা উহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই। উহা ভৌতিক অণুমাত্র। বিজাতীয় অণুর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ জনিত নূতন গুণ, নূতন আকার প্রকার বিশিষ্ট স্থূল ভূত গুলির তুলনায় উহা যথেষ্ট সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরস্পর সংযোগ বশতঃ

নানাবিধ গুণ-ক্রিয়ার বিকাশ হইতে দেখা যায়, স্থূল ভূতে সেইটুকুই বিশেষত্ব। আমাদের দৃশ্যমান স্থূল জলে জলের রস, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, অগ্নির রূপ, ভূমির গন্ধ, সকলই বিদ্যমান। এই জলটী পঞ্চ তন্মাত্রের সম্মিলনজনিত। এই জলকে বাষ্পোৎপন্নতা হেতুক যৌগিক পদার্থ বলিতে পারিয়াই আজ কাল অনেকে আর্য্যমহোদয়গণের পদার্থ-নির্ণয়ে দোষ বলিলাম, মনে করেন। ইহাকে দুর্দ্দশা ব্যতীত আর কি বলে? শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহারা পঞ্চস্থূল এবং পঞ্চসূক্ষ্ম বিষয়কে গ্রহণ করে। আমাদের চক্ষু স্থূল-পদার্থ দর্শন করে, ঐরূপ শ্রবণাদি স্থূলই গ্রহণ করে। যোগিগণের চক্ষু তন্মাত্র বা অণু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আপাততঃ এগুলি আমাদের সাধারণ-বুদ্ধির বিষয় নহে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত বস্তু মাত্রকেই প্রায়শঃ অস্বীকার করিতে পারিলেই ত্রুটি করিনা। এই ভ্রম অপনোদনের জন্য আমাদিগকে বিশ্বাস অবলম্বন করিতে হইবে। বাক্ স্থূল-শব্দ-বিষয়িণী। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় সূক্ষ্মশব্দ বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় নয় বলিয়াছেন। সূক্ষ্ম শব্দ, শুনিবার যোগ্য হইলেও বলিবার যোগ্য নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ, এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের-বিষয় যে সকল পদার্থ, তাহারা শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটীর সম্মিলনজাত, কাজেই তাহারা পঞ্চবিষয়ক। পাণির ক্ষমতা গ্রহণ করা। মনে করা যাউক, গ্রহণ করিবার বিষয় ঘটটী; ঐটী শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ শক্তির সমবায়, সুতরাং পাণি অর্থাৎ হস্ত নামক কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ক। অপর তিনটীও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সান্তঃ করণাবুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়-
মবগাহতেযস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি
দ্বারাণি শেষাণি ॥ ৩৫ ॥

পদপাঠঃ। স-অন্তঃকরণা। বুদ্ধিঃ। সর্ব্বং। বিষয়ং। অবগাহতে। যস্মাৎ। তস্মাৎ। ত্রিবিধং। করণং। দ্বারি। দ্বারাণি। শেষাণি।

ব্যাখ্যা ॥ সান্তঃকরণা—অন্তঃকরণ সহিতা। বুদ্ধিঃ—অহঙ্কারের কারণ—মহত্তত্ত্ব। সর্ব্বং—সকল। বিষয়ং—বিষয়কে। অবগাহতে—অবগাহন করে। তস্মাৎ—সেই জন্য। ত্রিবিধং—তিন প্রকার। করণং—জ্ঞানের সাধন। দ্বারি—প্রধান। দ্বারাণি—দ্বার অর্থাৎ অপ্রধান। শেষাণি—অবশিষ্ট কয়টী। (করণ)

বঙ্গার্থঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি সকল প্রকার বিষয় গ্রহণ করে, সেই জন্য ত্রিবিধ করণ প্রধান, অবশিষ্ট সকল অপ্রধান।

বিশদব্যাখ্যা ॥ বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও অন্তরিন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ জ্ঞান সাধনের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্ গুলির বা কোন্টীর প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য, তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই কারিকা রচিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বস্তু আলোচনা করেন, তার পর মন সঙ্কল্প করেন, অহঙ্কার অভিমান করেন, তৎপরে বুদ্ধি নিশ্চয় করেন। এখানে অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকেই প্রধান বলা

হইতেছে; কেননা দশেন্দ্রিয়গণ দ্বারা জ্ঞান অপরিস্ফুটরূপে উপস্থিত হয়। অন্তঃকরণে গিয়া পুষ্ট হয়, বুদ্ধিতে গেলে সংশয়শঙ্কা দূর হয়, সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হওয়া সঙ্গত। দ্বারি শব্দের অর্থ প্রধান। (দ্বারং অস্যাস্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা।) অর্থাৎ যাহার দ্বার অর্থাৎ কার্য্য নিষ্পাদনের একটী অবান্তর স্তর আছে। বাহ্যেন্দ্রিয়গণ অধ্যবসায়রূপ বুদ্ধি কার্য্যে সহায়তা করে; কিন্তু আলোচনায় (ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে।) বুদ্ধির সাহায্য সম্ভাবনা নাই। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধির আজ্ঞাবহ, বুদ্ধি-স্বতন্ত্রা, সুতরাং প্রধানা।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর
বিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য
বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥ ৩৬ ॥

পদপাঠঃ। এতে। প্রদীপকল্পাঃ। পরস্পর বিলক্ষণাঃ। গুণ বিশেষাঃ। কৃৎস্নং। পুরুষস্য। অর্থং। প্রকাশ্য। বুদ্ধৌ। প্রযচ্ছন্তি।

ব্যাখ্যা ॥ এতে—এই সকল। প্রদীপকল্পাঃ প্রদীপসদৃশ। পরস্পর বিলক্ষণাঃ—পরস্পর পৃথক্। গুণ বিশেষাঃ—গুণ সকল প্রত্যেকে। কৃৎস্নং—সকল। পুরুষস্য—পুরুষের। অর্থং—বিষয়। প্রকাশ্য—প্রকাশ করিয়া। বুদ্ধৌ—বুদ্ধিতে। প্রযচ্ছন্তি—পৌঁছিয়া দেয়। (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আলোচিত বিষয় তাহারা অন্তঃকরণে দেয়, ঐরূপ অন্তঃকরণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, সেইখানে বুদ্ধির অধ্যবসায় হইলে, বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাত হইল, অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল।)

বঙ্গার্থঃ। প্রদীপের মত পরস্পর বিরোধী এই সকল গুণ (ইন্দ্রিয় হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত) সমস্ত পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে লইয়া উপস্থিত করে।

বিশদ ব্যাখ্যা ॥ বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তঃকরণ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই তিনটীর প্রাধান্য পূর্ব্বে বলা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও অহঙ্কার হইতেও শ্রেষ্ঠা। (ঐ দুইটীও বুদ্ধির ব্যাপারে দ্বার মাত্র হইবে।) মনে করা যাউক, যেমন কৃষক প্রজাগণের নিকট হইতে গোমস্তাগণ কর আদায় করেন; তিনি নায়েব মহাশয়কে দেন, নায়েব মহাশয় সদরনায়েবের কাছে দেন; তিনি দেওয়ানকে দেন; দেওয়ান রাজামহাশয়েকে অর্পণ করেন, ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়, বিষয়ের আলোচনজ্ঞান লইয়া মনকে দেন, মন অহঙ্কারকে, অহঙ্কার বুদ্ধিকে, বুদ্ধি আবার আত্মার প্রদান করিয়া তাঁহার ভোগ সম্পাদন করেন। এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজার নিকট উপস্থিত করেন বলিয়া যেমন দেওয়ান, নায়েব ও সদরনায়েব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বুদ্ধি সাক্ষাৎ আত্মার ভোগ নিষ্পাদন করেন বলিয়া, মন ও অহঙ্কার হইতে প্রধানা।

এখানে একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য এবং কার্য্যপ্রণালী পরস্পর বিভিন্ন, মনের কার্য্যের সহিতও ইহাদের মিল নাই। একরূপ বুদ্ধির কার্য্যও কাহারও সহিত মিলে

না। এই ত্রয়োদশটী করণের মধ্যে প্রত্যেকেই পৃথক্ প্রকৃতির। কিন্তু এই বিরুদ্ধধর্ম্মশীল পদার্থসকল পরস্পর বিরোধ করিয়া পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিতে আপত্তি প্রকাশ করে না কেন? চক্ষু যখন কোনও পদার্থের দর্শনজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, তখন শ্রবণ চুপ করিয়া না থাকিয়া, দর্শনজ্ঞানে বাধা জন্মাইবার জন্য শ্রবণজ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা করে না কেন? মন ই বা আলোচিত বস্তুর সংকল্প করে কেন? প্রত্যেকে অপরের সহায়তা করা ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায় না, কিন্তু ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। আর একটু উপরে উঠিলে বুঝা যাইবে, ত্রিগুণের বিভিন্ন প্রকার বিকাশ ব্যতীত এই ইন্দ্রিয়াদি আর কিছুই নয়। কিন্তু গুণত্রয়েরও পরস্পর বিভিন্ন ভাব। কেহ লঘু, কেহ গুরু, কেহ প্রকাশ, কেহ অপ্রকাশ, কেহ সচল, কেহ অচল, ইহারাই বা কেমন করিয়া একে অপরের সহায়তা করে? এই তর্কের প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে—"প্রদীপকল্পাঃ।" যেমন প্রদীপে তিনটি বিরুদ্ধপদার্থ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তা সম্পাদন করে, কেহ কাহারও বাধা জন্মায় না, এখানেও সেইরূপ। প্রদীপের তৈল, প্রদীপের সলিতা ও আগুন, এই তিনটি যে ভিন্নধর্ম্মী, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্ধকার বিনাশ ও প্রকাশ-কার্য্য সম্পাদনের জন্য, ইহারা বিরোধী হইয়াও একে অপরের অনিষ্ট অর্থাৎ কার্য্যে প্রতিবাদ করে না। এখানেও ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহারা পুরুষার্থ নিষ্পাদনের জন্য বিরোধিতা ভুলিয়া যাইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, এই তিনটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহারা একে অপরকে আক্রমণ না করিয়া কেমন সমভাবে শরীর রক্ষা করে! কাহারও কার্য্যে কেহ আপত্তি করিয়া বিষম বিভ্রাট ঘটাইয়া বসে না।

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টিপুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং। ৩৭।

পদপাঠঃ। সর্ব্বং। প্রত্যুপভোগং। যস্মাৎ। পুরুষস্য। সাধয়তি। বুদ্ধিঃ। সা। এব। চ। বিশিনষ্টি। পুনঃ। প্রধান—পুরুষ—অন্তরং। সূক্ষ্মং।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বং—সকল। প্রত্যুপভোগং-তচ্ছায়াপত্তিরূপভোগ। যস্মাৎ—যে হেতুক। পুরুষস্য—পুরুষের। সাধয়তি—সম্পাদন করে। বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। সা—সেই। এব—ই। চ—আরও। বিশিনষ্টি—সম্পাদন করে। প্রধান—পুরুষ—অন্তরং—প্রকৃতি—পুরুষের পার্থক্য। সূক্ষ্মং—দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা সাধারণ অপরিষ্কৃতচিত্তের বোধবিষয় নহে।

বঙ্গার্থঃ। বুদ্ধি, পুরুষের সকলভোগ নিষ্পাদন করে। আরও সেই বুদ্ধিই প্রকৃতি-পুরুষের সূক্ষ্ম পার্থক্যজ্ঞান উৎপাদন করে।

বিশদব্যাখ্যা॥ অহঙ্কার বা মন প্রধান নহে, কেননা তাহারা বুদ্ধিতে বিষয় সমর্পণ

করে। এটি ভোগসম্পাদনে বুদ্ধির প্রাধান্য বলা হইল, মোক্ষেও যে বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা, ইহা এই কারিকাতে প্রদর্শিত হইতেছে।

কার্য্য মাত্রেরই কতকগুলি কারণ থাকা চাই। একটী কারণ হইতে একটী কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি উহা স্বীকার করা হয়, তবে তর্কশাস্ত্রে তাহাকে এক-কারণ-শেষাপত্তি দোষ বলা হয়। পুরুষের ভোগ সম্পাদনে অনন্ত পদার্থ কারণ, কিন্তু সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া বুদ্ধিই প্রধান কারণ। মোক্ষের বেলাও ঐরূপ। প্রকৃতি অচেতনা প্রসবধর্ম্মিনী ত্রিগুণা, পুরুষ চেতন, অপ্রসবধর্ম্মা, নির্গুণ। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা। এই যে ভেদজ্ঞান, ইহাতেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির কারণতা, সুতরাং প্রাধান্য। যে প্রকৃতির ও পুরুষের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়াই জীবকুল অবিরত ত্রিতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, সে পৃথগ্‌ভাব বুঝাইলেন বুদ্ধি। অতএব বুঝাযাইতেছে, মোক্ষ এবং ভোগে প্রধান সাধন বুদ্ধি; মন ও অহঙ্কার হইতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। গুণাগুণ বিচারেও দেখা যায়, মনের সংশয় অপেক্ষা বুদ্ধির গুণ নিশ্চয় কত উৎকৃষ্ট। অহঙ্কার এবং অধ্যবসায়, এতদুভয়ের তুলনা করিলে, কোন্‌টীকে শ্রেষ্ঠ বলিতে ইচ্ছা হয়? ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, দশেন্দ্রিয় ও মন এবং অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই ত্রয়োদশবিধ করণের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার্য্য। করণের গুণ-ক্রিয়া-বিভাগাদি প্রদর্শিত হইল।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যোভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ। ৩৮॥

ব্যাখ্যা। তন্মাত্রাণি—ভূতগণের সূক্ষ্মাবস্থা। অবিশেষাঃ——শান্তত্ব-ঘোরত্ব-মূঢ়ত্বাদিশূন্য। তেভ্যঃ—তাহাদিগের হইতে। ভূতানি—স্থূল ভূত। পঞ্চ—পাঁচটী। পঞ্চভ্যঃ—পাঁচ হইতে। এতে—ইহারা। স্মৃতাঃ কথিত হয়। বিশেষাঃ—বিশেষ। শান্তাঃ—শান্ত। ঘোরাঃ—ঘোর। চ—এই হেতু। মূঢ়াঃ—মূঢ়। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। তন্মাত্র গুলি অবিশেষ, তাহা-হইতে অর্থাৎ সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এই স্থূল ভূতেরা বিশেষ নামে কথিত হয়, যে হেতু ইহারা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ়।

বিশদব্যাখ্যা। তন্মাত্রে বিশেষত্ব নাই। মহাভূতের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক শান্তত্ব, ঘোরত্ব, মূঢ়ত্ব আছে, তাহারা ইহাদ্বারাই পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে অনুভূত হয়, কাজেই ইহাদের বিশেষ নাম হয়। সূক্ষ্মভূত আমরা পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে অনুভব করিতে পারিনা, কাজেই তাহার বিশেষত্ব আমাদের নিকট অপরিচিত, সুতরাং উহাকে আমরা "অবিশেষ" বলি। এ কারিকার তাৎপর্য্য ও রহস্য পূর্ব্বে অন্যান্য কারিকা-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্ত্রিধাবিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে। ৩৯।

ব্যাখ্যা॥ সূক্ষ্মাঃ—সূক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান চক্ষুর অদৃশ্য। মাতাপিতৃজাঃ—মাতাপিতার

শোণিতরেতঃ সম্ভূত। সহ—সহিত। প্রভূতৈঃ- মহাভূতের। ত্রিধা—তিন প্রকার। বিশেষাঃ- পূর্ব্ব কারিকায় কথিত বিশেষ। স্যুঃ— হইবে। সূক্ষ্মাঃ—সূক্ষ্মগণ। তেষাং—তাহাদের মধ্যে। নিয়তাঃ—নিত্য অর্থাৎ প্রলয় পর্যান্ত স্থায়ী। মাতাপিতৃজাঃ—যাহারা পিতা হইতে উৎপন্ন, তাহারা। নিবর্ত্তন্তে—নিবৃত্তি অর্থাৎ অচিরে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। (সত্বরই অন্য প্রকার হইয়া যায়, জলই হউক আর মাটীই হউক।)

বঙ্গার্থঃ। বিশেষ তিন প্রকার; সূক্ষ্ম অর্থাৎ লিঙ্গশরীর। মাতাপিতৃজ অর্থাৎ ষাট্‌কৌশিকশরীর এবং মহাভূত। (ঘটাদি), তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ষাট্‌কৌশিক নিবৃত্ত হইবে।

বিশদব্যাখ্যা॥ বিশেষের অবান্তর বিভাগ বলা হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীর অনুমানগম্য মানব-চক্ষুর অবিষয়। অনুমান পরে প্রদর্শিত হইবে। মাতাপিতৃজ এই আমাদের প্রত্যক্ষ শরীর। মাতৃভাগ হইতে রোম, রক্ত, মাংস, পিতৃভাগ হইতে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, এই তিনটী সঙ্কলনে এই ছয়টি মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, এই শরীরের নাম ষাট্‌কৌশিক। লিঙ্গশরীর সৃষ্টির প্রথমে উৎপাদিত, প্রলয় পর্য্যন্ত থাকিবে। ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে যাইতে হইলে, আত্মা যে শরীর মাত্র অবলম্বন করেন, তাহারই নাম লিঙ্গশরীর। ষাট্‌কৌশিক শরীর যদি পচিয়া যায়, তবে তাহার পরিণতি রসান্তা; আর যদি দাহ করা হয়, তবে তাহার পরিণতি ভস্মান্তা। আর যদি কুক্কুর প্রভৃতিতে ভোজন করে, তবে তাহার পরিণাম মলরূপ প্রাপ্ত হওয়া। এই প্রকারেই ইহার নিবৃত্তি।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং
মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তং।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈ-
রধিবাসিতংলিঙ্গং। ৪০

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোৎপন্নং—সৃষ্টি সময়ে প্রত্যেক পুরুষের জন্য একএকটী উৎপাদিত। অসক্তং—অব্যাহত অর্থাৎ শিলার অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারে। নিয়তং—প্রলয় পর্য্যন্ত থাকে। মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যন্তং—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, এই গুলির সমষ্টি (ইহাতে শান্তত্ব-ঘোরত্ব-মূঢ়ত্ব যুক্ত ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া ইহা বিশেষ) যদি বলা যায়, এ শরীর থাকিতে ষাট্‌কৌশিক শরীর সৃষ্ট হইবার উদ্দেশ্য কি? তাহাতেই বলা হইতেছে) সংসরতি—ষাট্‌কৌশিক শরীর পরিত্যাগ করে এবং অন্য ষাট্‌কৌশিক গ্রহণ করে। (যদি বলা যায়, যে কেন? তদুত্তরে কথিত হইতেছে) নিরুপভোগং—যখন ষাট্‌কৌশিক শরীর পরিত্যাগ করিলে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ নাই, কাজেই। ষাট্‌কৌশিকের একটী নাম ভোগায়তন শরীর। আমাদের ভোগ্যবস্তু স্থূল, গ্রহণ উপায় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্থান স্থূল, কাজেই স্থূল অধিষ্ঠান ছাড়িলে ইন্দ্রিয়ের ভোগ অনুপপন্ন হইয়া উঠে। সংসারের কারণ বলিতে গেলে

বলা যাইতে পারে) ভাবৈরধিবাসিতং—"ভাবৈঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রভৃতি দ্বারা অধিবাসিত অর্থাৎ সম্পর্কিত। (এই হেতু সংসার হয়।) যেমন সুগন্ধচম্পককুসুম বস্ত্রের সহিত সংসৃষ্ট হইলে, বস্ত্রে উহার গন্ধ থাকিয়া যায়, তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি রূপ যে সকল ভাব বুদ্ধিতে আছে, তাহা, লিঙ্গ শরীরে বুদ্ধি আছে বলিয়া লিঙ্গ শরীরেই আছে। লিঙ্গং—লিঙ্গশরীর।

বঙ্গার্থঃ। লিঙ্গ-শরীর সৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন, অব্যাহত, মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত তাহার উপকরণ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির দ্বারা সংসৃষ্ট হইয়াই উহা একটী স্থূলশরীর পরিত্যাগ ও অপরটী গ্রহণ করে, কারণ স্থূলশরীর বিনা ভোগ অসম্ভব।

বিশদ ব্যাখ্যা। লিঙ্গ শরীরের কথা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। অপর কথা ব্যাখ্যায়ই শেষ হইয়াছে। এখানে মতভেদাদি কিছুই বিস্তার ভয়ে বিবৃত হইলনা। লিঙ্গ শরীরের উপাদান সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ তন্মাত্র, বুদ্ধি প্রভৃতিও তাহাতে আছে, এই সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবের যে পরিণাম, তাহা লিঙ্গ-শরীরকে বাধ্য হইয়াই প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই শরীরের নাম "লিঙ্গ" হইবার প্রধান কারণ (লয়ংগচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) ইহা লয় প্রাপ্ত হয়। যদি বলা যায়, স্থূল শরীরও লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহারও ঐরূপ নাম হউক, তখন উত্তরে বলা হইবে, স্থূল শরীরের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অনুমানগম্যলিঙ্গশরীরের বিনাশ আছে কিনা, ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক। "লিঙ্গ" শব্দের অনেক প্রকার অর্থ অনেকে করেন, বিস্তার ভয়ে সে সমস্ত পরিত্যাগ করা গেল। এই কারিকার ৩ প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাও বলা হইল না, কেবল তত্ত্বকৌমুদীকারের মত বলা হইল।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদি-
ভ্যোবিনা যথা চ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি
নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা। চিত্রং—ছবি অর্থাৎ আলেখ্য যথা—যেরূপ। আশ্রয়ং—আধার। ঋতে—বিনা। স্থাণ্বাদিঃ—স্থাণু প্রভৃতি। (শুষ্ক-কাষ্ঠ অর্থাৎ পোঁতা খুঁটাকে স্থাণু বলে।) বিনা—ব্যতীত। যথা—যেমন। ছায়া—প্রসিদ্ধ ছায়া। তদ্বৎ—সেইরূপ। বিনা—ব্যতীত (বই)। বিশেষৈঃ—সূক্ষ্ম শরীর। নতিষ্ঠতি—থাকিতে পারে না। নিরাশ্রয়ং—আশ্রয়-হীন। লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব। (লিঙ্গন অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাপন করে বলিয়া বুদ্ধ্যাদিকে লিঙ্গ বলে।)

বঙ্গার্থঃ। চিত্র যেমন আধার বিনা থাকিতে পারে না এবং ছায়া যেরূপ স্থাণু (যাহার ছায়া) ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর ছাড়িয়া নিরাশ্রয় লিঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি অবস্থান করিতে সক্ষম নহে।

বিশদ ব্যাখ্যা। বুদ্ধি অহঙ্কারের ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংসরণ অর্থাৎ লোকান্তর গমন করে, এরূপ স্বীকার করিলেই সূক্ষ্ম-শরীর অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না, এইপ্রকার আপত্তি এখানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই

কারিকার অবতারণা। ছবি আঁকাইতে হইলে তাহার আধার চাই। বুদ্ধি প্রভৃতি একএকটী সূক্ষ্মপদার্থ ইহাদের একটি আপ-রিক আধার (যাহা ইহাদের অপেক্ষা স্থূল) আবশ্যক, কাজেই পঞ্চসূক্ষ্মভূতময় আধারের উপর ঐ সকলকে স্থাপন করা দরকার। যখন বুদ্ধ্যাদি লোকান্তরে গমনকরে, তখন তাহারা একটী সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, নতুবা নিরাশ্রয় গমন করিতে পারে না। ইহা-দ্বারা অনুমান করা যায়, লিঙ্গ শরীর আছে। শাস্ত্রেতে, লিঙ্গ শরীরের কথা আছে। সাবিত্র্যুপাখ্যানে লিঙ্গশরীরের লোকান্তর-গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, "ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাৎ যমঃ।" সত্যবানের দেহ হইতে যম অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীররূপ পুরে যে বাস করে, এমন সূক্ষ্মশরীর বাহির করিয়াছিলেন। এখানে আত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হইতে পারে না। উহা লিঙ্গ শরীরের পরিমাণ, এই কথা আচার্য্য বাচস্পতি বলেন। এই কারিকায় লিঙ্গশরীর অনুমিত হইল।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্ত-
নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যব-
তিষ্ঠতে লিঙ্গং ।৪২।

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থহেতুকং—পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ-হেতু প্রযুক্ত। ইদং—ইহা। নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন—নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ও ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ, এই উভয় বিষয়ে যে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ প্রসক্তি, তাহার দ্বারা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির অর্থাৎ প্রধানের। বিভুত্ব যোগাৎ—বিপুল সামর্থ্য আছে বলিয়া। নটবৎ—অভিনে-তার ন্যায়। ব্যবতিষ্ঠতে—বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত হইয়া থাকে। লিঙ্গং—সূক্ষ্মশরীর।

সঙ্গার্থঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুরুষার্থ সম্পাদন করিবার উদ্দেশেই লিঙ্গ শরীর নানাভাবে অবস্থিত হয়, এই ব্যাপারের একমাত্র কারণ প্রকৃতিদেবীর অসাধারণ সামর্থ্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। সূক্ষ্মশরীর প্রমাণ করিয়া, তদনন্তর কেন সূক্ষ্মশরীর লোকান্তর-গমনাদি করে এবং তাহাতে তাহার ক্ষম-তাইবা কি, এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে। লিঙ্গ শরীর পুরুষার্থ অর্থাৎ ভোগাদি সম্পাদনের জন্যই নানা-লোকে গমন করে। পুরুষার্থই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। যেরূপ কোনও অভিনেতা কখনও রাম, কখনও কর্ণ, কখনও বসুদেবের বেশ ধারণ করিয়া সভ্যগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে, তদ্রূপ লিঙ্গ-শরীর কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও কীটাদি আকার অর্থাৎ স্থূলশরীর ধারণ করিয়া পুরুষের তৃপ্তি সম্পাদন করে। লিঙ্গ-শরীরের ক্ষমতা আসিল কোথাহইতে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা। শাস্ত্র বলেন, "বৈশ্বরূপ্যাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়-মদ্ভুতঃ।" প্রকৃতির নানারূপতা-নিবন্ধন এই প্রকার আশ্চর্য্য পরিণাম সংঘটিত হয়। বাচস্পতি-মতানুসারে বলা হইল।

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা
বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।

দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িনঃ কার্য্যাশ্রয়িনশ্চ কললাদ্যাঃ। ৪৩।

ব্যাখ্যা। সাংসিদ্ধিকাঃ—স্বাভাবিক। চ—ও। ভাবাঃ—ধর্ম্মাদি। প্রাকৃতিকাঃ—প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। বৈকৃতিকাঃ—উপায় অনুষ্ঠানদ্বারা উৎপন্ন। চ—এবং। ধর্ম্মাদ্যাঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য এই আটটী। দৃষ্টাঃ—দেখাযায়। করণাশ্রয়িনঃ—বুদ্ধিতে আশ্রিত। কার্য্যাশ্রয়িনঃ—শরীরাশ্রিত। চ—ই। কললাদ্যাঃ—কলল বুদ্বুদ ইত্যাদি অবস্থা গর্ভস্থের এবং প্রসূতের বাল্য-কৌমার-যৌবন-বার্দ্ধক্য ইত্যাদি।

বঙ্গার্থঃ। সাংসিদ্ধিক এবং বৈকৃতিক, এই দুইপ্রকারে প্রাকৃতিক ভাবের বিভাগ করা হয়, তাহারা বুদ্ধিতে আশ্রিত। কললাদি অবস্থাই শরীরাশ্রিত।

বিশদব্যাখ্যা। ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক, কাহারওবা অনুষ্ঠান প্রাপ্ত। মহর্ষি কপিলের ধর্ম্মজ্ঞানাদি স্বাভাবিক। প্রাচেতস প্রভৃতি ঋষিগণের জ্ঞানাদি যোগানুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন। অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, ইহারা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া হয়. কেবল শুক্রশোণিতের সম্মিলন হইতে কললবুদ্বুদাকৃতি ও করণ্ড প্রভৃতি অবস্থা এবং বাল্য, বার্দ্ধক্য ও যৌবনাদি অবস্থা শরীরের আশ্রিত, বুদ্ধির নহে। ধর্ম্মাদির মত ইহারাও বুদ্ধিগত কি না, এ বিষয় বিবেচনা করিবার আবশ্যক বলিয়াই ইহারা শরীরাশ্রিত, একথা বলা হইল। নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের বিভাগ করা এই কারিকার উদ্দেশ্য। নিমিত্ত ধর্ম্মাদির বিষয় বলিয়া, পরে নৈমিত্তিক-শরীরের ধর্ম্মও বলা আবশ্যক, তাহা বলা হইল।

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ। ৪৪।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মেণ—ধর্ম্মের দ্বারা। গমনং—যাওয়া। ঊর্দ্ধং—(স্বর্গলোকে অথবা) শ্রেষ্ঠ। গমনং—যাওয়া। অধস্তাৎ—(পাতালাদি স্থানে অথবা) নিম্ন। ভবতি—হইতে পারে। অধর্ম্মেণ—অধর্ম্মের দ্বারা। জ্ঞানেন—জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের অন্যথা খ্যাতিদ্বারা। চ—(নিশ্চয়ার্থে।) অপবর্গঃ—পরিসমাপ্তি (মোক্ষ)। বিপর্য্যয়াৎ—অজ্ঞানের দ্বারা। ইষ্যতে—প্রাপ্ত হওয়া যায়। বন্ধঃ—অর্থাৎ সংসার-যন্ত্রণ ভূমিতে থাকা। (জ্ঞান-চক্ষু নিমীলিত থাকার নাম বন্ধ, অথবা সংসার-দুঃখে বন্দী হওয়ার নাম বন্ধ অথবা ঘৃণা-লজ্জা প্রভৃতিতে আবদ্ধ থাকার নাম বন্ধ।)

বঙ্গার্থঃ। ধর্ম্মেরদ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ ও অধর্ম্মেরদ্বারা অধোগতি প্রাপ্ত হওয়াযায়। জ্ঞান হইতে মুক্তি এবং অজ্ঞান হইতে বন্ধ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। কিরূপ নিমিত্তে কিরূপ নৈমিত্তিক হয়, তাহা এই কারিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। বন্ধ তিনপ্রকার। প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক, দাক্ষিণিক। প্রকৃতিকে যাহারা আত্মা বলিয়া মনেকরে, তাহাদের প্রাকৃতিক বন্ধ। "পূর্ণং শতসহস্রংতু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত চিন্তকাঃ" এই প্রমাণে অবগত হওয়া যায়, যাহারা প্রকৃতির উপাসক, তাহারা শতসহস্র

মন্বন্তর প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, তৎপরে আবার আবির্ভূত হয়। যেমন বর্ষাবসানে ভেক সকল মৃত্তিকার মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করে, আবার পুনর্ব্বার বর্ষার উপস্থিতিকালে তাহারা যেমন তেমনি হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ প্রকৃতি-লীন ব্যক্তি উপযুক্ত সময়াবসানে আবার জাগিয়া সংসারে আসে। যাহারা বিকৃতি অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধিকে উপাসনা করে, তাহারাও তাহাতে লীন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করে। "দশমন্বন্তরানীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ।' বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ॥" এই বচনগুলির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, ইন্দ্রিয়োপাসক দশমন্বন্তর পর্য্যন্ত নিরাপদভাবে থাকে, ভূতোপাসক শত মন্বন্তর, অহঙ্কারোপাসক সহস্র মন্বন্তর, বুদ্ধির উপাসক দশসহস্র মন্বন্তর স্ব স্ব উপাস্যতত্ত্বে লীন থাকে, কালান্তরে আবার তাহাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয়। আত্মার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র অগ্ন্যাদি সাধ্য 'ইষ্ট' ও পুষ্করিণ্যাদি খনন প্রভৃতি 'পূর্ত্ত' নামক কার্য্য করিলে সে সাধকের দাক্ষিণিক বন্ধ হয়। তাহাদের দক্ষিণায়ন পথে ধূমময় গতি হয়, একথা শাস্ত্রে আছে। অপর কোনও বিষয়ের বিশদীকরণ এখানে আবশ্যক হইতেছে না। কারণ সুবোধ্য।

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো
ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্ত-
দ্বিপর্য্যাসঃ। ৪৫

ব্যাখ্যা। বৈরাগ্য—বৈরাগ্য অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে বিরক্তভাব, তাহা হইতে। প্রকৃতিলয়ঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ অব্যক্তে লীন হওয়াযায়। সংসারঃ—জন্মাদি। ভবতি—হয়। রাজসাৎ—রজোগুণাত্মক। রাগাৎ—আসক্তি হইতে। ঐশ্বর্য্যাৎ—অণিমাদি হইতে। অবিঘাতঃ—সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব। বিপর্য্যয়াৎ—ঐশ্বর্য্যের অভাবে। তদ্বিপর্য্যাসঃ—তাহার বিপরীত অর্থাৎ সর্ব্বত্র ইচ্ছাদিঘাত হয়।

বঙ্গার্থঃ। পুরুষের তত্ত্ব না জানিয়া ঐহিক-পারত্রিক বিরাগ উপস্থিত হইলে, প্রকৃতিতে লীন হওয়া যায়। রাজস অনুরাগ হইতে সংসার উপস্থিত হয়। ঐশ্বর্য্য হইতে সর্ব্বত্র অপ্রতিঘাত হয় এবং ঐশ্বর্য্য না থাকিলে সকলপ্রকারে ইচ্ছার ব্যাঘাত সংঘটিত হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা। যদি পুরুষের তত্ত্ব অবগত না হইয়া, শুধুমাত্র প্রকৃতিরই তত্ত্ব জানিয়া প্রাকৃত পদার্থেই বিরক্তি ঘটে, তবে প্রকৃতি লয় হয়, মোক্ষ হয় না; কারণ শুধু প্রকৃতিকে জানিলে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইল না। প্রকৃতি শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও ভূত সকল। ইহারা বাহ্য জগতের কারণ, তবে কেহ সন্নিকৃষ্ট, কেহ বা বিপ্রকৃষ্ট। "রাজসরাগ" বলায় রজোগুণের শক্তি দুঃখ সংসারে বিদ্যমান, একথা বলা হইয়াছে। রাজস রাগ—কারণ, কার্য্যসংসারও কারণের গুণ দুঃখ পাইতে অধিকারী। প্রকৃতি প্রভৃতি জড়ের স্বভাব দুঃখ, তাহাদের চিন্তা করিলে দুঃখের একান্ত বিনাশ হওয়া অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য কৌশসিদ্ধ

শক্তিবিশেষ, উহা ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ নিজস্ব নহে, একথা এখানে বলা হইল, অপরত্র ঈশ্বর সম্বন্ধেও কিছু বলা হইবে।

এষঃ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তি-
তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু
পঞ্চাশৎ। ৪৬।

ব্যাখ্যা। এষঃ—এই প্রত্যয় সর্গঃ—প্রত্যয় অর্থাৎ (প্রতীয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা।) বুদ্ধিতত্ত্বের সৃষ্টি। বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্যঃ—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই গুলির নাম। গুণবৈষম্য বিমর্দ্দাৎ-গুণ—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম, ইহাদের বৈষম্য অর্থাৎ এক একটীর অধিক বলতা অথবা দুইটীর অধিক বল লাভ করা এবং বিমর্দ্দ অর্থাৎ একের দ্বারা অপরের অভিভূত হওয়া, এই উভয় কারণে। তস্য—তাহার (বুদ্ধি সৃষ্টির।) চ—ই। ভেদাঃ—অবান্তর প্রকার অর্থাৎ অবয়ব। তু—('কিন্তু' অর্থে।) পঞ্চাশৎ—৫০টী।

বঙ্গার্থঃ। এই প্রত্যয়সর্গ সংক্ষেপতঃ বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি এই নামে কথিত হয়, গুণের বলাবল ও অভিভূত ভাব হইতে তাহার বিস্তরতঃ ৫০ প্রকার বিভাগ করা যাইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধি ধর্ম্ম গুলির সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে কথন এই কারিকার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অষ্টবিধ ভাব বলা হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। বিপর্য্যয় অজ্ঞান—তাহা বুদ্ধি-ধর্ম্ম। অশক্তি—করণবিকলতাহেতুক হইলেও বুদ্ধি-ধর্ম্ম। তুষ্টি এবং সিদ্ধিও বুদ্ধির ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যেই 'ধর্ম্ম' ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটী বুদ্ধিধর্ম্মের অন্তর্ভাব। সিদ্ধিতে জ্ঞানের অন্তর্ভাব। অল্প কথায় বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, ইহাই প্রত্যয়সর্গের ৪ বিভাগ। ইহাদের প্রত্যেকের আবার সংখ্যাধিক্য আছে, যথা বিপর্য্যয় পঞ্চবিধ। এইরূপভাবে গণনা করিতে গেলে, প্রত্যয়সর্গ ৫০ ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রমশঃ তাহাদের স্বরূপ অবান্তর বিভাগ প্রদর্শিত হইবে।

পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ
করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদাস্তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা
সিদ্ধিঃ। ৪৭।

ব্যাখ্যা। পঞ্চ—পাঁচটী। বিপর্য্যয় ভেদাঃ—বিপর্য্যয়ের বিভাগ। ভবন্তি—হইতেছে। অশক্তিঃ—অশক্তি। চ—ও। করণবৈকল্যাৎ—করণের বুদ্ধির (ইন্দ্রিয় সহকৃত) বিকলতা অর্থাৎ কার্য্যনিষ্পাদনে অসামর্থ্য হইতে। অষ্টাবিংশতি ভেদাঃ—২৮—প্রকারের। তুষ্টি—তুষ্টিনামক বুদ্ধিধর্ম্ম। নবধা—নয়প্রকার। অষ্টধা—আটপ্রকার। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি সংজ্ঞক বুদ্ধিধর্ম্ম।

বঙ্গার্থঃ। বিপর্য্যয় ৫ ভাগে বিভক্ত। করণের অপটুতাবশতঃ অশক্তি ২৮ প্রকার। তুষ্টি ৯ প্রকার। সিদ্ধি ৮ প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। বিপর্য্যয় পাঁচপ্রকার, তাহাদের নাম যথা, অবিদ্যা ১, অস্মিতা ২, রাগ ৩, দ্বেষ ৪, অভিনিবেশ ৫, ইহাদের স্বতন্ত্র নাম যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। অশক্তির সংখ্যা।

২৮টী ক্রমশঃ বলা হইতেছে, যথা...বাধির্য্য ১, কুষ্ঠিতা ২, অন্ধত্ব ৩, জড়তা ৪, অজিঘ্রতা ৫, মূকতা ৬, কৌণ্য ৭, পঙ্গুত্ব ৮, ক্লৈব্য ৯, উদাবর্ত্ত ১০, মুগ্ধতা ১১, প্রকৃত্যাখ্যা বৈকল্য ১২, উপাদান বৈকল্য ১৩, কাল বৈকল্য ১৪, ভাগ্য বৈকল্য ১৫, পার বৈকল্য ১৬, সুপার-বৈকল্য ১৭, পারাপার বৈকল্য ১৮, অনুত্তমাম্ভ বৈকল্য ১৯, উত্তমাম্ভ বৈকল্য ২০, তার বৈকল্য ২১, সুতার বৈকল্য ২২, তার তার বৈকল্য ২৩ (কাহারও মতে ভাববৈকল্য ২১, স্বভাববৈকল্য ২২, ভাবাভাব বৈকল্য ২৩) বিবেক বৈকল্য ২৪, শুদ্ধি বৈকল্য ২৫, প্রমোদ বৈকল্য ২৬, মুদিত বৈকল্য ২৭, মোদমান বৈকল্য ২৮। তুষ্টি নবধা যথা—প্রকৃতি ১, উপাদান ২, কাল ৩, ভাগ্য ৪, পার ৫, সুপার ৬, পারপার ৭, অনুত্তমাম্ভ ৮, উত্তমাম্ভ ৯। প্রকৃতিতুষ্টির নামান্তর অম্ভ, উপাদানের নামান্তর সলিল, কালের অন্যনাম ওঘ, ভাগ্যের অপর নাম বৃষ্টি। সিদ্ধি আট-প্রকার যথা;...উহ ১, শব্দ ২, অধ্যয়ন ৩, সুহৃৎ প্রাপ্তি ৪, দান ৫, প্রমোদ ৬, মুদিত ৭, মোমান ৮। ইহাদিগের লক্ষণাদি পরে বলা হইবে। এখানে শুধু নাম বলাগেল মাত্র

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্যচ
দশবিধোমহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধ-
তামিস্রঃ। ৪৮।

ব্যাখ্যা। ভেদঃ—বিভাগ। তমসঃ—তমনামক বিপর্য্যয়ের। অষ্টবিধঃ—আট-প্রকার। মোহস্য;—মোহের। চ—ও। (আট প্রকার।) দশবিধ—দশপ্রকার। মহামোহঃ—মহামোহ নামক বিপর্য্যয়। তামিস্রঃ—অর্থাৎ দ্বেষ। অষ্টাদশধা—আঠারপ্রকার। তথা—সেইরূপ। ভবতি—হইতেছে। অন্ধতামিস্রঃ—অভিনিবেশ।

বঙ্গার্থঃ। তম ৮ প্রকার। মোহও ৮ প্রকার। মহামোহ ১০ প্রকার। তামিস্র ১৮ প্রকার। অন্ধতামিস্রও ১৮ প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। এই প্রকারগুলির নামোল্লেখ নাই। বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃই উহাদের সংখ্যাধিক্য। ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রে আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা অথবা তমঃ। অবিদ্যার নানাপ্রকার লক্ষণ আছে, তাহা এখানে বলা বিশেষ দরকার নহে। ফলতঃ অষ্টবিধ জড় পদার্থে আত্ম বুদ্ধি আট প্রকার অবিদ্যা। বিষয়ের সংখ্যানুসারেই বিভাগ করা হইল। দেবতারা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মনেকরেন, আমাদের এই ঐশ্বর্য্য চিরকাল স্থায়ী, এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যবিষয়ক আটপ্রকার মোহই বিষয়ভেদে অষ্টবিধা অস্মিতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী পদার্থ দিব্য এবং অদিব্য ভেদে সমষ্টিতে দশ প্রকার। এই দশবিধ বিষয়ের প্রতি যে রাগ অর্থাৎ আসক্তি, তাহা বিষয় ভিন্নতায় দশবিধ মহামোহ বলিয়া কথিত হইতেছে। দিব্যাদিব্য দশবিধ শব্দাদি বিষয় এবং অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, এই সমষ্টিতে অষ্টাদশ বিষয়ে ভোগের পারস্পরিক ক্রমবশতঃ যে ব্যাঘাত, তাহাতে দ্বেষের উদয় হয়। বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে দ্বেষেরও সংখ্যা অষ্টাদশ। ইহাই ১৮ প্রকার তামিস্র। দেবতারা

দশবিধ বিষয় এবং অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাঁহাদের এইগুলি অসুরদিগেরদ্বারা পাছে অপহৃত হয়, এই জন্য ভীত হন। এই ভয়ের বিষয় ১৮টী, সুতরাং ১৮ প্রকার (বিষয়ভেদে) অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ ইহা প্রতিপাদিত হইল। অতঃপর কারিকায় অশক্তি প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদর্শিত হইবে। পাঁচপ্রকার বিপর্য্যয় অবান্তর ভেদে ৬২ প্রকার হইল—যথা,তম৮, মোহ ৮, মহামোহ ১০, তামিস্র ১৮ ও অন্ধতামিস্র ১৮। যতগুলি একারিকায় বলা হইল,সকলগুলি বিভিন্নভাবে বস্তুতঃ একতাৎপর্য্যে পাতঞ্জলে বিবেচিত হইয়াছে।

একাদশেন্দ্রিয় বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টাঃ।
সপ্তদশবধা বুদ্ধেৰ্বিপৰ্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্। ৪৯।

ব্যাখ্যা। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ—একাদশ ইন্দ্রিয়ের অপাটব। সহ—সহিত। বুদ্ধিবধৈঃ—বুদ্ধির বৈকল্যের। অশক্তিঃ—অশক্তি। উদ্দিষ্টা—কথিতা। সপ্তদশ—১৭ প্রকার। বধাঃ—বিকলতা। বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির (স্বরূপতঃ।) বিপর্য্যয়াৎ—বৈপরীত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকলতা হইতে। তুষ্টিসিদ্ধীনাং—তুষ্টি এবং সিদ্ধি, ইহাদের।

বঙ্গার্থঃ। একাদশ ইন্দ্রিয়ে যে অপটুতা, তাহা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ বলিয়া, বুদ্ধিরই একাদশেন্দ্রিয়ের বৈকল্য। হেতুক একাদশ অশক্তি। আর তুষ্টি ও সিদ্ধির বিপর্য্যয় সপ্তদশবিধ বুদ্ধির নিজের অশক্তি, এই ২৮ প্রকার অশক্তি।

বিশদব্যাখ্যা। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন। যদি ইন্দ্রিয়ের বিকলতা উপস্থিত হইল, তবে বস্তুতঃ বুদ্ধির সেই বিষয়ে অশক্তি আসিয়া দেখাদিল। অশক্তি শব্দের অর্থ অসামর্থ্য অর্থাৎ ক্ষমতা না থাকা। ইন্দ্রিয়গণ অসমর্থ হইলে, বুদ্ধির ক্ষমতা স্ফুরিত হইতে পারে না; কাজেই তাহাকে বুদ্ধির ইন্দ্রিয়াপাটব নিমিত্ত অশক্তি বলাযায়। কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা,নাসিকা, বাক্, পাণি, চরণ, উপস্থ, পায়ু ও মন, এই একাদশেন্দ্রিয়ের একাদশপ্রকার অপটুতা যথাক্রমে বাধির্য্য [বধিরতা] কুষ্ঠিতা, অন্ধত্ব, জড়তা, অজিঘ্রতা, মুকতা, কৌণ্য, পঙ্গুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত ও মুগ্ধতা বলিয়া কথিত হয়। তুষ্টি নয়প্রকার, তাহার বিপর্য্যয়ও নয় প্রকার। তুষ্টির নাম প্রকৃতি; আবার অশক্তির নাম প্রকৃতি-বৈকল্য, এইরূপ অপরগুলির বেলায়ও হইবে। সিদ্ধির সংখ্যা ৮; বিপর্য্যয় ৮ হইবে। সিদ্ধির নাম প্রমোদ; অশক্তি অর্থাৎ প্রমোদের বিপর্য্যয়ের নাম প্রমোদ, বৈকল্য। ঐরূপ মুদিত ও মোদমানেরও বুঝিতে হইবে। (উহ সিদ্ধির আর এক নাম তারতার, শব্দ সিদ্ধির নামান্তর সুতার; অধ্যয়নের অন্য নাম তার, সুহৃৎ প্রাপ্তির অন্য নাম রম্যক। দানের অপর নাম সদামুদিত।) তার, সুতার, তারতার ইহাদের উপর বৈকল্য বসাইলেই এই তিনটী সিদ্ধির বিপর্য্যয় যে অশক্তি, তাহার নাম হইল। সুহৃৎ প্রাপ্তির বিপর্য্যয়ের নাম বিবেকবৈকল্য এবং দানের বিপর্য্যয়ের নাম শুদ্ধিবৈকল্য; এই দুইপ্রকার ও অশক্তির মধ্যে। কারণ, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে এই দুইটী,

যে তুষ্টীর, বিপর্য্যয়, তাহারা গণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান-
কাল ভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যাবিষয়োপরমাৎপঞ্চ নবতুষ্টয়ো-
ঽভিমতাঃ। ৫০।

অন্বয়—আখ্যাঃ। আধ্যাত্মিকাঃ—আধ্যাত্মিক। চতস্রঃ—চারিপ্রকার। প্রকৃত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ—প্রকৃতি, উপাদান, কাল, ভাগ্য, এই চারিনাম কথিত হয়। বাহ্যাঃ—বাহ্য তুষ্টি। বিষয়োপরমাৎ—বিষয় ত্যাগ হইতে। পঞ্চ—পাঁচ প্রকার। নব—নয় রকম। তুষ্টয়ঃ—তুষ্টি। অভিমতাঃ—অভিপ্রেত।

বঙ্গার্থঃ। তুষ্টিসাধারণতঃ দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। আধ্যাত্মিক ৪ প্রকার, যথা, প্রকৃতি, উপাদান, কাল, ভাগ্য। বাহ্য পাঁচ প্রকার। তাহা বিষয় পরিত্যাগ হইতে জন্মে। সঙ্কলনে তুষ্টি নয় প্রকার।

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতি ব্যতীত অপর আত্মা আছে, এইরূপ জানিয়া যে আত্মার শ্রবণ-মননাদিতে মনোযোগ করে না, তাহার আধ্যাত্মিক চতুর্ব্বিধ তুষ্টি হয়, অসদুপদেশে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহার এই তুষ্টি হয়। প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত আত্মাকে অধিকার করিয়া যখন এই তুষ্টি হয়, তখন ইহারা আধ্যাত্মিক নাম পাইতে পারে। বিবেক-সাক্ষাৎকার প্রকৃতির পরিণাম, প্রকৃতি হইতেই হইবে, ধ্যানাভ্যাসাদি বৃথা, এইরূপ উপদেশে যে প্রকৃতির প্রতি তুষ্টি, তাহারই নাম প্রকৃত্যাখ্যাতুষ্টি। বিবেক-খ্যাতি প্রকৃতি-কার্য্য হইলেও প্রকৃতি হইতে হইবে না, সন্ন্যাস হইতে হইবে, ধ্যানাভ্যাস বৃথা, এই উপদেশজনিত সন্ন্যাসোপাদানে তুষ্টিই উপাদান তুষ্টি। সন্ন্যাস বৃথা, সময়েই সকল হয়; এইরূপ উপদেশে কালে যে তুষ্টি, তাহাই কালাখ্যাতুষ্টি। কালে সামর্থ্য কি? ভাগ্যই প্রধান। এই উপদেশমূলক ভাগ্যের প্রতি তুষ্টিই ভাগ্যাখ্যা। প্রকৃতি মহত্তত্ব ইত্যাদিকে আত্মা বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা এই বাহ্যবিষয়ে তুষ্টিপান বলিয়া সে তুষ্টির নাম বাহ্য। বিষয় অর্থাৎ শব্দাদির অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, ভোগ, হিংসা; এই পাঁচপ্রকার দোষ দর্শন জনিত যে বিষয় হইতে উপরতি অর্থাৎ বিরক্তি, সেই বিরক্তি হইতে যে তুষ্টি জন্মে, তাহাই বাহ্যতুষ্টি পাঁচটী। বিষয়ের অর্জ্জন দুঃখকর, এই নিমিত্ত বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির যে সন্তোষ, তাহার নাম পার। অর্জ্জিত ধনাদি রক্ষাকরা কষ্টকর, এই জ্ঞানে বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির তুষ্টির নাম সুপার। বড় কষ্টের বিষয় ভোগে ক্ষয় হয়। এই বিবেচনায় বিষয় বিরক্তের সন্তোষ পার-পার। বিষয় ভোগে কাম বৃদ্ধি হয়, অপ্রাপ্তিতে আবার দুঃখ হয়, এই বিষয়-দোষ চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য হইলে, বিরক্ত ব্যক্তির যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভ। প্রাণি-হিংসা ব্যতিরেকে বিষয়ভোগ সম্ভবে না, এই বিবেচনায় বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে সন্তোষ জন্মে, তাহার নাম উত্তমাম্ভ তুষ্টি। তুষ্টির সংখ্যা ও লক্ষণ-কথন এই কারিকায় প্রদর্শিত হইল।

(ক্রমশঃ—)

মীমাংসাদর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্।)

উৎপত্তৌ বাহবচনাঃ স্যুরর্থস্যা-
তন্নিমিত্তত্বাৎ। ২৪॥

পদপাঠঃ।—উৎপত্তৌ। বা। অবচনাঃ। স্যুঃ—। অর্থস্য। অতন্নিমিত্তত্বাৎ॥

ব্যাখ্যা।—উৎপত্তৌ—ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে। বা—(চকারার্থে) ও। অবচনাঃ—অর্থপ্রত্যয়-অজনক। স্যুঃ—হইতেছে। অর্থস্য—(পদের) অর্থের। অতন্নিমিত্তত্বাৎ—তাহার (বাক্যার্থের) নিমিত্ততা নাই বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ।—শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও,বেদ-বাক্যের অর্থবোধনে সামর্থ্য নাই; কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। (বেদ-বাক্য অর্থাৎ কর্ম্মবোধক বিধিই প্রমাণ, কিন্তু বাক্যের অর্থ বোধ জন্মাইবার ক্ষমতা নাই; যদি বলা যায়, পদার্থই বোধ জন্মাইবে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর, কারণ, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত হইতে পারে, ইহার কোনও উপযুক্ত যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।)

বিশদব্যাখ্যা।—এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের মত বলা হইতেছে। ধর্ম্মের প্রমাণ বলা হইয়াছে; 'বেদবাক্য'। যদি বেদবাক্য কোনও রূপ অর্থবোধ জন্মাইতে অপারগ হয়, তবে বেদবাক্য যে ধর্ম্মের প্রমাণ, এ কথা বৃথা হইয়া যাইবে। এই তর্ক এ সূত্রে মীমাংসকের প্রতিকূলে বলা হইতেছে। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করে, সে অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠান করিবে। এখানে "অগ্নিহোত্রং" এই পদের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, এরূপ বুঝায় না। "জুহুয়াৎ" এই পদেরদ্বারাও ঐরূপ অর্থের প্রতীতিজন্মে না, "স্বর্গকামঃ" এপদও ঐরূপ অর্থ বুঝাইতে অক্ষম। অপর কোনও পদ এখানে নাই, যদ্দ্বারা আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ বুঝিতে পারি, এই তিনটী পদের অতিরিক্ত "বাক্য" নামক নূতন কিছু নাই, যাহাদ্বারা ঐরূপ জ্ঞান আমাদের জন্মিতে পারে। তিনটীপদ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে,কেন না তাহাদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, কিন্তু এই তিনটী পদের কোনওটী বাক্যার্থ বুঝাইতে সামর্থ্য রাখে না। 'অগ্নিহোত্রং' শব্দ অগ্নিহোত্র বুঝায়। "জুহুয়াৎ" শব্দ হোম বুঝায়। 'স্বর্গকামঃ'শব্দ স্বর্গাভিলাষীকে বুঝায়। অগ্নিহোত্র হোমে স্বর্গ হয়, এই অর্থ বুঝাইতে ইহারা কেহই সমর্থ নয়। অতএব পদ সমুদয়ের একটা অর্থ কল্পনা করা এবং তাহাকে বাক্যার্থ নাম দেওয়া অমূলক। পদ সকলের অর্থই বাক্যার্থ, একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা পদ সামান্যবাচী বাক্য বিশেষবাচী, সামান্য ও বিশেষে আকাশ পাতাল প্রভেদ, সুতরাং সামান্যবাচী পদের অর্থ বিশেষবাচী বাক্যের অর্থ হইতে পারে না। পদার্থ হইতে বাক্যার্থের জ্ঞান জন্মে, ইহাও বলা যায় না। যাহার সহিত সম্বন্ধ, সে তাহার অববোধক হইতে পারে। যেমন পদ পদার্থের বোধক। পদার্থে ও বাক্যার্থে—কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি পদার্থে, সম্বন্ধশূন্য বাক্যার্থও বুঝাইতে পারে, তবে

অন্যপ্রকার অর্থ বুঝাইতেও পারে; কেন না, উভয়ত্রই অসম্বন্ধ সমান। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" এখানে পদার্থ, যদি অগ্নিহোত্রে স্বর্গ হয়, এই অসম্বন্ধ বাক্যার্থ বুঝাইল, তবে অন্ন আহার করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, এরূপ অসম্বন্ধ অর্থ বুঝাইতে বা তাহার আপত্তি কি? ইহারারা বুঝাগেল, পদার্থ ও বাক্যার্থে কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং একে অপরের নিমিত্ত নহে। যদি বলাযায়, যাহারা পদের অর্থ অবগত আছে, তাহারাই বাক্যার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অগ্নিহোত্রং, জুহুয়াৎ এবং স্বর্গকামঃ, এই তিনটী পদের অর্থ যে জ্ঞাত আছে, সে এই তিনটী পদ উচ্চারণ করিবামাত্রই বুঝিবে যে, অগ্নিহোত্রহোম স্বর্গসাধন। তখন এ আপত্তির উত্তরে বলা যাইবে, যদি বাক্যের শেষ বর্ণটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণজ সংস্কার সহিত পদার্থ হইতে অর্থান্তর বুঝাইয়া দেয়, তবেই পদার্থ বাক্যার্থের জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। যখন তাহা হইতেছে না, তখন বাক্যার্থ-কল্পনা ভ্রমমূলক অথবা কল্পনার লীলাতরঙ্গ মাত্র। যদি বলাহয়, "বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ।" 'কৃষ্ণাংগৌর্গচ্ছতি' এই বাক্যটী প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, কৃষ্ণবর্ণ গোরু যাইতেছে। এখানে 'গোঃ' শব্দের অর্থ গোত্বজাতি, যাইতেছে, এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া, গোব্যক্তির অববোধক হইল, কিন্তু কৃষ্ণা এই পদের অর্থ যে কৃষ্ণগুণ, তাহাদ্বারা যখন এই গো শব্দের অর্থ গো-ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল, তখন কৃষ্ণবর্ণ গোরু যাইতেছে, এইরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মিবে। এই বিশিষ্ট বোধই বাক্যার্থ-জ্ঞান, অতএব পদার্থ বাক্যার্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত।" তাহা হইলেও ইষ্টসিদ্ধি হয় না, 'গো'পদের অর্থ গোত্বজাতি, গচ্ছতি এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলেই গোত্বজাতির আশ্রয় গোব্যক্তিকে বুঝাইবে, ইহার তাৎপর্য্য কি? ক্রিয়াপদ নিকটে থাকিলে প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর অর্থ বুঝাইবে, ইহারইবা রহস্য কি? গো শব্দে যখন শুক্ল-কৃষ্ণ-লোহিত ইত্যাদি সর্ব্ববিধবর্ণের গোরু বুঝিলাম, তখন আবার নিকটে "কৃষ্ণ" পদ আছে বলিয়া অপর সকল গো বুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া কেবল কৃষ্ণবর্ণ গো মাত্র বুঝিবার হেতু কি? যদি কৃষ্ণ পদের অর্থ শুক্ল-নীলাদির নিবৃত্তি হয়, তবে এরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 'কৃষ্ণ' পদের, অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, শুক্ল প্রভৃতি বর্ণের নিবৃত্তি তাহার অর্থ নহে। এরূপ অবস্থায় পদের অর্থ বাক্যার্থ অর্থাৎ বিশিষ্টার্থের নিমিত্ত নহে। বাক্য পদসংঘাত মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছু নয়। লৌকিক শ্লোকাদি যেরূপ পুরুষ-রচিত, এগুলিও তদ্রূপ। অতএব এই সকল বাক্যের অর্থ-প্রত্যয় নির্দ্দোষ নহে, কল্পনা মাত্র।

তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥২৫

পদপাঠঃ। তদ্‌ভূতানাং। ক্রিয়ার্থেন। সমাম্নায়ঃ। অর্থস্য। তৎ-নিমিত্তত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। তদ্‌ভূতানাং (তেষু পদার্থেষু বিদ্যমানানাং) সেই সকল পদার্থে বাচকরূপে বিগুমানপদসমূহের। ক্রিয়ার্থেন—কার্য্যার্থে। সমাম্নায়ঃ—সমুচ্চারণ। অর্থস্য—অর্থের (বাক্যার্থের) তন্নিমিত্তত্বাৎ—পদার্থ নিমিত্তত্বা নিবন্ধন।

বঙ্গার্থঃ ॥—পদার্থ বোধক পদের ক্রিয়োদ্দেশেই উচ্চারণ, কেন না, পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত। (অতএব বেদবাক্য অর্থপ্রত্যায়ক, ইহা অবধারিত, সুতরাং "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" এই ধর্ম্মের প্রমাণ-লক্ষণ অভ্রান্ত।)

বিশদ ব্যাখ্যা। এই সূত্র উত্তরপক্ষের মত প্রতিপাদক। "অগ্নিহোত্রং" ইত্যাদি পদত্রয়ের উচ্চারণে প্রবৃত্তি হইবার উদ্দেশ্য কি? এ বিষয় অনুসন্ধান করিলে বুঝাযায়, ক্রিয়া প্রতিপাদনই মুখ্য তাৎপর্য্য। বাক্যার্থবোধ পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে হইতে পারে না, এবং বাক্যার্থজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, এই অন্বয়-ব্যতিরেক বলে বুঝাযায়, পদার্থ-জ্ঞান বাক্যার্থ অবগতিতে কারণ। বাক্যের শেষবর্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণজ সংস্কার সহিত হইয়া, পদার্থকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র একটী বাক্যার্থ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয়, ইহাতে প্রমাণ নাই। বিশিষ্ট পদার্থই বাক্যার্থ। পদার্থ ব্যতিরিক্ত নূতন বাক্যার্থ বলিয়া একটা কিছু নাই। যদি কেহ বলেন যে, পদার্থ হইতে পৃথক্ বাক্যার্থ অবগত হইতেছি, এইরূপ অনুভব হয়, অতএব বাক্যার্থ পদার্থভিন্ন। শক্তি ব্যতীত এরূপ সম্ভব হয় না, অতএব বাক্যেরও একটী স্বতন্ত্র শক্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। এ যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না, শক্তি থাকুক, আর নাই থাকুক, পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানে নিমিত্ত। অপর একটী কারণ সত্ত্বে শক্তি কল্পনাই বৃথা। পদ সকল স্ব স্ব অর্থ বুঝাইয়া নিবৃত্ত হয়। অবগত পদার্থ, অনন্তর পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া বাক্যার্থরূপ বিশিষ্ট বোধ জন্মাইয়া দেয়। 'কৃষ্ণ আছে' এই শব্দ উচ্চরিত হইবা মাত্র গুণবাচক কৃষ্ণ শব্দ গুণবৎ প্রত্যয়োৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাতেই বিশিষ্টবোধ জন্মিল। বিশিষ্টার্থবোধই বাক্যার্থজ্ঞান। ইহাদ্বারা বুঝাগেল, পদার্থজ্ঞান হইতেই বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে। পদ সমুদয়ের কল্পিত শক্তি, অন্য প্রকারে উপপত্তি হইলেও, কে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়? আরও দেখা যাইতেছে, কোনও একটি বাক্য উচ্চারণ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ অবগত নহেন, তিনি বাক্যার্থ বোধে সমর্থ হন না। পূর্ব্বপক্ষে যে বলা হইয়াছে 'বাক্যানুরোধে পদ স্বার্থ সামান্যরূপে বুঝাইয়া বিশেষে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা অসম্ভব।' বস্তুতঃ তাহা হইতেছে না; সমস্ত গো হইতে নিবৃত্ত হইয়া কোনও বিশেষ গো-ব্যক্তিকে বাক্যানুরোধে গো শব্দ বুঝাইতেছে, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে, প্রথমে মনে করা আবশ্যক যে, যেখানে কেবল পদার্থ প্রযুক্ত হইয়া প্রয়োজনাভাব বশতঃ অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়, সেইখানে বিশিষ্টার্থ কল্পনা আবশ্যক হয়। ইহাতে বুঝাগেল "কৃষ্ণাগৌঃ" বলিলে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট গোরু বুঝিব। শুক্লাদির নিবৃত্তি ফলবলতঃ হইয়া দাঁড়াইল। তাহা শব্দার্থ না হইলেও, তাৎপর্য্যতঃ উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। কৃষ্ণবর্ণ এবং গোরু, এই সন্নিহিত পদার্থদ্বয় স্বার্থ বুঝাইয়াও অনর্থক হয়, সেই জন্য আকাঙ্ক্ষাবশে পরস্পর সম্বন্ধ হয়। পরস্পর সম্বদ্ধ হইলেই এক বিশিষ্ট অপর হইয়া বিশিষ্টার্থবোধসম্পন্ন হয়, তাহাই বাক্যার্থ। এইরূপে পদার্থ বাক্যার্থবোধে কারণ হয়। বিশেষতঃ "গো" শব্দের অর্থ গোত্ব সামান্য

হইলেও দ্বিতীয়াদি বিভক্তি তাহার বিশেষিকা। বিভক্তি প্রাতিপদিক অর্থাৎ শব্দের সামান্যার্থে—বিশেষ উৎপাদন করে, ইহাই আচার্য্যগণের অভিমত।

পূর্ব্বপক্ষের "বেদবাক্য পুরুষকৃত" এই সিদ্ধান্তটীও একান্ত ভ্রান্তিমূলক। বেদের কর্ত্তা যে কোনও পুরুষ হইতে পারে না, তাহা আমরা পঞ্চম সূত্রে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ বৃথা।

লোকে সন্নিয়মাৎ প্রয়োগ-সন্নিকর্ষঃস্যাৎ। ২৬।

পদপাঠঃ। লোকে। সন্নিয়মাৎ। প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। লোকে—ব্যবহারে। সন্নিয়মাৎ—প্রত্যক্ষদ্বারা পদের অর্থ অবগত হইয়া তন্নিমিত্তই। প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ—বাক্যপ্রয়োগরূপ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ পদ সকলের পরস্পর নিকটভাবে অবস্থান বা স্থাপন করা। স্যাৎ—হইয়া থাকে।

বঙ্গার্থঃ। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যক্ষদ্বারা পদার্থ অবগত হইয়া বাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ পদ-সমূহ স্থাপন করা হইয়া থাকে। (বৈদিক বাক্যেও তদ্রূপ অর্থাৎ পদার্থ অবগত হইয়া বাক্যজনিত-অর্থের জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।)

বিশদব্যাখ্যা। এ সূত্রে মীমাংসক লৌকিক ও বৈদিক উভয় ক্ষেত্রে বাক্যার্থবোধের প্রকার একরূপ বলিতেছেন। লোকে ও পদের দ্বারা তৎপ্রতি পাদার্থের জ্ঞান, তদনন্তর বিশিষ্টার্থবোধ, তাহাই বাক্যার্থজ্ঞান। অতএব পদার্থজ্ঞান হেতুক বাক্যার্থজ্ঞান, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য। তাহা হইলে বৈদিক পদের অর্থ-প্রত্যায়কতা-বলেই বেদবাক্যেরও অর্থজ্ঞানে সামর্থ্য আছে, একথা প্রমাণ করা হইল; অতএব বেদবাক্য ধর্ম্মের প্রমাণ, এই পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা অনর্থক হইলনা। বেদের অর্থপ্রত্যায়কতাধিকরণই এই অধিকরণের নাম। বেদবাক্যের অর্থ-বোধন ক্ষমতা নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়। বেদবাক্যে পদার্থজ্ঞানমূলক বাক্যার্থজ্ঞানসম্ভাবনা সুনিশ্চিত, অতএব পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা বৃথা, ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষের তাৎপর্য্য।

বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ। ২৭।

পদ পাঠঃ। বেদান্। চ। একে। সন্নিকর্ষং। পুরুষাখ্যাঃ।

ব্যাখ্যা। বেদান্—(অধিকৃত্য ইত্যধ্যাহার্য্যঃ) চারি বেদকে। চ—ও। একে—কেহ কেহ (বলিয়া থাকেন।) সন্নিকর্ষং—(দৃষ্ট্বা ইত্যধ্যাহার্য্যং) সম্বন্ধমূলক সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সমাখ্যা দেখিয়া। পুরুষাখ্যাঃ—("ইতি" ইত্যধ্যাহার্য্যং) পুরুষ কর্ত্তৃক আখ্যাত অর্থাৎ রচিত (এই কথা।)

বঙ্গার্থঃ। কেহ কেহ বেদের সমাখ্যা দেখিয়া মনে করেন যে, বেদ সকল পুরুষরচিত অর্থাৎ অপৌরুষের নহে। (ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর বেদরচয়িতা নহেন, এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু আপাততঃ ঐ উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া সমাখ্যামূলক বেদ-মন্ত্র রচনার কথা বলিতেছেন।)

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে। মীমাং-

সক মহাশয়েরা বেদকে নিত্য বলেন, বেদের রচয়িতা কোনও পুরুষ নহেন, কেননা বেদ নিত্য। শব্দ যখন নিত্যপদার্থ হইল, তখন শব্দ-সমষ্টিস্বরূপ বেদবাক্যও নিত্য হইবে। এমতে সাধারণতঃ ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বলিয়াই বিশ্বাস। যদিও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শত শত যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়া সাঙ্খ্যদর্শনের মত এ দর্শনে ঈশ্বর-নিরসনে প্রযত্ন পাওয়া হয় নাই, তথাপি বেদরচয়িতা পুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় ও শব্দার্থ-সম্বন্ধ পুরুষকৃত নহে, এই কথা বলায়, ঈশ্বরেই কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান-ভক্তির কথা দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া কেবল কর্ম্মজ অপূর্ব্বই ফলদায়ক, একথা বলিলে ভগবানের সর্ব্বশক্তিময়ত্ব অতলজলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় বলিয়া বুঝা যায়। সূত্রের বচনভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়, নৈয়ায়িক মহাশয়ের পরমেশ্বর-বিরচিত বেদকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। "বেদানাং নিত্য সর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বর-রচিতত্বেন প্রামাণ্যং ইতি নৈয়ায়িকাঃ।" এইসকল পরবাক্য এবং কুসুমাঞ্জলির অনুমানবাক্য পাঠ করিলে বুঝা যায়, ঈশ্বর বেদকর্ত্তা, এই কথা ন্যায়ের। এখানে সেই মতই লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। "সন্নিকর্ষং" শব্দের অর্থ বোধ হয় 'অনুমান-বেদ্যত্ব' হইবে। ভাষ্যকার শবর স্বামীর মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে গেলে বলিতে হয়, কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরাই বেদ রচনা করেন। সমাখ্যা অর্থাৎ যোগার্থই উহাতে প্রমাণ। "কাঠক" সংজ্ঞা হইবার কারণ কি? বোধহয় 'কঠ' এই অংশ রচনা করেন। অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও ঐরূপ। যদিও বলা যায় যে, কঠ, পিপ্পলাদ, প্রভৃতি সকলেই রচনা করেন, এমত নহে, উঁহারা ঐ ঐ অংশের প্রচারক মাত্র; তাহা হইলেও অন্ততঃ একটী কর্ত্তা এবং কতকগুলি প্রচারক স্বীকার দরকার হইয়া উঠে। রচয়িতা পুরুষের নাম স্মরণ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই যে নিরস্ত হইতে হইবে, এমন নহে। কার্য্য দেখিয়াই কর্ত্তার অনুমান করা সঙ্গত। ভাষ্যকার মতে যে কোনও পুরুষ বেদের রচয়িতা, এই প্রকারে এবং অন্য মতে ঈশ্বর বেদকর্ত্তা, এই উভয়প্রকারেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও প্রসিদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করেন বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ নাই। এখন কথা এই যে, যদি বেদ কঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গের বাক্যই হইল, তবে ধর্ম্মে বেদ-প্রামাণ্য অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল।

অনিত্য দর্শনাচ্চ। ২৮।

পদপাঠঃ। অনিত্য-দর্শনাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। অনিত্য-দর্শনাৎ—অনিত্য বলিয়া প্রমাণ দেখা যাইতেছে। চ—এই বলিয়াও। (বেদ অনিত্য।)

বঙ্গার্থঃ। (বেদের অনিত্যতা বিষয়ে) বেদেই বহু প্রমাণ দেখা যাইতেছে বলিয়াও (বেদ নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। বেদে যে সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনাবলী উক্ত হইয়াছে, তাহারা যদি অনিত্য হয়, তবে তৎপ্রতিপাদক বেদ, বাক্যগুলিও অনিত্য হইবে, সুতরাং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বারাই বেদের অনিত্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারিতেছে। বেদে

লিখিত আছে "ঔদ্দালকিরকাময়ত" অর্থাৎ উদ্দালক ঋষির পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন যে, রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা বুঝিব, 'জন্মিয়াছিলেন' এই বাক্যদ্বারাই রামের অতীতকালে বিদ্যমান থাকাই পরে অপর কাহারও দ্বারা কথিত হইল। এরূপ "ঔদ্দালকি" কামনা করিয়াছিলেন বলিলে বুঝাযায়, উদ্দালক পুত্রের জন্মের পরে ঐ কথা অপর কোনও ব্যক্তির বাক্যদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে। এই অতীতকালের প্রয়োগ দেখিলে মনে হয়, ঔদ্দালকি জন্মগ্রহণ করিবার পরে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।' মনে করা যাউক, বেদে যুধিষ্ঠিরের নামোল্লেখ আছে। যদি যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান থাকিত, তবে যুধিষ্ঠিরের সংবাদ বেদ কোথায় পাইলেন?' অতএব বেদের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝাযায়, বেদ অনিত্য, সুতরাং বেদ নিত্য বলিলে মনের আশা মনেই নিবিল, তাহাতে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এ সূত্রটীও পূর্ব্বপক্ষের মত সুদৃঢ় করিতেছে। অতঃপর মীমাংসকের নিজস্ব বেদের নিত্যতা নির্ণীতকরা হইতেছে।

উক্তন্তু শব্দ-পূর্ব্বত্বং। ২৯।

পদপাঠঃ। উক্তং। তু। শব্দপূর্ব্বত্বং।

ব্যাখ্যা।—উক্তং—বলা হইয়াছে। শব্দপূর্ব্বত্বং—শব্দপূর্ব্বকতা। (অধ্যেতৃবর্গের সম্বন্ধে।)

বঙ্গার্থঃ। পাঠকগণের বেদ—পূর্ব্বক্রম—অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপে নিত্য শব্দ অধ্যয়ন ও শিষ্যপরম্পরা ক্রমে প্রচার করিতেন, তাহা বলা হইয়াছে। বেদ তাঁহারা রচনা করেন নাই, কেবল জন-সমাজের মঙ্গলার্থ প্রচার করেন মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রটীতে মীমাংসাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বেদ-বিষয়ক উত্তর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। এখানে স্বমতের সংস্থাপনজন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই স্মরণ করান হইল। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক, তাহা পরবর্ত্তিসূত্রে ক্রমশঃ হইতেছে।

আখ্যা প্রবচনাৎ। ৩০।

পদপাঠঃ। আখ্যা। প্রবচনাৎ।

ব্যাখ্যা। আখ্যা—নাম। প্রবচনাৎ—প্রকৃষ্টরূপে বলা হেতুক।

বঙ্গার্থঃ। কাঠক প্রভৃতি নাম প্রবচন নিমিত্ত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্ববাদী বলিয়াছেন, কাঠক নাম হইবার কারণ 'কঠ' ইহার রচয়িতা। কঠ কর্ত্তৃক যাহা প্রচারিত হয়, তাহাও কাঠক নাম প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই এখানে উত্তর। কঠ নিজে যে শাখা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই চর্চ্চা ও প্রচারাদি করেন, তাহারই নাম কাঠক। অপরে ঐ শাখা অধ্যয়ন করিলেও কঠ প্রচারক বিধায় প্রধান, তজ্জন্যই তাঁহার নামানুসারে শাখার নাম হইল। বেদে লিখিত আছে, "বৈশম্পায়নঃ সর্ব্বশাখাধ্যায়ী কঠঃ পুনরেকাং শাখামধ্যাপয়াং বভূব।" বৈশম্পায়ন সকল শাখা অধ্যয়ন করেন, কঠ কেবল একমাত্র শাখা অধ্যয়ন করেন। "বহুশাখাধ্যায়ী বৈশম্পায়নকে পরিত্যাগ করিয়া, এক শাখাধ্যায়ী কঠ মহাশয়ের নামেই তাঁহার পঠিত শাখার নাম হওয়া সঙ্গত। কঠ শুদ্ধকেই

শাখার নাম, রচনা করা বা প্রচার করা ইত্যাদির এখানে (অর্থাৎ এইরূপ নাম ব্যবহারের কারণরূপে গৃহীত হইবার) কোনও উপযোগিতা নাই। একরূপ হইলেই হইতে পারে। কেন না, উভয় প্রকারেই সম্ভাবনা আছে। যে জিনিষ যিনি রচনা করেন, তাঁহার নামে ঐ জিনিষের নাম হইতে দেখা যায়। আবার যাহা যিনি জনসমাজে জানাইয়া দেন, তাঁহার নামেও ঐ জিনিষের নাম হয়। গ্রন্থের নাম "হর্শেল" শেষোক্ত প্রথার দৃষ্টান্ত। এরূপ আরও বহুবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সূত্র উত্তরবাদীর।

পরন্তু শ্রুতিসামান্য মাত্রং ॥ ৩১ ॥

পদপাঠঃ। পরং। তু। শ্রুতিসামান্যমাত্রং।

ব্যাখ্যা। পরং—আর যাহা (বলা হইয়াছে।) তু—তাহাও। শ্রুতিসামান্যমাত্রং—শ্রবণসামান্যমাত্র।

বঙ্গার্থঃ। আর ঔদ্দালকি প্রভৃতি ব্যক্তির ঘটনা থাকায় তাহার পরবর্ত্তিবেদ অনিত্য বলিয়া যাহা পূর্ব্বপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাহাও শ্রবণসামান্য মাত্র।

বিশদব্যাখ্যা। ঔদ্দালকি, প্রাবাহয়নি ইত্যাদি নাম যে বেদে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তি-ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ নহে। কোনও কথা প্রকাশ করিতে হইলে শ্রোতা ও বক্তা থাকা আবশ্যক। বেদ কখনও পুত্ররূপে পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন, কখনও গুরু, কখনও শিষ্য, নানাভাবে উক্তি প্রত্যুক্তি। ঐ সকল আখ্যায়িকাংশের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তি-প্রতিপাদন নহে, ওগুলি কেবল বাক্যমাত্র। শ্রোতার অভিনিবেশের জন্য আখ্যায়িকা সমাবেশ আবশ্যক। নিত্যবেদে এই জগতের হিতকর সুগম উপায় অনাদিকাল হইতেই আছে। উহা পূর্ব্ব সময়ের সংবাদ নহে। ওগুলি কেবল কথার কথা মাত্র। ঐ শব্দ সকল কোথাও বা অনুকরণে কোনও স্থানে বা যোগার্থ-বশে কর্ম্ম-প্রতিপাদক অথবা তত্ত্বপ্রকাশক হইতে পারিবে। উহার মধ্যে গূঢ় রূপক রহস্যও আছে বোধ হয়।

কৃতে বা বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩২ ॥

পদপাঠঃ। কৃতে। বা। বিনিয়োগঃ। স্যাৎ। কর্ম্মণঃ। সম্বন্ধাৎ।

ব্যাখ্যা। কৃতে—কার্য্যে। বা—(অবধারণে অথবা পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পক্ষান্তর-বোধনে।) বিনিয়োগঃ—সন্নিবেশ। (প্রয়োগ) স্যাৎ—হয়। কর্ম্মণঃ—কর্ম্মের। সম্বন্ধাৎ—সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ। কর্ম্মসম্বন্ধ হেতুক বেদের কর্ম্মেই বিনিয়োগ হইবে। (উত্তরোত্তর কর্ম্মবোধক অঙ্গাদির উপদেশ এবং ক্রম প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া, বেদ বিধির কার্য্যার্থেই বিনিয়োগ, ঘটনার্থে নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। বেদবাক্যের অতীত ঘটনা লিপিবদ্ধ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বেদ-কর্ম্ম প্রতিপাদক। কর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে হইলে, অঙ্গ এবং ফলাদির যথাযথ উপদেশ এবং ইতিকর্ত্তব্যতার বিশদীকরণ আবশ্যক হয়। বেদ তাহাই করিয়াছেন। বেদ বলিলেন, জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে। কিজন্য করিবে, কিরূপ অধিকারী ব্যক্তি করিবে, কোন্ সময়ে করিবে, কি প্রকারে করিবে, এঁকে একে সমস্তই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ-

বিধিবাক্য কর্ম্মপ্রতিপাদক, অপর সকল অংশ যেরূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহাও পরে বলা হইতেছে। বেদে বলা হইয়াছে, 'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত।' অর্থাৎ বৃক্ষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল বৃক্ষেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং বেদের ঐ অংশ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত। এখানে আমরা বলিব, ইহা কেবল প্ররোচক বাক্যমাত্র। যেমন কোনও ব্যক্তিকে দর্শন বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে বলিতে হয় যে, 'এ জিনিষ এতই স্পষ্ট যে অন্ধেরাও দেখিতে পায়, আপাততঃ দেখা যায়, অনেকে পুত্রকে পড়াইতে গিয়া বলেন এযে চক্ষু বুজিয়াও পাড়া যায়।" এখানে বুঝা উচিত, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার প্রতি উপযুক্ততা এবং একান্ত-কর্ত্তব্যতাই বলা হইতেছে। যখন বৃক্ষেরা পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিল, তখন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান-ব্রাহ্মণেরা এই যজ্ঞানুষ্ঠানে অবশ্যই যত্ন করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আবার লিখিত আছে, "সর্পাঃ সত্রমাসত" সর্পেরা যজ্ঞ করিয়াছিল, এখানেও ঐরূপ বুঝা আবশ্যক। বেদে লেখা আছে, "জরদ্গবো-গায়তি মত্তকানি" জরদ্গব গান করা অসম্ভব হইলেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই সকল বেদবাক্যের উপপত্তি করা যাইতে পারিবে। বেদবাক্য বৃথা নহে, চিরদিনই কর্ম্ম-প্রতিপাদক। কোনও কোনও স্থানে কর্ম্ম-প্রশংসাদিও করিয়াছেন। বেদবাক্য উন্মত্ত-বাক্য নহে, কর্ম্মবোধক, অতএব প্রমাণ। এ অধিকরণের বিষয় বেদ অপৌরুষেয়, এই কথা বলা মাত্রই। পূর্ব্বপক্ষ—নানাযুক্তি আছে বলিয়া বেদ অনিত্য, পুরুষ-সৃষ্ট। উত্তর পক্ষ—ঐ সকল যুক্তির অন্যথা উপপত্তি করিতে পারাযায়, এবং শব্দার্থের নিত্য-সম্বন্ধ নিবন্ধন ও অন্যান্য বহুবিধ যুক্তি আছে বলিয়া বেদ নিত্য—অপৌরুষেয়। এমত মীমাংসকেরই, অপর কোনও দার্শনিক বেদকে এরূপ নিত্য বলেন না, যাঁহারা অপৌরুষেয় বলেন, তাঁহারাও নিত্য বলেন না, যথা বেদান্তদর্শনকার ও কপিল। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণ, কিন্তু উৎপত্তি শ্রুতি আছে বিধায় উহা জন্য। তাঁহারা এই কথা বলেন। এ পাদের এইখানে শেষ হইল। ইহার নাম তর্কপাদ। মীমাংসাদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়স্য

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

(অর্থবাদ প্রামাণ্য নিরূপণং)

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য মতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে। ১।

পদপাঠ। আম্নায়স্য। ক্রিয়ার্থত্বাৎ। আনর্থক্যং। অতদর্থানাম্ তস্মাৎ। অনিত্যং। উচ্যতে।

ব্যাখ্যা। আম্নায়স্য—বেদের। ক্রিয়ার্থত্বাৎ—কর্ম্মপ্রতিপাদকতাবশতঃ। আনর্থক্যং—ব্যর্থতা। অতদর্থানাং—যাহা কর্ম্ম-প্রতিপাদক নহে, তাহাদের। তস্মাৎ—সেই হেতুক। (কর্ম্মবোধক নহে বলিয়া) অনিত্যং—অপ্রমাণ। উচ্যতে—বলাহয়।

বঙ্গার্থঃ। বেদবাক্য যাগাদি কর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াই প্রমাণ। যেগুলি

অর্থবোধক নহে, সেই ভাগ অপ্রমাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্তসূত্রগুলিতে বিধি-বাক্যের প্রামাণ্যই নিরূপিত হইয়াছে। এখন যেগুলি বিধিশেষ অর্থাৎ বিধিবোধিত বিষয়ের স্তাবক (অর্থবাদ যাহাদের নাম) সেইগুলির প্রামাণ্য আছে কিনা, তাহা বিচারিত হইতেছে। এই সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ মতের জ্ঞাপক। বেদবাক্য ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে, কিন্তু অর্থবাদবাক্য ধর্ম্মপ্রতিপাদনে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না, অতএব উহার প্রামাণ্য-পরীক্ষার অভিলাষ আপাততঃ হয়। বেদে উক্ত হইয়াছে—"সোঽরোদীৎ, যদরোদীৎ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং" সে রোদন করিয়াছিল, যে রোদন করিয়াছিল, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব। এখানে কোনওপ্রকার যাগকর্ম্ম কথিত হইল না। কেবল রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা গেল। যদি বলা যায়, অধ্যাহারাদি দ্বারা অথবা বিপরিণাম কিম্বা ব্যবহিত কল্পনানুসারে কোনওপ্রকার অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাও বৃথা, কেননা "রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, অন্যেরও রোদন করা উচিত" এইরূপ একটী অসার অর্থই ঐরূপে কল্পিত হয়। সকলের রোদনকরা বেদের আদেশানুসারে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব এবং অনুচিত। অতএব এ সকল বাক্য অপ্রমাণ। আবার দেখা যাইতেছে, বেদে আছে, "স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ" "সেই প্রজাপতি নিজের বপাউৎখেদ করিয়াছিলেন।" এখানেও অর্থ কল্পনা করিতে হইলে, "প্রজাপতি আত্মবপাউৎখেদ করিয়াছিলেন, অতএব অপরকেও ঐরূপ করিতে হইবে" এতাদৃশ একটী অর্থ কল্পিত হইতে পারে। এই ব্যাপারের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে, একথা বলিতে পারা যায় না। প্রজাপতির দৃষ্টান্তে যজমান যদি নিজের বপা উৎখেদ করেন, তবে তখনই সকল যজ্ঞের অবসান হইল। রুদ্রের মত যজমান কাঁদিতে লাগিলেও প্রায় তথৈবচ, অতএব এগুলির সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। বেদবাক্য আরও বলিতেছেন,—'দেবাবৈ দেব-যজনমধ্যবসায় দিশোন প্রজানন্' দেবতারা দেবযজন অধ্যবসান করিয়া দিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন না, অর্থাৎ তাঁহারা দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এখানে অর্থকল্পনাদ্বারা, "দেবতাদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, অতএব অন্যেরও হওয়া উচিত" এরূপ বুঝিলে লাভ নাই। কাহার দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইতে ইচ্ছা হয়? আত্মীয়-মরণাদি উপলক্ষ্য না থাকিলেও কে রোদন করিতে চাহে? নিজের বপা উৎখেদ করিতেইবা কাহার অভিসন্ধি আছে? অতএব পূর্ব্বোক্ত অর্থ কল্পনাও বৃথা, ঐ সকল অর্থবাদবাক্য প্রমাণও হইতে পারে না। এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ষ্ঠ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষেরই মত।

শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধাচ্চ। ২।

পদঃপাঠঃ। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাৎ—শাস্ত্রবিরোধ এবং দৃষ্টবিরোধহেতুক। চ—ও। (অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। (অর্থবাদ বাক্য) শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দৃষ্টবিরুদ্ধ-অর্থবোধক বলিয়াও প্রমাণ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি ক্রমে ক্রমে

সঙ্কলিত হইতেছে। শ্রুতি বলেন "স্তেনং মনঃ" মন স্তেয়কারী। "অনৃত বাদিনীবাক্" বাণী মিথ্যাবাদিনী। এরূপ অর্থ ভূতানুবাদ মাত্র। কর্ম্মবোধক নহে, সুতরাং অপ্রমাণ। যদি বিপরিণামাদিদ্বারা অর্থ কল্পনা করিয়া কর্ম্ম সম্বন্ধ বজায় রাখিতে ইচ্ছাহয়, তাহাতেও কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। মন যখন স্তেয়কারী, তখন যজমানের স্তেয়ানুষ্ঠান আবশ্যক। ঐরূপ মিথ্যাবাক্য যজমানের ব্যবহার্য্য, এতাদৃশ একএকটি অর্থ কল্পিতহয়। তাহাতে ইষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকালে মিথ্যাকথা বলা ও চৌর্য্য শত শতবার নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বলা যায়, কখনও মিথ্যা বলা কখনও না বলা, এইরূপ বিকল্প হউক, তাহাও অন্যায়। কেননা, প্রত্যক্ষ ও কল্পিত বিধির বিকল্প হয়না, কারণতুল্য বল পদার্থেরই বিকল্প। সুতরাং কোনও প্রকারে ঐ বাক্য গুলির ক্রিয়াবোধকত্ব কল্পনা করা যায় না, অতএব উহার প্রামাণ্য নাই। শাস্ত্রবিরোধ দেখান হইল, সম্প্রতি দৃষ্ট-বিরোধও প্রদর্শিত হইতেছে। "তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবাদদৃশে নার্চ্চিঃ, তস্মাদর্চ্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূমঃ।" সেই জন্য অগ্নির ধূম দিনে দেখা যায়, অর্চ্চি দেখা যায়না, সেইজন্য অর্চ্চি রাত্রিতে দেখা যায়, ধূম দেখা যায় না। এখানে "সেইজন্য" এই অংশদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, এই লোক হইতে অগ্নি আদিত্যে যায় (দিবসে) এবং রাত্রিতে আদিত্য অগ্নিতে যায়। এই নিমিত্তই দিনে ধূম দেখা যায়, অর্চ্চি দেখা যায় না, রাত্রিতে অর্চ্চি দেখা যায়, ধূম দেখা যায় না। এই অর্থ একান্ত অসম্ভব, দৃষ্টবিরুদ্ধ। অগ্নি আদিত্যে যায়, ইহার প্রতিকূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অগ্নিকে কেহ কখনও আদিত্যে যাইতে দেখে নাই, দিনে অর্চ্চি দেখা যায় না, ইহাও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, কেননা সকলেই দিবসে অগ্নির অর্চ্চি অর্থাৎ দীপ্তি দর্শন করিয়া থাকে। বেদ বলেন "দেখে না।" সুতরাং বেদের এ অংশ অপ্রমাণ। আরও দৃষ্টবিরোধ বেদে লিখিত আছে। "ন চৈতদ্বিদ্মোবয়ং ব্রাহ্মণাবাস্মঃ অব্রাহ্মণাবাইতি।" আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, ইহা আমরা জানিতে পারি না। এইবাক্য ক্রিয়াবোধক নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; যেরূপ অর্থ হইতেছিল, তাহাও প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট-বিরুদ্ধ। আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, ইহা আমরা জানি না, একথা আদৌ হইতে পারে না। লোকতঃ দেখাযায়, সকলেই ইহা অবগত থাকে, বিশেষতঃ ক্রিয়াদিদ্বারা প্রকৃষ্ট-নির্ণয়ই হইতে পারে। এরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপর একটী বেদবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—"কোহিতদ্বেদ যদমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা নবাইতি" "কে তাহা জানে, যাহা এই লোকে আছে অথবা নাই" যদি প্রশ্নবোধক হয়, তবে ক্রিয়াবোধক নহে বলিয়া আপাততই অপ্রমাণ। কে তাহা জানে, এই অংশ যদি "কেজানে তাহা বুঝিতে পারি না" এই অর্থে প্রযুক্ত হয়, তবে শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরোধ, এবং যাহা "এখানে আছে অথবা নাই" এরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, আবার "কে তাহা জানে জানি না" ইহাও শ্রুত্যাদির বিরুদ্ধ, সুতরাং এ বাক্যের কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতেছে না অতএব ইহা অপ্রমাণ।

তথা ফলাভাবাৎ। ৩।

পদপাঠঃ। তথা। ফল-অভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। তথা—সেইপ্রকার। ফলাভাবাৎ—ফল নাই বলিয়া (অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ নহে।)

বঙ্গার্থঃ। সেইপ্রকার ফল নাই বলিয়াও অর্থবাদ অংশের প্রামাণ্য নাই। (বিধিবাক্যের ফলশ্রুতি আছে, অর্থবাদের ফল নাই, কোনও কোনও স্থলে যে সকল ফল বলা হইয়াছে, তাহা একান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, অতএব ফল নাই বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক।)

বিশদব্যাখ্যা। যেরূপ শাস্ত্র-দৃষ্ট-বিরুদ্ধ বলিয়া অর্থবাদ অনর্থক ও অপ্রমাণ, তদ্রূপ ফলাভাব বশতঃ অপ্রমাণ। গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে, "শোভতেঽস্যমুখং য এবং বেদ" যে ইহা জানে (পাঠ করে,) তাহার মুখ শোভাপায়। এ কথা অযুক্তিক। কোনও পুস্তকের অংশ পাঠ করিলে মুখ শোভা পাইবার কারণ নাই। কালান্তরে মুখ শোভা পাইবে, ইহাতেও কোন প্রমাণ নাই। ইহাকে বিধিবাক্যও বলিতে পার না, কেন না বিধিশ্রুতি নাই। অতএব অযুক্তিক ফল বলিয়া, অফলঅর্থবাদের প্রামাণ্য পরিগ্রহ করা একান্ত অনুচিত ব্যবহার।

অন্যানর্থক্যাৎ। ৪।

পদপাঠঃ। অন্য আনর্থক্যাৎ।

ব্যাখ্যা। অন্যার্থক্যাৎ—অপরের আনর্থক্য অর্থাৎ অনাবশ্যকতা অথবা ব্যর্থতা হয় বলিয়া। (অর্থবাদ অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। অপর সকলের অনাবশ্যক হয় বলিয়া অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা। অপর কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, অপর অনেকগুলি কর্ম্ম অনর্থক হয়। সুতরাং উহা স্বীকার করা যায় না। "পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি" পূর্ণাহুতিদ্বারা সকল অভিলষিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ কথা একান্ত অন্যায়, কেননা এক পূর্ণাহুতি দিলেই যদি সকল ফল পাওয়াগেল, তবে এই যাবজ্জীবন অনন্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কোন্ লোকচন্দ্রের প্রবৃত্তি হয়? "পশুবন্ধযাজী সর্ব্বান্ লোকানভিজয়তি" পশুবন্ধযাজী সকল লোক জয় করেন। যদি সকল লোকই পশুবন্ধ-যাজীর হইল, তবে অন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা দেখি না। "তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজেতে, য উ চৈনমেবং বেদইতি।" যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে মৃত্যু এবং ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হয়, যে ইহা অবগত আছে, সেও উত্তীর্ণ হয়। এটী একেবারে প্রমাদবাক্য। না জানিয়া কেহ কখনও অশ্বমেধ করে না। বেদ অধ্যয়ন করিবার সময়ই অশ্বমেধ জানা হইয়াছে। তাহার পরে যজ্ঞাধিকার হয়। যদি জানা থাকিলেই সব চুকিয়া গেল, তবে যজ্ঞ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যখন জানা আছে, তখন ফল পাওয়া যাইবে, অশ্বমেধ করা না করা উভয়ই সমান। এরূপ অবস্থায় কে করে? শাস্ত্রকারগণ বলেন;—"অর্কে (অক্কেইতিবা) চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতংব্রজেৎ। ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ।" অর্থাৎ যদি পথের মাঝে অর্ক বৃক্ষে (অক্কে অর্থ গৃহকোণে) মধু পাওয়া যায়, তবে সেই মধুর জন্য আবার

পর্ব্বতে যাইবে কেন? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অভিলষিত অর্থ সিদ্ধ হইলেও বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করেন?

অভাগিপ্রতিষেধাচ্চ। ৫।

পদপাঠঃ। ন-ভাগি-প্রতিষেধাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। অভাগি প্রতিষেধাৎ—অসম্ভবের নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া। চ—ও। (অর্থবাদ অপ্রমাণ।)

বঙ্গার্থঃ। যাহা সম্ভব নহে, তাহাই আবার নিষেধ করা হইয়াছে, সুতরাং অর্থবাদ অপ্রমাণ।

বিশদ ব্যাখ্যা। ন্যায় বলেন "প্রাপ্তেহি প্রতিষিধ্যতে" যাহার প্রাপ্তি আছে তাহারই প্রতিষেধ করা যায়। যাহা সম্ভব নাই, তাহার স্বভাবতঃ নিষেধ আছে। আবার নিষেধ করা কিজন্য? অগ্নিচয়নে শ্রুত হইতেছে, "ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরীক্ষে নদিবি।" পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না, অন্তরীক্ষে নয়, স্বর্গেও নয়। অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়ন করা যায় না, ইহা সকলেই অবগত আছে, পুনর্ব্বার বলা বৃথা। স্বর্গে-অগ্নিচয়ন করা পৃথিবীতে থাকিয়া হয় না, সেখানে যাইতে হয়, কিন্তু স্বর্গে যাইতে পারিলে আর অগ্নি চয়নেরও আবশ্যকতা থাকেনা। অতএব এ উক্তিরও মূল্য নাই। পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না বলিলে, অগ্নিচয়নের নিষেধই করা হইল, কারণ পৃথিবী ছাড়িয়া অগ্নিচয়ন করিবে কোথায়? এবাক্য অপ্রমাণ হইলে সব নিষ্পত্তি হয়। যাহা নিজেও আকুল হয়, পরকেও আকুলিত করে, তাহা কিরূপ প্রমাণ? এই শ্রুতির তাৎপর্য্য "চয়ন করিবে না।" শ্রুত্যন্তরে দেখাযায় "হিরণ্যং নিধায় চেতব্যং" "স্বর্ণ রাখিয়া চয়ন করিবে" বিধি আকুলিত না হউক, এই জন্যই অর্থবাদ অপ্রমাণ। যথাক্রমে এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর বলা হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষের আর দুই একটী কথা আছে, পরে সিদ্ধান্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর ব্রহ্মচারি আশ্রম, বেদবিদ্যালয়।

আপস্তম্বীয় গৃহ্য সূত্র।

প্রথম খণ্ড।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমানে পরিস্তরণাদি অগ্নি সাধারণ বিধানগুলির বিশদীকরণার্থে আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

অগ্নিমিদ্ধ্বা প্রাগগ্রৈর্দর্ভৈরগ্নিং পরিস্তৃণাতি। ১২।

অগ্নিকে কাষ্ঠাদিদ্বারা উত্তমরূপে প্রজ্বালিত করিয়া পূর্ব্বাগ্র অর্থাৎ তাহার অগ্রভাগ পূর্ব্বদিকে থাকিবে এইরূপ কুশের দ্বারা পরিস্তরণ করিবে। কুশা ছড়াইয়া দেওয়ার নাম পরিস্তরণ। "অগ্নি মিদ্ধ্বা" এই সূত্র ভাগের রহস্য এই যে, যদি প্রজ্বলিত অগ্নিও উপস্থিত থাকে, তথাপি তাহাকে (সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে) আবার প্রজ্বলিত অর্থাৎ সমিধাদি প্রদান পূর্ব্বক অধিকতর প্রভাবিত করিয়া লইতে হইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "বচনাদিদ্ধমপীন্ধীত" অর্থাৎ বচন আছে বলিয়া, প্রজ্বলিতকেও আবার প্রজ্বলিত

করিতে হইবে। "অগ্নিমিদ্ধা" এখানে গোভিল বলেন,"অগ্নিমুপসমাধায়," আবার আপস্তম্বীয় সূত্রের বৃত্তিকার হরদত্ত বলেন,"অগ্নিমিদ্ধেতি ছদগ্নেরুপসমাধানং ইত্যুচ্যতে তচ্চকর্ম্মাঙ্গং।" অগ্নিমিদ্ধা ইহাদ্বারা যাহা বলা হইল, তাহার নাম অগ্নির উপসমাধান—তাহা কর্ম্মাঙ্গ। এদিকে গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে "অগ্নিমুপসমাধায়" অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া, এই কথা লিখিত আছে। ইহদ্বারা বুঝা যাইতে পারে, অগ্নিপ্রজ্বলনই অগ্নির উপসমাধান অথবা অগ্নির ইন্ধন।

পূর্ব্বমুখ ব্যতীত অন্যপ্রকার অর্থাৎ যাহার অগ্র উত্তর দিকে থাকে, এরূপ কুশার দ্বারা অথবা অন্যবিধ কুশ দিয়া পরিস্তরণ করা-যায় কিনা, অথবা কখনও পূর্ব্বাগ্রকুশা গ্রহণ, কখনও উত্তরাগ্রকুশাগ্রহণ পরিস্তরণে উপ-যোগী কিনা,তাহা বলা হইতেছে।

প্রাগুদগগ্রৈর্ব্বা। ১৩।

সকল স্থানে পূর্ব্বাগ্র কুশার দ্বারা পরি-স্তরণ করিতে হইবেই এমন নহে। উত্তরাগ্র কুশারদ্বারা ও পরিস্তরণ করা যাইতে পারে। হরদত্ত বলেন,এই পরিস্তরণে উত্তরাগ্র কুশার ব্যবহার অগ্নির সম্মুখভাগে ও পশ্চদ্ভাগে হইবে। অন্যভাগে পূর্ব্বাগ্র কুশার ব্যবহার করিতে হইবে, তাঁহার এরূপ নির্দ্দেশের কারণ কোনও স্থানের ব্যবহারানুরোধ হইতে পারে, কিন্তু আপস্তম্বের বচনে তাহা নাই।

দৈবকার্য্যে এবং পিতৃ কার্য্যে উভয়ত্রই এই নিয়ম সমান কিনা, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক, তজ্জন্য বলা হইতেছে,—

দক্ষিণাগ্রৈঃ পিত্র্যেষু। ১৪।

পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিতে) দক্ষিণাগ্র-কুশের দ্বারা সকল দিকে পরিস্তরণ করিতে হইবে। পিত্র্য শব্দে বৃত্তিকার বলেন মাসিক শ্রাদ্ধ।

এখানে পক্ষান্তর আশ্রয় করা যাইতে পারে কিনা, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে;—

দক্ষিণা[illegible]র্ব্বা। ১৫।

দক্ষিণাগ্র [illegible] সা[illegible], পরিস্তরণ করা যাইতে পারে। সুদর্শ[illegible] বলেন, দক্ষিণাগ্রকুশদ্বারা অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে, পূর্ব্বাগ্র-কুশদ্বারা অগ্নির সম্মুখভাগে; এবং দক্ষিণাগ্র-কুশদ্বারা উত্তর দিকে, পূর্ব্বাগ্রকুশের দ্বারা দক্ষিণদিকে পরিস্তরণ করিতে হইবে। এই বিকল্পটীকে কেহ কেহ পিত্র্যকার্য্য বিষয়ক বলেন, কেহ কেহ আবার সাধারণবিধির পক্ষান্তর বলিয়াছেন। মধ্যে পিতৃকার্য্যের বিধানটীই যত সন্দেহের একমাত্র কারণ। এই পরিস্তরণ-কার্য্য আহুতিবিশিষ্ট অনুষ্ঠান মাত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্যান্য আচার্য্য গণের অভিপ্রায়ানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, পরিস্তরণ বৃত্তাকারে, ত্রিকোণাকারে ও চতুষ্কোণাকারে হইতে পারে, এখানে তাহার বিশেষ কোনও পরিচায়ক বাধা নাই, কেবল পরিস্তরণ মাত্র বিহিত। বস্তুতঃ কুশগুলির অভিমুখ নির্দ্দেশ করায় চতুষ্কোণাকারে পরি-স্তরণই এখানকার লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ অন্যবিধপরিস্তরণে কুশার তির্য্যগ্-ভাবে অবস্থিতি ও কোণে অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব্বের মধ্যকোণে ইত্যাদি স্থানে কুশার অগ্রভাব পতিত হওয়া সম্ভব। সমস্ত কুশা পূর্ব্বাভিমুখ অথবা সমস্ত উত্তরাভিমুখ করি-য়াও বৃত্তাকারে স্থাপন করা যায়, কিন্তু

ভাবে ছড়াইলে ত্রিকোণাকারেও স্থাপন করা যাইতে পারে; তবে বৃত্তিকারের অভি-প্রায় সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, তিনি বারম্বার অগ্নির সম্মুখে, অগ্নির পশ্চাতে, ইত্যাদিরূপে নির্দ্দিষ্টদিকে অগ্রভাগবিশিষ্ট কুশের ব্যবস্থা করিতেছেন, যাহাহউক ব্যবস্থার বশতঃ চতুস্পষ্টইয়াছে বর্হিস্থাপনই অধিকতর প্রশস্ত।

পবিত্রকরণানন্তর পাত্রপ্রয়োগার্থ কুশ সংস্তরণাদি কার্য্য কথিত হইতেছে। পাত্রের বিষয়ও একটু বিবৃত হইতেছে।

উত্তরেণাগ্নিং দর্ভান্ সংস্তীর্য্য দ্বন্দ্বং ন্যঞ্চি পাত্রাণি প্রযুনক্তি দেব-সংযুক্তানি। ১৬।

অগ্নির উত্তরদিকে কুশ পাতিয়া, তাহার উপর যুগ ভূত পাত্র প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ পাত্র রাখিয়া দিবে। দেব সংযুক্ত পাত্র দুটী দুটী স্থাপন করিবে; এখানে কেহ কেহ বলেন, এক পাত্রই দুইবার স্থাপন করিবে। ক্রিয়াদ্বিত্ব, বস্তু একই। এক দ্রব্যের দুইবার স্থাপন অনেক স্থানে দেখাযায়। পরসূত্রে "সকৃৎ" থাকাতে দুইবারই প্রকৃত অর্থ বলিয়া বোধ হয়। বৃত্তিকার বলেন, এখানে পূর্ব্বাগ্র-কুশ পাতিবার ব্যবস্থা। পাত্র শব্দে এখানে প্রয়োজনবিশিষ্টসামগ্রীসকলই বুঝিতে হইবে। সেই জন্যই উপনয়নে মেখলার সাদন অর্থাৎ স্থাপন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেখলা পাত্র নহে। যজ্ঞায়ুধ বলিলেই আপাততঃ পাত্র বুঝাযায়। স্রুব, স্রুক্ ইত্যাদির নামই পাত্র। দেব—সংযুক্ত দর্ব্বী প্রভৃতি অধোবিল অর্থাৎ নিম্নগর্ত্ত পাত্র সকল দুইবার স্থাপন করিবার বিধান করায়, তাৎপর্য্যাধীন অনুষ্ঠানে বিশেষ নিয়ম আছে বুঝাযায়। পরে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সকৃদেব মনুষ্যসংযুক্তানি। ১৭।

মনুষ্যসংযুক্ত দ্রব্য দুইবার স্থাপন করিতে হইবে না। একবার মাত্র স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ভঙ্গীক্রমে একটী মাত্র স্থাপন করিবার অনুমতিই দেওয়া হইল। বিবাহোপনয়নাদি কর্ম্ম মনুষ্য কর্ম্ম, তৎসংযুক্ত দ্রব্যই মনুষ্যসংযুক্ত, তাহা দুটী করিতে হইবে না। তাৎপর্য্যতঃ একবার স্থাপন করিবার আদেশেই একটী স্থাপন করিবার কথা আসিল। দুইটী দ্রব্য স্থাপনের চেষ্টা একবারে অসম্ভব না হইলেও অনেকাংশে কষ্টসাধ্য এবং প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত, সুতরাং একবার বলায় একটীর কথাই আসিয়াছে, মনুষ্য কর্ম্ম সংযুক্ত মেখলা দ্রব্য একটী এবং স্থাপনও একবার। যদি একটী দ্রব্য দুইবার স্থাপন অর্থাৎ ক্রিয়ার আবৃত্তি পক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করা আবশ্যক হয়, তবে আমরা তাহার অনুকূলে একটী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। বৃত্তিকার সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "মনুষ্য সংস্কারযুক্তানি অশ্ম বাসো-মেখলাজিনানি সকৃদেব ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-পরিহারেণ প্রযুনক্তি।" মনুষ্য সংস্কারযুক্ত অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর, বাস অর্থাৎ বস্ত্র, মেখলা এবং অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্ম, এই সমস্ত দ্রব্য, ক্রিয়ার আবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একবারই স্থাপন করিবে। ইহাতে বোধহয় দেবসংযুক্ত পাত্রে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলাই উদ্দেশ্য, কেননা এখানে সূত্রে যখন "সকৃৎ" অর্থাৎ এক-বার লেখা আছে, তখন ক্রিয়ার আবৃ

তাহাতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৃত্তিকারের বলিবার একটু উদ্দেশ্য চিন্তা করা আবশ্যক। ক্রিয়াবৃত্তির কথা যদি পূর্ব্বসূত্রে না উঠিয়া থাকে, তবে তিনি কোথায় পাইলেন? যদি বলাযায় "সকৃৎ" শব্দের অর্থ লিখিতে একথা লেখা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাকেও সঙ্গত উক্তি বলিতে পারি না। কেন না তিনি বলিতেছেন "সকৃদেবক্রিয়াভ্যাবৃত্তি-পরিহারেণ" ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে সকৃৎ স্থাপন ছাড়া আর হইতে পারে না। ক্রিয়া একবার, স্থাপনও একবার। অতএব এরূপ স্পষ্টার্থে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া প্রাচীনগণের নীতির একটু বাহিরে। ঐ কথার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি দ্বারাই দুইবারের উপপত্তি করা হইয়াছে, এই রহস্য প্রকাশ করা। সূত্র যখন পরে 'সকৃৎ' বলিয়াছেন, তখন পূর্ব্বে দুইবারের কথাই বলিয়াছেন, দুইটীর নহে। দুইটী বলিলে যদি দুইবার আসে, তবে একটী বলিলেও একবার আসিতে পারিত।

পিতৃপক্ষে বিশেষ আছে কিনা, ইহা সকল স্থানেই অনুসন্ধেয়।

একৈকশঃ পিতৃসংযুক্তানি। ১৮।

পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম করাযায়, তাহাতে প্রত্যেকের নিমিত্তই এক একটী পাত্রের ব্যবস্থা বলা হইল। পিতৃপুরুষের মধ্যে যে কয়জন যেখানে উদ্দিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী, পৃথক্ পাত্রের বন্দোবস্ত। তাঁহাদের পাত্রের স্থাপনও একবার, পাত্রও এক। ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি এখানে নাই। ব্যবহারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরসূত্রে কতকগুলি কার্য্যের প্রতি একস্থানে কথিত ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইতেছে।

পবিত্রয়োঃ সংস্কার আয়ামতঃ পরিমাণং প্রোক্ষণীসংস্কারঃ পাত্রপ্রোক্ষ ইতি দর্শপূর্ণমাসবত্তূষ্ণীম্। ১৯।

পবিত্রদ্বয়ের [illegible] পরিমাণ, প্রোক্ষণী সংস্কার এবং পাত্রপ্রোক্ষ দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মত তূষ্ণীং অর্থাৎ চুপ করিয়া, মন্ত্রাদি পাঠ না করিয়া করিতে হইবে। দর্শপূর্ণমাসে এই সমস্ত কার্য্য চুপ করিয়া করার নিয়ম আছে। দর্শপূর্ণমাস শ্রৌতকর্ম্ম; এখানে অর্থাৎ গৃহ্যকর্ম্মেও সেই ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত হইতেছে। পবিত্রের লক্ষণ কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত আছে "অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেবচ, প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ।" যাহার অন্তর্গর্ভ নাই, এরূপ অগ্রসহিত কুশের দলদ্বয় প্রাদেশ প্রমাণ হইলে তাহাকে পবিত্র বলিয়া জানিবে। সাধারণতঃ পুরোহিত মহাশয়েরা যেরূপ আকারের পবিত্র ব্যবহার করেন, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন, ইহাতে নূতনত্ব নাই। শ্লোক তাঁহাদের পরিচিত পবিত্রের কথাই বলিল, নূতন এক রকমের কিছু বুঝাইতেছে না। পবিত্রদ্বয়ের আয়াম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ, (পবিত্র দুইটীকে প্রাদেশমাত্র করিয়া মাপিয়া রাখা) প্রোক্ষণী সংস্কার (প্রোক্ষণী হস্ত প্রক্ষালনার্থ জলপূর্ণ পাত্র বিশেষ) এবং পাত্র প্রোক্ষণ। (উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং।) উত্তান হস্তদ্বারা জলের ছিটা দেওয়ার নাম প্রোক্ষণ। "পাত্র" এখানে অগ্নিহোত্রহবণী

ব্যতিরিক্ত অন্য পাত্র, একথা কেহ কেহ বলেন। এই সকল কার্য্যই তূষ্ণীম্ভাবে করিতে হইবে।

অতঃপর অগ্ন্যর্ব্বন কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।

অপরেণাগ্নিং হইয়াছে যাঁহা হইতে পাত্রে অপ আনয়; উদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং ত্রিরুৎপূয়, সমং প্রাণৈর্হৃত্বা, উত্তরেণাগ্নিং দর্ভেষু সাদয়িত্বা দর্ভৈঃ প্রচ্ছাদ্য। ২০।

পাত্র-প্রোক্ষণের পরে অগ্নির অপরদিকে 'প্রণীতা' পাত্রের মধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয় স্থাপন করিয়া, পরে জল আনিয়া ঐ উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয়দ্বারা জল তিনবার উৎপবন করিবে। (জলে তৃণাদি অপবিত্র থাকিলে তাহা পবিত্রদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ফেলিয়া দেওয়ার নাম উৎপবন।) তাহার পর ঐ জল প্রাণের সহিত হরণ করিবে। (প্রাণৈঃ সমং এ কথার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলেন, মুখেন তুল্যং অর্থাৎ মুখেরদ্বারা যেরূপ ভাবে জল হরণ করা যায়, তদ্রূপ ঐ জল পবিত্রেরদ্বারা হরণ অর্থাৎ ছিটাইয়া দিবে।) ('প্রাণৈঃসমং' শব্দের অর্থ "প্রাণস্থানাভ্যাং মুখনাসিকাভ্যাং সমুদ্ধৃত্য" প্রাণের স্থান যে মুখ এবং নাসিকা, তাহাদ্বারা "সমুদ্ধৃত্য" অর্থাৎ তুলিয়া) তাহারপর অগ্নির উত্তরদিকে সংস্তীর্ণ অর্থাৎ পাতিত কুশগুলির উপর স্থাপন করিয়া (প্রণীতা পাত্রকে) কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অগ্নির উত্তরে জলপূর্ণ রক্ষিত এগুলিকে প্রণীতা বলা হয়; জলপূর্ণ করিবার পূর্ব্বক্ষণেও উহাকে প্রণীতাই বলে।)

অনন্তর কর্ত্তব্য পরসূত্রে উপদিষ্ট হইতেছে।

ব্রাহ্মণং দক্ষিণতো দর্ভেষু নিষাদ্য। ২১।

ব্রাহ্মণকে অগ্নির দক্ষিণদিকে কুশের উপর বসাইয়া। এখানে পাঠান্তর আছে, "ব্রহ্মাণং" তাহার অর্থ ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা যজ্ঞীয় ঋত্বিগ্ বিশেষ। ব্রহ্মার বরণবস্ত্র মান্য গণ্য অথবা দৌহিত্র সন্তানেই সর্ব্বত্র আমাদের দেশে পাইয়া থাকেন। কাজের ভার ভগবানেই অর্পিত আছে। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতেন। আজকাল "দর্ভময় ব্রাহ্মণ"ই প্রায়শঃ ব্যবহৃত। ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ততা [illegible] বোধহয় পরিবর্ত্তনের কারণ।

(ক্রমশঃ)

কশ্চিৎ ব্রহ্মচারিণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্টরি কৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

আপস্তম্বীয় গৃহ্য সূত্র।

প্রথম খণ্ড।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ্যং বিলাপ্য উত্তরেণাগ্নিং পবিত্রান্তর্হিতায়ামাজ্যস্থাল্যাং আজ্যং নিরুপ্য উদীচোঽঙ্গারা-ন্নিরুহ্য তেষ্বধিশ্রিত্য জ্বলতা-বদ্যুত্য দ্বে দর্ভাগ্রে প্রত্যস্য ত্রিঃ পর্য্যগ্নিকৃত্বা উদগুদ্বাস্য অঙ্গারান্ প্রত্যূহ্য উদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং পুনরাহারং ত্রিরুৎপূয় পবিত্রেঽনুপ্রহৃত্য। ২২

আজ্য অর্থাৎ ঘৃতকে বিলাপ্য অর্থাৎ গলাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে 'পবিত্র' যাহার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, এরূপ আজ্যস্থালীতে অর্থাৎ ঘৃত-রক্ষণের পাত্রে ঘৃত রাখিয়া দিয়া, অঙ্গারগুলিকে উত্তরদিকে পৃথক্ করিয়া, তাহাদের উপর ঘৃত-পাত্র স্থাপন করিয়া, জ্বলৎকাষ্ঠের অধোগামিনী দীপ্তিদ্বারা আলোকিত করিয়া, দুই কুশাগ্র পবিত্রের মত সংস্কৃত করিয়া ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহার পর ঐ আজ্য-পাত্রের চতুর্দ্দিকে তিনবার অগ্নিদ্বারা প্রদক্ষিণ করিবে। পরে উহা অর্থাৎ ঘৃত-পাত্র উত্তরদিকে নামাইয়া রাখিয়া অঙ্গারগুলিকে পুনর্ব্বার অগ্নিসংসৃষ্ট করিয়া উত্তরাগ্রপবিত্রদ্বয়দ্বারা বারম্বার আহরণ পূর্ব্বক তিনবার উৎপবন অর্থাৎ পবিত্রদ্বারা ঘৃত আলোড়ন করিয়া তাহার মধ্যগত তৃণাদি ফেলিয়া দেওয়ারূপ কার্য্য করিবে, তাহার পর পবিত্রদ্বয়কে আচারানুসারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

এই সূত্রে আজ্য-সংস্কার-ক্রম (যজুর্ব্বেদীর নিয়মে) বলা হইয়াছে। আজ্য শব্দে ঘৃত, তৈল, দধি, দুগ্ধ, যবাগু, এই সকল পদার্থই বুঝা যাইতে পারে। গৃহ্যসংগ্রহে লেখা আছে, "অগ্নিনাচৈব মন্ত্রেণ পবিত্রেণ চ চক্ষুষা। চতুর্ভিরেব যৎপূতং তদাজ্যং ইতরং ঘৃতং" অগ্নি, মন্ত্র, পবিত্র, এবং চক্ষু, এই চারিটীরদ্বারা যাহা পূত হইয়াছে, তাহাকে (সেই ঘৃতকেই) আজ্য বলা যায়, অপর সাধারণ অসংস্কৃত ঘৃতের নাম ঘৃত। আমরা অনুবাদে আজ্য শব্দের বোধনার্থে ঘৃত শব্দ ব্যবহার

করিতেছি। পাঠক মহাশয়! ভুলিবেন না। আরও লেখা আছে যে, "ঘৃতম্বা যদিবা তৈলং পয়োবা যদি বা দধিং, আজ্যস্থানে প্রযুক্তানাং আজ্য শব্দো বিধীয়তে, ঘৃতই হউক, তৈলই হউক, আর দুগ্ধই হউক, আর যা-গুই হউক, যাহারা আজ্যের কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহারা সকলেই আজ্য শব্দ প্রয়োগের লক্ষ্য হইতে পারে। এখন আজ্য-স্থালীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আজ্য সহিত যে আজ্যপাত্র, তাহাকেই আজ্যস্থালী বলিতে হয়। কর্ম্মপ্রদীপে দৃষ্ট হয়;—আজ্যস্থালীচ কর্ত্তব্যা তৈজস-দ্রব্য সম্ভবা,মহীময়ী বা কর্ত্তব্যা সর্ব্বাস্বাজ্যাহুতীষুচ॥ আজ্য "স্থাল্যাঃ প্রমাণন্তু যথাকামং প্রকল্পয়েৎ। সুদৃঢ়ামব্রণাং ভদ্রামাজ্যস্থালীং প্রচক্ষতে। ধাতু দ্রব্যের দ্বারা আজ্যস্থালী প্রস্তুত করিতে হয় অথবা অভাবে মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রও আজ্যস্থালী নাম পাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার আজ্যাহুতিতে আজ্যস্থালীর দরকার। ইচ্ছাস্বরূপ আজ্যস্থালীর প্রমাণ হইবে। উত্তমরূপে দৃঢ় এবং ছিদ্রশূন্যভাবে আজ্যস্থালী নির্ম্মাণ করিতে হয়। অগ্নির উত্তরদিকে অঙ্গার পৃথক্ করিবার কথা, উত্তরদিকে পাত্র নাবাইবার কথা, পিত্র্য কর্ম্মেও অনুরূপ হইবে না। পিত্র্যকর্ম্মে প্রদক্ষিণভাবে পর্য্যগ্নিকরণ হইতে পারে, আচার্য্যেরা এরূপ বলেন। পর্য্যগ্নিকরণ জ্বলৎকাষ্ঠ অথবা অলাত-দ্বারা করিতে হইবে। যদি ঘৃত পূর্ব্বেই গলান থাকে, তথাপি কল্পোক্ত বিধানানুসারে তাহাকে হোমার্থক অগ্নিতে পুনর্ব্বার গলাইয়া লইবে।

অলাতেন জ্বলৎকাষ্ঠেন অথবা তৃণের অগ্রভাগে অগ্নি দিয়া ঘোরিত করা তাৎপর্য্য একবার পাত্রস্থ ঘৃতকে ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া। অঙ্গারগুলিকে পুনর্ব্বার অগ্নিসংসৃষ্ট করার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঐ অঙ্গারগুলি অগ্নিতে পূর্ব্বে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের সেই স্থানে পুনর্ব্বার রাখিয়া দেওয়া। বৃত্তিকার বলেন, "পুনরায়তনস্থানাগ্নিনা সংযোজ্য" 'পুনর্ব্বার সেই আয়তন স্থানের অগ্নির সহিত সংযুক্ত করিয়া,' এইরূপ ব্যাখ্যা হইতেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রমাণিত হয়।

এইখানে প্রথমখণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

যেনজুহোতি তদগ্নৌ প্রতিতপ্য দর্ভৈঃ সংমৃজ্য পুনঃ প্রতিতপ্য প্রোক্ষ্য নিধায় দর্ভানদ্ভিঃ সংস্পৃশ্য অগ্নৌ প্রহরতি। ১।

(পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবার পর) যদ্দ্বারা হোম করিবে অর্থাৎ দর্ব্বীই হউক, স্রবই হউক, অথবা হস্তই হউক, তাহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ করাইয়া, কুশের দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার পর জলের ছিটা (হস্ত উত্তানভাবে রাখিয়া) দিয়া স্থাপনপূর্ব্বক কুশগণকে জলস্পর্শ করাইয়া পরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। স্রব ঘৃতহোমে সাধন। প্রত্যেক দ্রব্য সাধ্য হোমে স্বতন্ত্র হোমপাত্র কল্পনা করা হইয়াছে। (বলিপ্রাক হোমে পূর্ব্বোক্ত অবিধানাদি নাই।)

শম্যাঃ পরিধ্যর্থে বিবাহোপনয়ন-সমাবর্ত্তন-সীমন্ত-চৌলগোদান প্রায়শ্চিত্তেষু ।২।

পরিধিকার্য্যে অর্থাৎ যেখানে পরিধি ব্যবহৃত হয়, সেই স্থানেই শম্যা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিবাহ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, সীমন্তোন্নয়ন, চৌল, (চৌড়) গোদান, প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল কার্য্যেই এ নিয়ম, সর্ব্বত্র নহে। পরিধি বলিলে সাধারণতঃ বহিঃসীমা বুঝায়। কর্ম্মপ্রদীপে পরিধির লক্ষণ আছে, যথা—'বাহুমাত্রাঃ পরিধয়ঃ ঋজবঃ সত্বচোঽব্রণাঃ। ত্রয়ো ভবন্তি শীর্ণাগ্রা একৈকাস্য চতুর্দ্দিশং। প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাদুদগগ্রমথাপরং। ন্যসেৎ পরিধিমন্যন্তুদগগ্রঃ সপূর্ব্বতঃ।" ইহার অর্থ এই যে——

পরিধিগণ বাহু পরিমাণ হইবে, উহাদের ত্বক্ (ছাল্) থাকা চাই। গাত্রে ব্রণ না থাকা চাই। উহারা ঋজু অর্থাৎ সরল হইবে। তিনটী এমন হওয়া চাই, যাহাদের অগ্রভাগ শীর্ণ হয় নাই। চারিদিকে এক একটী পরিধি থাকিবে। পূর্ব্বাগ্র পরিধি দুইটী উত্তরে ও দক্ষিণদিকে রাখিতে হইবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র একটী এবং পূর্ব্বদিকে উত্তরাগ্র একটী ব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ পরিধি অগ্নির চতুর্দ্দিকস্থ কাষ্ঠ বেষ্টনের নামান্তর মাত্র। তাহার স্থানে উপনয়নাদিতে শম্যার বিধান করা হইতেছে। (পরিধি পলাশ অথবা শমীকাষ্ঠ রচিত হওয়াই নিয়ম। আচার্য্য গোভিলও বলেন, "পরিধীনপ্যেকে কুর্ব্বন্তি শ [illegible] পার্শ্বাঃ [illegible] শমীকাষ্ঠ অথবা পলাশ কাষ্ঠ-রচিত সীমা স্থাপনও কোনও কোনও আচার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাই গোভিল-বাক্যের তাৎপর্য্য। শম্যা লোক প্রসিদ্ধ বলিয়া বৃত্তিকার বলেন। "যুগপ্রান্তয়োশ্ছিদ্রেষু কীলরূপা কাষ্ঠবিশেষাঃ।" দুই পার্শ্বের ছিদ্রগুলিতে কীলকরূপ কাষ্ঠবিশেষ থাকিলে, তাহাকে শম্যা বলে। বিবাহাদির অন্যত্র অর্থাৎ পার্ব্বণাদিতে পরিধিই ব্যবহৃত হয়। তথায় শম্যা নহে। প্রায়শ্চিত্ত (সূত্রস্থ) শব্দের অর্থ আকস্মিক কোনও অদ্ভুত উৎপাত আপতিত হইলে তজ্জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাই। এসকল কার্য্যেও দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের নিয়মের অতিদেশানুসারে কুশকণ্ডিকা বিজ্ঞাতব্যা।

অপর অনন্তর কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।

অগ্নিং পরিষিঞ্চত্যদিতেঽনুমন্যস্বেতি দক্ষিণতঃ প্রাচীনং, অনুমতেঽনু মন্যস্বেতি পশ্চাদুদীচীনং সরস্বত্যনু, মন্যস্বেতি উত্তরতঃ প্রাচীনং দেব সবিতঃ প্রসুবেতি সমন্তম্ ।৩

এই সূত্রে উদক অর্থাৎ জলের দ্বারা অগ্নিপর্য্যুক্ষণ কথিত হইতেছে। অগ্নিকে পরিষেচন অর্থাৎ উদকদ্বারা পর্য্যুক্ষণ করিবে। "অদিতেঽনুমন্যস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব জলের দ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "অনুমতেঽনুমন্যস্ব" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পশ্চিমে উত্তরে জলদ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "সরস্বত্যনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রদ্বারা উত্তর হইতে পূর্ব্ব দিকে জলদ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। "দেব সবিতঃ

প্রভুব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা চারিদিকে জলদিয়া অগ্নি পর্য্যুক্ষন করিবে। পর্য্যুক্ষণ এবং পরিষেচন একই। সাধারণতঃ আমাদের দেশে এইরূপ বিধিই প্রচলিত আছে।

৩। পিতৃকার্য্যে বিশেষানুসন্ধান অনেক স্থানেই আবশ্যক হইবে।

পিতৃকেষু সমন্তমেব তুষ্ণীং। ৪।

পৈতৃক কর্ম্মে চারি দিকেই জলের দ্বারা অগ্নির পরিষেচন করিতে হইবে। তথায় দক্ষিণ পূর্ব্বাদি নিয়ম কিছুই নাই। মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থাও নাই, কেবল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃকর্ম্মে ঐ অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিতে হইবে। বৃত্তিকার হরদত্তের মতানুসারেই বলা হইয়াছে, পরিষেচন অগ্নিপর্য্যুক্ষণ। "পরিষেচনমুদকেন পর্য্যুক্ষণং" ইহাই তাঁহার বাক্য।

ইধ্মমাধায়াঘারাবাঘারয়তীতি দর্শপূর্ণমাসবত্তুষ্ণীম্। ৫।

ইধ্ম রাখিয়া আঘার সংজ্ঞক হোমদ্বয় দীর্ঘধারায় করিবে। এখানেও দর্শপূর্ণমাসোক্ত নিয়মে নির্ব্বাক্ হইয়া করিতে হইবে, মন্ত্রাদি নাই। আঘার শব্দে হোম (আঘার সংজ্ঞক হোম) বুঝায়। আঘার শব্দের কর্ম্মকাণ্ড প্রসিদ্ধ এই অর্থই গ্রাহ্য। ইধ্ম শব্দে পাত্রবিশেষ বুঝায়। কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে "প্রাদেশদ্বয়মিধ্মস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতং।" দুই প্রাদেশইধ্মের প্রমাণ কথিত হয়। এই পাত্র 'মেক্ষণের' মত। (মেক্ষণ শব্দে হাতার মত যে পাত্রে চরু গ্রহণ করিয়া হোম করা হয়, তাহাকেই বুঝায়।) ইধ্ম ও মেক্ষণ এক জাতীয় হইলেও মেক্ষণ ইধ্মের অর্দ্ধ পরিমাণ। ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ" এ কথা কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে। দর্ব্বী, মেক্ষণ, ইধ্ম, ইহারা সকলেই এক জাতীয়, প্রায়শঃ একাকার, সামান্য মাত্র পরিমাণ অথবা কার্য্যপার্থক্যই ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞার কারণ হইয়াছে। এতাদৃশ ইধ্ম পাত্র স্থাপন করিয়াই আঘার হোম করিতে হইবে। আঘারয়তি শব্দের অর্থে সুদর্শনাচার্য্য বলেন "আঘারয়তি দীর্ঘধারয়া জুহোতি" দীর্ঘধারায় হোম করার নাম আঘার।

অথাজ্য ভাগৌ জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহেত্যুত্তরার্দ্ধপূর্ব্বার্দ্ধে সোমায় স্বাহেতি দক্ষিণার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে সমং পূর্ব্বেণ। ৬

তাহার পর আজ্যভাগ হোমদ্বয় করিবে। একটা উত্তর পূর্ব্ব কোণে 'অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অপরটি দক্ষিণপূর্ব্বকোণে 'সোমায় স্বাহা, এই মন্ত্রে করিবে। এবং তাহা পূর্ব্বের সহিত সম করিয়া করিবে। অগ্নির উত্তর ভাগের নাম উত্তরার্দ্ধ, এবং পূর্ব্বভাগের নাম পূর্ব্বার্দ্ধ, তাহাদের অন্তরালবর্ত্তিদিক্ অর্থাৎ কোণের নাম উত্তরার্দ্ধ-পূর্ব্বার্দ্ধ। এই হোমদুইটি "সম" ভাবে করিতে হইবে, বিষম ভাবে নহে। যেখানে আঘার সংভেদ হইয়াছিল, সেখান হইতে যতদূরে পূর্ব্ব-হোমটি করিতে হইবে, ততটুকু অন্তরেই পরবর্ত্তি হোম করিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা নিকটে অথবা দূরে নহে। আধার নামক হোম সম্পাদন পূর্ব্বক প্রয়োজন অথবা তাৎপর্য্যাধীন যে সকল কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা না করিয়াই আজ্য ভাগ হোম করিতে হইবে; এ কথা

বৃত্তিকার মহাশয় বলেন। হরদত্ত বলেন, উত্তরভাগঃ উত্তরার্দ্ধঃ পূর্ব্বভাগঃ পূর্ব্বার্দ্ধঃ তয়োরন্তরালং উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বাৰ্দ্ধঃ। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যথোপদেশং প্রধানাহুতীর্হুত্বা জয়াভ্যাতানান্ রাষ্ট্রভৃতঃ প্রজাপত্যাং ব্যাহৃতীর্ব্বিহৃতাঃ সৌবিষ্টিকৃতী-মিত্যুপজুহোতি, যদস্য কর্ম্মণো-হত্যরোরিচং যদ্বান্যূনমিহাকরম্, অগ্নিষ্টং স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু স্বাহা। ৭

উপদেশানুসারে প্রধানাহুতি প্রদান করিয়া, তাহার পর জয় অভ্যাতান রাষ্ট্রভৃত প্রাজাপত্য ব্যাহৃতি হোম করিয়া পরে স্বিষ্টকৃৎ হোম করিবে। তাহার মন্ত্র 'যদস্য' ইত্যাদি 'স্বাহা' পর্য্যন্ত। উপদেশানুসারে এ কথার অর্থ এই যে, যে কর্ম্মে যেটিকে অথবা যে কয়টি প্রধান আহুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (আচার্য্যেরা) তাহাই সেখানকার প্রধানাহুতি। যে মন্ত্রে বিবাহাদি কর্ম্মে হবির্ব্বিধানানুসারে প্রধানাহুতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিবে, তাহার পর 'জয়'সংজ্ঞক ত্রয়োদশটী হোম করিতে হইবে। তদনন্তর 'অভ্যাতান' নামক অষ্টাদশ হোম নিষ্পন্ন করিয়া, তাহার পর 'রাষ্ট্রভৃত' নামক দ্বাবিংশতিটী হোম করিবে। পরে ভূঃস্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, এবং স্বঃ স্বাহা এই তিনটী মন্ত্রে ব্যাহৃতি হোম করিয়া, পরে স্বিষ্টকৃৎ হোম করিবে। (সু-ইষ্টি) ইষ্টির শোভনতা সম্পাদনার্থে এই হোম করিতে হইয়া থাকে। যদস্য ইত্যাদি প্রকৃটী স্বিষ্টকৃৎ হোমের মন্ত্র। উহার অর্থ এই যে, এই কর্ম্মের যাহা অতিরিক্ত (অর্থাৎ বিহিতের বহির্ভূত) করিয়াছি, অথবা যাহা ন্যূন (প্রকৃতাপেক্ষায় অসামর্থ্য। অথবা অজ্ঞতাবশতঃ অল্প করিয়াছি) করিয়াছি, তৎ সমস্তই ইষ্টি দোষোপশমনকারী বিদ্বান্ অগ্নি সু-ইষ্ট এবং সুহুত করুন। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্ব্বত্রই যদি সাধারণো প্রধানহোমানন্তর জয়াদির বিধান হইল, তবে স্থানে স্থানে জয়াদির জন্য বিশেষ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে উত্তর এই যে, এই বিধি যেখানে যাইবে না, অথচ বিশেষ বচনও নাই, সেখানে জয়াদিও নাই, যথা পার্ব্বণাদিতে। এই বচন যেখানে গেল, সেখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই। অন্যত্র বিশেষ বিধান আবশ্যকতাকেই বিশেষোক্তির সার্থকতা সংরক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ জয়াদি প্রধানের পরে কর্ত্তব্য। যেখানে প্রাপ্ত, সেইখানেই ক্রমবিচার; যেখানে তাহা নাই, সেখানে ক্রমবিচার অন্তঃসারশূন্য।

পূর্ব্ববৎ পরিষেচনং অন্বমংস্থাঃ প্রাসাবীরিতি মন্ত্রসংনামঃ। ৮।

পরিষেচন অর্থাৎ উদকের দ্বারা পর্য্যুক্ষণ পূর্ব্ববৎ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, (পিতৃকার্য্যে চতুর্দ্দিকে মন্ত্র শূন্যভাবে একবার এবং অপরকার্য্যে চারিটী সমন্ত্রক পরিষেচন যাহা উক্ত হইয়াছে) তাহাই করিতে হইবে। কেবল 'অনুমন্যস্ব' ইহার স্থানে 'অন্বমংস্থা' এইরূপ বলিতে হইবে। 'প্রসুব' এই শব্দের স্থানে 'প্রাসাবীঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে

হইবে। তাহাহইলে 'অদিতে অনুমন্যস্ব ইহার স্থানে' অদিতে অন্বমংস্থাঃ' এইরূপ সংনাম অর্থাৎ উহ করা হইল। সমস্ত গৃহ্যকর্ম্মের হোম বিষয়ক সাধারণ নিয়ম বলা হইল। (যাহা স্মার্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।) ইদানীং বিবাহাদি কর্ম্মে যে সমস্ত শ্রৌত-বৈকল্পিক-বিধি আছে, তাহাও বলা হইতেছে।

লৌকিকানাং পাকযজ্ঞশব্দঃ। ৯

লৌকিকগণের পাক যজ্ঞ শব্দ। 'পাক যজ্ঞ' এই শব্দটী লৌকিকগণের অর্থাৎ লৌকিকের মধ্যে বিবাহাদিতে প্রসিদ্ধ। হরদত্ত বলেন, লোক বলিলে যাঁহারা শিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহাদের বুঝায়। 'তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রসকলের পাকযজ্ঞশব্দ বিবাহাদিকর্ম্ম-বাচী। "পাকযজ্ঞইতি বিবাহাদীনাং সংজ্ঞা বিধীয়তে।" ইহা হরদত্তের কথা। "পাক-যজ্ঞ শব্দঃ বিবাহাদিষু বর্ত্ততে।" এইরূপ অন্বয় তাঁহার অভিমত। পাকশব্দে অল্প। যাহাতে অল্প যজ্ঞ আছে, সেই বিবাহাদি কর্ম্মই পাক-যজ্ঞ। পাকগুণবিশিষ্ট যজ্ঞ বলিলে, কেবল আজ্যহোমেই এই সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। সুদর্শনাচার্য্য মহাশয় বলেন, "লোকয়ন্তি বেদে বেদার্থান্ ইতি লোকা স্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ শিষ্টাঃ দ্বিজন্মানঃ। তৈরাচর্য্যন্তে যানি কর্ম্মাণি তানি লৌকিকানি তেষাং মধ্যে সপ্তানামৌপাসন-হোমাদীনাং পাকযজ্ঞ-শব্দঃসংজ্ঞাত্বেন প্রসিদ্ধঃ।' যাঁহারা বেদে বেদার্থ দর্শন করেন অথবা আচরণ করেন, এরূপ শিষ্ট বেদজ্ঞ দ্বিজাতির নাম লোক; তাঁহাদের দ্বারা আচরিত কর্ম্মের নাম লৌকিক, তাহা-দের মধ্যে ঔপাসন-হোমাদি সাতটীর নাম পাকযজ্ঞ। বিবাহাদির ঐ নাম নহে, ইহারা শ্রৌত-কর্ম্ম। পক্কচরুর দ্বারা সাধ্য যজ্ঞ পাক-যজ্ঞ। এই সংজ্ঞা-বলেই অগ্নিহোত্র বিধিতে চরুই হবি, আজ্যাদি নয়, এই নিয়ম জানা হইতেছে।

তত্র ব্রাহ্মণাবেক্ষোবিধিঃ। ১০।

পাকযজ্ঞে পরবিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে প্রমাণ বলিয়া অবেক্ষা অর্থাৎ দর্শন করে।' ব্রাহ্মণাবেক্ষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দৃষ্ট। পূর্ব্বে যে কতকগুলি বিধি বলা হই-য়াছে, তত্তৎ কর্ম্মের প্রকৃতি দর্শপূর্ণমাস যাগ। এটীর প্রকৃতি অগ্নিহোত্র, অতএব বিধি ব্রাহ্মণাবেক্ষ। অতএব উভয়ের বিকল্প। যেখানে পাক-যজ্ঞেতে আঘারবান্ তন্ত্রের প্রবৃত্তি, সেইখানেই ইহার বিকল্পে প্রাপ্তি। সেই জন্য পণ্য-হোমাদিতে এ বিধির প্রবৃত্তি নাই। এখানে হরদত্তের মতানুসারেই লিখিত হইল।

দ্বির্জুহোতি দ্বির্নির্ম্মাষ্টি দ্বিঃ প্রাশ্নাত্যুৎ-সৃপ্যাচামতি নির্লেঢীতি। ১১।

দুইবার হোম করিবে, দুইবার লেপ-নির্ম্মার্জ্জনা করিবে। দুইবার অঙ্গুলি প্রাশন করিবে। তৃতীয় প্রাশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন করিবে। স্রুক্ দ্বারা অথবা স্রুক্ই দুইবার নির্লেহণ করিবে। দুইবার হোম এখানে অগ্নিহোত্রের আহুতি দ্বয়ের ধর্ম্ম পাক-যজ্ঞে প্রধানাহুতি এবং স্বিষ্টিকৃৎ আহুতি, এই উভয়কে অধিকার করিয়া বিহিত হইতেছে। এই সমস্তই সেখানে উক্ত হইয়াছে, এখানেও হইতেছে।

সর্ব্বর্ত্তবো বিবাহস্য শৈশিরৌ মাসৌ পরিহাপ্যোত্তমং চ নৈদাঘং। ১২।

সকল ঋতুই বিবাহের কাল। শিশির ঋতুর মাসদ্বয় ও নিদাঘের উত্তমমাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবাহ করিবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "শিশিরৌ মাসৌ মাঘফাল্গুনৌ" নিদাঘের অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তম অর্থাৎ অন্ত্যমাস অর্থাৎ আষাঢ়। সুদর্শন বলেন "গ্রীষ্মস্য উত্তমোহস্যা আষাঢ় ইতি।" ইঁহাদের মতে মাঘ,ফাল্গুন ও আষাঢ় মাস বিবাহে নিষিদ্ধ। উদগয়ন, পূর্ব্বপক্ষ হঃ, পুণ্যাহ ইত্যাদির অপবাদার্থ এই সূত্র। ইহাতে প্রতিপাদিত হইল যে, রাত্রিতে, অপরপক্ষে বিবাহ হইতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন, বিহিত পূর্ব্বপক্ষাদি এখানে গ্রাহ্য, তবে অপর পক্ষাদি নিষিদ্ধ নহে, ইহাই প্রদর্শনকরা এখানকার উদ্দেশ্য। পুণ্যাহ এখানে সম্ভব নহে,কেননা দিনের মধ্যে প্রাতস্তনাদি কালের নামই পুণ্যাহ। বিবাহ আবার দিনে নিষিদ্ধ। শাস্ত্র বলেন, "বিবাহেতু দিবভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।" দিবাভাগে বিবাহ করিলে সেই বিবাহিতা কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা হয়; কথাটা বড় বিষম। যদি পুত্র-রত্নেই বঞ্চিত হইতে হয়, তবে কোন্ পুরুষ বা কোন্ স্ত্রী বিবাহে সম্মত হয়, জানি না। প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি দিবাবিবাহ ভদ্রলোকের বাটীতে হয় না। মাসের বিধান একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মাঘ-ফাল্গুনের নিষেধক কোনও ঋষিবচন পাওয়া যাইতেছে না। "দশমাসাঃ প্রশস্তে চৈত্র-পৌষ বিবর্জ্জিতাঃ" চৈত্রমাস এবং পৌষমাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর দশমাস বিবাহে প্রশস্ত অর্থাৎ উক্ত। এখানে মাঘ, ফাল্গুনের প্রতিষেধ পাওয়া গেলনা। আবার "আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে,বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষেচ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে, পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী, অন্যেষেব বিবাহিতা সুতবতী নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ।" আষাঢ় মাসে, ধন ধান্য ভোগ দুর্ল্লভ। শ্রাবণ মাসে বিবাহ করিলে, সন্তান মরিয়া যায়। ভাদ্র মাসে বেশ্যা হয়। আশ্বিনমাসে বিবাহ হইলে মরিয়া যায়। কার্ত্তিকমাসে রোগান্বিতা হয়। পৌষমাসে বিবাহ করিলে বিধবা হয়। চৈত্র মাসে অহঙ্কারিণী হয়। অন্যমাসে বিবাহিতা নারী পুত্রবতী এবং সমৃদ্ধি-শালিনী হয়। এখানে মাঘ-ফাল্গুন নিষিদ্ধ নহে, বরং সুফলপ্রদ বলিয়া বিহিত। এ সূত্রে যে সকল মাস পরিত্যক্ত, অর্থাৎ হয় কন্যা মরিবে, না হয় জামাতা মরিবে, এই গুরুতর দোষে যে সকল মাসে থাকিল,তাহাও বিহিত। পরন্তু নির্দ্দোষ মাস মাঘ-ফাল্গুনের উপর যত দোষ। বর্ত্তমান সময়েও মাঘ ফাল্গুন নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে। গৃহ্যসূত্রের আদেশ আজকাল এবিষয়ে আদৌ প্রতিপালিত হইতেছে না; শেষোক্ত বচনানুসারে সময় নির্দ্ধারণই অদ্যকার দিনে প্রচলিত। কম পরিবর্ত্তন নহে। অন্যান্য বহুল ঋষিবচনানুরোধে শেষোক্ত বিধানই আদৃত। পরন্তু,জ্যোতিষশাস্ত্র শেষোক্তবিধির পরিপোষক।

সর্ব্বাণি পুণ্যোক্তানি নক্ষত্রাণি ।১৩

পূর্ব্বোক্ত সকল পুণ্য-নক্ষত্রও বিবাহের কাল। হরদত্ত বলিতেছেন,"যানি পুণ্যানি নক্ষত্রাণি যানি পুণ্যোক্তানি মুহূর্ত্তানি তানি সর্ব্বাণি বিবাহস্য যথাস্যুঃ।" যে সকল পুণ্য-

নক্ষত্র, (কৃত্তিকাদি বিশাখা পর্য্যন্ত) এবং যে সকল পুণ্য-মুহূর্ত্ত প্রাতস্তনাদি, তাহা সমস্তই বিবাহের কাল। সুনক্ষত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। 'প্রাতস্তন সংগব মধ্যন্দিনাপরাহ্নঃ সায়ং ইত্যেতে সুমুহূর্ত্তাঃ।" এই বাক্যের দ্বারা দিবসে বিবাহের একটু পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাতস্তন প্রভৃতি সুমুহূর্ত্ত, ঐগুলি দিনের বেলায় হইতে পারে, রাত্রিতে সংগব বা প্রাতস্তন নামক সময় নাই। কাজেই দিবা-বিবাহ অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে। হরদত্ত স্পষ্টাক্ষরে সুমুহূর্ত্ত-প্রাতস্তনপ্রভৃতির বিধান করিয়াছেন। অবশ্য ভাবিবার বিষয়। আমরা পুণ্যাহ বলিতে অকালাদি দোষশূন্য, মেঘবর্ষণাদিউৎপাতশূন্য দিনকেই বলিব। দিন বলিলেই রাত্রিতে কার্য্যকরিতে নিষেধ করা হয় না। বিবাহে বারবিচারও করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতস্তন বলিলে আর রাত্রিতে যাওয়া যায় না। কারণ রাত্রিতে প্রাতস্তন নাই। তবে অমুক দিনে করিতে হইবে বলিলে, সেদিন রাত্রিতে করিলেও দোষ হয় না। নক্ষত্রের কথায় তিথ্যাদির কথাও আসিয়াছে। সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "তিথ্যাদ্যন্যাপি" অর্থাৎ শুভ তিথি থাকা চাই। এবিষয় আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এখানে বিস্তারভয়ে আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিলাম, পরে স্বতন্ত্র সন্দর্ভে আলোচনা করিব।

তথা মঙ্গলানি চ। ১৪।

[illegible]-প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচারগুলিও করিবে। হরদত্ত বলেন, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন প্রদান করা এবং আশীর্ব্বাচন, এ সকল মঙ্গল কার্য্য। স্নান করা, হরিদ্রা-মাখা, নূতন বস্ত্র পরিধান করা, স্নানের পূর্ব্বে নাপিত-কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর হওয়া, গন্ধানুলেপন, মাল্যধারণ, ইত্যাদি লোক ব্যবহার প্রসিদ্ধ মঙ্গলকার্য্য। স্ত্রীগণের উলুধ্বনি প্রদানও একটা ব্যবহারিক মঙ্গল কার্য্য। সুদর্শনাচার্য্যের মতে শঙ্খবাজান, দুন্দুভি বাজান, বীণাবাদন, অপরাপর তত্তৎকাল-দেশ-প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের বাদন ও কুলমহিলাগণের মঙ্গলগান, ধ্বজপতাকাদির সমাবেশ ইত্যাদি শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত মঙ্গল কার্য্য। এই সকল মঙ্গল অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে কুলমহিলাগণের গীত এখনও সমাদৃত; তবে সর্ব্বত্র এ নিয়ম যত্নের সহিত পালিত হয় না। বিবাহ-অন্নপ্রাশনাদি কার্য্যে, রামের বিবাহ রামের অন্নপ্রাশনাদি বিষয়ক গানই স্ত্রীগণের অভিপ্রায়ানুসারে উত্তম।

আবৃতশ্চাস্ত্রীভ্যঃ প্রতীয়েরন্। ১৫

আবৃত ক্রিয়া সকল স্ত্রীদিগের নিকট হইতেও জানিয়া লইবে। হরদত্ত বলেন, আবৃত বলিলে অমন্ত্রক ক্রিয়া বুঝায়, যথা নাগবলি, যক্ষবলি ইত্যাদি। যে দেশে যে বংশে যে সময়ে যে সকল আবৃত ক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহাই করিতে হইবে। এখানে কেবল মাত্র আচারেরই প্রামাণ্য। সুদর্শনাচার্য্যের মতে বৈবাহিকী ক্রিয়াগুলির নাম আবৃত। সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি অমন্ত্রক, কতকগুলি সমন্ত্রকও বটে। ইহা স্ত্রীলোকের—এমনকি সকল আত্মীয় লোকের নিকট হইতে বরগণ জ্ঞাত হইতে পারেন। গৃহপূজা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি

আচার সিদ্ধ কর্ম্মও সমন্ত্রক করিতে হয়। আবার নাগবলি, যক্ষবলি ইত্যাদি ব্যবহার-সিদ্ধ হইলেও অমন্ত্রক। এই সকল কার্য্য, যে যে জাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবহার, যে যে কুলে যেরূপ আচার ও যে স্ত্রী এবং যে পুরুষ যেরূপভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সময়ানু-মতে তাহাই কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছানুসারে নহে, কেননা এখানে আচারই প্রমাণ।

ইন্বকাভিঃ প্রস্রজ্যন্তে তেবরাঃ প্রতিনন্দিতাঃ। ১৬।

কন্যার আলয়ে বিবাহার্থ গমন করিতে হইলে যে সকল বর ইন্বকা নক্ষত্রে বাটী হইতে রওনা হন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হন, এবং কন্যার পিতার দ্বারা প্রতিনন্দিত হন। ইন্বকা কাহাকে বলে, তাহা সূত্রকারই পরে বলিতেছেন। হরদত্ত বলেন, এই সূত্রটী মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন নাই, উহা দেশ-প্রচলিত গাথা মাত্র। অপরের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহাহউক, সূত্রই হউক, প্রাচীন গাথাই হউক, বর্ত্তমানে এ নিয়ম উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

এখানে দ্বিতীয় খণ্ড পরিসমাপ্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

মঘাভির্গাবোগৃহ্যন্তে। ১।

মঘানক্ষত্রে গো গ্রহণ করিবে। আর্ষ বিবাহে বর কন্যার পিতাকে উপঢৌকন স্বরূপ দুইটী গরু দিবেন, এই ব্যবস্থা আছে। "আদায়ার্ষস্ত গোমুগ্মং" বরের নিকট হইতে কন্যার পিতা দুইটী গরু লইয়া বিবাহ দিলে, তাহাকে আর্ষবিবাহ বলে। মঘানক্ষত্রে আর্ষ-বিবাহ হওয়া উচিত, একথা সুদর্শনের মতানুযায়ী। তিনি লিখিতেছেন "আর্ষং বিবাহং মঘাস্বেব কুর্য্যাৎ, ন ব্রাহ্মাদিবন্নক্ষত্রান্তরে-ষপীতি।" মঘা নক্ষত্রে আর্ষ বিবাহ করিবে, ব্রাহ্মাদি বিবাহ যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ সুনক্ষত্রে করা উচিত, আর্ষ তাহা নহে। আর্ষ-বিবাহে এরূপ বিশেষ অপর কোনও ঋষি-বচনে অবগত হওয়া যায় না। আপস্তম্ব-বাক্যের তাৎপর্য্য ওরূপ নহে বলিয়া বোধহয়।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন "বরপক্ষ হইতে গো ক্রয় করিয়া দিতে হইলে, সেই গো মঘায় মূল্য দিয়া গ্রহণ করা উচিত, তাহাহইলে কন্যার পিতা আনন্দ সহকারে ঐ গো গ্রহণ করেন।" হরদত্তও বলেন যে, "মঘাভির্গাবঃ ক্রয়াদিনা গৃহ্যন্তে" ক্রয় করিয়া মঘায় গো গ্রহণ করিবে। এ গ্রহণ বরপক্ষের। পরে সেই গো, কন্যার পিতাকে দিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র আর্ষবিবাহ মঘায় হইবে, একথা বলেন কই? কাজেই পূর্ব্বোক্ত মতে সম্মতি প্রদান করিতে আপত্তি আছে।

ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে। ২।

ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে বধূ বাটী লইয়া যাইবে। (ব্যূহ্যতে—নীয়তে ইতি সুদর্শনাচার্য্যঃ) কেহ কেহ বলেন, বিবাহের পরেই বাটী লইয়া যাইবে; এখানে ব্রাহ্মে ও আর্ষে কিছুই পার্থক্য নাই। সুদর্শন বলেন, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী, এই দুই নক্ষত্রই বধূকে বাটী লইয়া যাইবার সময়। বিবাহের পরেই ব্রাহ্মাদি মতে লইবার বিধান থাকিলেও, আর্ষ বিবাহে এই নিয়মই প্রশস্ত। হরদত্ত বলিতেছেন, 'ফল্গুনীভ্যাং ব্যূহ্যতে সেনা'

ফল্‌গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে সেনা ব্যূহিত করিবে। যুদ্ধার্থ সেনা-ব্যূহ রচনায় ফল্‌গুনী নক্ষত্রই উপযুক্ত কাল। "তস্মাৎ সেনা ব্যূহে প্রশস্তে ফল্‌গুন্যৌ" সেনা-ব্যূহ রচনায় ফল্‌গুনীই প্রশস্ত। আর্যবিবাহপ্রসঙ্গে গোগ্রহণ-কাল সূত্রিত করিয়া, তাহার পর ব্যূহরচনার কথা আপস্তম্ব বলিতেছেন,এরূপ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। ঋষি এতই বিহ্বল ছিলেন না যে, তিনি অগ্রে পশ্চাতে উভয় দিকে বিবাহ-নিয়ম লিখিতেছেন, অথচ মধ্যে একটী সূত্রে ব্যূহ রচনার বিধি লিপিবদ্ধ করিতেছেন! হরদত্তের কথা চিন্তায় বিষয়। বারান্তরে আমরা অপর গৃহ্যকর্ম্ম আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ—)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

মায়ের কোলে ছেলে।

সুন্দর সংসারে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার—
মায়ের কোমল কোলে শিশু সুকুমার।

নীল নভের কোলে চাঁদের খেলা সুন্দর, শ্যাম শাখীর কোলে পাখীর মেলা সুন্দর, তরুলতার কোলে ফলের দোল—ফুলের হাসি সুন্দর; আর ততোধিক সুন্দর মায়ের কোলে ছেলে!

মায়ের কোলে ছেলে সকল দৃশ্যের সার দৃশ্য। উহা আমাদের আদর্শ-দৃশ্য। কারণ ঐ দৃশ্যই জীবনে সাধিত ও জীবন্ত করিতে হইবে। যে দৃশ্য কেবল স্থূল বা বাহ্য দৃষ্টির বিষয়ীভূত,তাহা স্থূল বা বাহ্য জগতের ক্ষণভঙ্গুরত্বের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণভঙ্গুর আদর্শ অমৃততীর্থের যাত্রী মানবের সাধনাদর্শ হইতে পারে না। তবে কিনা, নিত্য ও অনিত্যে সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বদ্ধতা থাকাতেই অনিত্যের মধ্য দিয়া আমরা নিত্যের নিদর্শন পাই। নিত্য আধ্যাত্মিক, অনিত্য ভৌতিক, এ তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা হইতেই স্থূল ভৌতিকত্ব প্রসূত বা কল্পিত হইয়াছে। আর ইহা যদি মায়ার কার্য্য হয়,তবে অনিত্যের বীজরূপিণী মায়া নিত্য-বীজ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, নিত্যানিত্যের ন্যায় ব্রহ্ম-মায়াও মানব-বোধাধিকারে পরস্পর আপেক্ষিক সম্বন্ধবদ্ধ।

বেদান্তাদির ব্রহ্ম-মায়া,সাংখ্যাদির পুরুষ-প্রকৃতি, ন্যায়াদির চৈতন্য-শক্তি, পাশ্চাত্য দর্শনাদিরও প্রায় সেই চৈতন্য-শক্তি, এসব ফলিতার্থে একই কথা। ব্রহ্ম, পুরুষ,চৈতন্য, একই তত্ত্ব; মায়া-প্রকৃতি-শক্তিও একই তত্ত্ব। এতাবতা নিত্য ও অনিত্যের অচ্ছেদ্য আপেক্ষিকতা উপলব্ধ হইতেছে। অতএব জগতে 'মায়ের কোলে ছেলে'—এই অনিত্য ভৌতিক দৃশ্যের অন্তরালে জগন্মায়ের কোলে সাধক ছেলে,এই নিত্য আধ্যাত্মিক দৃশ্য নিত্য বর্ত্তমান। তাই বলিতেছিলাম,'মায়ের কোলে ছেলে' দৃশ্যটি আমাদের সার দৃশ্য ও আদর্শ-দৃশ্য। যে মানব স্বীয় দুর্লভ জীবনে এ দৃশ্য সাধিত, জাগ্রত ও জীবন্ত করিতে পারিয়াছে, যে মানব-মণি মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে বসিতে পাইয়াছে, সে-ই ধন্য, সে-ই কৃতার্থ।

সমস্ত বাহ্যিক দৃশ্যেরই একটা আধ্যাত্মিক পিঠ আছে। সে পিঠটা যেন ঈশ্বরের দিকে ফিরানো, আর ভৌতিক পিঠটা যেন

আমাদের দিকে ফিরাণো। "মায়ের কোলে ছেলে' যদি বাহ্যিক দৃশ্যের সুন্দরতম অবস্থা বা ব্যবস্থা ধরা যায়, তবে উহার আধ্যাত্মিক পিঠেও "মায়ের কোলে ছেলে" সুন্দরতম দৃশ্য হইবে,তাহাতে সন্দেহ কি ?

আহা ! মায়ের কোলে ছেলের কি নির্ভর—কি নির্ভয়তা—নিশ্চিন্ততা, আর কিবা নিত্যানন্দশীলতা ! মায়ের কোলে ছেলে দেখিলে, আবার মায়ের কোলে ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। একবার অনিত্য মায়ের কোলে অজ্ঞান ছেলে ছিলাম, এখন আবার নিত্য মায়ের কোলে সজ্ঞান-ছেলে হইতে ইচ্ছা করে। অবশ্য ছেলের এ সজ্ঞানতাও সেই মহাজ্ঞানরূপিণী মায়ের কাছে অজ্ঞানতা। অথবা সেই পরম জ্ঞানেই পরম বাল্যতা।

'বালভাবস্তথাভাব,ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।' (তন্ত্র)

জগতে যদি মানবের কোন অভয়-দুর্গ থাকে, তবে সে মায়ের কোল। দুষ্পার পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দৃঢ়তম দুর্গেও শত্রু প্রবেশ করিয়া বিপদ ঘটায়, কিন্তু মায়ের কোলের কাছে স্বয়ং শমনও বুঝি শঙ্কিত পাদক্ষেপে অগ্রসর হন ! ফলে পার্থিব মাতৃঅঙ্কে অন্য শঙ্কা তত না থাকিলেও অন্ততঃ শমন-শঙ্কা আছে ; কিন্তু জগন্মাতার অপার্থিব আধ্যাত্মিক অঙ্কে যে স্থান পাইয়াছে, সে-ই শমনজয়ী; সে যে সর্ব্বময়ীর সোহাগের শিশু ! সেই সোহাগে মায়ের কোলে বসিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

মায়ের অভয় কোলে স্থান পেয়েছি,
না রাখি শমনের ডর।
ও যাঁর চরণতলে শরণ পেয়েই
মরণজয়ী মহেশ্বর ॥

মায়ের কোলে স্থান পেলে, সে ছেলের কাছে শিবত্ব-পদ—ব্রহ্মত্ব-পদও অকিঞ্চিৎকর।

'না পারমেষ্ঠ্যং ন মাহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধি র্নপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

কিবা সে ব্রহ্মত্ব-পদ—কিবা সে ইন্দ্রত্ব,
কিবা সার্ব্বভৌমিকত্ব—কি রসাধিপত্য,
যোগ-সিদ্ধি—মুক্তিতেও নাহি অভিলাষ,
মদর্পিত চিত্তে নাই আমাছাড়া আশ॥

এই অমূল্য ভগবদ্ভক্তির মহিমা ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্য কে বুঝিবে ? মায়ের কোলের মহিমাও "মায়ের কোলের" ছেলে ভিন্ন অন্যের বোধগম্য নয়। মায়ের কোল যে কি বস্তু ছিল, তাহা আমরা এখন "বুড়ো ছেলে" হইয়া যেন ভুলিয়া গিয়াছি। শিশু সংসারে যত বাড়ে, ততই ক্রমে মায়ের কোল ছাড়ে। অহঙ্কার-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কোলের সঙ্গ কমিয়া আসে। ক্রমে সংসার-সলিলের পূর্ণাভিষেকে অহংতত্ত্ব পূর্ণ পরিণত হইলে, মায়ের অমৃত-কোল ছাড়িয়া মানুষ মৃত্যুময়-বিষয়-বিষ-ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যাবিশং বিশন্তি,
তদ্ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি।"

ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ মূল তত্ত্বেরই রহস্যোদ্ঘাটন হইতেছে। প্রকৃতির ত্রিগুণ-বৈষম্যে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। সেই অহঙ্কারকে সর্ব্বস্ব করিয়াই জীবের সংসৃতি।

পার্থিব মায়ের কোল হইতেও বয়ঃপুষ্ট বালক অহঙ্কারে আত্মনির্ভর করিয়া নামিয়া,

আসে; জগন্মায়ের কোল হইতেও আমরা অহঙ্কারকে লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। অহঙ্কারেরই ঐন্দ্রজালিক কুহকে ব্রহ্মে জগৎ-বুদ্ধি, নিরাকারে সাকার-বুদ্ধি, অনন্তে সান্ত-বুদ্ধি, অদ্বৈতে দ্বৈত-বুদ্ধি এবং সর্ব্বভূত হইতে আমার আমিত্বে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি অনুভব করিতেছি।

"প্রাপ্তি হবে কবে? 'আমি' যাবে যবে।" রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্ত এই মহা-সত্য সাধকের সার সম্পত্তি। অহঙ্কারের আক্রমণে মায়ের কোল ছাড়িয়াছি, আবার অহঙ্কারের নির্গমনে মায়ের কোলের পুনঃ-প্রাপ্তি ঘটিবে। এই অহঙ্কারকে মাতৃভক্তি-মহাদ্রাবকে গলাইয়া, সর্ব্বভূতে সঞ্চারিত করিয়া সংহার করিতে পারিলেই আবার সেই মাতৃনির্ভরশীলত্ব বা শিশুত্ব সম্পাদিত হয়। মায়ের কোল পাইবার আর ভাবনা থাকে না। অনন্য-মাতৃ-নির্ভর অপত্য "মা" বলিয়া কাঁদিলে কি মা আর থাকিতে পারেন? অমনি কোমল কোলে তুলিয়া, তৃষিত কণ্ঠে অমৃত-স্তন্য ঢালিয়া অমৃতীভূত করেন। একটি গান আছে—

মা! আবার আমি শিশু হব।
মা তোর কোলে উঠে মেনু খাব।
ওমা! আমি আর মা জগৎ-যোড়া,
তা ছাড়া আর না জানিব। ১
জানব কেবল ক্ষুধার রোদন,
চিনব কেবল মায়ের বদন,
(মায়ের) ভাবে ঢলে, স্নেহে গলে,
কোমল কোলে নিদ্রা যাব। ২
বিষয়ের লাল-চুষী চুষে;
শুক্‌নো গলা গেলে শুষে,
(পিয়ে) স্তনামৃত এ তাপিত
জীবন মন জুড়াব। ৩

গানটি মাতৃভক্ত সাধকের হৃদয়ের ধন। গানটির তত্ত্ব জীবনে জীবন্ত ও ফলবন্ত করিতে পারিলেই "মায়ের ছেলে" কৃতার্থ হয়।

ঈশ্বরে নির্ভরশীলতাই নবধা ভক্তির চরম ও পরম পরিণতি আত্মনিবেদন-সিদ্ধির সাধন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীভগবানের শ্রীমুখের এই সর্ব্বসার-তম অতুল্য উপদেশ নির্ভরশীল সাধকের আত্মনিবেদনই শিক্ষা দিতেছে।

শিশুর মাতৃনির্ভরশীলতা স্বতঃসিদ্ধ। জগতে যদি শান্তি ও নিশ্চিন্ততা থাকে, তবে সে সুবিশ্বস্ত নির্ভরশীলতায়। মায়ের কোলের ছেলে কেবল মাতৃনির্ভরতার মহীয়সী শক্তিতেই নিশ্চিন্ত ও নিত্যানন্দময়। জগতের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, নির্ভরশীলের কাছে সমস্তই জগন্মাতার প্রসাদ। তাঁহার ইচ্ছা নিত্যমঙ্গলময়ী, সুতরাং তৎপ্রসূত সর্ব্ব ঘটনাই ছেলের মঙ্গলানুকূল। "ঈশ্বরের দণ্ডই অনুগ্রহ" এ মহাসত্যের তত্ত্বরসাস্বাদে নির্ভর-শীলই অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মা যশোদা আমার করে ক্ষীর-ননী দিলেও আমার যে আনন্দ, রজ্জু-বন্ধন দিলেও সেই আনন্দ; কারণ সবই যে মায়ের আমাতে "নির্হেতু-বাৎসল্য-রসের ফল।" এই ভগবদুক্তির তত্ত্ব-মূর্ত্তি নির্ভরশীল সাধকের নিত্যধ্যেয়। ভগবান স্বয়ং মায়ের কোলের ছেলে সাজিয়া এ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। একটি গোষ্ঠ-কীর্ত্তনের একাংশ মনে পড়িল—"ও ভাই

শ্রীদাম! আমি মায়ের আজ্ঞাকারী। মা যা ভাবেন আমার ভাল, তাই ভাল আমারি।" ইত্যাদি। মাতৃনির্ভর-সাধনার উপদেশ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

মাতৃসর্ব্বস্ব শিশুর সকল 'আখুটি—আব্দার' মায়ের কাছে। নির্ভর-সাধক ছেলের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, আয়োজন-প্রয়োজন মায়ের কাছে। মায়ে যাহার পূর্ণ-আত্মসমর্পণ, সেই ছেলেই মায়ের কোলের সার্থক শোভা।

উপসংহারে, মাতৃভক্ত পাঠকমহাশয়-গণকে একটি মাতৃসাধক সন্তানের আত্মসমর্পণ-সংগীত শুনাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

ওমা! আমিত পার্‌বনা।

মা তুই আপ্‌নি করে'কর্ম্মে'নে মা॥

ও যেমন হ'তে হবে—র'তে হবে এই ভবে,
ওমা! তুইনা আমার সে ভার নেনা॥ ১

(যা যা) কর্ত্তে হবে—ধর্ত্তে হবে,
ছাড়তে হবে—বেড়তে হবে,
নিতে হবে—দিতে হবে মা!
চেতে হবে—পেতে হবে,—

(ওতা) আমিত জানিনে তারা! দিশেহারা—
মা তুই জানিয়ে শুনিয়ে বানিয়ে নেমা॥ ২
(আমার) যেখানে যে সাজটি সাজে,
(আমায়) সাজিয়ে দে মা সেই সাজে,
(আমি) আপ্‌নি সাজ্‌তে জানি না যে,
(গলার) হার পরে পায় মরি লাজে,
(দেখে) আড়াল থেকে হাস্‌ছ মাগো!
আস্‌ছ নাকো,
যদি না সাজাস্‌,সাজ খুলে নে মা॥ ৩
(বয়ে) ভূতের বোঝা পাঁচটা ঝুড়ী,
(আমি) কোথায় উঠ্‌তে কোথায় পড়ি;
(ওমা) ভর মানে না ভাঙ্গা নড়ী,
(এবার) খাই বুঝি মা গড়াগড়ি,
(এখন) দয়া যদি মা হয়ে থাকে—
অন্ধ দেখে,
(আমার) হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেমা! ৪
(অসার) সংসারেরি ধূলো-খেলায়,
(এমন) সাধের দিন কাটালেম হেলায়,
(এখন) মনে প'ল সন্ধ্যে বেলায়,
(আমার) মায়ের কথা গায়ের জ্বালায়,
(এখন) দয়া যদি মা হয়ে থাকে—
মলিন দেখে,—
(আমার) ধূলো ঝেড়ে কোলে নে মা॥ ৫

শ্রীশঃ——

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

চতুর্থোঽধ্যায়।

৮

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌,
যস্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

অন্বয়ঃ—ঋচঃ অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ (ব্যোম্নি) নিষেদুঃ। যস্মিন্‌ (অক্ষরে) বিশ্বে দেবা অধিনিষেদুঃ, যঃ তম্‌ ন বেদ, ("স") ঋচা কিম্‌ করিষ্যতি? য ইৎ (ইত্থম্‌) তদ্‌ বিদুঃ তে ইমে সমাসতে॥

বিষমপদব্যাখ্যা—"ঋচঃ"—ঋচ্যন্তে অর্চ্চ্যন্তে আভিঃ দেবা ইতি—"ঋচ স্তুতৌ" ক্বিপ্‌।

দেবতাগণকে যাহার দ্বারা স্তব করা যায়, তাহা, অতএব এস্থলে ঋক্ শব্দ সমস্ত বেদের উপলক্ষণ, অর্থাৎ ঋগাদি সমস্ত বেদ। "ঋগাদি সর্ব্বে বেদা" ইতি বিজ্ঞানভগবৎ। "অক্ষরে"—অবিনশ্বর অথবা ব্যাপক কারণ। "ব্যাপিনি কারণে" ইতি শঙ্করানন্দঃ। ন ক্ষরতি ইত্যক্ষরম্ সর্ব্বম্ অশ্নুতে ইতি বা, ক্ষরম্।

"পরমে"—নিরতিশয় উৎকৃষ্ট, বস্তুতঃ অনবচ্ছিন্ন নিত্য শুদ্ধ। "ব্যোমন্"—ব্যোম্নি ইত্যর্থঃ; অত্র লুপ্তসপ্তম্যেকবচনম্ ছান্দসাৎ স্মোঢ়ব্যম্, আকাশ-শব্দ-বাচ্য পরমাত্মাতে; এস্থলে ব্যোম অর্থাৎ আকাশ শব্দ পরমাত্মা, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আকাশ শব্দের অর্থ যে "পরমাত্মা" "পরব্রহ্ম"—তাহা "আকাশো বৈ নাম নামরূপ "যোনির্বহিতা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। "বিশ্বে"—সমস্ত "নিষেদুঃ" আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল। "যঃ"—যে অধিকারী। "তম্" শব্দার্থাধিষ্ঠান ভূতম্ পরমাত্মানম্, শব্দ এবং অর্থের একমাত্র অধিষ্ঠানভূমি সেই পরমাত্মাকে। "ন বেদ" জানে না। সেই ব্যক্তি, "ঋচা"—ঋগাদি দ্বারা অর্থাৎ অপ্রবিষ্টভাবে মাত্র ঋগাদির উচ্চারণ দ্বারা "কিম্ করিষ্যতি"—কি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে? এস্থলে "কিম্" শব্দ আক্ষেপার্থে প্রযুক্ত। "যে" যে সকল অধিকারিবর্গ। "ইৎ"—ইত্থং—এই প্রকারে অর্থাৎ বেদোদিত উপদেশানুসারে। "তম্ বিদুঃ" তাঁহাকে জানেন। "তে ইমে" এবম্বিধ বিদ-বিহিত ক্রিয়ানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন সেই মহাত্মবৃন্দ। "সমাসতে" সম্যগুপবেশনং করোতি; সম্যক্ প্রকারে সেইব্রহ্মে উপবেশন করেন, অর্থাৎ আনন্দাত্মস্বরূপে সর্ব্বব্যাপী হয়েন।

মন্ত্রার্থঃ—ঋগাদি সমস্ত বেদ, সেই অবিনশ্বর, ব্যাপক, নিরতিশয় উৎকর্ষভাক্, অনবচ্ছিন্ন এবং নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, বেদ-ত্রয়ের এক মাত্র প্রতিপাদ্য সেই চিৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম। যে পরমাত্মায় সমস্ত দেবগণ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে আশ্রিত রহিয়াছেন। দেবতারা যাঁহার দিব্য জ্যোতির বিকাশস্থল, সেই সর্ব্ব-বেদবেদ্য পরাৎপর-পরমাত্মাকে না জানিয়া, তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের প্রতি উদাসীন থাকিয়া—যে ব্যক্তি অপ্রবিষ্টভাবে এবং অবুদ্ধি সহকারে মাত্র কর্ম্ম-লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া বেদাদি উচ্চারণ করে, সেই আহিতুণ্ডিকবৎ অর্থবিহীন-ভাষণশীল ব্যক্তির ঋগাদি বেদোচ্চারণে কোনই ফল হয় না। তাঁহার বেদপাঠ ব্যর্থ হয়। আর যাঁহারা বেদ-বিধি অনুসারে তাঁহাকে মনোরাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার চিন্তা করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাদের বেদপাঠই যথার্থ বেদপাঠ। এই অনুশাসনের আরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

বিশেষব্যাখ্যা—বেদে পরমাত্মারই বিভূতি, তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় ও তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানের নিদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসন সমূহে কথিত হইয়াছে যে, পরমাত্মার কীর্ত্তনে—শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়; অধুনা সেই কীর্ত্তনাদির প্রকার প্রকটন করা যাইতেছে।

যাঁহার কথা চিন্তা করিলে জীবন নিষ্কলঙ্ক হয়, জীবনের ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়, সেই সর্ব্বভ্রান্তিহর পরমপুরুষের যখন চিন্তা না কীর্ত্তন করা যায়, তখন যদি তাঁহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা থাকে, তবে তাদৃশী অর্থ-হীনা ভাবনা বা কীর্ত্তনায় কোনই ফল হয় না; অর্থ না বুঝিয়া সাপের মন্ত্রের ন্যায় বেদমন্ত্রের উচ্চারণে পাপক্ষয় হয় না, বা বেদগানজনিত অপূর্ব্ব আনন্দ লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁহার চরণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যে তাঁহার উপাসনা করে, সে-ই বাস্তবিক অনুপম আনন্দলাভের অধিকারী, তাঁহার একমাত্র প্রিয়;—তাই ভগবান নিজেই বলিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনোয়ে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে"।
"শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ"।

আসল কথা—জ্ঞান। যখন যাহা কর, জ্ঞানপূর্ব্বক করিও; অজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ভাব-বিহীন হইয়া যে কার্য্যই করনা কেন, তাহাতে সফলকাম হইতে পারিবে না। কর্ম্ম কর, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক করিও, অবুদ্ধভাবে কোন কার্য্য করিও না। বুদ্ধির আদিকারণ সমাধি, অতএব সমাধি অবলম্বন কর; সমাধিহীন ক্রিয়া ফল-পুষ্পবিহীন লতি-কার ন্যায়। সে ক্রিয়ার ফল মাত্র শারীরিক এবং মানসিক গ্লানি, অন্য কিছুই নয়।

৯

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি,
ভূতং ভব্যং যচ্চবেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ॥

অন্বয়ঃ—ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবঃ ব্রতানি, ভূতম্ ভব্যম্ যৎ চ (যদিতিবর্ত্তমানং) বেদাঃ বদন্তি (যেষাং বেদা এব প্রমাণত্বেন গৃহ্যন্তে) তৎ সর্ব্বম্ অস্মাৎ প্রকৃতাৎ অক্ষরাৎ ব্রহ্মণঃ সমুৎপদ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ" (শঙ্করঃ)। (কথম্ অবিকারিব্রহ্মণঃ জগ-দুপাদনত্বম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ) মায়ী এতৎ বিশ্বম্ সৃজতে, তস্মিন্ অন্যঃ ইব— মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ সন্ সংসার-সমুদ্রে ভ্রমতি"—শঙ্করসম্মতঃ অন্বয়ঃ। শঙ্করানন্দ-নারায়ণ-বিজ্ঞান-ভগবদাদয়ঃ ব্যাখ্যাতারঃ পক্ষান্তরাণি ব্যাখ্যাতবন্তঃ, বিস্তৃতিভিয়া পরিত্যক্তম্ তৎসর্ব্বম্॥

বিষমপদব্যাখ্যা—"ছন্দাংসি" ঋগ্-যজুঃ সামাথর্ব্বাঙ্গিরসনামধেয় বেদাদি। "যজ্ঞাঃ" দেবপূজা প্রভৃতি এবং দানাদি, "যজ দেবার্চ্চাদান সঙ্গকতৌ" ইতিধাতো "ন"। "ক্রতবঃ"—জ্যোতিষ্টোমাদি, "ব্রতানি"— চান্দ্রায়ণ অনশন প্রভৃতি যম নিয়ম সমূহ। "ভূতম্" অতীত। "ভব্যম্" ভবিষ্যৎ। "যৎ চ" এবম্ বর্ত্তমান। "বেদাঃ বদন্তি"— বেদ বলিয়া থাকেন, বেদে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্য অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানরূপে অবস্থিত, এই যে জগৎ-প্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণ বেদ, অর্থাৎ বেদ যাহার প্রমাণ করিতেছে। "তৎ সর্ব্বম্" সেই সমস্তই। "অস্মাৎ" এই বর্ণিত অবিনাশী এবং অবিকারী ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। বিকারবিহীন ব্রহ্ম হইতে কিরূপে বিকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল, এই আশঙ্কায়, কথিত হইতেছে—"মায়ী"— মায়া-উপাধিবিশিষ্ট হইয়া। "সর্ব্বং সৃজতে"

সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন। তিনি কূটস্থ হইয়াও মায়ারূপ উপাধি পরিগ্রহ নিবন্ধন স্বকীয় মায়াময়ী শক্তির বলে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন; মায়া-পরিগ্রহই তাঁহার সৃষ্টিকারিতার নিদান। "তস্মিন্" সেই সমষ্টি এবং ব্যষ্টিভাবাপন্ন কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে। "অন্য" অন্য ইব ইত্যর্থঃ, অন্যের ন্যায় অর্থাৎ সিসৃক্ষা-বশবর্ত্তী, অতএব ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্যের সদৃশ। "মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ" মায়াপাশবদ্ধ হইয়া। "সংসার সমুদ্রে ভ্রমতি" —এই সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন।

বঙ্গার্থঃ—পরমদেব পরমেশ্বর স্বকীয় মায়া-শক্তি দ্বারা পুরুষার্থ সাধন প্রতি-পাদক বেদাদি, এবং বেদ-প্রতিপাদ্য যাগাদি ও যাগাদি সাধ্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান প্রপঞ্চজাত সৃষ্টি করিয়া নিজের মায়াশক্তির বিবর্ত্তীভূত সমষ্টি এবং ব্যষ্টি-ময় কার্য্য-কারণাত্মক উপাধিতে জলে চন্দ্রের ন্যায় প্রবেশ করিয়া, বস্তুতঃ নির্লিপ্ত ভাবে অবিদ্যা-সম্ভূত কামকর্ম্মাদি দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া "জীব" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই প্রকটিত করিবার জন্য পঠ্যমান অনুশাসনের অবতারণা করা হইয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চ, যাহার প্রমাণস্থল বেদ, তৎসমস্তই এই অবিনাশী বিকারবিরহিত অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। অক্ষর অবিকার ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে ক্ষর এবং বিকৃত প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইল, এই আশঙ্কার পরিহার বাসনায় বলা যাইতেছে যে, তিনি মায়া পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই বিশ্ব-বিরচন ব্যাপার নির্ব্বাহিত করিতেছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চে স্বকীয় মায়াপাশ কর্ত্তৃক সংবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষ "জীব" এই আখ্যা গ্রহণ পুরঃসর অন্যের ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত ভাবে জীবরূপে অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় মায়া-পরি-কল্পিত সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তরঙ্গিনীর তরঙ্গ নিকরে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় বস্তুতঃ এই জগৎ-প্রপঞ্চে প্রতিনিয়ত অনুমেয়মান সেই বিশ্বনাথ প্রকৃতপক্ষে জগৎ হইতে নির্লিপ্ত, অবিদ্যা-রূপ পারদাবৃত বিশ্বমুকুরে তাঁহার প্রতি-বিম্বন হইতেছে সত্য, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দর্পণ-কল্পিত পদার্থের ন্যায় বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভূত। এস্থলে ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন—"প্রকৃতিম্ স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ। ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসী-নমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥"

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু
মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং
জগৎ॥

অন্বয়ঃ—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরং বিদ্যাৎ। তস্য (মহেশ্বরস্য) অবয়বভূতৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—অবয়বভূতৈঃ—কল্পিত সর্পাদিস্থানীয়ৈঃ মায়িকৈঃ স্বকীয়ৈঃ অঙ্গৈঃ—

সুখতরমপরং ন জাতু জানে হরি-
চরণ-স্মরণাহমৃতেন তুল্যম্ ॥৯॥

মুরঅরি হরি সরোজনয়ন
শঙ্খচক্রীরূপে করিতে রমণ
বিরত হ'য়োনা মনরে আমার,
হরি-পদস্মৃতি-সুধা ভিন্ন আর
সুখ-সম্ভাবনা কি আছে এমন
কোথায়—আমি তা জানিনা কেমন ॥ ৯ ॥

মাভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা
যামীশ্চিরং যাতনা,
নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ
স্বামী নন্বু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং
ধ্যায়স্ব নারায়ণং,
লোকস্যব্যসনাপনোদনকরো
দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

কেন ভ্রান্ত মন, কাতর এমন,
কেন চিন্তানলে সন্তাপিত?
যমের যাতনা, রবেনা রবেনা,
রিপুগণ রবে পরাভূত।
অলসতা ছাড়ি, ভজ ভক্তি করি
ভকতি-সুলভ নারায়ণ;
জগৎ-ব্যসন তিনিই নাশন
দাসের কি তিনি ন'ন ॥ ১০ ॥

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতা-
নাম্।
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতা-
নাম্।
বিষম-বিষয়-তোয়ে মজ্জতা-
মপ্লবানাং,
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো
নরাণাম্ ॥ ১১ ॥

দুহিতৃ কলত্র সুত ত্রাণ ভারাবৃত,
বিষম বিষয়-তোয়ে ভব-সিন্ধুগত,
মগ্ন যারা-দ্বন্দ্ব-বাতাহত যত আর;
বিষ্ণুই আশ্রয়-তরী হউন সবার। ১১।

রজসি নিপতিতানাং মোহজালা-
বৃতানাং
জনন মরণ দোলা দুর্গ সংসর্গ-
গানাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং,
কুশলপথ-নিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরা-
ণাম্ ॥১২॥

ধূলি-বিলুণ্ঠিত কিম্বা মোহজালাবৃত,
জন্ম-মৃত্যুজ্বালাগ্রস্ত অথবা পীড়িত,
সে সবের হিতপথ প্রযোজকরূপে
চক্রপাণি নিরাশ্রয়-আশ্রয় স্বরূপে
একমাত্র বিষ্ণু সদা বিদ্যমান ॥১২॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং
ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া
কেবলমাত্মসাৎকুরু ॥১৩॥

পতিত আমি যে ভীম ভব-সিন্ধুনীরে
অপরাধ সহস্র যে আমার শরীরে;
হে হরি! শরণাগত গতিহীন জনে
প্রদান সাযুজ্য-মুক্তি নিজ কৃপাগুণে ॥১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মাচমেস্যাৎ কুভাবো,
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যা দৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ,
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো
ভবেয়ম্ ॥১৪॥

মুকুন্দ মূর্দ্ধা প্রণিপত্য যাচে-
ভবন্তমেকান্ত মিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে ভবে-
ভবে মেঽস্তু তবপ্রসাদাৎ॥৪॥

প্রণতশিরে বলি তোমারে,
শুনহে মুকুন্দ এ চির কিঙ্করে,
একান্ত মনে প্রার্থনা হরি!
জন্ম হয় হ'ক্ কি দুখ আমারি?
প্রীতি জন্মে যেন থাকে হে স্মরণে
তোমারি প্রসাদে তোমারি চরণে॥৪॥

শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজমধুনো-
মহদদ্ভুতম্,
তৎপায়িনো নমুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি-
যদপায়িনঃ॥৫॥

গোবিন্দের চরণ-সরোজে
মহৎ অপূর্ব্ব মধু রাজে,
পিয়ে যেই একবার,
পিয়ে সেই বারম্বার;
কভু যেই করে নাই পান,
ত্যাগে নহে কাতর পরাণ॥৫॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব
হেতুং,
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি
রন্তুম্,
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাব-
য়েয়ং ভবন্তম্॥৬॥

মুক্তির কারণ চরণ বন্দন
করিনাই হরি গুণ নিবেদন,
কিম্বা কুম্ভীপাক নিবারণ তরে,
অথবা নন্দন কানন মাঝারে
রম্যারামা সনে খেলিতে পুলকে
ডাকি নাই হরি! কখন তোমাকে;
হৃদয়ে রাখিয়া কখন তোমায়
চিন্তিনাই ওহে হরি দয়াময়॥৬॥

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু-নিচয়ে নৈব
কামোপভোগে,
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব-
কর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-
জন্মান্তরেঽপি,
ত্বৎ পদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা
ভক্তিরস্তু॥৭॥

ধর্ম্মে আস্থানাই—ধনে নাহিক যতন,
কাম-উপভোগ বাঞ্ছা নাহি করে মন;
যাহবার হ'ক্ পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে,
করি এ কামনা বিভো! কাতরঅন্তরে,
চরণ-সরোজে তব অচলা ভকতি
জন্মজন্মান্তরে যেন থাকে হে শ্রীপতি॥৭॥

দিবিবা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্ত! প্রকামম্।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ
তে মরণে বিচিন্তয়ামি॥৮॥

ত্রিদিবে অথবা মর্ত্তে কিম্বা নরকেতে
বাস হয় হ'ক্ হরি নাহি দুঃখ তাতে;
শারদ সরোজ সম তোমার চরণে—
নরকান্তকারি! চিন্তি জীবনে মরণে॥৮॥

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি
মা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্।

সুখতরমপরং ন জাতু জানে হরি-
চরণ-স্মরণাহমৃতেন তুল্যম্ ॥৯॥

মুরঅরি হরি সরোজনয়ন
শঙ্খচক্রীরূপে করিতে রমণ
বিরত হ'য়োনা মনরে আমার,
হরি-পদস্মৃতি-সুধা ভিন্ন আর
সুখ-সম্ভাবনা কি আছে এমন
কোথায়—আমি তা জানিনা কেমন ॥ ৯ ॥

মাভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা
যামীশ্চিরং যাতনা,
নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ
স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং
ধ্যায়স্ব নারায়ণং,
লোকস্যব্যসনাপনোদনকরো
দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

কেন ভ্রান্ত মন, কাতর এমন,
কেন চিন্তানলে সন্তাপিত ?
যমের যাতনা, রবেনা রবেনা,
রিপুগণ রবে পরাভূত।
অলসতা ছাড়ি, ভজ ভক্তি করি
ভকতি-সুলভ নারায়ণ ;
জগৎ-ব্যসন তিনিই নাশন
দাসের কি তিনি ন'ন ॥ ১০ ॥

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতা-
নাম্।
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতা-
নাম্।
বিষম-বিষয়-তোয়ে মজ্জতা-
মপ্লবানাং,
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো
নরাণাম্ ॥ ১১ ॥

দব নিজ সুত ত্রাণ ভারাবৃত,
দুহিতৃ ...
বিষম বিষয়-তোয়ে ভব-সিন্ধুগত,
মগ্ন যারা-দ্বন্দ্ব-বাতাহত যত আর,
বিষ্ণুই আশ্রয়-তরী হউন সবার। ১১।

রজসি নিপতিতানাং মোহজালা-
বৃতানাং
জনন মরণ দোলা দুর্গ সংসর্গ-
গানাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং,
কুশলপথ-নিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরা-
ণাম্ ॥১২॥

ধূলি-বিলুণ্ঠিত কিম্বা মোহজালাবৃত,
জন্ম-মৃত্যুজ্বালাগ্রস্ত অথবা পীড়িত,
সে সবের হিতপথ প্রযোজকরূপে
চক্রপাণি নিরাশ্রয়-আশ্রয় স্বরূপে
একমাত্র বিষ্ণু সদা বিদ্যমান ॥১২ ॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং
ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া
কেবলমাত্মসাৎকুরু ॥১৩॥

পতিত আমি যে ভীম ভব-সিন্ধুনীরে,
অপরাধ সহস্র যে আমার শরীরে ;
হে হরি! শরণাগত গতিহীন জনে
প্রদান সাযুজ্য-মুক্তি নিজ কৃপাগুণে ॥১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মাচমেস্যাৎ কুভাবো,
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যা দৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ,
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো
ভবেয়ম্ ॥১৪॥

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্র... যাচে-
ভবন্তমেকান্ত মিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে ভবে-
ভবে মেহস্তু তবপ্রসাদাৎ ॥৪॥

প্রণতশিরে বলি তোমারে,
শুনহে মুকুন্দ এ চির কিঙ্করে,
একান্ত মনে প্রার্থনা হরি!
জন্ম হয় হ'ক্ কি দুখ আমারি?
প্রতি জন্মে যেন থাকে হে স্মরণে
তোমারি প্রসাদে তোমারি চরণে ॥৪॥

শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজমধুনো-
মহদদ্ভুতম্,
তৎপায়িনো নমুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি-
যদপায়িনঃ ॥৫॥

গোবিন্দের চরণ-সরোজে
মহৎ অপূর্ব্ব মধু রাজে,
পিয়ে যেই একবার,
পিয়ে সেই বারম্বার;
কভু যেই করে নাই পান,
ত্যাগে নহে কাতর পরাণ ॥ ৫ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব
হেতুং,
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি
রন্তুম্,
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাব-
য়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

মুক্তির কারণ চরণ বন্দন
করিনাই হরি গুণ নিবেদন,
কিম্বা কুম্ভীপাক নিবারণ তরে,
অথবা নন্দন কানন মাঝারে
রম্যারামা সনে খেলিতে পুলকে
ডাকি নাই হরি! কখন তোমাকে;
হৃদয়ে রাখিয়া কখন তোমায়
চিন্তিনাই ওহে হরি দয়াময় ॥ ৬ ॥

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু-নিচয়ে নৈব
কামোপভোগে,
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব-
কর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-
জন্মান্তরেঽপি,
ত্বৎ পদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা
ভক্তিরস্তু ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মে আস্থানাই—ধনে নাহিক যতন,
কাম-উপভোগ বাঞ্ছা নাহি করে মন;
যাহবার হ'ক্ পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে,
করি এ কামনা বিভো! কাতরঅন্তরে,
চরণ-সরোজে তব অচলা ভকতি
জন্মজন্মান্তরে যেন থাকে হে শ্রীপতি ॥৭॥

দিবিবা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্ত! প্রকামম্।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ
তে মরণে বিচিন্তয়ামি ॥৮॥

ত্রিদিবে অথবা মর্ত্তে কিম্বা নরকেতে
বাস হয় হ'ক্ হরি নাহি দুঃখ তাতে;
শারদ সরোজ সম তোমার চরণে—
নরকান্তকারি! চিন্তি জীবনে মরণে ॥৮॥

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি
মা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্।

ঢল্ ঢল্ করে কণ্ঠে দুর্জ্জয় গরল,
শন্ শন্ ভ্রমে সর্প দেহে অবিরল,
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট উপর,
এসব উত্তাপে দগ্ধ সদা গঙ্গাধর।
পাছে আরো জ্বালা বাড়ে ছাড়িলে গঙ্গায়,
তাই শিব মাথা হ'তে নামাতে না চায়!

মহাদেবই দরিদ্রের একমাত্র উপাস্য দেবতা কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

মূর্ত্তি মৃদা বিল্বদলেন পূজা,
অযত্নসাধ্যং বদনেন বাদ্যম্।
ফলঞ্চ সাযুজ্য-পদ প্রদানং
নিঃস্বস্য বিশ্বেশ্বর এব দেবঃ॥

মূর্ত্তিটী গড়িতে চাই মৃত্তিকা কেবল,
পূজা করিবারে চাই শুধু বিল্বদল,
ঢাক ঢোল বাদ্যযন্ত্রে কিবা প্রয়োজন?
গালবাদ্যে সেই কার্য্য হইবে সাধন।
তথাপি সাযুজ্য-ফল দেন নিরন্তর,
দরিদ্রের একমাত্র দেব দিগম্বর।

মহাদেবের যথেষ্ট সহায় থাকিলেও তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

স্বয়ং সুরেশঃ শ্বশুরো নগেশঃ
সখা ধনেশস্তনয়ো গণেশঃ।
তথাপি ভিক্ষাটনতে মহেশঃ
কপালবহ্নেরিয়মেব রীতিঃ॥

স্বয়ং সুরেশ, যাঁর শ্বশুর নগেশ,
সুহৃদ্ ধনেশ, যাঁর তনয় গণেশ,
ভিক্ষার ঝুলিটী তবু লইয়া মহেশ
ঘুরে ঘুরে পান কত যন্ত্রণা অশেষ।
হায়রে! সংসারে পোড়া কপাল যাহার,
যতই সহায় থাক্, সুখ নাহি তার!

মহাদেব নিজ দেহে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

একা ভার্য্যা সমররসিকা নিম্নগা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রো জ্যেষ্ঠো দ্বিরদবদনঃ ষন্মুখোঽহন্তঃ কনিষ্ঠঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী চ কপিবদনং বাহনং পুঙ্গবেশঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ॥

এক ভার্য্যা ভালবাসে করিবারে রণ,
দ্বিতীয়টা নিম্নগামী তায় সর্ব্বক্ষণ,
জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের হস্তিমুখ আর,
কনিষ্ঠ কার্ত্তিক যেটী, ছটী মুখ তার,
নন্দীর ভৃঙ্গীর মুখ বানরের প্রায়,
বাহন গরুটী বটে, দুধ নাহি তায়;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
ছাই ভস্ম মাখে শিব পাগল হইয়া।

মহাদেব কি কারণে বিষ পান করিয়াছিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতিদিনং সিংহাবলোকাদ্ভিয়া,
পশ্যন্ মত্তময়ূরমস্তকচরং ভূষাভুজঙ্গব্রজঃ।
কৃত্তিং কৃন্ততি মূষিকোঽপি রজনৌ ভিক্ষায় মা ভক্ষয়ন্,
দুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরো হলাহলং পীতবান্॥

সিংহ দেখি বৃদ্ধ বৃষ নিত্যই পলায়,
ময়ূর দেখিয়া সর্প পলাইয়া যায়,
ইন্দুর ভিক্ষায় খায় হ'লে রাত্রিকাল,
চর্ম্মবস্ত্র কাটি পুনঃ বাড়ায় জঞ্জাল;
লোকে বলে দিগম্বর না দেখি বসন,
স্মরহর হলো নাম বধিয়া মদন;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
বিষ খেয়েছেন শিব মরিবার তরে!

একে শূলী, তার জ্বলে গলায় গরল,
যন্ত্রণায় তাই শিব হইয়া বিহ্বল,
অপর্ণা পার্ব্বতী মহারোগ-বিনাশিনী
একমাত্র ওষধিরে সার মনে গণি,
মহানন্দে লইলেন তাঁহারি আশ্রয়,
সে অবধি হয়েছেন ভবে মৃত্যুঞ্জয়!

মহাদেব কালীর চরণ চিরকাল বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

দেবৈর্মথিত দুগ্ধ-সাগরতলাদুত্থাপিতং ভীষণং
পীত্বা ভূরি বিষং পুনঃ পশুপতিস্তজ্জ্বালয়া বিহ্বলঃ।
বিন্যস্তোরসি কালিকাপদযুগং কৈবল্যদং শীতলং।
সংপ্রাপ্যাতুলনির্বৃতিঞ্চ বহুলামদ্যাপি তন্নোজ্ঝতি॥

দেবগণ করে যবে সমুদ্র মন্থন,
পরম প্রচণ্ড বিষ উঠিল তখন।
চক্ চক্ করি সেই বিষপান করি,
ছট্‌ফট্ করে হর বহুকাল ধরি।
অবশেষে বুঝে কালী-চরণ-কমল
একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল;
আনন্দে মাতিয়া তাই দেব দিগম্বর
কালী পদ-যুগ নিজ বক্ষের উপর
রাখিয়া পরম সুখে বিভোর হইয়া
দুর্জ্জয় বিষের জ্বালা গিয়াছে ভুলিয়া।
ছাড়িলে বিষের জ্বালা পুনঃ বেড়ে যায়,
অদ্যাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায়!

মহাদেব বিষপান-কালে কিছুমাত্র প্রাণের আশঙ্কা করেন নাই কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

হরতা মম সুরতটিনী—
ব্যতিকর মরণেঽপি তুল্যৈব।
গঙ্গাধর ইতি গরলং
করতলতরলং নিজগ্রাস॥

এখন স্বয়ং শিব আছি এই ভবে,
বিষপানে মৃত্যু হ'লে শিবত্বই রবে।
পবিত্র জাহ্নবী-জল স্পর্শ যদি করে,
শবের শিবত্ব হয়, জানি এসংসারে!
যে শিবত্ব সে শিবত্ব থাকিবে আমার,
বিষপানে তবে মোর ভয় কিবা আর?
গঙ্গাধর মনে মনে ইহাই বিচারি
বিষপান করিলেন আশঙ্কা না করি!

অন্নদান করিয়া এই ত্রিসংসার রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে কি কারণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

সীমন্তিনী যস্য গৃহেঽন্নপূর্ণা
ত্রিলোকরক্ষাকরণেঽন্নদানৈঃ।
সংভিক্ষতে সোঽপি কপালপাণি
ল'লাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥

অন্নদানে ত্রিসংসার রাখিবার তরে
ভগবতী অন্নপূর্ণা নিত্য যাঁর ঘরে,
লইয়া মড়ার মাথা তবু সেই হর
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হইয়া কাতর!
এই ত্রিভুবনে হেন কেবা কোথা রয়,
ললাটের-বিধিলিপি যেবা করে লয়?

মহাদেব কি কারণে গঙ্গাদেবীকে মস্তক হইতে নামাইতে চাহেন না, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কণ্ঠে গরলমত্যুগ্রমঙ্গেঽহিরলিকে শিখী।
ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গামুত্তমাঙ্গান্ন মুঞ্চতি॥

ঢল্ ঢল্ করে কণ্ঠে দুর্জ্জয় গরল,
শন্ শন্ ভ্রমে সর্প দেহে অবিরল,
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট উপর,
এসব উত্তাপে দগ্ধ সদা গঙ্গাধর।
পাছে আরো জ্বালা বাড়ে ছাড়িলে গঙ্গায়,
তাই শিব মাথা হ'তে নামাতে না চায়!

মহাদেবই দরিদ্রের একমাত্র উপাস্য দেবতা কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

মূর্ত্তি মৃদা বিল্বদলেন পূজা,
অযত্নসাধ্যং বদনেন বাদ্যম্।
ফলঞ্চ সাযুজ্য-পদ-প্রদানং
নিঃস্বস্য বিশ্বেশ্বর এব দেবঃ॥

মূর্ত্তিটী গড়িতে চাই মৃত্তিকা কেবল,
পূজা করিবারে চাই শুধু বিল্বদল,
ঢাক ঢোল বাদ্যযন্ত্রে কিবা প্রয়োজন?
গালবাদ্যে সেই কার্য্য হইবে সাধন।
তথাপি সাযুজ্য-ফল দেন নিরন্তর,
দরিদ্রের একমাত্র দেব দিগম্বর।

মহাদেবের যথেষ্ট সহায় থাকিলেও তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

স্বয়ং সুরেশঃ শ্বশুরো নগেশঃ
সখা ধনেশ স্তনয়ো গণেশঃ।
তথাপি ভিক্ষাটনতে মহেশঃ
কপালবন্তেরিয়মেব রীতিঃ॥

স্বয়ং সুরেশ, যাঁর শ্বশুর নগেশ,
সুহৃদ্ ধনেশ, যাঁর তনয় গণেশ,
ভিক্ষার ঝুলিটী তবু লইয়া মহেশ
ঘুরে ঘুরে পান কত যন্ত্রণা অশেষ।
হায়রে! সংসারে পোড়া কপাল যাহার,
যতই সহায় থাক্, সুখ নাহি তার!

মহাদেব নিজ দেহে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন কেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

একা ভার্য্যা সমররসিকা নিম্নগা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রোজ্যেষ্ঠো দ্বিরদবদনঃষণ্মুখোঽন্যতঃ কনিষ্ঠঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী চ কপিবদনং বাহনং পুঙ্গবেশঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ॥

এক ভার্য্যা ভালবাসে করিবারে রণ,
দ্বিতীয়টী নিম্নগামী তায় সর্ব্বক্ষণ,
জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশের হস্তিমুখ আর,
কনিষ্ঠ কার্ত্তিক যেটী, ছটী মুখ তার,
নন্দীর ভৃঙ্গীর মুখ বানরের প্রায়,
বাহন গরুটী বটে, দুধ নাহি তায়;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া
ছাই ভস্ম মাখে শিব পাগল হইয়া।

মহাদেব কি কারণে বিষ পান করিয়াছিলেন, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপলায়তে প্রতিদিনং সিংহাবলোকাদ্ভিয়া,
পন্নগান্ মত্তময়ূরমস্তিকচরং ভূষাভুজঙ্গব্রজঃ।
কৃত্তিং কৃন্ততি মূষিকোঽপি রজনৌ ভিক্ষায় মা ভক্ষয়ন্,
দুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরো হলাহলং পীতবান্॥

সিংহ দেখি বৃদ্ধ বৃষ নিত্যই পলায়,
ময়ুর দেখিয়া সর্প পলাইয়া যায়,
ইন্দুর ভিক্ষায় খায় হ'লে রাত্রিকাল,
চর্ম্মবস্ত্র কাটি পুনঃ বাড়ায় জঞ্জাল;
লোকে বলে দিগম্বর না দেখি বসন,
স্মরহর হলো নাম বধিয়া মদন;—
এসব দুঃখের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
বিষ খেয়েছেন শিব মরিবার তরে!

একে শূলী, তায় জ্বলে গলায় গরল,
যন্ত্রণায় তাই শিব হইয়া বিহ্বল,
অপর্ণা পার্ব্বতী মহারোগ-বিনাশিনী
একমাত্র ঔষধিরে সার মনে গণি,
মহানন্দে লইলেন তাঁহারি আশ্রয়,
সে অবধি হয়েছেন ভবে মৃত্যুঞ্জয়!

মহাদেব কালীর চরণ চিরকাল বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

দেবৈ র্মন্থিত দুগ্ধ-সাগরতলাদুত্থাপিতং ভীষণং
পীত্বা ভূরি বিষং পুনঃ পশুপতিস্তৎজ্বালয়া বিহ্বলঃ।
বিষ্ণুস্তোরপি কালিকাপদযুগং কৈবল্যদং শীতলং।
সংপ্রাপ্যাতুলনির্বৃতিঞ্চ বহুলামদ্যাপি তন্নোজ্ঝতি॥

দেবগণ করে যবে সমুদ্র মন্থন,
পরম প্রচণ্ড বিষ উঠিল তখন।
চক্ চক্ করি সেই বিষপান করি,
ছট্‌ফট্ করে হর বহুকাল ধরি।
অবশেষে বুঝে কালী-চরণ-কমল
একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল;
আনন্দে মাতিয়া তাই দেব দিগম্বর
কালী পদ-যুগ নিজ বক্ষের উপর
রাখিয়া পরম সুখে বিভোর হইয়া
দুর্জ্জয় বিষের জ্বালা গিয়াছে ভুলিয়া।
ছাড়িলে বিষের জ্বালা পুনঃ বেড়ে যায়,
অদ্যাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায়!

মহাদেব বিষপান-কালে কিছুমাত্র প্রাণের আশঙ্কা করেন নাই কেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

হরতা মম সুরতটিনী—
ব্যতিকর মরণেঽপি তুষ্টৈব।
গঙ্গাধর ইতি গরলং
করতলতরলং নিজগ্রাস॥

এখন স্বয়ং শিব আছি এই ভবে,
বিষপানে মৃত্যু হ'লে শিবত্বই রবে।
পবিত্র জাহ্নবী জল স্পর্শ যদি করে,
শবের শিবত্ব হয়, জানি এসংসারে!
যে শিবত্ব সে শিবত্ব থাকিবে আমার,
বিষপানে তবে মোর ভয় কিবা আর?
গঙ্গাধর মনে মনে ইহাই বিচারি
বিষপান করিলেন আশঙ্কা না করি!

অন্নদান করিয়া এই ত্রিসংসার রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে কি কারণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

সীমন্তিনী যস্য গৃহেঽন্নপূর্ণা
ত্রিলোকরক্ষাকরণেঽন্নদানৈঃ।
সংভিক্ষতে সোঽপি কপালপাণি
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥

অন্নদানে ত্রিসংসার রাখিবার তরে
ভগবতী অন্নপূর্ণা নিত্য যাঁর ঘরে,
লইয়া মড়ার মাথা তবু সেই হর
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হইয়া কাতর!
এই ত্রিভুবনে হেন কেবা কোথা রয়,
ললাটের-বিধিলিপি যেবা করে লয়?

মহাদেব কি কারণে গঙ্গাদেবীকে মস্তক হইতে নামাইতে চাহেন না, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কণ্ঠে গরলমত্যুগ্রমঙ্গেঽহিরলিকে শিখী।
ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গামুত্তমাঙ্গান্ন মুঞ্চতি॥

কেমন গৃহটী, কে কে সহচর আর?
তোমার বংশীয় পূর্ব্বলোক কে কে রয়?
পিতা মাতা কেবা তব, দাও পরিচয়।
শিবের বিবাহকালে বসিয়া সভায়,
কুলগুরু জিজ্ঞাসেন এসব তাঁহায়।
প্রশ্নের উত্তর-দানে অক্ষম হইয়া,
লজ্জায় অধোমুখ হ'য়ে রহেন বসিয়া।
মনের দুঃখেতে তাই দেব ত্রিলোচন
অদ্যাপি শ্মশানে নিত্য করেন ভ্রমণ।

মহাদেব চিরকাল শ্মশানবাসী হইয়াও কি কারণে গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন, তাহা কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে কহিতেছেন:—

উজ্ঝিত্বা দিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানশ্চিরং
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাস-হর্ম্যাশ্রয়ঃ।
ত্যক্ত্বা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগনিচয়ঃ শ্রীখণ্ডসারদ্রবৈ-
র্দেবেশো হিমাদ্রিজা পরিণয়ঃ গৃহস্থঃ শিবঃ ॥

শিবানে করেন শিব বিবাহ যখন,
অমনি হ'লেন শিব গৃহস্থ তখন;—
দিগ্বসন পরিহরি দেব ত্রিলোচন
পরিধান করিলেন সুন্দর বসন;
ত্যজিয়া শ্মশান-ভূমি দেব পশুপতি
সুরম্য কৈলাসে গিয়া করেন বসতি;
চিতাভস্ম পরিহরি অমনি সত্বর
চন্দনেতে অঙ্গরাগ করিলেন হর।
ধন্য ধন্য শিবানীর শুভ পরিণয়,
গৃহস্থ-আশ্রম শিব করেন আশ্রয়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

ওঁ তৎসৎ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

(বঙ্গানুবাদিতা।)

প্রথমাবল্লী।

যজ্ঞফল-কামনায় বাজশ্রবা ঋষি
করিলা সর্ব্বস্ব দান; নচিকেতা নামে
ছিল তাঁর পুত্র এক; বিভাগের কালে
দক্ষিণা প্রদান জন্য গাভীসমূহেরে,
শ্রদ্ধার আবেশ হ'ল সাধু সে বালকে। ১।২
ভাবিতে লাগিলা সেই, যেই যজমান
পীতোদক, ভুক্ততৃণ, ইন্দ্রিয়বিহীন
দুগ্ধ-দোহ গাভীগণে করয়ে প্রদান,
অনন্দা লোকেতে তার হয় অধিষ্ঠান। ৩।
"আমায় কাহাকে দিবে?" সুধিলা জনকে
একে একে তিনবার; হয়ে ক্রোধান্বিত,
"তোমায় মৃত্যুকে দিব" বলিলেন পিতা। ৪

১। বাজশ্রবা বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে হইলে দক্ষিণারূপে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়। তাই তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। ১।

২। শ্রদ্ধা—আস্তিকী বুদ্ধি, ধর্ম্মভাব।

৩। পীতোদক—যাহাদের জল পান শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা পুনর্ব্বার জল পান করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবে।

ভুক্ততৃণ…যাহাদের তৃণভক্ষণ শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা পুনর্ব্বার তৃণ ভক্ষণের পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিবে।

ইন্দ্রিয়বিহীন…সন্তান-জনন-শক্তিহীন (অত্যন্ত বার্দ্ধক্যাদি বশতঃ)

দুগ্ধদোহ…যাহার দুগ্ধ-দোহন কার্য্য শেষ হইয়াছে।

৪। নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন, পিতা এরূপ জীর্ণ গোসমূহ দক্ষিণাজন্য প্রদান করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার যজ্ঞফল সকলই বৃথা হইল; তাঁহাকে আনন্দশূন্য স্থানে বাস করিতে হইবে। অতএব পুত্র হইয়া

অনেক তনয় মধ্যে হইব প্রথম ;
না হই প্রথম যদি, অন্ততঃ মধ্যম ;
(অধম না হ'ব কভু এ কথা নিশ্চয়)
কি কাজ যমের আছে, জানি না, যা পিতা
সম্পাদিত মোরে দিয়ে করিবেন আজ। ৫
(ভাবিতে ভাবিতে ইহা কহিলেক পুনঃ).
পূর্ব্ব মহাজনগণ করেছেন যাহা,
আলোচনা কর ; তথা দেখহ ভাবিয়া,
করেছেন যাহা পরবর্ত্তিসাধুগণ ;
মানব মরিয়া যায় শস্যের মতন
জীর্ণ হয়ে ; পুনঃ করে জনমগ্রহণ। ৬।
(তাইবলি কর পিতঃ সত্যাবলম্বন,
পাঠাও আমারে এবে শমন-সদন।)
(শুনি মুনি রাজশ্রবা সত্য পালিবারে
প্রেরিলা শমনালয়ে তনয়ে আপন।
না ছিলা আলয়ে যম, তাই একে একে
যাপিলা যামিনী তিন সেথা নচিকেতা।
আসিলে আলয়ে যম, যমাত্মীয়গণ
কহিলা সম্বোধি তাঁরে—ওহে বৈবস্বত !
অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহে বৈশ্বানর সম
প্রবেশেন, তেঁই তাঁয় পাদ্যাসন দিয়া
শান্তির বিধান করে ; আনহ উদক। ৭।

অভুক্ত ব্রাহ্মণ যার গৃহে করে বাস,
হারায় সে অল্পবুদ্ধি—অজ্ঞাত বিজ্ঞাত
আশার সকল ফল ; সাধু-সহবাস,
সুনৃত বচন, যজ্ঞ, কূপাদি খনন-
সম্ভূত বিমল পুণ্য, পুত্র, পশুগণ। ৮।
(তখন কহিলা যম ঋষি-তনয়েরে)
হে ব্রাহ্মণ, নমস্কার ; (তোমার কৃপায়)
হউক মঙ্গল মোর ; তিন রাত্রি তুমি—
নমস্য অতিথি, তবু করিয়াছ বাস
অনশনে গৃহে মোর ; করহ প্রার্থনা,
নিশা প্রতি একবর, সমুদায়ে তিন ॥ ৯
(কহিলেন নচিকেতা)" ওহে যমরাজ,
তব অঙ্গীকৃত বর তিনটীর মাঝে
প্রথম প্রার্থনা এই—জনক আমার
গৌতম হয়েন যেন উৎকণ্ঠারহিত ;
বীতমন্যু, সুপ্রসন্ন আমার উপর ;
পরিত্যক্ত হয়ে যবে তব গ্রাস হ'তে
ফিরিয়া যাইব গেহে, চিনেন আমায়,
সাদরে সস্নেহে পুনঃ সম্ভাষেণ মোরে। ১০
(কহিলেন যম) "শুন, তোমার জনক
ঔদ্দালকি আরুণি র'বেন পূর্ব্ববৎ

আত্মপ্রদান করিয়াও পিতার যাহাতে যজ্ঞফল লাভ হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য ; এই ভাবিয়া তিনি পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন "কোন্ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা-রূপে আমায় দিবেন" ইহাতে উত্তর না দেওয়ায় তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

৫। যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করে, সে প্রথম পুত্র, যে পুত্র পিতার আদেশ পাইবা-মাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করে, সে মধ্যম পুত্র : যে পুত্র পিতার শাসনের ভয়ে কার্য্য করে, সে অধম পুত্র।

৬। এই শ্লোকে নচিকেতা অতীত ও বর্ত্তমান কালের সাধুগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পিতাকে বলিতে-ছেন যে, তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী ; আপনিও সত্যানুষ্ঠান করুন। মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা কেহ কখনও অজর ও অমর হইতে পারে না, শস্যের মত মানুষও উৎপত্তি এবং বিনাশের অধীন, অতএব মিথ্যাচরণে প্রয়োজন কি ? আপনার সত্য পালন করুন ও আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন।

৮। এই শ্লোকে মূলে আছে "ইষ্টাপূর্ত্তে" শাঙ্কর ভাষ্যে ইহার অর্থ ইষ্টং···যাগজম্। পূর্ত্তং—আরামাদি ক্রিয়াজং ফলম্।

আমি পূর্ত্তের প্রচলিত অর্থ···জলাশয়াদি খননই গ্রহণ করিয়াছি।

"বাপীকূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্ন-প্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥

৯। 'সমুদায়ে তিন···অর্থাৎ তিন রাত্রির জন্য তিনটী বর।

১০। বীতমন্যু···বিগতক্রোধ।

স্নেহপূর্ণ তব প্রতি, চিনিবেন তোমা
আমার আদেশে ; হেরি প্রমুক্ত তোমায়
মৃত্যুমুখ হ'তে, বীতমন্যু—সুখে তাঁর
নিশিতে হইবে নিদ্রা, হে ঋষিকুমার ! ১১
(কহিলেন নচিকেতা——)
হে মৃত্যো, নাহিক স্বর্গে কিছুমাত্র ভয় ;
না বিরাজ তুমি তথা, জরা না বিরাজে ;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রমি, শোকশূন্য হ'য়ে,
স্বর্গলোকে চিরানন্দ ভুঞ্জে নরগণ। ১২।
হে মৃত্যো, যে অগ্নি-কথা জান সবিশেষ,
যে অগ্নি সাধনভূত স্বর্গ-গমনের ;
যে অগ্নির বলে লোক স্বর্গবাসী হ'য়ে
অমৃতত্ব করে লাভ ; শ্রদ্ধাবান্ আমি—
দ্বিতীয় বরেতে চাহি সে অগ্নি-বিজ্ঞান। ১৩
(উত্তরিলা যম——)
স্বর্গের সাধনভূত সে অগ্নির কথা
জানি আমি নচিকেতঃ, জানি সবিশেষ ;
কহিব ও সবিশেষ—শুন মন দিয়া।
অনন্ত লোকাপ্তি হেতু, জগৎ-আশ্রয়,
গুহায় নিহিত বলি জানিবে ইঁহারে। ১৪।
লোকাদি অগ্নির কথা কহিলেন যম,
যে ইষ্টকা আবশ্যক অগ্নি চয়িবারে,
যেরূপে করিতে হয় অগ্নির চয়ন,
বলিলেন সবিশেষ ; নচিকেতা তার
করিলেন পুনরুক্তি, শুনি তুষ্ট হ'য়ে
বলিলেন যম পুনঃ "ওহে নচিকেতঃ !
এ বিষয়ে পুনঃ তোমা দিব একবর।
—এ অগ্নি তোমারি নামে হবে পরিচিত,
লও এই বহুরূপা সৃঙ্কা মনোহরা। ১৫।১৬।

১৩। অমৃতত্ব...অমরত্ব, দেবত্ব।
১৪। অনন্তলোকাপ্তি-হেতু...যাহা স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। গুহায়...বিদ্বান্‌গণের বুদ্ধিতে।
১৫।১৬। লোকাদি অগ্নি—সৃষ্ট বস্তুর আদি

মাতা পিতা-আচার্য্যের আদেশ লইয়া,
তিনবার করে যেই অগ্নির চয়ন,
যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, করে কর্ম্ম তিন,
জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে সেই জন ;
লভয়ে পরম শান্তি—বিদিত হইয়া—
নেহারিয়া তথা পূজ্য ব্রহ্মজজ্ঞ দেবে॥ ১৭
যে প্রকার—যতগুলি ইষ্টকা লাগিবে
অগ্নির চয়ন তরে, চয়নের রীতি,
জানি এই তিনে, যেই বিদ্যাবান জন
ত্রিবার করেন নিজে অগ্নির চয়ন,
শরীরপাতের পূর্ব্বে মৃত্যুর বন্ধন
দূর করি, এড়াইয়া শোকের যাতনা,
ভুঞ্জেন অপূর্ব্বানন্দ-স্বর্গলোকে থাকি॥ ১৮
এইত দ্বিতীয় বর—প্রার্থিত তোমার—
স্বর্গের সাধনভূত অগ্নি বিষয়ক ;
তব নামে অভিহিত করিবেক লোকে
এ অগ্নিরে, নচিকেতঃ ! মাগহ তৃতীয়। ১৯
(কহিলেন নচিকেতা)—"বিরাজে সংশয়
মৃত-নর-বিষয়ক ; কেহ কহে থাকে,
থাকে না—কেহবা কহে, মরিলে মানব ;
চাহি তাহ জানিবারে শেষ বরে তব ;
এই বিদ্যা লাভ করি তব উপদেশে। ২০

অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট অগ্নি। ইষ্টকা...কঙ্কাদি কার্য্য। সৃঙ্কা...শব্দবতী রত্নময়ী মালা ; (অথবা) অকুৎসিতা কর্ম্মময়ী গতি।
যম বলিলেন, অগ্নির একটী নাম "নচিকেতা" হইবে।
১৭। ব্রহ্মজজ্ঞদেব...ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—জ্ঞ—যিনি সমুদয় বস্তু জানেন,—সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্মজ ও জ্ঞ—ব্রহ্মজজ্ঞ ; যে দেব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ।
১৮। মৃত্যুর বন্ধন—মৃত্যুর বন্ধন স্বরূপ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি।
২০। এই শ্লোকে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মৃত মানব স্বর্গ ইহলোক হইতে

(কহিলেন যম——)
পুরাকালে দেবগণ ছিলেন সংশয়ী
এ বিষয়ে ; এই ধর্ম্ম নহে সুবিজ্ঞেয়।
সূক্ষ্ম ইহা, নচিকেতঃ! চাহ অন্যবর ;
করিওনা উপরোধ, ত্যজহ ইহারে। ২১।
(কহিলেন নচিকেতা)
নিশ্চয় সন্দেহযুক্ত ছিলা দেবগণ—
এ বিষয়ে ; কহিতেছ—নহে সুবিজ্ঞেয়
ধর্ম্ম এই ; কিন্তু তব সম বক্তা আর
নহে লভ্য ; অতএব ইহার সমান
নাহি অন্য কোন বর প্রার্থনীয় মোর। ২২
(কহিলেন যম)
করহ প্রার্থনা—পুত্র-পৌত্র দীর্ঘজীবী,
বহুপশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, ভূমিচয়,
স্বয়ং বাঁচিয়া থাক যথেচ্ছ বৎসর। ২৩।
যদি অন্যকোন বর ইহার সমান
বিত্ত বা চিরজীবিকা, রাজত্ব অথবা
প্রশস্ত ভূমির পরে, কর অভিলাষ,
কামনার কামভাগী করিব তোমায়। ২৪।
মর্ত্তালোকে সুদুর্লভ কামনা যে সব,
প্রার্থনা করহ তাহা ইচ্ছা অনুরূপ।
সরথা সতূর্য্যা রামা—ইহার মতন
প্রাপণীয়া মনুষ্যের নহে কদাচন ;
আমার প্রদত্ত এই রমণী-নিকরে
সেবিত হইয়া থাক ; করোনা জিজ্ঞাসা
মরণ-সম্বন্ধী সেই প্রশ্ন গুরুতর। ২৫।

(কহিলেন নচিকেতা)
হে অন্তক, ভোগ্যচয় তব উক্ত যাহা,
থাকে বা না থাকে কল্য, সন্দেহ-বিষয় ;
মর্ত্ত্য-সর্ব্বেন্দ্রিয়-তেজঃ এরা করে নাশ ;
থাকুক্ তোমারি অশ্ব, নৃত্য-গীত তব। ২৬
বিত্তে নহে তর্পণীয় মানব কখন ;
যখন দেখেছি তোমা, লভিব নিশ্চয়
বিত্ত, তুমি প্রভুভাবে রবে যতদিন,
বাঁচিয়া থাকিব ; কিন্তু চাই সেই বর। ২৭
"জরাধীন কোন্ মর্ত্ত্য করিয়া গমন
অজর অমর কাছে ; জেনে শুনে, আছে
প্রয়োজনান্তর আর প্রাপ্তব্য মহান্
এ আত্মার ; চিন্তাকরি রূপ-রতি-সুখ
ক্ষণস্থায়ী, অতিদীর্ঘ চাহেরে জীবন
স্বর্গচেয়ে নিম্নতর-ভবধামবাসী ?। ২৮।
হে মৃত্যো, যে পরলোক-বিষয়ে মানব
সর্ব্বদা-সংশয়াকুল, আছে যাহা—তাহে
প্রকাশিয়া বল ; গূঢ় পরলোক-ভাবে
অনুপ্রবেশিতে পারে কেবল যে বর,
তাহাভিন্ন নচিকেতা না চাহে অপর। ২৯

(ইতি প্রথমা বল্লী।)

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

একটী সংশয় আমার মনে রহিয়াছে ; কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পর শরীর, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি হইতে, পৃথক, দেহান্তর-সমন্বিত "আত্মা" নামে একটী পদার্থ থাকে ; কেহ কেহ বলেন, এরূপ পদার্থ থাকেনা। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার কোন্‌টী সত্য, তাহা বলুন। নচিকেতার এই প্রশ্ন হইতে প্রকৃত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইল ও উপনিষৎ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় বল্লীতে ইহার উত্তর সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

২১। যম ২১, ২৩, ২৪ ও ২৫শ্লোকে—নচিকেতা প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কিনা, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

২৫। সরথা সতূর্য্যা রামা——রথযুক্তা ও বাদ্য-যন্ত্রধারিণী রমণীগণ।

২৬। শঙ্করাচার্য্য বলেন, সকলেরই আয়ু অল্প, এমন কি, ব্রহ্মারও আয়ু কম—সুতরাং আমাদিগের ত কথাই নাই।

২৯। মূলে "সাম্পরায়ে" আছে—সাম্পরায়ে অর্থাৎ পরলোক বিষয়ে।

নচিকেতা এই শ্লোকে যমকে বলিতেছেন—পরলোকে যাহা আছে, তাহা আমাদিগকে বলুন, অর্থাৎ মনুষ্যের মৃত্যুর পর "আত্মা" থাকে অথবা দেহের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয়; তাহা সবিশেষ-রূপে বলুন। অনুপ্রবেশিতে পারে—অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ যে বর লাভ করিলে পরলোক-ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইতে পারে।

নীতিসারম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

দাতৃণাং ধার্ম্মিকানাঞ্চ শূরাণাং
কীর্ত্তনং সদা।
শৃণুয়াৎ তু প্রযত্নেন তচ্ছিদ্রং নৈব
লক্ষয়েৎ ॥ ১০১ ।
কালে হিতমিতাহার-বিহারী বিঘস-
সাশনঃ।
অদীনাত্মা চ সুস্বপ্নঃ শুচিঃ স্যাৎ
সর্ব্বদা নরঃ ॥ ১০২ ।
কুর্য্যাৎ বিহারমাহারং নির্হারং
বিজনে সদা।
ব্যবসায়ী সদা চ স্যাৎ সুখং
ব্যায়ামমভ্যসেৎ ॥১০৩
অন্নং ন নিন্দ্যাৎ সুস্বস্থঃ স্বীকুর্য্যাৎ
প্রীতিভোজনম্।
আহারং প্রবরং বিদ্যাৎ ষড়্‌রসং
মধুরোত্তরম্ ॥১০৪
বিহারং চৈব স্বস্ত্রীভি র্বেশ্যাভির্ন
কদাচন।
নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং ব্যায়ামং
নতিভির্বরম্ ॥ ১০৫ ।
হিত্বা প্রাক্ পশ্চিমৌ যামৌ
নিশি স্বাপো বরো মতঃ।
দীনান্ধপঙ্গুবধিরা নোপহাস্যাঃ
কদাচন ॥ ১০৬ ।
নাকার্য্যে তু মতিং কুর্য্যাৎ দ্রাক্
স্বকার্য্যং প্রসাধয়েৎ
উদ্‌যোগেন বলেনৈব বুদ্ধ্যা
ধৈর্য্যেণ সাহসাৎ।
পরাক্রমেণার্জ্জবেন মানমুৎসৃজ্য
সাধকঃ ॥১০৭॥
যদি সিধ্যতি যেনার্থঃ কলহেন
বরন্তু সঃ।

দাতা, ধার্ম্মিক, শূরব্যক্তিদিগের গুণানুবাদ যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে, কিন্তু তাঁহাদের ছিদ্র অন্বেষণ করিবেনা। ১০১।

মনুষ্য যথাসময়ে পথ্য ও পরিমিত আহার-বিহারী, দেবাদি নিবেদিত অন্নভোজী, অদীনাত্মা, সুনিদ্র ও সর্ব্বদা শুচি থাকিবেন। ১০২।

নির্জনে আহার-বিহার ও মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবেন, সর্ব্বদা উদ্‌যোগী ও স্বচ্ছন্দে ব্যায়াম করিবেন। ১০৩।

সুস্থ শরীরে অন্ন নিন্দা করিবেনা, প্রীতি-ভোজন স্বীকার করিবেন; মধুর-রস শেষযুক্ত ষড়্‌রস-ভূয়িষ্ঠ আহার শ্রেষ্ঠ জানিবেন। ১০৪।

নিজের স্ত্রীর সহিত বিহার করিবে, বেশ্যাদি সঙ্গ কখনও করিবেনা; নিপুণ ব্যক্তির সহিত নতিদ্বারা বরং ব্যায়াম রূপ যুদ্ধ করিবে। ১০৫।

রাত্রির পূর্ব্ব ও শেষ প্রহর পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইবে; দীন, অন্ধ, পঙ্গু, বধির দেখিয়া কখনও হাস্য করিবে না। ১০৬।

অকার্য্যে মতি দিবেনা, উদ্‌যোগে, বল, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, পরাক্রম ও সরলতা দ্বারা সাহস পূর্ব্বক কার্য্যার্থী মান ত্যাগ করিয়া শীঘ্র স্বকার্য্য সাধন করিবেন। ১০৭।

অন্যথায়ুর্ধন সুহৃদ্ যশঃ সুখহরঃ
স্মৃতঃ ॥১০৮।
নানিষ্টং প্রবদেৎ কস্মিন্ ন ছিদ্রং
কস্য লক্ষয়েৎ।
আজ্ঞা ভঙ্গস্তু মহতাং রাজ্ঞঃ
কার্য্যো ন বৈ ক্বচিৎ ॥১০৯
অসৎ কার্য্য নিযোক্তারং গুরুং
বাপি প্রবোধয়েৎ।
নাতি ক্রমেদতিলঘুং ক্বচিৎ সৎ-
কার্য্য বোধকম্ ॥ ১১০।
কৃত্বা স্বতন্ত্রাং তরুণীং স্ত্রিয়ং
গচ্ছেন্ন বৈ ক্বচিৎ।
স্ত্রিয়ো মূলমনর্থস্য তরুণ্যঃ কিং
পরৈঃ সহ ॥ ১১১ ॥
নপ্রমাদ্যেন্মদদ্রব্যৈর্ন বিমুহ্যেৎ
কুসন্ততৌ।

যদি কলহে কোন অর্থসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে বরং কলহ ভাল; নতুবা কলহে আয়ু, ধন, সুহৃদ, যশ ও সুখ নষ্ট করে, ইহা কথিত হইয়াছে। ১০৮।

কোন লোককে দুর্ব্বচন বলিবে না; কাহারও দোষ লক্ষ্য করিবেনা। মহৎ ব্যক্তির অথবা রাজার আজ্ঞা-ভঙ্গ কদাচ করিবেনা। ১০৯।

অসৎ কার্য্যে নিযোক্তা গুরুকেও উপদেশ দিবে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও কখনও সৎকার্য্য-বোধক কর্ম্মে অতিক্রম করিবেনা, অর্থাৎ ইতর ব্যক্তিকেও উপদেশ দিবে। ১১০।

স্ত্রীকে অরক্ষিত রাখিয়া কখন কোথাও যাইবেনা, স্ত্রী অনর্থের মূল; তাহাতে যদি যুবতী স্ত্রী পরের সহিত থাকে, তাহাহইলে

সাধ্বী ভার্য্যা পিতৃপত্নী মাতা
বালা পিতা স্নুষা ॥১১২
অভর্ত্তৃকানপত্যা যা সাধ্বী
কন্যা স্বসাপি চ।
মাতুলানী ভ্রাতৃভার্য্যা পিতৃ-
মাতৃ স্বসা তথা ॥ ১১৩ ॥
মাতামহোঽনপত্যশ্চ গুরু-
শ্বশুর-মাতুলাঃ
বালোঽপিত্র্য চ দৌহিত্রো
ভ্রা । চ ভগিনীসুতঃ
এতেঽবশ্যং পালনীয়াঃ প্রযত্নেন
স্বশক্তিতঃ ॥১১৬॥
অভিভবেঽপি বিভবে পিতৃ-
মাতৃ কুলং সুহৃৎ।
পত্ন্যাঃকুলং দাসদাসী ভৃত্য-
বর্গাংশ্চ পোষয়েৎ ॥১১৭ ॥
বিকলাঙ্গান্ প্রব্রজিতান্ দীনা-
নাথাংশ্চ পালয়েৎ।

যে অনর্থের মূল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি? ১১১।

ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্যে কখনও মত্ত হইবে না এবং কুপুত্রে কখনও মমতা করিবে না। সাধ্বী স্ত্রী, বিমাতা, মাতা, অবিবাহিতা কন্যা, পিতা, পুত্রবধূ, বিধবা অপুত্রা সাধ্বীকন্যা, ভগিনী, মাতুলানী, ভ্রাতৃজায়া, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, অনপত্য মাতামহ, গুরু, শ্বশুর, মাতুল, পিতৃহীন বালক, দৌহিত্র, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, এই সকল স্বশক্তি অনুসারে যত্ন পূর্ব্বক পালন করা কর্ত্তব্য। ১১২-১৬।

সম্পত্তি না থাকিলেও এই সকলকে পালন করা কর্ত্তব্য; ধন থাকিলে, শ্বশুর-কুল, দাস-দাসী, ভৃত্যবর্গকেও পোষণ করা কর্ত্তব্য। ১১৭।

কুটুম্বভরণার্থেযু যত্নবান্ন ভবেচ্চ
যঃ, তস্য সর্ব্বগুণৈঃ কিন্তু জীবন্নেব
মৃতশ্চ সঃ॥ ১১৮ ॥

ন কুটুম্বং ভৃতং যেন নাশিতাঃ
শত্রবোঽপি ন।
প্রাপ্তং সংরক্ষিতং নৈব তস্য কিং
জীবিতেন বৈ ? ১১৯॥

স্ত্রীভির্জ্জিতো ঋণী নিত্যং সু-
দরিদ্রশ্চ যাচকঃ।
গুণহীনোঽর্থহীনঃ সন্ মৃতা
এতে সজীবকাঃ ॥১২০॥

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুন-
ভেষজম্।
দানমানাপমানং চ নবৈতানি
সুগোপয়েৎ ॥১২১॥

দেশাটনং রাজসভাবেশনং শাস্ত্র-
চিন্তনম্।
বেশ্যাদি দর্শনং বিদ্বন্মৈত্রীং
কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥১২২॥

বিকালঙ্গ, সন্ন্যাসী, দীন, অনাথকেও পালন করিবে; কুটুম্ব-পোষ্য ভরণ জন্য যিনি যত্ন না করেন, তিনি সর্ব্বগুণী হইলেও জীবিত থাকিলেও মৃত। ১১৮।

যিনি পোষ্যবর্গ ভরণ না করেন, শত্রু নাশ না করেন, যিনি প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা না করেন, তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি ? ১১৯

যিনি স্ত্রীজিত, নিত্যঋণী, দরিদ্র, যাচক, গুণহীন, অর্থহীন, তিনি জীবিত থাকিলেও মৃত। ১২০।

আয়ু, ধন, গৃহ-ছিদ্র, মন্ত্র, মৈথুন, ঔষধ, দান, মান ও অপমান, এই নয়টি দ্রব্য গোপনে রাখিবে। ১২১।

দেশপর্য্যটন, রাজসভায় গমন, শাস্ত্র-চিন্তন, বেশ্যাদি দর্শন ও মৈত্রী, জ্ঞানীপুরুষ

অনেকাশ্চ তথা ধর্ম্মাঃ পদার্থাঃ
পশবো নরাঃ।
দেশাটনাৎ স্বানুভূতাঃ প্রভবন্তি
চ পর্ব্বতাঃ। ॥১২৩॥

কীদৃশা রাজপুরুষা ন্যায়ান্যায়ং চ
কীদৃশং।
মিথ্যাবিবাদিনঃ কে চ কে বৈ
সত্যবিবাদিনঃ ॥১২৪॥

কীদৃশী ব্যবহারস্য প্রবৃত্তিঃ শাস্ত্র-
লোকতঃ।
সভাগমনশীলস্য তদ্বিজ্ঞানং
প্রজায়তে ॥১২৫॥

নাহঙ্কারী চ ধর্ম্মান্ধঃ শাস্ত্রাণাং
তত্ত্বচিন্তনৈঃ।
একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাৎ
কার্য্যনির্ণয়ম্ ॥১২৬॥

স্যাদ্ বহ্বাগমসন্দর্শী ব্যবহারো
মহানতঃ।
বুদ্ধিমানভ্যসেন্নিত্যং বহুশাস্ত্রা-
ন্যতন্দ্রিতঃ ॥১২৭॥

এই সমুদায় আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিবে। ১২২।

এক্ষণে দেশভ্রমণের ফল কহিতেছেন। নানা বিধ ধর্ম্ম, পদার্থ, পশু, মনুষ্য, পর্ব্বত, দেশভ্রমণে জানিতে পারাযায়। ১২৩।

কীদৃশ রাজপুরুষ, কিরূপ ন্যায় ও অন্যায়, কে মিথ্যাবিবাদী, কে সত্যবিবাদী, শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ কীদৃশ ব্যবহারের (ঋণদানাদি বিবাদী বিষয়ের) প্রবৃত্তি, সভাগমনকারী ব্যক্তি জানিতে পারেন। ১২৪-১২৫।

শাস্ত্র সকলের তত্ত্বচিন্তনে অহঙ্কারী ও ধর্ম্মান্ধ হইবেনা। এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কার্য্য নির্ণয় করিতে পারাযায় না। ১২৬।

বহুশাস্ত্রদর্শী অত্যন্ত লোকতত্ত্বদর্শী হইয়া

তদর্থংতু গৃহীত্বাপি তদধীনা ন
জায়তে।
বেশ্যা তথাবিধা বাপি বশীকর্ত্তুং
নরংক্ষমা।
নেয়াং' কস্য বশং তদ্বৎ স্বাধীনং
কারয়েজ্জগৎ ॥১২৮॥
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানামর্থ-বিজ্ঞান-
মেব চ।
সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পুণ্যা
প্রজায়তে ॥১২৯॥
দেবপিত্রতিথিভ্যোঽন্নমদত্বা
নাশ্নীয়াৎ কচিৎ।
আত্মার্থং যঃ পচেন্মোহান্নরকার্থং
সজীবতি ॥১৩০॥
মার্গং গুরুভ্যো বলিনে ব্যাধিতায়
শবায়চ।
রাজ্ঞে শ্রেষ্ঠায় ব্রতিনে যানগায়
সমুৎসৃজেৎ ॥১৩১॥

শকটাৎ পঞ্চহস্তং তু দশহস্তং
তু বাজিনঃ।
দূরতঃ শতহস্তং চ তিষ্ঠেন্নাগাদ্
বৃষাদ্ দশ ॥১৩২॥
শৃঙ্গীনাং চ নীখনাংচ দংষ্ট্রীণাং
দুর্জ্জনস্য চ।
নদীনাং বসতো স্ত্রীণাং বিশ্বাসং
নৈব কারয়েৎ ॥১৩৩॥
খাদন্নগচ্ছেদধ্বানংনচ হাস্যেন
ভাষণম্।
শোকং নকুর্য্যান্নষ্টস্য স্বকৃতেরপি
জল্পনম্ ॥১৩৪॥
স্ব-শঙ্কিতানাং সামীপ্যং ত্যজেদ্
বৈ নীচ সেবনম্।
সংলাপং নৈব শৃণুয়াদ্ গুপ্তঃ
কস্যাপি সর্ব্বদা ॥১৩৫॥

শ্রীবিধু ভূষণ দেব।

(ক্রমশঃ)

থাকেন, তজ্জন্য আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু শাস্ত্র অভ্যাস করিবেন।১২৭।

বেশ্যা কোন লোকের ধন লইয়াও তাহার অধীন হয় না; বেশ্যা ঐরূপ করিয়াও মনুষ্য সকলকে বশ করিয়া থাকে, কিন্তু সে কাহারও বশ হয় না; মনুষ্য জগৎকে ঐরূপ নিজের অধীন করিবে। ১২৮

পণ্ডিতের সহবাসে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলের অর্থজ্ঞান ও উজ্জ্বল বুদ্ধি হইয়া থাকে।১২৯।

দেবতাকে, পিতৃলোককে ও অতিথিকে অন্ন না দিয়া কখনও ভোজন করিবে না। যিনি নিজের জন্য মোহ বশতঃ পাক করেন, তিনি নরকের জন্য জীবন ধারণ করেন। ১৩০

গুরুকে, বলশালীকে, পীড়িতকে এবং শব, মান্যব্যক্তি, ব্রতী ও যানগামীকে পথ ছাড়িয়া দিবে। ১৩১।

শকট হইতে পঞ্চহস্ত, ঘোটক হইতে দশ হস্ত, হস্তী হইতে শত হস্ত ও বৃষ হইতে দশ হস্ত দূরে থাকিবে। ১৩২।

শৃঙ্গী, নখী, দণ্ডধারী, দুর্জ্জন, নদী ও স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না। ১৩৩

খাইতে খাইতে পথে চলিবেনা, হাস্য করিয়া কথা কহিবে না, নষ্ট দ্রব্যের শোক করিবে না ও নিজকার্য্য কীর্ত্তন করিবে না। ১৩৪।

নিজ হইতে শঙ্কিত লোকের নিকট গমন করিবে না ও নীচ লোকের সেবা করিবে না; কোন লোকের গুপ্ত আলাপ শ্রবণ করিবে না।১৩৫।

৭ম বর্ষ। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ। ৭ম, ৮ম, সংখ্যা।
১৮২২, ১৩০৭।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২২।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—[illegible] ১৷০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৶০

১৩০০।১৩০৪ সালের বাঁধান হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১৷০ এবং ১৩০৫ ও ১৩০৬ সালের বাঁধান পত্রিকা প্রতিসন ২॥০ মূল্যে বিক্রেয়।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। } কার্ত্তিক। ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা

সামবেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অথ তৃতীয় খণ্ডে সেয়ং প্রথমা।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩১ ২ ৩ ২
অগ্নিং বোবৃধন্তমধ্বরাণাং পুরুতমম্।
২ ৩ ২ ৩ ১২
অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥১॥

নপ্ত্রে—বন্ধুং—বন্ধুকে।

সহস্বতে—বলবন্তং—বলবান।

বৃধন্তং—জ্বালাভির্ব্বর্দ্ধমানং—জ্বালায় দ্বারা বর্দ্ধিত।

পুরুতমম্—অতিশয়েন বহুর্ম্মিং—অধিক অগ্নিকে।

বঃ—যূয়ং—তোমরা (ঋত্বিক্ সকলকে-সম্বোধন)

অচ্ছা—অভিগচ্ছত—প্রাপ্ত হও।

(হে ঋত্বিক্‌গণ!) যিনি যজ্ঞসকলের বন্ধু, বলবান, জ্বালা বর্দ্ধিত ও অধিক পরিমিত (১) সেই অগ্নিকে তোমরা প্রাপ্ত হও।১।

(১) অধিক পরিমিত, কারণ অধিক পরমাণু দ্বারা বর্দ্ধিত।

অথ দ্বিতীয়া।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষায়(ং) সদ্বিশ্বং ন্য-
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩
ত্রিণম্। অগ্নির্নো বংসতে রয়িং ২॥

তিগ্মেন—তীক্ষ্ণেণ। শোচিষা—তেজসা—তেজদ্বারা।

অত্রিণং—অত্তারং রাক্ষসাদিকং—রাক্ষসাদি ভক্ষককে।

নিয়ংসৎ—নিহন্তু—বধ করুন।

নঃ—অস্মভ্যং—আমাদিগকে। রয়িং—ধনং। বংসতে—দদাতু—দেন।

অগ্নি নিজ তীক্ষ্ণ তেজদ্বারা রাক্ষসাদি প্রাণীভক্ষক সকলকে বধ করুন ও আমাদিগকে ধন দান করুন।

অথ তৃতীয়া।

(বামদেব ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অগ্নে মৃড় মহা(ং) অস্য য আ দেব
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যুঞ্জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্।৩॥

হে অগ্নে! মৃড়—অস্মান্ সুখময়—আমাদিগকে সুখী কর। মহান্ অসি—প্রভূতে ভবসি—প্রভূত হও—উন্নত হও। যঃ—যে তুমি। অয়ঃ—গন্তা—গমনকারী। দেবযুং দেবানাং কাময়িতারঃ—দেবতা সকলের নিকট কামনাকারীকে। জনং—যজমানং-যজমানকে। বর্হিঃ—দর্ভং—দর্ভাসনকে। আসদম্—(যজ্ঞে) আসত্তু—গ্রহণ করিবার জন্য। আইয়েথ (১)—আগচ্ছসি—আগমন করিতেছ।

হে অগ্নি! তুমি মহান্ হইতেছ; তুমি এই যজ্ঞে আগমনশীল হইয়া দেবতাদিগের কাময়িতা যজমান প্রদত্ত দর্ভাসন গ্রহণ করিতে আসিতেছ। তুমি আমাদিগকে সুখী কর। ৩॥

অথ চতুর্থী।

(বশিষ্ট ঋষি।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১
অগ্নে রক্ষাণোঅ(ং) হসঃ প্রতি
৩ ২ ১ ২ ৩ ১
স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্টৈ রজ-
২
রৌদহ ॥ ৪ ॥

হে অগ্নে! ত্বং নঃ—আধান্। অংহসঃ পাপাৎ। রক্ষা (২) পাহি—রক্ষা কর। (অপিচ হে মহাদেব! দ্যোতমানাগ্নে! অজরঃ—জরারহিতত্বং—তুমি জরা রহিত। রীষতঃ—হিংসতঃ শত্রূন্—হিংসাকারী শত্রুগণকে। তপিষ্টৈ—অতিশয়েন তাপকৈস্তেজোভিঃ—অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজদ্বারা। প্রতিদহস্ম—ভস্মীকুরু—ভস্মকর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে দ্যোতমান অগ্নি! তুমি জরা রহিত, হিংসাকারী শত্রুগণকে অতিশয় সন্তপ্তকারী তেজ সকল দ্বারা ভস্ম কর। ৪

অথ পঞ্চমী।

(ভরদ্বাজ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১
অগ্নে যুঙ্ক্ষা হিযে তবাশ্বাসো-
২
দেব সাধবঃ।
২ ১ ২ ৩ ১ ২
অরংবহং ত্যাশবঃ। ৫॥

হে দেব!—দ্যোতমান! অগ্নে! (তান্-অশ্বান্) যুঙ্ক্ষ্ব—আত্মীয়ে রথে যোজয়—নিজরথে যোজনাকর।

যে তব—ত্বদীয়া। সাধবঃ—সাধকাঃ। অশ্বাসঃ—অশ্বাঃ। আশবঃ—ক্ষিপ্রগামিনঃ শীঘ্রগামী। অরং—অলং-পর্য্যাপ্তং (ত্বদীয়ং রথং) বহন্তি।

হে দ্যোতমান! হে অগ্নে! যাঁহারা তোমার সাধন করেন ও যাঁহারা তোমার রথ উত্তমরূপে বহন করেন, সেই সকল দ্রুতগামী সাধকরূপ অশ্বগণকে নিজ রথে যোজনা কর। ৫ ॥

এই ঋকের এই রূপ অর্থ হইতে পারে—হে দেব! যে সকল সাধক স্ব স্ব ভোগায়তন স্থূল শরীর রূপ তোমার রথ

(১) যদি ও লিটের প্রয়োগ কিন্তু লডের অর্থ হইবে। যথা "ছন্দসি লঙ্ লুঙ্ লিটঃ।"

(২) সংহিতায়াং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ।

যথাবিহিত সৎকর্ম্ম দ্বারা বহন করিতেছেন, অর্থাৎ নিয়ত তোমার নিকট অগ্রগামী হইতেছেন, তাঁহাদিগকে তুমি স্বস্ব ভোগায়তন স্থূল শরীরেই সোঽহং রূপ জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা, অর্থাৎ "সেই অগ্নি আমি" এই জ্ঞান-রজ্জু দ্বারা যোজনা করিয়া দাও, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত করিয়া দাও।

অথ ষষ্ঠী।

ভদ্রাং... উক্ষে ব০

দপূরণে। বিশ্বায়—বিশ্বৈ

১২ নিত্বা য়—সকল বিশ্বকে। দৃশে—দ্রষ্টুং। ২

—তং প্রসিদ্ধং—সেই প্রসিদ্ধকে।

বেদসং—জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং

৩ তপ্রজ্ঞং, জাতধনং বা—প্রাণিসকলের স্ব্ব...

দেবং—দ্যোতমানং।

লক্ষ্য!—উপগ তবেদা অর্থাৎ প্রাণী...

পতে—বিশাংপতে। ...লের পতি!

আহুত—সর্ব্বৈর্যজমানৈরভিহুত! হে অগ্নে! দ্যুমন্তং—দীপ্তিমন্তং। সুবীরং—কল্যাণস্তোতৃকং তোমার শুভদস্তবকারী আছে। ত্বা—ত্বাং। রয়ং নিধীমহে—নিহিতবন্তঃ—নিহিত করিলাম।

হে ব্যাপক! হে মনুষ্য সকলের পতি! সকল যজমান কর্ত্তৃক অভিহুত! হে অগ্নে! তোমার উত্তম স্তবকারী আছে। দীপ্তিমন্ত তোমাকে আমার এই যজ্ঞে নিহিত করিলাম। ৬॥

অথ সপ্তমী।

(বিরূপ ঋষিঃ)

৩২ ৩২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩২
অগ্নি মূর্দ্ধাদিব ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা
৩ ২
অয়ম্।

৩১ ২র
অপা(ং) রেতা(ং)সি জিন্বতি।৭॥

মূর্দ্ধা—দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ। দিবঃ—দ্যুলোকস্য ককুৎ—উচ্ছ্রিতঃ—উন্নত স্থানে। পৃথিব্যাচ পতিঃ। অয়ং অগ্নিঃ। অপাং রেতাংসি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি। জিন্বতি—প্রীণয়তি—পরিতৃপ্ত করেন।

অগ্নি দেবগণের শ্রেষ্ঠ দ্যুলোকের ককুৎ রূপ ও পৃথিবীর (মনুষ্য-লোকের) ...লনকর্ত্তা। ইনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

[দ্যুলোকের ককুৎ স্বরূপ অর্থাৎ বৈশ্বানরাগ্নি সূর্য্যরূপে দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে এরূপ প্রকাশিত হইতেছেন, যেন তিনি একটি ককুৎ স্বরূপ, অর্থাৎ যেরূপ ককুৎ বৃষের পরিচায়ক, তদ্রূপ ... সূর্য্যও দ্যুলোকের পরিচায়ক।]

[সূর্য্য মনুষ্যের পালনকর্ত্তা, কারণ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" সূর্য্য দ্বারা জলাকর্ষণ, তাহা হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য, শস্য হইতে প্রজা-পালন।]

অথাষ্টমী।

(শুনঃ শেপ ঋষিঃ।)

৩২ ৩২উ ৩১২ ৩১ ২১ ২র
ইমমূষুত্বমস্মাক(ং) সনিং গায়ত্রং
২র
নব্যা(ং) সম্।
১২ ৩ ২৩ ১২
অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ। ৮॥

হে অগ্নে! ত্বং অস্মাকং—অস্মাৎ সম্বন্ধিনং—আমাদের সম্বন্ধীয়। ইমভূষু = পুরোদেশেঽনুষ্ঠীয়মানমপি অগ্রে অনুষ্ঠীয়মান ও অনিং—হবির্দানং—ঘৃত প্রদানকে। নব্যাসং—নবতরং। গায়ত্রং—স্তুতিরূপং বচোপি—স্তুতিরূপবাক্যকে। দেবেষু দেবনং অগ্রে—দেবতাদিগের অগ্রে। প্রবোচঃ প্রব্রূহি—বল।

অগ্নি! তুমি আমাদের অগ্রে অনুষ্ঠীয়মান নূতনতর হবিঃ প্রদান ও স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের অগ্রে বলিয়া দাও।

অথ নবমী

(গোপবনঃ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
তং ত্বা গোপবনোগিরা জনিষ্ঠদগ্নে
অঙ্গিরঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
সপাবক শ্রুধীহবম্।

হে অগ্নে! তং ত্ব—ত্বাং। গোপবনঃ—গোপবন ঋষি। গিরা-স্তুত্যা—স্তুতিদ্বারা জনিষ্ঠৎ—জনয়তি—বর্দ্ধয়তি। অঙ্গিরঃ—সর্ব্বত্র গন্তঃ, অঙ্গিরসাং পুত্রোবা—সর্ব্বত্রগন্তঃ অথবা অঙ্গিরসের পুত্র। হে পাবক—হে শোধক! হবং—গোপবনস্য আহ্বানং—গোপবনের আহ্বানকে—শ্রুধি—শৃণু। অগ্নি! তোমাকে গোপবন ঋষি স্তুতিবাক্য দ্বারা বাড়াইতেছে। হে অঙ্গির! হে শোধক! তুমি এক্ষণে গোপবনের আহ্বান শ্রবণ কর। ৯॥

(১) উক্ত পাদ পূরণে।

অথ দশমী।

(বামদেব ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২
পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নিহব্যাঃ ন্যক্রমীৎ
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধদ্রত্নানি দাশুষে॥১০॥

বাজপতিঃ—বাজানামন্নানাং পতিঃ পালকঃ ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষাকর্ত্তা। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী মেধাবীবা—মেধাবী। দাশুষে—হবির্দত্তবতে যজমানায়—হবিঃ দানকারী যজমানকে। রত্নানি—রমণীয়ানি ধনানি দধৎ প্রযচ্ছন্—দান করিয়া। অগ্নিঃ। হব্যানি—হবীংষি—হবিকে। পর্য্যক্রমীৎ—পরিক্রামতি—ব্যাপ্নোতি।

অগ্নি সমুদায় ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষাকর্ত্তা, মেধাবী অথবা দূরদর্শী। তিনি হবিদানকারী যজমানকে রমণীয় ধন দান করিয়া তাঁহাদের হবি সকলে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

অথৈকাদশী।

(কথান্বষিঃ)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২ ২
উ ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি
৩ ১ ২
কেতবঃ।
৩ ১র ২র৩ ১ ১
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্। ১১॥

কেতবঃ—প্রজ্ঞাপকাঃ,সূর্য্যং—সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং—সকলের প্রেরক আদিত্যকে। উদ্বহন্তি—ঊর্দ্ধংবহন্তি—ঊর্দ্ধে বহন করে। উ—পাদপূরণে। বিশ্বায়—বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায়—সকল বিশ্বকে। দৃশে—দ্রষ্টুং।

ত্যং—তং প্রসিদ্ধং—সেই প্রসিদ্ধকে। জাতবেদসং—জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং, জাতধনং বা—প্রাণিসকলের জ্ঞাতাকে। দেবং—দ্যোতমানং।

সেই প্রসিদ্ধ জাতবেদা অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের জ্ঞাতা অগ্নিরূপী সূর্য্য সমুদায় বিশ্বকে দর্শনজন্য অর্থাৎ আলোকিত করিবার জন্য তাঁহার রশ্মিরূপী ঘোটক সকলকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

অথ দ্বাদশী।

(মেধাতিথি ঋষিঃ)

৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১২ ৩ ২
কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবমমীবচাতনম্। ১২॥

হে স্তোতৃসঙ্ঘ! অধ্বরে—ক্রতৌ—যজ্ঞে। অগ্নিং। উপস্তুহি—উপেত্য স্তুতিং কুরু—আসিয়া স্তব কর।

কবিং—মেধাবিনং। সত্যধর্ম্মাণং—সত্য বচন রূপেণ ধর্ম্মেণোপেতং—সত্যবচনরূপে ধর্ম্মাক্রান্ত। দেবং দ্যোতমানং।

অমীবচাতনং—অমীবানাং হিংসকানাং শত্রূণাং বা ঘাতকং—হিংস্রক জন্তুর অথবা শত্রুঘাতক।

হে স্তোতৃগণ! তোমরা যজ্ঞে সত্যধর্ম্ম-হিংস্রক জন্তুগণ-ঘাতক অগ্নিদেবের নিকট আসিয়া স্তব কর।

[অগ্নি "সত্যধর্ম্মা" বলিলে, এ অগ্নি পঞ্চমহাভূতের তৃতীয় মহাভূত অগ্নি হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, কারণ সে অগ্নি জড়। বেদের মন্ত্রভাগে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি যে সকল জড়পদার্থের মধ্যে যে সর্ব্বময় পরমাত্মা বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাকে দেখিবার অন্য উপায় নাই, তাঁহাকে যে কোন জড়পদার্থ অবলম্বন করিয়া হউকনা কেন, যে কোন রূপ ও নাম দিয়া হউকনা কেন, একবার সমাধিপূর্ব্বক দর্শন করিতে পারিলেই বাসনা পূর্ণ হইবে। এই দৃঢ় নিশ্চয় আর্য্যজাতির বৈদিক সম্প্রদায় হইতে পুরাণ-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।]

অথ ত্রয়োদশী।

(সিন্ধু দ্বীপোহম্বরীষো বা তৃত-আপ্তো বা ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শন্নো দেবী রভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু-
৩ ১ ২ ২উ ৩ ১ ২
পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।১৩।

নঃ—অস্মাকং (পাপাপনোদদ্বারেণ) শং—সুখং। ভবন্তু। দেবীঃ—দেব্যঃ আপঃ-

জলদেবীগণ। অভিষ্টয়ে—অস্মদ্‌যজ্ঞায় ভবন্ত—আমাদের যজ্ঞের জন্য হউন। নঃ—অস্মং সম্বন্ধিনে, পীতয়ে—পানায়। শং—সুখং ভবন্ত। তথা, শং—উৎপন্নানাং রোগানাং শমনং। যোঃ—যাপনং অনুৎপন্নানাং পৃথক্করণং চকুর্ব্বন্ত। নঃ—অস্মাকং। অভি—উপরি শ্রবন্ত, অত্যর্থং সিঞ্চন্ত।

জলদেবী আমাদের পাপ দূর করিয়া আমাদের যজ্ঞের জন্য সুখদায়িনী হউন। আমাদের পানের জন্য সুখ-প্রদায়িনী হউন। উৎপন্ন রোগের শমন ও অনুৎপন্ন রোগ (১) নিবারণ করুনও আমাদের উপর সর্ব্বদা শান্তিজল সেচন করুন।

অথ চতুর্দ্দশী।

(উশনা ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
কস্য নূনং পরীণসিধীয়োজিন্বসি-
১ ২ ৩ ১ ২ ৩
সৎপতে। গোষাতা যস্য তে
১ ২
গিরঃ।১৪।

হে সৎপতে—সতাংপতে! অগ্নে! নূনং—ইদানীং। কস্য—কীদৃশস্য জনস্য। পরীণসি—ব্রাহ্মণি। ধিয়ঃ—কর্ম্মাণি। জিন্বসি—প্রীণয়সি। যস্য তে—তব সম্বন্ধিন্যঃ গিরঃ—স্তুতয়ঃ। গোষাতা—গোসাতৌ—গবাং লাভে ভবন্ত খলু। তস্মাৎ-ত্বং কুত্র তিষ্ঠসি? অস্মাকং ইদানীং গবিচ্ছা প্রবর্ত্ততে।

হে সৎপতে অগ্নে! এক্ষণ কিরূপ যজমান ব্রাহ্মণে কর্ম্ম সকল সফল করিতেছে? তোমার সম্বন্ধীয় স্তবগুলি গোধন লাভে সমর্থ হউক। তজ্জন্য তুমি কোথায় আছ? আমাদের এক্ষণ গোধন-লাভেচ্ছা হইতেছে।

ইতি তৃতীয়া দশতি। †

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১) রোগ তিন প্রকার, যথা—অতীত, আগত ও অনাগত।

† 'দশতি' বলিতে দশটি মন্ত্র বুঝায়, কিন্তু এ স্থানে ১৪টি মন্ত্র হইয়াছে; এরূপ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে।

স্মরণ-মাহাত্ম্যম্ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।—।

দৃষ্ট্বা তত্ত্বেন দেবেশি স্মরাম্যেনং তু নিত্যশঃ।
তৃষ্ণাতুরো যথৈবাম্ভস্তদ্বদ্ বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ১ ॥
হিমেনাকুলিতং বিশ্বং স্মরত্যগ্নিং যথা তথা।
স্মরন্তি সততং বিষ্ণুং পিতৃ-দেবর্ষি-মানবাঃ ॥ ২ ॥
পতিব্রতা যথা নারী পতিং স্মরতি নিত্যশঃ।
তথা স্মরামি দেবেশি বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥
দূরস্থোঽপি যথা গেহং চাতকো জলদং যথা।
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মবিদস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥৪ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে দেবর্ষি! তৃষাতুর ব্যক্তি যেরূপ জল বাসনা করে, আমিও তদ্রূপ যাথার্থাদর্শন করিয়া প্রতি দিন বিষ্ণু স্মরণ করিয়া থাকি। ১।

বিশ্ব শীতে আকুলিত হইলে, লোক যেরূপ অগ্নি স্মরণ করে, তদ্রূপ পিতৃ-দেবর্ষি-মানবগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। ২।

যেরূপ পতিব্রতা নারী সর্ব্বদা স্বামীচিন্তা করেন, তদ্রূপ আমি বিশ্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে চিন্তা করি। ৩।

যেরূপ দূরস্থ ব্যক্তি গৃহকে, চাতক যেরূপ

হংসা মানসমিচ্ছন্তি ঋষয়ঃ স্মরণং হরেঃ।
ভক্তাশ্চ ভক্তিমিচ্ছন্তি তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৫ ॥
বৈষ্ণবাশ্চ যথা ভক্তিং পশবশ্চ যথা তৃণম্।
ধর্ম্মমিচ্ছন্তি বৈ সন্তস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৬ ॥
যথা ব্যসনিনো মারং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্।
প্রাণিনাং বল্লভো দেহো যত্র আত্মাঽবতিষ্ঠতে ॥
আয়ুর্বাঞ্ছন্তি বৈ জীবাস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
ভ্রমরাশ্চ যথা পুষ্পং চক্রবাকা দিবাকরম্।
যথাত্মবল্লভাঃ ভক্তিং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ৮ ॥

মেঘকে, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম-বিদ্যাকে স্মরণ করেন, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ৪।

যেরূপ হংস সকল মানস-সরোবর, ঋষিকুল হরির স্মরণ, ভক্তসকল ভক্তি ইচ্ছা করেন; যদ্রূপ বৈষ্ণব সকল ভক্তি, পশু সকল তৃণ, সাধু সকল ধর্ম্ম, ব্যসন-প্রাপ্ত যেরূপ কন্দর্পকে বাসনা করেন, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। জীবের প্রিয় দেহ—যাহাতে আত্মা থাকেন, সেই দেহকে ও আয়ুকে জীব যেরূপ বাসনা করে, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ভ্রমর সকল যেরূপ পুষ্পকে, চক্রবাক দিবাকরকে, যেরূপ আত্মারাম ভক্তিকে, তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ৫—৮।

অন্ধেনাকুলিতা লোকা দীপং
বাঞ্ছন্তি বৈ যথা।
তথৈব পুরুষা লোকে স্মরণং
কেশবস্য চ ॥ ৯ ॥
যথা শ্রমার্ত্তা বিশ্রামং নিদ্রাং
ব্যসনিনো যথা।
যথালস্যোঞ্ঝিতা বিদ্যাং তথা
বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ১০॥
মাতঙ্গাঃ পার্ব্বতীং ভূমিং সিংহা
বনগজাদিকম্।
তথৈব স্মরণং বিষ্ণোঃ কর্ত্তব্যং
পাপভীরুভিঃ ॥ ১১ ॥
সূর্য্যকান্তরবের্যোগাদ্বহ্নিস্তত্র প্র-
জায়তে।
এবং বৈ সাধুসংযোগাদ্ধরৌ ভক্তিঃ
প্রজায়তে ॥ ১২ ॥

তামসাবৃত জগৎ যেরূপ দীপ ইচ্ছা করে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ কেশবের স্মরণ করেন। ৯।

শ্রমার্ত্ত যদ্রূপ বিশ্রামকে, ব্যসনগ্রস্ত যেরূপ নিদ্রাকে, যেরূপ অলস ব্যক্তি ত্যক্ত বিদ্যাকে বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ১০।

মাতঙ্গ যেরূপ পার্ব্বত্য ভূমিকে, সিংহ যেরূপ বন ও গজাদিকে বাসনা করে, তদ্রূপ পাপ-ভীত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবেন। ১১।

সূর্য্যকান্তমণি যেরূপ সূর্য্য-সংযোগে বহ্নি উৎপাদন করে, তদ্রূপ সাধু-সংসর্গে শ্রীহরিতে ভক্তি উৎপন্ন হয় ১২ ॥

শীতরশ্মি শিলা যদ্বচ্চন্দ্র-
যোগাদপঃ স্রবেৎ।
এবং বৈষ্ণবসংযোগাদ্ভক্তির্ভবতি
শাশ্বতী ॥ ১৩ ॥
কুমুদ্বতী যথা সোমং দৃষ্ট্বা পুষ্পং
বিকাশতে।
তদ্বদ্দেবে কৃতা ভক্তির্মুক্তির্দা
সর্ব্বদা নৃণাম্ ॥ ১৪ ॥
যথা নলস্য সংত্রস্তা ভ্রমরী
স্মরণং চরেৎ।
তেন স্মরণ-যোগেন নল-সারূপ্য-
তামিয়াৎ ১৫ ॥
গোপীভির্জারবুদ্ধ্যা চ বিষ্ণোশ্চ
স্মরণং কৃতম্।
তাশ্চ সাযুজ্যতাং নীতাস্তথা বিষ্ণুং
স্মরাম্যহম্। ১৬ ॥

চন্দ্রকান্তমণি যদ্রূপ চন্দ্র-সংযোগে জল স্রাব করে, তদ্রূপ বৈষ্ণব সংযোগে শাশ্বতী ভক্তি উৎপন্ন হয়।১৩॥

কুমুদফুল যদ্রূপ চন্দ্র দর্শন করিয়া বিকশিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।১৪।

যদ্রূপ নলের ত্রাসে ভ্রমরী তাহার স্মরণ করে ও সেই স্মরণ বশে তদাকারতা প্রাপ্ত হয়।১৫।

গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে বিষ্ণুর স্মরণ করিয়াছিলেন ও সেই স্মরণ-বলে বিষ্ণু-সাযুজ্যতা প্রাপ্ত হইলেন, তদ্রূপ আমিও বিষ্ণু স্মরণ করি॥১৬॥

কেহপিবৈ দুষ্টভাবেন ছদ্মভাবেন কেচন।
কে চাপি লোভভাবেন নিঃস্পৃহা-শ্চৈব কেচন।
ভক্ত্যা বা স্নেহভাবেন দ্বেষভাবেন বা পুনঃ ॥ ১৭ ॥
কেহপি স্বামিত্ব ভাবেন বুদ্ধ্যা বা, বুদ্ধি-পূর্ব্বকৈঃ।
যেন কেনাপি ভাবেন চিন্তয়ন্তি জনার্দ্দনম্। ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্। ১৮।
অহো বিষ্ণোশ্চ মাহাত্ম্যমদ্ভূতং লোমহর্ষণম্।
যদৃচ্ছয়াহপি স্মরণং ত্রিধামুক্তি-প্রদায়কম্ ॥ ১৯ ॥

কেহবা দুষ্টভাবে, কেহবা ছদ্মভাবে, কেহবা লোভে, কেহবা স্পৃহভাবে, কেহ ভক্তিতে, কেহ স্নেহভাবে, কেহবা দ্বেষভাবে, কেহ স্বামিভাবে, কেহবা বুদ্ধিপূর্ব্বক, যিনি যে কোন ভাবে জনার্দ্দনকে চিন্তা করুন না কেন, তিনি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া সনাতন বিষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকেন। অহো! বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ! যদৃচ্ছা ক্রমে স্মরণ করিলেও তিন প্রকারে মুক্তি লাভ হয়। ধন, ঐশ্বর্য্য কিম্বা বিপুল বুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত

ন ধনেন সমৃদ্ধেন নবৈ বিপুলয়া ধিয়া একেন ভক্তি-যোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ।
সান্নিধ্যেহপি স্থিতোদূরে নেত্রয়োঃ রঞ্জনং যথা ॥ ২০ ॥

হওয়া যায় না, একমাত্র ভক্তিযোগে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দর্শন করিতে পারা যায়! তিনি নিকটে থাকিলেও দূরে থাকেন,— যেরূপ চক্ষের অঞ্জন।১৭—২০।

[শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে চিন্তা করুন না কেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যথা—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥
(শ্রীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ১ অঃ ২৯)

শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষ করিয়াও যদি মনুষ্য তাঁহার পদ লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরায়ণজন যে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরণ্।
শিশুপালো গতস্তত্বং কিং পুনস্তৎ-পরায়ণঃ ॥
(গরুড় পুরাণে ২৩৫ অধ্যায় ১৯)

এই নাম পরিহাসে, সঙ্কেতে, অনাদরে, হেলায় গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ নষ্ট হয়।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভ-
হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘ-
হরং বিদুঃ ॥১৪।
(শ্রীভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে—২ অধ্যায়ে।)

অন্যত্র পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে—

নামৈকং যস্যবাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলংগতং বা। শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ॥

একনাম প্রসঙ্গ ক্রমে যাঁহার বাক্যে, স্মরণপথে আইসে, অথবা শ্রবণমূলে আইসে, উহা শুদ্ধ, অশুদ্ধবর্ণ, ব্যবহিত রহিত হইলেও মনুষ্যকে তারণ করে, ইহা সত্য। ("ব্যবহিত রহিত" অর্থাৎ নারায়ণ শব্দ কিঞ্চিৎ উচ্চারণান্তর প্রসঙ্গক্রমে অন্য শব্দ ব্যবধান রহিত) এইজন্য অজামিল মৃত্যু-সময়ে পুত্রের নাম 'নারায়ণ' উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোপীগণ জার-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন। এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতে দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পাছে অন্যের সংশয় হয়, এইজন্য মহাত্মা পরীক্ষিৎও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পাপ-সংশয় তাঁহার পবিত্র মনে কখনও উদয় হয় নাই, কারণ তিনি বিষ্ণুরাত নামে খ্যাত। নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণে পরীক্ষিৎ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ-
ভবদ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুপূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি
দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥
(পদ্যাবল্যাং।)

যিনি শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও তাঁহার লীলা শ্রবণ জন্য সপ্তাহকাল নিরম্বু ছিলেন—

নৈষাতিদুঃসহাক্ষুন্মাং ত্যক্তো-
দমপিবাধতে।
পিবন্তংত্বন্মুখাম্ভোজ চ্যুতংহরি-
কথামৃতম্ ॥
(১০১স্ক ১অ ১১।)

সে পরীক্ষিতের মনে কখনও ঈদৃশ পাপ-সংশয়ের উদয় হইতে পারে না এবং যে শুকদেব—যাঁহার শ্রীকৃষ্ণনামে পদে পদে অশ্রু-পুলক প্রভৃতি সাত্বিক লক্ষণ হইতেছে, সে মহাত্মা শুকদেব যে শ্রীকৃষ্ণচরিতে অশ্রাব্য কথার যোজনা করিবেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদের পাপ-বুদ্ধি, সুতরাং পাপকথা—পাপসংশয় প্রথমেই মনে হয়; ভক্ত-হৃদয়ে কখনও এরূপ সংশয় হয় না। পাছে সভাস্থ অন্যের মনে পাপ-সংশয়-উদয় হয়, তজ্জন্যই পরীক্ষিৎ মহাশয়ও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়ে-
তরস্যচ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন

সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভি
রক্ষিতা।

প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মণ্ পরদারাভি-
মর্ষণং ॥ ২৭ ॥
আপ্তকামো যদুপতিঃকৃতবান্
বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃসংশয়ং
ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥

ইহাতে বৈষ্ণবতোষণী বলেন—

"তস্মাৎ তত্রস্থানাং কেষাঞ্চিৎ সন্দেহ বিতর্ক্য তেষামেব হিতার্থং তমুত্থাপ্য স্ব-সন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি।"

তিনি নিজের সন্দেহ ছলে সেইস্থানে কোন কোন লোকের মনে সন্দেহ-তর্ক ধরিয়া, তাঁহাদেরহিতার্থ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু এ সন্দেহ ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না; ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাস করিয়া থাকেন; সে পবিত্র স্থানে কখনও পাপ-সন্দেহ-উদয় হইতে পারে না। এইজন্য ভক্তের প্রাধান্য অধিক।

পৃথ্বীতাবদিয়ং মহৎসু মহতী-
তদ্বেষ্টনং বারিধিঃ
পীতোঽসৌ কলসোদ্ভবেন মুনিনা
স ব্যোম্নি খদ্যোতবৎ।
তদ্বিষ্ণো দনুজারিনাথমথনে-
পূর্ণং পদংনাভবৎ।
তদ্দেবো বসতি ত্বদীয় হৃদয়ে
তত্তো মহাত্মাপরঃ ॥ (১)

অর্থাৎ পৃথিবী অত্যন্ত বড়, কিন্তু তাহাকেও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে; ঐ সপ্ত সমুদ্রকেও অগস্ত্য মুনি পান করিয়াছিলেন, সেই মুনিও আকাশে খদ্যোতবৎ; সেই আকাশও বলি-মথনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-পদ প্রাপ্ত হন নাই; (কারণ বলি রাজা ত্রিপদ-ভূমি শ্রীকৃষ্ণকে দান করিয়াছিলেন; একপদে মর্ত্ত ও অন্যপদে স্বর্গ, তৃতীয় পদের স্থান-অভাব হইয়াছিল); সেই দেব তোমার (কোন সাধুর) হৃদয়ে বাস করেন, সুতরাং সাধু অপেক্ষা মহৎ আর নাই।

তজ্জন্য পূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিয়াছেন "কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহ সমুদ্ভূতমালক্ষ্য তচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি"—

কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি লোকের হৃদয়ে সন্দেহ সমুদ্ভূত দেখিয়া, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী পুরুষদিগেরই মাত্র এ সন্দেহ হইয়া থাকে; ভক্তের এ সন্দেহ হয়না; কারণ তিনি ভক্তের ধন। এক্ষণে দেখা যাউক যে, শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ দেহের লীলা? তাহা কি প্রাকৃত দেহ অথবা অপ্রাকৃত দেহ; তাহা কি আমাদের ন্যায় মাংসাসৃক্‌পূয়বিন্মূত্রস্নায়ু-মজ্জাস্থিময় দেহ অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য চিন্ময় দেহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১) এই শ্লোকটি আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর পিতৃস্বসার "গুরুমার" মুখে প্রথম শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বার্দ্ধক্য বশতঃ সমুদয় কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিনাই। যাহা বুঝিয়াছিলাম, লিখিলাম, কোন পাঠক মহোদয়ের এই শ্লোকটি জানা থাকিলে ও ইহা অশুদ্ধ বোধহইলে, কৃপাকরিয়া আমায় সংবাদ দিলে বাধিত হইব। এইশ্লোকটি এই জন্যেই সংস্কৃত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ভ-গোল পরিচয়।

৫ম পাঠ—১ম প্রপাঠক।

তারা।

নাম।—পরিচয়ের সুবিধার জন্য পৃথিবীস্থ প্রত্যেক অট্টালিকা, পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর, পৃথক্ পৃথক্ নাম পাইয়াছে। যথা বিশ্ববিদ্যালয় চেৎলা, কালীঘাট, ভবানীপুর, কলিকাতা এবং সন্নিহিত পল্লী, গ্রাম, নগর, মহানগর সংহতির দেশ-বাচক এক এক নাম হইয়াছে, যথা—বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা।

পরিচয়ের সুবিধার জন্য ভ-গোলের প্রধান প্রধান তারাগণের ও গুচ্ছক ও তারকাস্তবকের এবং বাষ্পস্তবকের নামকরণ হইয়াছে, যথা—ধ্রুবতারা, গুচ্ছক, কৃত্তিকা এবং তারকা-স্তবক, মধুচক্র, বাষ্পস্তবক, স্তবকরাজী ইত্যাদি। প্রত্যেক সন্নিহিত তারাগণ, গুচ্ছক, তারকাস্তবক ও বাষ্পস্তবক-সংহতির এক এক মণ্ডলবাচকনাম আছে। যথা শিশুমার মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল ইত্যাদি। ভ-চক্রস্থিত ১২টী মণ্ডলের বিশেষ নাম রাশি এবং ঐ ১২টী মণ্ডল রাশি নামে পরিচিত। মেষরাশি, বৃষরাশি ইত্যাদি। ১২টী রাশির সাধারণ নাম ভ-গণ।

সংখ্যা।—ভ-গোলে চন্দ্র-সূর্য্য ব্যতীত যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্ক আছে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে তাহাদের মধ্যে ৭১৯১ তারা এবং কয়েকটী তারকাস্তবক এবং ২১১টী বাষ্পস্তবক মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চাক্ষুষ দৃষ্টিতে তারাগুলির আকার টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানির মত, গুচ্ছকগুলির আকার বরট চক্রবৎ এবং তারাস্তবক ও বাষ্পস্তবকগুলির আকার মেঘখণ্ডবৎ, ধূমকেতুগুলির আকার সম্মার্জ্জনী বৎ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ভ-গোলের তারা-সংখ্যা ৩ সহস্র কোটি গণনা করা যায়।

জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, ঘন আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চতুর্দ্দশ লক্ষগুণ বড়, এবং সূর্য্য অপেক্ষা বহুতর তারা অতি বৃহত্তর। কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা শতগুণ বড়, কোন তারা সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বড়।

ঘন আয়তন অনুসারে তারাগণ বিভাগ করিলে, দেখা যায় যে, মৃগব্যাধ লুব্ধক তারা, যোগতারা অভিজিৎ, পদ্মতারা, প্রভাসতারা এবং যোগতারা শ্রবণা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এবং এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ নীলাভ শ্বেত বর্ণ। এই ১ম শ্রেণীর তারাগণ উজ্জ্বলতম এবং অধিকতম চাকচিক্যময়। লুব্ধক ভ-গোলের শিরোমণি। আয়তনে লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা অন্যূন ৫০০গুণ বড়।

ঘন আয়তন অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ পীত বর্ণ; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ চাকচিক্যময় নহে। সুতরাং ব্রহ্মহৃৎ তারা, যোগ তারা, রোহিণী ও স্বাতী প্রভৃতি এই শ্রেণীর তারা এবং আমাদিগের সূর্য্যও এই নিম্ন শ্রেণীর তারা।

৩য় শ্রেণীর তারাগণের পৃষ্ঠদেশ সাময়িক কলঙ্কে আবৃত হয় এবং ইহাদিগের কলঙ্কের সংখ্যা ও বিস্তৃতি অধিকতর। এ জন্য এই ৩য় শ্রেণীর তারাগণের উজ্জ্বলতার অধিকতর পরিবর্ত্তন ঘটে। কলঙ্কের প্রাদুর্ভাব হইলে তারা মলিন ও ম্লান হয়। আবার কলঙ্কের

অভাব হইলে,তারা উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ তারা বহুরূপ তারা। এই শ্রেণীর তারাগণ লোহিত বর্ণ, এবং সম্ভবতঃ আমাদের সূর্য্যাদি পীতবর্ণ তারা অপেক্ষা ইহাদের উত্তাপ ন্যূনতর।

তারা-জগতে এই তিন শ্রেণীর তারাই প্রধান। চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। সুতরাং আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণ অবশ্যই ঘন আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি সহকারে অপর বহু শ্রেণীর তারা আবিষ্কৃত হইবেক। যতদূর আবিষ্কার হইয়াছে,তাহাতেই বিদিত হয় যে,তারাগণের নির্ম্মাণ-প্রকার এক নহে। গ্রহগণ মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে, সূর্য্যগণ (তারাগণ) মধ্যে তদ্রূপ নানাবিধ প্রকার-ভেদ আছে। আয়তন-ভেদ,অবস্থা-ভেদ,আলোক-ভেদ, উত্তাপ-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, গতি-ভেদ ইত্যাদি নানাবিধ ভেদ-লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ঘন আয়তন অনুসারে তারাগণের তালিকা।

১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	১ম শ্রেণী নীলাভ শুক্লবর্ণ।	২য় শ্রেণী পীত বর্ণ।	৩য় শ্রেণী লোহিত বর্ণ।
লুব্ধক।	পুলস্ত্যতারা।	ব্রহ্মহৃৎ।	যোগতারা অনুরাধা।
যোগতারা অভিজিৎ।	পুলহ তারা।	যোগতারা স্বাতী।	যোগতারা আর্দ্রা।
পদ তারা।	অত্রি তারা।	যোগতারা রোহিণী।	মীর তারা।
যোগতারা শ্রবণা।	বশিষ্ঠ তারা।	ধ্রুবতারা।	কালিয় তারা।
যোগতারা চিত্রা।	মরীচি তারা।		লোপামুদ্রা :—
মৎস্যমুখ তারা।	অঙ্গিরা তারা।		
যোগতারা মঘা।			
বিষ্ণুতারা।			
স্পর্শমণি।			

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সমস্তরে অবস্থিত বোধ হয়।

দূরত্ব।—জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র গড়ে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত, সূর্য্য প্রায় ১০ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু তারাগণ কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা শত গুণ দূরে,কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা সহস্র গুণ দূরে, কোনটী সূর্য্য অপেক্ষা লক্ষ গুণ দূরে, কোনটীবা ৫০ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত।

আলোক প্রতি ২॥ পলে (এক সেকেণ্ডে) ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গমন করে। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীতে আসিতে ১৯ পল (৭॥ মিনিট) সময় লাগে। কিন্তু কোন তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে তিন বৎসর, কোন তারা হইতে ৪ বৎসর, কোন তারা

হইতে দশ বৎসর, কোন তারা হইতে বিশ বৎসর, কোন তারা হইতে ত্রিশ বৎসর, কোন তারা হইতে ৪১ বৎসর, কোন তারা হইতে প্রায় ৫০ বৎসর সময় লাগে। আবার কোন তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে শত-সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মানবের চাক্ষুস দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। তিন সহস্র-কোটী তারা মধ্যে আমরা ৫১৯১টী তারা মাত্র দেখিতে পাই। পৃথিবী অপেক্ষা শত সহস্রগুণ বড় জ্যোতিষ্ককে আমরা সিকি দুয়ানির আকারে দেখি; এবং শত সহস্র কোটী মাইল দূরস্থিত তারাকে আমরা ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরস্থিত চন্দ্রের সমদূরে দেখি।

পৃথিবীর সন্নিহিত তারাগণের দূরত্বের তালিকা।

তারার নাম।	দূরত্বের পরিমাণ, সূর্য্য দূরত্বের কতগুণ।	তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিবার সময়।	দূরত্বের মাইল।
জয় তারা।	২ লক্ষ ৭৫ হাজার।	৪' ৩ বৎসর।	২৫½ শত কোটি।
৬১ বকমণ্ডল।	৪ ,, ৬৯ ,,	৭' ৪ ,,	৪৩½ ,,
লুব্ধক।	৬ ,, ২৫ ,,	৯. ৯ ,,	৫৮ ,,
প্রভাস তারা।	৭ ,, ৬১ ,,	১২.	৭০½ ,,
যোগতারা রোহিণী।	৮ ,, ৭৪	১৩' ৮	৮১ ,,
যোগতারা শ্রবণা।	১০ ,, ৮৬	১৭' ১	১০৩ ,,
যোগতারা অভিজিৎ।	১৩ ,, ৭৭	২১' ৭ ,,	১২৭ ,,
ব্রহ্মহৃৎ তারা।	১৮ ,, ৭৫	২৯' ৬	১৭৪ ,,
যোগতারা স্বাতী।	২১ ,, ৯৪	৩৬'	২০৩ ,,
ধ্রুব তারা।	২৩ ,, ১৮	৩৬'	২১৫ ,,

পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন হেতু আমরা চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণের যে দৈনিক গতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে অনুভব করি এবং স্বীয় কক্ষায় পৃথিবীর বার্ষিক গতিদ্বারা তারাগণের অবস্থিতি স্থানের যে বৈলক্ষণ্য আমরা অনুভব করি, তদ্ভিন্ন সূর্য্য ও তারাগণের কোন গতি আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে ভ-গোলে তারাগণের যে গতি, অবস্থিতি-স্থান বর্ণিত আছে, সেই অবস্থিতি-স্থানের সহিত ভ-গোলের তারাগণের বর্ত্তমান অবস্থিতি স্থান তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তারাগণ স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তারাগণের গতি আছে এবং দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণ করিলেও সূর্য্য ও তারাগণের গতির প্রত্যক্ষ হয়। কয়েকটী প্রধান তারার গতির তালিকা সংযোজিত হইল।

তারাগণের গতির তালিকা।

তারার নাম।	প্রতি সেকেণ্ডে গতির পরিমাণ কত মাইল।
জয় তারা।	২৭
ব্রহ্মহৃৎ।	৩০
লুব্ধক।	৩২
৬১ বৃক মণ্ডল।	৪০
যোগতারা অভিজিৎ।	৫০
যোগতারা স্বাতী।	৭০

স্থূলত্ব।—তারাগণের জ্যোতির উজ্জ্বলতাকে স্থূলত্ব বলে, তারাগণের স্থূলত্বের তারতম্য অনুসারে তারাগণকে বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময় তারাগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর তারাগণ সর্ব্বপ্রধান। প্রথম শ্রেণীর তারা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় তারাগণকে ২য় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে জ্যোতির তীব্রতা ও ক্ষীণতা মূলে ৩য় শ্রেণী, ৪র্থ শ্রেণী ৫ম, শ্রেণী ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ও ২০তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারাগণ মানবের চক্ষুর গোচর। ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারা সংখ্যা ৭১৯১ মাত্র। সুতীব্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ৬৫ স্থূলত্ব পর্য্যন্ত দর্শনক্ষম।

স্থূলত্ব অনুসারে তারাগণের তালিকা।

প্রথম শ্রেণী।		দ্বিতীয় শ্রেণী।		তৃতীয় শ্রেণী।	
তারার নাম।	স্থূলত্ব।	তারার নাম।	স্থূলত্ব।	তারার নাম।	স্থূলত্ব
লুব্ধক।	—১·৪	যোগতারা পুনর্ব্বসু।	১·১	যোগতারা উঃ ভাঃ।	২·১
যোগতারা স্বাতী।	০·১	যোগতারা চিত্রা।	১·২	যোগতারা অশ্বিনী।	২·১
যোগতারা অভিজিৎ।	০·২	যোগতারা মঘা।	১·৪	সৌম্য ধ্রুবতারা।	২·২
ব্রহ্মহৃৎ।	০·২	যোগতারা মূলা।	১·৭	যোগতারা উঃ ফাঃ।	২·২
অগস্ত্য।	০·৪	অশ্বিনী তারা।	১·৯	যোগতারা উঃ আঃ।	২·৩
যোগতারা আর্দ্রা।	০·৯	অঙ্গিরা তারা।	১·৯	বশিষ্ঠ তারা।	২·৪
যোগতারা রোহিণী।	১·০	ক্রতু তারা।	২·০	পুলহ তারা।	২·৬
যোগতারা অনুরাধা।	১·০	মরীচি তারা।	২·০	পুলস্ত্য তারা।	২·৬
যোগতারা শ্রবণা।	১·০			যোগতারা উঃ পূঃ ভাঃ	২·৬
				যোগতারা পূঃ ফাঃ।	২·৮
				যোগতারা হস্তা।	২·৮
				যোগতারা পূঃ আঃ	[illegible]

৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	স্থূলত্ব।	৪র্থ—৬ষ্ঠ শ্রেণী।	স্থূলত্ব।
যোগতারা অশ্লেষা।	৩·৩	যোগতারা ভরণী।	৩·৮
অত্রি তারা।	৩·৪	যোগতারা পুষ্যা।	৩·৫
যোগতারা মৃগশিরা।	৩·৫	যোগতারা রেবতী	৫·৮
যোগতারা ধনিষ্ঠা।	৩·৭	অরুন্ধতী।	৬
যোগতারা শতভিষা।	৩·৮		

৭ম শ্রেণী হইতে ২০তম শ্রেণীর তারা মানব-চক্ষুর অগোচর, তবে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানব-দৃষ্টির গোচর হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর তারা-সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথম হইতে বিংশতিতম শ্রেণীর তারা সংখ্যার তালিকা।

তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।	তারার শ্রেণী।	তারার সংখ্যা।
১	২০	১১	১০০০০০০
২	৫৯	১২	৩০০০০০০
৩	১৮২	১৩	১০০০০০০০
৪	৫৭০	১৪	৩০০০০০০০
৫	১৬০০	১৪	৯০০০০০০০
৬	৪৮০০	১৬	২৭০০০০০০০
৭	১৩০০০	১৭	৮২০০০০০০০
৮	৪০০০০	১৮	২৫০০০০০০০০
৯	১০০০০০	১৯	৭০০০০০০০০০
১০	৪০০০০০০	২০	২২০০০০০০০০০

সবর্ণ তারা।—শুভ্র বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণে রঞ্জিত তারাকে সবর্ণ তারা বলে।

সবর্ণতারা-তালিকা।

নীলবর্ণ।	পীত বর্ণ।	লোহিত বর্ণ।
যোগতারা অভিজিৎ।	সূর্য্য।	যোগতারা অনুরাধা।
বিষ্ণুতারা।	ব্রহ্মহৃৎ।	যোগতারা আর্দ্রা।
	যোগতারা রোহিণী।	কালিয়তারা।
	যোগতারা স্বাতী।	লোপামুদ্রা তারা।

নৈসর্গিক কারণে তারাগণের জ্যোতি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, ইহাই বাস্তব হ্রাসত্ব। আবার পৃথিবীর স্বীয় কক্ষায় পরিভ্রমণ জন্য তারাগণের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, আমরা তারাগণের জ্যোতির তারতম্য অনুভব করি এবং দৈনিক আবর্ত্তনকালে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে লগ্ন-বিন্দু হইতে পূর্ব্ব চক্র পাদবিন্দু পর্য্যন্ত ভ্রমণকালে জ্যোতিষ্ক মাত্রের জ্যোতি

ক্রমে গাঢ়তর হয়, এবং পূর্ব্বচক্র পাদবিন্দু হইতে তুঙ্গ-রেখা পর্য্যন্ত অধিরোহণকালে তারাগণের জ্যোতি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। তুঙ্গ-রেখা হইতে পশ্চিম চক্রপাদ-বিন্দু পর্য্যন্ত অবরোহণ কালে তারাগণের জ্যোতি পুনরায় ক্রমে গাঢ়তর হইতে থাকে এবং পশ্চিম চক্রপাদ বিন্দু হইতে অস্তবিন্দু পর্য্যন্ত তারাগণ নিমজ্জন কালে ক্রমে ম্লান হইতে থাকে। যে বায়ুরাশি পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে, ঐ বায়ুরাশি তারাগণের জ্যোতির ক্ষীণতার কারণ, এবং তারাগণের এই জ্যোতি-পরিবর্ত্তন অবাস্তব।

কিন্তু সময় ভেদে কোন কোন তারার স্থূলত্বের বিশেষ ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। এমনকি প্রথম শ্রেণীর তারা প্রথম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নামিয়া যায়; এবং সময়ে সেই তারা পুনরায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল তারাগণকে বহুরূপ তারা বলে। বহুরূপ তারা ৪ ভাগে বিভক্ত।

১। প্রথমতঃ যে বহুরূপ তারার জ্যোতির তীব্রতা ও ক্ষীণতা চক্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত দৃষ্ট হয়; যথা পরশুমণ্ডলে মায়াবতী তারা। এই প্রথম ভাগের তারা প্রায় উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে। অল্প সময়ের জন্য ক্ষীণপ্রভ হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ বহুরূপ তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জ্বল ও ম্লান হয়; কিন্তু কিছু দিন মাত্র উজ্জ্বল থাকে। সময়ে অদৃশ্যভাব ধারণ করে, বলিতে হয়। যথা—তিমি-মণ্ডলের মার তারা।

৩। তৃতীয়তঃ বহুরূপ তারা প্রায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত উজ্জ্বল ও ম্লান হয় বটে, কিন্তু প্রতিবারে স্বীয় নিম্নতম শ্রেণীতে অবরোহণ করে না, অথবা প্রতিবারে স্বীয় উচ্চতম শ্রেণীতে আরোহণ করেনা। অর্থাৎ একবারে যে ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, পরবারে তাহার ন্যূনতর ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়; এবং একবারে যেরূপ ম্লান হয়, পরবারে তত ম্লান হয় না, যথা—শূলফল।

৪। চতুর্থতঃ বহুরূপ তারা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অনিয়মিত ভাবে উজ্জ্বল ও ম্লান হয়। জ্যোতির পরিবর্ত্তনের সীমা অধিক, যথা—মরীচি তারা।

বহুরূপ তারার তালিকা।

১ম শ্রেণী।	মায়াবতী।	পরশুমণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন ২.২ হইতে ৩.৭ পর্য্যন্ত।	৩দিন।
	রেণুকা।	„	৩.৪ ······ ৪.১ ······	
২য় শ্রেণী।	মার	তিমি মণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন ১.৭ হইতে ৯.৫ পর্য্যন্ত।	৩৩১দিন
	লোপামুদ্রা।	স্থবর্ণ মণ্ডল।	৫.০ ······ ৬.৫ ······	
৩য় শ্রেণী।	শূলফল।	বীণা মণ্ডল।	১.০ ······ ৭.০ ······	৭০বৎসর
৪র্থ শ্রেণী।	মরীচি।	অর্ণবযান মণ্ডল।	স্থূলত্ব পরিবর্ত্তন ৩.৪ হইতে ৪.৫ পর্য্যন্ত।	২৩দিন

ভূগোলের কোন কোন তারা সময়ে তীব্র জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়া সুদৃশ্য হয়; আবার কখনও সেই তারা অদৃশ্য হয়। এই তারাগণকে সাময়িক বা নবতারা বলে। সাময়িক তারাগণের দর্শনাদর্শনের কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সাময়িক তারার সহিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুরূপ তারার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

সাময়িক তারার তালিকা।

তারার নাম।	যে মণ্ডলে স্থিত।
টাইকো।	কাশ্যপীয় মণ্ডল।
কেপলার।	সর্পধারী মণ্ডল।
চিন্তামণি।	উঃ কিরীট মণ্ডল।

টাইকো তারা ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাশ্যপীয় মণ্ডলে আবির্ভূত হয় এবং লুব্ধক তুল্য তেজস্বী হয়। ১৫৭৫ সালে মার্চ্চ মাসে এই তারা পীত বর্ণ ধারণ করিয়া ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে এবং একবৎসর পরে রক্তবর্ণ অবস্থায় বিলীন হয়। এই তারাকে মধ্যদিনে তীব্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইতেন।

কেপলার ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হয়। ১৬০৬ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার তিরোভাব হয়।

খৃঃ অঃ ১৮৬৬ সালে মে মাসে চিন্তামণির উদয় হয়। এবং ৫ সপ্তাহ মধ্যে ২য় শ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণীতে অবনত হইয়াছে।

৫ম পাঠ। ২য় প্রপাঠক।

যৌথ তারা।

আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যত তারা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কতকগুলি তারা যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটী দেখায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে প্রকাশ হয় যে, দুই, তিন, চারি, পাঁচটী তারা একত্রীভূত হইয়া একটী মাত্র দেখায়। জ্যোতির্ব্বিদ্ হক্ সাহেব ১৬৬৪ খৃঃ অশ্বিনী নক্ষত্রের রশ্মি তারা-দূরবীক্ষণে দর্শন করিয়া দ্বিতারকময় দেখেন। এইরূপ তারা-সংহতিকে যৌথতারা বলে। জগতে বহুতর যৌথতারা আছে। তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। যৌথতারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ১। দ্রষ্টব্য যৌথতারা। ২। তারা-জগৎ। ৩। সৌরতারা-জগৎ।

দ্রষ্টব্য যৌথতারা দ্বয়ের মধ্যে কোন নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই। কেবল প্রায় এক ধ্রুবক ও বিক্ষেপে পরস্পর বহু দূরে স্থিত তারাদ্বয় মানবের ক্ষীণ দৃষ্টিতে এক তারা বলিয়া বোধ হয়। তারা-জগতে দুই তুল্য প্রকাণ্ড তারা উভয়ের সাধারণ ভারকেন্দ্র পরিভ্রমণ করে, এই তারা-সংহতি প্রকৃত যৌথ তারা। যথা নাভিতারা, সৌরতারা-জগৎ। যখন কোন তারা বা তারাগণ কোন প্রকাণ্ড তারা পরিভ্রমণ করে, ঐ তারা-সংহতিকে সৌর-যৌথতারা-জগৎ বলে, এবং পরিভ্রমণকারী তারা বা তারাগণকে তারাগ্রহ বলে। যথা লুব্ধকের তারাগ্রহ।

তারা-জগতের ও সৌরতারা-জগতের তারাগণ প্রায়শঃ মনোহর বর্ণেরঞ্জিত; কিন্তু পরস্পর সুরঞ্জক বর্ণে রঞ্জিত। তারাজগৎ ও সৌর তারাজগতের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

যৌথতারার তালিকা।

যৌথ তারার নাম।	মণ্ডল বা রাশি।	স্থূলত্ব।	তারারসংখ্যা।	পরিভ্রমণ-কাল।
জয় তারা।	মহিষাসুর।	১.০+২.০	২	৭৭.৪ বৎসর।
বিষ্ণু তারা।	কর্কট রাশি।	২.৫+২.৮	২	৯৯৭
নাভিতারা।	কন্যারাশি।	৩.০+৩.২	২	১৮৫
স্কন্ধতারা।	সিংহরাশি।	২.০+৩.৫	২	৪০৭

গুচ্ছক।

ভ-গোল পর্য্যবেক্ষণ করিলে ভ-গোলের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকামালা সমবেত-ভাবে স্থিত দৃষ্ট হয়। এই সমবেত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা-মালাকে গুচ্ছক বলে। গুচ্ছক মধ্যে কৃত্তিকা উজ্জ্বলতম। এই মনোহর গুচ্ছক বৃষ রাশিতে অবস্থিত। চাক্ষুষ দৃষ্টিতে কৃত্তিকা-গুচ্ছকে সাতটী মাত্র তারা দেখাযায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ৪০০ তারা গণনা করা যায়।

গুচ্ছক-তালিকা।

গুচ্ছক নাম।	যে মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	গুচ্ছকের পাশ্চাত্য নাম।
কৃত্তিকা।	বৃষ রাশি।	Pleiades.
করিমুণ্ড।	করিমুণ্ড মণ্ডল।	Coma.
চিত্ররথ।	পরশু মণ্ডল।	M 34.
তরবারি।	কালপুরুষ মণ্ডল।	1376.

স্তবক।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ভ-গোল পর্য্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য স্তবক দৃষ্টিগোচর হয়। কতক-গুলি স্তবক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাময়। এই স্তবকগুলিকে তারকাস্তবক বলে। তারকা-স্তবকগুলি দূরবীক্ষণে অতি মনোহর দেখায়। অপর স্তবকগুলি দূরবীক্ষণের অভেদ্য। এই স্তবকগুলি বাষ্পময় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এজন্য ইহাদিগকে বাষ্প-স্তবক বলিতে হয়। কিন্তু সময়ে বিজ্ঞানের উন্নততর অবস্থায় এই স্তবকগুলি কি দাঁড়ায়, কেহই বলিতে পারে না। বাষ্পস্তবক সংখ্যা সপ্ত সহস্রাধিক। প্রধান প্রধান তারকাস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

তারাস্তবক-তালিকা।

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারা-সংখ্যা ও নাম।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
	কাশ্যপীয় মণ্ডল।	৪		M 103.	
	পরশুমণ্ডল।			212. 221.	
	মিথুন রাশি।	৭, ইলবলা ২।		M 35.	

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারা-সংখ্যা ও নাম।	পাশ্চাত্য নাম	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
মধুচক্র।	কর্কট রাশি।	৩, সুমিত্রা।	Bee-hive.		
	হরকুলেশ মণ্ডল।	৭		M. 31.	
		২		H52.	চাক্ষুষদৃশ্য।
	মহিষাসুর মণ্ডল।	৭		H.3531.	চাক্ষুষদৃশ্য।

আকার ভেদে বাষ্পস্তবকগুলি ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। বৃত্ত-আকার। ২। ডিম্ব-আকার। ৩। অঙ্গুরীয়ক-আকার। ৪। চূড়া-আকার। ৫। বক্র-আকার। ৬। বিবিধ-আকার। প্রধান প্রধান বাষ্পস্তবকের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

বাষ্পস্তবক-তালিকা।

নাম।	কোন্ মণ্ডলে বা রাশিতে স্থিত।	সন্নিহিত তারার নাম।	পাশ্চাত্য নাম।	পাশ্চাত্য চিহ্ন।	মন্তব্য।
রাজ্ঞীস্তবক।	ধ্রুবমাতা মণ্ডল।	মীনমুখ তারা।	Queen.	M31.	চাক্ষুষদৃশ্য।
জটাভার-স্তবক।	সারমেয় যুগল-মণ্ডল।	মরীচি তারা।	Spiral.	M51.	
অঙ্গুরীয়ক-স্তবক।	বীণা মণ্ডল।	শুনফলং তারা।	Annular.	M57.	
ডম্বরু।	শৃগাল মণ্ডল।	বকমুখতারা।	Dumb Bell.	M.27	
কুলীরক।	বৃষ রাশি।	ইলবলা ১তারা।	Crab.	M1.	
পুলি।	সিংহরাশি।	অর্জ্জুনতারা।		M65. 66.	
জটাভার।	কন্যারাশি।		Spiral.	M88.	
বৃহৎ।	কালপুরুষ মণ্ডল।	৮	Great.	M42.	

ছায়াপথ।

সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-রাত্রিতে ভ-গোল দর্শন করিলে ভ গোলের এই শুভ্র মেখলা অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয়। এই শুভ্র মেখলার বিস্তৃতি স্থূল দৃষ্টিতে গড়ে ৮াট হাত। এই সুবিমল দুগ্ধফেণনিভ স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়ী মেখলা দেবপথ, ছায়াপথ নভঃসরিৎ, সোমধারা এবং বিরজা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা উপবীতরূপে বিশ্ব বেষ্টন করিয়াছে। উত্তর ভ-গোলে ছায়াপথ মিথুন রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃষ রাশি, ব্রহ্ম মণ্ডল, কাশ্যপীয় মণ্ডল, শেফমণ্ডল, বকমণ্ডল, বাণমণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে উপনীত হইয়াছে এবং দক্ষিণ-গোলার্দ্ধে সর্পমণ্ডল হইতে ধনু রাশি, বৃশ্চিক রাশি, বেদী মণ্ডল, মহিষাসুর মণ্ডল, ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, অর্ণবযান মণ্ডল, লুব্ধক মণ্ডল ভেদ করিয়া মিথুন রাশিতে আসিয়া মিশিয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ছায়াপথ মানবজাতির মন আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, এবং সকল জাতিই ছায়াপথের তত্ত্ব

নিরূপণের যত্ন করিয়াছে। শতাব্দী হইতে শতাব্দী বৈজ্ঞানিকগণ এই বিচিত্র বিস্ময়কর ছায়াপথের তথ্য অনুসন্ধানে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন এবং প্রতি রাত্রে ছায়াপথ বৈজ্ঞানিকের খ-বিন্দু আচ্ছাদন করিয়াছে; কিন্তু ইহার তত্ত্ব-নির্ণয় হয় নাই। ইদানীন্তন কালে জ্যোতির্বিদের পর জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণের পর দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথ লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু বিশ্ব-জগতের এই প্রকাণ্ড বন্ধনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনগণ কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন যে; ছায়াপথই স্বর্গ। প্রাচীন গ্রীকগণ ছায়াপথ অগণ্য ক্ষুদ্র তারকা-নির্ম্মিত অবধারণ করিয়া বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রোমক কবি ওবিদ ছায়াপথের যে বর্ণনা করিয়াছেন,ঐ বর্ণনা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকের শ্লাঘাজনক; যথা—

পত্তন তারকা কুলে সুবিস্তীর্ণ পথ
অবাধে লইবে তোমা বজ্রীর সদন।

প্রাচীন হিন্দুগণ ছায়াপথকে দেব-পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবি-কল্পনা লক্ষ্যভেদী হইলেও ইহা কল্পনা মাত্র। ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মানব স্বপ্নেও ভাবেন নাইযে অদ্ভুত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বলে ছায়াপথের রহস্যভেদ হইবেক। জগৎ-পূজ্য রোমক গালিলীয় চিরস্মরণীয় নবনির্ম্মাণে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাই আজ ছায়াপথের রহস্যভেদ হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পারেন যে, দুগ্ধফেণনিভ ছায়াপথ অগণ্য অস্ফুটপ্রভ তারকাবলী মাত্র। জগৎবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ স্যার উইলিয়ম্ হর্শেল গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, ছায়াপথে দুই কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা আছে। কিন্তু তথাপি ছায়াপথের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণও সমুৎকীর্ণ করিতে পারে নাই।

ছায়াপথ স্তরবৎ দেখাইলেও ইহার তারকা-কণাগুলি ভূগোলের দৃশ্য তারকা-মালা হইতে পরস্পর বহু বিচ্ছিন্ন; এতদ্দূরত্ব প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, ছায়াপথের সহিত তুলনা করিলে,আমাদিগের এই প্রকাণ্ড সৌর জগৎ সমুদ্র তুলনায় শিশির-বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর! এবং এই ধূলিকণা সদৃশ পৃথিবীতে যখন দুইশত কোটী বুদ্ধিমান জীব বাস করিতেছে, তখন এই অসীম প্রকাণ্ড ছায়াপথ কেবল আবর্ত্তনে শোভা বিতরণ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে,কোন জীবের আবাসভূমি নহে, ইহা কে বলিতে পারে?

ছায়াপথ মধ্যস্থিত শনৈশ্চর গ্রহ ছায়াপথ হইতে নির্গমন করিয়া গ্রহ বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল,তদবধি এই গ্রহের নাম ছায়াপুত্র।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী।

ভূতবিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে
ভূম্যাদিরূপিণি। তত্তদর্থ ক্রিয়া
লোকে যথাদৃষ্টা তথৈবসা ।।৯৩।।

টীকা। নম্বু ভূম্যাদিনাং অসত্ত্বে বিদ্বষাং ব্যবহার লোপঃ প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য

বিবেকেন মিথ্যাত্বে নিশ্চয়েঽপি ভূম্যাদেঃ স্বরূপ মর্দনা ভাবান্ন ব্যবহারো লুপ্যতে-ত্যাহ সদদ্বৈতাদিতি। । ৯৩॥

বঙ্গানুবাদ। সৎ অদ্বৈত হইতে পৃথক্ করিলে, ভূম্যাদি দ্বৈত অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলেও উহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ লৌকিক ব্যবহার আছে, তাহাই থাকুক, অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে দোষ হয় না ॥ ৯৩॥

উপরোক্ত ৯৩ শোকের তাৎপর্য্যার্থ।

সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তত্ত্ব-নির্ণয় দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈত পদার্থ হইতে আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থকে পৃথক্ করিলে, ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অনিত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব বর্ণিত হয়। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাত্ব বর্ণিত হইলেও, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সত্তাব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহারিক বিষয়ের ব্যবহারেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থের মিথ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞান হইলেও, তাহারা বিদ্যমান থাকে; অতএব পণ্ডিতবর্গের ব্যবহার হইতে কোন বাধা নাই, সুতরাং তাঁহারাও যে অসদ্বস্তুর সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এইপ্রকার ব্যবহারও যে হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল ॥৯৩॥

সাংখ্য কাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগ-
দ্ভেদো যথা যথা। উৎপ্রেক্ষতে-
ঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা।
॥৯৪॥

টীকা। ননু তত্ত্বস্যাদ্বৈতরূপত্বে সাংখ্যাদিভিরভিধীয়মানস ভেদস্য কুতো নিরাসঃকৃতঃ ইত্যাশঙ্ক্য ব্যবহারিক ভেদস্য অস্মাভিরভ্যুপগতত্বান্ন নিরাসায় প্রবৃত্তাঃ ইত্যাহ সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈরিতি ॥৯৪॥

বঙ্গানুবাদ। সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধগণ বিবিধ যুক্তি দ্বারা যেরূপ জগদ্ভেদ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভেদ হউক।

উপরোক্ত ৯৪ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

সাংখ্যমতবাদী, কণাদমতাবলম্বী ও বৌদ্ধবাদীরা বিবিধ যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা যে যে প্রকারে জগতের সত্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা করুন; কিন্তু সেই সকল সাংখ্যবাদী প্রভৃতিকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন বাগ্বিতণ্ডা করিয়া বৃথা প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ব্যবহারিক বিষয়ে কোন বাদীর সহিত আমাদিগের বিবাদ নাই, এই নিমিত্ত ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা বিবাদের ইচ্ছা করি না; কেবল পারমার্থিক সত্তার বিচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে আমরা সবিশেষ যত্নবান্ হইয়া থাকি। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তির মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে পরমার্থের কোন হানি হয় না। সেই জন্য আমরা পরমার্থ স্থির রাখিতে যত্নবান আছি; লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টিপাত করিনা ॥৯৪॥

অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্য-
বাদিভিঃ। এবংকা ক্ষতিরস্মাকং
তদ্বৈতমবজানতাং ॥৯৫॥

টীকা। নন্ন প্রমাণ সিদ্ধস্য সতত্ত্বভেদস্যাব জ্ঞানুপপন্না ইত্যাশঙ্ক্যাহ অবজ্ঞাতমিতি

যথা অন্যবাদিভিঃ সাংখ্যাদিভির্নিশঙ্কৈঃ শ্রুত্যাদিসিদ্ধস্যাপি সদদ্বৈতস্যাবজ্ঞা ক্রিয়তে যথা শ্রুতি যুক্ত মুভবানষ্ঠস্তেনাস্মাকং তদীয় দ্বৈতানাদরেণ কিংচীয়তে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। অন্যবাদীগণ যেমন সৎ-অদ্বৈতকে নিঃশঙ্কে অবজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদিগের দ্বৈতকে অবজ্ঞা করায় ক্ষতি কি ?

সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি, বিবিধ মতাবলম্বীরা যদি নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সদ্বস্তুর অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অনাদর করে, তাহাতে আমাদিগের কোন হানি নাই। সাংখ্যবাদী প্রভৃতিরা যদি কেবল লৌকিক ব্যবহারাদির প্রতি নির্ভর করিয়া সদ্বস্তুর দ্বৈতত্ব স্বীকার পূর্ব্বক অপথে পদার্পণ করে, তাহা করুক, আমরা তাহাতে বিরক্ত নহি। কিন্তু আমরা শ্রুতি ও শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং অনুভব দ্বারা বিচার পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকে অনিত্য জানিয়া তাঁহাদিগের সদস্তুর দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। তাঁহারা যেমন অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, আমরাও সেই প্রকার তাঁহাদিগের দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে ঘৃণা করিয়া থাকি ॥ ৯৫ ॥

দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতা ধীঃ-স্থিরা ভবেৎ। স্থৈর্য্যেতস্যা পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে ॥৯৬

টীকা। নন্বনিষ্প্রয়োজনেয়ং দ্বৈতাব-জ্ঞেত্যাশঙ্ক্য জীবন্মুক্তি লক্ষণ প্রয়োজন সত্তা-বান্নৈবমিত্যাহ দ্বৈতাবজ্ঞেতি ৯৬।—

বঙ্গানুবাদ। যখন দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিলে অদ্বৈত-বুদ্ধি স্থির হয়; অদ্বৈত-জ্ঞান স্থির হইলে সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে, তখন দ্বৈতাবজ্ঞা অনুচিত নহে। ৯৬।

তাৎপর্য্যার্থ। দ্বৈতত্ব প্রতিপাদনে এই প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে। তাহাতে বিশেষ ফল আছে। কারণ পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনা দ্বারা দ্বৈত বিষয়ের অবজ্ঞাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, অদ্বৈত-জ্ঞান ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যেহেতু দ্বৈত-জ্ঞান তিরোহিত হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা দ্বৈত-মতকে অনাদর করি-বার জন্য বিবিধ যুক্তি ও অনুভব দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজ্ঞানকে নিবৃ-রিত করিয়া অদ্বৈত-মতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহাদিগকেও জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥৯৬॥

এষাব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং-প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালে-হপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৯৭॥

টীকা। ন কেবলং জীবন্মুক্তিরেব প্রয়ো-জনম্, অপিতু বিদেহমুক্তিরপি ইত্যভি-প্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যমুদহরতি "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি।" অস্যার্থ যথা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা) এষা এনাং স্থিতিং প্রাপ্য নবিমুহ্যতি সংসার-মোহং ন, প্রাপ্নোতি অন্তকালে (মৃত্যু সময়ে) অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী, ইহা পাইলে সংসার-মোহ থাকেনা। মৃত্যুকালেও ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ৯৭।

উপরোক্ত ৯৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বৈতমতে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্বৈতমতে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে যে কেবল জীবন্মুক্তি মাত্র ফল লাভ হয়, এমত নহে; উক্ত প্রকারে অদ্বৈত-মতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে, নির্ব্বাণ-মুক্তিও হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিসপ্ততিতম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে পার্থ! যাঁহারা উক্ত প্রকার জ্ঞানবান ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও সংসারমোহে পুনঃ পুনঃ মোহিত হননা; তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তকালে সংসার-মায়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। ॥ ৯৭ ॥

সদদ্বৈতেঽনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্। তস্যান্তকালস্তদ্ভেদবুদ্ধিরেব নচেতরঃ ॥৯৮।

যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগস্তু প্রসিদ্ধিতঃ। তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ। ৯৯ ॥

৯৮শ্লোকের টীকা—অন্তকাল শব্দেন বর্ত্তমানদেহপাতোঽভিধীয়তে ইত্যাশঙ্কা বারয়িতুং বিবক্ষিতমর্থমাহ সদদ্বৈত ইতি। সদ্রূপে অদ্বৈতে অনৃতরূপে দ্বৈতেচ যদন্যোন্যাধ্যাসলক্ষণমৈক্য-জ্ঞানমস্তি তস্যৈকাভ্রমস্যান্তকালোনাম তয়োরদ্বৈতয়োঃ সত্যানৃতরূপেণ ভেদ-বুদ্ধিরেব না পরো বর্ত্তমান দেহপাত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮।

বঙ্গানুবাদ। সৎঅদ্বৈত-মিথ্যাদ্বৈতে ঐক্যজ্ঞান থাকে; যে কালে সেই ঐক্য-জ্ঞানভেদ হয়, সেই কালকে অন্তকাল বলে; তদ্ভিন্ন অন্তকালকে অন্তকাল বলে না। ৯৮।

৯৯ শ্লোকের টীকা—ইদানীং লোকপ্রসিদ্ধার্থ স্বীকারেঽপি নদোষ ইত্যভিপ্রায়েনাহ যদ্বান্তকালে ইতি ॥ ৯৯॥

বঙ্গানুবাদ। প্রাণবিয়োগকালও অন্তকাল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই অন্তকালেও জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান থাকে না ও পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ৯৯ ॥

উপরোক্ত ৯৮। ৯৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বশ্লোকে যে "অন্তকাল" শব্দের উল্লেখ হইল, এই শ্লোকে সেই অন্তকালের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন। ব্যবহারকালে বিষয়-বাসনাদ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈতবস্তু ও অসৎস্বরূপ দ্বৈতবস্তু, এই উভয় পদার্থের ঐক্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে যে সময়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা সৎ ও অসৎ, এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞান জন্মে, সেই সময়কে অন্তিমকাল বলা যায়। অথবা লৌকিক ব্যবহারে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সময়ে প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সময়কে অন্তকাল বলিয়া থাকে। অন্তিমকালে সেই তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রম-জ্ঞান উপস্থিত হয় না। ৯৮। ৯৯ ॥

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নোবা বিলুঠন্ ভুবি। মূর্চ্ছিতো বা ত্যজেদেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥১০০।

টীকা—উক্তমেবার্থ বিশদয়তি নীরোগ ইতি ॥ ১০০ ॥

বঙ্গানুবাদ। নীরোগ, উপবিষ্ট, রুগ্ন, ভূমি-বিলুণ্ঠিত বা মূর্চ্ছিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ হইলেও ভ্রান্তি থাকে না। ১০০।

উপরোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অন্তকালে নীরোগ শরীরে প্রাণ পরিত্যাগ করুন, কিম্বা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করুন, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করুন, কোন প্রকারেই তাঁহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। জীবন্মুক্ত পুরুষ কোন কালেও মোহের বশীভূত হন না, সর্ব্বকালেই তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান থাকে ॥ ১০০ ॥

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্। পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাৎ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি ॥১০১॥

টীকা। নন্বপ্রাণ বিয়োগ কালে মূর্চ্ছাদিনা জ্ঞান নাশে ভ্রান্তিঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞাননাশাভাবে দৃষ্টান্তমাহ দিনে দিনে ইতি যথা প্রত্যহমধীতে বেদে স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থায়াং বিস্মৃতেঽপি পরেদ্যুরনধীতবেদত্বং নাস্তি মৃতিকালে তত্ত্বানুসন্ধানাভাবেঽপি জ্ঞাননাশাভাব ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যেমন প্রত্যহ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে পূর্ব্বাধীত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও, পরে জাগরিত কালে স্মরণ হয়, সেইরূপ মৃত্যু-মূর্চ্ছাদি কালাস্তে তত্ত্ববিদ্যা নষ্ট হয় না।১০১॥

১০১ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও, দেহত্যাগ কালে সেই ব্যক্তির অদ্বৈত জ্ঞান কখনই বিস্মৃত হয় না। যেমন সামান্য ব্যক্তির প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কালে তাহার পূর্ব্বাধিত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখন পুনর্ব্বার তাহার সেই চৈতন্যের উদয় হয়, তখন আর সেই বিদ্যা বিস্মৃত থাকেনা, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় পুনরায় যে প্রকার তাহার পূর্ব্ব পঠিত বিদ্যা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দেহত্যাগ কালে মূর্চ্ছিত হইলেও, তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না।১০১॥

প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা। ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষতে ॥১০২॥ তস্মাৎ বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে। অন্তকালেঽপ্যতো ভূতবিবেকান্নিবৃতিঃস্থিতা ॥ ১০৩॥

টীকা। জ্ঞাননাশাভাবমেব উপপাদয়তি প্রমাণোৎপাদিতেতি ॥১০২

১০২র বঙ্গানুবাদ। প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ ব্যতীত নষ্ট হয়না। বেদান্ত হইতে প্রবলতর প্রমাণ দৃষ্ট হয় না ॥১০২॥

টীকা। উৎপাদিত মর্থ উপসংহরতি, তস্মাৎ বেদান্তসংসিদ্ধমিতি।১০৩।

বঙ্গানুবাদ। তজ্জেতু, বেদান্ত-সংসিদ্ধ সৎঅদ্বৈতের কিছুতেই বাধা হয় না, অন্তকালেও এই ভূতবিবেক হইতে নিবৃত্তি লাভ হয়।১০৩।

উপরোক্ত ১০২।১০৩ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ॥

কোন প্রমাণ দ্বারা একটি বিষয়ের নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মিলে, তদপেক্ষা অন্য একটি প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই সেই

নিশ্চয় জ্ঞানের অন্যথা হয় না। যে পর্য্যন্ত প্রবল প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের পূর্ব্ববৎ নিশ্চয় জ্ঞান অবিস্মৃত থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বেদান্ত প্রমাণ দ্বারা অন্তঃকরণে যে অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অন্তকালেও সেই জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয় না, যেহেতু বেদান্ত-প্রমাণ হইতে তত্ত্ববিচার-বিষয়ক প্রবল প্রমাণ আর নাই। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বেদান্ত-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত ভূত-বিবেক দ্বারা অলীক বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে, নিশ্চয়ই তখন আর কোন প্রকার দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে না॥১০২।১০৩॥ (ক্রমশঃ)

ইতি ভূতবিবেক সমাপ্ত।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গানুবাদিতা

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ।

দ্বিতীয়া বল্লী।

শ্রেয় অন্য প্রেয় হ'তে; প্রেয় শ্রেয় হ'তে
পৃথক্; উভয়ে বদ্ধ করে পুরুষেরে
ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে; যে করে গ্রহণ
শ্রেয়, তার সুমঙ্গল; যে চাহে প্রেয়েরে,
ধ্রুব সে বিচ্যুত হয় পরমার্থ হ'তে॥ ১

১। শ্রেয়—যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর, যাহাদ্বারা পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয় ও অনন্ত শান্তিলাভ হয়, তাহাই শ্রেয়।

প্রেয়—আপাতসুখকর দ্রব্য। যাহা উপভোগ সময়ে সুখকর বোধ হয়, কিন্তু পরিণাম-বিরস।

শ্রেয়, প্রেয় উভয়েই করয়ে আশ্রয়
মনুষ্যে, মনেতে তাই বিচারি সম্যক্,
জ্ঞানী জন এ উভয়ে জানেন পৃথক্।
প্রেয় হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি শ্রেয় লন তিনি,
মন্দমতি মাগে প্রেয় যোগক্ষেম হেতু॥ ২

প্রিয়—আর প্রিয়রূপ অভিলাষচয়
অসার—চিন্তিয়া তুমি করিয়াছ ত্যাগ;
গ্রহণ করনি এই সৃঙ্কা বিত্তময়ী;
যাহাতে নিমগ্ন হয় মানব নিচয়। ৩

বিদ্যা ও অবিদ্যা বলি জ্ঞাত আছে যাহা—
বিপরীত, ভিন্ন গতি এরা পরস্পর,
তোমারে বিদ্যার্থী বলি মানি নচিকেতঃ!
পারে নাই কাম্য বস্তু প্রলোভিতে তোমা।৪

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্ত্তমান,
আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত,

২। যোগ ক্ষেম হেতু—অলব্ধ বস্তুর লাভ বিষয়িণী চিন্তার সহিত লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের নাম যোগক্ষেম, তজ্জন্য অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ জন্য।

যোগ—অলভ্যার্থ লাভ চিন্তা।

ক্ষেম—লব্ধবস্তু রক্ষণ।

৩।—প্রিয়—পুত্র কলত্রাদি রমণীয় কাম্যবস্তু।

প্রিয়রূপ—অপ্সরা প্রভৃতি প্রিয়রূপ কাম্য বস্তু, যাহা যম নচিকেতাকে প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমবল্লীর ২৩, ২৪ ও ২৫ শ্লোক দেখ।

সৃঙ্কা—সৃতি, পথ।

সৃঙ্কা বিত্তময়ী—এই বিত্তময় অর্থাৎ ধন-প্রাপণ-পথ, এই মূঢ়জন-প্রবৃত্ত কুৎসিত পথ।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—হে নচিকেতঃ! তুমি পুত্রাদি প্রিয় বস্তু ও অপ্সরাদি প্রিয়রূপ বস্তু সমূহের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া তৎসমুদায় ত্যাগ করিয়াছ, এই ধনলাভকর পথ অবলম্বন কর নাই, যাহা বহুলোকেই অবলম্বন করে।

৪। বিদ্যা ও অবিদ্যা—শ্রেয় ও প্রেয়।

বিদ্যার্থী—শ্রেয়পথাবলম্বী; শ্রেয়লাভেচ্ছুক।

কাম্যবস্তু—অপ্সরা প্রভৃতি।

কুটিল বিভিন্ন পথে সেই মূঢ়গণ
ভ্রময়ে,অন্ধ-চালিত যথা অন্ধজন। ৫

তার কভু নাহি হয় পরলোক-বোধ,
যে জন প্রমাদগ্রস্ত—বিত্ত-মোহে মূঢ়;
ইহলোক মাত্র আছে, নাহি পরলোক,
এরূপ বিশ্বাস যার,সেই অবিবেকী
আমার বশতাপন্ন হয় বার বার। ৬

না পায় অনেকে যাঁরে করিতে শ্রবণ,
না পায় জানিতে যাঁরে করিয়া শ্রবণ,
দুর্ল্লভ কুশলবক্তা জেনো সে আত্মার—
ততোধিক সুদুর্ল্লভ বিজ্ঞাতা তাহার। ৭

হীনজন যদি এঁর দেয় উপদেশ,
সুবিজ্ঞেয় তাহা হ'লে না হন কখন;
অনেকে অনেকরূপে এঁরে চিন্তাকরে,
কিন্তু শ্রেষ্ঠাচার্য্য ছাড়া কে পারে বুঝাতে—
অণু হ'তে অণীয়ান্ অতর্ক্য আত্মারে? ৮

যে মতি পেয়েছ তুমি ওহে নচিকেতঃ!
নহে তাহা প্রাপণীয়া তর্কেতে কখন।
অভিজ্ঞ আচার্য্য-প্রোক্ত হলে প্রিয়তম,
হয় ইহা সুবিজ্ঞেয়; পাই যেন মোরা
সত্যধৃতি প্রশ্নকার তোমার মতন। ৯

শেবধি অনিত্য, ইহা জানিয়াছি আমি;
অধ্রুবের বিনিময়ে নাহি পাওয়া যায়
ধ্রুব সেই পরমাত্মধনে; অতএব
নাচিকেত অগ্নি আমি করিয়া চয়ন
অনিত্য দ্রব্যেতে, লভি নিত্যপ্রায় পদ। ১০

কামনাসমাপ্তি আর জগৎ-আশ্রয়—
ক্রতুর অনন্ত ফল, অভয়ের পার—
অতীব প্রশংসনীয়া সুবিস্তীর্ণা গতি,
আত্মার প্রতিষ্ঠা তুমি দেখিয়াই ধীর!
ধৈর্য্য সহ (প্রেয় পথ) করিয়াছ ত্যাগ। ১১

জ্ঞানীজন বুদ্ধিস্থিত নিহিত দুর্গমে—
অতএব গূঢ় আর প্রচ্ছন্ন দুর্দ্দর্শ।
পুরাতন সে আত্মারে অধ্যাত্মযোগেতে
জানিয়া,ধীমান্ জন ত্যজে হর্ষ-শোক। ১২

এই পরমাত্মতত্ত্ব শুনিয়া মানব—
সম্যক্ বুঝিয়া, তথা করিয়া পৃথক্,
ধর্ম্ম্য এ আত্মারে বিনশ্বর কায় হ'তে—
লভিয়া সুসূক্ষ্ম হর্ষণীয় এঁরে পুনঃ

৮। এই শ্লোকে যম বলিতেছেন যে, আত্মতত্ত্ব অতি কঠিন বিষয়; আত্মা অণু হইতেও অধিক সূক্ষ্ম এবং ইহা তর্কদ্বারা পাইবার বিষয় নহে। কোন হীনবুদ্ধি আচার্য্যের উপদেশে ইঁহাকে জানা যায় না, কারণ শিষ্যের মনে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হয়, ইহা আছে অথবা নাই? ইহা কর্ত্তা বা অকর্ত্তা? ইহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ইত্যাদি। যিনি এই সমস্ত তর্ক ভঞ্জন করিয়া দিতে না পারেন, তিনি কিরূপে ইহার উপদেষ্টা হইবেন? অতএব যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, সেই অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্য যদি আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেন,তাহা হইলেই কেবল শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

৯। সত্যধৃতি···স্থির সঙ্কল্প, সত্য সঙ্কল্প। মতি···ব্রহ্মবিষয়িণী মতি।

১০। শেবধি—নিধি, ধন; কর্ম্মফল লভ্য ধন।

এই কবিতার শেষ লাইনটী কিছু অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে। উহার স্ফুটার্থ এই··· যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, দেখ আমি অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া নিত্য পদ প্রাপ্ত হই নাই অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই, তবে নিত্যপ্রায় পদ সমস্ত লাভ করিয়াছি। মূলে যে "প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং" আছে, ঐ "নিত্যং" অর্থ···"আপেক্ষিক নিত্য" বা 'নিত্য প্রায়, যাহা অনিত্য হইলেও, পার্থিব ধনের তুলনায় নিত্য বলিয়া বোধ হয়।

১১। কামনা-সমাপ্তি···দেখিয়াই ধীর——ব্রহ্মপদে এই সমস্ত আছে দেখিয়াই তুমি তাহা জানিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছ এবং অনিত্য সুখাদি ত্যাগ করিয়াছ।

১২। ···অধ্যাত্ম যোগেতে···চিত্তকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মায় সমাধান করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে, তদ্দ্বারা।

হয় আনন্দিত ; আমি করি অনুমান,
ব্রহ্মদ্বার অবারিত নচিকেত কাছে। ১৩
কহিলেন নচিকেতা—কহ ওহে যম !
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কৃতাকৃত, ভূত-ভবিষ্যৎ,
পৃথক্ এ সব হ'তে দেখিয়াছ যাহা। ১৪।
কহিলেন যম :—
চারিবেদ যে পদের করিছে কীর্ত্তন,
তপস্যার অনুষ্ঠান হয় যাঁর তরে,
লভিতে যাঁহারে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান
করে লোকে, সংক্ষেপেতে কহিব তোমায়—
ওঁ এই নাম মাত্র সে পদের হয়। ১৫
এ অক্ষরই ব্রহ্মরূপী, পরব্রহ্ম এই;
ইঁহারে জানিয়া যেবা যাহা ইচ্ছা করে,
প্রাপ্তব্য তাহার তাহা হইবে নিশ্চয়। ১৬
এ অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, ইহা উচ্চতম,
ইঁহারে জানেন যিনি; তিনি ব্রহ্মলোকে
মহত্ত্ব করিয়া লাভ বিরাজেন সদা। ১৭
না জন্মে, না মরে এই আত্মা বিপশ্চিৎ,
উৎপন্ন হয়নি ইহা কোন বস্তু হ'তে;
উৎপন্ন হয়না কিছু ইহা হ'তে পুনঃ।
অজ নিত্য পুরাতন আত্মা এ শাশ্বত—
শরীর বিনষ্ট হ'লে বিনষ্ট না হয়। ১৮
হন্তা যদি ইচ্ছা করে করিতে হনন,
হত যদি মনে করে—হত "আত্মা" তার,
ভ্রান্ত উভয়েই তবে—না করে হনন,
নাহি হয় হত এই আত্মা সুমহান্। ১৯
অণু হ'তে অণীয়ান্, মহৎ হইতে
মহীয়ান্ আত্মা এই জন্তুর হৃদয়ে
আছয়ে নিহিত, নিষ্কামী বীতশোক
জনগণ দরশন করেন আত্মার
মহিমারে, হ'লে পরে ধাতুর প্রসাদ। ২০
আসীন হলেও আত্মা যান দূরে চলি,
ভ্রমেন সর্ব্বত্র তিনি হলেও শয়ান ;
আমা ছাড়া কেবা আর পারে জানিবারে
(আপাত-বিরুদ্ধধর্ম্মী) হর্ষাহর্ষ-দেবে ? ২১
অনিত্য শরীরে স্থিত অশরীরী এই
মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মারে জানিয়া,
ধীর জন শোক কভু না করে প্রকাশ। ২২
এই আত্মা নহে লভ্য বেদ-অধ্যাপনে,
মেধা কিম্বা বহুশাস্ত্র-জ্ঞানে লভ্য নয়।
করেন বরণ যাঁরে পরআত্মা নিজে,
লভেন তিনিই তাঁরে, আত্মাও তাঁহার
স্বরূপ তাঁহার কাছে করেন প্রকাশ। ২৩
যেজন বিরত নহে পাপকার্য্য হতে,
ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা ঘোচেনি যাহার,
নহে যে একাগ্রমনা ; অশান্ত-মানস,
সেজন জ্ঞানেতে কভু আত্মা নাহি পায়। ২৪
ব্রহ্ম ক্ষত্র উভয়েই যাঁহার ওদন—
মৃত্যু উপকরণ যাঁর, সেই আত্মা কোথা—
সাধনবিহীন কেবা পারে লভিবারে,
যথোক্ত সাধনবান্ জ্ঞানীজন যথা। ২৫

ইতি দ্বিতীয়া বল্লী।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

১৪। কৃতাকৃত···কার্য্য-কারণ।
১৮। বিপশ্চিৎ···মেধাবী, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানবান।
অজ···যাহা জন্মে না।
শাশ্বত···অপক্ষয়বর্জ্জিত।

২০। অণীয়ান্—সূক্ষ্মতর।
মহীয়ান্···মহত্তর।
ধাতুর প্রসাদ···মন আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা।
২৫। ওদন···অন্ন।

লম্বোদর-জননী-স্তোত্রম্।

(তাৎপর্য্যদীপন নামক ভাবানুবাদ।)

শিশৌনাসীদ্বাক্যং জননি! তব মন্ত্রং প্রজপিতুং,
কিশোরে বিদ্যায়াং, বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ,
ইদানীঞ্চেদ্ ভীতো মহিষ-গলঘণ্টা-ঘনরবাৎ,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্। ১

জপিতে তোমার মন্ত্র ছিল না বচন,
জননি গো! শৈশব সময়।
যখন কিশোর কাল, (কহিতাম কথা)
বিদ্যাচর্চ্চা কেবল আশ্রয়।
যৌবনে ভ্রময়ে মন বিষম বিষয়ে;
এখনযে প্রাণে হয় ভয়!
(বিকট-বরণ ওই মহিষ উপরে,
আসিতেছে আদিত্য-তনয়।)
মহিষের গলঘণ্টা কাঁপাইয়া দিক্,
ঘনরবে ওই গরজয়।
লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব?
আমি যে হয়েছি নিরাশ্রয়!

হরিঃ শেতে শেষে ননু কমলজো নাভিকমলে,
সমাধৌ সংলীনঃ পুরমথন দেবঃ প্রতিদিনম্,
ভবাম্ভীতো মাতঃ! পদকমল যুগ্মং তব বিনা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্। ২

অনন্ত শয্যার পরে যোগনিদ্রা-অভিভূত,
শায়িত আছেন নারায়ণ।
নাভিপদ্মে পদ্মযোনি তপমগ্ন, প্রতিদিন—
সমাধিতে ভুজঙ্গ-ভূষণ।
ভবভয়ে ভীত মাতঃ চরণকমলযুগ
বিনা তব, কি করি আশ্রয়?
লম্বোদরমাতঃ! বল, কাহার শরণ লব?
আমি যে হয়েছি নিরাশ্রয়!

পরিত্যক্তা দেবাঃ কঠিনতর সেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্। ৩

দেবতা তেত্রিশ কোটী সেবা করা সুকঠিন,
ত্যজিয়াছি আকুল হইয়া।
পঞ্চাশীতি বর্ষ হায়! বিফলে অধিক তারো
চলিগেল, না পাই খুঁজিয়া!
এবে মা করুণাময়ি! যদি এ দীনের প্রতি,
তোমার করুণা নাহি হয়,
লম্বোদরমাতঃ! বল কাহার শরণ লব?
আমিযে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

নমে বাক্যং যুক্তং নহি যদনুরক্তং জপবিধৌ,
ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধরকন্যে! মম মনঃ,
প্রসীদ ত্বং মাতর্গুণরহিত পুত্রেঽধিকদয়া,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্। ৪

বচন আমার শিবে! উপযুক্ত নয়,
জপে নাই বিন্দুমাত্র রতি।
নগেন্দ্রনন্দিনি! তব পাদপদ্ম-পূজা,
কিম্বা ধ্যানে রত নয় মতি।
জননি! প্রসন্না হও, নির্গুণতনয়ে—
জানি মা'র বড় দয়া হয়।
লম্বোদর মাতঃ! বল, কাহার শরণ লব?
আমি যে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ,
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনম্,
ন জানে তদ্ভক্তিং নচ ভজনশক্তি গিরিসুতে!
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্! ৫

না জানিগো মন্ত্র তব, তন্ত্রমতে যন্ত্র আর
নাহি জানি স্তবন-বচন।
জানিনা তোমার মুদ্রা, জানিনা জননি! আমি—
কভু করিবারে বিলপন।

জানিনা মা তব ভক্তি, নাহিমা ভজন-শক্তি,
শুন ওগো গিরিবর-বালা!
এইমাত্র জানি সার, আনুগত্যে মা তোমার—
দূরে যায় যত ক্লেশ-জ্বালা।
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি! বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
বরং তেষাং মধ্যে চুরিতসহিতোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে।
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।৬
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, জননি! তোমার
আছে সুত কত শত সরল সুজন।
তাহাদের মাঝে মাগো! দীন মূঢ়-মন—
দুরিতচরিত আমি—জঘন্য সবার।
আমাকে ত্যজিবে শিবে! এ তব উচিত নয়।
কুপুত্র জনমে বহু, কুমাতা কি কভু হয়?
জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি! দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎপ্রকুরুষে—
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা নভবতি।৭
মাগো! ওগো বিশ্বমাতঃ! বিমল চরণ তব,
সেবি নাই কভু ভক্তিভরে।
দেবি! দেই নাই হায়! রতন-কাঞ্চন-মণি
কখনো তোমায় যত্ন ক'রে।
তবু কর অনুপম স্নেহ মোরে জননিগো!
ইহা হ'তে বুঝিনু নিশ্চয়।
কুপুত্র জনমে কত—কুলের কণ্টক,
কুমাতা কখনো নাহি হয়!
স্বয়ম্ভুস্তং পাদাম্বুজ ভজন কর্ত্তৈব জগতাং
অভূৎ কর্ত্তা ধর্ত্তা হরিরপি তথৈবাদ্য জগতঃ,
সদা ভর্গো শম্ভুঃ পদকমলমেতাদৃশমৃতে,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণং।৮
বিরিঞ্চি ও পদযুগ সেবিয়া যতনে
প্রাণপণে,
সৃজিলা সংসার সেই বলে চরাচর
জীবজনে।
পালনে পারগ হরি বিশাল বিশ্বের,
শুধু তব পদ-সেবা ফল।
উড়াইয়া সংহার-নিশান,
বাজাইয়া প্রলয়-বিষাণ,
করেন যে ধ্বংস বৃষযান,
তারো মাগো ও চরণ বল।
বিনা ও পবিত্রপদে, বল না আমায়,
লম্বোদর-মাতঃ! লব কাহার শরণ?
আমি যে হ'য়েছি নিরাশ্রয়!
চিতাভস্মালেপোগরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশেকপদবীং
ভবানি! ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটী ফলমিদং।৯
চিতাভস্ম অঙ্গরাগ, কালকূট ক্ষুধাবিনাশন,
দিক্ পরিধেয় বাস, জটাজাল শিরে সুশোভন!
গলে খেলে ফণিকুল, (অনাকুল তায় পঞ্চানন।)
করেতে নরকপাল পশুপতি প্রমথ-পালন।
(এইত ঐশ্বর্য্য সার!) জগদীশপদে
তবু শিব অধিষ্ঠিত!
তব পাণিগ্রহ ফল এই ভবানি গো!
মনে হয় সুনিশ্চিত।
নমোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা নচ বিভববাঞ্ছাপি চ নমে।
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি! সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি! জননং যাতু মমবৈ
মৃড়াণী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ।১০
মোক্ষলাভে আকাঙ্ক্ষা ত নাই,
বিভবের বাঞ্ছা নাহি মোর।
বিজ্ঞানে অপেক্ষা নাই শশিমুখি!
সুখ-বাসনায় নহি ভোর।

এই জন্য করিহে প্রার্থনা,
জননিগো! যাউক জীবন,
রুদ্রাণী-মৃড়াণী-শিবশিবা,
ভবরাণী—এই নাম
জপিতে জপিতে অনুক্ষণ।

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিংরুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ,
শ্যামেত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব॥ ১১

নানা উপচারে বিধি অনুসারে,
করিনাই তব আরাধনা।
রুক্ষচিন্তাপর বাক্য ব্যবহারে,
ওগো মা করেছি কি'না?
ওগো শ্যামা তুমি এ অনাথে যদি,
বিতর করুণা-কণা।
তবে দয়াময়ি! হইবে উচিত,
মহিমা যাইবে জানা।

আপৎসু মগ্নঃ শরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে! করুণার্ণবেশি!
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ,
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি॥ ১২

ও দুর্গে দুর্গতিহরা! বিপদে মগন,
করি তব চরণ চিন্তন।
করুণাসিন্ধুরূপিণি! (শুনগো দীনের
এই আন্তরিক আবেদন।)
শঠতা বা চাটুবাণী গণি, (সন্তানের দুঃখে).
ক'রো না মা অযতন।
ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লিষ্ট হ'লে (ওগো স্নেহময়ি!)
পুত্র মা'য় করয়ে স্মরণ।

জগদম্ব বিচিত্রমত্রকিং
পরিপূর্ণা করুণাচেন্ময়ি।
অপরাধ পরংপরাবৃতং,
নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং॥ ১৩

জগৎজননি! যদি দীনে
করুণা করগো বিতরণ
পূর্ণরূপে, নাহি হায়!
কিছু তায় বিস্ময়-কারণ।
(জানে জগজ্জনে,) পুত্র যদি
অপরাধপরিপূর্ণ হয়,
স্নেহময়ী মাতা সে সন্তানে
উপেক্ষা করিয়া নাহি রয়।

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি,
পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি,
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি!
যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ১৪

আমা সম পাপী নাই, জননি গো!
জগৎ-মাঝারে,
কলুষনাশিনী নাই তব সম
এ তিন সংসারে।
মহাদেবি!
জানি মনে করিয়া বিচার,
যথাযোগ্য,
কর তাহা, যা ইচ্ছা তোমার।
(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত লম্বোদরজননীস্তোত্র
সমাপ্ত।)

ষট্‌পদী স্তোত্রম্।

ও

(রহস্যাভাস নামক বঙ্গানুবাদশ্চ).

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো!
দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাং।
ভূতদয়াং বিস্তারয়
তারয় সংসার-সাগরতঃ॥ ১

অবিনয় কর অপনয়,
ওহে বিশ্বময় হরি!
দম মম মূঢ় মন; কর প্রশমিত,
এ বিষয়-মরীচিকা চিরমোহকরী।১

দিব্য ধুনী মকরন্দে,
পরিমল পরিভোগ সচ্চিদানন্দে
শ্রীপতি-পদারবিন্দে
ভবভয়-খেদচ্ছিদে বন্দে। ২

ভবভয়ে হ'য়ে খিন্নমন,
সে খেদ করিতে নিবারণ
বন্দি সে সুন্দর পদপঙ্কজ যুগল
কমলাপতির।
সুরধুনী মকরন্দ স্রবে,
সচ্চিৎআনন্দ যেথা রবে—
পরিমল-পরিভোগস্থির। ২

সত্যাপি ভেদাপগমে
নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ
কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।৩

অপগত হ'লে ভেদ, আসিবে অভেদ,)
কিন্তু নাথ! রহিব তোমারি আমি,
কভু মম হবে নাহে তুমি।
সাগরের—তরঙ্গনিচয়,
(জানি চিরদিন প্রভো!)
বিশাল জলধি কভু তরঙ্গের নয়! ৩

উদ্ধৃতনগ! নগভিদনুজ!
দনুজকুলামিত্র মিত্র শশিদৃষ্টে!
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি
ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ! ৪

নগারি-অনুজ! ওহে গোবর্দ্ধনগিরিধর!
দনুজদলনকারি-দেবকুল মিত্রবর!
হে দেব! শশাঙ্ক সম বিমল দৃষ্টি তোমার।
অতুল প্রভাব তব, হেরিলে তোমারে
হয়নাকি ভব তিরস্কার? ৪

মৎস্যাদিভিরবতারৈ-
রবতারবতাহবতা সদা বসুধাং।
পরমেশ্বর! পরিপাল্যো।
ভবতা ভবতাপভীতোহহং। ৫

অবতরি ধরাধামে, অবনী পালিতে
মৎস্য আদি অবতার ক'রেছ গ্রহণ।
তুমি প্রভু পরম ঈশ্বর,
ভবতাপে ভীত আমি নর,
প্রতিপাল্য সর্ব্বথা তোমার। ৫

দামোদর! গুণ-মন্দির!
সুন্দরবদনারবিন্দ! গোবিন্দ!
ভবজলধি-মথন-মন্দর!
পরমন্দরমপনয় ত্বং মে।৬

অশেষ গুণ-মন্দির! ওহে দামোদর!
বদনসরোজ তব, (এ মহীমণ্ডলে)
সর্ব্বসৌন্দর্য্য-আকর!
এ সংসার-পারাবার মথনের তরে—
তুমিহে মন্দর, নাথ!
সংহর পরম দুঃখ কৃপায় সত্বরে। ৬

নারায়ণ! করুণাময়!
শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ—
ইতি ষট্পদী মদীয়ে
বদন-সরোজে সদা বসতু। ৭

নারায়ণ! করুণানিলয়!
তব পদযুগে আজ লইনু আশ্রয়।
এই "ষট্পদী" স্তব করুক নিবাস
বদনে সতত, মম শেষ অভিলাষ। ৭

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত "ষট্পদী" স্তোত্রং সমাপ্তং। কস্যচিৎ——
ভক্তস্য।

শ্রী শ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

বিবাহ-নক্ষত্র নিরূপণ একান্ত আবশ্যক, তজ্জন্য পরবর্ত্তিসূত্রে পরমর্ষি আপস্তম্ব গভীর রহস্যময় ভাবব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা ঐ বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।

যাং কাময়েত দুহিতরং প্রিয়া স্যাদিতি তাং নিষ্ঠ্যায়াং দদ্যাৎ প্রিয়ৈব ভবতি নৈবতু পুনরাগচ্ছতীতি ব্রাহ্মণাবেক্ষো বিধিঃ। ৩

যে কন্যাকে পতির ভালবাসার পাত্রী করা আবশ্যক হইবে, সেই কন্যাকে নিষ্ঠ্যা নক্ষত্রে দান করিবে, তাহাহইলে সেই কন্যা নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইবে। পুনর্ব্বার পিতার গৃহে (অভাবগ্রস্তা হইয়া) আসিবে না। এখানে ব্রাহ্মণাবেক্ষ বিধি বুঝিতে হইবে। আপস্তম্বের এই সূত্রটী পাঠ করিলে হৃদয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার উচ্ছ্বাস উঠে। পিতা মাতার চিরদিনই এ কামনা থাকে যে, তাঁহাদের কন্যাটী স্বামি-সুখে সুখিনী হইবে, কখনও একমুষ্টি অন্নের জন্যে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, অভাবে পড়িয়া কোনও সময়ে আবার নিজেদের নিকটও ফিরিয়া না আসে। কন্যার এই সমস্ত ভবিষ্যদ্দুঃখ দূর করিবার বাসনায়ই পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতেন। কন্যার মতা-মতের উপর একটা নির্ভর করিতেন না। বলিতে গেলে তাহার একপ্রকার অপেক্ষাই রাখিতেন না। এই সূত্রে ঋষি বলিতেছেন, নিষ্ঠ্যানক্ষত্রে কন্যাদান করিলে কন্যার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। তাহাকে অপরের দ্বারে যাওয়া দূরে থাকুক, কষ্ট পাইয়া অথবা অন্যরূপে পীড়িত হইয়া আবার পিতার কাছেও আসিতে হইবে না। ইহাতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, এই নক্ষত্রে কন্যাদান করি। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বিবাহের নক্ষত্র লিখিতেছেন। বিবাহের নক্ষত্র নিরূপণে জ্যোতিষ বলিতেছেন ;—

রেবত্যুত্তর রোহিণী মৃগশিরোমূলানু-
রাধা মঘা,

হস্তাস্বাতিষু তৌলি ষষ্ঠ মিথুনেষু-
ভৎসু পাণিগ্রহঃ।

অর্থাৎ রেবতী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা, স্বাতি, এই সকল নক্ষত্রে এবং তুলা, মিথুন, কন্যালগ্নে পাণিগ্রহণ করিবে। নিষ্ঠ্যা স্বাতিনক্ষত্রের নাম, ইহা আপস্তম্ব নিজেই বলিলেন। এই নক্ষত্রের এত শ্রেষ্ঠতা, অর্থাৎ বিবাহে এত কল্যাণকারিতা জ্যোতিষ বলেন কই? আরও দেখা যাইতেছে, আপস্তম্ব যজুর্ব্বেদোক্ত গৃহ্যকর্ম্ম সূত্রিত করিয়াছেন, ঐ যজুর্ব্বেদীয় বিবাহে, চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, এই কয়টী নক্ষত্র প্রশস্ত, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই গুলির প্রশস্ততা আপদ্বিষয়ে অর্থাৎ বিপত্তিকালে বিবাহ দিতে হইলে। "চিত্রাশ্রবণাধনিষ্ঠাশ্বিনী নক্ষত্রং যজুর্ব্বেদি বিবাহং" ইহাই আচার্য্য-বাক্য। পারস্কর সূত্রেও "স্বাতৌ চ মৃগশিরসি রোহিণ্যাম্বা" ঐরূপ দেখা যায়। স্বাতিনক্ষত্র বিবাহে প্রশস্ত, কিন্তু স্বাতির পূর্ব্বোক্ত গুণানুকীর্ত্তন অন্যত্র পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান করা যায়, আপস্তম্বের সময়ে যজুর্ব্বিবাহ স্বাতিনক্ষত্রেই প্রশস্ত বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছিল। মনুষ্য-শরীরের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ আছে, যাহাতে মনুষ্যের বহুবিধ শুভাশুভ গ্রহ-নক্ষত্রগণের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। নক্ষত্রাদির সহিত মানবের কর্ম্মকাণ্ডের দৃঢ় সম্বন্ধ রাখিতে আর্য্যমহর্ষিগণ এই যুক্তিকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয়টী জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রতিপাদিত। পরিবর্ত্তনের বেগে অনেক সময় শাস্ত্র ছাড়িয়াও ব্যবহার শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। বহুদিন পরে ঐ দৃঢ় প্রচলিত ব্যবহার-পরম্পরাও শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়া যায়। স্বাতির প্রাধান্য জ্যোতিষের অনুমোদিত না হইলেও, ব্যবহার-বশে গৃহ্যসূত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি গোভিলের সময়ে ব্যবহার-প্রাধান্য শাস্ত্রকে পরাজিত করে নাই। গোভিল বলেন,—

"পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্ব্বীত"

অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত পুণ্য নক্ষত্রে দারাগ্রহণ করিবে। অনেকে বলেন, আপস্তম্ববাক্যের তাৎপর্য্য স্বাতিনক্ষত্রের প্রশংসাকথন নহে। স্বাতির প্রাধান্য সেই সময়ে প্রচলিত ছিল, ইহা জ্ঞাপন করাই উদ্দেশ্য। তিনি অপর সকল জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পুণ্যনক্ষত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণাবেক্ষাবিধিঃ" বলায়, ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বিধায়ক বেদবাক্যে যে সমস্ত নক্ষত্র কর্ম্মোপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা এ বিধানে করিতে হইবে। পুণ্য-নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ উচিত। ফল উক্ত নক্ষত্রে একরূপই সর্ব্বত্র, তবে স্বাতির ব্যবহারিক প্রাধান্য অব্যাহত, এইটুকু আপস্তম্বের সূত্রের রহস্য। হরদত্ত বলেন, এখানে একথা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না বলিলে বোধহয় যে, পুংসবনের মত বিবাহও একমাত্র স্বাতি নক্ষত্রে বিহিত হইয়া উঠে, কিন্তু ব্যবহার তাহার বিরোধী, অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত।

ইষ্বকাশব্দো মৃগশিরসি নিষ্ঠ্যাশব্দঃ
স্বাতৌ। ৪

"ইষ্বকাভিঃ প্রস্থাপ্তে" বলা হইয়াছে। ইষ্বকা শব্দ প্রসিদ্ধ নহে। আর নিষ্ঠ্যা শব্দেও

অর্থও সাধারণে অবগত নহে, কাজেই আপস্তম্ব স্বয়ংই ইন্বকা শব্দের অর্থ মৃগশিরা নক্ষত্র এবং নিষ্ট্যাশব্দের অর্থ স্বাতিনক্ষত্র, একথা বলিতেছেন। সাধারণতঃ অপ্রচলিত কোনও অর্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, অর্থটী বলিয়া দেওয়া গ্রন্থরচয়িতার প্রধান কর্ত্তব্য। এই গুরুতর দায়িত্বের কর হইতে অনেক প্রাচীন লেখক মুক্তি পান নাই। আপস্তম্ব প্রশংসার্হ। ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতির অনেকটা প্রকট পরিচয় পরসূত্রে পাওয়া যাইবে। যাহা পরসময়ের শাস্ত্রকারগণ অধর্ম্ম—অকর্ত্তব্য—মহাপাপের কার্য্য মনে করিয়াছেন,তাহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিহিত নিয়ম। ভগবন্ কাল! তোমার কুক্ষিতে যে জগতের কত পরিবর্ত্তন-পরিপাক হইয়াগিয়াছে,তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের অগম্য। তোমার মাহাত্ম্য-নির্ণয় দুরূহ। আজ যাহা ধর্ম্ম, সভ্য সমাজে গৃহীত, আদৃত, পূজিত,কা'ল তাহা ঘৃণা, জঘন্য, অকর্ম্মণ্য!

বিবাহে গৌঃ। ৫

বৃত্তিকার হরদত্ত বলিতেছেন "বিবাহে গোরালব্ধব্যা দুহিতৃমতা" অর্থাৎ কন্যার পিতা বিবাহে গোবধ করিবেন। আজকাল ভারতীয় হিন্দু-সমাজে "গোবধ" শব্দ উচ্চারণ করাও দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কার্য্য তদ্দূরে। বহু বর্ষঃপূর্ব্বে আচারব্যবহারের নির্দেতা আপস্তম্ব মহর্ষি বলিতেছেন,বিবাহে গোবধ করিতে হইবে। জগতে কোনও নিয়ম চিরদিন প্রচলিত থাকিতে পারে না,এবং থাকিলেও সমাজের মঙ্গলকর হয় না। অদ্য আমরা যে আইন বলে শাসিত হইতেছি, আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সামাজিক জীবন এবং জাতীয় জীবনের এক একটী একটী দৃশ্য অভিব্যক্ত হইলে,স্বতন্ত্রপ্রকার আইন-বন্ধনের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। এইরূপ পরিবর্ত্তন চিরদিনই হইতেছে। জাতীয় স্রোত অথবা সামাজিক স্রোত ফিরান সাধারণ লোকের কার্য্য নয়। প্রবল বেগের সমক্ষে সুদৃঢ় বাঁধ দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। যে সময় সমাজের যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ নেতা, তাঁহারাই সামাজিক স্রোতকে অন্য দিক্ দিয়া প্রবাহিত করিবেন। এই পরিবর্ত্তন বিধাতার অভিপ্রেত এবং জগতের মঙ্গলকারক। সকল সময় কোনও একটী জিনিষ ভাল লাগে না। শীতল জল গ্রীষ্মের সময় ভাল লাগে, শীতকালে বহ্নিসেবন সুখকর। এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ব্যবহার-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠে। আর্য্যগণের দেশপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন, স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি ও অন্যান্য আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের একটী কারণ হইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজের অবস্থা বহু পূর্ব্ব হইতেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা গোবধাদি নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই বাক্য দৈববাণীর ন্যায় কার্য্যকর হইয়াছে। আদিপুরাণে দেখাযাইতেছে;—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনং,

* * * *

প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং,

সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, সজল কমণ্ডলু-ধারণ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিবাহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া, অসবর্ণ কন্যা বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু-ব্রাহ্মণ-হিংসা * * * ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপে সংসর্গ-দোষ, মধুপর্কে পশু(গবাদি) বধ, দত্ত ও ঔরস ব্যতীত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের গ্রহণ, এই সকল কার্য্য বলিয়া পরে বলিতেছেন,—

এতানিলোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ,
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ।

অর্থাৎ এই সকল কার্য্য কলির প্রথমে পণ্ডিতেরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিষেধ করিলেন। অতএব বুঝাগেল, গোবধ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এবং শাস্ত্রানুমত।

গৃহেষু গৌঃ। ৬

অপর একটী গরুকে গৃহে সন্নিহিত করিবে। তাৎপর্য্যাধীন তাহাকে বধ করিবার ব্যবস্থাই করা হইল। এই দুইটী (বিবাহস্থানে একটী এবং গৃহে অপরটী) গোবধের উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তিসূত্রে আপস্তম্ব মহোদয়ই বলিতেছেন। সুদর্শনাচার্য্যের মতে এই গোবধটী শাস্ত্রসঙ্গত না হইলেও, ব্যবহার-প্রসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবাহ স্থানে গবালম্ভন প্রথা অস্মদ্দেশে একটু বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। একটী গরুকে বিবাহস্থানে উপস্থিত করা গোবধ-প্রথা রহিত হইলে পরেও প্রচলিত ছিল। তখন নাপিত 'গৌর্গৌ" অর্থাৎ "গরু গরু" এই কথাটী বলিয়া উঠিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বরের অভিপ্রেত হইলে, এই গরু আছে, হত্যাকরা যাইতে পারে। এই সময়ে প্রথার সম্পূর্ণ নিষেধ হয় নাই, বরের অভিপ্রায়াধীন; কাজেই আদেশ গ্রহণ করা হইত। যখন প্রথা নিষিদ্ধ হইল, তখন গরুর মোচনার্থে দুই একটী মন্ত্রের ব্যবস্থাও হইল। অতঃপর বহুকাল গত হইলে গরু আনয়ন বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু "গৌর্গৌঃ" উচ্চারণ বজায় থাকিল। উহা একটী বিবাহাঙ্গ মন্ত্র বলিয়াই সাধারণ লোকে মনে করে। আজ কাল বঙ্গের অনেক পল্লীতে নাপিত "গৌর গৌর" বলিয়া থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা, উহা গৌরচন্দ্রের পবিত্র নাম। একদা কোনও পল্লীবাসী লোক আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বিবাহে গৌরচন্দ্রের নাম বলা হয় কেন? আমি প্রকৃত কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া হার মানিলাম, এবং তাঁহার নিকট উপহাসাস্পদও হইলাম, পরে তিনি আমাকে বলিলেন,—ইহা একটী উপদেশ। গৌরচন্দ্র বিবাহ করিয়াও সংসারে আসক্ত হন নাই। অতএব তোমরাও তদ্রূপ সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে। ব্যাখ্যাটী শুনিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপার আধিক্য হওয়াতেই আমাদের অনেক কাজ আসলের সঙ্গে মিলিয়া থাকে, এই চিন্তায় একটু দুঃখিতও হইলাম। এই দুইটী গোবধের পরিণাম পরসূত্রে দেখা যাইবে।

তয়াবরমতিথিবদর্হয়েৎ। ৭

সেই গো দ্বারা বরকে অতিথির ন্যায় অর্হণা অর্থাৎ সম্মাননা সহকারে সৎকৃত

করিবে। যথাক্রমে দুইটী গোবধ বলা হইয়াছে, দুইটীর পরিণামও যথাক্রমে বলা হইতেছে। প্রথম বিবাহ স্থানে যে গোবধ করা হইয়াছে, তাহা বরের মধুপর্ক দিবার জন্যই। অতিথিকে যেরূপ মধুপর্কাদি দান প্রাচীন পদ্ধতি ছিল, তদ্রূপ এই নব জামাতাকেও দেওয়া হইত। শাস্ত্র বলেন;— "গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ" বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তি আতিথ্য স্বীকার করিলে, তাঁহাকে গোসংযুক্ত মধুপর্ক দেওয়া উচিত। মধুপর্ক-উদ্দেশ্যেই গবাদি পশুর বধ হইত। "মধুপর্কেপশোর্ব্বধঃ" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য এখানে আবার স্মরণ করা উচিত। মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ উত্তর চরিত নাটকে মহামুনি বশিষ্ঠের "বৎসরী ভক্ষণ" ব্যাপারটা একটু রহস্যরূপেই পরিণত হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকে ব্যাঘ্র বলিয়াও কেহ কেহ উপহাস করিয়াছে। যাহাহউক, বেদজ্ঞ (বর) গোসংযুক্ত মধুপর্ক পাইতে অধিকারী বলিয়াই পূর্ব্বে বিবাহে গোবধ হইত। এখন উভয়ই নাই, বেদাধ্যয়ন দূরে, গোবধও বহুদূরে, সুতরাং কাহারও অপেক্ষায় কাহারও কষ্ট পাইতে হয় নাই। মঙ্গলের বটে।

যোহস্যাপাচিতস্তগিত-রয়া। ৮

বরের পূজ্য আচার্য্যাদি যে কেহ তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অপরটী অর্থাৎ গৃহে যে গরুটী বধ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা মধুপর্কাদি দানে সংকৃত করিবে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, বিদ্যাসম্পন্ন বলিয়াই হউক, চরিত্রবান্ বলিয়াই হউক, সম্পত্তিশালী বলিয়াই হউক, সৎকুলজাত বলিয়াই হউক, আর পিতা বা আচার্য্য বলিয়াই হউক, ইহার কোনও প্রকারে যে ব্যক্তি বরের পূজ্য, তাঁহাকেই ঐরূপে গৃহে হত গরুটীর দ্বারা মধুপর্কাদি দিতে হইবে। এ নিয়মের কোনও অনুকল্প ব্যবস্থা আছে, বলিয়া বুঝিতে পারি না। বরের পক্ষে সাদা মধুপর্ক ও "গৌর গৌর" বলাই অনুকল্প।

এতাবদ্ গোরালম্ভস্থানং অতিথিঃ পিতরো বিবাহশ্চ। ৯

এই তিন সময়েই গবালম্ভ করিতে হইবে। অতিথি এবং পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ মাংসাষ্টকাদি ও বিবাহ, এই তিনটী ব্যতীত ব্যবহারসিদ্ধ গৃহ্যকর্ম্মে প্রায়শঃ গোবধ নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে আছে। মাংসাষ্টকা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও গোমাংসদ্বারা করিবার বিধান দেখিতে পাই। এই তিন কর্ম্মের মধ্যে বিবাহে বিকৃত অনুকরণ ব্যবস্থা চলিতেছে। আতিথ্য এবং পিতৃকর্ম্মে মাংস ব্যবহার ত দূরের কথা, গরুর নামটী উচ্চারণ করিতেও শুনা যায় না।

সুপ্তাং রুদতীং নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ। ১০

বিবাহের কন্যাবরণে যে কন্যা নিদ্রিতা এবং যে কন্যা রোরুদ্যমানা ও যে কন্যা গৃহ হইতে নির্গত হইয়া দৌড়াইয়া যাইবে, সেই সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করিবে। পিতামাতা কন্যার মতামত লইয়া অথবা তাহাদের অভিপ্রায়ের অধীন থাকিয়া বিবাহাদি দিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত আর্য্যশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও যে বিবাহে কন্যার অথবা পুত্রের উপস্থিত অথবা ভাবী অমঙ্-

খের কারণ থাকে, সেইরূপ বিবাহ দিতে পুত্র-কল্যাণকামী পিতার এবং মাতার কোন দিনই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ ছিল না। যে কন্যা বরণ জন্য গ্রহণ করিতেগেলে শুইয়া পড়ে, অথবা রোদন করে, কিম্বা ছুটিয়া পলাইতে চায়, সে কন্যার ঐ বিবাহ দেওয়া অসঙ্গত, কারণ ঐ বিবাহে সে নিজের কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছে। রোদনাদি অলক্ষণ সংঘটিত হইলে, শুভ কার্য্যে বাধা উপস্থিত হয়, আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ কথা অনেক স্থানে আছে। অতএব সর্ব্বথা ঐ কন্যাকে বিবাহে বরণার্থে গ্রহণ করিবে না। বৃত্তিকার বলেন "পরিগ্রহণ মত্যর্থপ্রতিষেধার্থং" বর্জ্জয়েৎ বলার উদ্দেশ্য তিনি বুঝাইতে চাহেন। ত্যাগ করিবে বলিলেই যথেষ্ট হইত, পরিত্যাগ পর্য্যন্ত বলিবার হেতু এই যে, কখনও ঐরূপ কন্যা গ্রহণ করিবে না। একান্ত দৃঢ়রূপে নিষেধ করাই এখানকার তাৎপর্য্য। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ক্ষুব্ধচিত্ত সত্ত্বে বিবাহ দিলে, তাহার দুঃখের কারণ হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ আমার মঙ্গলজনক কার্য্য করিতেও চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সংস্কার বলে ঐ কার্য্যে আমি প্রকৃতরূপে মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিব না। উহার গুণও আমার চ'খে দোষ দেখাইবে।

বিবাহে অপর নিষিদ্ধ কন্যার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নিয়মগুলির পূর্ব্বে বিচার করা হইত বলিয়া বোধ হয়, ব্যভিচারের সংবাদ জানা যায় না, তবে অধুনা, ইহার মধ্যে অনেকগুলি সম্ভব হইলে প্রতিপালিত হয়, আবার স্থান বিশেষে, অনেকগুলিই উপেক্ষিত হয়, দেখিতে পাই। ফলতঃ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরিত্যাগ করাই ভাল।

দত্তাংগুপ্তাং দ্যোতাম্ ঋভাং শরভাং
বিনতাং বিকটাং মুণ্ডাং মণ্ডুষিকাং
সাংকারিকাং রাতাং পালীং মিত্রাং
স্বনুজাং বর্ষকরীং চ বর্জ্জয়েৎ ।১১

যে কন্যা দত্তা অর্থাৎ অপরকে দান করা হইয়াছে, সেই কন্যা বিবাহে পরিত্যাগ করা উচিত। ঐরূপ যে কন্যা গুপ্তা অর্থাৎ প্রযত্নরক্ষিতা (যাহাকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করা হয়, তাৎপর্য্যতঃ যাহার প্রতি দুর্নীতির আশঙ্কায় শাসনে রাখিবার কঠোর বন্দোবস্ত হইয়াছে) তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। আর যে কন্যা দ্যোতা অর্থাৎ বিষমদৃষ্টি (যাহাকে সাধারণতঃ টেরা বলা হয়) আর যে কন্যা ঋষভা অর্থাৎ ঋষভশীলা (ঋষভের মত অর্থাৎ যাহার পুরুষের মত চরিত্র; অনেক স্ত্রীলোকের আচার-ব্যবহার পুরুষের মত, তাহাতে স্ত্রীস্বভাব সুলভ ধর্ম্মগুলি নাই) এবং যে কন্যা শরভা, (যাহাকে লাভ করিবার জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষেরা সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, এবং যে নিজেও মনে মনে দুশ্চরিত্র পুরুষের সঙ্গ প্রার্থনা করে, তাহার নাম শরভা) তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। বিনতা অর্থাৎ নতগাত্রা (বেঁড়ে) কিম্বা কুব্জা কন্যাও পরিত্যাজ্যা। যে কন্যা বিকটা অর্থাৎ যাহার জঙ্ঘাদেশ অতি স্থূল এবং বিস্তীর্ণ কিম্বা যে কন্যা দেখিতে ভয়ঙ্করা, বিবাহে তাহার পরিত্যাগ আবশ্যক। যে কন্যা মুণ্ডা (মুণ্ডিতকেশা,

অর্থাৎ যাহার মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।) এবং যে কন্যা মণ্ডূকিকা (যাহার শরীরের চর্ম্ম মণ্ডূক অর্থাৎ ভেকের মত অমসৃণ) ও যে কন্যা সাংকারিকা (কুলান্তরে জাতা অথবা যে কুলান্তরের অপত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অপরের পালিতা পুত্রী) কিম্বা যাহাকে রাতা অর্থাৎ রতিশীলা (কামুকী) বলিয়া নিশ্চয় করাযায়, সে সকল কন্যার বিবাহে পরিবর্জ্জন আবশ্যক। পালী অর্থাৎ পশুপালয়িত্রী (প্রাচীন কালে কন্যাগণের উপর পশু প্রভৃতির পালন-দোহনাদি ভার অনেক সময়ে অর্পিত থাকিত) কন্যাকে ত্যাগকরা আবশ্যক। যে কন্যার অনেকগুলি মিত্র, তাহাকেও পরিত্যাগ করা একান্ত দরকার। আর যে কন্যা স্বনুজা, অর্থাৎ যাহার অনুজা (ছোট ভগিনী) বড় সুন্দরী, তাহাকেও বিবাহ করিতে নাই। এখানে সূত্রকার মহাশয়ের অভিপ্রায় অল্পেই আবিষ্কৃত হয়। বৃত্তিকার সুদর্শনাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "শোভনায়ামনুজায়াং কদাচিৎ প্রমাদঃস্যাৎ" যদি শ্যালিকাটী সুন্দরী হয়, তবে ভগিনীপতি অনায়াসে একটী প্রমাদ ঘটাইয়া বসিতে পারেন। সমাজে শ্যামাঙ্গীর ছোট-গৌরাঙ্গী-ভগিনী ভগিনীপতির সহিত প্রমাদ সংঘটন করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অসম্ভব নহে। মোটের উপর বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া করাটা ঠিক নহে। বর্ষকরী কন্যার পরিবর্জ্জন আবশ্যক। বর্ষকরী কথাটার অর্থ লইয়া একটা গোলযোগ আছে। তাহাতে ব্যবস্থাও উলটিয়া যায়। যে কন্যা বরের জন্মগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, তাহাকে অনেকে বর্ষকরী বলেন। তাঁহাদের মতে জন্মের ২।৪ মাস পূর্ব্বে জন্মিলেও বিবাহ হয়, কিন্তু তাহা অশাস্ত্রীয়, অতএব এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না, ইঁহা অনেকে বলেন। তাঁহাদের মতে বর্ষ অর্থাৎ বরের জন্মের পূর্ব্বে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যে বরের বয়োজ্যেষ্ঠা (১মাস, ৫দিন, এক বৎসরের বিশেষ নাই) তাহার পরিবাহ সে বরে দিতে নাই। কেহ কেহ বলেন, বরের জন্ম বৎসরে যে কন্যা জন্মে, সে বর্ষকরী। ইঁহাদের অভিপ্রায়গত কার্য্যই সমাজে অধিক স্থানে সংঘটিত হয় না। বয়োজ্যেষ্ঠার সহিত বিবাহও সুচারুকৌলিন্য প্রথার কল্যাণে আমাদিগকে দর্শন করিতে হইতেছে। সম্বৎসরত দূরের কথা, দশবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ কন্যাপেক্ষা দশবর্ষ ন্যূন বয়স্ক পাত্রের দ্বারা হইতেছে! শাস্ত্র আর জীবিত থাকিয়া কষ্ট পান কেন? বর্ষকরীর আর একটী অর্থ আছে। স্বেদশীলা অর্থাৎ যাহার অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, সে কন্যাও বিবাহে পরিত্যজ্যা। অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে শরীরে দুর্গন্ধ এবং তাহা দ্বারা রোগ অনুমান করাযায় ইহাই ত্যাগের কারণ। সুদর্শনাচার্য্য দত্তা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, অন্যের প্রতি বাগ্‌দত্তা অথবা হাতে জল লইয়া দান করিলাম, এইরূপে প্রতিপাদিতা। ফলতঃ ঐ কন্যার পূর্ব্বে বিবাহার্থ সম্প্রদান সিদ্ধ হউক, অথবা বাগ্‌দান পর্য্যন্ত হইয়াই থাকুক, সে কন্যা বিবাহে বর্জ্জনীয়া। আ'জ কা'ল বাগ্‌দান উঠিয়া গিয়াছে। আসন হইতে বিবাহ-সভায় বর উঠিয়া চলিলেন, অপরের সহিত বিবাহ হইল, ইহাও দেখা যাইতেছে।

সুদর্শনাচার্য্য দোত্তা শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, পিঙ্গাক্ষী (যাহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ) কন্যাকেই দোত্তা বলা শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত। তিনি আরও বলেন, যাহার গমন ঋষভ অর্থাৎ বৃষের মত সে ঋষভা, অথবা যাহার ঘাড়ে বৃষের মত ককুদ আছে, সে ঋষভা। শরভা শব্দে তিনি নিষ্প্রভা অথবা নীলবর্ণ লোমবিশিষ্টা নারীকে বুঝিয়াছেন। মুণ্ডা বলিলে, যাহার চুল উঠে নাই, তাহাকেও বুঝা উচিত, ইহা সুদর্শনের সূক্ষ্মদর্শন। ইনি "বামনা" শব্দটী সূত্রে নিবিষ্ট করেন এবং দগ্ধাঙ্গা- (যাহার শরীর পুড়িয়া গিয়াছে) কে বামনা বলেন। সাংকারিকা অর্থে তিনি বলেন, যে কন্যা গর্ভস্থ থাকাসত্ত্বে মাতা স্বামি-বিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাহার নাম সাংকারিকা। "কন্দুকা" শব্দটীও তিনি সূত্রে পাঠ করেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় বলেন—কন্দুক-ক্রীড়া শালিনী অথবা ঋতুস্নাতা কন্যাকে কন্দুকা বলা যায়। মহর্ষি মনুর সময়েও নিষিদ্ধ কন্যাগণের মধ্যে ইহার উইচারিটীকে দেখিতে পাই।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং
ন রোগিণীং, নালোমিকাং নাতিলোমাং
ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং।

মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

কপিলা অর্থাৎ যাহার কেশ কপিলবর্ণ, সেই কন্যা এবং যাহার অঙ্গ-বৃদ্ধি আছে, (যেমন একহাতে ছয় আঙ্গুল) সেই কন্যা ও চিররোগিণী, ইহাদিগকে বিবাহ করিবে না। যাহার শরীরে অধিক লোম, তাহাকে, এবং লোম নাই, এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না। যে পুরুষের সহিত বেশী কথা বলে, তাহাকে এবং পিঙ্গলাক্ষী নারীকে বিবাহ করা অন্যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র-রচয়িতা মহর্ষিগণের আদেশ শিরোধার্য্য ও সর্ব্বথা প্রতিপালনীয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে একটু চিন্তায় আকুল হইতে হইতেছে। যে সমস্ত লক্ষণ নিষিদ্ধ, মহর্ষিগণের মতে সেই সকল কন্যাকে বিবাহে পরিত্যাগ করা হইল; এখন বিবেচনা করা আবশ্যক, এই সকল লক্ষণের অন্ততঃ একটীও যাহাতে আছে, সে কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত কি না। দেখিতে গেলে, এই সকল দোষ-লক্ষণ একেবারে একটীও নাই, এমন কন্যা পাওয়া দুর্ঘট; পাইলেও বিবাহ-যোগ্যস্থানে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় পুরুষ কি ঈশ্বরের পবিত্র আজ্ঞা প্রতিপালনে উদাসীন থাকিবে? না—এই সকল কন্যা আজীবন অবিবাহিতভাবে কাল অতিবাহিত করিবে? সমাজ এ আদেশ শুনিতে প্রস্তুত নহেন; শুনিতে গেলে, বহুসংখ্যক নারী এবং বহু নর জাগতিক ব্যাপারে সংসৃষ্ট থাকিয়াও বিবাহসংস্কারে বঞ্চিত থাকে। এই বিবাহবিভ্রাট শাস্ত্রকারেরা চিন্তা করিয়াছিলেন কি? আমরা বলি, ভাবিয়াই লিখিয়াছেন। তাঁহারা সমাজকে বিবাহে বঞ্চিত হইতে বলেন না। তবে বলেন, এইরূপ কন্যা-বিবাহ সমাজের মঙ্গলের জন্য নহে। ঐ সকল নিষিদ্ধা কন্যার বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকায়, সামাজিকেরাও অনবরত তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছেন। ঋষিরা বলেন, যদি এরূপ কন্যা বিবাহ না করা হয়, তবে ঐ সকল বিপত্তির যন্ত্রণায় আর্ত্ত হইতে হয় না। ঋষিগণের আরও অভিপ্রায়, তাঁহাদের অভিপ্রেত আচারবান্

বিদ্বান, সদ্বংশজ সুপুরুষ বর এরূপ কন্যা-গণকে বিবাহ করিলে দোষের হয়। যদি যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়, তাহা অনিবার্য্য, শাস্ত্র সেখানে নিরুত্তর। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বিকলাঙ্গী নারীকে বিবাহ করে, তাহাতে শাস্ত্রের মতামত নাই। শাস্ত্র বলেন, পূর্ণাঙ্গবর সুন্দরাবয়বিনী নারীকে বিবাহ করিবে, বিকলাঙ্গাকে নহে। ইহাতে বিকলাঙ্গ পুরুষের বিকলাঙ্গী কন্যা বিবাহ করার নিষেধও নাই, বিধানও নাই। ঋতুস্নাতার বিবাহ নিষেধ করায় আমাদের আবার সেই "গৌরী" "রোহিণী'র কথা মনেপড়ে। প্রকৃতপক্ষে ঋতুস্নাতার প্রতি সন্দেহ হইবার কথা। রাতা রমণীকে পরিত্যাগ করাসঙ্গত। কামুকীর বিবাহের পরিণাম অনেক স্থানে বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়। অধিক বয়স্কাকে বিবাহ করিলে নানা রোগ ও অশান্তির কারণ থাকে, ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত। পুরুষ সমবয়স্কার সহিত বিবাহিত হইলেও অপেক্ষাকৃত আশঙ্কার কারণ। বরের অপেক্ষা কন্যার বয়স কম হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। আপত্তি হইতে পারে যে, বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে বিবাহ করিয়াও অনেকে অনেক সুপুত্র উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন। বিবাহ পুত্রার্থে; যদি সেই মুখ্য উদ্দেশ্যই রক্ষিত হইল, তবে এ কন্যার বিবাহে বর্জ্জন যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা ইহার প্রত্যুত্তরে বলিব, বয়োজ্যেষ্ঠা, ভিন্ন আত্মীয়া, বিধবা অথবা কুলটাকে বিবাহ করিয়াও অনেকে সুপুত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনও স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইলে, তাহা নিয়মের ব্যভিচার মাত্র, তাহা স্বতন্ত্র নিয়ম নহে। ঐরূপ একটী দুইটীর অনুকরণ করিতে সমাজ চাহে না। অনেককে লইয়া অনেক স্থানে যে নিয়ম খাটিতেছে, সমাজ তাহাকেই আদর্শ করিবে। নিয়মের দুই একটী ব্যভিচারকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে, সমাজের আচার ব্যভিচারে পরিণত হইবে মাত্র। স্থানান্তরে অপর কথা বলাযাইবে। (ক্রমশঃ)

কস্যচিদ্ ব্রহ্মচারিণঃ।

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখ বিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বো-ঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ। ৫১

পদপাঠঃ। ঊহঃ। শব্দঃ। অধ্যয়নং। দুঃখবিঘাতাঃ। ত্রয়ঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানং। চ। সিদ্ধয়ঃ। অষ্টৌ। সিদ্ধেঃ। পূর্ব্বঃ। অঙ্কুশঃ। ত্রিবিধঃ।

ব্যাখ্যা। ঊহঃ—সিদ্ধির নামবিশেষ। শব্দঃ—একপ্রকার সিদ্ধি। অধ্যয়নং—ইহাও সিদ্ধির নাম। দুঃখবিঘাতাঃ—দুঃখের বিনাশ। ত্রয়ঃ—তিন প্রকার। সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ—সিদ্ধির এটীও একটী নাম। দানং—সিদ্ধির নাম। চ—এবং। সিদ্ধয়ঃ—সিদ্ধি সকল। অষ্টৌ—আটপ্রকার। সিদ্ধেঃ—সিদ্ধির। পূর্ব্বঃ—পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ প্রথমে কথিত। (তিনটী) অঙ্কুশঃ—আকর্ষক অথবা বিক্ষেপক। ত্রিবিধঃ—তিনপ্রকার।

বঙ্গার্থঃ। উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, সুহৃৎ-প্রাপ্তি, দান, এবং ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ—তিন প্রকার (সিদ্ধি)—এই অষ্টবিধ সিদ্ধি। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পদার্থ (অশক্তি, তুষ্টি, বিপর্য্যয়) সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

বিশদব্যাখ্যা।—তুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, এখন সিদ্ধির বিষয় কথিত হইতেছে। উহ, শব্দ,অধ্যয়ন, দান,সুহৃৎপ্রাপ্তি, প্রমোদমুদিত, মোদমান, এই আটপ্রকার শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধি। ইহার মধ্যে গৌণ-মুখ্য ভেদ আছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই দুঃখ-ত্রয়ের বিনাশরূপ সিদ্ধি তিনটীই মুখ্যসিদ্ধি। কেন না জগতের জীব প্রধানতঃ দুঃখ নিবারণই প্রার্থনা করে। ঐ দুঃখবিনাশই জীব-জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম শান্তিকর। শাস্ত্রে উহাই মুক্তি নামে পরিচিত হইতেছে। অপর যে সকল সিদ্ধি জীবের অদৃষ্টগুণে সংঘটিত হয়, তাহারা কেহই ঐ প্রধান সিদ্ধির তুল্য নহে। অনেকেই দুঃখ বিনাশের উপায় মাত্র। অপর পাঁচটী গৌণ সিদ্ধির মধ্যে কেহ কাহারও কারণ এবং কেহ কাহারও কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। অধ্যয়ন-সিদ্ধিই প্রথমা-সিদ্ধি। যথাবিধি গুরু-মুখ হইতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার অক্ষরস্বরূপ গ্রহণই অধ্যয়ন। সমস্ত সিদ্ধির প্রথমেই অধ্যয়ন আবশ্যক। অধ্যয়ন-সিদ্ধির অন্য নাম তার। তাহার পর শব্দসিদ্ধি। অধ্যয়নে অক্ষরগ্রহণ, শব্দসিদ্ধিতে ঐ শব্দের অর্থজ্ঞান। শব্দ সিদ্ধির নাম 'সুতার।' অক্ষর-পাঠ ও তাহার অর্থজ্ঞান, এই উভয় প্রকারে অধ্যয়নকে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশের নাম অধ্যয়নসিদ্ধি ও শেষাংশের নাম শব্দসিদ্ধি। তৃতীয় সিদ্ধির নাম উহ। উহ শব্দের অর্থ তর্ক। শাস্ত্রের অনুমোদিত তর্কের সাহায্যে শাস্ত্রীয় পদার্থের প্রামাণ্য বিচারের সিদ্ধান্ত করার নাম এখানে উহসিদ্ধি। বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে, পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির আলোচনা ও তাহার সংশয়াদি নিরসন করা আবশ্যক। ইহাকে মনন বলা যায়। মনে মনে তর্ক-বিতর্কদ্বারা কোনও বিশ্বাসকে হৃদয়ে সুদৃঢ় করিতে পারিলেই মনন করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন, স্বতঃসিদ্ধ স্বানুভবসিদ্ধ পদার্থে সংশয় না থাকিলেও, তদর্থে যুক্ত্যাদির অবতারণা কেবল মনন মাত্র। এই উহ সিদ্ধির নাম 'তারতার।' চতুর্থ সিদ্ধি—সুহৃৎপ্রাপ্তি। নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্কেরদ্বারা যে মীমাংসা করা যায়,অনেক সময়ে স্বীয় সামর্থ্যে বিশ্বাস না থাকাবশতঃ, সেই মীমাংসায়ও অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয় না। তখন কোনও সুবিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ বিষয়টীর সত্যতা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎই সুহৃৎপ্রাপ্তি। জ্ঞানী সকলেরই আত্মীয়, তাঁহার অন্তঃকরণ সুন্দর, কাজেই তিনি জগতের সুহৃৎ। এরূপ সুহৃদের (মহাপ্রাণ সাধকের) নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ সুহৃৎপ্রাপ্তি-সিদ্ধি। ইহার অপর একটী নাম 'রম্যক।' সাধকের নিকট এই সিদ্ধি বড় রমণীয়। পঞ্চম সিদ্ধি—দান। বিবেকের প্রবাহ যখন স্বচ্ছভাব ধারণ করে, তখন বিবেকের বিমলতা স্বরূপ সেই সিদ্ধিকে দান-সিদ্ধি বলা যায়। নিরন্তর অভ্যাসবশে জ্ঞানের পরিপক্কতাই এই অবস্থা। যখন বারম্বার আলোচনা করায়, জ্ঞানের আলোকে

অন্তঃকরণের অন্ধকার রাশি বিলীন হয়,তখন সেই নিরাবাধ নির্ম্মল বিবেকস্রোত বহিতে থাকে, উহাই সাধকের প্রাণের বল—প্রধান অবলম্বন। এই সিদ্ধির নামান্তর 'সদামুদিত।' পাঁচটী গৌণ সিদ্ধির নাম রাখিতেও শাস্ত্রকারগণ অসাধারণ ধিষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম সিদ্ধির নাম--তার। (তারয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা) সাধককে বিপজ্জাল হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই'তার' নাম। তাহার পর সুতার। তারণ বিষয়ে 'তার' অপেক্ষা এ সিদ্ধির সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্য আর একটু অধিক, কাজেই নাম—সুতার। তদপেক্ষা তারতারের স্থান আর একটু উচ্চে। তারসিদ্ধি হইতেও তার অর্থাৎ উন্নত অথবা উৎকৃষ্ট, ইহাই নামের রহস্য। তাহার পর চতুর্থ সিদ্ধির নাম'রম্যক' রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধকের মন এই সিদ্ধিতে আগ্রহের সহিত রমণ করে। পঞ্চম সিদ্ধির নাম:সদামুদিত; সাধকও তখন সদা মুদিত অর্থাৎ সদানন্দ। মুখ্য সিদ্ধি কয়টীর নাম,—প্রমোদ, মুদিত, মোদমান রাখাই সুবিবেচকের কার্য্য হইয়াছে, কারণ যদি ত্রিবিধ দুঃখেরই বিনাশ হইল, তখন সাধকের আনন্দ বই আর রহিল কি? আনন্দময় সাধক তখন আনন্দসলিলে হৃদয়ের ত্রিতাপ-দহন নির্ব্বাপিত করিয়া সুশীতল হইয়াছেন। বিপর্য্যয়,অশক্তি, তুষ্টি, এই তিনটী সিদ্ধির অঙ্কুশ। তাহার কারণ, বিপর্য্যয় বিবেক-জ্ঞানের চির শত্রু, কাজেই বিপর্য্যয় সিদ্ধির বাধা জন্মায়। অশক্তি সকল সিদ্ধিরই প্রতিবন্ধক। সামর্থ্য না থাকিলে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তুষ্টিও সিদ্ধির প্রতিকূলাচরণ করে। কোনও বিষয়ে তুষ্ট হইলে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া উঠা যায় না। যাহা আমার কাছে ভাল লাগে, স্বভাবের শক্তিতে আমি তাহার গুণে মোহিত, তাহার দোষের ভাগ আমার চখে পড়ে না। কিছুর উপর তুষ্ট হওয়াই অন্যায়। আসক্তিতে মোহ উৎপাদন করে। কোনও কোনও আচার্য্যের মতানুসরণ করিলে সিদ্ধির অন্য প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহ অর্থ স্ফুরণ। অভ্যাসাদি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মবলে...থ পরিস্ফুরণ, তাহার নাম উহ। শাস্ত্রে এরূপ অনেক আখ্যায়িকা আছে, যাহাতে অবগত হওয়া যায়, ইহজন্মে অভ্যাসাদিরহিত ব্যক্তিরও স্বয়ং জ্ঞানোদয় হইয়াছে। অপর কেহ গুরুর নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ঐ পাঠ শ্রবণ করিলে, যদি সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া, কাহারও কখনও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তবে সেখানে সেই জ্ঞানস্ফুরণসিদ্ধি শব্দ শ্রবণ করিয়াই হইয়াছে বলিয়া, তাহারও নাম হয় শব্দসিদ্ধি। তাহারপর অধ্যয়ন; রীতিমতভাবে শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার প্রতিপালন করিতে করিতে গুরুর নিকট স্বাধ্যায়াভ্যাস করাই অধ্যয়ন। অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে, সেই সিদ্ধিকে অধ্যয়নসিদ্ধি বলে। আত্মতত্ত্ববিৎ সুহৃৎকে প্রাপ্ত হইয়া দৈবাৎ ভাগ্যক্রমে কাহারও জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইলে, সেই সিদ্ধির নাম সুহৃৎপ্রাপ্তি। দানসিদ্ধির লক্ষণে এ আচার্য্যের মতে একটু নূতনত্ব আছে। ইনি বলেন,দান সিদ্ধির কারণ,দাননিমিত্ত যে জ্ঞান হয়, তাহাকে দানসিদ্ধি বলে। কোনও জ্ঞানীকে আমি বহু অর্থ দান

করিলাম,তিনি আমার সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া আত্মতত্ত্বের যথাযথ রহস্য আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এ জ্ঞানপ্রাপ্তির কারণ—দান। অনেকে এ সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন। জ্ঞানীর আবার দানের আকাঙ্ক্ষা কি? পাইলেইবা পরিতুষ্টি কি? শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, যিনি লাভে এবং অলাভে সমান চিত্ত, পাইলেও হৃষ্ট হননা, না পাইলেও ক্লিষ্ট অথবা রুষ্ট হন না—তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। এখানে একটু প্রণিধান আবশ্যক। মনেকরা দরকার, আপনার কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকুক,জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য জ্ঞানীর আকাঙ্ক্ষা আছে। আপ্তকাম পরমেশ্বরও জীবের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া দুঃখ বিনাশের ব্যবস্থা করেন, এ কথা আস্তিক শাস্ত্রে অনেক স্থানে আছে; জ্ঞানী ত' পরে। যে সকল সাধু সন্ন্যাসী নিজের জন্য অর্থ গ্রহণ করা বিষ্ঠা-গ্রহণের মত অকর্ত্তব্য মনে করেন,শুনাযায়,দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারাই দুর্গম পর্ব্বত-প্রদেশের পথ ও সেতু প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পরহিতৈষণা উদ্দীপিত না হইলে জ্ঞানীর জ্ঞান বৃথা। যাহা জগতের কোনও কাজে আসে না, এরূপ জ্ঞান আর্য্য-শাস্ত্রে আদৃত নহে। আর্য্য-শাস্ত্রে মহামহিম কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমেলোকা নকুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।
শঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে আমার দৃষ্টান্তে এই জগতের সকলেই বৃথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লোক উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। শঙ্করের (কুনীতির পরিণাম অবৈধ সন্তান উৎপাদন,তাহাই শঙ্কর প্রথার মূল) কর্ত্তা আমিই হইব। এই সকল প্রাণিগণ আমা হইতে কলুষিত—অর্থাৎ না বুঝিয়া আমার পথে চলিতে যাইয়া জগৎকে মলিন করিয়া তুলিবে। বস্তুতঃ জগতের ইহাই একটী নিয়ম,শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম দেখিয়া অপর সকলে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যের অবধারণ করে। দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থানে কোনও একজন, অশিক্ষিত ব্যক্তি স্থানীয় আচারের হর্ত্তাকর্ত্তা, সেখানকার লোকে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাদের নেতার অনুসরণ করে। হয়ত অপরের পক্ষে তাহাদের সেই ব্যবহার যারপরনাই জঘন্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ফলতঃ ভগবান্ও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম্ম করেন। সাধু-কর্ম্ম করিলে দোষ কি? পরোপকার ব্রত অবলম্বন না করিলে জ্ঞানীর জ্ঞানের গরিমা কি? অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় দোষাশঙ্কা নাই। "পূর্ব্বোহঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ" এই অংশের ব্যাখ্যায় এই আচার্য্য বলেন, পূর্ব্ব তিনটী, অর্থাৎ উহ, শব্দ ও অধ্যয়নরূপ ত্রিবিধ সিদ্ধি মুখ্য সিদ্ধির আকর্ষক। অঙ্কুশদ্বারা আকর্ষণ করিয়া কোনও বস্তু নিকটে আনা যায়। এই তিনপ্রকার সিদ্ধিও পরবর্ত্তিশ্রেষ্ঠসিদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। ইঁহার এরূপ ব্যাখ্যার মূল রহস্য আর কিছু নয়, কেবল পূর্ব্বোক্ত মতের অনুপযুক্ততা বিবেচনাই কারণ। তুষ্টি সিদ্ধির বিরোধী, তুষ্টির অভাব অশক্তিও সিদ্ধির প্রতিবন্ধক। কোনও পদার্থ, এবং তাহার অভাব, এই দুইটাই একটী কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, এরূপ কল্পনা অন্যায়, ইহা মনে করিয়াই

আচার্য্য মহোদয় পূর্ব্বোক্তমতের অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রত্যয়সর্গ বর্ণিত হইল।

ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যোভাবাখ্যশ্চ তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ। ৫২

পদপাঠঃ। ন। বিনা। ভাবৈঃ। লিঙ্গং। ন। বিনা। লিঙ্গেন। ভাবনির্বৃত্তিঃ। লিঙ্গাখ্যঃ। ভাবাখ্যঃ। চ। তস্মাৎ। দ্বিবিধঃ। প্রবর্ত্ততে। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। ন—হয়না। বিনা—ব্যতীত। ভাবৈঃ—প্রত্যয়সর্গ। লিঙ্গং—তন্মাত্রসর্গ। ন—হয়না। বিনা—ভিন্ন। ভাবাখ্যঃ—ভাব এই নামক প্রত্যয়সর্গ। চ—ও। তস্মাৎ—সেই নিমিত্ত। দ্বিবিধঃ—দুই-প্রকার। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্ত হয়। সর্গঃ—সৃষ্টি। (পরস্পরের অপেক্ষা আছে বলিয়া দ্বিবিধ সৃষ্টিরই আবশ্যকতা আছে।)

বঙ্গার্থঃ। বুদ্ধিসৃষ্টি ব্যতীত তন্মাত্র অর্থাৎ ভৌতিক সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না, আবার তন্মাত্রসৃষ্টি ভিন্নও বুদ্ধিসৃষ্টির স্বরূপ-নিষ্পত্তি হয় না, তজ্জন্যই উভয়বিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। এখানে আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে যে, উভয়প্রকার সৃষ্টির আবশ্যকতা কি? পুরুষার্থ সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি। সৃষ্টি না হইলে ভোগ ও মোক্ষ, এই উভয়বিধ পুরুষার্থের কোনওটী সুসিদ্ধ হইতে পারে না, সত্যবটে; কিন্তু তন্মাত্রসৃষ্টি অথবা বুদ্ধিসৃষ্টি, ইহার যে কোনটীর দ্বারা পুরুষার্থ-সম্পাদন চলিতে পারে; দ্বিবিধ সৃষ্টি কেন? কারিকায় এই প্রশ্নের উত্তরই দেওয়া হইতেছে। এই দুইটী সৃষ্টি পরস্পরকে অপেক্ষা করে। তন্মাত্র-রচিত শরীরাদি না থাকিলে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল থাকিবে কোথায়? লিঙ্গ শরীর অনুমান করিবার সময় প্রদর্শিত হইয়াছে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের একটী ভৌতিক আধার চাই, নচেৎ তাহাদের কার্য্যকারিতার বিলোপ হয়; অতএব বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধি-সৃষ্টি তন্মাত্রসৃষ্টিকে অপেক্ষা করে। আবার বুদ্ধিশূন্য শরীরের কিছুই কার্য্য থাকিতে পারে না বলিয়া তন্মাত্রসৃষ্টিও বুদ্ধিসৃষ্টির সহানুভূতি প্রার্থনা করে। শব্দাদি বিষয় ও বিবেক-বৈরাগ্যাদি—উভয়েরই আবশ্যকতা। ভোগ ও মুক্তি, উভয়েই সৃষ্টিদ্বয়ের দরকার। একটী ছাড়িলে অপরটী থাকে না; সুতরাং দুইটী চাই।

অষ্টবিকল্পোদৈব স্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ। ৫৩

পদপাঠঃ। অষ্টবিকল্পঃ। দৈবঃ। তৈর্য্যগ্‌-যোনঃ। চ। পঞ্চধা। ভবতি। মানুষ্যঃ। চ। একবিধঃ। সমাসতঃ। ভৌতিকঃ। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। অষ্টবিকল্পঃ—অষ্টপ্রকারের বিকল্প অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিভাগ যাহাতে আছে। দৈবঃ—দেব জাতীয় সৃষ্টি। তৈর্য্যগ্‌যোনঃ—তির্য্যগ্‌ যোনির সম্বন্ধে। পঞ্চধা—পাঁচ প্রকার। ভবতি (সৃষ্টিঃ)—সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ্যঃ—মনুষ্য সম্বন্ধীয় সৃষ্টি। চ—এবং। একবিধঃ—একপ্রকার। সমাসতঃ—সংক্ষেপে। ভৌতিকঃ—স্থূলভূত বিষয়ক (প্রাণি সম্বন্ধীয়।) সর্গঃ—সৃষ্টি।

বঙ্গার্থঃ। দেবতাসৃষ্টি আট প্রকারের। পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌যোনির সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টি একপ্রকার। সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সৃষ্টি।

বিশদ ব্যাখ্যা। স্থূলভূত হইতে যাহাদের দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সৃষ্টিই ভৌতিক সর্গ। দেবতাদিগের মধ্যে আট প্রকার বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন সম্প্রদায় আছে। টীকাকারগণ বলেন, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই অষ্টবিধ দেবতা-সর্গ। এই আট প্রকারের আকৃতিগত মিলন নাই। কোনও সম্প্রদায়ের তিন পা, কাহাদের বা চারিহাত, কোনও দলের তিন চক্ষু ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আকার ইহাদের দলবিভাগের একমাত্র কারণ হইয়াছে। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, স্থাবর, এই পাঁচপ্রকার তির্য্যগ্‌যোনির বিভাগ। পশু এবং মৃগ জাতীয়তায় একটু বিভিন্ন। মৃগ এখানে হরিণ নহে। পশু শ্রেণীকে বিশেষ লক্ষণদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একটীকে পশু, অপরটীকে মৃগ নাম দেওয়া হইয়াছে। পক্ষীর অবয়ব পশুর অপেক্ষা স্বতন্ত্র, সুতরাং উহা ভিন্ন জাতীয়। সরীসৃপ সর্পাদি সম্প্রদায় সাধারণের পরিচিত। মানুষ সর্ব্বত্রই একপ্রকার। তিন খানি চরণ অথবা তিনখানি হাত কিম্বা চারিটা চক্ষু কোনও দেশীয় কোনও মানবজাতির দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থাবরকে তির্য্যগ্‌যোনির মধ্যে ফেলিবার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃষ্ট চৈতন্য নাই, তির্য্যগ্‌জন্তু পক্ষী-পশ্বাদির ও তদ্রূপ। ভৌতিক সৃষ্টির বিস্তার বলিতে গেলে সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। প্রত্যেক পক্ষী, পশু প্রভৃতির শ্রেণীর অন্তর্গত অবান্তর বিভাগ অথবা উপবিভাগগুলি অনেক অধিক হওয়া সম্ভব।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ
মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্ব
পর্য্যন্তঃ। ৫৪

পদপাঠঃ। ঊর্দ্ধং। সত্ত্ববিশালঃ। তমোবিশালঃ। চ। মূলতঃ। সর্গঃ। মধ্যে। রজোবিশালঃ। ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তঃ।

ব্যাখ্যা। ঊর্দ্ধং—উপরিতন দ্যুপ্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকে। সত্ত্ববিশালঃ—সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃ সুখবহুল। তমোবিশাল—তামস গুণের আধিক্য হেতুক মোহসঙ্কুল। চ—এবং। মূলতঃ—মূলদেশে অর্থাৎ অধোদিকে পশু প্রভৃতি। সর্গঃ—সৃজন ব্যাপার। মধ্যে—সাত্ত্বিকগুণের নিম্নে এবং তামসিক গুণের উপরে, এই মধ্যভাগে অর্থাৎ রাজস মনুষ্যাদিতে। রজোবিশালঃ—রজোগুণপ্রবলতাবশতঃ দুঃখবহুল (সৃষ্টি।) ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ—সংক্ষেপে ত্রিবিধ জীব-সৃষ্টির পরিচয় অথবা সীমাবধারণ—ব্রহ্মা হইতে অপকৃষ্ট চৈতন্যস্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত।

বঙ্গার্থঃ। ঊর্দ্ধলোক সত্ত্ববহুল, অধঃসৃষ্টি তমোবহুল, মধ্যে মনুষ্যসৃষ্টি রজোবহুল। সংক্ষেপে ত্রিবিধ সৃষ্টির পরিচয় ব্রহ্মা হইতে তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত।

বিশদ ব্যাখ্যা। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, প্রাকৃত জগতে জীব-সৃষ্টিবিভাগও ত্রিবিধ কাহারও সত্ত্বাংশের আতিশয্য বশতঃ সুখাত্মিকা, কাহারও তামসতা প্রযুক্ত অজ্ঞান ভাব, কাহারওবা রাজস প্রকৃতি বশতঃ দুঃখ-

স্বভাব। জগন্নাথ কৃষ্ণ গীতায় অমৃতাক্ষরে বলিতেছেন,—রজসস্তু ফলং দুঃখং অজ্ঞানং তমসঃ ফলং। অর্থাৎ দুঃখ রজোগুণের ফল এবং অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় থাকা তমোগুণের কার্য্য। মনুষ্য-সমাজ মুহুর্মুহুঃ নানাবিধ প্রতিবিধান করিয়াও দুঃখের কর হইতে তিলার্দ্ধ নিষ্কৃতি পায় না। দুঃখ এই শ্রেণীর সাধারণ গুণ—তাহাকে পরিত্যাগ করিতে এসে যাইতে চাহে না। মানব কর্ম্মজীব, সংসারে কর্ম্মকরাই যত কষ্টকর। পশ্বাদির, মোহ প্রযুক্ত সুখ-দুঃখের সম্যক্ আলোচনা হয় না; দেখাযায়,তাহারা অনেক সময়ে সুখ-দুঃখের পার্থক্যও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহাদের সাধারণ বিষয়ে সুখ-দুঃখের অজ্ঞতা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। আংশিক সাত্বিক ভাব মনুষ্যেও দেখা যায়, তবে তাহার পরিমাণ রজোগুণের অনুপাতে অকিঞ্চিৎকর; কখনও একটু অধিক হইলে, সে মনুষ্যকে দেবপ্রকৃতি বলা হইয়া থাকে। সত্ত্ববহুল উর্দ্ধসৃষ্টি আমাদের চক্ষুর বিষয় নয়।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন। ৫৫

পদপাঠঃ। তত্র। জরামরণকৃতং॥ দুঃখং। প্রাপ্নোতি। চেতনঃ। পুরুষঃ। লিঙ্গস্য। অবিনিবৃত্তেঃ। তস্মাৎ। দুঃখং। স্বভাবেন।

ব্যাখ্যা। তত্র—সেখানে অর্থাৎ উর্দ্ধে, অধোদেশে ও মধ্যে। (দেবসৃষ্টি পশ্বাদিসৃষ্টি ও মনুষ্য-সৃষ্টিতে) জরামরণকৃতং—জরা অর্থাৎ শরীরের অকর্ম্মণ্যাবস্থা—জীর্ণভাব এবং মরণ—অর্থাৎ দেহ-পতন বা মৃত্যু, এই উভয় ব্যাপার জনিত। দুঃখং—দুঃখ। প্রাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়। চেতনঃ—চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষঃ—জীব (পুরি—লিঙ্গশরীরে শেতে—তিষ্ঠতি তদাশ্রয়ণেন লোকান্তরগমনং সাধয়তি চ, ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।) লিঙ্গস্য—লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের। অবিনিবৃত্তেঃ—নিবৃত্তি—অর্থাৎ বিনাশ পর্য্যন্ত। তস্মাৎ—সেইজন্য। দুঃখং—দুঃখ। স্বভাবেন—স্বভাব বশতঃ। (প্রকৃতির গুণ প্রাকৃত পদার্থের স্বভাব।)

বঙ্গার্থঃ। সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই জীবগণ জরা-মরণজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, যাবৎ লিঙ্গ-শরীরের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই দুঃখ হয়,সেইজন্য দুঃখই সৃষ্টির স্বভাব।

বিশদব্যাখ্যা। সত্ত্ববহুল সৃষ্টিই হউক, আর রজোবহুল সৃষ্টিই হউক, দুঃখ সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর আছে। কেন না, গুণত্রয় পরস্পর কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, তবে কাহারও আধিক্য ও কাহারও অল্পতা সংঘটিত হয় মাত্র। সাত্বিক শরীরেও রজোগুণ-কার্য্য দুঃখ আছে; দেব-শরীরের দুঃখ-সংবাদে পুরাণ সাক্ষ্য দিতেছে। চিরদিন কেহই থাকিবে না। জীর্ণতা ব্রহ্মারও হইবে। ব্রহ্মা হইতে কৃমি পর্য্যন্তেরও "আমি মরিয়া যাইব" এইরূপ একটী ত্রাস রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দিনাবসানে শরীর অকর্ম্মণ্য হইলে, শরীরী মাত্রেরই দেহপাত হইবে, এ দুঃখ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে "লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেঃ" এ অংশটুকুর অন্য অর্থ করা যাইতে পারে। অজ্ঞানবশতঃ পুরুষ লিঙ্গ-শরীরের সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম নিজের বলিয়া মনে করে,

এই জন্যই দুঃখ। লিঙ্গ শরীর হইতে নিজে পৃথক্, এ জ্ঞান স্ফুরিত না হওয়াই দুঃখের কারণ। অথবা এই অংশের দ্বারা দুঃখ কতকাল? এই প্রশ্নের উত্তর করা হইতেছে। যতদিন্ লিঙ্গদেহ আছে, ততদিন। লিঙ্গদেহ-গেলে মুক্তি। তখন ভোগ থাকে না; কাজেই দুঃখের সম্ভাবনা তখন নাই।

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদি-
বিশেষভূত পর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থইব
পরার্থ আরম্ভঃ। ৫৬

পদপাঠঃ। ইতি। এষঃ। প্রকৃতিকৃতঃ। মহদাদিবিশেষভূত পর্য্যন্তঃ। প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং। স্বার্থে। ইব। পরার্থে। আরম্ভঃ।

ব্যাখ্যা। ইতি—(পূর্ব্বোক্তস্মারক ইতি শব্দ এখানে ব্যবহৃত।) এষঃ—এই। প্রকৃতি-কৃতঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ উপনিষদুক্ত প্রধানের কার্য্য মহদাদি বিশেষ ভূত পর্য্যন্তঃ—মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত। (স্থূলভূত পর্য্যন্ত বলিবার হেতু এই যে, ঐ স্থানেই সৃষ্টির শেষ। ভৌতিক চরাচর ভূতের গুণ ব্যতীত নূতন কিছু গুণ পায় নাই, কাজেই উহাকে স্থূলভূত হইতে পৃথক্ বলিতে পারি না। এইজন্য স্থূলভূতসৃষ্টিই পদার্থসৃষ্টির শেষস্তর।) প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থং—প্রত্যেক পুরুষ অর্থাৎ জীবের মোক্ষ-সম্পাদনের জন্য। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভোগ এবং মোক্ষ, উভয়বিধ পুরুষার্থ সৃষ্টির দ্বারা সাধিত হয়; এখন দেখান যাইতেছে, বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া পুরুষ মুক্তির পথে পদার্পণ করিবে, এইজন্যই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন-স্বার্থে—নিজের প্রয়োজনে। ইব—ন্যায়, মত, সদৃশ। (যেমন নিজ প্রয়োজনে, সেইরূপ) পরার্থে—পর প্রয়োজনে। আরম্ভঃ—প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টির প্রথম উদ্যম। (সৃষ্টি তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরের জন্য।)

বঙ্গার্থঃ। মহতত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত এই সৃষ্টি প্রকৃতির কার্য্য। প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। লোকে নিজের প্রয়োজনের জন্য যেরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়, প্রকৃতি পরের দরকারেও তদ্রূপ সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। (আরম্ভ নিজের কার্য্যের মত ভাবে, কিন্তু কার্য্য পরের জন্য।)

বিশদব্যাখ্যা। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া পরে অনেকানেক বিপক্ষ মতের প্রতিবাদ ও স্বমতের যুক্তি প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। এই জগৎ সর্ব্বশক্তিমান্ অগাধজ্ঞানার্ণব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত। তিনি জীবকুলের কর্ম্মানুসারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের ব্যবস্থা করেন। সেশ্বর-সম্প্রদায়ের এই একটী প্রসিদ্ধ মত। আবার কোনও কোনও ঈশ্বরবাদীর অভিপ্রায় এই যে, জগৎ প্রকৃতিকার্য্য হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎপন্ন। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগৎ জন্মে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বিহনে অথবা তাঁহার অধিষ্ঠান বিনা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ অথবা সৃষ্টি, কিছুই হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদীর মত, জগৎ কল্পনা মাত্র, ইহাতে কিছু বাস্তব বস্তু নাই। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বের উপাদান্ ও নিমিত্ত, উভয় কারণই ব্রহ্ম। এই সকল মত নিরাস করিতে না পারিলে, "প্রকৃতি জগৎকারণ"

এ সিদ্ধান্ত স্থির থাকে না। প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সৃষ্টি প্রকৃতিরই কার্য্য। কেন না, ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার দরকার কি? তিনি যদি একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্ব-সম্পন্ন হন, তবে কি অভাবে সৃষ্টি করিবেন, বুঝি না। নিজের কোনও কামনা নাই, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য কেহই নাই, কাহার জন্য অথবা কাহাকে কর্ম্মফল দিবার জন্য সৃষ্টি করিবেন? সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহার কর্ম্ম ছিল? যে সময় জগৎ জন্মে নাই, তখনকার কর্ম্ম একটা কি? আবশ্যক ব্যতীত কে কার্য্য করে? ঈশ্বরের কিছু দরকার প্রমাণ করা যায় না, অতএব ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, এটা বৃথা কথা, আর ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের জন্য ইচ্ছুক হইবেন কেন? কামনা না থাকিলে তিনি নির্ব্যাপার; নির্ব্যাপার সূত্রধর কি বাস্তু নানক ছেদন সাধনের অধিষ্ঠান সম্পাদন করে? যে কাষ্ঠচ্ছেদ করার কামনা করে, সেই সূত্রধারণ করে, বস্তুতঃ আপ্তকাম ঈশ্বরের প্রকৃতির অধিষ্ঠান অসম্ভব। জগৎ মিথ্যা নহে, প্রত্যক্ষ বস্তু, তবে বিকারী। ব্রহ্ম যদি উপাদান-কারণ হন, তবে তিনিও বিকারী হন, তখন ব্রহ্মত্ব বাক্যমাত্র। অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে; অচেতন প্রকৃতি পরের কাজ নিজের কাজের মত করে। সৃষ্ট বস্তুর ভোগ জীবের, বিরক্ত হইলে মুক্তিও জীবের; প্রকৃতির কেবল ভাঙ্গা গড়া। অচেতনের কামনা থাকে না, কিন্তু কার্য্য থাকে। জ্ঞানবানের কামনা না থাকিলে কার্য্য থাকিতেই পারে না। চেতনের ইচ্ছা হইতে চেষ্টা জন্মে। ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানটা আগেই থাকা চাই। প্রকৃতির (অচেতনের) ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান নাই, কিন্তু কার্য্য আছে; অতএব ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিলে যে দোষ হয়, প্রকৃতিকে বলিলে, তাহা হয় না। নিরীশ্বর-বাদের অনেক ভাল যুক্তি-তর্ক আছে, তাহা এখানে আলোচ্য নয়। কপিল নিরীশ্বর ছিলেন, মনে হয় না। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই কেন? এবিষয়ের রহস্য সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

(ক্রমশঃ—)

মীমাংসাদর্শনম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্।)

অনিত্যসংযোগাৎ। ৬।

পদপাঠঃ। অনিত্য-সংযোগাৎ।

ব্যাখ্যা। অনিত্যসংযোগাৎ—অনিত্য পদার্থের সহিত সংযোগ আছে বলিয়াও। (অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ)

বঙ্গার্থঃ। অর্থবাদ বাক্যে কতকগুলি অনিত্য অর্থাৎ অচিরস্থায়ী পদার্থ প্রতিপাদিত হয়, এইজন্যও অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বেও একবার অনিত্য-সংযোগ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, কিন্তু বিধিবাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করায় সেই প্রশ্ন আবার অর্থবাদে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এটীও পূর্ব্বপক্ষের সূত্র। এখানেই পূর্ব্বপক্ষের অবসান। আগামিসূত্রে সিদ্ধান্তীর মত অর্থাৎ অর্থবাদ বাক্যগুলিরও প্রামাণ্য আছে, উহারা অনর্থক নহে, এই পক্ষ প্রতিপাদিত হইবে।

বিধানা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন
বিধীনাং স্যুঃ। ৭

পদপাঠঃ। বিধিনা। তু। একবাক্যত্বাৎ। স্তুত্যর্থেন। বিধীনাং। স্যুঃ।

ব্যাখ্যা। বিধিনা—বিধির সহিত। তু—কিন্তু। একবাক্যত্বাৎ—একবাক্যতা আছে, এই জন্যই। স্তুত্যর্থেন—স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসার্থ দ্বারাই। বিধীনাং—বিধিবাক্য সকলের। স্যুঃ—হইতেছে। (অর্থবাদ বাক্য সকলের প্রমাণ)

বঙ্গার্থঃ। বিধির সহিত একবাক্যতা আছে বলিয়া বিধিস্তাবক অর্থবাদ-বাক্যের প্রামাণ্য আছে।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদ নিরর্থক নহে, উহার আবশ্যকতা আছে। যে বেদে বহুকালাবসানে ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই বেদে অর্থবাদ বাক্য বৃথা প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব। চিন্তা করিলে, অনুসন্ধান করিলে, অনায়াসেই ঐ সকল বাক্যের রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে দেখা যাইবে, অর্থবাদবাক্য বিধির স্তাবক। কোনও কার্য্যে কাহাকেও প্ররোচিত করিতে হইলে, বলিতে হয়, এ কার্য্য অতি উত্তম, ইহার পরিণাম বিশেষ সুখপ্রদ ইত্যাদি। আপাততঃ বহুব্যয়সাধ্য এবং নানা ক্লেশে নিষ্পাদনযোগ্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে বলিলে লোকের তাহাতে সহজতঃ প্রবৃত্তি হয় না। তাহাকে প্ররোচিত করিবার জন্য যাগ-কর্ম্মের দেবতার প্রশংসা অথবা দ্রব্যের প্রশংসা, কোনও স্থানেবা কর্ম্মকর্ত্তার প্রশংসাও আবশ্যক হইয়া উঠে। অর্থবাদ বাক্যগুলি বিহিত কর্ম্মে লোকের অতিশয় আগ্রহ জন্মাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। মনে করা যাউক, আমার কতকগুলি গাভী বিক্রয় করিবার দরকার আছে। বাজারে যাইয়া ক্রেতাকে প্ররোচিত করিবার জন্য আমাকে বলিতে হইবে, এ গাভী এখনও অনেককাল জীবিত থাকিবে। বিশেষতঃ কালোবর্ণে ইহার পরিষ্কার চেহারা দেখায়। আর এ গাভীটী গত বৎসর যে প্রসব করিয়াছিল, তাহাতে অনেক পরিমাণে দুগ্ধ দান করিত। ইহাদের বংশে প্রায়শই স্ত্রীবৎস (বকনাবাছুর) প্রসবকরা নিয়ম। গুণানুসারে বিচার করিতে গেলে ইহার মূল্য অনেক অধিক হওয়া উচিত,কিন্তু আপনি বলিয়া অতি অল্পমূল্যে দিতে পারিব। আপনি সামান্য খড় (বিচালী) খাইতে দিলেই ইহার পরিতুষ্টি হইবে; খৈল অথবা অন্যান্য মোসলাদি ইহাকে খাইতে দিতে হইবে না। এসকল উক্তি শ্রবণ করিলে ক্রেতার মন নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম চরমে পরম সুখদ হইলেও আপাততঃ নানা কষ্টকর বলিয়া ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না। রোগী তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহিবে না, তাহাকে বলিতে হইবে, "ইহা মধুর, খাইলে সকল অসুখ সারিয়া যায়, ঔষধ খাইলেই তোমাকে ভাত দিব,সন্দেশ দিব"—যিনি মঙ্গল কামনা করেন,তাঁহারই এরূপ করা কর্ত্তব্য। বেদ জগন্মঙ্গলের চিন্তায় পরিপূর্ণ, কাজেই শত শত প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন। অর্থবাদ বিধিবাক্যেরশেষভাগ। যে বাক্যাংশ

বিভক্ত হইলে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা করে এবং সকলে মিশিয়া একটী মাত্র কার্য্য অথবা প্রয়োজন বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে 'একবাক্য' বলা যায়। এরূপ একবাক্য ভাব অর্থবাদের সহিত বিধিবাক্যের আছে। কোনও স্থানে বলা হইল, বৃক্ষগণ যজ্ঞ করিয়াছিল, অপর স্থানে বলা হইল "যজ্ঞ করিবে।" এই দুইটী বাক্যের সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একবাক্য। অচেতন বৃক্ষাদিও যখন যজ্ঞ করিয়াছে, তখন মনুষ্যের করা একান্ত উচিত, এইরূপ অর্থের একাংশ অর্থবাদ বাক্য দ্বারা প্রশংসারূপে প্রদর্শিত হইল, সুতরাং একার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া উহা একই বাক্য। কোন্ বাক্য কোন্ বাক্যের শেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া একবাক্যতাপন্ন হইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। এরূপ অর্থবাদবাক্য মহাভারত গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত হইতেছে। মস্তকশূন্য কবন্ধের কথা আছে। সেই কবন্ধ যুদ্ধ করিয়াছে, এ কথাও লেখা আছে।

"উদাদায়ুধদোর্দ্দণ্ডাঃ পতিতস্বশিরোঽক্ষিভিঃ।
পশ্যন্তঃ পাতয়ন্তিস্ম কবন্ধা অপারীনিহ॥"

অর্থাৎ উদ্যত অস্ত্রধারী কবন্ধগণ (ছিন্নমস্তক) ভূমিতলে পতিত যে নিজের মস্তক, তাহাতে যে চক্ষু আছে, সেই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়াই শত্রুগণকে পাতিত করিতে লাগিল। ভূমি-তলে পতিত মস্তকের চক্ষুদ্বারা দেখিয়া মস্তক-শূন্য দেহের হস্ত অস্ত্রাঘাতে শত্রুবিনাশ করিতে পারে, এ ধারণা অনেকের অন্তঃ-করিতে আসিলেও, সূক্ষ্মদর্শিশাস্ত্রকারগণ ইহাতে অঙ্গুলি সঞ্চালনে অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত ছিলেন। মহাভারতের ঐ বাক্যকে অর্থবাদ অর্থাৎ যোদ্ধৃগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য প্ররোচনা বাক্য (অর্থবাদ) ভিন্ন আর কি বলিব? প্রকৃত বিষয় অসঙ্গত হইলে, স্তুত্যর্থ দ্বারা উপপন্ন করা উচিত। কপোল-কল্পিত কথা নহে। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তবিৎ "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ" নামক সুবৃহৎ যুক্তিপূর্ণ বেদান্ত গ্রন্থের রচয়িতা মহানুভব অপ্পয়-দীক্ষিত মহাশয় ঐ সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থে লিখি-তেছেন,- শিরশ্ছেদানন্তরং মূর্চ্ছামরণয়োরণ্যত-রাবশ্যম্ভাবেন দৃষ্টবিরুদ্ধার্থস্য তাদৃশবাক্যস্য কৈমুত্য ন্যায়েন যোদ্ধোৎসাহাতিশয় প্রশংসা-পরত্বাৎ। অর্থাৎ মস্তকচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে মূর্চ্ছা এবং মরণ ইহার যে কিছু একটা অব-শ্যই উপস্থিত হইবে, এই জন্য ঐ সকল দৃষ্ট-বিরুদ্ধ বাক্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, অতএব ঐ সকল বাক্য যোদ্ধাগণের উৎসাহাতিশয় প্রশংসার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। মস্তকবিহীন হইয়াও শত্রুনিপাত করিয়াছিল, অতএব প্রত্যেক সশস্ত্র ব্যক্তিকেই শত্রু-নিপাতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই-রূপ তাৎপর্য্যে ঐ বাক্যের প্রয়োগ। অত-এব এ সকল বাক্য অনর্থক বলিতে ইচ্ছা হয় না। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যেখানে অর্থবাদ বাক্য পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বিধিবাক্যই আছে, তাহার অর্থবাদ নাই, সেখানে প্ররোচনা জন্মাইবে কে? সেখানে বিধিবাক্য যে ফলের উদ্দেশে যে কার্য্য করিতে আদেশ করা হইয়াছে, সেই ফলের আকাঙ্ক্ষাই প্ররোচনা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। যদি বলা যায়, বিধি স্বয়ংই যদি প্ররোচনা জন্মাইল, তবে অর্থবাদ কেন? ভাবিয়া দেখিলে, এ আশঙ্কা অত্যন্ত অসঙ্গত। কেননা যেখানে অর্থবাদ আছে

যেখানে তাহা প্রশংসার্থ; যেখানে নাই, সেখানে ক্ষতি নাই। যেগুলি আছে, তাহারা অনর্থক নহে, তাহাদের কার্য্য আছে, ইহাই অর্থবাদের প্রামাণ্য। যদি অর্থবাদ না থাকিত, তবে বিধি দ্বারাই সর্ব্বত্র প্ররোচনা ঘটিত। যেখানে অর্থবাদ আছে, সেখানে ঐ অর্থবাদের আনর্থক্য পরিহারার্থে উহাকে ব্যবহারদৃষ্ট প্রশংসার্থে বলাই যুক্তিপূর্ণ। যেখানে কোনও ব্যক্তির অর্থবাদ বাক্য নাই, সেখানেও গাভী দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ক্রেতার ইচ্ছা হইতে পারে, আর যেখানে সর্ব্বগুণবতী গাভী থাকিলেও প্রশংসাবাক্যদ্বারা ক্রেতার মন আকৃষ্ট হয়, সেখানেও ঐ অর্থবাদ বাক্যের সফলতা কল্পনা করা যাইতে পারে। যে যাগের দেবতা অথবা দ্রব্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অর্থবাদ বাক্য স্তুতি করে নাই, সেখানে স্বর্গফল অথবা পুত্রফল এবং সম্পত্তিফলাদির কথা শ্রবণ করিয়া সেই সেই কামনাশীল ব্যক্তির সহজতই প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অর্থবাদ বাক্য বিধিসেবক; সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্য আছে। এই সূত্রে মীমাংসক-মত বলা হইল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববাদীর এক একটী যুক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে। 'কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে পর পর প্রদর্শিত হইতেছে।

তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকম্। ৮

পদপাঠঃ। তুল্যং। চ। সাম্প্রদায়িকং।

ব্যাখ্যা। তুল্যং—সমান, একরূপ। চ—ও। সাম্প্রদায়িকং—সম্প্রদায়সিদ্ধ পঠন-পাঠনাদি।

বঙ্গার্থঃ। সাম্প্রদায়িক পঠন-পাঠনাদি অর্থবাদে ও বিধিবাক্যে উভয়ত্রই সমান।

বিশদার্থ। অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থাপনজন্য আরও অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। বিধিবাক্য যেরূপ নিয়মে গুরু-শিষ্যাদিক্রমে সেবিত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে, অর্থবাদ বাক্যও তদ্রূপ। যদি অর্থবাদ বাক্যগুলি অনর্থক প্রলাপ মাত্র হইত, তবে বিধিবাক্যের সহিত এইগুলি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আচার্য্যগণ শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন কেন? ছাত্রগণইবা নিরর্থক এই অর্থবাদ বাক্যরাশি মনে রাখিয়া কষ্ট পাইয়াছেন কেন? অনর্থক প্রমাদ-বাক্য যুগ যুগান্তর মনে করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব বলা যাইতে পারে, বিধিবাক্যের যেরূপ আবশ্যকতা আছে, অর্থবাদ বাক্যগুলিও তদ্রূপ। নচেৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা সসম্মানে অভ্যস্ত হইত না। যদি অর্থবাদ প্রমাণ হয়, তবে বিধিবাক্যের সম্মান বর্দ্ধিত হয়, এবং বিধিপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মেও লোকের আগ্রহ হইবার একটা উপযুক্ত কারণ আবিষ্কৃত হয়। ঐ সকল অর্থবাদ সাম্প্রদায়িকতায়ও বিধিবাক্যের ন্যায়, অতএব প্রমাণ, এ কথা বলা হইল।

অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত। ৯

পদপাঠঃ। অপ্রাপ্তা। চ। অনুপপত্তিঃ। প্রয়োগে। হি। বিরোধঃ। স্যাৎ। শব্দার্থঃ। তু। অপ্রয়োগভূতঃ। তস্মাৎ। উপপদ্যেত।

ব্যাখ্যা। অপ্রাপ্তা—(পাইতেছে না) অনুপযুক্ত অথবা অনুপস্থিত। চ—আরও।

অনুপপত্তিঃ—উপপত্তির অসম্ভব। প্রয়োগে—অনুষ্ঠানে। তি—যেহেতু। বিরোধঃ—বিরুদ্ধভাব। স্যাৎ—সেইনিমিত্ত। উপপদ্যোত—উপপন্ন হইতেছে।

বঙ্গার্থঃ। পূর্ব্বে যে অনুপপত্তি অর্থাৎ শাস্ত্র দৃষ্ট বিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাও আমাদিগের সিদ্ধান্তবাদের উপর উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। যেহেতু কার্য্যের অনুষ্ঠানে ঐ সকল ব্যবহৃত হইলে, শাস্ত্রও দৃষ্ট বিরোধ হইতে পারিত। শব্দের অর্থ প্রয়োগ নহে; সেইজন্য উপপন্ন হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং দৃষ্টবিরুদ্ধপদার্থ প্রতিপাদক বেদের অর্থবাদবাক্য প্রমাণ নহে, এই যে একটী অনুপপত্তি সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেই অনুপপত্তি দোষ সিদ্ধান্তের সহিত কোনই সংস্রব রাখে না। মন স্তেয়কারী অর্থাৎ চোর, একথা বলায় কাহারও (কোনও দস্যাধিকারী পুরুষের) প্রতি চৌর্য্যের বিধান করা হয় নাই। যদি বলা হইত যে, যজ্ঞে স্তেয়ানুষ্ঠান করিতে হয়, তখন চৌর্য্য-নিষেধস্থাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইত। পরন্তু ঐ সকল বাক্য দ্বারা কাহারও কর্ত্তব্য বিধান করেন নাই। শব্দের অর্থ প্রয়োগ নহে, প্রয়োগ না হইলে বিরুদ্ধও হইল না। অতএব সিদ্ধার্থবোধক শব্দগুলিও বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া কখনও নিন্দাদ্বারা স্তুতি, কখনও আধিক্য কথনের দ্বারা স্তুতি করে মাত্র। উহা অনুষ্ঠান নহে, বিরোধও নাই।

গুণবাদস্তু। ১০

পদপাঠঃ। গুণবাদঃ। তু।

ব্যাখ্যা। গুণবাদঃ—গৌণার্থ প্রয়োগ। তু—কিন্তু (যেখানে।)

বঙ্গার্থঃ। যেখানে একটী বিধেয়, অপর কোনওটী স্তুত হইতেছে, সেখানে গৌণার্থ দ্বারা স্তুতি বুঝিতে হইবে।

বিশদব্যাখ্যা। এই সূত্রটীর চারি প্রকার ব্যাখ্যা ভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভট্টশবর স্বামী মহাশয় করিয়াছেন। ক্রমে সেই চারিটী অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। বঙ্গার্থে যাহা বলা হইয়াছে, উহা ১ম প্রকারের অর্থ। সূত্র রচনার উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডনই এখনকার প্রধান লক্ষ্য। প্রমাণ করা গেল, অর্থবাদবাক্য সকল বিধির স্তাবক। তাৎপর্য্যতঃ বিধিবোধিত (বিধেয়) পদার্থের স্তুতিই উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু আপত্তি করা যাইতে পারে, অর্থবাদ সকল স্থানে বিধেয় পদার্থের স্তুতি করে না। এক পদার্থ বিধেয়, অপরের স্তুতি করে; এরূপ হইলে, বিধের স্তাবক বলিয়া অর্থবাদের প্রামাণ্য, এ কথা বৃথা হয়। "বেতসশাখয়াঽবকাভিশ্চাগ্নিং বিকর্ষতি" বেতসশাখা ও অবকাদ্বারা অগ্নিকে বিকর্ষণ করিবে। এখানে, অগ্নি-বিকর্ষণ কার্য্যে বেতসশাখা ও অবকার বিধান আছে। ইহার শেষে অর্থবাদ দেখিতে পাই। "অপো বৈ শান্তাঃ" জল শান্তিকারক। বিধান হইল বেতসশাখা ও অবকার, স্তুতি হইল জলের। অতএব বিধিস্তাবক অর্থবাদ, এ কথা মিথ্যা। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই "গুণবাদস্তু" সূত্রের রচনা। এক বিহিত, অপর স্তুত, এ দোষ

এখানে হয় নাই। জলের স্তুতি করাতেই গৌণভাবে বেতসশাখার স্তুতি করা হইতেছে। বেতস জলে জন্মে, জলের প্রশংসায় তাহারও প্রশংসা হয়। পিতার প্রশংসা করিলে গৌণভাবে তাঁহার অপত্যগণেরও প্রশংসা সম্পাদিত হয়। ককুৎস্থ এবং রঘু রাজার প্রশংসা করায়, নানাস্থানে রামাদির প্রশংসা হইয়া গিয়াছে। সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে (কাব্যাদিতে) ইহার বহুল পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও আমাদের দেশে ৺বিষ্ণু ঠাকুরের প্রশংসা করিলে,তদ্বংশজাত ব্যক্তিরা আপনাদিকে প্রশংসিত ও আদৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে; সুতরাং বুঝা গেল, জলের প্রশংসায় বেতসশাখা ও অবকার গুণানুকীর্ত্তন, করা হইয়াছে। (১ম প্রকার ব্যাখ্যা)

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বপক্ষী প্রশ্ন করিতেছেন, "অর্থবাদ বিধিশেষ হইলে, সোঽরোদীৎ ইত্যাদি অর্থবাদটী কোন্ বিধির শেষ? সিদ্ধান্তে বলা হইল "তস্মাদ্ বর্হিষি রজতং ন দেয়ং" (সেই জন্য যাগে রজত-দক্ষিণা দিবেনা) এই বিধিবাক্যের। "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদির পরে দেখা যাইতেছে, "তস্য যদশ্রু অশীর্যত" (তাহার যে অশ্রুপাত হইয়াছিল।) ইহা দেখিলে নিশ্চয়ই বুঝাযায়, রোদন করার কথায় "সে" এই শব্দদ্বারা যাহাকে বলা হইয়াছে, "তস্য" এইখানে ষষ্ঠ্যন্ত তৎ শব্দদ্বারাও তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যায় দ্বারা (তৎশব্দ পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি বস্তু প্রভৃতিকে আবার স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়াদেয়, এই কারণে) অশংসয় প্রতিপাদিত হইল যে, "তস্য যদশ্রু অশীর্যত" ইহার অর্থ রুদ্রের যে চক্ষুর জল পড়িয়াছিল। তাহার পর দেখা যাইতেছে "তদ্ রজতমভবৎ" তাহাই রজত হইয়াছিল। রুদ্র রোদন করিলে,তাঁহার নেত্র হইতে যে জল বাহির হইয়াছিল, তাহাই রজত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ এখন স্থির হইল। আবার অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে—যোবর্হিষি রজতং দদ্যাৎ,পুরাস্য সম্বৎসরাৎ গৃহে রোদনং ভবতি (যে যজ্ঞে রজত-দক্ষিণা দান করে, সম্বৎসর মধ্যে তাহার ঘরে কান্নার রোল উঠে,) এই রজত-নিন্দা-শ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব রজত দান করিবে না, এই বিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যতা হইল। এখন আপত্তি হইতেছে, ঐ অর্থবাদ বিধির উপকার করিল কিরূপে? (নিষেধের বেলায় নিন্দা দ্বারাই নিষেধশ্রুতির উপকার করা অর্থবাদের স্বভাব, এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া) সূত্রে উত্তর দিতেছেন "গুণবাদস্তু" গুণবাদ দ্বারা উপকার করিবে, ইহাই উত্তর। রজত যদি রোদনজাত হইল, তবে রোদনগুণ। রজত দান করিলেও রোদন উপস্থিত হয়। রোদনজাত রজত দান করিলেও রোদন হইবার কথা। এখানে গুণবাদ স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিষেধের গুণ রোদন না করা। রোদন না করিলেও রোদন করিয়াছিল,এ কথা বলা হইল কেন? রজত অশ্রুজাত না হইলেও তাহাকে অশ্রুজাত বলা হইয়াছে কেন? সম্বৎসর মধ্যে রোদন হইবে, বলা হইল, কিন্তু হইবে কেন? এই কয়টী প্রশ্ন হইতে পারে। বাস্তবিক কাঁদিলে রজত

জন্মে না, রুদ্রকেও কেহ কাঁদিতে দেখে নাই, কাজেই এ কথা কয়টীর সাধারণ উত্তর হইলে চলিবে না। তজ্জন্য স্থানে উত্তর দেওয়া হইতেছে। রুদ্র শব্দ প্রয়োগ গৌণভাবে রোদন নিমিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (রোদনাৎ রুদ্রইতিভাবঃ) যখন নাম বলা হইল রুদ্র, তখন রোদন না করিলেও রোদন, করিয়াছিল বলা যায়। চক্ষু-জলের সহিত বর্ণসাদৃশ্য আছে বলিয়া রজত অশ্রুজাত বলা-যায়। সাদৃশ্য হেতুক গৌণ প্রয়োগ। (সাদৃশ্যাত্ত্ব মত্তাগৌনাঃ) রজত দান করিলে ধনক্ষয় জনিত দুঃখ অনিবার্য্য, রোদন হইতেও পারে। ঐ সকল বাক্যের আপাততঃ অর্থ যাহাই হউক, উহাদের উদ্দেশ্য রজত দিতে নিষেধ করা। (২য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

তৃতীয়প্রকার ব্যাখ্যায় "স আত্মনো বপামুদখিদৎ" এই অর্থবাদ "যঃপ্রজাকামঃ পশুকামোবাস্যাৎস এবং প্রাজাপত্যং তূপরমালভেত" (যে প্রজা অথবা পশু কামনা করে, সে এই প্রজাপতি দেবতাকপবিত্র পশু আলভন করিবে) এই বিধির শেষ ইহা বলা হইতেছে। সে সময় পশু একেবারেই ছিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া প্রজাপতিকে নিজের বপা উৎখেদ করিতে হইয়াছিল। পশুর বপার অভাবে নিজের ব্যবহার। যজ্ঞের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে, বপা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে অগ্নি হইতে পবিত্র পশু উত্থিত হইল। এইরূপে অনেক পশু হইল। এখানে একথাদ্বারা কর্ম্মসামর্থ্য ও পশুপ্রাপ্তি প্রকারান্তরে বলা হইল। বপা উৎখেদ না হইলেও হইয়াছিল, একথা বলা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, যাহা হয় নাই, এরূপ বৃত্তান্ত বলায় প্রকারান্তরে কর্ম্ম-প্রশংসা হয়। কর্ম্মের পশু মিলাইতে না পারিয়া প্রজাপতি নিজেই নিজ বপাদ্বারা কার্য্য করেন। ইহা প্রশংসা বটে। ব্যক্তি-বিশেষের নাম ও কর্ম্মাদি লেখায় লোকের প্রবৃত্তি অথবা দ্বেষ, একটা কিছু হয়। বস্তুতঃ আখ্যায়িকা বেদের জিনিষ নহে। যে সকল গল্প দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য অন্যদিকে। এ কথা বলিলে কোনও ঘটনার পর সময়ে রচিত বলিয়া বেদ অনিত্য হইয়া যায়। তবে আখ্যায়িকা কি নিরবলম্ব? তাহা নহে। জাগতিক জিনিষ লইয়া গৌণভাবে ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি বলিলে, বায়ু, আকাশ অথবা সূর্য্য বুঝা যাইতে পারে। বপা, বৃষ্টি, বায়ু, রশ্মি, একই হইতে পারে। তাহাকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা বিদ্যুদগ্নিতে দেওয়া, আর্চীষাগ্নিতে দেওয়া, লৌকিকাগ্নিতে দেওয়া এক পদার্থ হওয়া উচিত। তাহাহইলে জন্মল যে অজ, অন্ন ও বীজ এবং বিরূৎ, ইহাকে আলভন অর্থাৎ গ্রহণ করিলে, প্রজা অর্থাৎ জীবগণ পুত্র ও পশ্বাদি প্রাপ্ত হন। এখানে শব্দ গৌণবৃত্তি দ্বারা ঐ ঐ পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া সত্য অর্থের আবিষ্কার করিতেছে। (৩য় প্রকার ব্যাখ্যা।)

চতুর্থ ব্যাখ্যায়—দেবাবৈদেবযজনমধ্য-বসায় দিশোন প্রজানন্—এই অর্থবাদ "আদিত্যঃ প্রাপণীয়শ্চরুঃ" (আদিত্য দেবতাক প্রাপণীয় চরু) এই বিধির শেষ ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। আদিত্যচরু, সকল মোহ নাশক, দিঙ্মোহ পর্য্যন্তও নাশ

করিতে সক্ষম, এইরূপে প্রশংসা প্রতিপাদন এ বাক্যের তাৎপর্য্য। প্রকৃত ঘটনা যে এখানে কিছু নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বলাযায়, দিঙ্‌মোহ শব্দ কেন প্রযুক্ত হইল? দিঙ্‌মোহ ছিল না বটে, কিন্তু বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় অনবকাশ ও অবধান করিতে না পারাই এখানে মোহ। মোহ শব্দ অনবধানে গৌনরূপে ব্যবহৃত। আদিত্য দেবতাকে চক্র বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও অনবধানাদি বিনাশ করে, ইহাই এখানকার রহস্তময় প্ররোচনা। অর্থবাদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক যুক্তি আছে; পর পর প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর, বেদবিদ্যালয়।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(২য়)

৫। ঈক্ষতে না শব্দম্।
৬। গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।
৭। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।
৮। হেয়ত্বা বচনাচ্চ।
৯। স্বাপ্যয়াৎ।
১০। গতিসামান্যাৎ।
১১। শ্রুতত্বাচ্চ।

৫। "ঈক্ষতে" শব্দ থাকায় শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া, প্রকৃতি বা প্রধান জগতের কারণ হইতে পারে না।

৬। "আত্ম" শব্দ থাকাতে "ঈক্ষণ" শব্দের গৌণার্থ অগ্রাহ্য, মুখ্যার্থই গ্রাহ্য।

৭। শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, আত্মনিষ্ঠই মোক্ষাধিকারী, সুতরাং "আত্মা" শব্দ প্রধান বা প্রকৃতিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

৮। "সৎ" বা "আত্মা" পদে প্রধানকে বুঝায় না; যেহেতু প্রধান বা প্রকৃতির পরিত্যক্ত হইবার কোন বচন নাই।

৯। "আত্মা" প্রধান বা প্রকৃতি হইতে পারে না, যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়।

১০। ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে উপনিষৎ সমূহের এক মত।

১১। শ্রুতিতেও স্পষ্ট-উক্তি থাকাহেতু ব্রহ্মই জগৎ-কারণ বুঝিতে হইবে।

(৫ম সূত্র।)—সাংখ্যমতানুসারিগণের মতে জড়া প্রকৃতিই জগতের কারণ। বৈদান্তিকগণের মতানুগত যে সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মকে উদ্দেশ করে, তাহাও তাঁহাদের মতে সত্ব রজঃ-তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতেই অবিরোধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

সাংখ্যমতানুসারে পুরুষ বা জীবাত্মা ব্যতীত অন্য সর্ব্ব পদার্থই জড়ের আদিম সত্তা প্রকৃতি হইতে প্রসূত। এই প্রকৃতিই পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রবর প্লেটোর মতানুসারিগণের মতে এক অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম বিশ্বোপাদান বা বিশ্বপ্রাণ, এবং ইহা হইতেই জড়জগতের সম্ভূত।

প্রকৃতি হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি; তদ্দ্বারাই পুরুষ বা আত্মার বহির্জগৎ-জ্ঞান জন্মে। ফলে ভৌতিকতার সূক্ষ্মতম মূল অবস্থাই মহত্তত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অন্তর্বোধ, অহঙ্কার বা আমিত্বের উদ্ভব। অহঙ্কারই অন্তর্বোধের সত্তা স্বরূপ। ইহাকে মনস্তত্ত্বের মূল তত্ত্ব বা সর্ব্বজীবত্ব তত্ত্বের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে। অহঙ্কার হইতেই ভৌতিক জগতের হেতুভূত পঞ্চতন্মাত্রার উৎপত্তি। এই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা হইতে স্থূল সৃষ্টির মূল সত্তা স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন। অহঙ্কার হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরিক গ্রহণ-বিচারক্ষম অন্তরিন্দ্রিয় বা মন সমুৎপন্ন।

সাংখ্য-মতে আমিত্ব পদার্থটি ব্যক্তিগত জীবাত্মতত্ত্ব। উহা অনুৎপন্ন ও অনুৎপাদনশীল অন্তর্জ্যোতি স্বরূপ। উহা কেবল প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতি-তত্ত্ব-জ্ঞান হইতেই জীবাত্মার আত্মজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই জীবাত্মা দুঃখমুক্ত হন। প্রকৃতি জ্ঞানশূন্য-অন্ধশক্তি-স্বরূপিণী, কিন্তু ক্রিয়াময়ী এবং আত্মা অক্রিয়, অশক্ত অথচ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন। এই আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সান্নিধ্যেই এই সর্ব্বভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ সমুদ্ভূত।

এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা উপলক্ষে শাস্ত্রে "অন্ধ-পঙ্গু-গতি"র একটী সুন্দর উদাহরণ উক্ত হইয়াছে। খঞ্জ অন্ধের স্কন্ধে চড়িয়া সুস্থ নেত্রে দিগ্দর্শন পূর্ব্বক অন্ধকে চালাইতে লাগিল; অন্ধ, খঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সুস্থ পদে অভীষ্ট [illegible]

প্রধানের সহযোগিতায় নিষ্ক্রিয় জ্ঞানময় পুরুষের অভীষ্ট এই জগৎ-কার্য্য চলিতেছে।

সাংখ্যকার কপিলোক্ত পুরুষ বা আত্মাই বৈদান্তিক জীবাত্মা। তবে কিনা, বৈদান্তিকগণ সর্ব্ব আত্মার একত্ববাদী, কিন্তু সাংখ্যাসূত্রকারগণ তাহাদের চিরপৃথগত্ববাদী অর্থাৎ বহুজীবাত্মাবাদী। বৈদান্তিক মতে উপাধির সসীমত্ব বা সাবয়বত্ব জন্যই আত্মার আত্মায় আপাত-পার্থক্য-বোধ; কিন্তু উপাধির অপগমেই সর্ব্বাত্মার একত্ব-পরিণতি। সাংখ্যবাদী এক অদ্বৈত বিশ্বাত্মসত্তা স্বীকার করেন না; কিন্তু বৈদান্তিক বুঝেন যে, সেই বিশ্বাত্মা হইতেই প্রতি পদার্থ প্রকাশিত, এবং ব্যক্তিগত জীবাত্মাসমূহ এই মায়া-প্রপঞ্চ পরিকল্পিত জগতে আপাত-সত্তারূপে আভাসমান, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহাদের তথাবিধ বহুত্ব-সত্তা অসিদ্ধ।

সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অসীম বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা মায়িক উপাধিগত সসীমত্ব-ফলে বহুবৎ প্রতীয়মান। যদি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূলতত্ত্ব সহ বেদান্তোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব যোগ করা যায়, আর তৎসঙ্গে যদি ইহ স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মই প্রত্যেক পদার্থ, অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং এই প্রত্যেক পৃথক্ প্রতীয়মান জীবাত্মাও সোপাধিক সীমাবচ্ছিন্ন সেই এক ব্রহ্ম, তাহা হইলেই বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ও সাংখ্যদর্শনের সহিত তদ্বিভেদ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

জগদেক কারণস্বরূপে স্বীকৃত প্রধান বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার সাধ্য সাংখ্যের নাই। বৈদান্তিক বলেন যে, [illegible]

প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব সম্ভাবিত নহে, পরন্তু কোন চৈতন্যসত্তাতেই নিখিল সৃষ্টির মূল কারণত্ব নিহিত। বৈদান্তিক ও সাংখ্য উভয়মতেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক তত্ত্বে জগতের উপাদান-কারণত্ব বর্তমান; কিন্তু নিখিল বিশ্বের নিয়ামিকা বা নায়িকারূপে প্রকৃতির যে প্রকৃষ্ট স্বাধীনসত্তা সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত, বেদান্তে তাহা অস্বীকৃত। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যাচার্য্যগণ উপনিষৎ হইতে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু বৈদান্তিক মতে ঐ সমস্ত ঔপনিষদী বাক্যাবলীর লক্ষীভূত সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্মই বটে।

পঞ্চম সূত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ঈক্ষণ' শব্দ জগৎ-কারণে প্রযুক্ত হওয়ায়, জড়া প্রকৃতি বা প্রধানের জগৎ-কারণত্ব সূচিত হয় না। 'ঈক্ষণ' শব্দ চিন্তন-অর্থেই উপনিষদে প্রযুক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬-২) দৃষ্ট হয়।——

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত।"

হে সৌম্য! আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন, তিনি দেখিলেন (চিন্তা করিলেন) আমি প্রজা উৎপাদনার্থে বহু হই। তৎপরে তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৪-১-২) দেখিতে পাই "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা, স ইমাল্লোঁকানসৃজত।" এক মাত্র আত্মাই এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। আর নিমেষকারী কিছুই ছিল না। পরে "আমি জগৎ সৃষ্টি করিব" ব্রহ্ম এই চিন্তা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত এবং আরো অনেক ঔপনিষদী শ্রুতি-দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতি বা প্রধান জগৎ-কারণ নহে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু পরমাত্মা পরমেশ্বরই জগৎ-কারণ।

সাংখ্য এইরূপ তর্ক করেন যে "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব জ্ঞান-পদার্থ সত্ত্বগুণাত্মক; এবং প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণময়ী, সুতরাং প্রকৃতি কেননা "সর্ব্বজ্ঞা" আখ্যায় অভিহিতা হইতে পারিবেন? এরূপ স্থলে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যেমন সত্ত্ব প্রকৃতির গুণ, তেমনি রজস্তমও প্রকৃতির গুণ। রজোগুণ প্রবর্দ্ধক ও উদ্দীপকরূপে ইন্দ্রিয়-উত্তেজক তমোগুণনাশকরূপে ও অন্ধকারস্বরূপে জ্ঞানাবরক; সুতরাং এতদুভয়ের ক্রিয়া-প্রভাবে প্রকাশক সত্ত্ব অভিভূত হওয়ায়, উহার জ্ঞান-শক্তিও অভিভূতা হয়। অতএব প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞা বলিলে, অল্পজ্ঞাও বলিতে হয়। ফলিতার্থে চৈতন্যসত্তা দ্বারাই জ্ঞান-বত্তা প্রমাণিতব্য। সুতরাং চৈতন্যাভাব বশতঃ প্রকৃতি বা প্রধানে কোন তত্ত্ববোধের সাক্ষিত্ব সম্ভবেনা। "ন চেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি।" আস্তিক সাংখ্যবাদিগণের অর্থাৎ পাতঞ্জলবাদিগণের মতানুমত এক জগৎকর্ত্তার বিদ্যমানতা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি বা যে প্রধানের জ্ঞান ঈশ্বরেরই জ্ঞান-সাপেক্ষ। যেমন অগ্নিবর্ণ তপ্ত লৌহ-গোলক প্রকাশিত দাহিকা শক্তি লৌহ-গোলকের প্রতি পরমাণুময় অগ্নিরই দাহিকা শক্তি, তদ্রূপ চৈতন্যময় ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি অচেতন।

প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইতে পারে। তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, লৌহ-গোলকের দাহিকা যেমন অগ্নিরই দাহিকা, তদ্রূপ প্রকৃতির জ্ঞানময়তা বা সর্ব্বজ্ঞতা আত্মা বা ব্রহ্মেরই জ্ঞানময়তা ও সর্ব্বজ্ঞতা মাত্র।

সাংখ্যবাদিগণ আর একটি নূতন তর্ক ধরেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি এক নিত্যজ্ঞান-শক্তি বা সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি ব্রহ্মে বিদ্যমান, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞাতব্য বস্তুর অধীন হইয়া পড়ে, স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বলা যায় যে, সূর্য্যের রশ্মিপ্রভা যেরূপ সৌরকর-দীপ্ত বা রৌদ্রতপ্ত পদার্থসমূহের সাপেক্ষ নয়, উহা সর্ব্ব পদার্থেই নিত্যনিরপেক্ষভাবে স্বয়ম্প্রকাশিত ও স্বতঃঅনুভূত হয়, সর্ব্ববিষয়-নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞানময়ত্বও তদ্বৎ।

যাহাহউক, যদি তর্কস্থলে ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াভূমিরূপে কোন স্থায়ী বিষয় অঙ্গীকারে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নাম-রূপাত্মক উপাধিই সেই বিষয়। উহা অব্যক্ত অথচ বিকাশোন্মুখ। ('নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে') অথবা অন্য কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে, মায়াই সেই বিষয়, যাহা জগদ্বীজরূপ জগৎকর্ত্তার জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়াভূমি। ব্রহ্ম স্বয়ং মায়া হইতে ভিন্নও নহেন, অভিন্নও নহেন; অথচ মায়া ব্রহ্মেই বিলীনা বা ব্রহ্মময়ী। এতাবতা সমগ্র বৈদান্তিক শব্দই ব্রহ্মবাচক, কিন্তু প্রকৃতি বা প্রধানবাচক নহে।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(অনুবাদ)

কার্য্য বা করণ নাহিক তাঁহার।
তুল্য বা অধিক কিছু নহে তাঁর।
বহুরূপে তাঁর শক্তির বিকাশ।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ক্রিয়ার প্রকাশ॥
অকর-চরণে গ্রহণ-গমন।
অনেত্র অশ্রোত্রে দর্শন-শ্রবণ॥
তিনি সমস্তের বেত্তা, তাঁর বেত্তা নাই।
প্রধান আদিপুরুষ বলে তাঁরে তাই॥

(৬ষ্ঠ সূত্র)—সাংখ্যবাদী আবার এক অভিনব তর্ক উদ্ভাবন করিয়া বলেন যে, জগৎ-কারণত্বে প্রকৃতি বা প্রধানই লক্ষীভূত, যেহেতু 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকভাবেই উহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ "অগ্নি চিন্তা করিলেন"—"অপ চিন্তা করিলেন" এইরূপ উক্তিসমূহ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এবং তত্তৎস্থলে অগ্নি-জল প্রভৃতি ভূত সচেতনভাবেই কল্পিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই সূত্রেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎ-কারণত্ব নির্দ্দেশস্থলে "সৎ" শব্দ উক্ত হওয়াতে, 'ঈক্ষণ' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত নয়, বুঝিতে হইবে। উক্ত শাস্ত্রোক্তি পূর্ব্বে একবার উদ্ধৃত হইয়াছে "স দেব সৌম্য ইদমগ্র

আসীৎ" ইত্যাদি। অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার সৃষ্টি বর্ণনান্তে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকাদিকে 'দেবতা' এবং ঐ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাত মূলতত্ত্বকেও "দেবতা" শব্দে নির্দ্দেশ করা হইতেছে; যথা—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" ঐ দেবতা চিন্তা করিলেন যে, আমি এই জীবাত্মা দ্বারা উক্ত তিন দেবতা মধ্যে প্রবেশ করিব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই প্রথমোক্ত 'দেবতা' পদ কদাপি অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ "জীবাত্মা" শব্দের স্বতঃ পরিচিত ও পরিগৃহীত অর্থে দেহের পরিচালক এক সজীব ও সচেতন আত্মতত্ত্বই প্রতীত হয়। এবম্ভূত চৈতন্যতত্ত্বে অচেতন প্রধানের সত্তা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ফলে কেবল চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ প্রতীয়মান হইলেই সমগ্র অধ্যায়টির পূর্ণ তাৎপর্য্য পরিষ্কার পরিগৃহীত হয়। তৎপরে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৮-৭) দেখিতে পাই—

'স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"—ইহাই বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম সারতত্ত্ব, সমস্তই সেই আত্মা। সেই আত্মাই সত্য; হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাই। এখানেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মারই নির্দ্দেশ হইতেছে——অচেতন প্রধানের নহে।

সাংখ্য পুনরপি একটি নূতন আপত্তি উপস্থিত করেন। সাংখ্যোক্ত দার্শনিক প্রণালী অনুসারে প্রকৃতিতত্ত্ব পুরুষ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেই পুরুষ বা জীবাত্মা মুক্তিলাভ করেন; প্রকৃতি বা প্রধান ভৃত্যবৎ পুরুষের সেবা করেন, এবং প্রভু যেমন প্রিয় ভৃত্যকে "আমার অপর আত্মাস্বরূপ" বলিতে পারেন, তদ্রূপভাবে পুরুষের প্রিয়পরিচারিকা প্রকৃতিকে পুরুষের আত্মাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। পরন্তু সাংখ্যে এরূপও উক্ত হয় যে, "ভূতাত্মা" শব্দে পঞ্চভূত; সুতরাং যেস্থলে জগতের ভৌতিক মূল পদার্থসমূহকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক "আত্মা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেস্থলে সেরূপ ভাবেও প্রধানকে আত্মা বলা অসঙ্গত নহে; সুতরাং ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মবাচিকা না হইয়া প্রকৃতিবাচিকাই হইবে।

(৭ম সূত্র)—সপ্তম সূত্রে উপরোক্ত সাংখ্যোক্ত নিরস্ত হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত শ্বেতকেতু-প্রাসঙ্গিক বাক্যে শ্বেতকেতুর ন্যায় একটী চৈতন্যময় জীবকে "তত্ত্বমসি" "তুমি তাহাই" এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং উক্ত 'আত্মা' শব্দে অচেতন প্রধানকে না বুঝাইয়া চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে; কারণ চেতন জীবকে অচেতন হইবার উপদেশ নিতান্ত অস্বাভাবিক। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে একটী অনুপেক্ষণীয় অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে অনেক শব্দ রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে তৎসৎ পদের প্রশস্ত মৌলিক অর্থ উজ্জ্বলভাবে সঙ্গতি পায়, সে ক্ষেত্রে রূপকত্বের আরোপ কষ্টকল্পিত ও অসঙ্গত। পঞ্চভূত সম্বন্ধে 'আত্মা' শব্দ রূপকভাবে বা গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং ঐরূপ রূপকার্থ বা গৌণার্থভিন্ন উক্ত [illegible] অলৌকিক হইয়া পড়ে।' সমগ্র অধ্যায়টির তাৎপর্য্যে ইহাই [illegible] হয় যে,

এস্থলে উক্ত শব্দটি উহার যৌগিক অর্থে বা মুখ্যার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; কারণ যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই মুক্তি-সাধনার, বা মুমুক্ষুত্বের অধিকারী, কিন্তু অচেতন প্রধানকে অবলম্বন করিয়া কাহারও কদাপি সে অধিকার লাভ সম্ভবে না। যাহারা স্বীয় আত্মাকে স্ব-সর্ব্বস্ব করিয়া পরের আত্মাকে স্বতন্ত্রিত ও সুদূরস্থিত জ্ঞান করে, বিশ্বের সহিত তাহাদের সন্ধি-সংস্থাপন সুদূর-পরাহত। যিনি স্বীয় আত্মাকে অপরের আত্মাসহ স্থূলতঃ স্পষ্টপার্থক্যবিশিষ্ট দেখিয়াও মূলতঃ এক বা অপৃথক্ দেখিতে পারেন, বিশ্বের সর্ব্বপদার্থেই তাঁহার সেবার্থ শান্তি-সুধা সঞ্চিত। বিশ্বাত্মতত্ত্বের আশ্রিত হইয়া তিনি ঐশানুগ্রহে আনন্দ-রাজ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সন্দেহজাল ছেদিত, মোহাবরণ অপসারিত, কর্ম্মবন্ধ বিমোচিত হয় ; তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব লাভে কৃতার্থ হন। শাস্ত্র স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" ফলে তিনি বিশ্বাত্মায় স্বীয় জীবাত্মা একীভূত বা সমীকৃত উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অধিকারী। এই অধিকারেই যথার্থ মুক্তি বা শান্তি। স্বর্গভোগ-কল্পনা ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।

(৮ম সূত্র)—প্রধান যে "আত্মা" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না, তাহার আর একটি কারণ এই সূত্রে সূচিত হইয়াছে। "অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়" একটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রবচন। সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ 'বশিষ্ঠ' নামক একটি বড় তারার নিকটে 'অরুন্ধতী' একটি ক্ষুদ্র তারা। আমাদের পুরাণশাস্ত্র অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূক্ষ্মের পরিচয় স্থূল-পরিচয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ক্ষুদ্র তারা অরুন্ধতীকে দেখাইতে হইলে, অগ্রে বৃহত্তারা বশিষ্ঠের প্রদর্শন আবশ্যক। অর্থাৎ প্রথমতঃ বশিষ্ঠ যেন অরুন্ধতী, এইভাবে বশিষ্ঠের প্রদর্শন ব্যতীত তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুবৎ প্রকৃত অরুন্ধতীর প্রদর্শন সুসাধ্য নহে ; সুতরাং অরুন্ধতী দর্শনের উহাই প্রণালী। অতএব এই "অরুন্ধতী দর্শন" রূপ ন্যায়-প্রবচন অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দ্দেশার্থ অগ্রে স্থূল প্রকৃতিতত্ত্ব নির্দ্দেশ আবশ্যক। এই জন্য প্রকৃতি বা প্রধানকে অগ্রে "আত্মা" বলিয়া পরে যথার্থ আত্মা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায়। ফলিতার্থে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ নক্ষত্রবৎ প্রধানের অগ্র-নির্দ্দেশ এবং অরুন্ধতীবৎ ব্রহ্মের পশ্চাৎ-নির্দ্দেশ হয় নাই ; অর্থাৎ প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ হয় নাই।

এই সূত্রে 'চ' (ও) শব্দ একটি অতিরিক্ত কারণ সূচনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি প্রধানকে পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িক প্রবচন মতে বশিষ্ঠস্থানীয় ধরা যায়, তাহা হইলেও তৎপ্রতি 'আত্মা' পদ প্রয়োগ বিসদৃশ হইয়া উঠে। অধ্যায়-প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে যে, কারণের পরিজ্ঞানে প্রতি বস্তুই পরিজ্ঞাত হয়। শ্বেতকেতুকে তৎপিতা বলিলেন—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্।" অর্থাৎ—তুমি কি কদাপি সেই উপদেশ

প্রার্থনা করিয়াছ, যদ্দ্বারা আমরা অশ্রুত বিষয় শুনিতে, অবুদ্ধ বিষয় বুঝিতে ও অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারি? তখন পুত্র সেই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পিতা উত্তর করিলেন—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ—"হে সৌম্য! একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড-জ্ঞানেই সর্ব্ব মৃণ্ময় বস্তুর পরিজ্ঞান হয়। ব্যবহারিক জগতে মৃত্তিকার বিবিধ বৈকারিক গঠন ভেদে সংজ্ঞাবাক্যের ভেদ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বে যে মাটি সেই মাটি!" যিনি মাটিকে জানেন, তিনি মাটি-গঠিত সর্ব্ব দ্রব্যই জানেন, অথবা যেখানে যে ভাবে যে আকারেই পরিণত হউক না কেন, তিনি মাটিকে চিনিবেনই। মৃৎপাত্র ভাঙ্গিলে আবার মৃত্তিকাতেই পরিণত; অতএব মৃণ্ময়ের তুলনায় মূল মৃত্তিকাই নিত্য ও যথার্থ; আর মৃণ্ময়ের আকারগত বিভিন্ন মূর্ত্তিকার ব্যবহারিক জগতে সত্য হইলেও তত্ত্বতঃ অনিত্য ও অযথার্থ।

অতএব জগতের যদি এক মাত্র মূলকারণ হয় এবং তাহা পরিজ্ঞাত হয়, তবে জাগতিক প্রতি বস্তুই পরিজ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে উৎপাদক কারণই কেবল যথার্থ; কিন্তু উৎপন্ন কার্য্য অযথার্থ। যে স্থলে সমগ্র অধ্যায়টিতে ইহাই অবিতর্কিত ভাবে সূচিত হইতেছে যে, মূল কারণ পরিজ্ঞাত হইলে প্রতিপদার্থই পরিজ্ঞাত হয়, সে স্থলে 'আত্মা' পদে যদি প্রধানকে বুঝায়, তবে প্রধানকে জানিলে সমস্তই জানা যাইতে পারে; কিন্তু সাংখ্যমতেই প্রধান-জ্ঞান সহ পুরুষ-জ্ঞান লাভ হয় না; কারণ পুরুষ প্রধানের বিকার নহে। অতএব জগদেককারণ 'আত্মা' বা 'সৎ' শব্দে প্রকৃতি বা প্রধানকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

(৯ম সূত্র)—অবশেষে ৯ম সূত্রে আর একটি নবযুক্তি অনুসারে দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা প্রধান উপনিষদসমূহের "আত্মা" পদ-বাচ্য হইতে পারে না। এই সূত্র সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, যে স্থলে জীবের চরম ও পরম গতি আত্মা, সে স্থলে প্রধান কখনও সেই আত্মা হইতে পারে না। এই সূত্রে আমাদের অন্তর্ব্বোধ বা জ্ঞানের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা সূচিত হইয়াছে। ঐ ত্রিবিধ অবস্থায় আত্মস্বরূপকে জাগরিত অন্তর্ব্বোধ, স্বপ্নশীল অন্তর্ব্বোধ ও সুষুপ্ত অন্তর্ব্বোধ বলা যায়।

জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা মনন দ্বারা বাহ্য জগতের বিষয়-বৈচিত্র্যে সম্বন্ধবদ্ধ থাকে। উহাতে আত্মার উপাধি কল্পিত হয়। এই প্রকারে অনিত্য বাহ্য-পদার্থ-বিশেষ এই স্থূল জড় দেহেতেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। আত্মার স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধ দেহাধীনত্ব ছাড়াইয়া মাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ে বা মনে সংস্কাররূপে নিবদ্ধ থাকে, এবং এইরূপে মনেই আত্মবুদ্ধি জন্মে। অবশেষে যখন স্বপ্নের নিবৃত্তি হয়, তখন আত্মায় গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি আসে এবং আত্মা পূর্ণাত্মস্বরূপে নিমজ্জিত বা নিলীন হয়। যখন কেহ গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, তখন, সে যে সুগভীর সুখ-নিদ্রায় সুনিদ্রিত ছিল, এ অন্তর্ব্বোধ স্পষ্ট অনুভব করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধলেশশূন্য [illegible] অন্তর্ব্বোধ বা [illegible] হয়

না। যদি সুষুপ্তি সময়ে অন্তর্ব্বোধের অভাব থাকিত, তবে জাগ্রদবস্থায় বিগত-সুষুপ্তি-সম্ভোগের জ্ঞান আমরা কোথায় পাইতাম? এতাবতা আত্মার সহিতই 'আত্মা'র সঙ্গতি সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এই আত্মা কদাচ প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পারে না; কারণ প্রকৃতি বা প্রধান কেবল বাহ্যজ্ঞানের বিষয়-মাত্র। সচেতন আত্মা কখনও অচেতন প্রকৃতিতত্ত্বে লীন হইতে পারেন না।

(১০ম সূত্র)—দশম সূত্রে উক্ত হইতেছে যে, সমগ্র ঔপনিষদী শ্রুতিই এক বাক্যে অবিসংবাদী সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ নির্দ্দেশ করিতেছে। এ বিষয়ে যদি প্রকৃতি বা প্রধান-বাচিকা কোন শ্রুতি উপনিষদে থাকিত, তবে অবশ্য অপরাপর শ্রুতির সহিত তাহার অর্থ-সামঞ্জস্য সম্পাদনের সুসঙ্গত কারণও থাকিত। সে যাহাহউক, ফলে সমগ্র উপনিষদেরই সর্ব্বশ্রুতি-সমন্বিত সার সিদ্ধান্ত এইযে, ব্রহ্মই বিশ্বের মূল কারণ। আমরা এইরূপ শ্রুতি দেখিতেপাই,—'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। (তৈঃ উঃ ৩.৩) "আত্মন এবেদং সর্ব্বং" [ছাঃ উঃ ৭।২৬] "আত্মন এষঃ প্রাণো জায়তে।" [প্রঃ উঃ ৩।৩] অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন, আত্মা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন, আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন, ইত্যাদি। ফলে এই মর্ম্মের বহু বচন-পরম্পরা সমস্ত উপনিষদেই দৃষ্ট হইবে।

(১১শ সূত্র)—একাদশ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুস্পষ্ট ও সরলভাবেই "ব্রহ্মই বিশ্ব-কারণ" এই মহাতত্ত্ব ও মহাসত্য সংঘোষিত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৬৯) বলেন,—"স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।" অর্থাৎ তিনিই কারণ, তিনিই ইন্দ্রিয়েশ্বরেশ্বর; তাঁহার কেহই জনয়িতা বা প্রভু নাই। অতএব যাঁহারা প্রধানকেই শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জগৎ-কারণ-রূপে প্রমাণিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক বিচারাদি সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ——

সুচিন্তা-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

কর কর সুচিন্তা চিন্তন।
বাক্যরূপে সাবয়ব চিন্তাই স্বয়ম্। ১

কর কর সুচিন্তা চিন্তন।
কর্ম্মরূপে পরিণত চিন্তাই স্বয়ম্। ২

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
যেমন চিন্তিবে, তুমি হইবে তেমন। ৩

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চর্ম্মে বর্ণে কিছু নয়, চিন্তা অনুসারে হয়
সুরূপ বা কুরূপ-ধারণ। ৪

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
গঠনেতে কিছু নয়, চিন্তা অনুসারে হয়
সুরূপ বা কুরূপ ধারণ। ৫

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সুচিন্তা সুরভি-ফুল, সৌরভেতে সমাকুল
করিবেক তোমার জীবন। ৬

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
তোমার সুচিন্তা গুণে অলক্ষ্যে অন্যের মনে
হইবে সুচিন্তা-উদ্দীপন। ৭

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
দেবেরা সুচিন্তাকারী—'সুমনসঃ' আখ্যাধারী,
দানবেরা 'দুর্ম্মনসঃ' দুশ্চিন্তা-কারণ। ৮

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সুচিন্তা-সম্ভাব কিবা বিকাশে বিমল বিভা,
হারাইয়া হীরক-রতন। ৯

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
সংসার-সংগ্রামে হবে সন্ধি-সংস্থাপন। ১০

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
স্বাস্থ্যরক্ষা তরেও সুচিন্তা-প্রয়োজন। ১১

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
ইহোন্নতি তরেও সুচিন্তা-প্রয়োজন। ১২

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
হবে শান্ত সমাহিত প্রফুল্লিত মন। ১৩

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
হবে তুমি পুণ্যাত্মার প্রিয় নিকেতন। ১৪

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
কুচিন্তায় হ'তে হয় পশুর অধম। ১৫

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
কালা-খোঁড়া-বোবা-অন্ধ,
দৈহিক বিকারে মন্দ;
ততোধিক মানসিক কুচিন্তক জন। ১৬

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
যেহেতু সুচিন্তাবর্গ মর্ত্ত্যে আনে সত্য স্বর্গ;
কুচিন্তা নরক সত্য করে সংস্থাপন। ১৭

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
ক্লেদ-মলে তত নয়, কুচিন্তায় যত হয়
কলুষিত মানব-জীবন। ১৮

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
পরমেশ-কৃপাপ্রাপ্ত সুচিন্তক জন। ১৯

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চিন্তার তোমার উত্তরাধিকার
করিবে সন্ততিগণ। ২০

কর কর সুচিন্তা চিন্তন;
চিন্তা অনুসারে ইহলোকান্তরে—
পুনঃ দেহ-সংগঠন। ২১

শ্রীশঃ——

৭ম বর্ষ। পৌষ, মাঘ। ৯ম, ১০ম, সংখ্যা।
১৮২২, ১৩০৭।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮২২।

☞ পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য ২ নামের পার্শ্বে ২ গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

☞ ১৩০২।৩।৪ সনের বাঁধান হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১া০ এবং ১৩০৫ ও ১৩০৬ সালের বাঁধান পত্রিকা প্রতিসন ১া০ মূল্যে বিক্রেয়

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১।৷০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০

হিন্দু-পত্রিকার

মূল্য-প্রাপ্তি-স্বীকার।

(৯ই কার্ত্তিক হইতে ২৯শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।)

৩১২৩	বাবু গুণনিধি দাস	
৮৬৮	হরেন্দ্ররূপ গোস্বামী	,,
৮৪৬	হরিমোহন সান্যাল	,,
২৪	আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়	৬ ও আঃ ৭
৫৪৩	ধীর কৃষ্ণ সরকার	৭
১৩৭২	কালীপদ মুখোপাধ্যায়	,,
৮৬৬	হীরা লাল ঘোষ	,,
৩৩২৪	অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১।২।৩।৪।৫।৬।৭
৬৩২৬	,, আশুতোষ নিয়োগী	৭
২৪৯১	,, চন্দ্র হরি পাল	৬।৭
১৮৩৬	,, রামচন্দ্র চূড়ামণি	৭
৩৩২৭	পণ্ডিত জোয়ালা প্রসাদ মিয়ানো	,,
২৫১২	বিধু ভূষণ চক্রবর্ত্তী	
২৭৩২	পণ্ডিত হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	৬ ও আঃ ৭
১৪৭৪	,, মহেন্দ্র-কুমার রায়	৬।৭
৮৩৪	,, হৃদয় নাথ মজুমদার	৮
৮৭৯	,, হরিনাথ শাস্ত্রী	৪।৫।৬।৭
১২৫৫	,, কার্ত্তিক চন্দ্র মিত্র	৬।৭
৭৯৪	শ্রীশ্রীগড়মুরিয়া গোস্বামী	৬।৭
৩৩৩৪	,, উপেন্দ্র নাথ গোস্বামী	৭
২০১১	,, সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৬ ও আঃ ৭
১৬৬৯	,, প্রতাপ চন্দ্র সরকার	৮
৮০০	শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দাস	৭
৪২৪	বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	৬।৭
১৬৭৪	প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য	৭
৩২৮১	প্রফুল্ল নাথ লাহিড়ী	,,
২৫০	বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস	,,
৩৩৩৬	কৃষ্ণধন রায়চৌধুরী	৬।৭
২৭৮৬	হরেন্দ্র কুমার ঘোষ	১।২।৩।৪।৫
১০৮৮	যোগেন্দ্র নাথ রায়	৫
২৫৩৩	দৈব চরণ ভট্টাচার্য্য	৬ ও আঃ ৭
৩১১২	প্রমথ নাথ ভাদুড়ী	৭
	রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর	৬ (৫০ কপি)।
২১৬১	বাবু ষষ্ঠী চরণ গুহ	৬।৭
৩২৪১	,, ভবানী নাথ চক্রবর্ত্তী	৭
১৫৫৯	,, নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত	,,
৪৫১	চন্দ্র শেখর কর	৮।৯
৫৫৪	দ্বারিকা নাথ ঘোষ	৭
২৩৭১	মহেন্দ্র নাথ সেন	৬।৭
৫৩	অম্বিকা চরণ সরকার	৭
৩৩৪০	বসন্ত কুমার	৭

* ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯ ইত্যাদি যে যে অঙ্ক দেখিবেন, ইহা ১৩০[illegible]-রুদ্র [illegible] হইবে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।	পৌষ।	১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

দুর্গাস্তোত্রম্।

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগৈ র্দেবোঽথবা মানুষঃ।
যৎকিঞ্চিৎ স্বল্পমতি র্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈ র্গুণৈ-
র্নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥

কিবা দেব, কিবা নর, এই ত্রিসংসারে
যত্ন যদি করে যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
তথাপি তোমার গুণ, বিশ্বরূপ আর,
বর্ণন করিতে পারে, হেন সাধ্য কার?
তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!
নিজ গুণে কৃপাবিন্দু করিয়া বিস্তার,
মায়াপাশে বদ্ধ মোরে করিও না আর।
মায়ার সমুদ্রে আছি মগ্ন অবিরাম,
ওমা বিশ্বেশ্বরি! তব চরণে প্রণাম!

প্রপন্ন ভীতিনাশিকে প্রসূন মালাকন্ধরে
ধিয়স্তমোনিবারিকে বিশুদ্ধবুদ্ধিকারিকে।
সুরার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে প্রচণ্ড বিক্রমেঽক্ষরে
বিশাল পদ্মলোচনে নমোঽস্তুতে মহেশ্বরি!

ভয় নাশ তার মাগো! ভীত যেই জন,
কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা করহ ধারণ;
অজ্ঞানতা-অন্ধকার ঘেরিয়াছে যারে,
জ্ঞানালোক দিয়া তুমি তরাও তাহারে।
করিতে হইলে মাগো! বুদ্ধি সুনির্ম্মল,
তোমা বিনা কেহ নাই এ কার্য্যে কুশল!
পাদপদ্ম সেবে তব যত সুরবর,
প্রচণ্ড বিক্রম তব, তুমি অনশ্বর।
বিশালাক্ষী তুমি মাগো! দীর্ঘ নেত্র ধরি;
চরণে প্রণাম তব করি মহেশ্বরি!

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্ম্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

পিতা নাই, মাতা নাই, নাই বন্ধুগণ,
পুত্র নাই, কন্যা নাই, নাই দাতা জন।

ভৃত্য নাই, কর্ত্তা নাই, ভার্য্যা নাই তায়,
বিদ্যা নাই, নাই কোন জীবন-উপায়!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

বিবাদে বিষাদে কিংবা প্রবাসে, অনলে,
প্রমাদে, পর্ব্বতে, শত্রুমধ্যে কিংবা জলে,
কিংবা অরণ্যেও যদি পড়ি গো জননি!
উদ্ধার করিও মোরে উদ্ধারকারিণি!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অপার অগাধ ঘোর বিপৎ-সাগরে
যেন জন ডুবিয়া মাগো! হাহাকার করে,
তখনি হইয়া তার নিস্তার-তরণী,
বিপৎ-সাগর হ'তে তরাও জননি!
ত্রাণ করিতেছ মাগো! এই ত্রিসংসার;
আমারেও কর ত্রাণ, করি নমস্কার!

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্॥

চিতাভস্ম দেহোপরি মাখে সর্ব্বক্ষণ,
নিরন্তর ক'রে থাকে গরল ভক্ষণ,
কণ্ঠে সর্প জড়াইয়া করে কণ্ঠহার,
মাথায় ধরিয়া রয় নিত্য জটাভার,
সর্ব্বদাই থাকে নর-কপালে লইয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সদা ভূত নাচাইয়া,
উলঙ্গ হইয়া রহে সদা পশুপতি,
তুমিই শিবের দুর্গে! একমাত্র গতি।
ধন্য শিবে পাণিদান করিলে শঙ্করি!
তাই শিব জগদীশ-পদ-অধিকারী!

অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকৃপয়া
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে॥

অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কারণ
পড়িয়া রয়েছে যাঁর মন সর্ব্বক্ষণ,
সর্ব্বদাই রন্ যিনি শ্মশানে পড়িয়া,
নিজ দেহে দেন যিনি ভস্ম মাখাইয়া,
সেই পশুপতি পৃথ্বী-রক্ষার কারণ
করিলেন কণ্ঠে দেখ গরল ধারণ
কেবল তোমারি সঙ্গে রহি অনিবার,
শিবের সুবুদ্ধি হেন, বুঝিলাম সার!

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননী জঠরগস্তাবদালব্ধদেহ-
স্ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্মদেহস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থাঽপ্যহমপি ভবিতা সর্ব্ব-
মেতৎ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-
রূপে করালে॥

পিতার শরীর হ'তে জনম লভিয়া,
মাতৃগর্ভে রহিলাম শয়ন করিয়া।
তার পর তথা হতে দেখিনু সংসার,
যত কিছু খেলা মাগো! সকলি তোমার!
তুমি দয়াময়ী, কর্ম্ম-দেহ-স্বরূপিণী,
তুমি বুদ্ধি, তুমি চিত্ত-আশ্রয়-কারিণী;

তথাপিও অহং-বুদ্ধি গেল না আমার,
যাহা কিছু করি মাগো! সকলি তোমার!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাস-কাশাতিসারৈঃ
কর্ম্মানর্হোঽক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎ-পিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কাম-রূপে করালে॥

বৃদ্ধকালে বুদ্ধিটুকু না রহিল আর,
আসিয়া জুটিল শ্বাস কাশ অতিসার,
অবশ হইল অঙ্গ,—হ'ল অতি ক্ষীণ,
হইলাম অকর্ম্মণ্য তায় দৃষ্টিহীন,
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা আসি মোরে চাপিয়া ধরিল,
অনুতাপানল শেষে দহিল আমায়,
চিন্তিনু মরণ-চিন্তা না চিন্তি তোমায়!
ভয়ঙ্করি! ভীমমুখি! যথেচ্ছরূপিণি!
অপরাধ যত মোর ক্ষম গো জননি!

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি॥

করুণা-সাগর দুর্গে! তুমিই ধরায়,
তব নাম স্মরে যেই, তরাও তাহায়।
বিপৎ-সাগরে মাগো, নিমগ্ন হইয়া,
স্মরিতেছি তব নাম বিপদে পড়িয়া।
যাহা কিছু বলিতেছি, সত্য সমুদয়,
শঠ বলি যেন [illegible] কর প্রত্যয়।

সন্তান ব্যাকুল হ'লে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
অমনি স্মরণ করে তাহার মাতায়!

জগন্মাতর্ম্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥

জগৎ-জননি দুর্গে! জননি আমার,
নাহি সেবিলাম কভু চরণ তোমার।
তোমার উদ্দেশে মাগো! ভুলেও কখন
দান নাহি করিলাম কভু কিছু ধন।
তথাপি অতুল স্নেহ আমার উপর
প্রদর্শন করিতেছ তুমি নিরন্তর।
পুত্র করিতেও পারে মন্দ আচরণ,
মাতা কিন্তু না করেন কখন তেমন!

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ॥

নাহি মোর কিছু মাত্র মোক্ষের বাসনা,
নাহি মোর কিছু মাত্র ধনের কামনা,
তত্ত্বজ্ঞান হেতু মোর নাহি অভিলাষ,
সুন্দরী-সম্ভোগ-সুখে নাহিক প্রয়াস।
শিব-শিব-শিব-শম্ভু-শিবাণী-ভবানী,
মৃড়ানী রুদ্রাণী দুর্গা উমা কাত্যায়নী,
এই সব নাম মাগো! করি উচ্চারণ
জীবন কাটিয়া যায়, প্রার্থনা এখন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ।

জ্ঞান-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
আলো জ্ঞান, আঁধার অজ্ঞান। ১

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
জ্ঞান লয় ধর্ম্মে, অধর্ম্মে অজ্ঞান। ২

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
জ্ঞান দেয় শান্তি, অশান্তি অজ্ঞান। ৩

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
পশু হতে নরকে পৃথক্ করে জ্ঞান। ৪

জ্ঞানানুসন্ধান কর,
যত জ্ঞান, তত আরো
বিনয়-বিনম্র হবে,
সবার সম্মান্য রবে। ৫

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান,
অসত্য হইতে সত্য, অনিত্য হইতে নিত্য,
বাছিয়া তোমায় দিবে জ্ঞান। ৬

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন,
কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে ভুল হবে না কখন। ৭

কর জ্ঞান উপার্জ্জন সবে ;
মর্ত্ত্য-বিষয়ের ব্যর্থ গুরুত্ব না রবে। ৮

কর জ্ঞান উপার্জ্জন সবে,
অনিবার্য্য বিষয়েতে বিষাদ না হবে। ৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
নিরখিবে নর সবে সোদর-সমান। ১০

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
নির্ভয় নিশ্চিন্ত তোমা করিবেক জ্ঞান। ১১

কর কর জ্ঞান অধিকার ;
মরণে ত্রাসিত, জীবনে হর্ষিত
কভু না হইবে আর। ১২

কর কর জ্ঞান অধিকার ;
হবে সদা নির্ব্বাসিত অজ্ঞান-সংস্কার। ১৩

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
হবে সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপ দর্শন। ১৪

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
জ্ঞানে হবে কর্ম্ম-প্রেম—দুয়েরি সাধন। ১৫

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
বৈষম্যে করিবে তুমি সাম্য দরশন। ১৬

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
প্রতি দ্রব্যে দেখিবে একেরি প্রকটন। ১৭

কর কর জ্ঞান উপার্জ্জন ;
আত্মায় নিজাত্মা, নিজাত্মায় আত্মা
করিবেক দরশন। ১৮

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
দূর হবে সর্ব্ব দুঃখ-মূল দ্বৈতজ্ঞান। ১৯

কর কর জ্ঞানানুসন্ধান ;
পাইলে একের জ্ঞান, পাবে সর্ব্বজ্ঞান। ২০

জ্ঞান-উৎস হতে কর জ্ঞান অধিকার ;
জ্ঞানে পরানন্দ লাভ হইবে তোমার। ২১

পঠন-পাঠন-গীতা।

("Brahmacharin" পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)

(ঋতঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ।

শমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অশ্বয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবতা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ।)

ন্যায়-নিষ্ঠা শিক্ষা কর।
পঠন-পাঠন ধর। ১

সত্যের সাধন লও।
পঠন-পাঠনে রও॥ ২

তপস্যা-সাধনে রহ,
পঠন-পাঠন সহ। ৩

দমিবে ইন্দ্রিয়সবে,
পঠন-পাঠনে রবে। ৪

শমগুণে চিত্ত বাঁধ,
পঠন-পাঠন সাধ। ৫

তেজোগ্নি জ্বালিবে রঙ্গে,
পঠন-পাঠন সঙ্গে। ৬

যজ্ঞ কর, বাধা নাই;
পঠন-পাঠন চাই। ৭

অতিথি-সেবায় থাক;
পঠন-পাঠন রাখ। ৮

নরের কর্ত্তব্য লহ;
পঠন-পাঠনে রহ। ৯

সাধিবে গৃহস্থ-ধর্ম্ম;
সন্তানে শিখাবে কর্ম্ম।

মনে রেখ অনিবার,
পঠন-পাঠন সার। ১০

সত্যপর "রথীতর"-সুত
সাধনে হইলা সত্যপূত। ১১

অমুতপ্ত "পুরুশিষ্ট"-সুত
সাধিলা কঠোর তপ ব্রত। ১২

"নাক" নামে "মুদ্গল"-নন্দন
সেধেছিলা পঠন-পাঠন। ১৩

পঠন-পাঠন জেনো তবে—
তীব্র তপ—তীব্র তপ ভবে। ১৪

শ্রীঃ—

সনৎসুজাতপর্ব্ব।

পূজাপাদ পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় শাঙ্করভাষ্য সমেত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া আমাদিগের পরম উপকার করিয়াছেন; কারণ উহাতে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন,তাহা জানিতাম না। তিনি প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে "সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত"; কিন্তু মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে দেখিতে পাই যে, উহা পাঁচ অধ্যায়ে (৪১ হইতে ৪৫ অধ্যায়ে) সম্পূর্ণ। ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায় ক্রমান্বয়ে ৪১, ৪২ ও ৪৩ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে? মধ্যে ৪৪ অধ্যায়টি উহাতে নাই। ঐ অধ্যায়টির শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছিলেন কিনা, জানি না, সুতরাং কেবল মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। যদি কোন মহাত্মার নিকট শাঙ্কর ভাষ্য থাকে, কৃপাকরিয়া প্রকাশ করিবেন অথবা আমায় জানাইলে ভাষ্য সানুবাদ প্রকাশ করিব।

সনৎসুজাত উবাচ।

শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কাম-
মানঃ পরাসুতা।
ঈর্ষামোহো বিধিৎসা চ কৃপা-
সূয়া জুগুপ্সতা ॥১॥
দ্বাদশৈতেমহাদোষা মনুষ্যপ্রাণ-
নাশনাঃ।
একৈকমেতে রাজেন্দ্র মনু-
ষ্যান্ পর্য্যুপাসতে।
যৈরাবিষ্টো নরঃ পাপং মূঢ়-
সঙ্গো ব্যবস্যতি ॥২॥
স্পৃহয়ালুরুগ্রঃ পরুষো বদান্যঃ
ক্রোধং বিভ্রন্মনসা বৈ বিকত্থী।
নৃশংসধর্ম্মাঃ ষড়িমে জনা বৈ
প্রাপ্যাপ্যর্থং নোত সভাজয়ন্তে-
॥৩॥

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মান, নিদ্রা-পরতা, ঈর্ষা, মোহ, বিধিৎসা, স্নেহ, অসূয়া ও জুগুপ্সা মনুষ্যের প্রাণনাশকারী; এই দ্বাদশটি মহাদোষ। ইহাদের মধ্যে এক একটি, মনুষ্যসকলকে (আশ্রয় করিবার-জন্য) উপাসনা করে, মনুষ্য ঐ সমস্ত দোষে আবিষ্ট ও মূঢ়সঙ্গ হইয়া পাপাচরণ করে।২॥ স্পৃহয়ালু, উগ্র পরুষ (কটুবাক্য), বদান্য (বহুভাষী), মনে মনে ক্রোধকারী ও বিকত্থী, এই ছয়টি নৃশংসধর্ম্মা মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার মান্য করেনা, অপিতু মহৎ লোকের অপমান করে।৩ সম্ভোগ-সম্বিদ্-

সম্ভোগ সম্বিদ্ বিষমোঽতিমানী
দত্ত্বা বিকত্থী কৃপণো দুর্ব্বলশ্চ।
বহুপ্রশংসী বনিতাদ্বিট্ সদৈব
সপ্তৈবোক্তাঃ পাপশীলা নৃশংসাঃ
॥৪॥
ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপোদমশ্চ অমাৎ-
সর্য্যংহ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিঃ ক্ষমাচ
মহাব্রতাদ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥ ৫॥
যোনৈতেভ্যঃ প্রচ্যবেদ্দ্বাদশেভ্যঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং চ শিষ্যাৎ।
ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকতো বার্থিতো যো
নাস্য স্বমস্তীতি চ বেদিতব্যম্ ॥৬॥

বিষম (স্ত্রীসঙ্গে পুরুষার্থ-বুদ্ধিবশতঃ অব্যবস্থিত) অতিমানী, দানকরিয়া আত্মশ্লাঘাকারী, দুর্ব্বল (বলদ্বারা অন্যের অমঙ্গলকারী), বহু প্রশংসী (নিজের সুখ্যাতিকারী) ও সর্ব্বদা বনিতাবিদ্বেষী, এই সাত প্রকার মনুষ্য পাপশীল ও নৃশংস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।৪॥ ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত, ধৃতি ও ক্ষমা, এই দ্বাদশ ব্রাহ্মণের মহাব্রত।৫॥

যিনি এই দ্বাদশ গুণ হইতে স্খলিত না হন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। এই সকল গুণের মধ্যে যিনি দুই বা তিনটী গুণ অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার আপনার কোন দ্রব্যই নাই, ইহা তাঁহার জানা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তিনি সমুদায় ত্যাগ করিতে পারেন।৬॥

দমস্ত্যাগোঽথাপ্রমাদ ইত্যেতেষ্বমৃতং স্থিতম্।
এতানি ব্রহ্মমুখ্যানাং ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্ ॥ ৭ ॥
সদ্বাসদ্বা পরীবাদো ব্রাহ্মণস্য ন শস্যতে।
নরকং প্রতিষ্ঠাস্তেস্যুর্য এবং কুর্ব্বতে জনাঃ ॥ ৮ ॥
মদোঽষ্টাদশদোষঃ স স্যাৎ পুরা যোঽপ্রকীর্ত্তিতঃ।
লোকদ্বেষ্যং প্রাতিকূল্যমভ্যসূয়া মৃষাবচঃ ॥ ৯ ॥
কামক্রোধৌপারতন্ত্র্যং পরিবাদোথ পৈশুনম্। অর্থহানির্বিবাদশ্চ মাৎসর্য্যং প্রাণিপীড়নম্ ॥ ১০ ॥
ঈর্ষা মোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোভ্যসূয়িতা।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো নমাদ্যেতে সদা হ্যেতদ্বিগর্হিতম্ ॥ ১১ ॥

দান, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, একয়টি দ্রব্যে অমৃত থাকে; এই কয়টি দ্রব্য মনীষী ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণেরই হইয়া থাকে। [বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৫ অ-২ ব্রাহ্মণ ৩মন্ত্র—এতৎ ত্রয়ংশিক্ষেত্র দমংদানং দয়ামিতি] ৭ ॥

সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক, পরনিন্দা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহার নরকে স্থান হয়। ৮ ॥

পূর্ব্বে যে মদ প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে—লোকদ্বেষ্য (পরদার হরণাদি (প্রাতিকূল্য, (ধর্ম্মবিষয়ে বাধা দেওয়া), অভ্যসূয়া, মিথ্যাকথা, কাম, ক্রোধ, পারতন্ত্র্য (মদ্যাদির বশ হওয়া) পরিবাদ, পরদোষ কথন, অর্থহানি, (নৃত্যাবেশ্যাদিতে ধনক্ষয়) বিবাদ মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষা, মোহ অতিবাদ (মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য বলা), সংজ্ঞানাশ (কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্যতা) ও অভ্যসূয়িতা (পরের অত্যন্ত দ্রোহকরা) এই সকল দোষে প্রাজ্ঞব্যক্তি কখনও মত্ত হইবেন না; কারণ এই সকল সর্ব্বদা বিগর্হিত। ১১॥

কর্ম্মগীতা।

১—২

কর্ম্মানুষ্ঠীয়তাম্ নিত্যংতত্রৈব মুক্তিরুত্তমা।
স্বাধীনোঽপিন্দ্রিয়ার্থেষু কথমালস্যমাস্থিতম্?

৩

যৎপূর্ব্বপিতরো যস্মাৎ কৃত্বা কৃতামনুত্তমম্।
পুরাতনমিদং দিব্যম্ ভারতম্ প্রাণয়ন্ মুদা॥
তেষাং বংশাবতংসাঃ কিম্ যূয়ম্ কর্ম্ম-পরিচ্যুতাঃ?
সদা কর্ম্মানুশীলেন সংরক্ষ কুলসদ্ব্রতম্॥

৪

যাবজ্জরা-জীর্ণ-শরীর-পঞ্জরাৎ
নৈবোৎপতত্যি প্রেস্থ-পক্ষিণস্তব।
তাবৎ সুকৃত্যাম্ সততম্ সমাচর
কাস্থা শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে বদ॥

৫

কুরু কৃত্যমহোরাত্রম্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সমন্তাৎ পশ্যতে বেগাৎ কর্ম্ম-স্রোতোঽভিবর্ত্ততে॥

৬

কুরু কর্ম্ম, বিনা কর্ম্ম নাস্তীশোপাসনং কচিৎ।
কর্ম্মোপাসনয়া শশ্বৎ ঈশ্বরঃ পরিতুষ্যতি ॥

৭

সন্ত্যজ্য শ্মশানীম্‌চিন্তাম্ কার্য্যমগ্যতনং কুরু।
স্মরনিত্যমিদং মূঢ়! শরীরম্ ক্ষণ-ভঙ্গুরম্ ॥

৮

কর্ম্মণো ন বিরন্তব্যাম্ পরজন্ম-বিচিন্তয়া।
বিধারয় মনস্যেতৎ চিন্তা সর্ব্ব-বিনাশিনী ॥

৯

নীচাতিহেয়ম্ কর্ম্মেতি মন্যে মূঢ়-বিকল্পনম্।
দিব্য-শক্তিপ্রদম্ কর্ম্ম সর্ব্বতঃ সম্পদাবহম্॥

১০—১১

সীরেণ ক্রিয়তাম্ কর্ম্ম লেখনী-চালনেন বা।
কায়েন মনসা বাপি নগরে বা বনে সদা ॥

১২

কুরু কর্ম্ম সদা, কর্ম্মহীনঃ সর্ব্বত্র নিন্দিতঃ।
অকর্ম্মণো রাজ-মার্গ-মার্জ্জকোহি বিশিষ্যতে॥

১৩

কর্ম্ম-প্রভুতয়া শশ্বৎ চর দাসতয়াঽপি বা।
যেন কেনাপি ভাবেন যথা ভবতি যাদৃশম্ ॥

১৪

কুরু কর্ম্ম, কদা মাভূর্হেয়ঃ পরগলগ্রহঃ।
জ্ঞাতিবন্ধুকুটুম্বানাম্ অথর্ব্বঃ ভাগ্যজীবনঃ॥

১৫

চর্য্যতাম্ সর্ব্বদা কর্ম্ম ভিক্ষা সন্ত্যজ্যতাম্ সদা।
ন কর্ম্মভাবে দেয়ঃ প্রশ্রয়ো ভিক্ষুকায়চ ॥

১৬

কুরু কর্ম্ম, মরে দেহে কর্ম্মৈব জীবনং ধ্রুবম্।
নৈষ্কর্ম্ম্যমথবালস্যম্ জীবনে মরণাধিকম্॥

১৭

ইদম্ মানুষ্যকম্ বিদ্ধিজীবনং হি সুদুর্লভং।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রকারেণ যত্নাৎ কর্ম্ম সমাচর ॥

১৮

নিরর্থকমিদম্ জন্ম মূর্খৈরিতিবিকল্পিতম্॥

১৯

যদি সত্যম্ ভবেৎ কল্য সত্যমদ্য তদা ধ্রুবম্॥
অতঃ কুরু সদা কর্ম্ম—কালাকালমচিন্তয়ন্॥

২০

যদি জন্মান্তরম্ সত্যম্ ইদম্ জন্ম তদা ধ্রুবম্।
অতোঽনুষ্ঠীয়তাম্ কর্ম্ম নির্ব্বিকল্পেন চেতসা ॥

২১

নাঽসত্যাৎ জায়তে সত্যম্ সত্যাৎ সত্যো-
তরন্নবা।
অতো জন্মান্তরে সত্যে বিদ্ধি সত্যমিদম্
জনুঃ।
জন্মনি শাশ্বতে তস্মাৎ কর্ম্ম শাশ্বতমাচর।

২২

যাদৃশম্ বপতে বীজম্ ফলম্ ভবতি তাদৃশম্।
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধু কর্ম্মানুশীলয় ॥

২৩

যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
তস্মাৎ সমাধিমাস্থায় নিয়তম্ কর্ম্ম সাধয় ॥

২৪

সমরে বীরবৎ শশ্বৎ উৎসাহম্ হৃদয়ে বহন্।
অনুতিষ্ঠ সদা কর্ম্ম মা দৈব-দোষদো ভব ॥

২৫

আত্মার্থে কেবলম্ কর্ম্ম বিধেয়ম্ ন মনস্বিভিঃ
পরার্থে সকলম্ কর্ম্ম দুর্লভে নর-জন্মনি ॥

২৬

দুঃখং বিনাশয়তি যৎ জনয়চ্চ শর্ম্ম,
ক্লেশানপাস্য সততম্ বিতনোতি শান্তিম্,
দারিদ্র্য-ঘোর-তিমিরম্ দ্রবিণার্কদীপ্ত্যা,
দূরীকরোতি চ সদা কুরু তদ্ধি কর্ম্মম্

২৭
কুরু যত্নাদনুদিনম্ কাতরাতুর-সেবনম্।
যেন কেনাপি ভাবেন কর্ম্মস্বভিরতো ভব॥

২৮
জন্মভূমিমৃদ্ধিমতীম্ কুরু বাণিজ্য-কর্ম্মণা।
সজাতীমুন্নতান্ যত্নাৎ কুরু সৎকর্ম্মণা সদা॥

২৯
স্বদেশে কর্ম্মণা লব্ধম্ যদত্র শক্যতে কথম্।
দেশান্তর গতিস্তস্য লাভায়, ভব কর্ম্মঠঃ॥

৩০
তরঙ্গনিকরানব্ধেরুত্তুঙ্গাচলশেখরম্।
সমতিক্রম্য পৌরুষ্যাৎ কর্ম্মস্বভিরতো ভব॥

৩১
পরদোষমনালোচ্য পরাচারমনিন্দয়ন্।
সুকৃতাং দুষ্কৃতাম্বাপি হিতং নিয়তমাচর॥

৩২
কর্ম্মণা মনসা বাচা হ্যসাধুত্বম্ বিগর্হয়ন্।
সত্যশ্রমরতো ভূত্বা জন্মেদম্ কুরু সার্থকম্॥

৩৩
চিন্তা-বিষধরীম্ তীব্রাম্ কর্ম্ম-মন্ত্রৈঃ পরাভবন্।
সাবধানমহোরাত্রম্ কর্ম্মস্বভিরতো ভব॥

৩৪
দুস্তরেঽলসতাপঙ্কে নিপতেন্ন যথা বপুঃ।
তথা সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ম্ম-যোগ-রতো ভব॥

৩৫
পরনিন্দাম্ বৃথাভাষম্ বৃথা গোষ্ঠীনিবন্ধনম্।
পরিত্যজ্য কর্ম্মতীর্থে স্বাভিষেকং সদা কুরু॥

৩৬
অত্র সৎকর্ম্মসম্পন্নো সাহায্যম্ কুরু সর্ব্বদা।
কায়েন মনসা বাচা [illegible]পকো ভব॥

৩৭
হিংসাং হি পাশবীম্ বৃত্তিম্ পর-দুঃখে তথা সুখং।
নারকীয়মিদং ত্যক্ত্বা সৎ-কর্ম্ম-নিরতো ভব॥

৩৮
কুরু কর্ম্ম, পুরঃ পৃষ্ঠং বিলোক্য নয়-চক্ষুষা।
আকাশে হর্ম্ম্য-রচনম্ মা মূঢ়ধীতয়া রচ॥

৩৯
কুরু কর্ম্ম, পরচ্ছিদ্রং মা সন্ধেহি কদাচন।

৪০
মহাজনানামাদর্শম্ বিলোক্যানুপদম্ পুরঃ।
সমাচর সদা কর্ম্ম ধৈর্য্যোৎসাহ-সমন্বিতঃ॥

৪১
লিঙ্গং বয়স্তথা বংশং অবিচার্য্য নিরন্তরম্।
যস্মিন্ কস্মিন্নপি সদা কর্ম্মাভ্যাস-রতো ভব॥

৪২
যদ্যস্মিন্ জননে কর্ম্ম-যোগী ভবিতুমিচ্ছসি।
কায়েন মনসা বাচা সুপবিত্রস্ততো ভব॥

৪৩
যদ্যত্র কর্ম্ম-যোগেন শান্তিম্ সমধিগচ্ছসি।
সবলং কুরু তদ্ যত্নাৎ হৃদয়ং চ কলেবরম্॥

৪৪
ধ্যানং তথা ধারণাদি যশ্চরেৎ কর্ম্মণা সমম্॥
করস্থামিব জানীহি তস্য সিদ্ধিমসংশয়ম্॥

৪৫
শ্রেষ্ঠে মানং নিকৃষ্টেচ দয়াদানং প্রযত্নতঃ
বিতরন্ সর্ব্বদা ধীমন্ কর্ম্মযোগরতো ভব॥

৪৬
পুত্রাণাং "সু-পিতা" ভূয়াঃ ভ্রাতৄণাঞ্চ "সু-সোদরঃ।"
পিতৄণাং "সু-সুতঃ" স্ত্রীণাং "সু-পতি"র্ভব সর্ব্বদা॥

সম্বন্ধিষু সর্বেষু "সু-"পূর্ব্ব-পদ-ভাগ্ ভব।
সর্ব্বেষামুপকারায় সুকর্ম্মাণি সদাচর ॥

৪৭

নৃপাণাং রঞ্জনে যুক্তো ভব প্রকৃতি-ধর্ম্মতঃ।

৪৮

শ্রেষ্ঠো জ্ঞানপদো ভূর্ধা বসতিংস্বামলঙ্কুরু।
সৎ-কর্ম্মণি মহাযজ্ঞে সর্ব্বদা দীক্ষিতো ভব ॥

৪৯

কৃত্বা রাজবিধিম্ মূর্দ্ধ্নি কুরু কর্ম্ম নিরন্তরম্।
আবিষ্কুরু বিধিং নব্যং কুবিধিং পরিবর্ত্তয়ন্ ॥

৫০

ভূরি কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধ্যা নির্ম্মাণা পরিপন্থিনঃ ॥

৫১

ন শ্রেয়ান্ কেবলং ত্যাগঃ শ্রেয়সী ন বিলাসিতা।
এতয়োরুভয়োরন্তঃ কর্ম্মযোগং সমাচর।

৫২

বিনয়েন তপস্যয়া দয়য়া চ চেতসা।
সুকর্ম্মণি মহাযজ্ঞে নিরতোহহর্দিনং ভব।

৫৩

ভব কর্ম্মকরো নিত্যম্ উপাসকবরো ভব।
ত্যজ সর্ব্বপ্রকারেণ ধর্ম্ম কাপট্য-কঞ্চুকম্ ॥

৫৪

কুরু কর্ম্ম, সমগ্রেঽস্মিন্ ভুবনে সর্ব্বমানবে।
দিব্যং শান্তিময়ং চিত্ত ভ্রাতৃভাবমহর্নিশম্ ॥

৫৫

ইদং বিশ্বাত্মসৃষ্টং নিসর্গস্য মনোরমং।
সৌন্দর্য্যং নিষ্ঠুরতয়া মা হংসি—ভব কর্ম্মঠঃ ॥

৫৬

যদ্যপেষু চ ধর্ম্মেষু প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ।
তেষামেক এব সারঃ কর্ম্ম-যোগো বিশিষ্যতে ॥

৫৭

জ্ঞাতীনাং নিস্পৃহো বিত্তৌ প্রতিবেশিষনে-
তথা।
ক্লেশৈক-কারণং লোভং ত্যক্ত্বা কর্ম্মরতো
ভব ॥

৫৮

অসারবাক্যজালানাং বিস্তারেণ ন কেনচিৎ।
সুলভং স্যাৎ মোক্ষপদং তস্মাৎ কর্ম্মরতো ভব ॥

৫৯

কেবলং চাটুবাক্যেন নতুষ্যতি পরাৎপরঃ।
তস্মাৎ বিশ্বজনীনেন কর্ম্মণা প্রীণয়েশ্বরম্ ॥

৬০

দুর্ব্বলং বা বিপন্নং বা দীনং বা শরণাগতম্।
রক্ষ প্রণিহিতাত্মা সন্ সদা কর্ম্মব্রতী ভব ॥

৬১

অত্যাচারপরং দুষ্টং হিংস্রকং চাততায়িনং।
দময়ন্ নিত্যশো বীর্য্যাৎ কর্ম্ম-ব্রত-রতো ভব ॥

৬২

সম্মানসাস্তুতের্ব্বাপি পুরস্কারস্য লিপ্সয়া।
কর্ম্মণা কৃতনাশঃ স্যাৎ অতো ধর্ম্মায় তৎকুরু ॥

৬৩

যাদৃশং যাচসে কর্ম্ম ত্বং পরেষাং সমীপতঃ।
তান্ প্রত্যনারতং কর্ম্ম যত্নেনাচর তাদৃশম্ ॥

৬৪

যৎকিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যং যদিস্যাৎ পুরতঃস্থিতম্ ॥
সম্পাদয় প্রযত্নেন তদ্ যথা-শক্তি-সম্ভবম্ ॥

৬৫

কুরু কর্ম্ম, কর্ম্মযোগবলেন নিশ্চিতং নৃণাং।
ভবেৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণং দুশ্চরং জীবনব্রতম্ ॥

৬৬

বিবেকবিভয়া শশ্বৎ কর্ম্মক্ষেত্রং বিনির্ণয়ম্।
বিঘ্নান্ উৎসার্য্য বীর্য্যেণ কর্ত্তব্যং প্রতিপালয় ॥

৬৭

কুরু কর্ম্ম ফলং তস্য পরিণামংচ চিন্তয়ন্।
সাধনানিচ সর্ব্বাণি যত্নেন চ বিবেচয়ন্ ॥

৬৮

বিহায় ফলসন্ধানং কুরু কার্য্যমহর্নিশং।
যদ্ভবেদ্ ভবতু স্বাস্তে ফলং তন্ন বিধারয় ॥

৬৯

পরমেশং পরং ধ্যেয়ং হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
চিন্তয়ন্ নিয়তং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা কর্ম্মপরো ভব ॥

৮০

সদৈবামর ভাবেন ভব কর্ম্মসু তৎপরঃ।
লভস্ব কর্ম্মণা দিব্যং সেবত্বং মরজন্মনি ॥

(ইতি কর্ম্ম-গীতা *)

* কর্ম্মগীতার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ।

(তৃতীয়াবল্লী)

এজগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম স্থানে
গুহায় প্রবিষ্ট থাকি ভুঞ্জে দুই জন
স্বকৃত কর্ম্মের ফল, ধ্রুব যাহা হয়;
ব্রহ্মবিৎ ত্রিনাচিকেত পঞ্চাগ্নিকগণ
যে জীব ব্রহ্মেরে ছায়াতপ তুল্য ক'ন। ১
যেই নাচিকেত অগ্নি, যাজ্ঞিকগণের
সেতুর সমান; যেই পরম অক্ষর
ব্রহ্ম, ভয়শূন্য পার, ত্রাণার্থীবর্গের;
আমরা সক্ষম হই সে দু'য়ে জানিতে। ২
আত্মারথী, দেহরথ, বুদ্ধিরে সারথি,
মনকে লাগাম বলি জানিবে নিশ্চয়। ৩

১। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম স্থানে—মূল আছে "পরমেপরার্দ্ধে।" শঙ্করাচার্য্য বলেন—পরস্য চ ব্রহ্মণো-হর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্। অতএব "হৃদয়াকাশে।"
গুহায়—বুদ্ধিতে।
পঞ্চাগ্নিকগণ—গৃহস্থগণ—
ছায়াতপ তুল্য কন—জীবাত্মা ছায়াতুল্য, পরমাত্মা আতপ তুল্য। প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীবাত্মা সাক্ষাৎ কর্ম্ম-ফল ভোগ করে। পরমাত্মা কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। শঙ্কর বলেন—
"একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্‌ক্তে নেতরস্তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ নিত্যুচ্যেতে পুত্রিন্যায়েন।"
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্রুতি "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি দেখুন।
২। সেতুর সমান—দুঃখরূপ জলের পারে যাই-বার সেতু। এই সেতু অবলম্বন করিলে যাজ্ঞিক-গণকে আর দুঃখজলে সাঁতার দিতে হয় না।
সে দু'য়ে—"অগ্নি" ও "ব্রহ্ম" এই উভয়কে।
৩। আত্মার সংসার-গমনের প্রধান সাধন শরীর রূপ রথ। এই শরীর রূপ রথের মনরূপ লাগাম দেওয়া ইন্দ্রিয়-অশ্ব বুদ্ধিরূপ সারথিদ্বারা পরি-চালিত হয়।

ইন্দ্রিয়গণেরে অশ্ব, তাহাতে গৃহীত
বিষয় সমূহে পথ, ইন্দ্রিয় ও মন,
এ উভয় যুক্তাত্মারে মনীষী সকল
ভোক্তা বলি (রূপকেতে) করেন বর্ণন। ৪
যে নহে বিজ্ঞানবান্; মানস যাহার
কভু নহে সমাহিত; সারথি সমীপে
দুষ্টাশ্বের মত তার ইন্দ্রিয় অবশ। ৫
সমাহিত মন যার, বিবেকী যে জন,
ইন্দ্রিয় বশেতে তার—সদশ্ব যেমন। ৬
যেইজন অবিবেকী, নহে সমাহিত
মন যার; নিরন্তর অশুচি যেজন,
পায় না সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই আসে। ৭
যেজন বিজ্ঞানবান্, সমনস্ক সদাশুচি,
সে পায় সে ব্রহ্মপদ, যাতে না জন্মিতে হয়। ৮
বিজ্ঞান সারথি যার, প্রগ্রহ মানস,
বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে সেই।
সংসার-পথের যাহা পারের স্বরূপ। ৯
ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থ সমুদয়;
অর্থ হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃ, বুদ্ধি মনঃ হ'তে,
বুদ্ধিহ'তে হয় শ্রেষ্ঠ আত্মা সুমহান্। ১০

৪। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয় ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ বলিয়া জানিবে।
৭। সংসারেই আসে—সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।
৮। বিজ্ঞানবান্—বিবেকী।
সমনস্ক—সমাহিতমনা।
৯। প্রগ্রহ—লাগাম।
বিষ্ণুর—সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের।
৫, ৬, ৭, ৮, ৯, শ্রুতিতে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে।
১০, ১১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থূল, এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি হইতে মনঃ, মনঃ হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহৎ হইতে জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে

মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত; তা হ'তে
পুরুষ, তাহ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি আর কিছু;
তাহাই পর্য্যবসান, তাহা শ্রেষ্ঠ গতি। ১১
সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে র'ন আত্মা এই;
প্রকাশ না হন; কিন্তু সূক্ষ্মবোদ্ধাগণ
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে দেখেন ইঁহারে। ১২
সংযত করিবে প্রাজ্ঞ, বাক্য মনোমাঝে,
মনেরে করিবে জ্ঞানরূপী আত্মামাঝে,
জ্ঞানকে আত্মায়, পুনঃ আত্মারে সংযত
করিবে বিকারশূন্য পরমাত্মমাঝে। ১৩
উঠ, জাগ, জীবগণ! মোহ-নিদ্রা হতে,
শ্রেষ্ঠাচার্য্য কাছ হ'তে হও অবগত
পরমাত্ম তত্ত্ব; শুন কহে কবিগণ—
ক্ষুরের শাণিত ধার যথা দুরত্যয়,
তদ্রূপ দুর্গম তত্ত্ব-জ্ঞান-পথ হয়। ১৪
অশব্দ, অস্পর্শ আর অরূপ, অব্যয়,
অরস ও নিত্য, গন্ধহীন; আদি হীন,
অন্তহীন, যাহা শ্রেষ্ঠ মহৎ হইতে,
ধ্রুব সে ব্রহ্মেরে জ্ঞাত হইয়া সাধক,
মৃত্যু-মুখ হ'তে মুক্ত হ'ন সুনিশ্চিত। ১৫
মৃত্যুপ্রোক্ত নচিকেত-প্রাপ্ত উপাখ্যান
বলিয়া, শুনিয়া তথা, মেধাবী মানব
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবৎ হ'ন মহীয়ান্। ১৬
যেজন প্রযত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-সভায়
কিম্বা শ্রাদ্ধ কালে এই গুহ্য উপাখ্যান
শুনায় করিয়া পাঠ, তাহার নিকট
অনন্ত ফলদায়ক সেই শ্রাদ্ধ হয়। ১৭

ইতি তৃতীয়াবল্লী,

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; তাহাই শেষ, তাহাই পরমগতি।

১৪। দুরত্যয়—দুরতিক্রমণীয়।

(চতুর্থী বল্লী)

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমাবল্লী।

স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়-দ্বার বহির্ম্মুখ করি
সৃজন করিলা, তেঁই মানবসকল
বাহ্য বিষয়ের প্রতি করে দৃষ্টিপাত;
না দেখে অন্তরাত্মারে; কোন কোন ধীর
নিবৃত্ত করিয়া চক্ষুঃ বিষয় হইতে,
অমৃতত্ব লাভেচ্ছায় দেখে সে আত্মায়। ১
অল্পবুদ্ধি জন করি কাম্যানুসরণ,
মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে হয় নিপতিত,
জানি ধ্রুব অমৃতত্ব কিন্তু ধীর জন
অধ্রুব বস্তুর মাঝে কিছুই না চায়। ২
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ মৈথুনজ—
যাঁর বলে জানা যায়, হেথায় তাঁহার
কিবা আছে জানিবার? ইনি আত্মা সেই। ৩
যাঁহার বলেতে লোক দেখে বস্তুচয়
স্বপনে ও জাগরণে; জ্ঞানীজন জানি
মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী যে আত্মস্বরূপ—
মুক্ত হ'ন সংসারের শোক-তাপ হ'তে। ৪
যিনি এই কর্ম্মফল ভোগী জীবাত্মারে
জানেন নিয়ন্তা বলি ভূত ও ভব্যের,

২। মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে—জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ ইত্যাদিতে

ধ্রুব অমৃতত্ব—পরমাত্ম স্বরূপাবস্থানরূপ অমৃতত্ব।

৩। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আত্মাবিহীন পাঞ্চভৌতিক দেহ জড় মাত্র; যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত হইলে লৌহও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই অগ্নিতাপ অপগত হইলে আর লোহের সেই দাহিকা শক্তি থাকে না তদ্রূপ এই জড় দেহে আত্মার অধিষ্ঠান হইলেই ইন্দ্রিয় সকল রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারে আত্মার অপগমে শরীর জড় মাত্র থাকে। সেই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। হে নচিকেত! তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে আত্মা এইরূপ।

তথা বিদ্যমান সদা আপন নিকটে ;
না লুকান তিনি এঁরে—ইনি আত্মা সেই।৫
প্রথম উৎপন্ন ব্রহ্ম তপঃ হ'তে যিনি
প্রবেশি হৃদয়াকাশে প্রাণীসমূহের
অবস্থিত পঞ্চভূত সহ ;—যিনি জাত
জলের—সৃষ্টির পূর্ব্বে—তাঁহারে যেজন
জানেন—জানেন তিনি—ইনি আত্মা সেই।৬
সম্ভূতা অদিতি যেই সর্ব্বদেবময়ী
প্রাণরূপে ; সমুৎপন্না পঞ্চভূত সহ ;
জীবের হৃদয়াকাশে প্রবেশিয়া যিনি
রহেন, তাঁহারে যিনি করেন দর্শন,
দেখেন ব্রহ্মেরে তিনি—ইনি আত্মা সেই। ৭
অরণি-নিহিত যেই অগ্নি জাতবেদা
সুরক্ষিত গর্ভতুল্য গর্ভিণী কর্তৃক ;
পূজ্য যেই প্রতিদিন, জাগরণশীল
আজ্যমান্ জনে; জেনো—ইনি আত্মা সেই।৮
যাঁ'হ'তে উদিত সূর্য্য,অস্ত যাঁ'তে যান,
তাঁহাতেই অবস্থিত দেবতা সকল,
অতিক্রম তাঁরে কেহ না পারে করিতে ;
(জানিবে নিশ্চয় তুমি)—ইনি আত্মা সেই।৯
যিনি হেথা অবস্থিত, তিনিই সেথায়;
যিনি সেথা অবস্থিত, তিনিই হেথায় ;
যেই জন নানারূপে ভাবয়ে এঁরেরে,
পুনঃ পুনঃ মৃত্যুবশ হয় সে নিশ্চিত। ১০
প্রাপ্তব্য মনের দ্বারা এই আত্মা ; ইথে
নাহি কিছু নানাভাব, যেই জন এঁরে
দেখে নানারূপে, সেই হয় পুনঃ পুনঃ
মৃত্যুর অধীন (সত্য কহিনু তোমায়)। ১১
আছেন পুরুষ এক অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ,
শরীরের মাঝে, যিনি ভূত ও ভব্যের
নিয়ামক ; এঁরে যদি জানেন সাধক,
গোপন থাকেনা কিছু ; ইনি আত্মা সেই।১২
ধূমহীন জ্যোতি তুল্য, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ,
ভূত-ভব্য-নিয়ামক, অদ্য বর্ত্তমান,
কল্য ও র'বেন যিনি—ইনি আত্মা সেই। ১৩
দুর্গম পর্ব্বতে বৃষ্ট সলিল যেমতি
ধায় নানা দিকে, নিম্ন পার্ব্বত্য ভূমিতে,
সেরূপে পৃথক্ যিনি জানেন ধর্ম্মেরে
আত্মা হ'তে, পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় তাঁর। ১৪
হে গৌতম, শুদ্ধোদকে শুদ্ধোদক যথা
বৃষ্ট হ'লে এক(ই) রূপ করয়ে ধারণ,
সেরূপ জানেন যিনি একত্ব আত্মার,
পরমাত্মা সহ তাঁর আত্মা এক হয়। ১৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাবল্লী।
চতুর্থীবল্লী সমাপ্তা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।
সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারৈখালী।
(যশোহর)

৫। কর্ম্মফল ভোগি—মূলে আছে "মধ্বদং"—মধু—অদং, মধুপাতারং, কর্ম্মফলভুজং ইতিভাষ্যকারঃ।

৬। জলের ও সৃষ্টির পূর্ব্বে—কেবল জলের পূর্ব্বে নহে, জল সহিত পঞ্চভূতের ও সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

৮। অরণি—দুইখানি কাঠ পরস্পর সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিতে হইত, এই উৎপাদিত অগ্নিই যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। অগ্ন্যুৎপাদক সেই কাষ্ঠ খণ্ড-দ্বয়ের নাম "অরণি।"
জাগরণশীল—অপ্রমত্ত।
আজ্যমান্ জনে—মূলে আছে "হবিষ্মদ্ভিঃ ; ধ্যান-ভাবনাবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক।

৯। [illegible] প্রাণ হইতে।

১০। হেথা—এই শরীরে।
সেথায়—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে।

১১। মনের দ্বারা—যে মনঃ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশে বিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই মনের।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

প্রাকৃতিক জগতে অনিষ্টের প্রশমনে সকলেরই স্বভাবতঃ বাসনা হওয়া নিয়ম; সুতরাং গুণাগুণ বিচার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট স্থির করিতে এবং নিকৃষ্ট পরিবর্জ্জন ও উৎকৃষ্ট গ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্যগণ এই অভিপ্রায়েই নিষিদ্ধ কন্যালক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব সংখ্যায় অনেকগুলি নিষিদ্ধা কন্যা ও তাহাদের নিষেধের অনুকূলে মূল যুক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান সংখ্যায় অবশিষ্টনিষিদ্ধ কন্যার বিবরণ সর্ব্বাগ্রে লিপীবদ্ধ করা হইতেছে। আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

নক্ষত্রনামা নদীনামা বৃক্ষনামাশ্চ গর্হিতাঃ। ১২

নক্ষত্রের নামে যাহার নাম, সেই কন্যা ও নদীর নামে যাহার নাম, সেই কন্যা এবং বৃক্ষের নামে যাহার নাম, সেই কন্যাকে বিবাহের বরণে গ্রহণ করা গর্হিত কর্ম্ম, অতএব পরিত্যাগ একান্ত কর্ত্তব্য। চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, রোহিণী ইত্যাদি নক্ষত্র-নাম স্ত্রীলোকের থাকিতে পারে। গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদী-নামেও রমণীর নাম শুনা যায়। বৃক্ষ-নামের মধ্যে শিংশপা প্রভৃতিও স্ত্রীগণের নামরূপে পুরাকালে ব্যবহৃত হইত। বৃত্তিকার মহাশয় এবং পরবর্ত্তিধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রাহক মহোদয়েরা পূর্ব্বোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। শিংশপা নাম ইদানীং শুনা যায় না। নর্ম্মদা, যমুনা, গঙ্গা, বিশাখা এখনও রমণী-সম্প্রদায়ে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়; তবে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত সমস্ত উপকরণই নূতন আকার ধারণকরে; এই জন্য আজ কাল ঐ সকল নাম বিরল-প্রচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "নক্ষ বৃক্ষনদীনাম্নীং" ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্য হইতেও আপস্তম্বীয় সূত্রের রহস্য আবিষ্কৃত হইতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, নাম বিবাহের অনুপযুক্ততা বুঝায় কেমন করিয়া? পিতা-মাতা স্বজনে কন্যার নাম রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশাখা রাখিলেও কন্যা আপত্তি করিতেপারে না; আর রাধা রাখিলেও কন্যার সামর্থ্যে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বিশেষতঃ পিতা-মাতার নাম রাখিবার দোষে সন্তান বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাও অত্যন্ত অযুক্তিক। কন্যার নাম গঙ্গা থাকিলে, তাহাকে বিবাহ করাটা দোষের বলিয়া সহসা ধারণা হয়না। প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতে চাহি, পিতা মাতার দোষেই হউক, অথবা নিজ দোষেই হউক, বর যাহাতে অনিষ্টজনকতা আশঙ্কা করিবেন; অর্থাৎ যে কন্যাকে বিবাহ করিতে ক্ষতি বোধ করিবেন, সেই কন্যাই তাঁহার পক্ষে পরিবর্জ্জনের যোগ্য। সর্ব্বদা বরগণ নিজেদের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারেন না, কাজেই নিরপেক্ষ মহর্ষিগণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্য সেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিতেন। যে সময়ে সর্ব্বপ্রথমে এই বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তখন যে সমস্ত কারণেই হউক না কেন, ঐগুলি সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। সময় বিশেষে কতকগুলি জিনিষ লোকের নিকট ঘৃণাহ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সমস্ত নাম ইদানিং সাধা-

রূপের নিকট অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল বিবাহ একটী গুরু-গভীর রহস্যময় পদার্থ। মানব-জীবনের অধিকাংশ শুভাশুভ ইহার সহিত সম্বন্ধ, এটী নিশ্চিত। দাম্পত্য প্রেম এই বহুদুঃখসঙ্কুল সংসারের একটী অতি পবিত্র শান্তির সামগ্রী, ইহাকে দুঃখ মরীচিকায় শান্তির শীতল ছায়া বলিতেও অনেক ভাবুক কুণ্ঠিত হন নাই। নাম আবার ভালবাসার একটা উপকরণ। অনেকের নাম শুনিবা মাত্র তাহার উপর একরূপ অনিৰ্ব্বাচ্য স্নেহ, ভক্তি ও প্রেম হইতে দেখাযায়। আবার, কোনও শত্রুতা নাই, কত উপকার—আদর করে—কত আপন ভাবে, এরূপ লোকেরও নামটী শুনিলে প্রাণটী জ্বলিয়া উঠে! ফলতঃ নামের ভিতর যে কি, বুঝা যায়—অথচ বলা যায় না, এমন মাধুর্য্য আছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইলেও অনুভব করা সকলের হৃদয়েই হইতে পারে। সমাজে বর্ত্তমান সময়ে কালী, শ্যামা, তারা, সারদা, মোক্ষদা, গঙ্গা, কমলা, বগলা, সর্ব্বমঙ্গলা প্রভৃতি নামের আদর নাই। গোলাপ-কামিনী, সরোজবাসিনী, সুরবালা, ইন্দুবালা, সরলা, মালতী, চাঁপা, যূথী, বেলী, চামেলী, চিনি, মিছরী ইত্যাদির অসদ্ভাব নাই,—ঘরে ঘরে, থরে থরে সাজান। "রামমণি" শুনিলে হাসির রোলে গোলযোগ বাধিয়া যায়! তখনও এইরূপ ঐ সকল নাম লোকে ভাল বাসিত না; কাজেই কন্যার পিতা-মাতা সমাজের গতি না বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ নাম রাখিতে পারেন; রাখিলেও জামাতার মনস্তুষ্টি ঘটিবে না। ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের মহর্ষিগণ ইঙ্গিতে ঐ সকল নাম রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ বিধানের স্থায়িত্ব নাই। কিছুদিন পরে এই সকল বিধানের এক একটী প্রতিপ্রসব বচনও সমাজ রীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। আপস্তম্বের সময়ে প্রায়শঃ এই সকল নাম আদৃত ছিল না, ইহাই অনুমান করা সঙ্গত। গোভিলের সময়ে এ সকল বিষয় লইয়া একটা বিশেষ কিছু আন্দোলন হইত না বোধহয়। ঋষি এইবার বিবাহকে আরও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। এবার অনেকগুলি নাম পাত্রীর বিবাহ যোগাড়ার বাধক হইতে গেল। বর্ত্তমান কালের রীতির দিকে নজর করিয়া পাঠক মহাশয়েরা বিনা ওজরে সিদ্ধান্ত করিলেই আমরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইব। মহর্ষি সূত্রে বলিতেছেন,—

সর্ব্বাশ্চ রেফলকারোপান্ত্যা বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ। ১৩

যাহাদের নামের উপান্ত্য অর্থাৎ শেষ বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ "র" অথবা "ল" হইবে, সেই সমস্ত কন্যাকে বরণে পরিত্যাগ করিতে হইবে। হরদত্ত বলেন 'বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ" এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, 'বরণমপ্যাসাং ন কর্ত্তব্যং" অর্থাৎ ইহাদের বরণও করিবে না। অন্যান্য বিবাহে নিষিদ্ধকন্যা বরণ পর্য্যন্ত করিয়া পরে ত্যাগ করাযায়; এইগুলির বরণও করিতে নাই। কমলা, সুশীলা, তারা, এই সকল নাম হরদত্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন। সুদর্শনাচার্য্য গৌরী, কালী ইত্যাদি লিখিয়াছেন। সরলা, বিমলা, চারু প্রভৃতিও এই উৎপাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এ সকল নিয়ম পূর্ব্ববৎ অধুনা প্রতিপালিত হয় না, হওয়ারও আবশ্যকতা দেখা যায় না।

ইতঃপর "লক্ষণ সম্পন্নামুপযচ্ছেৎ" এইরূপ যে বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করা দরকার হইয়াছে। লক্ষণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে অন্যরূপে পরীক্ষা করা উচিত। সেই পরীক্ষা-প্রণালীই আপাততঃ বিধিবদ্ধ করা হইতেছে।

শক্তি বিষয়ে দ্রব্যাণি প্রতিচ্ছন্নান্যুপনিধায় ব্রুয়াদুপস্পৃশেতি ॥ ১৪

শক্তি অর্থাৎ কন্যার বিবাহযোগ্যতারূপ সামর্থ্য আছে কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, পরোক্ত দ্রব্যগুলি মৃত্তিকাপিণ্ডের অভ্যন্তরে লুকায়িত রাখিয়া, ইহার একটীকে স্পর্শকর, এরূপ আদেশ করিতে হইবে। স্পৃষ্ট পদার্থের গুণ এবং একটী বিশেষ ফল প্রসব করে; তাহা দ্বারা বিবাহের কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পর পর সূত্রে এই সমস্ত বিষয় ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। গোভিলের সময়েও পিণ্ড-পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় প্রপাঠকে বিবাহপ্রকরণে—"তদলাভে পিণ্ডান্" এই তৃতীয় সূত্রে গোভিল বলিতেছেন, যদি কন্যার লক্ষণ-পরীক্ষণ না জানা থাকে, তবে এই পিণ্ডগ্রহণরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে। কিরূপে কন্যাকে মৃৎপিণ্ড প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা গোভিল বলিতেছেন, "বেদ্যাঃ সীতায়া হ্রদাদ্ গোষ্ঠাচ্চতুষ্পথাৎ আদেবনাৎ আদহনাৎ ঈরিণাৎ সর্ব্বেভ্যঃ সম্ভার্য্যং নবমং সমান্ কৃতলক্ষণান্ পাণাবাধায় কুমার্য্যা উপনামযেদৃতমেব প্রথম মৃতং নাত্যেতি কশ্চনর্ত্ত ইয়ং পৃথিবী শ্রিতা সর্ব্বমিদমসৌ ভূয়াদিতি তস্যানাম গৃহীত্বৈষামেকং গৃহাণেতি ব্রুয়াৎ পূর্ব্বেষাং চতুর্ণাং গৃহ্নতী মুপযচ্ছেৎ সম্ভার্য্যমপীত্যেকে।" অর্থাৎ যজ্ঞবেদী হইতে, হলদ্বারা কৃষ্ট ভূমি হইতে, অগাধ-জল হ্রদ হইতে, চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) হইতে, দ্যূতস্থান হইতে, শ্মশানভূমি হইতে ও উষর ভূমি হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া, দেখিতে একপ্রকারের আটটী পৃথক্ পিণ্ড প্রস্তুত করিবেক, এবং আট প্রকারের মৃত্তিকা কিছু কিছু মিশাইয়া একটি পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। পরে যে কন্যা বিবাহার্থ পরীক্ষণীয়া হইবে, তাহার নিকটে উপস্থিত করিবে এবং ঋত ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিবে, "এই পিণ্ড কয়টীর মধ্যে ইচ্ছামত একটী গ্রহণ কর।" তখন সে যদি পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ বেদী-কর্ষিত ভূমি, হ্রদ ও গোষ্ঠ হইতে আনীত মৃত্তিকারদ্বারা রচিত পিণ্ড গ্রহণ করে, তবে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, মিশান মাটির পিণ্ডকে গ্রহণ করিলেও বিবাহ করা যাইতে পারে। আপস্তম্বের মত ঠিক এরূপ নয়। শুদ্ধ মাটির পিণ্ডে পরীক্ষা আপস্তম্ব বলেন নাই, মৃৎপিণ্ডের মধ্যে বীজাদি গোপনে রাখিয়া পিণ্ড স্পর্শ করিতে বলিয়াছেন। গোভিলের মতে ৯টী পিণ্ডের কথা। আপস্তম্ব ৫টীর অধিক লেখেন নাই। উপকরণগুলিও উভয় মতে একরূপ নহে; পরসূত্রে প্রকাশ পাইবে। এরূপ পরীক্ষা বহুদিন নাই, ইহার উদ্দেশ্য সহজে অনুমান করা যায় না।

আপস্তম্ব মতানুসারে মৃত্তিকাপিণ্ডের অভ্যন্তরে যে সকল পদার্থ লুক্কায়িত রাখা নিয়ম, তাহার একটী তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা গোভিল-মতের সহিত সম্পূর্ণ একরূপ নয়, সুতরাং বলা যাইতে পারে, পরীক্ষার রীতি একটু বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল।

নানাবীজানি সংসৃষ্টানি বেদ্যাঃ পাংসূন্ ক্ষেত্রাল্লোষ্টং শকৃচ্ছ্মাশানলোষ্ট্রমিতি। ১৫॥

সংসৃষ্টব্রীহি যবাদি, বেদী-পাংসু (ধূলি), ক্ষেত্রলোষ্ট্র (ঢেলা) শকৃৎ (গোময়) শ্মশানলোষ্ট্র, এই কয়টী পদার্থই মৃৎপিণ্ড মধ্যে অদৃশ্যভাবে রাখিতে হইবে। অতঃপর কোন্‌টী স্পর্শ করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহাও বলা হইতেছে।

পূর্ব্বেষামুপস্পর্শনে যথা লিঙ্গমৃদ্ধিঃ। ১৬

পূর্ব্বোক্ত চারিটী বস্তুর স্পর্শনে লিঙ্গানুরূপসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, অতএব যে কন্যা এইগুলি স্পর্শ করে, তাহাকে বিবাহ করা শাস্ত্রের অনুজ্ঞাধীন। ব্রীহি-যবাদি বীজ, বেদীপাংসু, ক্ষেত্র লোষ্ট্র, গোময়, এই কয়টী পদার্থযুক্তপিণ্ড স্পর্শে যাহার যেরূপ সামর্থ্য, তদনুরূপ সমৃদ্ধি হয়। বীজ জনন কার্য্যেরই উপযোগী অতএব সন্তান কৃত অভ্যুদয় উহার দ্বারা সূচিত হয়। বেদীপাংসু (গু) যজ্ঞদ্বারা শুভ স্থাপন করে। বেদীতে যজ্ঞই হয়, যজ্ঞ শুভ ফল প্রসব করিতে সক্ষম; কাজেই বেদীপাংশু যজ্ঞজাত অভ্যুদয়ের সূচক হইতে পারে। ক্ষেত্রলোষ্ট্র হইতে ক্ষেত্রজাত ধান্যাদি সম্পত্তির দ্বারা সমৃদ্ধি বর্দ্ধন অনুমান করা হয়। গোময় দ্বারা পশুলাভজনিত উন্নতির নিবন্ধ ধারণা করা অসঙ্গত নহে। ইহাকে সামর্থ্যানুরূপ ফলই বলা যায়। অবশিষ্ট পিণ্ডটী স্পর্শ করিলে দোষ হয় কি গুণ হয়, তাহা এখন চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছে। আপস্তম্ব তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

উত্তমং পরিচক্ষতে। ১৭॥

শেষ দ্রব্যটী অর্থাৎ শ্মশান লোষ্ট্র সকলেই নিন্দা করেন। "পরিচক্ষতে" কথার অর্থে বৃত্তিকার বলেন "গর্হয়ন্ত" অর্থাৎ নিন্দিত মনে করেন। এখানেও যথালিঙ্গ নিন্দা বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র নিন্দা করেন বলিলে, তাহার ফল মন্দ, একথা বুঝা যায়, কিন্তু নির্দ্দেশ আবশ্যক। সেই জন্য সামর্থ্যানুমতে ফল বুঝা উচিত। শ্মশান-লিঙ্গে মরণই ফল জানা যায়। মরিলেই শ্মশানে যাইতে হয়। আপস্তম্ব মতের পঞ্চপিণ্ডের ফল বর্ণনা সমাপ্ত হইল। বিবেচনা পূর্ব্বক অবধারণ করিতে হইলে, এ সকল নিয়ম এখন পরীক্ষারূপে গ্রহণ করা হয় না।

পূর্ব্বে নিষিদ্ধ কন্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, বিহিত কন্যার লক্ষণ নির্ব্বাচনও আবশ্যক। তজ্জন্য সূত্রে দেখা যায়—

বন্ধুশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেৎ। ১৮।

কুলশীলসম্পন্না দুশ্চিকিৎস্যরোগশূন্যাকে বিবাহ করিবে। বন্ধু শব্দে হরদত্ত বলেন কুল। যে কন্যা সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে বিবাহ্যা। যাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে তাহারা সদ্‌গুণের আশ্রয় হয় বটে, কিন্তু আমরা অদ্যাপি নীতিবিদ্যাবিশারদের "স্ত্রী-

বস্তুং চক্ষুন্মাদপি" এই অবর্থ বচন ভুলিতে পারি নাই। যাহাহউক, সদ্বংশে বিবাহ ভাল কথা, বন্ধু শব্দে বন্ধুজন বুঝাও আবশ্যক। বিবাহ একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের আবিষ্কারক। কন্যার পিতা ভ্রাতা ও বন্ধুজন না থাকিলে, আত্মীয়তা এবং পারম্পরিক উপকার প্রত্যাশা প্রভৃতি থাকে না, সুতরাং ব্যক্তি মাত্রেরই উহা প্রার্থনীয়। শীলবতী কন্যাকে বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নারী জগতে দুশ্চরিত্রতার ন্যায় দুরপনেয় ব্যাধি আর নাই। দৌঃশীল্য দোষতঃ বিবাহের পর বিষময় ফল ফলিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অধুনাতন সমাজে বিরল নহে। ইহাতে জগতের মহদনিষ্ট সংঘটিত হয়। শীল শব্দে কেহ কেহ "আর্য্যাচার" বুঝিয়াছেন। আর্য্যগণের পক্ষে আর্য্যাচারানুরক্তা রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। পত্নীর একটী নাম "সহধর্ম্মিণী"—যে সধর্ম্মানুরূপ আচারবতী না হইলে চলিবে কেন? লক্ষণ নিরূপণে সমাজ-প্রচলিত নারী লক্ষণই গ্রাহ্য। সুদর্শন বলেন, "গূঢ়গুল্ফত্বাদিনারী লক্ষণযুক্তাং" গুল্ফদেশ গূঢ় থাকা, কপাল দেশ অনুন্নত থাকা, দন্তাবলীর অতিশয় সূক্ষ্মতা না থাকা, কেশের অনল্পতা মধ্যদেশের ক্ষীণতা ইত্যাদি প্রচলিত লক্ষণই সুলক্ষণ। ইহার বিপরীত হইলে "গড়মপেয়ে" "উঁচকপালী" প্রভৃতি বর্জ্জনীয়তা-বোধক বিশেষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। অরোগা অর্থাৎ ক্ষয়কাস, অপস্মার, কুষ্ঠ ইত্যাদি অচিকিৎস্য রোগাক্রান্তা নহে, এরূপ কন্যা বিবাহ্যা। আর উপরোক্ত-রোগ-কন্যা গুলির বিবাহ অনাবশ্যক, কেননা ইহাদের দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্মাচরণের সাহায্য করা পূর্ব্বকালে পত্নীর প্রধান কার্য্য ছিল। উহারা ঐ কার্য্যে অসমর্থা। অপত্যোৎপাদনও উহাদের ক্ষেত্রে অনেকাংশে অসঙ্গত ও অসম্ভব। বংশানুক্রমে অচিকিৎস্যরোগ জন্মিবার উপায় আপনা হইতে সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। "নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং" স্মৃতিবাক্য মনে করুন। এরূপ কন্যা বিবাহ করিলে বিবাহবৃক্ষে কুফলই ফলে, ইহা সাধারণের সমক্ষে স্বীকর্ত্তব্য মনে করি।

কন্যা-লক্ষণের পর বর লক্ষণও কথিত হইতেছে, যথা,—

বন্ধুশীল লক্ষণসম্পন্নঃ শ্রুতবান্-
রোগইতি বরসংপৎ। ১৯।

বন্ধুশীল, লক্ষণসম্পন্ন, বেদাধ্যায়ী, নীরোগ ব্যক্তিই উপযুক্ত বর। যে সমস্ত গুণ থাকা একান্ত অভিপ্রেত, ইহাতে তাহাদের সকল গুলিরই সংগ্রহ হইল। এরূপ বরে কন্যা দান বিহিত। আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যধর্ম্মের মূল বেদ, বেদাধ্যয়নকারী বরই আর্য্যরীতির বিবাহে প্রশস্ত পাত্র। বন্ধু, চরিত্র, লক্ষণ ও অরোগিতা, কন্যা এবং বরে সমানই উপযোগী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এরূপ সুলক্ষণ বরের বিবাহেই পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ কন্যার উল্লেখ। এরূপ গুণসম্পন্ন, তাৎপর্য্যতঃ রূপগুণবান্ বরের সহিত নিষিদ্ধকন্যার বিবাহ দেওয়া অতীব অন্যায় কার্য্য।

বন্ধুশীল লক্ষণাদি নির্ব্বাচন করিবার একটী গূঢ় রহস্য আছে, তাহা কেবল বর-বধূর মানসিক প্রীতির দ্বার পরিষ্কৃত করার উপায় চিন্তা মাত্র। সুলক্ষণ বর সুলক্ষণা কন্যাতেই অনুরক্ত হইতে পারেন। আমার সহিত যাহার কার্য্য ভক্তি ... [illegible]

মনোবৃত্তি যাহার মনোবৃত্তির সহিত অনেকাংশে মিলে, আমি তাহাকেই ভালবাসিতে পারি। কাজেই দম্পতীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার একরূপ হওয়া আবশ্যক। পরিণয় প্রণয়শূন্য হইলে উহা মরুভূমির ন্যায় ভয়ঙ্কর। সংসারের পথে জীবনের ব্রত প্রতিপালনে যে দুইটি জীবন সমদুঃখসুখ হইয়া একসঙ্গে চলিতে পারে, তাহাই জায়াপতি। এই গভীর রহস্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, কাজেই বিবাহ অনুরাগমূলক হওয়াই উপযুক্ত, এ কথা বলিতে তিনি একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন, যথা,——

যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধি-
র্নেতরদাদ্রিয়েতেত্যেকে। ২০ ॥

যে কন্যায় বরের মন এবং চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিলেই মঙ্গল হয়, লক্ষণাদির আদর করিবার দরকার নাই, কোনও কোনও আচার্য্য একথা বলেন। হরদত্ত লিখিতেছেন "নেতরৎ দত্তাদিগুণদোষাদিকং আদরণীয়ং"—লক্ষণের শেষ কথা পরস্পরের সন্তুষ্টি, যদি তাহাই ঘটিল, তবে উঁচুকপালে দোষ কি? উঁচু কপাল দেখিয়া জামাতা যদি কন্যার প্রতি অনাকৃষ্ট হন এবং কন্যাও যদি জামাতাকে কৃষ্ণ দেখিয়া পছন্দ না করেন, তবেই দোষ। মনোমিলন হইলে বর্ণের কেমন কলঙ্ক থাকে? এই বিধান পূর্ব্বকালে বিশেষরূপে আদৃত হইত। বর যদি কন্যা দেখিতে চাহেন, তবে তাহা আজ কাল একটু নির্লজ্জতার পরিচায়ক। অনেককে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কন্যা দেখিতে যাইতে শুনি। নব্যশিক্ষার প্রসরের সহিত এই রীতি অনেকটা অপসৃত হইতেছে। আপস্তম্ব-বচন হইতে বুঝা যায়, পূর্ব্বে কন্যা দেখিয়াই বরেরা বিবাহ করিতেন। গুণ শ্রবণে মন পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু ঋষি নয়নের পিপাসাটুকুও মিটাইতে অনুমতি দিয়াছেন; এরূপ অমূল্য শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিয়া দেশাচারের প্রাদুর্ভাবে কতজনে যে কত অশান্তি-ঝঞ্ঝাবাত সমাজের উপর বহাইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হিন্দুর এই দুর্লভরত্ন শাস্ত্রগুলি যদি দেশের দশজনের কার্য্যোপদেশক থাকিত, তবে আর দেশে অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের এত প্রবল স্রোত চলিত না। নামে শাস্ত্র রক্ষা, ব্যবহারে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করাই এদেশের সর্ব্বনাশের মূল। যদি রোরুদ্যমানা কন্যার পরিত্যাগ দেশে প্রচলিত থাকিত, তবে বোধহয় কবির হৃৎপিণ্ড-বিদারী—"কেহবা কাঁদিছে বর-মালা দান, মুমূর্ষুর গলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ, নয়নে মুছিয়া গলিত বারি" ইত্যাদি বাক্য শুনিতে হইত না। এ নিয়ম এখনও দূষিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, ধূলিধূসরিত। এক কথায়, বিবাহ-প্রস্তাবে এপর্য্যন্ত যে সকল মহামান্য আদেশ বলা হইল, তাহার একটিও এদেশে স্থান পাইতেছে না। বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রীগুণ বিচার শেষ হইল। এখানে এই খণ্ড এবং এই পটলের অবসান, অতঃপর খণ্ডে বিবাহ-প্রক্রিয়া, কন্যার বয়সাদি ও অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

প্রথম পটল সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড।
দ্বিতীয় পটল।

সর্ব্বাগ্রে কন্যার বরণবিধি বলা হই-তেছে। পূর্ব্বে বরণে পরিবর্জ্জনীয়া কন্যার কথা বলা হইয়াছে, অধুনা বরণের প্রণালী লেখা আবশ্যক।

সুহৃদঃ সমবেতান্ মন্ত্রবতো বরান্ প্রহিণুয়াৎ। ১॥

সুহৃৎসঙ্গত মন্ত্রবান্ বরগণকে কন্যাবরণ করিতে পাঠাইবে। এখানে বর শব্দে যিনি সেই কন্যা বিবাহ করিবেন, তিনি নহেন, যাঁহারা কন্যা বরণ করিতে যাইবে, তাহাদেরই নাম এখানে বর। হরদত্ত লিখি-তেছেন—"বরান্ কন্যা বরয়িতৄন্ প্রহিণুয়াৎ প্রস্থাপয়েৎ যূয়মমুষ্মাৎ কুলাৎ মহ্যং কন্যাং বৃণীধ্বং" অর্থাৎ এই কুল হইতে তোমরা আমার জন্য কন্যাবরণ করিয়া আইস, এই কথা বলিয়া (ব্রাহ্মণ) মন্ত্রবান্ কন্যা-বরয়িতা-গণকে পাঠাইবে। সুদর্শনাচার্য্য লিখি-য়াছেন, "মন্ত্রবত ইতি ব্রাহ্মণানাং এব গ্রহণং তেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োরপি ব্রাহ্মণা বরাঃ।" অর্থাৎ মন্ত্রবান্ এই কথা বলায় ব্রাহ্মণ বর-য়িতা পাঠানই নিয়ম। ইহাদ্বারা বুঝাযায়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিবাহেও কন্যাবরণ-কার্য্য ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই কন্যা বরনার্থ বর প্রেরণ আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে কথ-ঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের কন্যাশীর্ব্বাদই এই কন্যাবরণ। ইহা কন্যা দেখা নহে, পাকা দেখার সঙ্গ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা। এই নিয়মে অদ্যাপি পশ্চিম-বঙ্গে অন্যান্য জাতিরা ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা কিছু পাইয়াও থাকেন পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত "পান পত্র" অনেকাংশে এই রীতির (কন্যাবরণের) স্মৃতি-চিহ্ন হই-লেও তাহার প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবহৃত। পূর্ব্ব বঙ্গে "পানপত্রে" ব্রাহ্মণ পাঠান নিয়ম নাই, নিজেরাই করা হয়। কন্যাবরণ কন্যার পিত্রালয়ে হওয়া উচিত, আশীর্ব্বাদও কন্যার পিত্রালয়ে (কন্যা যেখানে বাস করে; মাতু-লালয়েও হইতে পারে) হইয়া থাকে। কিন্তু "পান পত্র" এ নিয়ম সর্ব্বদাই উল্লঙ্ঘন করে। এই জন্য বলিতেছিলাম "স্মৃতিচিহ্ন" মাত্র হইলেও অন্ততঃ পক্ষে বিকৃত প্রতি-নিধি বলিব।

তানাদিতো দ্বাভ্যামভিমন্ত্রয়েত।২॥

সেই কন্যাবরণকারী ব্রাহ্মণকে দুইটী ঋঙ্মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্র সমাম্নায়ে প্রদর্শিত প্রথম দুইটি ঋকৃই অভি-মন্ত্রণের মন্ত্র। "অভিবীক্ষ্য মন্ত্রোচ্চারণং অভিমন্ত্রণং" হরদত্ত এইরূপ অভিমন্ত্রণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হরদত্ত আরও বলিয়াছেন, এই অভিমন্ত্রণান্তর কন্যাকুলে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কন্যার পিতাকে বলিবে. অমুক গোত্রের অমুককে তোমার কন্যা সম্প্রদান করিবে কি? তিনি বলিবেন, আচ্ছা ভাল কথা দিব। তাহার পর বিবা-হের দিন স্থির হইবে। ইহা হইতে বুঝা গেল, পান পত্র ও কন্যাশীর্ব্বাদ, দুইটীই কন্যা-বরণের প্রতিনিধি, তবে নিকট এবং অপেক্ষা-কৃত দূরবর্ত্তী, এই টুকুই পার্থক্য।

স্বয়ং দৃষ্ট্বা তৃতীয়াং জপেৎ। ৩॥

বর স্বয়ং কন্যাকে দর্শন করিয়া মন্ত্রসমা-ম্নায় পঠিত তৃতীয় ঋক্ পাঠ করিবে। এই দর্শন কখন কর্ত্তব্য, তাহার বিবরণ সূত্রে

কিছুই নাই। বৃত্তিকার মহাশয়দিগের অনুগ্রহে উহা আমরা অবগত হইতে পারি। হরদত্ত বলেন, এই কন্যার সহিত এই পাত্রের বিবাহ অমুক দিনে দেওয়া হইবে, বর-কন্যা উভয় পক্ষ হইতেই এরূপ নিশ্চয় করা হইলে পর, যখন সেই বিবাহের অবধারিত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন (পূর্ব্বের দিনে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হইবে) ব্রাহ্মণ-ভোজন, আশীর্ব্বচনাদি কার্য্য সম্পাদনান্তে বর বিবাহার্থ বধূকুলে অর্থাৎ কন্যার পিতৃভবনে গমন করিবেন। মধুপর্কাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা সম্পাদন পূর্ব্বক "এই কন্যাকে পুত্র-জননাদি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তোমাকে অর্পণ করিলাম" বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তাহার পর বর কন্যাকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কন্যাকে দর্শন করিয়াই তৃতীয়া (অঘোরচক্ষুরিত্যাদি) ঋক্‌টী পাঠ করিবেন।

চতুর্থ্যা সমীক্ষেত। ৪ ॥

চতুর্থী ঋক্ পাঠ করিয়া সমীক্ষণ অর্থাৎ সন্দর্শন করিবে। বর কন্যাকেই স্বয়ং ইতি পূর্ব্বে দর্শন করিয়া তৃতীয়া ঋক্ পাঠ করিয়াছেন, তখনও বধূ বরকে দর্শন করে নাই। চারিচক্ষু-সম্মিলন তখনও ঘটে নাই। এই সমীক্ষণই শুভ দৃষ্টি। পরস্পরের অবলোকন, সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন "বধ্বা দৃষ্টৌ স্বদৃষ্টিং নিপাতয়েৎ।" অর্থাৎ "সমীক্ষেত" শব্দে বধূর দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টিপাত। "স্বয়ং" শব্দ তৃতীয় সূত্রে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে বরের দেখা, এখানে বধূ-বরের দেখাদেখি। সুদর্শনের নিকট আমরা আরও শুনিতে পাই, কুশাসনে বর ও বধূ এই সময়ে উপবেশন করিয়া কুশ ধারণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, আমাদিগের দুই জনে মিলিত হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদন এবং প্রজা অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনাদি করিতে হইবে। কোনও কোনও আচার্য্য নাকি এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন। ব্যবহার এখানে বিশেষ কিছুরই প্রামাণ্য বুঝাইতেছে না। সুদর্শন মহাশয় মতের আবিষ্কর্ত্তার নামটীও প্রকাশ করেন নাই।

অঙ্গুষ্ঠেনোপমধ্যময়া চাঙ্গুল্যাদর্ভং সংগৃহ্য উত্তরেণ
যজুষা তস্যা ভ্রুবোরন্তরং সংমৃজ্য প্রতীচীনং নিরস্যেৎ। ৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠ এবং উপমধ্যমা অঙ্গুলিদ্বারা কুশ গ্রহণ করিয়া বর উত্তর অর্থাৎ পূর্ব্বব্যবহৃত মন্ত্রের পরবর্ত্তী "ইদমিদং" ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র দ্বারা বধূর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে মার্জ্জিত করিয়া ঐ কুশাকে প্রত্যগ্‌ভাবে শিরোদেশের উপরে পরিত্যাগ করিবে। উপমধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলীর নাম। "মধ্যমাসমীপে বর্ত্তত ইত্যুপমধ্যমা।" মধ্যমার নিকটে থাকে বলিয়াই ইহার নাম উপমধ্যমা। তর্জ্জনীও মধ্যমার সন্নিকটেই আছে, তাহাকে কিজন্য উপমধ্যমা বলি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৃত্তিকার মহোদয় বলিতেছেন, "অনামিকেত্যুপদেশঃ"—তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে গৃহ্যসূত্রের তাৎপর্য্য অনেকস্থলেই অগ্রাহ্য হইয়া উঠে, অতএব ব্যবহার দর্শনেই তিনি ঐরূপ উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, মনে করিতে পারি।

প্রাপ্তে নিমিত্তে উত্তরাং জপেৎ। ৬

রোদনাদি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলে উত্তরা

ঋক্ পাঠ করিতে হইবে। সেই ঋক্ "জীবাং রুদন্তি" ইত্যাদি। যদি বধূ অথবা বধূর কোনও আত্মীয় স্বজন কোনও কারণে রোদন করেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারে রোদন নিমিত্ত ঋক্ পাঠের ব্যবস্থা। সাধারণতঃ রোদনে নহে, তাৎকালিক রোদনে। সূত্রে আছে "প্রাপ্তেনিমিত্তে" অর্থাৎ নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলে। ব্যাখ্যায় বলিতে হইতেছে "রোদনাদি নিমিত্তে।" এখানে নিমিত্ত শব্দে রোদন বুঝিবার কারণ কি? এরূপ প্রশ্ন অনুসন্ধিৎসু প্রাণে উদিত হইতে পারে। তজ্জন্য আমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। মহর্ষি জৈমিনিপ্রমুখ বেদার্থনির্ণায়ক মহাজনগণ "অঙ্গাঙ্গীভাব" অর্থাৎ কে কাহার অঙ্গ, ইহা বুঝিবার জন্য শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা, এই ছয়টি প্রমাণ বলিয়াছেন। ঋক্ একটি মন্ত্র, মন্ত্র কার্য্যের অঙ্গ। কার্য্যোদ্দেশেই মন্ত্র পঠন। এখন বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক "জীবাং রুদন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রটী কোন্ কার্য্যের অঙ্গ— অর্থাৎ কোন্ কার্য্যে পঠিত হইবে। লিঙ্গ নামক প্রমাণ বলে তাহা রোদন নিমিত্তেই ব্যবহৃত হইবে। "লিঙ্গং শব্দসামর্থ্যং" শব্দের সামর্থ্যকে লিঙ্গ বলে। যে শব্দের যে পদার্থ বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, সেই কার্য্যে সেই শব্দযুক্ত মন্ত্রের ব্যবহার হইলে, তাহাকে লিঙ্গপ্রমাণে অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রয়োগ হওয়া বলা যায়। আমরা এই মন্ত্রে "রুদন্তি" শব্দের দ্বারা রোদন বুঝিয়াছি। অতএব এখানে নিমিত্ত রোদনই হওয়া উচিত। মীমাংসাশাস্ত্রে প্রবেশ না থাকিলে একথাগুলি ভালরূপে বুঝা যায় না। পাঠকমহোদয়বর্গের অবগতির জন্য আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য ইত্যাদির প্রামাণ্য এবং এইগুলির দ্বারা কিরূপে অঙ্গাঙ্গীভাব-সিদ্ধি হয়, তাহা মীমাংসাদর্শনে যথাসময়ে হিন্দু-পত্রিকায় পাঠক দেখিতে ও জানিতে পারিবেন। অধুনা আমরা তাঁহাদের জন্য আভাস ও আশ্বাস ভিন্ন অন্য কিছুই দিতে পারিলাম না। আশাকরি, পাঠকগণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিবেন।

যুগ্মান্ সমবেতান্ মন্ত্রবত উত্তরয়াদ্ভ্যঃ প্রহিণুয়াৎ। ৭

সমবেত মন্ত্রবান্ যুগ্ম তৎপরবর্ত্তি ঋক্ মন্ত্রদ্বারা জলাহরণের জন্য প্রেরণ করিবে। উত্তরা ঋক্ "ব্যাকৎকুরঃ" ইত্যাদি ঋক্। এখানে মন্ত্রবান্ পাঠাইবার উদ্দেশ্য বধূর স্নানার্থ জলাহরণ। ইহাদের দ্বারা আনীত জলের দ্বারা যে বধূর স্নান সম্পাদিত হইবে, তাহাতে সূত্রের সম্মতি আছে; ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে।

উত্তরেণ যজুষা তস্যাঃ শিরসি দর্ভেণ্ডুং নিধায় তস্মিন্নুত্তরয়া দক্ষিণং যুগচ্ছিদ্রং প্রতিষ্ঠাপ্য ছিদ্রে সুবর্ণং উত্তরয়াহন্তর্দ্ধায় উত্তরাভিঃ পঞ্চভিঃ স্নাপয়িত্বা উত্তরয়া হতেন বাসসাচ্ছাদ্য উত্তরয়া যোক্ত্রেণ সংনহ্যতি। ৮

তদনন্তর তাঁহাদের দ্বারা জল আনীত হইলে, বধূর শিরোদেশে দর্ভ অর্থাৎ কুশদ্বারা পরিকল্পিত মণ্ডল "অর্য্যম্ণো অগ্নিং" ইত্যাদি যজুর্ম্মন্ত্রদ্বারা স্থাপন করিয়া তাহার দক্ষিণ যুগচ্ছিদ্রের [illegible] স্থাপন

করিয়া (যেনস ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) সেই ছিদ্রে "শংতে হিরণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সুবর্ণ দিয়া ঐ ছিদ্র ঢাকিয়া দিয়া (জল নির্গত হইতে পারে, এরূপ ভাবে ঢাকা আবশ্যক, নচেৎ ছিদ্র একেবারে ঢাকিয়া গেলে, জল না পড়িলে স্নান করানই হইতে পারিবে না) সেই পূর্ব্বোক্ত আনীত জলদ্বারা 'হিরণ্য বর্ণা' ইত্যাদি পাঁচটী মন্ত্রদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঁচবার স্নান করাইবে। (কেহ কেহ বলেন, পাঁচ মন্ত্রের পাঠান্তে স্নান একবারই করিতে হইবে।) অতঃপর সেই স্নাতা বধূকে "পরিত্বা গির্বণো গির" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আহত অর্থাৎ অখণ্ড বস্ত্র যুগ্ম বর পরাইয়া দিবেন। (দ্বয়োর মন্ত্রযুক্ত্যা পরিধাপয়তি ইতি বৃত্তিকারঃ) তাহার পর (আচমন করাইয়া) "আশাসানা সৌমনসং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যোক্ত্র (সাধনবিশেষ) স্পর্শ করাইবে। দর্ভেন্ত্ব শব্দে কুশরচিত ইন্ত্ব অর্থাৎ মণ্ডলাকার বস্তুবিশেষ। (দর্ভৈঃ পরিকল্পিতমিন্ত্বং পরিমণ্ডলাকারমিত্যর্থঃ) প্রয়োগে অবগত হওয়া যায় "ইন্ত্বং নাম কুম্ভ ধারণার্থং তৃণপুঞ্জং" তৃণরচিতমণ্ডল অথবা তৃণপুঞ্জ, যাহাই হউক, ফলতঃ এই স্নানকার্য্যে ইন্ত্বের আবশ্যকতা। তৃণমণ্ডল মস্তকের উপর স্থাপিত হইবে এবং তৃণপুঞ্জ হইলে কুম্ভ ধারণে ব্যবহৃত হইবে। ঋষির কথায় মস্তকে স্থাপিত সচ্ছিদ্র কুশ-রচিত মণ্ডলকেই ইন্ত্ব বলিবার ইঙ্গিত আছে। অনন্তর কি করিতে হইবে, তাঁহা কথিত হইতেছে,——

অথৈনাং উত্তরয়া দক্ষিণে হস্তে [illegible]ানীয়াপরেণ অগ্নিমুদগগ্রং কটমাস্তীর্য্য তস্মিন্নুপবিশতঃ উত্তরোবরঃ।৯

তাহার পর এই বধূকে "পূষাত্বেতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণহস্তে ধারণপূর্ব্বক অগ্নির অভিমুখে আনয়ন করিবে, অগ্নির অপর দিকে উত্তরাগ্র একটী কট (মাদুর) আস্তৃত করিয়া (বিছাইয়া) বর এবং বধূ তাহাতে যুগপৎ উপবেশন করিবে। বর উত্তরদিকে, বধূ দক্ষিণ দিকে বসিবে। "উত্তরা" এই শব্দদ্বারা অবগত "পূষাত্বেতঃ" এই সূত্রটী আনয়নেই প্রযুক্ত, হস্ত ধারণে নহে। হস্তধারণ মন্ত্রবিহীন। হরদত্ত লিখিয়াছেন "হস্তগ্রহণং তূষ্ণীকেন"। অর্থাৎ হাত ধরাটী নীরবে (চুপ করিয়া) করিতে হইবে। বর-বধূর উপবেশন সম সময়ে সম্পাদিত হওয়া উচিত, একথা সূত্রে নাই। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, "যুগপদুপবিশতঃ যথোত্তরো বরঃ দক্ষিণাচ বধূঃ।" বর উত্তর দিকে অর্থাৎ বধূর উত্তরদিকে বসিবে, তাৎপর্য্যাধীন বধূ বরের দক্ষিণেই বসিল। অর্থাৎ সিদ্ধ হয় বলিয়া বধূর দক্ষিণে উপবেশন আচার্য্য মহর্ষি মহোদয় সূত্রে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। বর-বধূপবেশনেই আমাদের এসংস্কার গৃহ্যসূত্রের বিশ্রাম। (ক্রমশঃ—)

কস্যচিৎ ব্রহ্মচারিণঃ—

সদাচার—শৌচবিধি।

সদাচার সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অসাময়িক হইবেনা, কারণ কদাচার আজ কাল সর্ব্বদাই দেখিতে হইতেছে। উত্তেজনার

কারণ থাকিলে বস্তুর প্রকাশ সহজেই হইয়া পড়ে। সদাচারই ধর্ম্মের মূল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন।—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং-
স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচার-
মতন্দ্রিতঃ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত, ধর্ম্মের কারণ, অধ্যয়নাদি স্বস্ব কর্ম্মের অঙ্গ যে সদাচার, তাহা আলস্যশূন্য হইয়া একান্ত যত্নে সেবা করিবে। ঋষিরা যখন মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম পালন করিয়াও কেন অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন?

ভৃগু উত্তর দিলেন,—

অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্য চ
বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যু র্বিপ্রান্
জিঘাংসতি॥

অর্থাৎ বেদ অভ্যাস না করায়, সদাচার পরিত্যাগ করায়, সামর্থ্য থাকিলেও অবশ্য কর্ত্তব্য না করায়, অভোজ্য অন্নাদি ভোজন করায় মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা করিয়া থাকেন। সদাচার কাহাকে বলা যায়?

সাধবঃ ক্ষীণ দোষাশ্চ সচ্ছব্দঃ
সাধু বাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্ত্ু সদাচারঃ স
উচ্যতে॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত বামনপুরাণ।)

অর্থাৎ নির্দ্দোষ সাধুরা যে আচার পালন করেন, তাহা সদাচার বলিয়া কথিত হয়। কিংবা যে আচার পালন করিলে সৎ হওয়া যায়, তাহাকে সদাচার বলা যাইতে পারে।

এখা এক আপত্তি হইতে পারে যে, এক এক দেশের সাধুরা এক এক প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কাহার নিয়ম পালন করিয়া চলিব? আর্য্যশাস্ত্র যখন সকল বিধির উৎপত্তি-স্থান, তখন যে সাধু, যে স্থানে যে আচার অনুষ্ঠান করুন না কেন, সকলই শাস্ত্রসম্মত, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সকল শাস্ত্রেরই সামঞ্জস্য আছে, বিজ্ঞেরা তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। তথাপি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আচারের কিছু পার্থক্য সম্ভব এবং অজ্ঞদিগের সুবিধার জন্যই সর্ব্বজ্ঞ মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন——

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ
পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গতেন
গচ্ছন্নরিষ্যতে॥

অর্থাৎ শাস্ত্রের নানা প্রকার শাসন থাকিলেও, যে শাস্ত্রার্থ পিতৃপিতামহাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; সেই সৎপথ; সে পথে গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্ম্মে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

সদাচারের কি [illegible] প্রভাব। শাস্ত্র বলেন,——

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥ (মনু।)

অর্থাৎ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি বেদোক্ত আয়ু (শত বর্ষ), অভিমত পুত্র-পৌত্রাদি প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন; এমন কি, শরীরে অশুভ ফল সূচক অলক্ষণ থাকিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। আচার সকল অলক্ষণই নষ্ট করে।

পুনশ্চ——

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥

অর্থাৎ যে পুরুষ সদাচারসম্পন্ন, বেদে শ্রদ্ধান্বিত ও পরের দোষ কীর্ত্তন করেন না, তিনি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক শুভলক্ষণহীন হইলেও শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, এক সদাচার পালনেই বাঞ্ছিত সমস্ত ঐহিক বস্তু লাভ হয়। অতএব ধর্ম্ম-পিপাসুর ত কথাই নাই, ইহসর্ব্বস্ব নাস্তিকও সর্ব্বদা সদাচারী হইলে অশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারে। "সদাচার" বলিতে অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান বুঝায়। আমাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কার্য্যের বিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠানের নাম সদাচার। অশাস্ত্রীয় ও স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যে কোন ফল হয় না। ভগবান [illegible]—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃয্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে আহার-বিহার—এমন কি, প্রতি পদক্ষেপটি পর্য্যন্ত গুরু-বাক্য ও শাস্ত্রসম্মত হওয়ার কঠিন বিধি আছে। তদপেক্ষা অত্যধিক গুরুতর—এমন কি—গুরুতম জীবন-সংগ্রামে শিক্ষালাভ করিতে হইলে কি কোন নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই?

শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কার্য্য শৌচ। অতএব প্রথমে আমরা শৌচ-বিধির আলোচনা করিব। এক কথায় বলিতে, অশুচি ব্যক্তি সদাচারী নহে। তজ্জন্য উপনয়নের পরই আচার্য্য শিষ্যকে প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ॥ (মনু)

অর্থাৎ গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া, প্রথমতঃ তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ শিক্ষা দিবেন, পরে স্নান, আচমন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং সায়ং প্রাতঃ হোমের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিবেন; কারণ—

শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তাঃ নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।

অর্থাৎ যাহার শৌচাচার নাই, তাহার

সন্ধ্যাবন্দনাদি—পূজাদি সমস্ত কার্য্যই বিফল হয়। শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বলিয়াছেন——

ত্যাগং সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে
মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধা-
বান্ স চ মে প্রিয়ঃ॥
(স্কন্দপুরাণীয় লক্ষ্মীচরিত)

অর্থাৎ দান, সত্যপালন ও শৌচ, এই তিনটি মহাগুণ। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির এই তিনটি গুণ আছে, সেই আমার প্রিয়।

শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ এবং বহিঃ-শৌচ। অন্তঃশৌচ অর্থে ভাবশুদ্ধি, অর্থাৎ মনকে কাম-ক্রোধাদি হইতে দোষশূন্য করিয়া নির্ম্মল করণ। বাহ্যশৌচ বলিলে মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদের নখাগ্র পর্য্যন্ত শরীরের শুদ্ধি বুঝিতে হইবে। আর্য্য শাস্ত্রের বিহিত সকল কার্য্যেই প্রথমে স্থূলের অনুষ্ঠান, পরে তদ্দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্মে উপস্থিত হওয়া যায়।

প্রথমে বাহ্যশৌচ আবশ্যক। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম কার্য্য মল-মূত্র ত্যাগ। পূর্ব্বকালে বোধ হয় সকলেই মাঠে মল ত্যাগ করিতেন এবং এখনও নগর ভিন্ন প্রায় সকল গ্রামের লোকেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। সকল নগরেই এখন পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছে। অধি-কাংশ স্থলেই সে গুলি এক প্রকারের নরক বলিলে হয়। অতএব পায়খানায় যাইয়া ত্যাগ করিয়া শুচি হওয়া একান্ত আবশ্যক। শৌচের নিয়ম যথা——

উত্থায় পশ্চিমে রাত্রে তত
আচম্য চোদকং।
অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃ-
ত্য বাসসা॥
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনো-
চ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্র পুরীষন্তু শুচৌ দেশে
সমাহিতং॥
(আহ্নিকতত্ত্ব)

অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া, মুখ ধুইয়া, ঘাসের দ্বারা স্থান পরিষ্কার করিয়া, মস্তক কাপড়ের দ্বারা আবৃত করিয়া, কথা বন্ধ করিয়া, থুথু ফেলা, হাঁইতোলা প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাসের কার্য্য না করিয়া, শুচিস্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে।

তৎপরে ধৌতি কার্য্য করিবে। তাহার নিয়ম যথা——

একা লিঙ্গে গুদে তিস্র স্তথা বাম-
করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধি-
মভীপ্সতা॥ (মনু।)

অর্থাৎ বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া, লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম করে দশ বার, উভয় হস্তে সাতবার মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে। এই শ্লোকের টীকাতে কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন, যদি উপরি সংখ্যক মৃত্তিকা লেপনে দুর্গন্ধ দূর না হয়, তবে অধিক সংখ্যায় লেপন করিবে। আবার যদি অল্প সংখ্যক মৃত্তিকাতে

গন্ধ দূর হয়, তাহা হইলেও শ্লোকোক্ত সংখ্যা মত ধৌতি করিতে হইবে। তাহার কারণ আছে। কোন কোন সময় দেখা যায়, দুই তিনবার হস্ত ধৌত করিলেই হয়ত গন্ধ তখনই দূর হয় বটে, কিন্তু হস্ত শুষ্ক হইলে আবার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

পদতলেও তিনবার মৃত্তিকা দিতে হইবে, যথা——

ত্রিস্তু পাদয়োর্দেয়া শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ॥ (আহ্নিকতত্ত্ব।)

কারণ——

মেধ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমলক্ষ্মী-
কলিনাশনং।
পাদয়োর্মলমার্গানাং শৌচাধান-
মভীক্ষ্ণশঃ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত রাজবল্লভ বচন।)

অর্থাৎ পদদ্বয় ও মলনির্গমনের পথ সকল বারম্বার ধৌত করিলে মেধা ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, শরীর শুদ্ধ হয় এবং অলক্ষ্মী ও কলির প্রভাব নষ্ট হয়।

দেখা যাইতেছে, ঋষিরা মল-মূত্র ত্যাগের বড় দৃঢ় নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ কি, একবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভাবিয়া দেখুন, পায়খানার ভিতরটা কি? মল-মূত্রের সূক্ষ্ম রেণুতে পরিপূর্ণ বাতাস। কেহ তাহার মধ্যে যাইলে, সেই বাতাসে [illegible] গেল। সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল [illegible] উপরন্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসা, মুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়া সেই সকল ত্যক্ত বিষবৎ পদার্থ পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল; ইহাতে নিশ্চয়ই শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা; অতএব যতদূর সম্ভব, সেই সকল রেণু যাহাতে চর্ম্মে না লাগে এবং দ্বার সকল দিয়া শরীর মধ্যে না যায়, তাহা করা উচিত। ঋষিরা সেই ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অপবিত্র রেণু সকল ধূলি-কণার ন্যায় কেশে ও খরস্পর্শ বস্তুতে অধিক লাগিয়া যায় এবং বায়ু-মিশ্রিত বলিয়া শূন্যস্থান পাইলেই তাহাতে প্রবেশ করে। এখন দেখুন, মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ প্রত্যেক দ্বারের চতুর্দ্দিকে ও সম্মুখে কত কেশ আছে। প্রতি কেশের চারিদিকে শূন্য স্থান আছে। তাহা হইলে, পায়খানায় যাইলে, কত অপবিত্র রেণু আমাদের সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া গেল! বাস্তবিক ভাবিলে আতঙ্ক হয় এবং কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকি, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। কারণ যে পায়খানায় অধিক লোক যায়, সেখানে মল-মূত্রের সহিত কত প্রকার রোগের বীজ প্রত্যহ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সেই সকল বীজ রেণু আকারে পায়খানার বাতাসে সর্ব্বদা মিশ্রিত হইতেছে। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, সেই সকল রেণু যাহাতে কেশে ও চর্ম্মে না লাগে এবং দ্বার সকল দিয়া শরীরে প্রবেশ না করে, স্বাস্থ্যার্থে তাহাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্ব প্রযত্নে তদ্বিধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী, সর্ব্বলোকহিতকামী ঋষিরা

স্থূলদর্শীদিগের জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, কাপড় দিয়া মস্তক বেষ্টন করিবে, এমন কি, অবগুণ্ঠন করিবে। ইহাতে দূষিত রেণু সমূহ লগ্ন হইবার প্রধান স্থান মস্তকের কেশ ও উপরিস্থ ইন্দ্রিয়-দ্বারগুলি বন্ধ হইল। আবার বলিয়াছেন, কথা কহিবেনা' এবং থুথু কিংবা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না। বুকের মধ্যে বাতাস শূন্য হইলেই তাহা পূরণের জন্য তৎক্ষণাৎ তথায় বেগে বায়ু প্রবেশ করে। কথা বলা, থুথু ফেলা, হাই তোলা, হাঁচি প্রভৃতি সকল কার্য্যেই বেগে শ্বাস বহির্গত হইয়া যায়; সুতরাং পূরণের জন্য মুখ ও নাসিকা দিয়া বেগে বায়ু বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে। এখন পায়খানায় কথা কহিলে বা থুথু ফেলিলে, কত মল-কণা মুখ ও নাসা দিয়া শরীরে প্রবেশ করে, একবার চিন্তা করুন। বাস্তবিক তাহাতে বিষ্ঠা ভোজনই হইল! তবে দ্বার সকলের মুখে কেশ থাকাতে, অনেক কণা তাহাতে বাধিয়া যায় এবং শীঘ্র ভিতরে যাইতে পারেনা। এই জন্য মলত্যাগ কালে কাপড় দিয়া মাথা, কাণ ঢাকিয়া, মুখ ও নাসিকার সম্মুখে তিন চারি পুরু কাপড় হাত দিয়া ধারণ করা উচিত এবং বাহিরে আসিয়া হস্তপদে মৃদ্বারি লেপনের পর মুখমণ্ডল উত্তম করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত ও বারম্বার কুলি করিতে হইবে।

আমার বোধ হইতেছে, যেন কলেজের কোন নব্য যুবা উৎসাহ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "তবে ত জুতা, মোজা, জামা পরিয়া পায়খানায় যাওয়া ভাল"। আমি বলি, বিচার করিয়া দেখ, তাহা ভাল নহে। প্রতিবার পায়খানা হইতে আসিয়া সমস্ত পোষাক ধৌত করিতে হইবে; অর্থাৎ পায়খানায় যাওয়ার জন্য এক প্রস্থ পোষাক আবশ্যক। বাড়ীর সমস্ত লোকের ঐ রূপ এক এক প্রস্থ করিয়া পোষাক রাখা বড় সামান্য কথা নহে। পোষাক আবার শীঘ্র শুষ্ক হয় না, বর্ষাকালে হয়ত সমস্ত দিনেও শুষ্ক না হইতে পারে। অতএব পায়খানার জন্য ২।৩ প্রস্থ স্বতন্ত্র পোষাক প্রত্যেকের রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা রাখিলেই বা লাভ কি? যে গুহ্য স্থান সকলে মৃত্তিকা ও বারি লেপন আবশ্যক, পোষাকে তাহার নিবারণ হইতেছে না, কেবল পদতলের ৩ বার ধৌতিটা বাঁচিতেছে। এখন বিচার করিয়া দেখা যায়, বিনা পয়সায় তিনবার জল মাটি দিয়া ধৌত করা ভাল, কি ২।৩ প্রস্ত পোষাক রাখা ভাল? আর সাধারণ লোকে (দরিদ্রের ত কথাই নাই) কি সেই পোষাক প্রত্যেকে রাখিতে সমর্থ? আর্য্যশাস্ত্রোক্ত সকল কার্য্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যতদূর সম্ভব, অভাব দূর হয় ও পরের অধীন না হইতে হয়, তাহা করা। তাহা হইলে, আত্মচিন্তনের অবসর পাওয়া যায় ও সুখ লাভ হয়। পোষাক করিয়া কত অভাব বৃদ্ধি করিতে হয় ও পরের অধীন হইতে হয়, একবার ভাব দেখি। বরং তাহাতে সেই পরিমাণ তোমার দুঃখ ও অশান্তিরই বৃদ্ধি হইল। যদি পোষাক ধৌত না কর, তবে পায়খানার যত মল-রেণু সব আনিলে এবং

সকল পোষাক একত্র হইলে, ক্রমে বাসের ঘর পায়খানা হইল! আজ কাল দেশ-ব্যাপী অস্বাস্থ্যতার ইহা একটী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

দুর্গন্ধ নিবারণ ও মল-মূত্রের কথা সর্ব্বদা ধৌত করা কত উপকারী, সুতরাং আবশ্যক, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতার প্লেগ রোগেতে গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তম বুঝিতে পারা-গিয়াছে। বাড়ীর সমস্ত নর্দ্দামা ও পায়খানা সর্ব্বদা চূণ, আলকাতরা, রসকর্প্পূর প্রভৃতি গন্ধ ও রোগবীজ নাশক দ্রব্য দ্বারা ধৌত করার আজ্ঞা হইয়াছিল। আমাদের এই বিকারযুক্ত শরীর ইইতে ৯। ১০ টি দ্বার দিয়া অনবরত মলক্ষরণ হইতেছে। অতএব স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি শুচি থাকিয়া এই শরীর সর্ব্বদা পরিস্কার রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমাদের অদৃষ্টগুণে ইদানীং ভারতবর্ষে নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ডেঙ্গু, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি, প্লেগ, এই সকল বিদেশীয় রোগ জাহাজ করিয়া এই দেশে আসিয়াছে। জাহাজে যাতায়াত অনেকদিন হইতে হইয়াছে, কিন্তু রোগের আগমন এতদিন তত ছিল না। প্লেগ ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত নানা স্থানে দেখাগিয়াছে; সকল স্থানেই অল্প মাত্রায় হইয়াই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বোম্বাইকে যেমন ছারখার ও কলিকাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। আমার বোধ হয়, আমাদের শরীর রোগের বীজ [illegible] ভূমি হইয়াছে, নতুবা ভারতবর্ষে রোগ আসিলেই থাকিয়া যাইতেছে কেন? উপযুক্ত সরস ভূমি পাইলেই বীজের তথায় অঙ্কুর হয়। অনেকে জানেন যে, বাতাসে নানা প্রকার পীড়ার বীজ সর্ব্বদা বেড়াইতেছে, অনুকূল শরীর পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করে। শৌচাচার-বিহীন হইয়া আমাদের শরীর দিন দিন পীড়ার উত্তম আবাস স্থান হইতেছে। কারণ তাহাতে সত্ত্বগুণের হ্রাস করিয়া তমোগুণের বৃদ্ধি করিতেছে। তমোরূপী শ্লেষ্মা শরীরকে সরস করিয়া রোগ-বীজের পোষণ ও অঙ্কুর জন্মাইতেছে। শাস্ত্রীয় শৌচ দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়াগিয়াছে। অসংযমী উদরসর্ব্বস্ব হওয়ায়, এখন পায়-খানার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করিতে হয়। কতবার বিধিরক্ষা করিবে? এখন সকলেই এক প্রকার রোগী বলিলেই হয়। "আতুরে নিয়মো নাস্তি"। বিধি সকল সুস্থ ব্যক্তির জন্য এবং তাহা রক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যক।

কেবল শীতল জল একটী উত্তম দুর্গন্ধ-নিবারক বস্তু। শীতল জলে গন্ধ আকর্ষণ করে। সম্প্রতি আমেরিকার একখানি চিকিৎসা-পত্রে এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার অনুবাদ এই—"বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রভাবে আজ কাল নানা প্রকার দুর্গন্ধ-নিবারক ও রোগের বীজনাশক পদার্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে যাইয়া আমরা অনেক পুরাতন অথচ বাস্তবিক উপকারী এবং সুলভ দ্রব্য সকলের কথা ভুলিয়া

যাই—যেমন শীতল জল। সকলেরই জানা উচিত যে, শীতল জলে গ্যাস (gas) অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাই যে সকল গৃহে বায়ু সহজে যাতায়াত করিতে পারে না, সেই সকল স্থান উত্তম করিয়া ধৌত করা উচিত। (Medical Envoy) অতএব শৌচকার্য্যে প্রভৃত জল ব্যবহার কত উপকারী! সর্ব্বদাই দেখা যায়, কোন দুর্গন্ধময় স্থানের ভিতর দিয়া আসিলে বোধ হয় যেন মুখ ও নাসিকাতে সেই গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। সেই সময় শীতল জলের দ্বারা মুখ ও নাসিকা ধুইয়া দুই একবার কুলি করিলে আর গন্ধ অনুভব হয় না, অর্থাৎ শীতল জল সেই গন্ধ আকর্ষণ করিয়া লইল।

শুষ্ক মৃত্তিকা যে অতি উত্তম ও সুলভ দুর্গন্ধনিবারক বস্তু, তাহা সকলেরই জানা উচিত। কোন পচা বস্তুকে মাটি চাপা দিলে আর তাহার দুর্গন্ধ জানিতে পারা যায় না। কোন কোন জেলখানায় গভর্ণমেণ্ট-বিধি আছে যে, চোরেরা মলত্যাগ করিয়া তাহা শুষ্ক ও চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে। প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্ববেত্তা ডাঃ পার্কস্ (Dr. Parkes) তাঁহার পুস্তকে (Practical Hygiene) দুর্গন্ধনিবারক পদার্থের মধ্যে শুষ্ক মৃত্তিকার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বলিতে পার, কার্বলিক এসিড্ (Carbolic acid) রসকর্পূর, ফিনাইল (Phenile) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধনিবারক বস্তুর একবার প্রয়োগেই যখন সমস্ত গন্ধ দূর হইতে পারে, তখন কেন ১০ দশ বার মাটি লেপন করিয়া সময় নষ্ট করি? এই আপত্তি বড় দুর্ব্বল। প্রথমতঃ উহারা প্রত্যেকেই বিষ, নিত্য ব্যবহারে পরিণামে নানা প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে, এবং ঘরে রাখাও নিরাপদ নহে, ভ্রমক্রমে কেহ খাইলে আশু প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। ২য়তঃ ব্যয়সাধ্য ও কষ্টলভ্য—ডিস্‌পেন্সারি ভিন্ন কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

আজ কাল শৌচকার্য্যে অনেকে সাবান (Soap) ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাও ভাল নয়। প্রথমতঃ উহা ব্যয়সাধ্য। সাধারণতঃ সস্তা যে সকল সোপ্ বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাদের সর্ব্বদা দীর্ঘ ব্যবহারে বর্ণের হানি হয়। ভাল সোপের অনেক মূল্য—এ দরিদ্র দেশে কখনই তাহার প্রচলন হওয়া উচিত নহে। ২য়তঃ—এক সাবান অনেকবার ব্যবহার করিলে, কিম্বা এক জলে তাহা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করিলে শুচি হওয়া হইল না, কারণ অশুচি দ্রব্য বারম্বার ব্যবহার করিতে হইল। পায়খানার মধ্যে প্রত্যেকে এক একখানি সোপ রাখা অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য।

অতএব শৌচকার্য্যে শীতল জল ও শুষ্ক মৃত্তিকা যেমন উপযোগী, তেমনই অনায়াসলভ্য ও ব্যয়শূন্য। ঋষিদিগের ব্যবস্থা কি সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ, অনায়াসসাধ্য ও সর্ব্বজন-উপযোগী, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা এই বিচার করিলাম, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শীতল জল ও মৃত্তিকার হয়ত আরও নানা গুণ থাকিতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য, প্রত্যহ নিত্যকার্য্যের অধিকারী হইতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়ম

পালন করা উচিত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া, বেগ হইলে, মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে। বিধি পূর্ব্বক মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথা স্থান ধৌত করিয়া দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য; তৎপরে প্রাতঃস্নান করিতে হইবে। যাঁহারা প্রাতঃস্নান করিতে অসমর্থ, তাঁহারা অশিরস্ক স্নান করিবেন, অর্থাৎ ২।৩ ঘটি শীতল বা উষ্ণ জল বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঢালিয়া দিবেন, তাহাতে মস্তক ভিন্ন সমস্ত, শরীর এক প্রকার ধৌত হইবে। তাহাও যাঁহার সহ্য হয় না, তিনি ভিজা গামছা দিয়া মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিবেন এবং ধৌত বা পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীসত্যজীবন লাহিড়ী।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৩য়)

১২। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।

১৩। বিকারশব্দান্নেতি চেন্নপ্রাচুর্য্যাৎ।

১৪। তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ।

১৫। মন্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে।

১৬। নেতরোঽনুপপত্তেঃ।

১৭। ভেদব্যপদেশাচ্চ।

১৮। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা।

১৯। অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি

১২। ব্রহ্ম বোধার্থে "আনন্দ" পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতু "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা।

১৩। "আনন্দময়" শব্দের "ময়" প্রত্যয়টি বিকারার্থে প্রযুক্ত নহে, পরন্তু প্রাচুর্য্য বা পূর্ণত্ব অর্থেই প্রযুক্ত।

১৪। "আনন্দময়" পদের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত, যেহেতু ব্রহ্মই আনন্দের মূল কারণ বলিয়া উক্ত।

১৫। আনন্দময়ই ব্রহ্ম; কারণ বেদের মন্ত্রভাগে যে ব্রহ্ম বর্ণিত, ব্রাহ্মণভাগেও সেই ব্রহ্মই গীত।

১৬। ব্যক্তিগত জীবাত্মাও ইহার লক্ষ্য নহে; কারণ তাহাতে সিদ্ধান্তপক্ষে অনুপপত্তি উপস্থিত হয়।

১৭। পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য উক্ত থাকায়, "আনন্দময়" কদাপি জীবাত্মা নহেন।

১৮। আনন্দময়ে কামবত্তার অস্তিত্ব উক্ত হওয়ায়, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ-সিদ্ধান্তও অপ্রতিপন্ন।

১৯। আনন্দময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন শ্রুতি-সিদ্ধান্ত সম্মত।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, পঞ্চকোষগত ভাবে আত্মা পঞ্চভাবে লক্ষিত হন যথা অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়; অর্থাৎ অন্নগত আত্মা, প্রাণবায়ুগত আত্মা, মনোগত আত্মা, বুদ্ধিগত আত্মা ও আনন্দগত আত্মা। যদিও এই অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি,

এই চারিটীই আত্মার বাহ্য পরিচ্ছদ বা বাহ্যস্তর, কিন্তু আমাদের মোহমুগ্ধ চিত্তের স্বভাবই এই যে, আমরা ঐ সমস্তকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সর্ব্বদা আত্মার যন্ত্রস্বরূপ অন্তর্ব্বোধকেই ভ্রমবশতঃ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি। ফলে আনন্দময়ই প্রকৃত আত্মা।

আনন্দময় কোষাত্মক আত্মাই পরব্রহ্ম, অথবা অন্নময়াদি কোষাত্মক আত্মার ন্যায় তাহা হইতে কিঞ্চিদ্বিভিন্ন, এই বিষয়ের বিচারই ১২শ সূত্রের বিষয়। ফলে পরমাত্মার নির্দ্দেশ-সূচনায় "আনন্দ" পদ পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায়, ইহা পরব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নহে।

"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩৬) ইত্যাদি ঔপনিষদী শ্রুতি এবং এইরূপ সমতাৎপর্য্যসূচিকা অন্যান্য শ্রুতিও "আনন্দ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছেন। মানুষ সাধারণতঃ অন্নময় স্থূল শরীর বা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরকেই অসাধক অবস্থায় আত্মা বলিয়া বুঝিয়া বসে, সুতরাং ঔপনিষদী শিক্ষাও মানব-প্রকৃতির স্বতঃ অনুগতি অনুসারে ক্রমশঃ সাধককে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উপনীত করে। ঔপনিষদী বাক্যাবলী ব্রহ্মরহস্য-ভেদিনী, ব্রহ্ম বিদ্যা-বোধিনী বা ব্রহ্মবার্ত্তা-বাহিনী; সাধককে তাহার স্ববোধানুরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উপহার দেওয়াই তাঁহার কার্য্য; সুতরাং মানবীয় অধিকার-ক্রমের অনুবর্ত্তনে তিনিও ব্রহ্ম-বোধন-বিষয়ে আদৌ স্থূল জড়াত্মা হইতে আরম্ভ করেন। যদিও উহা বাস্তব আত্মা নহে, তথাপি স্থূল ভেদ করিয়া সূক্ষ্মে সঞ্চরণই আত্মানুসন্ধানের ক্রম। সুতরাং স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মান্তরে বা ক্রমসূক্ষ্মে অগ্রসর হইতে হইতে চরম পরিণামে সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত ভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র অরুন্ধতী-নক্ষত্রকে দেখাইতে হইলে, তোমাকে তৎপার্শ্ববর্ত্তী বশিষ্ঠ নামক একটী উজ্জ্বল বড় নক্ষত্রকে (তাহাই যেন অরুন্ধতী, এই ভাবে) অগ্রে দেখাইয়া, পরে তন্নিকটস্থ যথার্থ অরুন্ধতী-বিন্দু দেখাইতে হইবে।

যদি প্রতিপক্ষবাদী এইরূপ তর্ক উপস্থিত করেন যে, "তস্যপ্রিয়মেব শিরঃ" আনন্দই তাঁহার মস্তক, ইত্যাদি বাক্যে আনন্দময় পরমাত্মা নির্দ্দেশিত হইতে পারেন না, কারণ তিনি হর্ষ-বিষাদের অস্পৃশ্য বা অতীত। এ স্থলে তদুত্তর স্বরূপ এই বলা যায় যে, উহা কেবল সৌষ্ঠবরক্ষার্থ রূপক কল্পনা মাত্র। এই আনন্দময় আত্মতত্ত্বেও একটী শরীর বা কোষ আরোপিত হইয়াছে। যেহেতু বেদান্তোক্ত ঐ সমস্ত কোষ বা শরীর-পরম্পরার অন্যতম রূপেই এই আনন্দময় কোষও কল্পিত হইয়াছে। উক্ত কোষ-পরম্পরার আরম্ভ অন্নময়কোষে অর্থাৎ অন্ন-পরিণাম-গঠিত ভৌতিক শরীরে এবং চরম বা পরম পরিণতি এই আনন্দময় বা প্রকৃতআত্মময় কোষে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১৩শ সূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে, যদিও অন্নময়, প্রাণময় ইত্যাদি পদে 'ময়' প্রত্যয় বিকারার্থেই প্রযুক্ত বুঝায়, কিন্তু আনন্দময়ের "ময়" পূর্ণার্থেই প্রযুক্ত; ব্রহ্ম আনন্দময়, কারণ অনন্ত আনন্দেই তাঁহার সর্ব্বময় সত্তার সংপূর্ণতা! শ্রুতি বলেন "পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম"।

১৪শ সূত্রে ইহাই সুব্যক্ত যে—"আনন্দময়" শব্দের "ময়" পূর্ণার্থকই বটে, যেহেতু শ্রুতি "এবহ্যেবানন্দয়াতি" প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মকেই আনন্দের মূল উৎস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব যিনি আনন্দমূলাধার, আনন্দের অভাব বা অপূর্ণতা তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে? তিনি স্বরূপলক্ষণে পূর্ণানন্দসত্তাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৫শ সূত্রে অপর একটী যুক্তিবাদ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "আনন্দময়" পদে ব্রহ্মই বাচ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।১) বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ব্রহ্মজ্ঞ জন পরমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরের মন্ত্রেই বলিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।" অতঃপর শ্রুতি বুঝাইয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্ব এই ব্রহ্ম হইতে বিকাশিত। তৎপর অধিকতর সমীচীন ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধনার্থে "অন্নময়কোষ" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিজ্ঞানময় কোষ" পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বের বাহ্য চতুঃস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশেষে মন্ত্রে যে ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই পরব্রহ্মই "ব্রাহ্মণে "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত বাহ্য চতুষ্কোষাত্মক আত্মা হইতে অতিক্রান্ত বা অতীত অন্তরাত্মা আনন্দময় কোষাত্মক, এই বলিয়া গীত হইতেছেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উভয় ভাগের বাক্যাবলীই পরব্রহ্ম-প্রমাণিকা।

যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, পরবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মাতিরিক্ত অন্যবিধ আত্মা আভাষিত হইয়াছেন, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয়; কারণ তাহা হইলে

শ্রুতিবাক্যের মূল আলোচ্য বিষয়টিই বিপর্যস্ত হইয়া যায়;" তাহা হইলে শ্রুতিকে এক নূতন অভিধেয় বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। ফলে আনন্দময় আত্মাতিরিক্ত অন্য আত্মার অস্তিত্বই অসিদ্ধ; অতএব আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।

আনন্দই ব্রহ্ম, ইতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
আনন্দ-সম্ভূত সর্ব্বভূত সুনিশ্চয়॥
আনন্দে সঞ্জাত ভূত আনন্দে জীবিত।
চরমে পরমগতি আনন্দে মিলিত॥
ব্রহ্মবিদ্যা এই ভার্গবী বারুণী।
পরম ব্যোমেতে প্রতিষ্ঠিতা ইনি॥

অর্থাৎ যিনি ভৃগুনন্দনের উপরোক্ত এই আনন্দ-ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিজ্ঞাত হন, তিনি পরব্যোমে (অন্তরাকাশে, ফলিতার্থে অন্তরাত্মায়) প্রতিষ্ঠিত হন। এতাবতা "আনন্দময়" আত্মাই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

১৬শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, "আনন্দময়" আত্মা ব্যক্তিগত জীবাত্মা নহে। শ্রুতি বলেন—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" (তৈঃ উঃ ২।৬)

'বহু হয়ে জনমিব' এই ইচ্ছা করি,
আত্মতপে তপ্ত হয়ে সপ্ত স্ব ধরি,
এ সমস্ত যাহা কিছু—(অখিল ভুবন)
স্বইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিলা সৃজন।

এই বিশ্ব-সৃষ্টি-বিধায়িনী শক্তির অসাধারণ স্বাভাবিক বিশেষত্ব পরমাত্মা ব্যতীত কোন সোপাধিক জীবাত্মায় সম্ভবে না।

১৭শ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, নিরুপাধিক পরমাত্মা ও সোপাধিক জীবাত্মার লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য শ্রুতিবাক্যে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশিত থাকায়, পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মা কদাপি "আনন্দময়" আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন না। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বুঝাইতেছেন যে, "আনন্দময়" আত্মা রসস্বরূপ; সেই রসাস্বাদ-সাধনাতেই জীবের আনন্দলাভ হয়। অতএব সেই আস্বাদিত বা বিদিত রসস্বরূপই পরমাত্মা এবং আস্বাদক বা বেত্তাই জীবাত্মা। যদিও তত্ত্বতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন, তথাপি যতদিন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা অবিদূরিত, ততদিন পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক্‌রূপেই প্রতীত। সুতরাং জীবাত্মা অবাধ অখণ্ড সত্তা-গৌরবে পরাত্মা হইতে পরমার্থতঃ প্রভিন্ন না হইলেও, জীবের মায়া-মোহ-ভ্রান্তির শান্তি পর্য্যন্ত প্রভিন্ন প্রতীয়মান হইবেই। ১৬শ ও ১৭শ—উভয় সূত্রেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য সুপ্রচারিত হইয়াছে।

১৮শ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেস্থলে "ইচ্ছাদির দ্বারাই ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং তাহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণত্ব, সেস্থলে ব্রহ্মই "আনন্দময়" হইতে পারেন, কিন্তু সাংখ্যোক্ত ইচ্ছাদি অন্তর্বৃত্তিশূন্য অচেতনা জড়া প্রকৃতি বা প্রধান কদাচ হইতে পারে না।

শ্রুতি বলেন,—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ উঃ ২।৬) জড়া প্রকৃতিতে কামনা সম্ভবে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেই সম্ভবে। যদিও শ্রুতিবাক্য-বিচারে সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ববাদ ইতঃপূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাও তদুদ্দেশ্য-পোষক একটি অতিরিক্ত যুক্তিবাদ বলা যাইতে পারে।

১৯শ সূত্রের তাৎপর্য্য আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, "আনন্দময়" আত্মা প্রধানও হইতে পারেন না, ব্যক্তিগত জীবাত্মাও হইতে পারেন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবাত্মা "আনন্দময়" পরমাত্মার সম্মিলন লাভ করেন।

শ্রুতি বলেন,—

"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" (তৈঃ উঃ ২।৭)

অশরীরী, অনির্দ্দেশ্য, অদৃশ্য ও অবিশেষ্য
আত্মায় অভয়-স্থিতি যার,
সেইত অভয় পায়; বিন্দু-ভেদ-বোধে হায়!
ভয়ের কারণ ঘটে তার।

দ্বৈতজ্ঞানের রাজ্যেই এই ভয়ের অধিকার। দ্বৈতজ্ঞানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়েরও তিরোধান হয়; কারণ তখন কে আর কাহাকে ভয় করিবে? এক্ষণে কথা এই, ইতঃপূর্ব্বেই যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সাংখ্যমতানুসারেও প্রধানের সহিত জীবাত্মার চির পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট, সেরূপে এতদুভয়ের অভিন্নত্ব বা একত্ব একান্তই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। অতএব যখন শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জীবাত্মা ও আনন্দময় আত্মার অভিন্নত্ব বা সম্মিলন সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তখন উক্ত "আনন্দময়" আত্মা অবশ্যই পরমাত্মা বা ব্রহ্মই বটেন।

উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাৎপর্য্যতঃ ইহাই অববোধিত হয় যে, যিনি অখণ্ড মায়া-জ্ঞান-দ্বারা "আনন্দময়" আত্মায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই তৎসহ অভেদ-মিলন-লাভে মোক্ষপদের অধিকারী হন।

জীবাত্মা আর কিছুই নহে, উপাধ্যবচ্ছিন্ন পরমাত্মা। যেমন "ঘটাকাশ" ঘট ভাঙ্গিলেই মহাকাশ, তেমনই জীবোপাধি বা জীবত্ব ঘট ভাঙ্গিলেও জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত বা প্রলীন।

অজ্ঞ জনেরা স্বভাবতঃ এই ভয়ে ভীত হয় যে, পাছে তাহাদের জীবাভিমান-সর্ব্বস্ব ক্ষুদ্র আমিত্বটুকু হারাইয়া যায়! তাহার সাধ্য ক্ষুদ্র আমিত্বটুকুরই যেন অস্তিত্ব আছে, আর অনন্তস্বরূপতাই যেন অস্তিত্বশূন্যতা বা শূন্যে বিলীনতা! জীবনের দৈনন্দিন সামান্য ব্যাপারেও মানব উদার সমবেদনা ও উন্নতলক্ষ্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত ভাব বা ব্যবহারকে হেয় জ্ঞান করে। অতএব এরূপ ধারণা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয় যে, মানবের আত্মোন্নতি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সীমায়ই আবদ্ধ থাকিবে, উহা চরম ও পরম লক্ষ্যে পঁহুছিবে না! তোমার সংকীর্ণ আমিত্বে

গণ্ডী ভেদ কর, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার উদার আশ্রয় অবলম্বন কর। তোমার ব্যক্তিগত আমিত্ব বা আত্মস্বরূপ ভঙ্গপ্রবণ, উহা অচিরেই ভগ্ন হয়; কিন্তু সত্য কখনও ভগ্ন হয় না; অতএব সত্যের শরণ লও—সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। তোমার সর্ব্বভয়ের হেতু তোমার ক্ষুদ্র আমিত্বে নিহিত। বিশ্ব-সাম্য-সাগরে তোমার ক্ষুদ্র আমিত্ব বিসর্জ্জন কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মায় আত্মসমর্পণ কর; আর শোক-মোহ-ভয়ের ভয় থাকিবে না। ইহাই নিত্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। ইহা অনন্ত—অক্ষয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ——

সাধন-পঞ্চকম্।

বেদোনিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং, তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্।

পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভব-সুখে দোষোহনুসন্ধীয়তাম্, আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজ গৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাং। ১

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্। শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংত্যজ্যতাম্। সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাম্। ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্। ২

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম। দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্। ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাম্। দেহেঽহম্মতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্। ৩

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং বিধিবশাৎপ্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্। শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং নতু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্। ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপা-নৈষ্ঠুর্য্য মুৎসৃজ্যতাম্। ৪

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্—পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাম্। প্রারব্ধংত্বিহ ভুজ্যতাং অথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্। ৫

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ, সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য, তদাশু সংসৃতি-দাবানল-তীব্র-ঘোর-তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতি প্রসাদাৎ।

ছায়ানুবাদ।

বেদ অধ্যয়ন কর অনুক্ষণ—
সদা রাখ মন করিতে পালন—
বেদ মত কর্ম্ম, (সেই সার ধর্ম্ম)
কর্ম্ম দিয়া কর ঈশ-সন্তোষণ।
কাম্যকর্ম্ম-মতি কর পরিত্যাগ।
অপহৃত কর যত পাপভাগ
সংসারের সুখে করিয়া বিচার,
দোষানুসন্ধান কর বারম্বার।
আত্মইচ্ছা ব্যবসায়,
কর, (ত্যজি মমতায়)
বাহির স্বগৃহ হ'তে হওহে সত্বর। ১
সাধুসঙ্গ কর সদা,
দৃঢ় ভক্তি কর ভগবানে।

শান্তি আদি পরিচিত
হ'ক্, ত্যাগ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।—
কর হে সুনীরত্‌ব,
জানি দৃঢ় রক্ষক তাহার।
জ্ঞানবান-কাছে যাও,
রাখি যত্নে পাদুকা মাথায়,
প্রতিদিন সেবহ সে গুরু-পাদুকায়।
ব্রহ্মতত্ত্ব করহ সন্ধান,
একমনে করি প্রণিধান,
শুন সদা বেদান্ত-বিজ্ঞান॥ ২

মহাবাক্য "তত্ত্বমসি"—নাশিতে অজ্ঞানরাশি,
কর তার তাৎপর্য্য বিচার।
অটল বেদান্তপক্ষ, তাহাতে করিয়া লক্ষ্য,
আশ্রয় লওহে তুমি তার।
কর্কশ কুতর্ক যত, কর ত্যাগ, শ্রুতিমত-
তর্ক মনে খুঁজ অনিবার।
(অনাদি অনন্ত শুদ্ধ নিরীহ অপাপবিদ্ধ)
"ব্রহ্মআমি" ভাব এই সার।
গর্ব্ব কর পরিহার, দেহে "আমি" ও "আমার"
এই মতি ত্যজহ সত্বরে।
কভু বুধগণ সনে, বাদ বিতণ্ডা ভ্রমে,
করিওনা মন, ত্যজ তারে॥ ৩

ক্ষুধা নামে আছে ব্যাধি ভয়ানক,
করে যদি আক্রমণ,
ভিক্ষা নামে তার অব্যর্থ ঔষধ,
তখনি কর সেবন।
সুস্বাদু ভোজন কভু অন্বেষণ,
ক'রোনা ভ্রমের বশে।
শুধু দৈববলে যা পাবে যেকালে,
তাতেই রবে সন্তোষে।
শীত উষ্ণ আদি সহি নিরবধি
অধীর হবেনা তায়।
(তত্ত্বকথা ভিন্ন বৃথা বাক্য ত্যজ)
কভু উচ্চারণ করনা তায়।
ঔদাসীন্যে কর অভিলাষ; জনে কৃপা,
নিষ্ঠুরতা, ছাড়হ উভয়॥ ৪।

নিরজনে সঙ্গোপনে, করহে পরম সুখে
অবস্থান।
পরাৎপর নারায়ণে, যোগে কর স্বীয় চিত্ত
সমাধান॥
পূর্ণতম পরমাত্মা, বিশ্ব তাহে কল্পিত —
বাধিত —
দেখ, কভু বিনাশিত, পূর্ব্বকর্ম্ম যত
রাশীকৃত॥
জ্ঞানবলে হয়ে বলী, পরকর্ম্মে লিপ্ত
না হইও।
প্রারব্ধের ভোগ কর, ব্রহ্মরূপে স্থির
রহিও॥ ৫।

যে মানব প্রতিদিন এই পুণ্যশ্লোক
"সাধনপঞ্চক" নাম করয়ে পঠন,
অথবা যে চিন্তা করে স্থিরভাবে সদা,
সত্বর সে সংসারের তীব্র দাবানল-
সম-ঘোর-তাপ-শান্তি সুখে প্রাপ্ত হয়
(জ্ঞানের গরিমা গুণে) চৈতন্য প্রসাদে॥

(কস্যচিদ্ দাসস্য।)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং
প্রসারণং গমনমিতিকর্ম্মাণি ।৭॥

অনুবাদ।— কর্ম্মপদার্থ পাঁচ প্রকার, যথা—
উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও
গমন।

বিশদব্যাখ্যা।—উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপের নাম উত্‌ক্ষেপণ। হস্তস্থিত লোষ্ট্রকে যখন উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত করা হয়, তখন মনুষ্যের প্রযত্ন হইতে হস্তে যে ক্রিয়া জন্মে, ঐ জাতীয় ক্রিয়াকে উত্‌ক্ষেপণ বলে। ঐরূপ অধোভাগে নিক্ষেপের নাম অবক্ষেপণ। উদুখলে (তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার পাত্র বিশেষে) ধান্যাদি সংস্থাপন করিয়া তুষবিমুক্তির নিমিত্ত তাহাতে উত্তোলিত মুষলকে পাতিত করিতে যত্নশীল পুরুষের হস্তে যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ঐ জাতীয় কর্ম্মই অবক্ষেপণ পদের প্রতিপাদ্য। বালকেরা বল খেলিবার সময় সমতল ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঐ বলকে যখন সমভাবে ক্ষেপণ করে, তখন ঐ ক্ষেপণকে সমক্ষেপণ বলাযাইতে পারে। কিন্তু এই সমক্ষেপণ অতিরিক্ত ক্রিয়া নহে, উল্লিখিত অবক্ষেপণের অন্তর্গত; ফলে উৎক্ষেপণ ব্যতীত ক্ষেপণমাত্রই অবক্ষেপণ বলিতে হইবে। প্রসারিত বস্তুর সঙ্কোচ-ক্রিয়া আকুঞ্চন এবং সঙ্কোচিত পদার্থের বিস্তারণকে প্রসারণ বলে। ফুল সকল যখন বিকশিত, তখন তাহাদের দলের প্রসারণ হয় এবং পুনরায় পর্য্যুষিত হইলে দল সকল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ঐরূপ পরিধেয় বস্ত্রাদিকে আমরা কখন প্রসারিত—কখনবা আকুঞ্চিত করিয়া থাকি। এই আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়াদ্বারা পদার্থের আরম্ভক সংযোগের নাশ হয় না। তন্তু হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় তন্তু সমূহের পরস্পর যে সংযোগ হইতে বস্ত্র জন্মে, ঐ সকল সংযোগকে বস্ত্রের আরম্ভক সংযোগ বলে। এই আরম্ভক সংযোগ সকল বিদ্যমান থাকিতেই বস্ত্রকে কদাচিৎ আকুঞ্চিত কখনবা প্রসারিত করা হয়। যে ক্রিয়াদ্বারা বস্তুতঃ দ্রব্যের আরম্ভক সংযোগের নাশ হইয়া যায়, তাহা আকুঞ্চন বা প্রসারণ পদের প্রতিপাদ্য নহে। একারণ দুগ্ধ রাশিকে উত্তাপদ্বারা ঘনীভূত করিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিলে, তাহাতে "আকুঞ্চিত" শব্দের ব্যবহার হয়না এবং ঐ ঘনীভূত অংশকে পুনর্ব্বার জল-সংমিশ্রণে দ্রবীভূত করিলেও উহা প্রসারিত বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে না। উত্‌ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ ব্যতীত অন্য চলন মাত্রকেই গমন বলে। সাধারণতঃ গমন বলিলে আমরা পাদ বিক্ষেপ করাই বুঝি, কিন্তু রথ, শকট, নৌকা প্রভৃতির চলন স্থলেও 'যাইতেছে' প্রভৃতি পদের ব্যবহার হইতেছে; সুতরাং একমাত্র পাদবিক্ষেপই গমন পদের প্রতিপাদ্য নহে।

কেহ কেহ কর্ম্ম পদার্থকে দশভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে সূত্রে উল্লিখিত উত্‌ক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটী ক্রিয়া ব্যতীত ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন নামক আরও পাঁচটী কর্ম্মপদার্থ রহিয়াছে।

ভ্রমণ—কুলাল-চক্রাদির ঘূর্ণন। রেচন—অভ্যন্তর হইতে তরল পদার্থের বহির্গমন। স্যন্দন—ক্ষরণ। উর্দ্ধজ্বলন—প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার উর্দ্ধদিকে উত্থিতি। তির্য্যগ্‌গমন—সর্পাদির বক্রভাবে গমন। উত্‌ক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব, আকুঞ্চনত্ব, প্রসারণত্ব ও গমনত্বের ন্যায় ভ্রমণত্ব, রেচনত্ব, উর্দ্ধজ্বলনত্ব ও তির্য্যগ্‌গমনত্ব, এই পাঁচটী ধর্ম্মও কর্ম্ম পদার্থের বিভাজক হইতেছে; সুতরাং সমষ্টিতে কর্ম্মবিভাজক ধর্ম্ম দশটী, কিন্তু

এই প্রকার বিভাগে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের সম্মতি নাই, কারণ ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় গমনের অন্তর্গত। নতুবা নিষ্ক্রমণ, প্রবেশন প্রভৃতি ভেদে কর্ম্ম পদার্থকে বহু ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। কোন পুরুষ গৃহের এক দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এস্থলে পুরুষের এক মাত্র গমন ক্রিয়াই প্রথম দ্বারে নিষ্ক্রমণ ও দ্বিতীয় দ্বারে প্রবেশন আখ্যা ধারণ করিতেছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে, নিষ্ক্রমণ-প্রবেশনাদি গমনেরই অন্তর্গত—অতিরিক্ত কর্ম্ম পদার্থ নহে।

এইক্ষণ বিবেচ্য হইবে—জপ, যজ্ঞ, উপাসনা প্রভৃতি সাধকের কর্ম্ম, প্রজাবর্গের সংরক্ষণ, সুবিচার, সুনীতি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি রাজকীয় ও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদি প্রয়োগজীবিগণের কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত ও সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-বিভাজক সূত্রে উৎক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটী মাত্র কর্ম্ম পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল; তবে কি যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত উল্লিখিত সূত্রোক্ত কর্ম্ম পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই? না থাকিলে ঐ জপ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া কোন্ পদার্থের অন্তর্গত, এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে একটু নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিলে, সহজেই প্রতীত হইবে যে, যাগ-যজ্ঞাদি জাগতিক কর্ম্ম নিচয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা পদার্থান্তর কিম্বা অন্ততঃ মনকে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবশ্য সঞ্চালিত করিতে হয়; অতএব চলনরূপ কর্ম্ম পদার্থ যে প্রত্যেক পুরুষের প্রতি কার্য্যে বিদ্যমান, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যজ্ঞানুষ্ঠানস্থলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিতে হয়। ঈশ্বরচিন্তায় নিরত হইতে হইলে মনকে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়। রাজ্য রক্ষার জন্য রাজার অথবা রাজকর্ম্মচারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অসি প্রভৃতির সঞ্চালন করিতে হয়। কাহাকেও উপদেশ দিতে হইলে, শব্দ প্রয়োগের জন্য কণ্ঠতালু।দির পরিচালন করিতে হয়; কৃষিকার্য্যে শরীর ও হলাদি সঞ্চালন অতীব প্রয়োজনীয়। বাণিজ্যে পণ্য দ্রব্যের একস্থান হইতে স্থানান্তরে আনয়ন, ক্রয়-বিক্রয়াদি করিতে হয় এবং শিল্প কার্য্যও শরীর ও অস্ত্রের পরিচালন ভিন্ন হয় না; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, স্থলবিশেষে গুণবিশেষ প্রযুক্ত সঞ্চলন-সমষ্টি যজ্ঞাদি নানা আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্য বিশেষ বদিতি দ্রব্যগুণ কর্ম্মণামবিশেষঃ। ৮ ॥

পদব্যাখ্যা।—সৎ—সত্তানামক জাতির আশ্রয়। অনিত্যং—নাশের প্রতিযোগি অর্থাৎ যাহার ধ্বংস আছে। দ্রব্যবৎ—দ্রব্যস্বরূপ-সমবায়িকারণে আশ্রিত। কার্য্যং—প্রাগভাবের প্রতিযোগি অর্থাৎ উৎপন্ন। কারণং—কার্য্যান্তর জননে হেতু। সামান্য বিশেষবৎ—যে ধর্ম্মটী সামান্য (কোন জাতিস্বরূপ সাধারণের ধর্ম্ম) হইয়া, বিশেষ (অন্য কোন ব্যাপক ধর্ম্ম হইতে অল্পস্থানবৃত্তি) হয়, সেই প্রকার জাতিবিশিষ্ট। ইতি—এইরূপ প্রত্যয়। দ্রব্য গুণ কর্ম্মণাং—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম,

এই তিন প্রকার পদার্থের। অবিশেষ—বৈলক্ষণ্যশূন্য অর্থাৎ সমান।

অনুবাদ।—সত্তার আশ্রয়, বিনাশী, দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণে অবস্থিত, উৎপন্ন, কার্য্যান্তরের জনক এবং অন্য কোন জাতি হইতে অল্পস্থানবৃত্তি কোন জাতির আধার বলিয়া দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ পদার্থে সমান ভাবেই প্রত্যয়টী জন্মে। দ্রব্য যে সৎ অর্থাৎ সত্তার আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, ঐরূপ গুণ, মন, কর্ম্ম সৎ, এইভাবে গুণ কর্ম্মও প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনিত্যাদি ব্যবহারও দ্রব্যের ন্যায় গুণ ও কর্ম্মে তুল্য ভাবেই হয়, এমত বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্য্য—পদার্থের উদ্দেশ সূত্রে ব্যক্ত আছে যে, সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যদ্বারা পদার্থ নিচয়ের তত্ত্বনিশ্চয় করা মুমুক্ষু পুরুষের প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম নামক পদার্থত্রয়ের বিভাগানন্তর তাহাদের সাধর্ম্ম্য (সজাতীয়ের ধর্ম্ম) বলা হইতেছে। সত্তা-নামে একটী জাতি, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিন পদার্থেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, এ জন্য দ্রব্য সৎ; গুণ, মন ও কর্ম্ম সৎ, এতাদৃশ ব্যবহার হইতেছে। ঐ সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, তিনেরই সাধর্ম্ম্য। সত্তার ন্যায় অনিত্যত্ব, দ্রব্যবত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণাশ্রিতত্ব, কার্য্যত্ব (উৎপন্নত্ব) কারণত্ব (কার্য্যান্তর জনকত্ব) এবং সামান্য বিশেষবত্ত্ব, অর্থাৎ সত্তা হইতে অল্পস্থানস্থায়ী জাতিবিশেষবত্ত্ব, এই কয়েকটী ধর্ম্মও দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য। অনিত্যত্ব বলিলে, যে পদার্থ চির দিন না থাকে, তাহার ধর্ম্ম বিনাশকে বুঝায়। ঐ বিনাশ সকল প্রকার কর্ম্মে আছে বটে, কিন্তু গগন প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে এবং গগনৈকত্ব প্রভৃতি নিত্য গুণে থাকে না, অথচ ঐ অনিত্যত্বকে দ্রব্য কিম্বা গুণের ও সাধর্ম্ম্য বলা হইল। যে ধর্ম্মটী সকল দ্রব্যে কিম্বা সকল গুণে না থাকে, তাহাকে দ্রব্যের কিম্বা গুণের সাধর্ম্ম্য বলা অসঙ্গত। এই প্রকার কার্য্যত্ব ও দ্রব্যবত্ত্ব অনুৎপন্ন গগনাদিতে নাই এবং কারণত্ব পরমাণুর পরিমাণে থাকে না, সুতরাং ইহাদিগকে ও দ্রব্যগুণের সাধর্ম্ম্য বলা যাইতে পারে না, এমত আশঙ্কাহইলে বক্তব্য এই যে, সূত্রে যে অনিত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের অর্থগুলি পরিভাষিত—অর্থাৎ শাস্ত্রকারের সাঙ্কেতিক। যথা—অনিত্যত্ব—অনিত্যবৃত্তি-জাতিমত্ত্ব। দ্রব্যবত্ত্ব—দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণাশ্রিতবৃত্তি জাতিমত্ত্ব। কার্য্যত্ব—উৎপন্ন বৃত্তি জাতিমত্ত্ব। কারণত্ব—কারণবৃত্তি জাতিমত্ত্ব। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব নামক জাতিত্রয়ের প্রত্যেকেই অনিত্যবৃত্তি, কার্য্যবৃত্তি ও দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণাশ্রিত বৃত্তি, হইয়াছে। ঐ দ্রব্যত্ব সকল দ্রব্যেই আছে ঐ গুণত্ব সকল গুণেই আছে এবং ঐ কর্ম্মত্ব সকল কর্ম্মেই রহিয়াছে; সুতরাং পরিভাষিত অনিত্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্যাদির সাধর্ম্ম্য হইতে অযোগ্য নহে।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যং। ৯ ॥

ব্যাখ্যা—দ্রব্যগুণয়োঃ—দ্রব্য এবং গুণের। সজাতীয়ারম্ভকত্বং—সজাতীয়ের প্রতি, আশ্রয় ভাবে কিম্বা আশ্রয়ে আশ্রিতভাবে উৎপাদকত্ব। সাধর্ম্ম্যং—স্ববৃত্তিধর্ম্ম।

অনুবাদ। সজাতীয় কার্য্যান্তরেরপ্রতি সমবায়িকারণত্বটী দ্রব্যের এবং সজাতীয়ের প্রতি অসমবায়িকারণত্বটী গুণের সাধর্ম্ম্য।

দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং। ১০ ॥

অনুবাদ।—একটী দ্রব্য দ্রব্যান্তরকে জন্মায় এবং একটী গুণ অপর একটী গুণের উৎপাদক হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধর্ম্ম্য বলিলে সজাতীয়ের ধর্ম্মকে বুঝায়। মনুষ্যত্ব রূপে সকল মনুষ্য সজাতীয় হইলেও, ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদিরূপে সকলে সজাতীয় নহে। বহু স্থান বৃত্তি ব্যাপক ধর্ম্ম পুরস্কারে অনেককে সধর্ম্মী বলা যায়, কিন্তু অল্পস্থানস্থায়িব্যাপ্য ধর্ম্ম অল্পসংখ্যকেরই সাধর্ম্ম্য প্রতিপাদন করে। সদনিত্যাদি অষ্টম সংখ্যক সূত্রে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এ তিনের সাধর্ম্ম্য দেখাইয়া উপরোক্ত সূত্র দ্বয়ে দ্রব্য এবং গুণ, এই দুয়ের মাত্র সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহারোপযোগী ধর্ম্মটী দেখান হইতেছে; ঐ ধর্ম্মের নাম সজাতীয়ারম্ভকত্ব। কুলালেরা দুই খণ্ড কপাল প্রস্তুত করিয়া তাহাদের পরস্পর সংযোগে ঘট প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ কপালদ্বয় কিম্বা তদারব্ধ ঘট, উভয়ই দ্রব্য পদার্থ, তন্মধ্যে একটী অবয়ব, অপরটী অবয়বী; একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত, একটী কারণ অপরটী কার্য্য অর্থাৎ কপাল স্বরূপ দ্রব্য পদার্থ সজাতীয় (দ্রব্যান্তর) ঘটের উৎপাদনে সমবায়িকারণ (সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয়রূপে উৎপাদক) হইয়া থাকে। গুণান্তরের উৎপাদনে গুণের আশ্রয়রূপে হেতুতা নাই, কিন্তু অসমবায়ি হেতুত্ব আছে। কপালদ্বয়ের রূপ হইতে ঘটের রূপ জন্মে। কপালের রূপের আশ্রয় কপাল, ঘট ঐ কপাল খণ্ডে আশ্রিত, এ নিমিত্ত স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে কপালের রূপ ঘটে থাকে, এমত বলা যায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘটীয় রূপের আশ্রয়ে ঘটে কপালীয় রূপ স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব সম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া ঘটীয় রূপের জনক হইতেছে। গুণের সজাতীয় (গুণান্তর) জননে এতাদৃশ অসমবায়ি কারণত্বকে সজাতীয়ারম্ভকত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিমিত্ত কারণস্থলে আরম্ভ শব্দ ব্যবহার্য্য নহে। ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ড-চক্রাদি নিমিত্ত কারণ হওয়ায়, ঘটে দণ্ডারব্ধ, চক্রারব্ধ, এইরূপ ব্যবহার হয়না। এই প্রসঙ্গে সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্ত কারণ ভেদে কারণত্বকে ত্রিবিধ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং নবিদ্যতে। ১১ ॥

পদব্যাখ্যা। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণ গমনাদি। কর্ম্মসাধ্যং—কর্ম্মজনিত। ন—না। বিদ্যতে—প্রমাণিত হয়।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম পদার্থের একটীও কর্ম্মান্তরারব্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না, সুতরাং কর্ম্ম পদার্থ সজাতীয়ারব্ধ নহে।

তাৎপর্য্য। ঘটাদি সাবয়ব দ্রব্য যেমত তদীয়াবয়বীভূত কপালাদি দ্রব্যান্তরারব্ধ হইতেছে এবং ঘটীয় রূপাদি গুণনিচয় যেমত কপালীয় রূপ প্রভৃতি গুণ হইতে জন্মিতেছে, তদ্রূপ একক্রমে দীর্ঘকাল চলনশীল বস্তুর প্রথমোৎপন্ন চলনক্রিয়া হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, এইরূপে একটী গমন ক্রিয়া হইতে অপর গমনটী উৎপন্ন হইতেছে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে কেবল মাত্র দ্রব্যের ও গুণের সজাতীয়ারম্ভ-

কত্ব সাধর্ম্ম্য বলা অসঙ্গত হয়, এই আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত এই একাদশ সূত্রের উত্থাপনা হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মে কর্ম্মান্তরারম্ভকত্বের প্রমাণ নাই, এইটিই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। এই সূত্রে বিদ্ ধাতু সত্তার্থক নহে—জ্ঞানার্থবাচী। এস্থলে বক্তার অভিসন্ধি এইরূপ—কর্ম্ম পদার্থ সকল ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী। প্রথম ক্ষণে দ্রব্যে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে ঐ দ্রব্যের সহিত পূর্ব্ব সংযুক্ত স্থানের বিভাগ জন্মে, তৃতীয় ক্ষণে ঐ বিভাগ হইতে পূর্ব্ব সংযোগের বিনাশ হয়, চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়াশ্রয়ীভূত ঐ দ্রব্যের সহিত উত্তর দেশের সংযোগ জন্মে; পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ার নাশ হয়। দীর্ঘকাল চলনশীল দ্রব্যে প্রথম ক্রিয়ার বিনাশ ক্ষণে যে দ্বিতীয় চলন-ক্রিয়া জন্মে, তাহার প্রতি প্রথম চলন-ক্রিয়া কারণ নহে, কিন্তু ঐ প্রথম ক্রিয়াপ্রযুক্ত দ্রব্যে যে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, ঐ বেগাখ্য সংস্কার প্রভৃতিই দ্বিতীয় ক্রিয়ার কারণ, নতুবা যদি প্রথম ক্রিয়াই দ্বিতীয় ক্রিয়ার উৎপাদনে সমর্থ হইত, তবে ঐ প্রথমক্রিয়া নিজের উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়াকে জন্মাইতে পারিত; কেমনা সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণ বিলম্বে সামর্থ্য কল্পনা করা কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণান্তরের সহায়তাবশতঃ চতুর্থ ক্ষণে ক্রিয়ান্তর জননে প্রথমক্রিয়ার সামর্থ্য কল্পনাও অন্যায্য, কারণ তাহা হইলে সেই কারণান্তর হইতেই দ্বিতীয় চলন ক্রিয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে; সুতরাং প্রথম ক্রিয়ার কারণতা স্বীকারে কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বলা যায় যে—দীর্ঘকাল চলনশীল পদার্থে ক্রিয়া উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে দ্বিতীয় চলন ক্রিয়া হয়, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় চলন ক্রিয়া জন্মে, এই প্রকার কর্ম্মধারা স্বীকারে দোষ কি? তবে উত্তরবাদীও এস্থলে অবশ্য বলিবেন যে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন কর্ম্ম হইতে কোনওরূপ বিভাগ জন্মে না, যেহেতু পূর্ব্ব দেশের সহিত বিভাগ ত প্রথমোৎপন্ন ক্রিয়া হইতেই জন্মে; চতুর্থ ক্ষণ ব্যতীত উত্তরদেশ-সংযোগ জন্মে না; সুতরাং মধ্যে বিভাগান্তরের সম্ভাবনা নাই। এইরূপে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন দ্বিতীয় ক্রিয়া যদি কোন বিভাগই না জন্মাইল, তবে তাহার কর্ম্মত্বেরই অনুপপত্তি হয়, কেন না সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণই কর্ম্ম পদার্থ। ইহা ১৭সূত্রে কর্ম্মলক্ষণাবসরে ব্যক্ত হইবে। যাহাতে বিভাগজনকত্ব নাই, তাহাতে কর্ম্মত্বও নাই, সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণে কর্ম্মের উৎপত্তিই অলীক হইতেছে। এতাবতা কর্ম্মে সজাতীয়ারম্ভকত্ব নাই বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

বৎসবিবৃদ্ধি নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা-
প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃ-
ত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭

পদপাঠঃ। বৎস বিবৃদ্ধি নিমিত্তং। ক্ষীরস্য। যথা। প্রবৃত্তিঃ। অজ্ঞস্য। পুরুষ বিমোক্ষ-নিমিত্তং। তথা। প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।

ব্যাখ্যা। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং—বৎসের (বাছুরের) বৃদ্ধির জন্য। ক্ষীরস্য—ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধের। যথা—যেমন। প্রবৃত্তিঃ—প্রবর্ত্তনাব্যাপার। অজ্ঞস্য—অজ্ঞের অর্থাৎ অচেতনের। পুরুষবিমোক্ষনিমিত্ত—পুরুষের মুক্তির জন্য। তথা—সেইরূপ। প্রবৃত্তিঃ-প্রবর্ত্তন। প্রধানস্য—প্রধানের। (সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির প্রধান সংজ্ঞাটী পারিভাষিকী, যোগার্থ নহে)

বঙ্গার্থঃ। বৎসের বৃদ্ধির জন্য যেমন অচেতন দুগ্ধও প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অচেতনা প্রকৃতি পুরুষের মুক্তির জন্য প্রবর্ত্তিত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি হইতেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, পরমেশ্বর এই সকল জাগতিক কার্য্যের কোনওটীর কারণ হইতে পারেন না, কেননা পরমেশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয় নহেন। সেশ্বরবাদীরা ঈশ্বর-সমর্থনের অনুকূলে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহার কোনওটী কপিলের তীব্র প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না। সম্প্রতি আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি বিশ্বসংসার প্রসব করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি অচেতনা, চৈতন্যব্যতিরেকে জড়পদার্থের কোনও কার্য্যকারিতা সম্ভবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি স্বয়ংই জড়া। জগৎকার্য্য নিষ্পাদন করিতে হইলে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চেতন চাই। জীবিত মনুষ্য, জীবিত গবাদি প্রাণিগণ কার্য্য সম্পাদন করে, মরিয়া গেলে কেহই কিছু করিতে পারে না। সেই জড় শরীর বিদ্যমান রহিল বটে, কিন্তু জড়ের চালক চৈতন্য আর জড়শরীরে অধিষ্ঠিত নাই, কাজেই চৈতন্যরূপী অধিষ্ঠাতাকে হারাইয়া জড়দেহ অসাড় হইল, সমস্ত কার্য্য বিলুপ্ত হইল। এ দৃষ্টান্তে এক মহাসত্য আবিষ্কৃত হয় "জড়কার্য্যে অধিষ্ঠাতা চেতন চাই।" পুরুষগণ অর্থাৎ জীবসমূহ, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেনা। কেননা তাহারা কেহই প্রকৃতির স্বরূপ অবগত নহে। যে যাহার স্বরূপ জানেনা, সে তাহার অধিষ্ঠাতা হওয়া অসম্ভব। রথের অধিষ্ঠাতা সারথি রথের যথাযথ সমস্তই অবগত আছে, এইজন্য তাহার অধিষ্ঠানে রথ চলে। যে রথের স্বরূপ জানে না সেইরূপ একজন চেতনমনুষ্য দ্বারাও রথচালনা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারেনা; ইহাতে মনে হয়, অধিষ্ঠাতা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। জীবগণ প্রকৃতিদেবীর অঞ্চল ধরিয়াই আছেন, তাঁহার একাংশ মাত্রই তাহারা অবগত; সুতরাং তাহাদের দ্বারা প্রকৃতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রকৃতি বিশ্বপ্রসূতি হইলেও পরমেশ্বর উপেক্ষার বিষয় নহেন। এই আশঙ্কা যোগবাদীর (পতঞ্জলিমতের।) এই কারিকার রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য যোগবাদীর প্রদর্শিত আশঙ্কার প্রত্যুত্তর দেওয়া মাত্র। উত্তরে বলা হইতেছে, কোনও একটী উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অচেতন প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে স্বরূপাভিজ্ঞ অধিষ্ঠাতার আবশ্যক হয় না। চেতন মাত্র হইলেই হইল। পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনার্থেই প্রকৃতি প্রবৃত্তা, তাহার প্রযোজক একমাত্র পরার্থতা। পারার্থ্যই প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের মূল রহস্য। দুগ্ধ অচেতন পদার্থ, বৎসের বৃদ্ধিরূপ পরার্থতাবশেই

দুগ্ধ আপনি প্রবৃত্ত হয়; প্রকৃতিও পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রবৃত্ত হয়। যদি বলাযায়, দুগ্ধও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত বলিয়া প্রবৃত্ত হয়, অতএব দৃষ্টান্তাসিদ্ধি নিবন্ধন অনুমান ব্যর্থ হইল। তখন প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারিবে, ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব একেবারে অসম্ভব এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বীকার করিলে, ঈশ্বরবাদিগণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই স্বীকার করেন; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের প্রকৃতি পরিচালনা নিরর্থক। জ্ঞানীলোকের কার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ দুই প্রকার। স্বার্থ এবং করুণা। যদি পরমেশ্বর করুণাপ্রযুক্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠানে জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে সে করুণা কাহার প্রতি? প্রকৃতি-অধিষ্ঠানের পরে সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহার দুঃখে পরমেশ্বরের হৃদয় গলিয়াছিল? করুণার পাত্র চাই। যখন জীব-জগতের মনুষ্যাদি তৃণ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই, তখন কাহার উপর করুণা? সৃষ্টি করিলে পর দুঃখিত জীবজালের প্রতি করুণাবান্ হইয়া পরমেশ্বর দুঃখ নিবারণের উপায় করিতে পারেন বটে, কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বরের দুঃখময় জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া পরে দুঃখ বিনাশের উপায় চিন্তা করা অপেক্ষা সুখী করিয়াই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করা উচিত ছিল। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই সামান্য বিবেচনাটুকুও ছিল না, একথা বড়ই বিস্ময় উৎপাদন করে। আর যদি বলাযায়, বিশ্বসৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বার্থ আছে। তিনি করুণা বশতঃ করেন নাই; স্বার্থবশেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তাহাহইলেও আশা পূরিল না। পরমেশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি করিতে চাহেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপূর্ণ। যিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের আকর, তিনি আবার কোন্ স্বার্থ সাধনের জন্য জগৎ রচনা করিবেন? যাহার কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার কোনওপ্রকার অভাব আছে, ইহা নিশ্চয়। যাহা নাই, তাহাই চাই, ইহা হইল জগতের সাধারণ রীতি। আশা পূরিয়াগেলে আর কেহ কিছু চায় না। যদি জগৎ সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কোনও আশা না থাকিত, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন কেন? অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, স্বার্থ এবং করুণা, কোনওটাই ঈশ্বরের প্রবৃত্তির কারণ হইলনা। ইহা ব্যতীত প্রেক্ষাবান্‌দিগের প্রবৃত্তির অন্যবিধ কারণও নাই। অতএব ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভব নহে। সুতরাং ঈশ্বরানুমানও অনর্থক। অচেতনের প্রবৃত্তিতে স্বার্থও চাই না, করুণারও আবশ্যক নাই। কেবল পরার্থতা মাত্র প্রযোজক স্বীকার করিলেই সকল উৎপাত নিরস্ত হয়। এখানে আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণমহোদয় সংক্ষেপে ঈশ্বরাঙ্গীকার করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনেও নানাস্থানে ঈশ্বরাস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেকানেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে তাহা আলোচনা করা প্রাসঙ্গানুগত হইলেও অনাবশ্যকীয়। কেন না নিরীশ্বরবাদের এত আড়ম্বরযুক্ত বিচার সম্পূর্ণ বৃথা। কপিলাচার্য্য নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লিখিবার রীতি দেখিলে বোধহয় উহা "অভ্যুপগম বাদ" মাত্র। কেহ কেহ ইহাকে "তুষাতুষুর্জ্জন ন্যায়" বলিয়া থাকেন। দার্শনিক ক্ষেত্রে অনেক

সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্বমতের পরিপোষক নহে, আপাততঃ স্বমতের উপকারক বলিয়া বোধ হয়, সেই গুলিই স্বীকার করা হয়, তদ্বিরুদ্ধ মতের প্রতিকূলে যুক্তির উল্লেখও করা হয়। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, ঐ সকল মত গ্রন্থকারের নিজস্ব নহে। কেননা ঐ সকল পক্ষ আশ্রয় ব্যতিরেকেও তাঁহারা স্বমত স্থাপন করিতে পারেন। পাতঞ্জলমত অবলম্বন করিলেও প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্বে বাধা পড়ে না ; অথচ সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিতে হয় না। নিরীশ্বরবাদ সর্ব্বত্র নিন্দিত। ভগবানের অবতার কপিল মহোদয় যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা বিশ্বাস হয়না। গীতাশাস্ত্রের ভগবদ্বাক্য স্মরণ করুন। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" আবার সাংখ্য প্রবচনে কপিল বলিতেছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, এখানে ঈশ্বর-নিরাস কপিলের উদ্দেশ্য নহে ; কেননা তাহা হইলে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করাই সঙ্গত ছিল। কপিল প্রৌঢ়িবাদ আশ্রয়ে ঈশ্বরাঙ্গীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যতীত অপর সকল অংশ গ্রন্থকারের মতবহির্ভূতও হইতে পারে। মুখ্য বিষয় লইয়াই প্রামাণ্য। সেই বিষয়টীই গ্রন্থকারের নিজস্ব, তদ্ব্যতীত অংশ সকল গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হইলেও গ্রন্থের প্রামাণ্যহানি হয় না। যাহাহউক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তদপেক্ষা এ যুক্তি অনেকাংশে দুর্ব্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরীশ্বরবাদের যে সকল দৃঢ় যুক্তি আছে, তাহাও কপিল বলেন নাই। প্রকৃতি-পুরুষ প্রতিপাদনই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গে তিনি এরূপ অনেক মত উপেক্ষা করিয়াছেন, যাহা আপাততঃ সাংখ্য মতের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহার পরিপন্থী নহে। প্রত্যক্ষের লক্ষণটী টিকেনা দেখিয়া অগত্যা ঈশ্বর অস্বীকার করাই কপিলের গ্রন্থে দেখা যায় ; তাহাতে যথার্থতঃ ঈশ্বর অস্বীকার করা হয় নাই।

ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু
প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে
তদ্বদব্যক্তম্॥ ৫৮

পদপাঠঃ। ঔৎসুক্য—নিবৃত্ত্যর্থং। যথা। ক্রিয়াসু। প্রবর্ত্ততে। লোকঃ। পুরুষস্য। বিমোক্ষার্থং। প্রবর্ত্ততে। তদ্বৎ। অব্যক্তম্।

ব্যাখ্যা। ঔৎসুক্য নিবৃত্ত্যর্থং—আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য। যথা—যেরূপ। ক্রিয়াসু—কার্য্যে। প্রবর্ত্ততে—প্রবৃত্তহয়। লোকঃ—মনুষ্যসমাজ। (তাৎপর্য্যতঃ প্রাণিমাত্র) পুরুষস্য—পুরুষের (জীবের আত্মার।) বিমোক্ষার্থং—মোক্ষ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ বিগমের জন্য। প্রবর্ত্ততে—ব্যাপারিত হয়। তদ্বৎ—সেইরূপ। অব্যক্তং—প্রকৃতি বা প্রধান।

বঙ্গার্থঃ। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য যেমন লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত (আপনা হইতেই) প্রবৃত্ত হয়। (পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে সেই পুরুষের নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়।)

বিশদব্যাখ্যা। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, সে যে উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই

তাহার প্রয়োজক। মনুষ্য আদি জীবগণ নিজের ঔৎসুক্য নিবৃত্তি করিবার জন্যই কার্য্যে মনোযোগ করে। প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে ঔৎসুক্য আছে, তজ্জন্যই সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির অনিবার্য্য প্রবৃত্তি। দরকার থাকিলেই তদ্বশে প্রবৃত্তি হয়, এই লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে খাটে, এই কথা বলাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ। ৫৯

পদপাঠঃ। রঙ্গস্য। দর্শয়িত্বা। নিবর্ত্ততে। নর্ত্তকী। যথা। নৃত্যাৎ। পুরুষস্য। তথা। আত্মানং। প্রকাশ্য। বিনিবর্ত্ততে। প্রকৃতিঃ

ব্যাখ্যা। রঙ্গস্য—রঙ্গমঞ্চের। (সমীপে ইত্যধ্যাহার্য্যং) দর্শয়িত্বা—দেখাইয়া। নিবর্ত্ততে—বিরতা হয়। নর্ত্তকী—নৃত্যকারিণী নটী। যথা—যেরূপ। নৃত্যাৎ—নৃত্য (নাচ) হইতে। পুরুষস্য—পুরুষের (অত্রাপি সমীপে ইত্যস্য অধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ।) তথা—সেই প্রকার। আত্মানং—নিজেকে। (তাৎপর্য্যাধীন নিজের সমস্ত কার্য্যাদি) প্রকাশ্য—প্রকাশিত করিয়া। বিনিবর্ত্ততে—নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতিঃ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান জড়তত্ত্ব।

বঙ্গার্থঃ। যেমন রঙ্গস্থানস্থ সভ্য অথবা দর্শক মণ্ডলীকে নিজের নৃত্যাদি দেখাইয়া পরে নর্ত্তকী নৃত্য হইতে বিরতা হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষের সমীপে নিজের সমস্ত কার্য্যাদি ভালরূপে দেখাইয়া পরে নিবৃত্ত হয়। (প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হইলেই প্রকৃতির সৃষ্টি (তৎপুরুষের প্রতি) নিবৃত্ত হয়।

বিশদব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির কথা বলিলে একটা আশঙ্কা সহজতই আসিয়া উপস্থিত হইল। যে কারণ বলা গেল, তাহা অনুসারে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হউক, কিন্তু নিবৃত্তি হইবার একটা উপায় থাকা চাই। যাহারা চেতন, তাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইতে জানে, অচেতনা প্রকৃতি চিরদিনই প্রবৃত্তা হইতে পারে, কেননা তাহার বিবেচনা করিবার সামর্থ্য নাই। প্রকৃতির নিবৃত্তি না হইলে সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্ত সৃষ্টি বন্ধনে পুরুষ ক্রমশঃ আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। মুক্তি ক্রমশঃই সম্ভাবনা অতিক্রম করিল। এ সকল অনুপপত্তি নিরাস করিতেই এই কারিকার রচনা। যেরূপ উদ্দেশ্যে যে কেহ প্রবৃত্ত হয়, সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে আপনা হইতেই নিবৃত্তি উপস্থিত হয়। নর্ত্তকীর কার্য্য সভাস্থ দর্শক মণ্ডলীর পরিতৃপ্তি সাধন, যখন তাহা নিষ্পন্ন হইল, তখন নৃত্য হইতে আপনা আপনিই নিবৃত্তি হইল। প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষের মোক্ষ, যখন যে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির আত্মপ্রদর্শন সমাপ্ত হয়, প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিয়া পারিয়া বিরক্ত পুরুষ তাহাহইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। তখন প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতি সঙ্গ পরিত্যাগজনিত ত্রিবিধদুঃখবিনাশ উপস্থিত দেখিয়া স্বতঃই ঐ পুরুষের প্রতি আর সৃষ্টি করেন না। আবশ্যক বশেই প্রবৃত্তি। দরকার ফুরাইলে প্রবৃত্তিরও নিবৃত্তি উপস্থিত হয়।

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপ-
কারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং
চরতি ॥ ৬০

পদপাঠঃ। নানাবিধৈঃ। উপায়ৈঃ। উপকারিণী। অনুপকারিণঃ। পুংসঃ। গুণবতী। অগুণস্য। সতঃ। তস্য অর্থং। অপার্থকং। চরতি।

ব্যাখ্যা। নানাবিধৈঃ—নানাপ্রকারের। উপায়ৈঃ—উপায়ের দ্বারা। উপকারিণী—উপকার করিতে প্রবৃত্তা। অনুপকারিণঃ—উপকার করিতেছে না, তাহার। পুংসঃ—পুরুষের। গুণবতী—সত্ত্বাগুণসম্পন্না (ত্রিগুণময়ী) অগুণস্য—যাহার গুণ নাই, তাহার। সতঃ—নিত্যের। তস্য—তাহার। অর্থং—জন্য। অপার্থকং—বৃথা, অর্থাৎ নিজের লাভ না থাকিলেও। চরতি—আচরণ করে। (পুরুষের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কার্য্য সম্পাদন করাই প্রকৃতির অনর্থক আচরণ।)

বঙ্গার্থঃ। গুণবতী প্রকৃতি উপকার-প্রবৃত্তা কিঙ্করীর ন্যায় নানাবিধ উপায়ে অনুপকারী নির্গুণ পুরুষের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কার্য্য করে।

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষার্থ সম্পাদনেই প্রকৃতির প্রবৃত্তি, এ কথা স্বীকার করিলেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, নর্ত্তকী সভাগণের সন্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া যেরূপ স্বার্থ লাভ করে, কিঙ্করী যেমন নানারূপে পরিচর্য্যা করিয়া প্রভু হইতে উপকার প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ হইতে কোনরূপ উপকার পায় কি না? যদি উপকার না থাকে, তবে নর্ত্তকী-দৃষ্টান্তে নির্দ্দিষ্ট হওয়া অনুচিত। স্বার্থসিদ্ধি বশেই নর্ত্তকীর প্রবৃত্তি, কেবল সভাস্থ পুরুষগণকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য নহে। অতএব প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনে কোননা কোনপ্রকার স্বার্থ আছে, সন্দেহ নাই। প্রশ্নানুসারে এই নবশঙ্কা উদিত হইলে, প্রত্যুত্তর দিবার জন্য এই কারিকার অবতারণা। সর্ব্বত্রই যে স্বার্থসিদ্ধি একটা স্বতন্ত্র চাই, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। সভ্য পুরুষদিগকে সন্তুষ্ট করাই স্বার্থ হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রবৃত্ত হইতেও পারে। আবার নিজের কোনও জাতীয় উপকার না থাকিলেও অপরের উপকার প্রত্যাশায়—নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করা জগতে অসম্ভব নয়। পুরুষ প্রকৃতি-সঙ্গ জনিত দুইটী ফল প্রাপ্ত হন। অনুরক্ত হইলে ভোগ, বিরক্ত হইলে মোক্ষ। গুণবান্ ব কি গুণহীনের জন্য নানা উপায়ে উপকার-চেষ্টা করিতে পারে, তাহাতে স্বার্থের সংস্রব না থাকাই দরকার। প্রকৃতিরও পুরুষার্থ সম্পাদনই আবশ্যক। পুরুষ হইতে ফলপ্রাপ্তির আশা নাই। উৎকৃষ্ট কিঙ্করীর লক্ষণ প্রকৃতিতে বিদ্যমান। প্রভুর কার্য্য করিতে হইবে, তজ্জন্য কিছুই প্রার্থনা নাই, এরূপ প্রবৃত্তির ইহাই মূলমন্ত্র। পরের উপকার স্বার্থ হইলেও স্বার্থ নয়, কেননা তাহার ফল পরগত। এইজন্যই প্রকৃতির আচরণকে অপার্থক অর্থাৎ স্বার্থবিহীন বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ পরার্থে কার্য্য করা নিঃস্বার্থ বটে।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদ-
স্তীতি মে মতির্ভবতি।

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য। ৬১

পদপাঠঃ। প্রকৃতেঃ। সুকুমারতরং। ন। কিঞ্চিৎ। অস্তি। ইতি। মে। মতিঃ। ভবতি। যা। দৃষ্টা। অস্মি। ইতি। পুনঃ। ন। দর্শনং। উপৈতি। পুরুষস্য।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির চেয়ে। সুকুমারতরং—অতিশয় কোমল স্বভাব। ন—না। কিঞ্চিৎ—কিছু। অস্তি—আছে। ইতি—এই প্রকার। মে—আমার। মতিঃ—মনে। ভবতি—হয়। যা...যে (প্রকৃতি।) দৃষ্টা—অপর কর্তৃক দৃষ্টা। অস্মি—হইয়াছি। ইতি—এই প্রকার মনে করিয়া। পুনঃ—আবার। ন...না। দর্শনং...দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া। উপৈতি...প্রাপ্ত হয়। পুরুষস্য—পুরুষের। (একবার পুরুষ কর্তৃক ভালরূপে দৃষ্টা হইলে পুনর্ব্বার দৃষ্টিতে উপস্থিত হয় না, এইটুকু প্রকৃতির বিশেষত্ব।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি অপেক্ষা অপর কোনও সুকুমার কিছুই নাই, এইরূপ মনে হয়। কেন না, প্রকৃতি একবার পুরুষ কর্তৃক দৃষ্টা হইয়া "আমাকে দেখিয়াছে" এইরূপ মনে করিয়া আবার পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হয় না।

বিশদব্যাখ্যা। নর্ত্তকী-দৃষ্টান্তে প্রকৃতির নিবৃত্তি বলা হইয়াছে; এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, একবার নৃত্য হইতে বিরতা হইয়াও নর্ত্তকী পুনর্ব্বার নৃত্যে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে; প্রকৃতিও যদি তাহাই হয়, তবে ত মোক্ষের আশা রহিল না। এই কারিকায় এই চিন্তারই উত্তর দেওয়া হইতেছে। যদিও প্রকৃতি নর্ত্তকী; তথাপি প্রকৃতির স্বভাব কুলবধুর ন্যায় সুকুমার। যদি কখনও কোনও কুলকামিনী অনবধান বশতঃ অসংযত বস্ত্রাদি সমেত পর-পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে সে যেমন দ্বিতীয়বার পুরুষ-সমক্ষে উপস্থিত হইতে চায় না, প্রত্যুত দূরে থাকিতেই ভালবাসে, তদ্রূপ প্রকৃতিও নিজের স্বরূপ পুরুষের নিকট বিবৃত করিয়া পুনর্ব্বার সে পুরুষের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। কাজেই পুনঃ পুনঃ সংসার-নৃত্য উপস্থিত হয় না। মুক্তির পথও অকণ্টক থাকিয়া যায়। প্রকৃতির এই পেশল স্বভাবেই প্রকৃতির সহিত কুলাঙ্গনার তুলনা।

তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। ন। বধ্যতে। অদ্ধা। ন। মুচ্যতে। ন। অপি। সংসরতি। কশ্চিৎ। সংসরতি। বধ্যতে। মুচ্যতে। চ। নানাশ্রয়া। প্রকৃতিঃ।

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—সেইজন্য। ন—না। বধ্যতে—বদ্ধ হয়। অদ্ধা—সাক্ষাৎ। ন—না। মুচ্যতে—মুক্ত হয়। ন—না। অপি—ও। সংসরতি—সংসরণ লাভ করে। বধ্যতে—বদ্ধ হয়। মুচ্যতে—মুক্ত হয়। চ—ই। নানাশ্রয়া—নানাবিধ আশ্রয়স্থা হইয়া। প্রকৃতিঃ—প্রধান বা অব্যক্ত।

বঙ্গার্থঃ। যেহেতু প্রকৃতি নানাশ্রয়া হইয়া বদ্ধ হয়, মুক্তিপায় ও সংসরণ লাভ করে; সেজন্য পুরুষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে বদ্ধ হন না, মুক্তি পান না, সংসার লাভও করেন না।

বিশদব্যাখ্যা। পুরুষ অগুণ অপরিণামী হইলে তাঁহার বন্ধইবা কি? মোক্ষইবা কি? পুরুষের মোক্ষ বলিলে কি বুঝিব? মুচ্ ধাতু হইতে মোক্ষ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুচ্ ধাতুর অর্থ বন্ধ-বিশ্লেষণ। পুরুষের যদি প্রকৃত পক্ষে বন্ধ না থাকে, তবে মোক্ষইবা কি? আবার বন্ধ থাকিলে, অপরিণামী কেমন করিয়া? বন্ধ গুণ-সঙ্গের পরিণাম বিশেষ। এ তর্কের প্রত্যুত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বন্ধ-মোক্ষাদি নাই। উহা উপচারিক—অর্থাৎ কল্পিত মাত্র। যুদ্ধে যদি সৈন্যেরা পরাজিত হয় অথবা জয় লাভ করে, তাহাদের সেই জয় পরাজয় রাজার উপর গিয়া পড়ে। তদ্রূপ প্রকৃতির বন্ধ-মোক্ষাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষের বলিয়াই বলা হয়। বাস্তবিক তাঁহার বন্ধাদি হইতেই পারে না।

রূপৈঃসপ্তভিরেবতু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ। ৬৩

ব্যাখ্যা। রূপৈঃ—ধর্ম্মাদি ভাবের (দ্বারা) সপ্তভিঃ—সাতটীরদ্বারা। (এব—নিশ্চয়ার্থে।) তু—কিন্তু। বধ্নাতি—বদ্ধকরে। আত্মানং—আপনাকে। আত্মনা—(নিজেথেকে) প্রকৃতিঃ—প্রধান। সা—সেই প্রকৃতি। এব—ই। চ—আবার। পুরুষার্থং প্রতি—ভোগ এবং মুক্তির প্রতি। বিমোচয়তি—বিমুক্তকরে। একরূপেণ—একটী ভাব (জ্ঞান) দ্বারা।

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি আপনা হইতে আপনাকে জ্ঞান ব্যতীত অপর সাতটী রূপ দ্বারা বদ্ধ করে, আবার একমাত্র জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ সম্পাদিত হইলে আপনাকে মুক্ত করে। (প্রকৃতির বন্ধ-মোক্ষ পারমার্থিক।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতিগত বন্ধ-সংসার-মোক্ষ ইত্যাদি পুরুষে উপচরিত অথবা আরোপিত হয়, কিন্তু প্রকৃতি কি উপায়ে বন্ধমোক্ষ অথবা সংসার প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বলা আবশ্যক। এশ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, এইগুলিই শ্লোকোক্ত সাতটী রূপ। এইগুলির দ্বারাই বন্ধ হয়। আবার একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ নামক পরমপুরুষার্থ সম্পন্ন হয়। জ্ঞানোদয় হইলে পুরুষার্থের শেষ প্রকৃতির কর্ত্তব্য সমাপনান্তে অবসর।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং। ৬৪

ব্যাখ্যা। এবং—এইপ্রকারের। তত্ত্বাভ্যাসাৎ—তত্ত্ব অভ্যাস হইতে। ন—না। অস্মি—ক্রিয়াযুক্ত আছি। ন—নাই। মে—আমার অর্থাৎ মন্নিষ্ঠ স্বামিত্ব। ন—নহি। অহং—(কর্ত্তৃত্ববান্) আমি। ইতি—এইরূপ। অপরিশেষং—যেজ্ঞানে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবিপর্য্যয়াৎ—বিপর্য্যয়ের অভাব বশতঃ। বিশুদ্ধং—দোষস্পর্শ শূন্য। কেবলং—বিপর্য্যয়াদি পরিহীন। উৎপদ্যতে—আবির্ভূত হয়। জ্ঞানং—তত্ত্বজ্ঞান।

বঙ্গার্থঃ। এইরূপে তত্ত্ব বিষয়ক অভ্যাস বশতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে, বিপ-

ন্যায় না থাকায় আত্মার ক্রিয়া নাই। "আমার কর্তৃত্ব নাই" "আমার স্বামিত্ব নাই" এই প্রকার বিশুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়। (এই জ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশহেতু।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতিগত বন্ধ-মোক্ষাদি পুরুষে উপচরিত, পুরুষ নির্লিপ্ত, এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে হয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্ববিষয়ক অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বিশুদ্ধ, কারণ তাহাতে কর্তৃত্ব স্বামিত্ব এবং সক্রিয়ত্ব আত্মায় স্থান পায় না। কর্তৃত্বাদির অপগম হইলে, আত্মার নিত্যবিশুদ্ধতা উপস্থিত হইলে, ত্রিতাপ আরোপ বন্ধ হয়, তাহাকেই মুক্তি বলা যায়। এই জ্ঞান অপরিশেষ, অর্থাৎ নিখিল জ্ঞেয় বস্তু এই সার্ব্বভৌম জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়। এই তত্ত্ব জ্ঞানোদয় তত্ত্বাবগমের ফল।

তেন নিবৃত্ত প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাং।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ। ৬৫

ব্যাখ্যা। তেন—সেইহেতুক। নিবৃত্ত প্রসবাং—যাহার প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে সেই প্রকৃতিকে। অর্থবশাৎ—বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যবশতঃ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাং—ধর্ম্মাদি (জ্ঞান ব্যতীত) অবশিষ্ট সপ্তভাব নিবৃত্তিহইয়াছে যাহার, তাহাকে। প্রকৃতিং—প্রকৃতিকে। পশ্যতি—দেখে। পুরুষঃ—জীব। প্রেক্ষকবৎ—সাক্ষীস্বরূপ। অবস্থিতঃ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। স্বচ্ছঃ—নির্ম্মল।

বঙ্গার্থঃ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে, প্রকৃতি আর কার্য্য প্রসব (সেই জ্ঞানী পুরুষের প্রতি) করেন না, তাঁহার ধর্ম্মাদি সপ্তভাব নিবৃত্ত হয়, কারণ বিবেক জ্ঞানের সামর্থ্যই ঐরূপ। তখন সাক্ষীপুরুষ নির্ম্মল ভাবে স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিকে দর্শন করেন।

বিশদব্যাখ্যা। ভোগ এবং মোক্ষ প্রকৃতির কার্য্য, উহা হইলেই অধিকার সমাপ্ত হইল। অতএব প্রসব করাও নিবৃত্ত হইল। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব (ভ্রমজ্ঞান) বশতঃই ধর্ম্মাদি সপ্তভাব বিদ্যমান থাকে। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়া ভ্রমজ্ঞান দূর হইলে সপ্তভাবও নিবৃত্ত হইবে। কারণ বিনাশ হইলে কার্য্যও সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। স্বচ্ছ বা নির্ম্মল বলিলে রজস্তমোবৃত্তি-কলুষিতা বুদ্ধির সংস্রবশূন্য বুঝিতেহইবে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সম্পর্ক চাই, নচেৎ প্রকৃতি দর্শন ঘটে না।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতিসংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য। ৬৬

ব্যাখ্যা। দৃষ্টা—অবলোকিতা। ময়া—আমাকর্তৃক। ইতি—এই জন্য। উপেক্ষকঃ—অবহেলাকারী। এক—একজন। (পুরুষ) দৃষ্টা—(পূর্ব্ববৎ) অহং—আমি। ইতি—এইরূপে। উপরমতি—বিরত হয়। অন্যা—অপর। (প্রকৃতি।) সতিসংযোগেঽপি—সংযোগ থাকিলেও। তয়োঃ—তাহাদের উভয়ের। (প্রকৃতিপুরুষের।) প্রয়োজনং—দরকার। নাস্তি—নাই। সর্গস্য—সৃষ্টির।

বঙ্গার্থঃ। "আমি দেখিয়াছি" মনে করিয়া পুরুষ উপেক্ষা করেন, প্রকৃতিও "আমাকে দেখিয়াছে" ভাবিয়া বিরতা হয়। তাহাদের পরস্পর সংযোগ থাকিলেও সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। ভোগ এবং অপ-

বর্গ জন্যই সৃষ্টি, সংযোগ সত্ত্বে হয় বলিয়া অনাবশ্যক স্থলে সংযোগ থাকিলে হইবে না।

বিশদব্যাখ্যা। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ জন্য সৃষ্টি হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন আবার বলা হইতেছে,পুরুষের জ্ঞানোদয় হইলে প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্য নিবৃত্ত হয়। ইহা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। সংযোগ হইল প্রকৃতির ভোগ্যত্ব—যোগ্যতা, ও পুরুষের ভোক্তৃত্ব-যোগ্যতা। এতদুভয়ের যোগ্যতার নিবৃত্তি নাই, সৃষ্টির নিবৃত্তি হইবার কারণ কি? এ শঙ্কার প্রত্যুত্তর এই কারিকায় দেওয়া হইল। সংযোগ থাকিলেই সৃষ্টি হইবে এমন নহে, পুরুষার্থ হেতুক সংযোগই সৃষ্টির কারণ। পুরুষার্থ সম্পূর্ণ হইলে শুধু সংযোগে সৃষ্টি হইতে পারে না। পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করিলে আর প্রাকৃতিক কার্য্যে সংসৃষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না। প্রকৃতিও সুকুমারতা বশতঃ একবার দেখাদিলে আর নিকটস্থ হইতে চাহেন না, কাজেই সৃষ্টি হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবশ্যক থাকিলেই প্রবৃত্তি। পুরুষার্থ ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যকও নাই।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্ম্মাদীনাম-
কারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্র ভ্রমিবদ্ধৃত
শরীরঃ। ৬৭

ব্যাখ্যা। সম্যক্ জ্ঞানাধিগমাৎ—সম্যক্ প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে। ধর্ম্মাদীনাং—ধর্ম্মাদি সকলের। অকারণপ্রাপ্তৌ—(অকারণত্ব প্রাপ্তৌ ইত্যর্থে ভাব প্রধান নির্দ্দেশঃ।) অকারণত্ব অর্থাৎ কারণ নহে, এই প্রকার অবস্থা হয়। তিষ্ঠতি—থাকিবে। সংস্কার বশাৎ—সংস্কার থাকে বলিয়া। বাচস্পতি মতে সংস্কার শব্দে অবিদ্যা জনিত সংস্কার। চক্রভ্রমিবৎ—চাকার ভ্রমণের মত। ধৃতশরীর—শরীর ধারণ করিয়া।

সঙ্গার্থঃ। সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মাদির বন্ধজন্মাইবার কারণত্ব বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পরিসমাপ্তি সংস্কারবশে জ্ঞানী শরীর ধারণকরেন। যেমন কুলালের ব্যাপার নিবৃত্ত হইলেও বেগাখ্য সংস্কারবশতঃ কুলালের চাকা আপনাআপনি ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মাদির বন্ধহেতুত্ব নাশ হইলেও অবিদ্যাসংস্কার বশে শরীর ধারণ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে শরীর কারণ ধর্ম্মাদির ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, তখন দেহপতনই সম্ভব। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উল্লেখ আছে,তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। কেন না জ্ঞান হইলে জীবন থাকা সম্ভব নয়। যদি বল,কর্ম্মভোগের জন্য শরীর ধারন, তবে অনন্ত কর্ম্ম ভোগে অনন্তকাল কাটিল, তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইল। এতাদৃশ শঙ্কার সমাধানার্থে এই শ্লোক। ধর্ম্মাদির সামর্থ্য লোপ হইলেও শরীরধারণ প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ হয়। জ্ঞানে প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য কর্ম্ম বিনষ্ট হয়,প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগে অতিবাহিত করিতেহয়।

প্রাপ্তে শরীর ভেদে চরিতার্থত্বাৎ
প্রধান বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্য-
মাপ্নোতি। ৬৮

ব্যাখ্যা। প্রাপ্তে—প্রাপ্ত হইলে (উপস্থিত হইলে।) শরীরভেদে—দেহবিনাশ।

চরিতার্থত্বাৎ—প্রয়োজন সমাপ্ত হয় বলিয়া। প্রধান বিনিবৃত্তৌ—সেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলে। ঐকান্তিকং—অবশ্যম্ভাবী। আত্যন্তিকং—অবিনাশী। উভয়ং—দুইপ্রকার। কৈবল্যং—মুক্তি অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ-বিরাম। আপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থঃ। শরীর বিনাশের পর প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলে অবশ্যম্ভাবী অবিনাশী মোক্ষ প্রাপ্ত হন (পুরুষ।)

বিশদব্যাখ্যা। প্রারব্ধ ভোগের পর শরীর পতন, তৎপরে বিদেহ মুক্তি। এই ক্রম বলা হইতেছে। জ্ঞানের পরেও শরীর থাকিলে কোন্ সময়ে মোক্ষ হইবে? এই প্রারব্ধ ভোগান্তে দেহপাত, পরে চির শান্তি।

পুরুষার্থ জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা
সমাখ্যাতং।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র
ভূতানাম্। ৬৯

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থ জ্ঞানং—পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) প্রতিপাদক সাংখ্য-শাস্ত্র। (লক্ষণয়া।) ইদং—এই। গুহ্যং—গোপনীয় অথবা দুরবিগম্য। পরমর্ষিণা—ঋষিপ্রবর কপিল কর্তৃক। সমাখ্যাতং—বিস্তৃতরূপে কথিত। স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াঃ—স্থিতি, উৎপত্তি, এবং প্রলয়। চিন্ত্যন্তে—অর্থাৎ বিবেচিত হয়। যত্র—যেশাস্ত্রে। ভূতানাং—প্রাণিগণের। (তাৎপর্য্যতঃ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের।)

বঙ্গার্থঃ। এই মোক্ষ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্র মহামুনি কপিল বলিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি, ভঙ্গ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। সাংখ্য-জ্ঞানের আদি আচার্য্য ভগবানের পঞ্চমাবতার কপিল। অতএব ভগবদ্বাক্য বলিয়া এই শাস্ত্র পরম শ্রদ্ধেয়। স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া লোকে উপেক্ষা করিতে পারে, এই জন্য গ্রন্থকার নিজের দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়াছেন।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়ে-
ঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ
বহুধাকৃতং তন্ত্রং।
শিষ্য পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ
চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্বিজ্ঞায়
সিদ্ধান্তিতং। ৭০—৭১

বঙ্গার্থঃ। এই পবিত্র শ্রেষ্ঠ সাংখ্যশাস্ত্র কপিল মুনি আসুরি নামক ঋষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। আসুরি পঞ্চ শিখাচার্য্যকে দান করেন। পঞ্চশিখ কর্তৃক অনেকগুলি গ্রন্থও রচিত হয়। শিষ্যপরম্পরায় ঈশ্বর কৃষ্ণ পর্য্যন্ত আসিলে মতিমান্ ঈশ্বর কৃষ্ণ সম্যক্ প্রকারে জানিয়া আর্য্যাছন্দে সংক্ষেপে নিবদ্ধ করেন।

বিশদব্যাখ্যা। মুনি-বাক্যে বিশ্বাস করাযায়, কিন্তু ঈশ্বর কৃষ্ণের কথায় প্রামাণ্য কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে, শিষ্য-পরম্পরা ক্রমে ঋষি হইতে ঈশ্বর কৃষ্ণ এ রত্নের অধিকারী হইয়াছেন। এ দুইটী শ্লোক ঈশ্বর কৃষ্ণের রচিত নয় বলিয়া অনেকে বলেন। সম্ভবতঃ তি

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎ-
স্নস্য ষষ্ঠিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা বিরচিতাঃ পরবাদ
বিবর্জ্জিতাশ্চাপি। ৭২

বঙ্গার্থঃ। সপ্ততিতে (৭০ শ্লোক বিশিষ্ট এই কারিকা গ্রন্থে) যে সকল পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে, ষষ্ঠিতন্ত্র নামক সাংখ্য-প্রবচনের প্রতিপাদিত পদার্থও সেইগুলি, তবে সাংখ্য-প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায়ে যে সকল আখ্যায়িকা বলা হইয়াছে এবং পঞ্চ অধ্যায়ে (পর-পক্ষ নির্জ্জয়াধ্যায়ে) যে সকল পরমত বলা হইয়াছে, তাহা এ গ্রন্থে বলা হইল না।

বিশদব্যাখ্যা। এই শ্লোক হইতে মূল সাংখ্যদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। সাংখ্য-প্রবচনের চতুর্থ অধ্যায় ও পঞ্চমাধ্যায়ের পূর্ব্বপক্ষমত এ গ্রন্থে নাই। অপর সাংখ্য-রহস্য সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতা অনেকে অস্বীকার করেন। তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের "সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। এখানে বিস্তৃত বলিয়া যে সকল কথার অবতারণা করা গেল না। কারিকা গ্রন্থ প্রামাণ্যযুক্ত, সমাজের আদরেরও বটে। ঈশ্বর কৃষ্ণ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ-কারিকা ব্যাখ্যায় আমরা অনেক স্থলেই তত্ত্বকৌমুদী রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্রের মত গ্রহণ করিয়াছি; গৌড়পাদ অথবা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত গ্রহণ করি নাই; তবে স্থানে স্থানে সংক্ষেপে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

কারিকাগ্রন্থের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

সমাপ্ত।

ধন্যাষ্টকম্।

তজ্‌জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং
তজ্‌জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থং
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থ নিশ্চিতেহাঃ—
শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি।

২

আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহ রাগ
দ্বেষাদি শত্রুগণ মাহৃতযোগরাজ্যাঃ—
জ্ঞাত্বাঽমৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা—
কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ।

৩

ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমধো গতিহেতুভূতং
আত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তাঃ
ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ॥

৪

ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধ করে পদে দ্বে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ—
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি—
কুর্ব্বন্তি কর্ম্মপরিপাক ফলানি ধন্যাঃ॥

৫

ত্যক্ত্বৈষণাত্রয়মবেক্ষিত মোক্ষমার্গাঃ
ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিত দেহযাত্রাঃ
জ্যোতিঃ পরাৎ পরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি॥

৬

না সন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু—
ন স্ত্রী পুমান্ নচ নপুংসকমেকবীজং
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিত মেকচিত্তা—
ধন্যা বিরেজু রিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ॥

৭

অজ্ঞানপঙ্ক পরিমগ্নমপেত সারং
দুঃখালয়ং মরণ জন্ম জরাবসক্তং
সংসার বন্ধন মনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যাঃ
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চরন্তি ।

৮

শান্তৈ রনন্যমতিভির্ম্মধুর স্বভাবৈঃ
একত্বনিশ্চিতমনোভিরপেত মোহৈঃ—
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদ স্বরূপং
শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ ।

৯

অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ
কুণপমিব সুনারীংত্যক্ত কামোবিরাগী—
বিষমিব বিষয়ান্ যঃ মন্যমানো দুরন্তান্
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥

১০

সংপূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ
গাঙ্গংবারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতি শিরো বারাণসী মেদিনী—
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়া দৃষ্টে পর-ব্রহ্মণি ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং
ধন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

ছায়ানুবাদ ।

১

প্রশমিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণেরে—
যেই জ্ঞান, সেই প্রকৃত জ্ঞান ।
উপনিষদেতে, যথাবিধিমতে—
বিনিশ্চিত জ্ঞেয়, নহেক আন ॥

ধন্য তারা—পরমার্থে বিনিশ্চল চেষ্টা যাহাদের।
শেষ যারা,--ভ্রমময় সংসারেতে ভ্রমে ভুগে ফের ।

২

করিয়া বিষয় জয়, কামআদি রিপুচয়
বীর্য্যবশে পরাজিয়া, যোগরাজ্য সংগ্রহিয়া
জানিয়া মোক্ষের তত্ত্ব, অনুভব করি সত্য,
আত্মবিদ্যাকান্তা ল'য়ে, সুখে পরিতুষ্ট হ'য়ে
ভবমৈ বিচরে যারা, তারাইত ধন্য ।

৩

ত্যজি গৃহ ক্ষেত্র-রতি, যা'হতে চরমগতি
সেই বেদান্তার্থ-রস পানকরি স্বেচ্ছা বশ,
বাসনা বিসর্জ্জি মুক্ত, বিষয়ভোগে বিরক্ত,
সঙ্গদিয়া বিসর্জ্জন, বিজনে বিনষ্ট মন,
বিচরে সানন্দ যারা তারাইত ধন্য !

৪

'আমি'ও'আমার'জ্ঞান জীবের বন্ধনিদান
ত্যজিয়া এ দুটি রঙ্গে ভাসিয়া জ্ঞানতরঙ্গে,
মানে আর অপমানে মনে মনে সম জানে,
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট দুয়ে সমচ'খে নিরখিয়ে,
নিজ হ'তে কর্ত্তা অন্য জানিয়া, আপনি ধন্য,
কর্ম্মপরিপাক মত লভিয়া ফল সতত,—
জগৎকর্ত্তার দত্ত (দাসভাব বা প্রভুত্ব)
সুখমনে করেন পালন ।

৫

পুত্রাদি ইষনাত্রয় পরিহরি স্বইচ্ছায়,
মোক্ষমার্গ নিরীক্ষণ করিয়া, (প্রফুল্ল মন)
ভিক্ষালব্ধ সুধা দিয়া দেহযাত্রা সমাপিয়া,
পরমাত্মা নাম যার পরমজ্যোতিঃপ্রকার
অন্তরেতে নিরন্তর সেহারে সুধন্তর,—
নিরঞ্জনে নিরঞ্জনে

সৎ যাহা নয়, অসত্ও যা নয়।
নহে সদসৎ, না হয় মহৎ,
অণু পরিমাণ— নহে তার মান,
পুরুষ রমণী কিছুই নয়।
নহে নপুংসক, কিন্তু তাহা হায়
বিশাল বিশ্বের বীজ বলে যায়;
অনির্ব্বাচ্য হেন ব্রহ্ম উপাসনা করিয়াছে যারা,
একচিত্ত ধন্যগণ্য বিরাজিছে।
ভবপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ আছে
ধন্য হ'তে স্বতন্ত্র তাহারা।

৭

অজ্ঞান-কর্দ্দমে সুনিমগ্ন হায়! সারহীন,
জন্মজরামৃত্যু-সম্মিলিত দুঃখালয় দীন,
অনিত্য সংসার-বন্ধ করি দরশন,
জ্ঞান-অসি আঘাতনে করিয়া ছেদন,
পাশমুক্ত করে বিচরণ, ধন্যই তাহারা।

৮

অনন্যমানস যাঁরা—শান্তিরসে প্লাবিত অন্তর,
অদ্বৈত নিশ্চয়ে মন, অপগত মোহ-তমোবর;
মধুর স্বভাব, যাঁরা ত্যজিয়া বিভব বনবাসী—
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে আত্মতত্ব-
অভিলাষী
রাত্রি দিন বিচারনিরত,
আত্মজ্ঞান-আশে পিপাসিত
ভবধামে ধন্য তাঁরাইত।

৯

জনসমাগম আশীবিষ সমী—
যে জন সতত করে পরিহার,
হরিণনয়না ললনা নিরখি'
শব সম মনে জ্ঞান হয় যার,
দুরন্ত বিষয়দল বিষের সমান
বিরাগে বিরক্তচিত্ত করে অনুমান
মোক্ষভাবে অধিষ্ঠিত সেই জ্ঞানালয়
"পরহংস" নামধারী, তার হ'ক জয়!!

১০

সকল জগৎ হয় নন্দন কানন,
কল্পপাদপের সম সব্ব শাখিগণ,
গাঙ্গের সলিল জলাশয়ে বারিচয়
সকল ক্রিয়াই পুণ্য কার্য্য পুণ্যময়
প্রাকৃত সংস্কৃত কিম্বা সমস্ত বচন
বেদান্ত-বাদের সম, নিরখে নয়ন
এই যে মেদিনী, পুণ্যতীর্থ বারাণসী,
জগতের বস্তুজাত ব্রহ্ম অবিনাশী,
পূর্ণ হ'লে সাধকের ব্রহ্ম দরশন,
এইমত চিন্তা চিত্তে উপজে তখন।
পরমহংস শঙ্করাচার্য্যবিরচিত
ধন্যাষ্টক সমাপ্ত।

কস্যচিদ্ দীনস্য।

ভূ-গোল পরিচয়।

৬ পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

মণ্ডল বর্ণন।

দ্বাদশ রাশি ব্যতীত অপর মণ্ডলগণের কোন উল্লেখ প্রচলিত হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থে
পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বিবেচনা করেন যে, হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ

ভ-চক্র ব্যতীত ভ-গোলের অপর অংশ পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। এই নিন্দাবাদ কলঙ্কের কথা বটে। হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদগণের এই কলঙ্ক আচ্ছাদনার্থে মহামতি ব্রেনাণ্ড বলেন যে, বেদ-বিহিত ক্রিয়া কলাপের ক্ষণ নির্ণয়ে গ্রহগণের গতি পরীক্ষায় রাশিচক্রে হিন্দু-চিত্ত সতত নিবিষ্ট থাকিত। প্রাচীন চীন জাতির ন্যায় ভ গোলের অপর ভাগের সুশোভন তারকামালার তালিকা প্রকটনে হিন্দু চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি রাশি নক্ষত্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইলে বিনা যান্ত্রিক সাহায্যে হিন্দু গণিত শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ মূলে সুবিশুদ্ধ ফলপ্রদ হইত না। মহামতি ব্রেনাণ্ড পূর্ব্বপক্ষের নিন্দাবাদ স্বীকারে উত্তর পক্ষ সমর্থনে অতি বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুমার মণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ব্রহ্মমণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল, কাল পুরুষ মণ্ডল আদি কয়েকটী অপর মণ্ডল নাম পুরাণাদিতে পরিলক্ষিত হয়। কোন হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে এই সকল মণ্ডলের নাম গৃহীত হইয়া থাকিবে। তবে হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রায়শঃ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থাদিতে মণ্ডলগণের নামের অভাব দৃষ্ট হয় বলিয়া পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা সুসঙ্গত নহে।

দ্বাদশ রাশি ব্যতীত উত্তর ভ-গোলার্দ্ধে ২১টী ও দক্ষিণ ভ-গোলার্দ্ধে ১২টী মণ্ডল এই ৩৩টী প্রাচীন মণ্ডল নাম পাশ্চাত্য গ্রন্থে লক্ষিত হয়। ইদানীং দিনেমার-কুল-তিলক-টাইকো নব নব মণ্ডল নাম সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেন এবং বো বেয়ার বোড প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ তৎপথাবলম্বী হইয়া ক্রমে ৫৯টী নব মণ্ডল নাম যোগ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ নব মণ্ডল নাম ব্যবহৃত হয় না। মণ্ডল তালিকায় নব মণ্ডলগুলি তিল চিহ্নিত রহিল।

পাশ্চাত্য মণ্ডল তালিকা। (১)

	II.	III.	IV.
১। পরশুমণ্ডল।	মকর	১। মিথুন।	১। বনমার্জ্জার*
২। ত্রিকোণমণ্ডল।	২। ব্রহ্মমণ্ডল।	২। কালপুরুষ	২। কর্কট রাশি।
৩। মেষরাশি।	৩। বৃষরাশি।	৩। শশ মণ্ডল।	৩। শুনকা মণ্ডল।
৪। তিমিমণ্ডল।	৪। ঘটিকা মণ্ডল*	৪। কপোত*	৪। একশৃঙ্গী মণ্ডল*

(১) ১২ রাশি ২৮ নক্ষত্র এবং ইল্‌বলা নক্ষত্র এবং শিশুমার মণ্ডল চিত্র-শিখণ্ডি মণ্ডল ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল কাল পুরুষ মণ্ডল মৃগব্যাধ মণ্ডল ত্রিশঙ্কু মণ্ডল এবং তারাগণ মধ্যে ধ্রুব তারা প্রজাপতি তারা ব্রহ্মহৃৎ তারা অগ্নি তারা লুব্ধক তারা অগস্ত্য তারা আপতারা অপাংবৎস তারা এই কয়েকটী হিন্দু নামে প্রচলিত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশিষ্ট লেখকের কল্পিত বা অনুবাদিত।

I.	II.	III.	IV.
৫। যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল।*	৫। সুবর্ণাশ্রমমণ্ডল*	৫। মৃগব্যাধ।	৫। কৃকলাশমণ্ডল।*
৬। যামীমণ্ডল।	৬। আঢ়কমণ্ডল।*	৬। অর্ণবযান।	৬। পতত্রীমীনমণ্ডল*
		৭। চিত্রপটু *	
		৮। অভ্র।*	
		৯। টেবিল।*	

V.	VI.	VII.	VIII.
১। সিংহশাবকমণ্ডল*।	১। সপ্তর্ষি মণ্ডল।	১। শিশুমার মণ্ডল।	১। হরকুলেশমণ্ডল।
২। সিংহরাশি।	২। সারমেয়মণ্ডল*	২। ভূতেশ মণ্ডল।	২। কিরীট মণ্ডল।
৩। হ্রদসর্প মণ্ডল।	৩। করিমুণ্ডমণ্ডল*	৩। তুলারাশি।	৩। সর্প মণ্ডল।
৪। ষষ্ঠাংশ মণ্ডল *	৪। কন্যারাশি।	৪। শার্দ্দূল মণ্ডল।	৪। বৃশ্চিকরাশি।
৫। বায়ুযন্ত্র।*	৫। করতল মণ্ডল	৫। মহিষাসুর মণ্ডল।	৫। মানদণ্ড মণ্ডল*
	৬। কাংশ্য মণ্ডল।	৬। বৃত্তমণ্ডল।*	৬। দক্ষিণ ত্রিকোণ* মণ্ডল
	৭। ত্রিশঙ্কু মণ্ডল*	৭। ধূম্রাট মণ্ডল।*	
	৮। মক্ষিকা মণ্ডল।*		

IX.	X.	XI.	XII.
১। তক্ষক মণ্ডল।	১। বক মণ্ডল।	১। শেফালি মণ্ডল।	১। কাশ্যপায় মণ্ডল
২। বীণামণ্ডল।	২। শৃগাল মণ্ডল*	২। গোধা মণ্ডল*	২। ধ্রুবমাতা মণ্ডল।
৩। সর্পধারী মণ্ডল।	৩। বাণ মণ্ডল*	৩। পক্ষীরাজ মণ্ডল।	৩। মীনরাশি।
৪। ধনুরাশি।	৪। গরুড় মণ্ডল।	৪। অশ্বতর মণ্ডল।	৪। ভাস্কর মণ্ডল।*
৫। দক্ষিণকিরীট*	৫। শ্রবিষ্টা মণ্ডল।	৫। কুম্ভরাশি।	৫। সম্পাতি মণ্ডল।
৬। দূরবীক্ষণ মণ্ডল*	৬। মকররাশি।	৬। দক্ষিণমীন মণ্ডল।	৬। হ্রদমণ্ডল।
৭। বেদি মণ্ডল।	৭। অনুবীক্ষণমণ্ডল*	৭। সারস মণ্ডল।*	৭। গ্রাব মণ্ডল।*
	৮। সিন্দু মণ্ডল।*	৮। চঞ্চুভৃৎ মণ্ডল।*	
	৯। ময়ূর মণ্ডল।*		
	১০। অষ্টাংশ মণ্ডল।*		

I. ১ম বিথী।

পর্শু মণ্ডল Perseus.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণ।
১	কুঠারপৃষ্ঠ	Alpha.	Merfek.	২'০	১০৪৩	
২	[illegible]	Beta.	Algol.	২'২--৩'৭	৯৬৩	বহুরূপ

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
৩		Gamma.		৩·১	৯৫৭	
৪		Epsilon.		৩·১	১২১৯	বহুরূপ
৫		Zeta.		৩·১	১২০৭	
৬		Delta.	Capout.	৩·২	১২২৯	বহুরূপ
৭	মেদুকা	Rho.	Meduci.	৩·৭	৯৫১	বহুরূপ
৮		Eta.		৪·০	৮৬৩	
৯		Nu.		৪·০	১১৩৯	
১০		Omicron.		৪·০	১১৩৮	
১১		Tau.		৪·০	৮৮৫	
১২		Iota.		৪·১	৯৬২	
১৩		Theta.		৪·৩	৮২৭	
১৪		Upsilon				
১৫		Phi.				
১৬		Psi.				
M.৩৪		M. 34				তারাস্তবক
		ত্রিকোণ মণ্ডল Triangulium.				
১		Beta.		৩·১	৬৫৬	
২		Epsilon.		৩·৬	৫৫৯	
৩		Gamma.				
		পাশ্চাত্য মেষরাশি Arus.				
১	অমল যোগ তারা অশ্বিনী	Alpha.	Hamal.	২·১	৬৪৮	
২	শিরস্ত্রাণ	Beta.	Sheratap.	২·৮	৫৭৭	
৩	যোগ তারা ভরণী			৪·৩	৮৭২	
৪	মুণ্ডরশ্মি	Gamma.	Mesar thim.	৪·৩	৫৭২--73	প্রথম আবিষ্কৃত
৫		Delta.		৪·৫	৯৮৬	যোগ তারা
৬		Mu.				
৭		Epsilon.				

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
৮		Zeta.				
৯		36.				
১০		Tau.				

মন্তব্য (১) ১।২।৪ তারা = অশ্বিনী নক্ষত্র

(২) ৩।৬।৯ তারা = ভরণী নক্ষত্র (Musca.)

তিমিমণ্ডল Cetus.

১	মার	Omicron.	Mira.	২·০–৭·০	৭২০	
২		Beta.	Dephda.	২·১	১৯৬	
৩	মীনকেতন	Alpha.	Mencar.	২·৭	৯৪৯	
৪		Gamma.	Kaffaldhina.	৩·৬	৩১২	
৫		Eta.	Dheneb.	৩·৬	৩৩২	
৬	তিমিপুচ্ছ	Iota.	Dheneb Koitos.	৩·৬	৬২	
৭		Tau.		৩·৬	৫৩৬	
৮		Theta.		৩·৮	৪২০	
৯		Upsilon		৩·৮	৬১৮	
১০		Zeta.	Bebukoitos.	৩·৯	৫৬৫	
১১		Delta.		৪·১	৮১১	
১২		Pi.		৪·৩	৮৪৭	
১৩		Xiz.		৪·৫	৭৬০	

যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল Fornax.

১		Alpha.		৩·৮	৯৯৭	বহুরূপ
২		Beta.				
৩		Nu.				

(ক্রমশঃ)

যোগী কে ?

(Brahmacharin পত্র হইতে
পদ্যানুবাদিত)

মস্তকে নিবিড় জটা, ভস্ম-মাখা অঙ্গ-ছটা,
সেও যোগী নয় ;

পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ১
অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড,
গুম্ফ-শ্মশ্রুশূন্য তুণ্ড,
গেরুয়া-করোয়া-দণ্ড,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ২
প্রাণায়ামে প্রাণ-অস্ত,
আসন-মুদ্রায় শ্রান্ত,
নয়নে নিমেষ ক্ষান্ত,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৩
বিভূতি দেখায় কত,
ভোজ-ভেল্কী জানে শত,
করে চিত্ত চমৎকৃত,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৪
মঠে রাজপূজা যার,
দানে রাজ-ব্যবহার,
শিষ্য রাজা-জমিদার,
তবু যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৫
সাধি সদা তীব্র তপ,
দেহ দহি যে মানব
লভে খ্যাত-স্তুতি-স্তব,
সেও যোগী নয়;
পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই যোগী হয়। ৬
কি দারিদ্র্য কি সম্পদ,
নগ্নতা কি পরিচ্ছদ,
যথার্থ যোগিত্ব-পদ
কিছুতে না হয়।
মন-বাক্য-ব্যবহার
শমিত দমিত যার,
যোগ-মার্গে অধিকার,
তাহারি নিশ্চয়। ৭
আমিত্বের প্রসারার্থ
পরার্থে মিলায়ে স্বার্থ,
লভি যেবা পরমার্থ,
প্রেমানন্দভোগী;
সুখেতে যে অচঞ্চল,
দুঃখেতে যে অবিহ্বল,
শুভাশুভে অবিকল,
সেই বটে যোগী। ৮
তিরস্কার পুরস্কার,
নিগ্রহানুগ্রহ আর,
কিছুতে না চিত্ত যার
সুপথ-বিরোধী।

পরার্থ-জীবনে যার
আমিত্বের সুপ্রসার—
সর্ব্বভূতে একাকার,
সেই বটে যোগী। ৯

মিত যার পানাহার,
মিত কার্য্য—নিদ্রা আর;
কায়-মন-বাক্য যার
সুমিত সংযত,
সত্যস্বরূপেতে আর
আত্মসমর্পণ যার,
"যোগী" অভিধান তার
সত্য সুসঙ্গত। ১০

আত্মা সর্ব্বভূতময়,
সর্ব্বভূত আত্মময়,
আমিত্ব-প্রসারে হয়
যাহার প্রেক্ষণ;
ব্যষ্টিগত সর্ব্ব আত্মা
সমষ্টিতে পরমাত্মা,
যে পায় এ ব্রহ্ম-বার্ত্তা,
যোগী সেই জন। ১১

সংসার-সংগ্রামে যার
আগত উপসংহার,
শান্তি-ধাম-সমাচার
প্রাপ্ত যেই জন;
স্বেচ্ছা-সত্তা নাহি যার,
"প্রভো হে! ইচ্ছা তোমার
পূর্ণ হক্" উক্তি যার,
যোগী সেই জন। ১২

শ্রীশঃ——

সাধকের হরি।

সাধকের হরি বিশ্বময়। সাধক তাঁহাকে ইচ্ছাময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়, পরিশেষে সর্ব্বময় বলিয়াই প্রাণে তৃপ্তি পান, অপার আনন্দ রসে নিমজ্জিত হন। সাধকের হরি অনলে, অনিলে, সলিলে, মরুতলে, তরুমূলে, ফুলে, ফলে সর্ব্বত্র। ভক্তিরসের পূর্ণাবতার প্রহ্লাদ বলিলেন, "হরি যে কেবল বৈকুণ্ঠে বাস করেন তাহা নহে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থেই তাঁহার অধিষ্ঠান।" ক্রোধপ্রজ্বলিত হিরণ্যকশিপু কহিলেন, "আরে মূর্খ! তোর হরি যদি সর্ব্ব স্থলেই থাকেন, তবে এই স্ফটিকস্তম্ভেও আছেন।" প্রহ্লাদ বিনয়াবনত বদনে উত্তর করিলেন, "জগতের প্রতি পরমাণুতে যাঁহার চিন্মূর্ত্তি বিরাজিত, সেই হরি এখানে আছেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?" প্রহ্লাদের দৃঢ় বিশ্বাস হরি জগন্ময়। বস্তুতঃ ও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু পরিশেষে প্রহ্লাদকে "কুলভূষণ" বলিয়া ছিলেন। হিরণ্যকশিপু যে একজন ভক্তি ভাবের সাধক নহেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তিনি শত্রুভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির উচ্চতম আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের হরি প্রাপ্তি শাস্ত্রের অবিসম্বাদীমত। কি কি ভাবে হরি প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা আমরা শাস্ত্র পাঠে অবগত হইতে পারি। "গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎকংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো!" নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, গোপীগণ কামভাবে ভগবানকে ভজনা করিয়া তৎপদ

প্রাপ্ত হইয়াছে।” কংস ভয়ে ভজনা এবং অচ্যুতদ্বেষিনৃপতিবৃন্দ শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষভাবে চিন্তা করিয়া ভগবচ্চরণে স্থানলাভ করিয়াছে। বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভগবৎ কৃষ্ণকে আত্মীয় (ভ্রাতৃ পুত্রাদিরূপে) রূপে গ্রহণ করিয়া চরমে তদ্‌গতি লাভ করিয়াছে। তোমরা ভগবানকে ভালবাসিয়াই তাঁহার হইতে পারিয়াছ, আমরা ভক্তি সাধনা সমাধান করিয়া ভগবানের কৃপাকণিকা লাভে সমর্থ হইয়াছি। গোপীগণ কৃষ্ণকে চাহিত "কান্ত" বলিতেই চাহিত। ভ্রাতা, পুত্র বা ভগবদ্‌ভাবে তাহারা কৃষ্ণের অর্চনা করে নাই। তাহারা "জগন্নাথ" কৃষ্ণকে "প্রাণনাথ" বলিয়াই অতুল সুখসাগরে ভাসিত। কৃষ্ণের উদ্দেশে তাহাদের অনিবেদিত কিছুই ছিল না। লৌকিক সঙ্কীর্ণতার আবরণ বিদূরিত হইলে যে বিশ্বময় নির্ম্মল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে ভগবান্‌কে লজ্জা, ভয়, করিবার অবকাশ থাকে না। গোপীগণ জানিয়াছিল তাহাদের প্রাণেশ্বর ব্রজেশ্বর হরি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে। তাহারা যেদিকে চাহিত, সেই দিকেই কৃষ্ণ ; কাজেই লজ্জা করিয়া কোথায় লুকাইবে, ভয় করিয়াইবা কোথায় পালাইবে! নবধা ভক্তিলক্ষণের শেষ লক্ষণ "আত্মনিবেদন" তাহাদের আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহারা, সুখ, দুঃখ, সম্পৎ, বিপৎ, প্রাণ, মন, কুল, মান, সবই কৃষ্ণের উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিল। কৃষ্ণের সুখ দুঃখ ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র একটা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান ছিল না। তাহাদের জগৎ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণময় হইয়াছিল। এই তন্ময় ভাবে মিত্রতা, শত্রুতা, স্নেহ ও নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি ইত্যাদি সকল মার্গেরই চরম পরিণতি। কংস ভয়ে ও শিশুপাল হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিরা দ্বেষভাবে সর্ব্বস্থানে হরিদর্শন করিতেন। কংসের বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাই, "আসীনঃ সংবিশন্ তিষ্ঠন্ পর্য্যটন্ প্রবদন্ পিবন্। চিন্তয়া নো হৃষীকেশং অপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ।" কংস বসিয়া আছেন,দেখিলেন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ, গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, গৃহের সর্ব্বস্থানে কৃষ্ণ। দাঁড়াইয়া থাকিয়াও দেখিলেন সমস্ত স্থানে কৃষ্ণ বিরাজিত। বিচরণ করিতে, বাক্যালাপ করিতে—পান ভোজন করিতে—সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা অন্তরে উদিত থাকায় যেন জগৎই কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এখানে তন্ময়তা পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। শিশুপালাদির অন্তঃকরণে সর্ব্বদা হরিনির্য্যাতন বাসনা বলবতী ছিল, তাহারা দ্বেষ্য ভগবান্‌কে অনবরত চিন্তাকরিয়া তন্ময় হইয়াছিল। বৃষ্ণিগণের আত্মীয় জ্ঞান এবং পাণ্ডবের স্নেহ ভগবান্‌কে বাস্তবিকই বাধ্য করিয়াছিল। পাণ্ডবের আনুগত্য ভগবান্ আপনার অলঙ্কার স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। পুরাণের পাঠককে এ কথা বলিতে হইবে না। ভক্তিতে নারদ, শুক, শাণ্ডিল্য, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইত্যাদি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা ভগবান্‌কে ভগবান্ বলিয়াই ভাবিতেন। সকল সাধকই ভক্ত,কেননা পুত্র ভাবেই হউক, আর শত্রু ভাবেই হউক এবং মহামহিম পরমেশ্বর মনে করিয়া হউক,সকলেই ভগবানের চিন্তায় একান্ত অনুরক্ত হইয়া তন্ময়তা এবং পরিণামে তৎপরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধনার রীতি ভিন্ন হইলেও গতি একপ্রকার।

জগতের যাবতীয় বস্তুজাত ভগবানের বিভূতি। পুত্র, মিত্র, শত্রু, সকল ভাবেই ভগবান্‌কে ভাবা যাইতে পারে। যে সাধক যে ভাবে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ তাহার সম্মুখে সেই ভাবেই আবির্ভূত হন। ভগবানের মূর্ত্তি সাধকের ভাব ময়। সাধকের মনে কৃষ্ণ, সম্মুখেও কৃষ্ণ। আবার ভিতরে কালী বাহিরেও তাহাই। সাধক ভগবান্‌কে যেমন পুত্র, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি রূপে ভাবিতে পারেন, তদ্রূপ শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, রক্ত ইত্যাদি বিবিধ বর্ণে এবং দ্বিহস্ত,চতুর্হস্ত, দশহস্ত, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, স্ত্রী, পুরুষ, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে ভাবিতে পারেন। স্বতন্ত্র ভূষণে স্বেচ্ছামত সাজাইতে পারেন। শ্বেত, নীল, সকলই ভগবানের স্ফূর্ত্তি। সে সমসাগরে অসাম্য তরঙ্গ নাই, শ্বেত, কৃষ্ণ সেখানে একই বস্তু। সাধক ভগবানের জলদনীল বর্ণ কল্পনা করিলেন, জগতের "নীল" দেখিলেই তিনি ভগবদ্ ভাবে বিভোর হন। নীল জল দেখিতে শান্তি পান, নীল আকাশে চাতকের মত তাকাইয়া থাকেন। রাধা কৃষ্ণবিরহিণী হইয়া কতবার যে কত কৃষ্ণবর্ণ মস্তকে হৃদয়ে রাখিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, পরিশেষে কিছুতেই প্রবল পিপাসার তৃপ্তি না হওয়ায় স্বয়ংই কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সখীগণকে রাখাল সাজাইয়াছিলেন। ভাগবতচূড়ামণি উদ্ধব স্বয়ং কৃষ্ণবেশে কালাতিপাত করিতেন। ভক্তের চক্ষে বিশ্ব ভগবানের মূর্ত্তি অথবা প্রতিমা। ভক্তিসাধকের পদ্ম পলাশলোচন খুঁজিতে অনেক ক্ষণ লাগিয়াছে; কিন্তু যখন ভগবানের অসীম করুণাজলধর ধ্রুবের মস্তকে গলিয়া পড়িল, তখন ধ্রুব বিশ্বময় ভগবানকে দেখিয়াছিল। আর পদ্মপলাশলোচনের অনুসন্ধানে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য বাস করিতে হয় নাই। সাধকের হরি, মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জায় বশীভূত ও ক্ষুদ্র নহেন, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ইচ্ছাময়। ভক্তের পন্থা বড় পরিষ্কৃত। ভক্ত স্বয়ং ভগবানের মহিমামাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হইয়া বিষয়ী হইলেও সন্ন্যাসী। জ্ঞানমার্গের সাধনা, যম নিয়ম, প্রাণায়াম, বেদবিচার কত কঠোরতা পরিপূর্ণ, তাহাতে বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই,আরও কত কি দরকার হয়। ভক্তির স্রোত জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বই ভাসাইয়া দেয়, চণ্ডাল ব্যাধ বিচার করে না, প্রাণ গলিলেই মিলিল। বেদার্থবিচার বিতণ্ডাঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। কেবল সাধকের হরিকে প্রাণ খুলিয়া চিন্তা করা চাই। তাহাতে প্রেমানন্দ আবির্ভূত হইবে। জগদ্দুর্ল্লভ অমৃত-রস আস্বাদনে সাধকের ভবপিপাসা শান্ত হইবে। ভক্তবীর চিনি খাইয়া সেই রাজ্যে রাজত্ব করিতে চাহেন। নির্ব্বাণ পাইতে ভক্তের বাসনা নাই, তিনি সচ্চিদানন্দসমুদ্রে সুখে বাড়বাগ্নির ন্যায় জ্বলিতে চাহেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।" ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান বৃথা, আবার জ্ঞানহীনের ভক্তি হইতে পারে না। যাঁহাকে না চিনি,তাঁহাকে কি ভাল বাসিতে পারি? যাহার কোনও খবর জানি না তাহাকে কি আত্মসমর্পণ করা যাইতে পারে? যে দিকেই কেন যাই না, জ্ঞান এবং ভক্তি দুই চাই। যে পথের জ্ঞানে পরিনিষ্ঠা ভক্তির স্রোত সেখানে ফল্গু নদীর ন্যায়। যে পথের ভক্তিতে পরিসমাপ্তি, সে পথে জ্ঞান মেঘান্তরস্থ বিদ্যুতের মত। প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দেখিয়া দুর্ব্বল সাধক

দলাদলি করিয়া ফেলেন। সাম্প্রদায়িকতা সাধকের হরি আদর করেন না। তাঁহার নিকট অটল সাম্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। বড় ভক্তি সাধকের জ্ঞান, অগাধ অতলস্পর্শী; যখন ভক্তির জলে দেশ ডুবিয়া গেল, তখন জ্ঞান ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। জ্ঞানপ্রচারক ভগবান্ শঙ্কর যে কতদূর ভক্তিসম্পন্ন ভক্তিসাধক ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত স্তবগুলির দুই একটী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। জ্ঞানবাদের প্রসিদ্ধ মহামহিম আচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তির কথা বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গের অন্যতম গুরু মহামুনি ব্যাসদেব যোগভাষ্যে ভগবদ্ ভক্তির অনুমোদন করিয়াছেন। ভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্য শাণ্ডিল্যও জ্ঞানকে উপেক্ষা করেন নাই, তবে ভক্তির স্রোতে জ্ঞান মার্গ—লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু উভয়েরই আবশ্যক আছে, এ কথা তিনি মুহুর্মুহুঃ বলিতে ভুলেন নাই। ভক্তাচার্য্য শিরোমণি দেবর্ষি নারদ কেবল ভক্তি বিরহিত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির সোপানে একপদও অগ্রসর হওয়া দুষ্কর বলিয়াছেন। ভক্তিরসিক শুকদেব জ্ঞানীর উচ্চতম শিখরে সমাসীন হইতে যোগ্য। ভাগবতে আছে; "দৃষ্ট্বানুযান্তং ঋষিমাত্মজমপ্যনগ্নং, দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রং, তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি, স্ত্রীপুংভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ।" একদা ভগবান্ শুকদেব নগ্নাবস্থায় গমন করিতেছিলেন, তৎপশ্চাৎ বস্ত্র পরিধান করিয়া তৎপিতা আচার্য্য ব্যাসদেব তাহার অনুসরণে রত ছিলেন। অপ্সরাগণ কোনও সরোবরে উলঙ্গাবস্থায় জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়া বস্ত্র পরিধান করিল না, কিন্তু বস্ত্রধারী ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জায় নতমুখে বস্ত্র ধারণ করিল। তখন বিস্মিত ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এরূপ করিলে কেন? তাহারা অম্লান বদনে উত্তর করিল, শুকদেব যুবা এবং নগ্ন হইলেও স্ত্রীপুরুষ পার্থক্য তাহার মনে আসে না। সে লজ্জা হইতে দূরে অবস্থিত এবং আপনি স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, লজ্জাকেও বিদায় দেন নাই।" যাহার স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহাকে অদ্বৈত ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে, এই উচ্চতম জ্ঞানধনে প্রধান ভক্তেরা ধনী ছিলেন। অনবরত যেখানে ভগবৎচিন্তা, সেখানে অপর জ্ঞানের অবকাশ কই? ভক্তেরা প্রকৃত পক্ষেই অদ্বৈত জ্ঞান সম্পন্ন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তজ্জন্য অতত্ত্বজ্ঞ আমরা গোল বাধাইয়া বসি। প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া থাকেন। সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য সম্প্রদায় সিদ্ধ ঘৃণা জিঘাংসাবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া সার্ব্বজনীন "সাধকের হরি"কে ভজনা করে। যেদিন ভক্তিবাদী এবং জ্ঞানবাদী আনন্দে মাতিয়া কোলাকুলি করিবে, গলাগলি হইবে, সেইদিনই প্রকৃত ভক্ত এবং প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিবাদ বিসম্বাদ সাধকের হরি ভাল মনে করেন না। সাধক মাত্রেই জ্ঞানী হউন, ভক্ত হউন, কর্ম্মী হউন, সকলেরই চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে, এক অপূর্ব্ব সমরসানন্দে মাতিতে হইবে, সমরস স্রোতে ভাসিতে হইবে। সাধকের হরি! দগ্ধ ভারতে আর সম্প্রদায় বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইও না। দীন লেখক শ্রীচরণে প্রার্থনা করে, সুমতি দেও। হরি! মনের মলা মুছাইয়া দেও, প্রাণের জ্বালা ঘুচাইয়া দেও, সুমতি দেও, ভারতের প্রতি সদয় হও। দয়াময় নাম যে ডুবিতে চলিল!! অশান্তি উৎপাতে শান্তি দাও। ভ্রান্তি ঘুচাইয়া শান্তি দাও!! বিপদে সম্পদে শান্তি দেও!!

শ্রীভারতী—

ম বর্ষ। ফাল্‌গুন, চৈত্র। ১১শ, ১২শ, সংখ্যা।
১৮২২, ১৩০৭।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২২।

অগ্রিম [illegible] সমেত ডাকমাশুল ১৷৷০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-পত্রিকার উপহার।

যাঁহারা ১৩০৮সালের হিন্দু-পত্রিকার মূল্য পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছেন, কিম্বা ৩০শে চৈত্রের মধ্যে পাঠাইবেন; তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকার বিশেষ উপহার ঋগ্‌ভাষ্যোপদ্ঘাত প্রকরণম্ ।০ আনা মূল্যে পাইবেন।

হিন্দু-পত্রিকার মূল্য

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ১৩০৮ সালের হিন্দু-পত্রিকার মূল্য না পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের নিকট ১৩০৮ সালের ১মসংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। কারণ বৎসরের প্রথমে মূল্য আদায় করিলে আমাদের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। কোন কোন গ্রাহক ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে আপত্তি করেন, কিন্তু তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি জানিনা। কেননা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইলে দুইআনা অধিক খরচ হয়, মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলেও ৵০আনা অধিক খরচ হইয়া থাকে। কার্য্যের সুবিধার জন্যেই ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাঠান হয় ইহাতে কাহারও কোন গ্লানির কারণ নাই। বিঙ্গবাসী এবং অন্যান্য পত্রিকা এইরূপ বৎসরের প্রথমেই ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩০৮সালের মূল্য ভিঃ পিঃ র দ্বারা আদায় করা হইবে। তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগকেও হিন্দু-পত্রিকার উপহার চারিআনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি সুলভ মূল্যে উপহার দেওয়া যাইবে।

১। আমিত্বের-প্রসার ৸০ স্থলে ।০ ২। শাণ্ডিল্যসূত্র ১৲ স্থলে ৷৷০
৩। ৺প্রভাবতীদেবীর কৃত অনলপ্রসূন ১৲ স্থলে—৸০ ৪। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দার্শনিক মীমাংসা ১৲ স্থলে ৸০ ৩৸০ ২৸০

যাঁহারা ৪খানি পুস্তক একসঙ্গে লইবেন, তাঁহারা ২৲ টাকা মূল্যে পাইবেন।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড, ১১দশ সংখ্যা। | ফাল্গুন | ১৩০৭ সাল, ১৮২২ শকাব্দা

মীমাংসা দর্শনম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

রূপাৎপ্রায়াৎ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। রূপাৎ। প্রায়াৎ।

ব্যাখ্যা। রূপাৎ—রূপ অর্থাৎ গুণবাদ-রূপ পূর্ব্বসূত্রোক্তহেতুনিবন্ধন। প্রায়াৎ—(প্রায়িকাৎ ইত্যর্থে) প্রায়িকত্ব হেতুকও। ("স্তেনংমন" ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টবিরোধ নাই)।

বঙ্গার্থঃ। "স্তেনংমনঃ" "অনৃতবাদিনী বাক্" এই স্থলে দৃষ্ট বিরোধের শঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক। বস্তুতঃ গুণবাদ এখানে বক্তব্য। প্রায়িকত্ব গুণযোগে অনৃত-বাদিনী বাক্ এই স্থান সমর্থিত হইয়াছে। কাজেই দৃষ্টবিরোধ দোষ এখানকার যোগ্য নহে।

বিশদব্যাখ্যা। অর্থবাদ-বাক্য বিধিশেষ হওয়াই চাই। "স্তেনংমনঃ" এই অর্থবাদ "হস্তে হিরণ্যং ভবতি অথ গৃহ্লাতি" এই বিধির [illegible] হিরণ্য ধারণ হস্তেই কর্ত্তব্য, এই তাৎপর্য্যে হিরণ্য প্রশংসা-আবশ্যক হওয়ায়, মন স্তেন না হইলেও তাহাকে স্তেন এবং বাক্ অনৃতবাদিনী না হইলেও তাহাকে মিথ্যাবাদিনী বলা হইতেছে। এইরূপ প্রশংসা লোকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "গুরুদেবে কাজ নাই, রামকে ভোজন করাইলেই ভাল হইবে" এখানে রামের প্রশংসা করিবার জন্য এই রাম-প্রশংসা ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অসংসৃষ্ট গুরুদেবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইল। ইহাতে গুরুদেবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত নয়, কেন না, ঐ বাক্যের দ্বারা রামের প্রশংসা ব্যতীত অপর কিছুই হইতেছে না। আচার্য্যেরা কেহ বলিয়াছেন, হিরণ্য প্রশংসা, কেহ বলেন হস্ত প্রশংসা। মন স্তেন বাণী মিথ্যাবাদিনী, অতএব হিরণ্য ধারণ হস্তেই করা উচিত, এই ভাবে কেহ ব্যাখ্যা করেন। অপরে বলেন হিরণ্য গ্রহণই কর্ত্তব্য, মনস্তেন, হিরণ্যই পবিত্র। এই উভয়বিধ ব্যাখ্যার মধ্যে পণ্ডিতগণ বিচার পূর্ব্বক মুখ্যপক্ষ

আশ্রয় করিবেন, আমরা ব্যাখ্যাতামাত্র সমালোচক নহি। একের নিন্দা করিলে তাৎপর্য্যতঃ অপরের প্রশংসা হয়, ইহা বাস্তবিক্। পূর্ব্বাচার্য্য মীমাংসকগণ বলেন "নহিনিন্দানিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে ইতরচ্চ প্রশংসিতুং।" নিন্দা করায় সেই নিন্দিত বস্তুর প্রকৃত নিন্দনীয়ত্ব বুঝায় না, অপর কোনও বিহিত বস্তুর প্রশংসা বুঝাইয়া দেয়। সেই নিন্দার প্রয়োগ গুণবাদ আশ্রয় করিয়াই করিতে হয়। মন স্তেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপ; এই প্রচ্ছন্নরূপতা হস্তে নাই, অতএব হস্ত প্রশস্ত। এখানে মনকে প্রকৃত পক্ষে চৌর্য্যাদোষে দোষী বলা উদ্দেশ্য না হইলেও, পরন্তু হস্তকে প্রশংসা করা এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও, প্রচ্ছন্নরূপগুণযোগ লক্ষ্য করিয়া হস্তপ্রশংসার পরিচায়ক স্বরূপ মনকে স্তেয়কারী বলা হইয়াছে। ঐরূপ বাক্ অনৃতবাদিনী, এখানেও প্রায়িকত্ব গুণ অবলম্বন করিয়া মিথ্যাবাদ দোষ অর্পিত হইয়াছে। প্রায়শঃ বাক্ মিথ্যাবাদিনী ইহা নিশ্চিত। অতএব তাৎপর্য্য বিষয়ে লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট বিরোধাদি কিছুই নাই। অর্থবাদের গভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই লোকে সহসা বীতশ্রদ্ধ হয়, কিন্তু নিপুণ নয়নে অবলোকন করিলে দেখা যাইবে, বিধির সমর্থন ব্যতীত অর্থবাদ আর কিছুই করে না। অর্থবাদ বিধির ভৃত্যবৎ কার্য্য করে। বৈধ পদার্থের উপকার করিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহাতে অপর অবিহিত বস্তুর নিন্দা করিতে হয়, কিম্বা সেই বৈধ বস্তুর প্রশংসার্থ তাহার গুণ বাড়াইয়াই বলিতে হয়, যাহা হউক না কেন, অর্থবাদ তাহা করিতে ব্যগ্র। এই মূল রহস্যটুকু ধারণা করিলে অর্থবাদের অর্থ বুঝিতে বিশেষ গোল হইবে না। তবে অর্থবাদগুলি চিনিতে পারা চাই, বিধিশেষ অর্থবাদ, এইটুকু মনে রাখিলেই সে কার্য্য সহজ সাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। অপর যে স্থানে দৃষ্টবিরোধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর ইহা জানাইবার জন্য পরসূত্রে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

দূরভূয়স্ত্বাৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। দূরভূয়স্ত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। দূরভূয়স্ত্বাৎ—দূরবাহুল্য বশতঃ। (নদদৃশে এই বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত অদর্শন গৌণ। অতএব দৃষ্ট বিরোধ হইল না।)

বঙ্গার্থঃ। বহু দূরতানিবন্ধন অদর্শন বলা হইয়াছে। (বস্তুতঃ বহু দূরত্ব গুণ যোগে ঐ অদর্শনের অর্থ দর্শনাভাস মাত্র, কাজেই দৃষ্টবিরোধ এ স্থানে প্রয়োজ্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। তস্মাৎ ধূম এবাগ্নে র্দিবা দদৃশে নার্চ্চিঃ, তস্মাৎ অর্চ্চিরেব অগ্নের্নক্তং দদৃশে নধূমঃ এই বাক্যে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষবিরোধ মনে করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, বেদে আছে দেখা যায় না, কাজেই এ বেদবাক্য অপ্রমাণ, কেননা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বিষয় ইহার প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই কথারই বর্ত্তমান সূত্রে উত্তর দেওয়া হইতেছে। প্রথমতঃ অর্থবাদ বাক্য কোন্ বিধির [illegible] সাব্যস্ত

করা দরকার তাহার পর উহার প্রতিপাদ্য বস্তুর আলোচনা করা যায়, নচেৎ বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃস্বাহা ইতি সায়ং জুহোতি সূর্য্যো জ্যোতি জ্যোতিঃ সূর্য্যঃস্বাহা ইতি প্রাতঃ, এই দুইটী বিধান আছে। প্রাতঃকালে সূর্য্য মন্ত্রে হোম এবং সায়ংকালে অগ্নিমন্ত্রে হোম করা এই বিধিযুগলের বোদ্ধব্য বিষয়,। এই বিধির শেষ পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদ। এই বিধিদ্বয়ের স্তুতি করা অর্থবাদের রহস্য। দিবসে অগ্নির অর্চ্চি দেখা যায় না বলিয়া অগ্নিমন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যমন্ত্র দ্বারাই প্রাতঃকালীন হোমসম্পাদন করিতে হইবে এই রূপে স্তুতিকরাই অর্থবাদের অন্তস্তত্ত্ব। আবার রাত্রিতে অর্চ্চিঃই দেখিতে পাওয়া যায় অতএব রাত্রিতে অগ্নি মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে এইরূপে প্রয়োগের উপযুক্ততা অবধারণ করাই অর্থবাদের স্তুতি বা প্রশংসা। এখন চিন্তার বিষয় এইটুকু যে অর্চ্চি দেখা যায় না কই? দেখা যায় ইত! এ তর্ক সুদৃঢ় নহে, কেননা দেখা যায় না বলিবার উদ্দেশ্য দুর্দ্দৃশ্যত্ব। বহুদূরে পর্ব্বতাগ্রে আমরা যেসকল বৃক্ষাদি দেখিতে পাই তাহাদের দর্শন যে প্রকৃত তাহা বলিতে পারি না। শতহস্ত দীর্ঘ বিশাল বৃক্ষ তখন আমার নয়নে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণরূপে দৃশ্যমান। আকার পরিমাণ রূপাদির অবধারণা শূন্য অসম্পূর্ণ দর্শনকে দেখা না বলিয়া দর্শনাভাস বলাই যুক্তি সঙ্গত। এখানে ও তাহাই। বহুদূরত্ব নিবন্ধন অগ্নিশিখাদর্শন প্রকৃত দর্শন নহে। অগ্নির প্রকৃতরূপ তখন অনেক দূরে অবস্থিত। যদি অদর্শন অর্থ দূর বাহুল্য বশতঃ দর্শনাভাস বলা গেল তবে আর আপত্তির গতি কি? অর্থবাদ নির্দোষ। অন্য দৃষ্ট বিরোধ পরিহারের জন্য সূত্র রচনা করা হইয়াছে যথা।

অপরাধাৎকর্ত্তুশ্চ পুত্র দর্শনম্।১৩॥

পদপাঠঃ। অপরাধাৎ। কর্ত্তুঃ। চ। পুত্র দর্শনম্।

ব্যাখ্যা। অপরাধাৎ—ব্যভিচারাদি অপরাধ জনিত। কর্ত্তুঃ—জননকর্ত্তা অর্থাৎ উপপতির। চ—ও। পুত্র দর্শনম্—পুত্রদেখা যাইতেছে। (অতএব অজ্ঞেয় অর্থ দুর্জ্ঞেয়)

বঙ্গার্থঃ। রমণীগণের চরিত্র গত ব্যভিচারাদি অপরাধ বশতঃ উপপতিরও পুত্র দেখা যাইতেছে, অতএব পিতৃতত্ত্ব অবিজ্ঞাত না হইলেও দুর্বিজ্ঞেয় বটে সুতরাং দৃষ্টবিরোধ হইতে পারে না।

বিশদব্যাখ্যা॥ "নচৈতদ্বিদ্মোবয়ংব্রাহ্মণা বা অব্রাহ্মণাবাস্মঃ" এই অর্থবাদ বাক্যে সুবুদ্ধি বাদী দৃষ্টবিরোধ বুঝিয়া ব্যাকুল হইয়া ছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণকি অব্রাহ্মণ এ সন্দেহ তাঁহার অন্তঃকরণে অবকাশ পায় নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণোচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালন জন্য ব্রাহ্মণ গত বিশেষত্ব লাভ করিবে তাহাতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিবে। ব্রাহ্মণের অসাধারণ নিয়ম তাহাকে পালন করিতে হয় শূদ্রাদি করেনা। ইহাতে সে আপনাকে নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিবে। প্রশ্নকারী মহাশয়ের প্রধান যুক্তিই এই। শাস্ত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেখিলেন ঐ অর্থবাদ

প্রবরে প্রব্রিয়মাণে ব্রূয়াৎ দেবাঃ পিতর ইতি।” অর্থাৎ প্রবরানুমন্ত্রণ সময়ে যজমান “দেবাঃ পিতর” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রবরানুমন্ত্রণ করিবেন এই বিধির শেষভাগ। এই মন্ত্র দ্বারা প্রবরাণুমন্ত্রণ করা উচিত, এবিষয়ে এই অর্থবাদ বাক্য বিধির দৃঢ়তার্থ বিধানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতেই বলা হইতেছে “আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ তাহা জানিনা”। একথার তাৎপর্য্য এই যে যদি ও আমরা অব্রাহ্মণ হই তথাপি এই মন্ত্রে প্রবরানুমন্ত্রণ করিলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পাদিত হইবে। বিধানের এত দূর সামর্থ্য এ মন্ত্রদ্বারা প্রবরানুমন্ত্রণে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয় অর্থবাদ এই কথা জানাইতেছেন। যদি কেহ বলেন যে এরূপ করিবার দরকার কি? তখন অর্থবাদের চির মিত্র যুক্তি জাল আসিয়া বলিবে, প্রত্যেকেরই জন্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। সন্তান নিজের জন্ম দোষশূন্য অথবা ব্যভিচারপঙ্ককলঙ্কিত এ বিষয়ে কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেনা। কেন না তাহার পরীক্ষাকরিবার সময়ের বহুপূর্ব্বে তাহার জন্ম সময়। নিজে নিজজন্মের নির্দ্দুষ্টতা প্রমাণ করিতে গেলে প্রত্যেকেরই অন্ধকারে পড়িতে হয়। স্ত্রীগণের ব্যভিচার একান্ত সম্ভব, যজমানের জন্ম তাহার মাতৃজার হইতে অথবা পিতা হইতে এ সন্দেহ চিরদিনই আছে, এতত্ত্ব চিরদুর্জ্ঞেয়, কাজেই পরমপূজনীয় বেদের আদেশ প্রতিপালন করা সঙ্গত। ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম কি না এই সন্দেহে জানিনা বলা হইয়াছে। নিজের প্রত্যক্ষানুভূত ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারাদি দ্বারা পরিজ্ঞাত ব্রাহ্মণত্ব নিষেধউদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্বপক্ষে যে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ দেখান হইয়াছে, তৎপরিহারার্থে পুনর্ব্বার সূত্ররচনা করা হইয়াছে, সেইসূত্র——

আকালিকেপ্সা ।১৪॥

পদপাঠঃ। আকালিকেপ্সা।

ব্যাখ্যা। আকালিকেপ্সা—অকালের ইচ্ছা, অর্থাৎ যে ইচ্ছা বহুকালপরে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, অধুনা হইবার নহে। তাদৃশী ইচ্ছাকেই লক্ষ্যকরিয়া “কে তাহা জানে যাহা এলোকে আছে অথবা না আছে” এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ॥ বহুকাল ব্যবহিতা সন্দিগ্ধা-ইচ্ছা (ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য।)

বিশদব্যাখ্যা। “কোহিতদ্বেদ” ইত্যাদি যে অর্থবাদবাক্যটী শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে. তাহা “দিক্ষ্বতীকাশান্ করোতি” এই প্রাচীনবংশমণ্ডপের দ্বারবিধির শেষভাগ। ঐ ভাগদ্বারা দ্বারবিধির স্তুতিকরা দরকার। অর্থবাদের উহাই পরমপ্রয়োজন। দ্বারবিধির প্রত্যক্ষ ফল ধূম ইত্যাদিনির্গমন। এই দ্বারবিধি প্রকারান্তরে স্বর্গসাধক হইতে পারিলেও অর্থবাদবাক্য বলিতেছে যে বহুদিবসাবসানে অনিশ্চিত স্বর্গাদিকে দ্বারবিধির ফল বলা অনাবশ্যক, কারণ তাহা গৌণ অর্থাৎ বিলম্বে প্রাপ্য। আপাততঃ সুলভফল ধূমনির্গমনই ইহার উদ্দেশ্য। দ্বারবিধির এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে বিপ্রকৃষ্ট অনির্দ্দিষ্ট স্বর্গাদি ফলের প্রত্যাশায় আবদ্ধ রাখেনা, সহজলভ্য ধূমনির্গমনাদি দৃষ্টফলদ্বারাই তত্রত্যগণের উপকার করে। বহুবর্ষাবসানে আমার এই প্রকার পুত্র

অথবা পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং তাহার দ্বারা এবম্বিধ প্রকারে উপকৃত হইব ইত্যাদি বার্ত্তা যেমন বর্ত্তমান পুত্রের উপকারের অপেক্ষায় প্রত্যক্ষফল নয় বলিয়া অনাশ্বাসের কারণ হয়, তদ্রূপ ভাবিকালীন স্বর্গ ও প্রত্যক্ষ ধূমাপগম ফলের বর্ত্তমানতাসত্ত্বে আশ্বাসের বিষয় নহে। (যেখানে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেখানেই অপ্রত্যক্ষ ফলের অনাদর, প্রত্যক্ষফল না থাকিলে অগত্যা অপূর্ব্ব স্বর্গের আশায় তাকাইয়া থাকিতে হয়।)

অতঃপর ১অ ২পা ৩সূত্রে (তথা ফলাভাবাৎ ইত্যত্র) যে বলা হইয়াছে "শোভতেঽস্যমুখং" ইত্যাদি স্থলেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ মিথ্যাফল প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব মিথ্যা সমর্থক ঐ অর্থবাদ বাক্য প্রমাণ পদবীতে পদস্থাপন করিতে যোগ্য নয়। এ সূত্রে সেই আপত্তির সমাধান প্রদত্ত হইতেছে।

বিদ্যাপ্রশংসা। ১৫ ॥

পদপাঠঃ। বিদ্যাপ্রশংসা।

ব্যাখ্যা। বিদ্যাপ্রশংসা—বিদ্যারপ্রশংসা করাই এখানকার উদ্দেশ্য।

বঙ্গার্থঃ। বিদ্যাপ্রশংসার্থই পাঠফল ঐ রূপে উপন্যস্ত করা হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা॥ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার মুখ শোভিত হইবে, একথা কেবল বিদ্যা গ্রহণে প্রশংসা মাত্র। বস্তুতঃ গর্গত্রিরাত্র বিধানের শেষ ভাগ "শোভতেঽস্যমুখং য এবং বেদ" এই অর্থবাদ বিধির উপকার করিতে পাঠ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া কৈমুতিক ন্যায় অবলম্বনে বিধানের অনুষ্ঠানাংশের প্রশংসাসম্পাদন করিতেছে। যাহা পাঠ করিলে পাঠকের মুখ পরিশোভিত হয় তাহার অনুষ্ঠান না জানি কতই সুফল প্রদ এইরূপে স্তুতিনিষ্পাদন অর্থবাদের রহস্য। মুখ শোভাসম্পাদন বিষয়ে যদি বাদী একান্তই অধীরতা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত আমাদিগের বলিতে হইবে পাঠক আচার্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন শিষ্য মণ্ডলীর নিকট শ্রুতির গভীর রহস্য জালের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে লাগিবেন, তখন চতুর্দ্দিকে উপবিষ্টশিষ্যবৃন্দ গুরুবদনে নয়নযুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক আহ্লাদ সহকারে শ্রুতিতত্ত্ব শ্রবণ করিবে। সেই সময়ের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক আগ্রহ সহকারে দৃষ্ট আচার্য্যমুখ যে অনির্ব্বচনীয় শোভা সমূহের বিকাশ করিতে থাকিবে, তাহা সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ে অনুভূত হইতে পারে। অথবা অধ্যাপনা সময়ে কিম্বা অধ্যয়নকালে রসজ্ঞ পাঠক অথবা ব্যাখ্যাতার অন্তঃকরণে যে পরমানন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে তজ্জনিত অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তৎকালীন তাহার মুখমণ্ডল এক অভিনবশোভার আবিষ্কার করে। যাহাহউক মুখশোভাটা একবারে অসম্ভব নহে। আর একটী বাক্যে ও পূর্ব্বপক্ষবাদী বিফলতা প্রদর্শন করিতে বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা "আঽস্য প্রজায়াং বাজীজায়তে" বেদ পাঠকের বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিরা ও সাম হইবে। এইটুকু ও আপত্তিকারীর সহ্য হয় নাই। পুরুষানুক্রমে যাহারা বিদ্বান্ হয়, শাস্ত্র চর্চ্চা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত

হয়, তাহারা সমাজের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই। বংশক্রমে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিকাচার পরিপালন নিয়ম থাকিলে বেদানুবর্ত্তী আর্য্য সমাজে তাহাদের অন্নসংস্থান বিশেষ কষ্টকর হয় না। এখানে মনে করা উচিত বেদজ্ঞ পিতার বেদজ্ঞ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভাবনায় বলা হইয়াছে, এতটুকু সাধারণ চিন্তাও যে মহোদয়ের মনে উদিত হইতে পারে না, তিনি বেদার্থতত্ত্বের বিচার বিষয়ে উপযুক্ত আপত্তিকারীই বটেন। মহর্ষির প্রতিদ্বন্দী সংগ্রহ করিতে এতদূর ও অবতরণ করিতে হইয়া থাকে এইটুকুই আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত।

অন্যানর্থক্য সম্বন্ধে বাদিবর দুই চারিটী উদ্ভটতর্কেরই অবতারণা করিয়াছেন। যদি পূর্ণাহুতিতেই সব সফল হইল তবে ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া কাজ কি? তাঁহার আপত্তি উত্তম, শুনিতে ভাল, বুঝিলে কিন্তু কিছুই থাকেনা। মীমাংসাচার্য্য প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিতেছেন সব শব্দটার অর্থটা না বুঝিয়াই যত গোলযোগ হইয়াছে।

সর্ব্বত্বং আধিকারিকম্। ১৬।

পদপাঠঃ। সর্ব্বত্বং। আধিকারিকং।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্বং—সকলত্ব। আধিকারিকং—অধিকার বিষয়ে অর্থাৎ প্রস্তা মাত্র লইয়া, জগতের অগণিত পদার্থ নিচয় তাহার বিষয় হইতে পারে না।

বঙ্গার্থঃ। "পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামান্ অবাপ্নোতি" এই স্থলে "সর্ব্বত্ব" পদার্থ প্রস্তাবিত বিষয় লইয়াই বুঝিতে হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া নহে।

বিশদব্যাখ্যা॥ পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল ফল পাওয়া সম্ভব হইলে, অবশিষ্টাংশ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু অপরাপর কার্য্যকলাপের উপদেশ আপনা হইতেই অপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। এই চিন্তায় বাদিমহাশয় ব্যাকুল হইয়া, অর্থবাদ বাক্যের প্রামাণ্য মানিলে আর আর উপদেশ ব্যর্থ হয় এজন্য উহা অপ্রমাণ বলিয়া বসিয়াছেন। সিদ্ধান্ত পক্ষের কথা এই যে, "পূর্ণাহুতিংজুহুয়াৎ", এই বিধিবাক্যের শেষাংশ প্রোক্ত অর্থবাদ। পূর্ণাহুতি হইতে সমস্ত ফল হয়, ইহার অর্থ যে কর্ম্মের যে ফল বেদ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে তৎ তৎ কর্ম্মের পরি সমাপ্তিরূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা সেই উক্ত ফলসমস্তই পাওয়া যায়। কেবল কর্ম্মটী করিলে ফল হয় না, ঐ কার্য্য বিধানানুমতে শেষ করা চাই, পূর্ণাঙ্গ কর্ম্মই ফলদায়ক, পূর্ণাহুতিই কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, তাহা বাকী থাকিলে কার্য্য অসম্পূর্ণ। পূর্ণাহুতি যখন কার্য্য সম্পাদন করিল, তখন সমস্ত ফল পূর্ণাহুতিরই বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, তবে আগেকার কিছু না করিয়া পূর্ণাহুতিমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিলেই হইল, তাঁহারা চিন্তা করিতে অবকাশ পান না যে, কোনও কর্ম্মের পরিসমাপ্তিজ্ঞাপক আহুতি বিশেষ পূর্ণাহুতি নামে অভিহিত হয়, পূর্ব্বের কর্ম্মটী যদি না থাকিল তবে কিসের কিরূপ পূর্ণাহুতি? যেখানে যাহা অধিকৃত বিষয়, সেখানে তাহার কিছু অবশেষ না থাকিয়া নিঃশেষ হইলে

তাহাকেই "সর্ব্ব" শব্দের দ্বারা বলা যাইতে পারে। অন্য আমার আবশ্যকীয় ৪০ খানি পুস্তক কিনিতে হইবে। ঐ চল্লিশ খানি সম্পূর্ণ হইলে আমি বলিতে পারি "সমস্ত পুস্তক কিনিয়াছি।" জগতের যাবতীয় গ্রন্থরাশির তুলনায় আমার ৪০ খানি পুস্তক অণুমাত্র হইলেও আমার আবশ্যক লইয়াই আমার "সমস্ত" শব্দের প্রয়োগ। এখানেও তত্তৎকর্ম্মের সমগ্র ফল "সর্ব্ব শব্দের" প্রতিপাদনার্হ বস্তু। দর্শপূর্ণমাসযাগীয় পূর্ণাহুতিদ্বারা জ্যোতিষ্টোমের ফল পাওয়া যাইবেনা। দর্শপূর্ণমাসেরই শাস্ত্রোক্ত সম্পূর্ণ ফল লাভ করা যাইতে পারে। দর্শ পূর্ণমাসীয় ফলের সম্পূর্ণতাই 'সমস্ত' শব্দের লক্ষ্য, পূর্ণাহুতি আধানাদি কর্ম্মাঙ্গ। যেখানেই (যে কাজেই) পূর্ণাহুতি দেওয়া হউক না কেন উহা কর্ম্মের অন্তিম অঙ্গ বলিতে হইবে, যদি অঙ্গই হইল তবে "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গং" অর্থাৎ ফলবান্ প্রধান কর্ম্মের সমীপে পঠিত অফল কর্ম্মাদি ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় এই নিয়মানুসারে পূর্ণাহুতির ফলবাক্য বৃথা, এইরূপ বিনিশ্চিত হইলে "দ্রব্যসংস্কার কর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদ ইতি" এই সূত্রানুসারে পরার্থ অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম্মের ফলশ্রুতি অর্থবাদ ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে পূর্ণাহুতি অঙ্গ কর্ম্ম ইহা সর্ব্ব সিদ্ধান্ত। অতএব এখানে পূর্ণাহুতির ফলকে অর্থবাদ বলিতে পারিলেও, পশুবন্ধযাজী সর্ব্বলোক জয় করেন এই বাক্যে পঠিত সর্ব্বলোকাভিজয় ফল অর্থবাদ বলা যাইবেনা। কারণ উহা অঙ্গ কর্ম্ম নহে, উহার ফলশ্রুতিকে মুখ্য ফলশ্রুতি বলিতেই হইবে, অর্থবাদের ন্যায় গৌণফল কল্পনা করা এখানে উচিত হয় না, তাহা হইলে সর্ব্বত্র বিধি বাক্যের ফলসম্বন্ধ অর্থবাদই হইয়া দাঁড়ায়, ফলবিধি উচ্ছিন্নই হইয়া যায়। অতএব এখানে অন্যানর্থক্য প্রচার হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পক্ষ বাদীর এই সুন্দর তর্কের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার জন্যই মহর্ষি জৈমিনির বিজয় ডিণ্ডিমে ঘোষিত হইতেছে।

ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাৎ। ১৭।

পদপাঠঃ। ফলস্য। কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ। তেষাং। লোকবৎ। পরিমাণতঃ। সারতঃ। বা। ফলবিশেষঃ। স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ফলস্য-ফলের। কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ—কর্ম্ম হইতে নিষ্পত্তি হয় এই জন্য। তেষাং-তাহাদের। লোকবৎ—লোকে যেরূপ দেখা যায় তাদৃশ। পরিমাণতঃ—পরিমাণানুসারে সারতঃ—ভোগসারানুযায়ী। বা—(বিকল্প) অথবা। ফলবিশেষঃ—বিশিষ্টফল। স্যাৎ—হয়।

বঙ্গার্থঃ। ফলের নিষ্পত্তি কর্ম্ম হইতে হয়, কিন্তু সেই সকল ফলের পরিমাণবাহুল্য অথবা প্রকৃষ্টরূপে ভোগের বিষয় হওয়া ইত্যাদিরূপ প্রকৃষ্টফল অন্য কর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হয়। পশুবন্ধযাগ দ্বারা সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইলেও তাহা সামান্য রূপে, ঐ ফল গুলি বিশেষ প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া

অথবা সেই ফলই অধিক পরিমাণে পাইবার জন্য অন্য কর্ম্ম করিতে হয়, অতএব অন্য কর্ম্ম বৃথা হইলনা। লোকে ইহার দৃষ্টান্তানুসন্ধান করিলে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশদব্যাখ্যা। পশুবন্ধযাজী পৃথিবী অন্তরীক্ষাদি যে কোনও লোক সাকল্যে জয় করিলেন ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বলোক জয় হইল, কেননা, সমগ্রভাবে কোনও লোক জয় করিলে তাহাতেই আমাদের "সর্ব্ব 'শব্দ" অনুগৃহীত হইল। অন্যকর্ম্ম দ্বারা তিনি অবশিষ্ট লোক জয় করিতে পারেন, কাজেই ইতর কর্ম্মগুলি বিফল হইলনা। অথবা পশুবন্ধ দ্বারা স্বর্গাদি যে কোনও লোক জয় করিয়াও তাহাতে দেববৎ স্বতন্ত্রস্বচ্ছন্দভাবে অব্যাহত উপভোগ হইল না, তজ্জন্য অন্যকর্ম্ম দ্বারা আবশ্যক এক কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে সুখভোগ হইল, কিন্তু তাহা স্বর্গ সুখের পরাকাষ্ঠা নহে। ঐ শেষ সীমায় উপনীত হইবার জন্য কর্ম্মান্তরের সেবা করিতে হয়। কোনও স্থানে রাজা হওয়া অপেক্ষা সেখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা সম্রাট হইতে স্বতন্ত্র কর্ম্ম আবশ্যক। এই রূপে পরিমাণের প্রসার ও ভোগের বিস্তার লইয়াই সকল কার্য্য উপযোগী হইতে পারে। ফলের দৃঢ়তা সম্পাদনই এখানকার প্রকৃত উত্তর। লোকে যেরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ভূমি খণ্ড জমা করিয়া লইলে নিজের তাহাতে একজাতীয় স্বামিত্ব জন্মে, কিন্তু ঐ ভূমি খণ্ডকে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজের করিতে হইলে উহা ক্রয় করা দরকার হয়, সেইরূপ পৃথিবীতে কোনও কর্ম্ম দ্বারা আধিপত্য প্রচারিত হইলেও তাহাকে তদপেক্ষা নিরাপদ করিবার জন্য অনেক অন্যান্য কর্ম্ম করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিম্বা কোনও রাজা কোনও দেশ জয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অন্তর্গত অনেক গুলি রাজা স্বাধীন রহিয়াছে তাহাদিগের বিশেষ কোনও জাতীয় কর্ত্তৃত্ব অধিকারীর নাই; এখানে এই সমগ্র দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রভুশক্তি লাভ করিবার জন্য যেমন তাঁহাকে আরও অনেক কর্ম্ম করিতে হয়। তদ্রূপ পশুবন্ধযাজীর কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ নহে, উহা প্রকৃত ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা নিষ্পাদন করে; তবে উহা অত্যাবশ্যক বই উপেক্ষণীয় হইতে পারিল না। যে এই অশ্বমেধ অবগত আছে তাহারও ব্রহ্মহত্যাপাপ বিদূরিত হয়। এই স্থলে যে পূর্ব্বপক্ষী মহাশয় বলিয়াছেন, তাহা হইলে অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করাটা বেজায় বোকামী। আমরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিতে বাধ্য হইব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞপ্রকরণ পাঠ করিয়া তাহার যথার্থতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পাঠকের মানসপাপবৃত্তি প্রশমিত হইতে পারে। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহার শরীরপরমাণুর প্রত্যেকটী পাপের দাগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার রূপে বলিতে হইলে বলা উচিত যে মনে মনে ব্রহ্মহত্যা করিবার প্রগাঢ় বাসনা ও ব্রহ্মহত্যা পাপ, তবে উহাকে মনোগত পাপ বলিতে হয়, আর শরীর (হস্তাদি) দ্বারা সত্যসত্যই ব্রহ্মহত্যা সম্পাদন করা শরীর

ব্রহ্মহত্যা পাপ। এই উভয়বিধ পাপের জন্য উভয়বিধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। উভয়ের গুরুত্ব সমান নহে, কাজেই সমান প্রতীকার উচিত হইতে পারে না। তজ্জন্য মানস ব্রহ্মহত্যা পাপ মনে মনে অশ্বমেধ অবগত হইলে সারিতে পারে কেন না, ঐ পবিত্র যজ্ঞের মাহাত্ম্য পাঠে অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত বিমল হইলে আর অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত গড়ায় না। মনে হয় আমার সঙ্কল্পিত কার্য্য একান্ত গুরুতর অপরাধ, কেন না তাহার প্রতিকারের জন্য এই একটী প্রকাণ্ড যাগ বিহিত হইয়াছে। অতএব এত বড় গুরুতর দোষ অনুষ্ঠান করা ভাল নয়। এরূপে নিবৃত্ত হইলে তাহা অধ্যয়নের ফল বই আর কি বলা যাইতে পারে। আর যজ্ঞানুষ্ঠান যে কঠোর নিয়মে করিতে হয়, সেই সকল দুঃসাধ্য প্রয়োগ অনুষ্ঠান করিলে শারীরিক পাপ উত্তেজনা ও মানসিক পাপ প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রশমন সংঘটিত হয় সুতরাং অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত ব্রহ্মহত্যা নিবন্ধন শারীরিক ও মানস কলুষ কলঙ্ক দুইই যাইবার কথা। মানসিক আন্দোলনে মনঃ প্রবৃত্তিরূপ পাপ নিস্তেজ হইতে পারে, কিন্তু শারীর ধর্ম্ম তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না। সময়বশে মানস প্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য শরীর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে, যদি শরীরের সংস্কার করা হয় তবে আর শরীর ধর্ম্ম উদ্দীপ্ত হয় না, কাজেই নিস্তেজ মনঃ প্রবৃত্তিরূপ পাপ আর সহায় অভাবে বৃদ্ধি পাইতে [illegible] কেহ কেহ বলেন পাপের দ্বিবিধ শক্তি একশক্তি শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে স্থূলরূপে লাঞ্ছন উৎপাদন করে, অপর শক্তি মনের উপর আধিপত্য প্রচার করে, ঐ শক্তি সূক্ষ্মরূপে বিলীন ভাবে থাকে। ব্রহ্মহত্যা অনুষ্ঠান করিলে মনে ঐরূপ পাপ শক্তির ক্রিয়া হইল। অশ্বমেধ অবগত হইলে মনের কালী ঘুচিয়া যায়, শরীরের পাপ বিদূরিত করিতে হইলে অনুষ্ঠান চাই। উভয় মতের পার্থক্যটুকু এই যে প্রথম মতের মানস পাপ কেবল ইচ্ছা মাত্র, অনুষ্ঠান জনিত মনের মলা নহে। দ্বিতীয় মতে উহা ইচ্ছা মাত্র নহে অনুষ্ঠান জনিত মনে যে পাপ কালিমা পতিত হয় তাহাই এতাবৎ পর্য্যন্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইল অন্যানর্থক হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যে "পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন করিবে না, স্বর্গে করিবে না, আকাশে করিবে না, ইত্যাদি স্থানে অনুপযুক্তের ব্যর্থ নিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশেঅথবা স্বর্গে অগ্নিচয়ন হইতে পারে না সেই অপ্রসক্তের প্রতিষেধ কেন? এই আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহার উত্তরে এখানে বলা যাইতেছে, আর ববরঃ প্রাবাহয়ণিঃ ইত্যাদি স্থলে যে অনিত্য সংযোগ বলা হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর এখানে সূত্রে আছে। ঐ উত্তর পূর্ব্বেই বেদ প্রামাণ্য পরিচিন্তনে বলা হইয়াছে, আবার তাহাই স্মরণ করা হইতেছে।

অন্ত্যয়োর্যথোক্তম্। ১৮।

পদপাঠঃ। অন্ত্যয়োঃ। যথা। উক্তম্।

ব্যাখ্যা। অন্ত্যয়োঃ—শেষ দুইটী প্রশ্নের। যথা—যেরূপ। উক্ত—বলা হইয়াছে।

বঙ্গার্থঃ। শেষ দুইটী আপত্তির উত্তর আগে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাই এখানে পুনর্ব্বার বলা হইল।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ণবীতে অগ্নিচয়ন করা যায় এ হেতু স্বর্গ রাখিয়া চয়ন করিবার বিধান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা হইতেছে। আকাশে করিবে না ইত্যাদি স্বভাবতঃ সিদ্ধ নিষেধের অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ মাত্র। যাহা সিদ্ধ, তাহা বলিলে অনুবাদ করা হয়। ঐ অংশ নিত্যানুবাদ। এখানে একটী বিষয় অগ্নিচয়নের বাক্য। অপরটী বরর শব্দ সম্পন্ন প্রবচনশীল বায়ুকে বুঝাইবার বাক্য। একটীতে উত্তর স্তুতি ও অপ্রসক্তের নিত্যানুবাদ। অপরটীতে ব্যবহার দশায় নিত্য বায়ুই প্রতিপাদ্য, অতএব দোষ নাই অর্থবাদর একশ্রেণীর প্রামাণ্য চিন্তা শেষ হইল।

ক্রমশঃ——

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়। প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণঞ্চ বধাতি ।১২

পদব্যাখ্যা। ন—না। দ্রব্যং—ঘট পটাদি দ্রব্য পদার্থ। কার্য্যং—স্বজনিত দ্রব্যান্তরকে। কারণঞ্চ—স্বকীয় কারণকেবা। বধতি—নষ্টকরে।

অনুবাদ। দ্রব্য পদার্থ নিচয় স্বজনিত দ্রব্যান্তরকে কিম্বা স্বকীয় কারণকে নাশ করে না অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাবাপন্ন দ্রব্য দ্বয়ের মধ্যে বধ্যঘাতক ভাব নাই।

তাৎপর্য্য। উল্লিখিত সূত্রে দ্রব্যের, গুণ ও কর্ম্ম হইতে বৈধর্ম্ম্য দেখান হইতেছে। কোন গুণ স্বজনিত গুণান্তরের কিম্বা স্বকীয় কারণ গুণান্তরের নাশক হয় পর সূত্রে তাহা দেখান হইবে এবং কর্ম্মও স্বকীয় কার্য্য উত্তর দেশ সংযোগ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু দ্রব্যে কার্য্যনাশ্যত্ব কিম্বা কারণনাশ্যত্ব নাই। কপাল দ্বয়ের যে ঘটের আরম্ভক সংযোগ থাকে ঐ সংযোগের নাশ হইলে কিম্বা কপালের নাশ হইলে ঘট নষ্ট হইয়া যায় তদ্ভিন্ন কপাল কখনও ঘটকে নষ্ট করে না কিম্বা ঘটও কপালকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং কার্য্য নাশ্যত্ব কিম্বা কারণনাশ্যত্বটী দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য হইতেছে॥

উভয়থা গুণাঃ। ১৩॥

পদব্যাখ্যা। উভয়থা—উভয় প্রকারে অর্থাৎ কার্য্যকে নাশ করিতে কিম্বা কারণকেও নাশ করিতে। গুণাঃ—শব্দাদি গুণ পদার্থ সমর্থ হয়॥

অনুবাদ। গুণ পদার্থের মধ্যে কোনটী কার্য্যনাশ্য কোনটীবা কারণ হইতে নষ্ট হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রে কার্য্যবধ্যত্ব কিম্বা কারণ বধ্যত্ব এই উভয়টীকে দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য বলা হইয়াছে। ঐ উভয়টীই যে গুণে আছে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আছে যে এতন্মতে শব্দ সকল উৎপন্ন ও বিনাশী। কণ্ঠতাল্বাদির আঘাত জনিত বর্ণাত্মক শব্দের কিম্বা মৃদঙ্গাদি সমুত্থিত ধ্বন্যাত্মক শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপস্থিত

হইতে তরঙ্গমালার ন্যায় কিম্বা কদম্ব কুসুমের কলিকার ন্যায় ঐ সকল শব্দ হইতে চন্দিতুকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বহু শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত শব্দরাশির মধ্যে প্রথমোৎপন্নটী দ্বিতীয়োৎপন্ন শব্দ হইতে এবং দ্বিতীয়টী তৃতীয় হইতে নষ্ট হইয়া যায় এই রূপে উপান্ত্য শব্দটী অন্তিম্ শব্দকে জন্মাইয়া তাহার নাশকও হয় যেহেতু অন্তিম শব্দের আর নাশকান্তর নাই। তবেই দেখা-যাইতেছে যে প্রথম শব্দটী স্বজনিত দ্বিতীয় শব্দ হইতে নষ্ট হয় এবং চরম শব্দটী স্বকীয় জনক উপান্ত্য (অন্তিম শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব) শব্দ হইতে হত হইতেছে এ নিবন্ধন গুণে কার্য্য নাশ্যত্ব এবং কারণ নাশ্যত্ব উভয়টীই থাকে।

কার্য্য বিরোধি কর্ম্ম। ১৪

পদব্যাখ্যা। কার্য্যবিরোধি—কার্য্য হইয়াছে বিরোধি যাহার এতাদৃশ অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্যনাশ্য। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়া।

অনুবাদ। কর্ম্ম পদার্থ নিচয় স্বকীয় কার্য্যনাশ্য অর্থাৎ স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ হইতে ক্রিয়ার নাশ হয়।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব সূত্রে গুণে কার্য্যকারণোভয় বিরোধিত্ব আছে দেখান হইয়াছে। সেইরূপ কর্ম্মেও উভয়টী আছে কিনা এই সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত এই সূত্রের উল্লেখ হইতেছে। উৎপন্ন ও বিনাশী পদার্থের উৎপত্তির প্রতি ও বিনাশের প্রতি অবশ্য কোন না কোন কারণ আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় নতুবা সকল সময়ে একটী পদার্থের উৎপত্তি কিম্বা সকল সময়ে তাহার বিনাশ হয় না কেন? ঘটাদিতে প্রথম ক্ষণে ক্রিয়া জন্মে দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্ব্ব সংযুক্ত দেশের সহিত ঘটের বিভাগ হয়। তৃতীয় ক্ষণে ঐ পূর্ব্ব সংযোগের নাশ হয়। চতুর্থ ক্ষণে উত্তর দেশের সহিত ঘটের সংযোগ জন্মে পরক্ষণে ঘটের ঐ ক্রিয়ার নাশ হয়। এই নাশের প্রতি কলবলতঃ ঐ উত্তর দেশ সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে যেহেতু ঐ উত্তর দেশ সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া নষ্ট হয় না কিন্তু উত্তর দেশ সংযোগ জন্মিলেই পরক্ষণে ক্রিয়া আর থাকে না সুতরাং অন্বয় ব্যতিরেক বলতঃই ক্রিয়াতে স্বজনিত উত্তর দেশ সংযোগ নাশ্যত্ব রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইবার বাধা নাই।

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়িকারণ মিতি দ্রব্য লক্ষণম্। ১৫

পদব্যাখ্যা। ক্রিয়াগুণবৎ—কর্ম্মের ও গুণের আশ্রয়। সমবায়ি কারণং—কার্য্যের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া যেটী কারণ। ইতি—এইটী। দ্রব্যলক্ষণম্—দ্রব্য পদার্থের বোধক লক্ষণ।

অনুবাদ। কর্ম্ম বিশিষ্ট এবং গুণ বিশিষ্ট যে পদার্থ নিচয় কার্য্যের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় হইয়া কারণ হয় তাহাদিগকে দ্রব্য বলে। এইটী দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। শিষ্যদিগের আকাঙ্ক্ষানুরোধে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থের সাধর্ম্ম্য বলিয়া ইঁহাদের লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করতঃ প্রথমতঃ দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ করিতেছেন। লক্ষণ বলিলে যে চিহ্ন দ্বারা পদার্থকে চিনিয়া লওয়া যায় কিম্বা যে ধর্ম্মটী ইতরের ব্যাবর্ত্তক হয় তাহা বুঝায়। দ্রব্য লক্ষণে ক্রিয়াবৎ এই অংশ দ্বারা দ্রব্যের চিহ্ন দেখান

হইতেছে। ঘটাদিতে ক্রিয়া জন্মিলে প্রত্যক্ষ দেখা যায় সুতরাং ক্রিয়ার আধার বলিয়া দ্রব্যকে চিনিয়া লওয়ার বাধা নাই। যদ্যপি গগনাদি দ্রব্যে কোন ক্রিয়া জন্মে না তথাপি ক্রিয়াবৎ'এই শব্দ দ্বারা ক্রিয়াশ্রয় বৃত্তি যে পদার্থ বিভাজক ধর্ম্ম, (দ্রব্যত্ব) তদ্বৎ 'এই নিষ্কৃষ্টার্থের বোধ হওয়াতে গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে লক্ষণের অব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই যেহেতু ক্রিয়ার আশ্রয়ী ভূত ঘটাদিতে যে পদার্থ বিভাজকী ভূত দ্রব্যত্ব আছে ঐ দ্রব্যত্ববৎ হইতে, সকল দ্রব্যই হইয়াছে। অথবা ক্রিয়াজনিত সংযোগবৎ কিম্বা ক্রিয়াজনিত বিভাগবৎ এইরূপই ক্রিয়াবৎ শব্দের নিষ্কৃষ্টার্থঃ। গগনাদি নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে ক্রিয়া না থাকিলেও তজ্জনিত ঘটাদি-সংযোগের কিম্বা ঘটাদি বিভাগের গগনাদিতে অসম্ভাব নাই। গুণবৎ এই বিশেষণে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তক্রমে দ্রব্যের ইতরের ব্যাবৃত্তি দেখান হইয়াছে অর্থাৎ যে দ্রব্য নয় সে গুণের আশ্রয়ও নয় যেমত গুণ কর্ম্ম সামান্য প্রভৃতি। যদিচ উৎপন্ন দ্রব্যে আদ্য ক্ষণে গুণের সম্বন্ধ নাই কারণ, জন্যগুণের জনকী ভূত দ্রব্য একক্ষণ পূর্ব্বে না থাকিলে তাহাতে গুণের উৎপত্তি হয় না কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ না থাকিলে কার্য্য জন্মে না এইটীই কার্য্য কারণ ভাবের নিয়ম। এমত অবস্থায় গুণবৎ এই লক্ষণ ঘটাদিতে আদ্য ক্ষণে অব্যাপ্ত হইতেছে তথাপি গুণবৎ শব্দ দ্বারা গুণাত্যন্তাভাবের বিরোধি যে যে পদার্থ (অর্থাৎ গুণ গুণের প্রাগভাব ও গুণের ধ্বংস) তাহায় অন্যতম বৎ এইরূপ নিষ্কৃষ্টার্থটী প্রতিপাদিত হওয়ায় ঘটাদিতে আদ্যক্ষণে গুণাত্যন্তা ভাবের বিরোধীভূত গুণপ্রাগভাব থাকা নিবন্ধন অব্যাপ্তি সম্ভাবনা নাই। অত্যন্তাভাবের বিরোধী পদার্থ তিনটী প্রতিযোগী তাহার প্রাগভাব এবং প্রতিযোগীর ধ্বংস। যেমত গুণ যেখানে আছে সে স্থলে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না সেইরূপ গুণের প্রাগভাব কিম্বা গুণের ধ্বংস যে স্থানে আছে সে স্থলেও গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না এই মতটীই এখানে অবলম্বনীয় হইয়াছে। সূত্রে ইতি শব্দের অর্থ ইহারা। যেমত কর্ম্মবৎ কিম্বা গুণবৎ এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকই দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে সেইরূপ সমবায়ি কারণং দ্রব্যং এই অংশ মাত্রও দ্রব্য লক্ষণ হইলে কোন অব্যাপ্তি কিম্বা অতিব্যাপ্তি হয় না কারণ সমবায়ি কারণত্বটী একমাত্র দ্রব্যে থাকে অন্য কেহ সমবায়ি কারণ হয় না এবং গুণবৎ এই স্থলে সংযোগবৎ কিম্বা বিভাগবৎ অথবা পৃথক্ত্ববৎ এই সমস্তও প্রত্যেকে দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্ সংযোগ বিভাগেস্বকারণ মনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্। ১৬

পদব্যখ্যা। দ্রব্যাশ্রয়ী—দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান অর্থাৎ দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত। অগুণবান্—যাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন। সংযোগবিভাগেষু—সংযোগ ও বিভাগ এই গুণদ্বয়ের প্রতি। অকারণ মনপেক্ষঃ—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া যে কারণ নাহয় অর্থাৎ কর্ম্ম পদার্থ ভিন্ন। ইতি

এইটী। গুণলক্ষণম্—গুণ পদার্থের লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক।

অনুবাদ। দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে অবস্থিত অথচ গুণের অনাশ্রয় (অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন) যে পদার্থ নিচয় নিজের উত্তর কালজাত অন্য কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিকারণ হয় না তাহারা গুণ পদার্থ। এইটী গুণের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। উদ্দেশ সূত্রে দ্রব্যের উদ্দেশানন্তর গুণের এবং তদনন্তর কর্ম্মের উদ্দেশ করা হইয়াছে এইক্ষণ দ্রব্যাদির লক্ষণ নির্ব্বাচনাবসরেও প্রথমত দ্রব্যের লক্ষণ বলিয়া এই সূত্রে গুণের লক্ষণ বলিতেছেন এবং পরসূত্রে কর্ম্ম পদার্থের লক্ষণ বলাহইবে। দ্রব্যাশ্রয়ী এই বিশেষণদ্বারা গুণ সকল যে দ্রব্যেই থাকে অন্যত্র থাকে না এইটী দেখান হইয়াছে। যদিচ সামান্যতঃ প্রতীত হয় যে দ্রব্যাশ্রয়ী হইতে দ্রব্যত্ব ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি জাতি পদার্থ হইয়াছে অথচ তাহারা গুণবান্‌ও নয় এবং সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতিও কারণ নহে সুতরাং দ্রব্যত্বাদি জাতিতে (অলক্ষ্যে) গুণ লক্ষণের গমন হেতুক অতি ব্যাপ্তিরূপ দোষ হইতেছে। তথাপি বিশেষতঃ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে শ্রেণীস্থ আশ্রিত পদার্থ একমাত্র দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে থাকে অন্যত্র থাকে না তাহারাই বস্তুতঃ দ্রব্যাশ্রয়ী পদ প্রতিপাদ্য। জাতি পদার্থের মধ্যে দ্রব্যত্ব ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি এক মাত্র দ্রব্য বৃত্তি হইলেও গুণত্ব কর্ম্মত্বাদি জাতি গুণ কিম্বা কর্ম্মে থাকে বলিয়া জাতি পদার্থান্তর্ব্বর্ত্তি সকলে দ্রব্যাশ্রয়ী নহে; কিন্তু সকল গুণই দ্রব্যে থাকে এজন্য দ্রব্যাশ্রয়ী হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বিবেচ্য যে উক্ত প্রকারে দ্রব্যাশ্রয়ী পদে গুণীকে গ্রহণকরা যাইবে কিন্তু জাতি পদার্থ গ্রাহ্য নহে ইহার অনুভব মাত্র দেখান হইল বস্তুতঃ লক্ষণে নিবেশাবসরে দ্রব্যাশ্রয়ী পদে জাত্যাশ্রয় এইনিষ্কৃষ্টার্থ লক্ষণামূলক বুঝিতে হইবে জাত্যাদি পদার্থে আর জাতি থাকে না সুতরাং লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অগুণবান্ এই বিশেষণটী দ্বারা দ্রব্যের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। সাবয়ব দ্রব্য সকল স্ব স্ব অবয়ব রূপ দ্রব্যে আশ্রিত এজন্য দ্রব্যাশ্রয়ী হওয়ায় তাহার ব্যাবৃত্তি করা আবশ্যক। দ্রব্যভিন্ন অন্য কেহ গুণবান্ হয় না সুতরাং গুণবান্ এই শব্দ হইতে গুণবদ্ভিন্ন এই যোগার্থমূলক দ্রব্য ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থটী লাভ হইতেছে নতুবা যে অগুণবান্ অর্থাৎ গুণবান্ নয় সেই গুণ এইরূপ ভাবে লক্ষণে প্রবেশ করা হইলে প্রথমতঃ গুণ পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে আর লক্ষণ বাক্য দ্বারা গুণের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় না এজন্য লক্ষণে আত্মাশ্রয় নামক দোষ হয়। যে পদার্থের লক্ষণ করা হয় পূর্ব্বে ঐ পদার্থের জ্ঞানটী না থাকিলে যদি লক্ষণ প্রতিপাদ্য পদার্থের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব হয় তবেই লক্ষণটী আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বকীয় জ্ঞান সাপেক্ষ জ্ঞানকত্বের নাম আত্মাশ্রয়ত্ব। সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণ মনপেক্ষঃ এই অংশদ্বারা কর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। অন্যথা কর্ম্ম পদার্থ সকল দ্রব্যাশ্রয়ীও বটে এবং অগুণবান্ অর্থাৎ দ্রব্য ভিন্নও হইয়াছে সুতরাং তাহাতে গুণ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত সংযোগ বিভাগেষ কারণ

নপেক্ষঃ এই অংশ লক্ষণে থাকিলে আর কর্ম্মে অতিব্যাপ্তি হয় না কারণ ঘটাদি দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মিলে তাহা হইতে পূর্ব্ব সংযুক্ত দেশের সহিত ঘটাদির প্রথমতঃ বিভাগ হয় পরে উত্তর দেশের সহিত ঐ ঘটের পুনঃ সংযোগও হইয়া থাকে ঘটের ঐ চলনাদি ক্রিয়া উক্ত ঐ বিভাগও সংযোগ জন্মাইতে স্বোত্তর জাত কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সমর্থ হয় এ নিবন্ধন কর্ম্ম পদার্থ সংযোগ কিম্বা বিভাগ জন্মাইতে নিরপেক্ষ হইয়া কারণই হইয়াছে অকারণ নহে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সংযোগ কিম্বা বিভাগের প্রতি যেটী কারণ নয় এমত বলিলেই কর্ম্ম পদার্থের ব্যাবৃত্তি হয় তবে লক্ষণে অনপেক্ষ এই অংশ বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার উত্তর এই—পূর্ব্ব সংযুক্ত পদার্থদ্বয়েরই বিভাগ হয় এবং বিভক্ত পদার্থ দ্বয়েরই পুনর্ব্বার সংযোগ হইয়া থাকে এজন্য বিভাগের প্রতি পূর্ব্ব সংযোগের এবং উত্তর সংযোগের প্রতি পূর্ব্ব বিভাগের কারণতা আছে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু ঐ সংযোগ ও বিভাগ স্বোত্তর জাত ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত বিভাগ ও সংযোগ জননে সক্ষম নহে সুতরাং অনপেক্ষ শব্দদ্বারা একমাত্র কর্ম্মেরই ব্যাবৃত্তি হইয়াছে সংযোগও বিভাগরূপ গুণে লক্ষণ গমনের বাধা হয় নাই। নতুবা সংযোগ ও বিভাগের অকারণ নয় বিধায় বিভাগে ও সংযোগে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইত। বস্তুতঃ সংযোগ বিভাগেষ্ব কারণমনপেক্ষঃ এই অংশের কর্ম্ম পদার্থ ভিন্ন এই নিষ্কৃষ্টার্থে তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রের নিষ্কৃষ্টার্থ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যেসমস্ত পদার্থ দ্রব্য ও কর্ম্ম ভিন্ন হইয়া জাতির আশ্রয় হয়, তাহাদিগকে গুণ বলে। অতএব সংযোগ বিভাগ ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতি কোন গুণেরই অসংগ্রহ নাই এবং দ্রব্যে কিম্বা কর্ম্মাদিতে ও লক্ষণের অতিব্যাপ্তি (অলক্ষ্য সংগ্রহরূপ দোষ) নাই।

একদ্রব্য মগুণং সংযোগ বিভাগেষ্বনপেক্ষ কারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৭।

পদব্যাখ্যা। একদ্রব্যং—একটী মাত্র দ্রব্য হইয়াছে আশ্রয় যাহার অর্থাৎ যাহারা প্রত্যেকে এক একটী মাত্র দ্রব্যে আশ্রিত। অগুণং—যাহাতে গুণ নাই অর্থাৎ গুণপদার্থের অনাশ্রয়। সংযোগ বিভাগেষ্বনপেক্ষ কারণং—নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া যাহারা সংযোগ ও বিভাগ জন্মাইতে সমর্থ হয়। ইতি—এইটী। কর্ম্মলক্ষণং—পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কর্ম্মপদার্থের লক্ষণ।

অনুবাদ। যে পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকে একাধিক দ্রব্যে থাকে না অর্থাৎ এক একটী মাত্র দ্রব্যে অবস্থান করে ও যাহাতে গুণ থাকে না অর্থাৎ যাহারা দ্রব্য ভিন্ন এবং যাহারা প্রত্যেকে নিজের উত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরের সহায়তা ব্যতিরেকেই সংযোগ ও বিভাগকে জন্মাইতে সমর্থ হয় তাহারা কর্ম্ম পদার্থ। এইটী কর্ম্মের লক্ষণ।

তাৎপর্য্য। উদ্দেশ সূত্রের ক্রম অবলম্বন করিয়া গুণ লক্ষণের পর কর্ম্মের লক্ষণ বলা হইতেছে। গুণের মধ্যে সংযোগ ও বিভাগ

প্রত্যেকে একে থাকে না দুইটী দ্রব্যে থাকে আর দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে দুইটী দ্রব্য তিনটী দ্রব্য প্রভৃতিতে থাকে এবং ঘটাদি সাবয়ব দ্রব্য ও অবয়বদ্বয়ে কিম্বা অবয়ব ত্রয়াদিতে অবস্থিত এজন্য দ্রব্যকে কিম্বা গুণকে এক দ্রব্য বলা যায় না কিন্তু কর্ম্ম পদার্থ সকল প্রত্যেকে এক একটী মাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ঘটের চলন ক্রিয়া কদাচ পটে—থাকে না কিম্বা পটের পরিচালনও মঠাশ্রিত নহে সুতরাং কর্ম্মকে এক দ্রব্য বলিতে হইবে। একাধিক দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে না থাকে অথচ সত্তার সাক্ষাৎ ব্যাপ্য যে জাতি তদ্বত্বই এক দ্রব্যত্ব এইটী ফলিতার্থঃ। পূর্ব্বে প্রকাশ আছে যে সত্তা নামক জাতি দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ে থাকে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব নামক জাতি ত্রয়ের প্রত্যেকই ঐ সত্তার সাক্ষাৎ ব্যাপ্য (সত্তার একাধিকরণে বৃত্তি অথচ তাহা অপেক্ষা অল্পস্থানে স্থায়ি হইয়া তাদৃশ অল্পস্থান স্থায়ি জাত্যন্তর হইতে অল্পস্থান স্থায়ি না হয় এমত) জাতি হইয়াছে। ঐ দ্রব্যত্বাদি জাতি ত্রয়ের মধ্যে একমাত্র কর্ম্মত্বই একাধিক দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে অবৃত্তি হয় অর্থাৎ উভয় দ্রব্যাশ্রিত পদার্থে থাকে না এই নিমিত্ত ঐ কর্ম্মত্বকে আদান করিয়া কর্ম্মে লক্ষণের সমন্বয় করিতে হইবে। দর্শিত রীত্যনুসারে অগুণ শব্দেরও গুণবদ্ভিন্ন বৃত্তি গুণাবৃত্তি জাতিমত্ব এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে গুণবদ্ভিন্ন অর্থাৎ গুণশূন্য-কর্ম্ম পদার্থে, কর্ম্মত্ব জাতি বৃত্তি হইয়া গুণেও অবৃত্তি (অনবস্থিত) হইয়াছে সুতরাং ঐ কর্ম্মত্ব জাতি দ্বারা কর্ম্মে লক্ষণ সমন্বয়ের বাধা নাই। সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ এইটী কর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ। ক্রিয়া স্বাশ্রয়ে পূর্ব্বদেশ বিভাগ এবং উত্তর দেশ সংযোগ জন্মাইতে সমবায়ি কারণ—দ্রব্য কাল, অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি কারণান্তরকে অপেক্ষা করিলেও স্বোত্তর কালোৎপন্ন কোন ভাবান্তরকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের সমবায়ি কারণীভূত দ্রব্য, কাল অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি কারণান্তরের মধ্যে কেহই ক্রিয়ার উত্তর কালোৎপন্ন নয় এজন্য কর্ম্মে লক্ষণের সঙ্গতি হইতেছে।

দ্রব্যগুণ কর্ম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যং। ১৮

পদব্যাখ্যা। দ্রব্য গুণ কর্ম্মণাং দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের প্রতি। দ্রব্যং—দ্রব্যপদার্থই। কারণং—সমবায়িকারণ। সামান্যং—সমান অর্থাৎ এক।

অনুবাদ। দ্রব্য যে সমবায়ি কারণ হয় তাহা দ্রব্য গুণ কিম্বা কর্ম্ম এই তিনের প্রতিই সমান অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্য দ্রব্যান্তর গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ের প্রতি সমবায়িকারণ হয়।

তাৎপর্য্য। সমান শব্দের উক্ত স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া সূত্রস্থ সামান্য শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা তুল্যার্থবাচী হইয়াছে। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিনেরই দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণগত সাম্য আছে। সাবয়ব দ্রব্যের প্রতি যেমত তদীয় অবয়বাত্মক দ্রব্য সমবায়ি কারণ হয়। সেই প্রকার জন্য গুণের এবং কর্ম্ম পদার্থ মাত্রের প্রতিও তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ দ্রব্যই সমবায়ি কারণ হইয়া থাকে। ঘটীয়

অবয়ব কপালদ্বয়, যেমত ঘটের প্রতি সমবায়ি কারণ, সেইরূপ কপালে উৎপন্ন রূপাদি গুণ ও চলনাদি ক্রিয়ারও সমবায়িকারণ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দ্রব্যরূপ সমবায়ি কারণ জন্যতুটী দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইল। যদিচ নিত্য দ্রব্যে কিম্বা নিত্য-গুণে দ্রব্য-জন্যত্ব নাই তথাপি দ্রব্য জনিত পদার্থে থাকে এমত যে পদার্থ বিভাজক ধর্ম্ম (অর্থাৎ দ্রব্যত্ব কিম্বা কর্ম্মত্ব) তদাশ্রয়ত্ব স্বরূপ তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত ধর্ম্মকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য বলাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই কেন না তাদৃশ ধর্ম্ম হইতে দ্রব্যত্ব গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রত্যেকই হইয়াছে, এবং সকল দ্রব্যে সমস্ত গুণে ও যাবতীয় কর্ম্ম পদার্থে উক্ত ধর্ম্ম ত্রয়ের কোননাকোনটী অবশ্যই রহিয়াছে।

তথা গুণঃ। ১৯

পদব্যাখ্যা। তথা—সেইরূপ। গুণঃ—গুণ পদার্থ।

অনুবাদ। দ্রব্যের ন্যায় গুণ ও দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিনের প্রতি কারণ হয়।

তাৎপর্য। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থ ত্রয়ে যেমত দ্রব্য জন্যত্ব আছে তদ্রূপ গুণজন্যত্বও আছে তবেকিনা উক্ত দ্রব্যাদি ত্রয়ের প্রতি দ্রব্য সমবায়ি কারণ হয় আর গুণ অসমবায়ি কারণ এই পার্থক্য। যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যটী থাকে তাহার নাম সমবায়িকারণ এবং ঐ সমবায়ি কারণে থাকিয়া কার্য্যের জনক অথচ যাহার নাশে কার্য্যটীও নষ্ট হয় সেই অসমবায়ি কারণ; অবয়ব দিগের সংযোগ হইতেই অবয়বী জন্মে। কপালদ্বয়ের সংযোগ ব্যতীত ঘট জন্মে না—এজন্য ঘটাত্মক দ্রব্যের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ স্বরূপ গুণকে অবশ্য কারণ বলিতে হইবে। এই প্রকার অবয়বীর রূপরসাদি গুণ যে অবয়বের রূপরসাদি জনিত তাহা অননুভূত নহে। এবং ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতাদি বশতঃই বৃক্ষে শাখা পল্লবাদির সঞ্চালন ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে ঐ অভিঘাতাদি সংযোগরূপ গুণবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পূর্ব্ব সূত্রোক্তবৎ এস্থলেও গুণাত্মিকা সমবায়ি কারণ জন্যত্ব অর্থাৎ গুণজন্য বৃত্তি পদার্থ বিভাজক ধর্ম্মবত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম্ম্যান্তর বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সংযোগ বিভাগ বেগানাং কর্ম্ম সমানম্। ২০

পদব্যাখ্যা। সংযোগ বিভাগ বেগানাং—সংযোগবিভাগ এবং বেগাখ্য সংস্কার এই গুণ ত্রয়ের প্রতি। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়াপদার্থ। সমানম্—এক। এ স্থলে কারণ পদের পূরণ করিয়া অথবা পূর্ব্ব হইতে অনুষঙ্গ লইয়া অন্বয় করিতে হইবে।

অনুবাদ। এক কর্ম্ম সংযোগ বিভাগ ও বেগ এই গুণত্রয়ের পতিকারণ।

তাৎপর্য্য। দ্রব্য কিম্বা গুণের ন্যায় কর্ম্মেরও অনেক কার্য্যকারিত্ব আছে ইহাই এ স্থলে প্রতিপাদ্য। ধনুর্ব্বাণধারী পুরুষ শর নিক্ষেপ করিলে শরের যে চলন ক্রিয়া জন্মে ঐ চলনক্রিয়া হইতে ধনুর সহিত শরের বিভাগ হয় এবং শরের সহিত উত্তর দেশের সংযোগ জন্মে আর ঐ শরে বেগও জন্মিয়া থাকে সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণের এক

চলনক্রিয়া বিভাগ সংযোগ ও বেগ এই গুণ ত্রয় স্বরূপ অনেক কার্য্য জন্মায়।

নদ্রব্যাণাং কর্ম্ম। ২১।

পদব্যাখ্যা। ন—নয়। দ্রব্যাণাং—দ্রব্যের প্রতি। কর্ম্ম—উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়া (কারণ পদের পূরণ অথবা অনুষঙ্গ বুঝিতে হইবে।)

অনুবাদ। দ্রব্যেরপ্রতি কর্ম্মের কারণতা নাই। অর্থাৎ উৎক্ষেপনাদি কর্ম্ম পদার্থ কোন দ্রব্যেরই কারণ হয় না।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব সূত্রে কর্ম্ম পদার্থকে সংযোগ বিভাগ ও বেগ এই গুণত্রয়ের প্রতি কারণ বলা হইয়াছে কিন্তু দেখাযায় দ্রব্যের উৎপত্তিতেও কর্ম্মের উপযোগিতা আছে। ঘট প্রস্তুত করিবার সময়ে কপালদ্বয়কে সংযুক্ত করিতে তাহাদের পরস্পর নৈকট্যের সম্পাদক যে সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় ঐ ক্রিয়া ব্যতীত ঘটাবস্তক সংযোগ (অর্থাৎ কপালদ্বয়ের সংযোগ) না জন্মাতে ঘট জন্মিতে পারে না এ নিবন্ধন ঘটাত্মক দ্রব্যের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ-সম্পাদক ঐ চলন ক্রিয়াকে কারণ বলা উচিত তবে সংযোগ প্রভৃতি গুণ ত্রয়ের ন্যায় দ্রব্যের প্রতিও কর্ম্মকে কারণ বলিলেন না কেন? এতাদৃশ প্রশ্নমূলক "নদ্রব্যাণাং কর্ম্ম" এই সূত্রের উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্রব্যের প্রতি কর্ম্মের কারণতা নাই ইহাই এ স্থলে প্রতিপাদ্য। এতৎ পক্ষে যুক্ত্যাদি পর সূত্রে প্রকাশিত হইবে।

ব্যতিরেকাৎ। ২২

পদব্যাখ্যা। ব্যতিরেকাৎ—ব্যতিরেক অর্থাৎ নিবৃত্তি নিবন্ধন।

অনুবাদ। দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কর্ম্মের নিবৃত্তি (বিনাশ) এ নিবন্ধন কর্ম্মকে দ্রব্যের প্রতি কারণ বলাযায় না।

তাৎপর্য্য। সাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তিতে অবয়বের সংযোগ জনকীভূত ক্রিয়ার উপযোগিতা থাকা সত্বেও কর্ম্ম যে দ্রব্যের কারণ নয় তৎপক্ষে হেতু কি? এই আপত্তির নিরাসার্থ "ব্যতিরেকাৎ" এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তিকে অর্থাৎ দ্রব্যোৎপত্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মের অস্থায়িত্ব অকারণত্বের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কপাল দ্বয়ের ক্রিয়া তাহাদের পরস্পর সংযোগ জন্মাইয়া ঘটোৎপত্তি ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় (যেহেতু সর্ব্বত্র উত্তর দেশ সংযোগই কর্ম্মের নাশক) তাই কার্য্যক্ষণে থাকেনা বলিয়া অবয়বের ক্রিয়া অবয়বির প্রতি কারণ হইতে পারে না। এস্থলে ইহা বিবেচ্য যে কার্য্যাধিকরণে কারণের অবস্থিতি সম্পর্কে মতভেদ দেখাযায়। একমতে পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়া কার্য্যক্ষণ পর্য্যন্ত কারণের থাকা চাই। অন্যমতে কার্য্যোৎপত্তিক্ষণে না থাকিলেও চলে অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়াই কার্য্য জন্মাইতে কারণের সামর্থ্য আছে এই উভয় মতের মধ্যে পূর্ব্বমত অবলম্বন করিলে দ্রব্যোৎপত্তি সময়ে কর্ম্মের ব্যতিরেক তাহার অকারণত্বের হেতু হইতে পারে কিন্তু পরমতে ঘটোত্পত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ি-অবয়বকর্ম্মের কারণতার বাধা হয়কৈ? মতবিশেষ অবলম্বন করিয়া উক্ত কারণত্বের খণ্ডন করিলে তাহাতে বাদীর নিরাস হয় না এজন্য পরমতেও উক্ত ব্যতিরেক কর্ম্মের দ্রব্যাকারণত্বে হেতু হইতেছে দেখাইতে হইবে মহাশেট প্রভৃতি অনিত্য পঞ্চ

পটই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অবয়বির প্রতি অবয়বের ক্রিয়াকে কারণ বলিতে হইলে (পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের পর মতেও) সর্ব্বত্র সাবয়ব পদার্থোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে তাহার অবয়বে আরম্ভক সংযোগানুকূল ক্রিয়া থাকা চাই। কিন্তু একখানা লম্বায়মান বস্ত্রকে খণ্ড করিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রস্তুত করিলে ঐ ক্ষুদ্র পটের আরম্ভকীভূত-তন্তু সন্ততি সংযোগের অনুকূল কোন ক্রিয়া ঐ খণ্ড বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে বাস্তবিক পক্ষে থাকে না সুতরাং কর্ম্মের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাবই, দ্রব্যাকারণত্বে হেতু হইতেছে। বস্তুতঃ যেটী কারণের কারণ তাহাতে জনকতা স্বীকার নাই। কালিদাস রচিত পুস্তকে কালিদাসের পিতা যে কারণ নহে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেননা। কার্য্যোৎপত্তিতে জনকের জনককে (নিষ্প্রয়োজনবিধায়) অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়। জন্য দ্রব্যস্থলেও জনকীভূত অবয়ব সংযোগের জনক বিধায় কর্ম্ম দ্রব্যের প্রতি অন্যথা সিদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম জনিত অবয়ব সংযোগ হইতেই দ্রব্যোৎপত্তি সম্ভাবনা হওয়ায় কর্ম্মকে কারণ বলিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না।

ক্রমশঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ।

প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

(মূলম্)

ওঁ। ব্রহ্মাদেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥ ১
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা—
থর্ব্বাতাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২
শৌনকো হবৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং
বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে
সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩
তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে
বেদিতব্য ইতি হস্মযদ্
ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা
চৈবাপরা চ॥ ৪
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষ মিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে॥ ৫
যত্তদদৃশ্য মগ্রাহ্য মগোত্র মবর্ণম্
অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং
তদ্ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। ৬
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথাসতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। ৭
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম
ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং
লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥ ৮
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্
যস্য জ্ঞান ময়ং তপঃ

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মনাম
রূপ মন্নঞ্চ জায়তে। ৯
(বঙ্গানুবাদ)
এ বিশ্বের রচয়িতা ভুবন পালক
ব্রহ্মা, দেবগণ মাঝে জন্মেন প্রথম ;
জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে, কহিলেন তিনি,
সকল বিদ্যার সার, ব্রহ্ম বিদ্যা জেন।
বলিয়া ছিলেন ব্রহ্মা অথর্ব্বকে যাহা
অথর্ব্বা তাহাই কহিলেন অঙ্গিরসে ;
তিনি পুনঃ ভারদ্বাজ সত্যবাহে কন ;
তা'হতে সে পরাবরে আঙ্গিরস লন। ২
যথাবিধি উপস্থিত হ'য়ে মহাশাল—
শৌণক, করেন প্রশ্ন ঋষি অঙ্গিরসে
—"কৃপাকরি ভগবন্, কহ মোরে তবে
কি জানিলে এ সকল জানা মোর হবে ? ৩
বলিলেন তিনি, কহেন ব্রহ্মবিদ্‌গণ
বেদিতব্য দুই বিদ্যা পরা ও অপরা। ৪।
ঋক্ যজু সামাথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয়
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,
ছন্দঃ পুনঃ, হয় জেনো সে বিদ্যা অপরা
অক্ষর পুরুষ বেদ্য যাহে সেই পরা। ৫
অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, মূলহীন, বর্ণহীন,
চক্ষুঃ, কর্ণ, হস্ত, পদ, নাহি যাঁর কিছু—
নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম অব্যয়—
সর্ব্বভূত-যোনি বলি জানে জ্ঞানিগণ। ৬
আপন শরীর হ'তে উর্ণনাভ যথা
বাহির করয়ে তন্তু, লয় পুনরায় ;
ওষধি জনমে যথা এই পৃথিবীতে,
জীবিত পুরুষ হ'তে কেশ লোম যথা—
সে অক্ষর হ'তে জন্মে এই বিশ্ব তথা। ৭
হইলেন ব্রহ্ম যবে তপঃ উপচিত
তাঁহা'তে জন্মিল অন্ন ; অন্ন হতে প্রাণ,
মনঃ, সত্য লোকচয়, কর্ম্ম অমৃত
(এঁকে একে, ক্রমে ক্রমে) হইল উদ্ভূত ৮
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ হন যেই জন
তপঃ যাঁর জ্ঞানময়, জনমে তাঁহ'তে
ব্রহ্ম, নাম, রূপ, অন্ন তাঁহারি ইচ্ছাতে।
ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেৎ সত্যং
মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়োযান্যপশ্যং
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্তুতানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃপন্থা সুকৃতস্য লোকে। ১
যদালেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে
তদাজ্য ভাগোবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদ—
য়েচ্ছ্রদ্ধয়াহুতম্। ২
যস্যাগ্নিহোত্র মদর্শ মপৌর্ণমাস
মচাতুর্ম্মাস্য মনাগ্রয়ণ মতিথি বর্জ্জিতঞ্চ
অহুত মবৈশ্বদেব মবিধিনা হুত
মাসপ্তমাং স্তস্য লোকান্ হিনস্তি।
কালী করালীচ মনোজবাচ
সুলোহিতা যাচ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচীব দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ।
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোর্চ্চয়ন্ত্য
এষবঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি। ৭
অবিদ্যায়া মন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। ৮
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থাইত্যভি মন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি
রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণ লোকাশ্চ্যবন্তে।৯
ইষ্টা পূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
না কস্য পৃষ্ঠেতে সুকৃতেঽনুভূত্বে—
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি। ১০
তপঃ শ্রদ্ধে যেহ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসোভৈক্ষ্যচর্য্যাংচরন্তঃ।
সূর্য্য দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা। ১১
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরু মেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং। ১২
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্। ১৩

(বঙ্গানুবাদ)

সত্যইহা—
মন্ত্রে জ্ঞানিগণ কর্ম্ম যে সকল
দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবিধ রূপেতে
ত্রেতাতে বিস্তৃত ; সবে হয়ে সত্যকাম
নিয়ত করহ তাহা ; ইহা তোমাদের
হয় ফলপ্রাপ্তিপথ স্বকৃত কর্ম্মের। ১
সমিদ্ধ হইলে হব্যবাহন, তাঁহার
শিখা যবে লক্ লক্ করে, সে সময়
আজ্যভাগ মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত
আহুতি করিবে দান ; ইহা তোমাদের
হয় ফল প্রাপ্তি পথ স্বকৃত কর্ম্মের। ২
যার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, দর্শ পৌর্ণমাস
আগ্রয়ণ যাগ হীন, অতিথি বর্জ্জিত ;
অকালানুষ্ঠিত, বৈশ্বদেব কর্ম্মহীন,
অনুষ্ঠিত অবিধিতে, তাহার নিশ্চয়
হেন যজ্ঞফলে সপ্তলোক নষ্ট হয়। ৩।
কালী ও করালী, মনোজবা, সুলোহিতা,
সুধূম্র বরণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী,—
দীপ্তিময়ী, লক্ লক্ এই জিহ্বা সাত
আছয়ে অগ্নির ; ৪।
এরা হলে দীপ্যমান্
করে যেই যথাকালে অগ্নিহোত্রাদির
অনুষ্ঠান, তারে এই আহুতি সকল
সূর্য্যরশ্মি দিয়া সেই স্থানে লয়ে যায়
একমাত্র দেবপতি রহেন যেথায়। ৫
দীপ্তিময়ী আহুতিরা সেই যজমানে
"এস, এস, তোমাদের সুকৃতির ফলে
লব্ধ পুণ্য ব্রহ্মলোক এই, হেন রূপ
প্রীতিকর বাক্য কহি, অর্চ্চনা করিয়া,
বহন করিয়া লয় সূর্য্যরশ্মি দিয়া। ৬
এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলা
অদৃঢ়, কথিত যাহে অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ;
এরে শ্রেষ্ঠ মনে করে যেই মূঢ় গণ
লভে তারা পুনর্ব্বার জরা ও মরণ। ৭

অবিদ্যার মাঝে যারা থাকি বর্ত্তমান
আপনারে মনে করে ধীর সুপণ্ডিত
জরা রোগাদিতে তারা হ'য়ে পীড়ামান
ভ্রমে অধোনীয়মান অন্ধের সমান। ৮
নানারূপ অবিদ্যায় থাকি বর্ত্তমান,
"কৃতার্থ আমরা" হেন করে অভিমান
অজ্ঞানীরা; কর্ম্মিগণ রাগবশে
কর্ম্মফলে, ব্রহ্ম বিদ্যা জানে না বিশেষে;
অতএব কর্ম্মফল হইলেক ক্ষয়
দুঃখার্ত্ত হইয়া তারা স্বর্গচ্যুত হয়। ৯
মূঢ়, যারা ইষ্টাপূর্ত্তে শ্রেষ্ঠভাবে মনে,
নাহি জানে অন্য শ্রেয়ঃ; সুকৃতির ফলে
স্বর্গে যেয়ে কর্ম্মফল অনুভব করি,
এইলোকে কিম্বা হীনতরে আসে ফিরি। ১০
যে সকল শান্ত জ্ঞানী ভিক্ষাবৃত্তি ধরি,
অরণ্যে করিয়া বাস করেন সাধন
তপঃ আর শ্রদ্ধা, তাঁরা হয়ে রজোহীন,
সূর্য্যদ্বার দিয়া সেথা করেন প্রয়াণ
পুরুষ—অমৃতাব্যয় যথা বর্ত্তমান। ১১
পরীক্ষা করিয়া কর্ম্ম লব্ধ লোকচয়,
ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদ ভাবধরিবেন নিজে;
কর্ম্মে সত্য নহে নিত্য পদার্থ যখন
অতএব নিত্যবস্তু জ্ঞান লাভ তরে
শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম নিষ্ঠ গুরু সন্নিধান
সমিধ্ লইয়া করে করিবে প্রয়াণ। ১২
সে বিদ্বান্ গুরু শান্ত চিত্ত শমান্বিত
তদীয় সমীপ গত জনেরে তত্ত্বতঃ
বলিলেন ব্রহ্ম বিদ্যা, যাহা প্রকাশয়
সে অক্ষর, সেই সত্য পুরুষ বিষয়। ১৩

ইতি প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

ইতি প্রথম মুণ্ডকং সমাপ্তম্।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

আমিত্বের প্রসার।

(মায়া)

মায়া! মায়া! মায়া! সর্ব্বত্রই মায়া: স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, সর্ব্বত্রই মায়ার সাম্রাজ্য। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া ছিলাম, তোমায় মায়া-পাশ ছিন্ন করি, হিন্দু-পত্রিকাকে বিস্মৃতির গর্ভে পাতিত করি, কিন্তু পারিলাম কই? মায়া, সেই বিশ্ববিমোহিনী মায়া; সেই ব্রহ্ম-বিমোহিনী মায়ার হস্তে বন্দী হইয়া পুনর্ব্বার তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এদীনকে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি অবহেলা করিও না। আমিত আমি, আমার অপেক্ষা কত শত মহাজন, মুনি, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা কেহই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। স্বয়ং ব্রহ্মই মায়ার হস্তে নিস্তার পান নাই। কল্পান্তে মায়া তাহাতে লীন হয়েন বটে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হন না। স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি আবার ব্রহ্মের চিদাকাশে উদিত হইয়া তাহাকে সৃষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত করেন। ব্রহ্ম একজন বড় গৃহস্থ, তোমার আমার গৃহ ক্ষুদ্র, কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের গৃহ, আর এই ব্রাহ্মী মায়াই তাঁহার গৃহিণী স্বরূপা। ব্রহ্ম যেন সারাদিন গৃহস্থলীর কার্য্য করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং দিনান্তে গৃহস্থলী বিস্মৃত হইয়া নিদ্রাভিভূত হন। এত যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, সৃষ্টি করিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি! বিরক্ত গৃহস্থের, এইরূপ মনোভাব দেখিয়া মায়া গৃহিণী তখন সঙ্কুচিত হয়েন। মায়া

অতি চতুরা গৃহিণী, স্বামীর মনের বিরক্ত ভাব দেখিয়া তিনিও বলেন, তাইত এত খাটুনি কি আর সহ্য হয়, চল আমরা বিশ্রাম করিগিয়া। সুচতুরা তখন ব্রহ্মের কর্ণকুহরে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে সংসারের নানবিধ সুমিষ্ট কথা প্রবেশ করান রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, নির্গুণ ক্লীব ব্রহ্মের সংসার বাসনা পুনর্ব্বার জাগরূক তিনি পুনর্ব্বার ঘোর সংসারী সঙ্কল্পপুং ব্রহ্মা। তোমার আমার দিন রাত্রি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু ব্রহ্মের দিন রাত্রি এক এক বৃহৎ কল্প, তোমার আমার গৃহিণী সকল ক্ষুদ্র মায়া ললনা, কিন্তু ব্রহ্মের গৃহাঙ্গনা সেই আদ্যাশক্তি জগৎজননী, ব্রাহ্মী মহামায়া। স্বয়ং ব্রহ্ম যখন এই সংসারের মায়া এড়াইতে পারেন না, তখন আমরা ত কোন্ কীটাণুকীট। আর ব্রহ্মের এই সংসার কি যথার্থই অবস্তু? সংসার যদি যথার্থই অশান্তি ময় তাহা হইলে ইনি ব্রহ্মেরই হউন আর যারই হউন, উহা সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। সংসারে যে অশান্তি, সে কি সংসারের নিজের না আমাদের কৃতকার্য্যের। সংসারে তৃষ্ণা আছে সত্য, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলাশয়ও আছে। তুমি বলিতে পার, তৃষ্ণা না থাকিলেই হইত, কেবল জল থাকিলেই চলিত। কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে জলের প্রয়োজন কোথায়? জল পানে যে সুখটুকু তাহা তৃষ্ণা আছে বলিয়া। ভাবিয়া দেখ তুমি যাহা কিছুকেই দুঃখ অভিধানে অভিহিত করিবে, তাহাই বস্তুতঃ তোমার সুখের উপাদান মাত্র। রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয় হইতেই সুখ দুঃখ আসিতে পারে। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রকৃতির নিয়মানুসারে হইবে, তোমার তাহা পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু তুমি তোমার কার্য্যাবলী এমনি ভাবে নিয়মিত করিতে পার, যে রৌদ্র ও বৃষ্টি তোমার পক্ষে সুখকর হয়। সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যাপারেই অনন্ত মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, মানব অজ্ঞান বশতঃ তাহাদিগকে অমঙ্গলে পরিণত করে। জ্ঞানের বিকাশের সহিত সর্প বিষও মানবের মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। মঙ্গল, অমঙ্গল বস্তুসত্বাতে নহে, প্রয়োগের বিভিন্নতায়। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, আপাত প্রতীয়মান অবশ্যম্ভাবী অতীব দুঃখ জনক ব্যাপারকেও আত্মার শান্তির উপকরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। জগতে পিতার পুত্রাদিমৃত্যু জনিত শোক অপেক্ষা অন্য কোন ক্লেশই বলবত্তর নহে, কিন্তু পিতা জ্ঞানী হইলে সে ক্লেশ অনুভব করেন না। মৃত্যু কি? এই দেহের বিনাশ। পুত্র পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র, যাহা আর পরিধান করা যায় না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে, পিতার সুখ না দুঃখ হয়? সুখই হয়। তবে মৃত্যু কেবল দেহান্তর প্রাপ্তি, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখ হইবে কেন? ভগবানের বিধানে যে দেহ কার্য্যক্ষম সে দেহের ধ্বংস হয়না। মৃত্যু অতিশয় দয়ালু। জীবের কষ্টে তিনি অতি ক্লিষ্ট। জীবের কষ্ট তিনি সহ্য করেন না। তাই জীব যখন নানাবিধ অপকার্য্যে নিজের দেহকে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন, মৃত্যু তখন অনুকম্পা করিয়া তাহার দুঃখের অবসান করিয়া দেন। ভাবিয়া দেখ, মৃত্যু না থাকিলে, জগৎ কি অশান্তিময় হইত। স্বীয় কৃত কার্য্যে রোগ দেহে উপ-

স্থিত, কিছুতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এদেহের উপকরণ আর কর্ম্মণ্য করা অসম্ভব। এই বিপদের সময় মৃত্যু উপস্থিত হয়েন এবং অভয় প্রদান করেন, "ভয় নাই, আমি তোমার দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছি, নূতন দেহ ধারণ করিয়া, নূতন উপকরণ লইয়া নূতন বলে বলীয়ান হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর।" কত সময় আমরা, "হা মৃত্যু তুমি কোথায়" বলিয়া আর্ত্তনাদ করি, কত অনুনয়ে বিনয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করি, কিন্তু মৃত্যু দেখা দেন না। সময় হয় নাই, এখনও দেহের উপকরণ এত অকর্ম্মণ্য হয় নাই, যখন নূতন দেহের প্রয়োজন। এ বস্ত্র এখনও ব্যাবহার করা যায়, পিতা নূতন বস্ত্র দিলেননা। বালক কাঁদিল, পিতা তাহা শুনিলেন না। কে না দেখিয়াছেন, পুত্রশোকে কত জনক জননী দিবানিশি মৃত্যুর সাধ্য সাধনা করিতেছেন, কেনা দেখিয়াছেন কত পত্নী পতির শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু কৈ, মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু দয়ালু বটে, কিন্তু অজ্ঞানীর প্রার্থনায় কর্ণ দেন না। আবার বিনা আহ্বানেও তিনি আসিয়া উপস্থিত হয়েন; যে পুত্রকে চক্ষুর অন্তরাল করিলেই প্রাণান্ত হয়, তাহাকেও তিনি বলপূর্ব্বক লইয়া যান। আর্ত্তনাদে কর্ণও দেন না। মৃত্যু অপেক্ষা জগতে আর কোন পদার্থই অধিকতর দুঃখজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু সেই মৃত্যুও আমাদের মঙ্গলের জন্য। আর এই মৃত্যু জনিত যে দুঃখ, তাহার মূল কোথায়? মৃত ব্যক্তির স্বার্থ, না নিজের? ভাবিয়া দেখ, স্বীয় স্বার্থই উহার মূল। তুমি চলিয়া গেলে আমার কি হইবে, কিম্বা আমি আকাশে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা কোথায় গেল, আমি দুঃখ ভোগ করিব, কিম্বা আমার কতক গুলি আশা পূর্ণ হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ। শাস্ত্র বলেন যে আত্মীয় স্বজন অশ্রুবর্ষণ করিলে, দেহ—বিমুক্ত আত্মার ক্লেশ হয়। হইবারই কথা। আমি পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেছি, আমি দুঃখ বিমুক্ত হইয়া সুখে প্রবেশ করিয়াছি, তুমি স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিলে। আমাকে যদি যথার্থই ভালবাস, তবেত তোমার দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। বৌদ্ধেরা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অনেকপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করে। সমাজ বিশেষের চক্ষে শোক চিহ্ন ধারণ না করিয়া এইরূপ সময় হর্ষ চিহ্ন ধারণ উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে মৃত্যু যথার্থই কি আনন্দের জিনিষ নহে। এখন ভেবে দেখ মায়া কি? মায়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা আপাততঃ ভুলিয়া যাও। ব্রহ্মের অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তি ক্ষণ কালের জন্য বিস্মৃত হও। নির্গুণ ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সগুণ ব্যবহারিক জগতের দিকে নেত্রপাত কর। সন্তানের প্রতি মাতার মায়া, এ মায়া কি মধুর! মাতা নিজের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মায়ার প্রভাবে পুত্রেতে আত্মহারা হন। তুমি কি বল যে এই মায়া পরিত্যাজ্য? কখনই না। তুমি বলিবে যে এ মায়া স্বর্গীয় মায়া, এজগতে যদি কেহ স্বর্গ সুখ অনুভব করেন, তবে

সন্তান বৎসলা মাত্র। তাহাই যদি হইল তবে এ মায়া পাশ ছেদন কেন করিব, উহার বিনাশ না করিয়া প্রসার করিয়া অনন্ত স্বর্গ সুখ কেন উপভোগ না করি? বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সন্তানের প্রতি যে মমতা, উহা যদি সে প্রসার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মায়া ব্রাহ্মী মায়া বা মহামায়াতে পরিণত হইল। ক্ষুদ্র আত্মার ক্ষুদ্র মায়া, কিন্তু মহাত্মা বা পরমাত্মার মহা বা পরম মায়া। ক্ষুদ্র মায়া যতই প্রসার করিতে পারিবে, ততই তোমার ক্ষুদ্র আত্মা ক্ষুদ্র উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে। তোমার আত্মা যে ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তোমার মায়া ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তুমি নিজ পুত্র কন্যাদি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি মায়া করিতে জান না, তোমার মায়াকে মহামায়ায় পরিণত কর, তোমার আত্মার ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না, উহা মহা বা পরমাত্মায় পরিণত হইবে। অতএব পুত্র কন্যার প্রতি যে মায়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে না, উহার প্রসার করিতে হইবে। উহার প্রসার করিলেই আসিত্বের প্রসার হইবে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিবে আর মায়া পরিত্যাগ করিতে চাহিলেই কি করা যায়? করাও যায় না, করিতে চেষ্টা করাও অমঙ্গল জনক। স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিলাম, ধনৈষণাদি পরিত্যাগ করিলাম, অরণ্যে গমন করিলাম। সেখানেও সেই বিশ্ব বিজয়িনী মায়া। হয়ত শকুন্তলা আসিয়া জুটিল, না হয় হরিণ শিশু আসিয়া জুটিল। তাহাদিগেতেই তন্ময়ত্ব জন্মিল। শকুন্তলা বা হরিণ শিশু আবার আমাকে সংসারে প্রবেশ করাইল। রাজ্যাদি পরিত্যাগের পর এক হরিণ শিশুতেই ভরতের তাবৎ সংসার হইয়াছিল। শকুন্তলা পতি গৃহে যাইবার সময় বৃদ্ধ কণ্ব মহর্ষি কতই না কাঁদিলেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠস্তম্ভিত বাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ।

শকুন্তলা অদ্য পতি গৃহে গমন করিবে, হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অভ্যন্তরীণ দুঃখ হেতুক মুখে যেন কথা সরিতেছে না! জড়তা আসিতেছে, চিন্তা হেতু চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছি, আমি বনবাসী, তথাপি কন্যা স্নেহে আমার এতদূর বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছে না জানি কন্যা পতিগৃহে প্রথম গমন করিবার সময় গৃহিদের কতই না দুঃখ উপস্থিত হয়। হরিণ শিশু বা শকুন্তলা না থাকিলেও আশ্রমের তরুলতা তাহাদের স্থান অধিকার করে, তাহারাই পুত্র কন্যা হইয়া দাঁড়ায়। এড়াইবার উপায় নাই, আবশ্যক ও নাই, লাভও নাই, এড়াইতে গেলেও সমূহ অনিষ্ট। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া আশ্রয় স্বগুণ ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হয়েন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড গৃহের গৃহস্বামী, মহামায়া তাহার গৃহিনী। গৃহিনীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কে কখন গৃহস্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে? অসম্ভব। মাতৃদ্বেষী পুত্রকে পিতা কি কখন ভাল বাসেন? কখনই না। গীতার ভগ-

বান্ বলিয়াছেন যে মায়া আশ্রয় করিয়া তিনি জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহামায়া আমাদের মাতা স্বরূপা, তিনিই জননীরূপে আমাদিগকে লালন পালন করেন। পিতার নিকট কি সব সময় যাওয়াযায়, যত কিছু আবদার সব না মায়ের কাছে। মা জগদম্বে! মহামায়ে একবার আমাকে ক্রোড়ে লও, তাহা হইলেই আমার জীবন স্বার্থক হইবে। তোমার কৃপায় পিতৃ পদ লাভ হইবে, আর তোমার অকৃপা হইলে আমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

মায়ার প্রসার বহুবিধ ভাবে করা যায়। ভগবানকে পিতৃরূপ এবং মহামাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া আমিত্বের প্রসার সাধন করা যায়। সাধারণ সাধকের পক্ষে ইহাই সহজ প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবান্ পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ। তাহাকে পিতৃভাবে দেখিতে চাও দেখ, সখাভাবে দেখিতে চাও দেখ, পুত্র ভাবে দেখিতে চাও দেখ, পতিভাবে দেখিতে চাও তাহাও পার। সর্ব্ববিধ ভাবেই মায়ার প্রসার। মায়ার প্রসার না করিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্রমায়ায় তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা জীবাত্মা, মহামায়ায় তিনি মহা বা পরমাত্মা। নন্দরাজা ও যশোদা ঠাকুরাণী ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করিয়াছিলেন। মনে করিওনা যে নিজের পুত্রের প্রতি ঐকান্তিক মায়া বা স্নেহ থাকিলেই ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করা যায়। স্বীয় পুত্রের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা, তাবৎ বিশ্বে সেইরূপ স্নেহ মমতা দেখান চাই। যাহার স্নেহ মমতা যতদূর প্রসারিত, তিনি ভগবানের নিকট ততদূর অগ্রসর। যাহার পুত্র প্রেম বিশ্ব প্রেমে পরিণত হয়, তিনি ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া মহামায়োপাধি আশ্রয় করিয়া আনন্দধামে চিরানন্দ ভোগ করেন। সখার প্রতি সখার যে প্রেম, তাহাও প্রসারিত করিতে হয়, তাবৎ বিশ্বে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই, শ্রীদাম, সুদাম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজনীন মায়োপাধি আশ্রয় করিয়া মহামায়াধীশ্বর পরব্রহ্মসন্নিধানে যাওয়া যায়। পিতা হইয়া যেরূপ বিশ্বে পুত্র প্রেম প্রসার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে পিতৃ প্রেম প্রসার করিতে পার। মাতা হইয়া সেরূপ বিশ্বে পুত্রপ্রেম বিস্তার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে মাতৃ প্রেম বিস্তার করিতে পার। বহুবিধ ভাবের মধ্যে পতি পত্নী ভাবে সাধনা বড়ই কঠিন ও বিপজ্জনক। এই ভাবকে সাধারণতঃ মধুর ভাব বলা যায়। নিজেকে মহামায়া করিয়া ভগবানের আরাধনাই মধুর বা গোপী ভাব বা বামাচার। আমি নিজেই সেই মহামায়া, সেই প্রকৃতি। বস্তুতঃ এই জগতই মহামায়াময়। আমরা সকলেই মায়ার উপাধি মাত্র। মহামায়া যেভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও আমার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া সেইভাবে আশ্রয় গ্রহন করিব। তাবৎ বিশ্বে পতিপ্রেম প্রসার করিব। ঐরূপ তাবৎ বিশ্বেই পত্নী প্রেম প্রসার ও একবিধ উপাসনা। পতি-প্রেম বা পত্নী প্রেম প্রসারের সহিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কোন সংস্রব নাই, অজ্ঞান বশতঃ ভ্রান্ত-জীব ইহাতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংসৃষ্ট করিয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়। ঋষি

যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে পতি যে পত্নীকে ভালবাসে, সে পত্নীত্বের জন্য নহে, পত্নীর মধ্যে আত্মা বিরাজিত বলিয়া, এবং পত্নী যে পতিকে ভালবাসে সে পতিত্বের জন্য নহে, পতির মধ্যে আত্মা আছে বলিয়া। আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি হওয়া চাই। আত্মাই যে একমাত্র নিত্য বস্তু তাহাও উপলব্ধি করা চাই। মানব উপাধি জড়িত। পার্থিব নিম্ন উপাধি হইতে ক্রমে তাহার উচ্চ উপাধিতে আরোহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এজন্য তাহার পতি, পত্নী, পুত্র, পিতা মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি কতকগুলি জাত মায়োপাধি আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধে মহামায়ার নিকট গমন করিতে হয়। ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় উর্দ্ধে গমন করা যায় না, নিম্নে পতিত হইতে হয়। বামাচার ও গোপী ভাবের অন্তরালে আমাদের দেশে যে কত ব্যভিচার, কত ভ্রূণ হত্যা আদি পাপ-স্রোত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সমুদায় ভাব নির্দ্দোষ ভাবে প্রসারিত করা বড়ই কঠিন। মাতৃভাব পিতৃভাব বা পুত্র ভাবাদি প্রসারিত করা সহজ ও সুকর এবং তাহাতে আপদের আশঙ্কা নাই। গোপীভাব বা বামাচারে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। এইজন্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ফল কথা এই যে যিনি যে ভাবেই বিশ্বে বিরাজ করুন, তাহার মায়া প্রসারিত করিতেই হইবে, এবং এই মায়া প্রসারিত করিতে পারিলেই, তিনি তাহার ক্ষুদ্র অহংকে বা আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে সেই পরমাত্মার সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারেন। নিজের প্রতি এবং যাহাদিগকে নিজ বা আত্মীয় জ্ঞান করি, তিনিই পতি পত্নীই হউন, পিতা মাতা পুত্র বা বন্ধুই হউন, তাহাদের প্রতি যে মমতা, তাহা প্রসারিত করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত করা চাই, তাহা হইলেই আমিত্বের প্রসার সাধন করা হয়। হে জীব! তুমি যদি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে আমিত্বের প্রসার কর, এবং যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত কর। মাতঃ জগদম্বে! দীনের প্রতি দয়া কর, বিশ্বের প্রতি তোমার যে মায়া তাহার অণু প্রমাণ অধম সন্তানকে দান করিয়া কৃতার্থ কর। ওঃ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

সাংসারিক সুখে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিবর্গের মানস দর্পণ নানাবিধ মিথ্যা জ্ঞান জনিত কুসংস্কার কালিমায় আবৃত থাকায় তাহাতে সহজতঃ সৎপদার্থের প্রতিভা পড়ে না সুতরাং ধারণা হয় যে শরীর ব্যতীত অন্য কোন আত্মা নাই; আমি গৌরবর্ণ আমি হৃষ্ট পুষ্ট অথবা আমি রুগ্ন কৃশ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি প্রতীতি নিচয় শরীরেরই আত্মত্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে। পুত্র কলত্রাদি হইতে যাদৃশ সুখের অনুভূতি হয় তদতিরিক্ত জগতে বিশেষ সুখের আর কি হইতে পারে। আজ আমি রাজকীয় নিয়ম বিরুদ্ধ অথবা পর পীড়ন করিয়াও রাজদ্বারে প্রমা-

•ধাভাব বশতঃ পরিত্রাণ পাইলাম। পরকীয় অর্থরাশি বলে ছলে অথবা কৌশলে গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা হইতে সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইতে পারে, সুতরাং শাস্ত্র প্রণেতাগণ ভ্রম বশতঃ ঐ গুলি নিষিদ্ধ শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন। কার্য্যের ফলাফল এই শরীরেই ভোগ করিতে হয়। পরলোক বলিয়া অন্য কিছু নাই এবং অদৃষ্ট নামক কোন ক্রিয়া-ফলেরও অস্তিত্ব অসম্ভব। স্ত্রী পুরুষ হইতে শরীরান্তরের উৎপত্তি ও জরা অবস্থায় কিম্বা তৎপূর্ব্বেও ধাতুবৈষম্য সমুত্থিত কঠিন রোগাদি জনিত ঐ শরীরের পতন স্বভাবসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রকারেরা যে অপবর্গ (মুক্তি) পদার্থ নির্ব্বাচন করেন তাহা কি ভয়ানক! যে সময়ে কল্যাণ কর কার্য্যাদি কিছুই থাকে না। ঐসর্ব্ব কর্ম্ম শূন্যাবস্থায় কিসে ভদ্র হইতে পারে? সুতরাং ঐরূপ মুক্তিতে কাহারও রুচি জন্মিতে পারে না। এইরূপ ভ্রমরাশি পরিপূর্ণ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন মানবগণ বস্তুতঃ অকল্যাণীয় বিষয়গুলিকে কল্যাণার্হ মনে করিয়া তাহার অনুকূলে অনুরাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ রাগ দ্বেষ হইতে মায়া লোভ ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি দোষ নিচয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। দোষাশ্রিত হইলে মনুষ্য শরীরদ্বারা হিংসাচৌর্য্য অবৈধ মৈথুনাদি আচরণ করিয়া থাকেন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা মিথ্যা কিম্বা অন্যের মর্ম্ম-পীড়াদায়ক পরুষ বাক্যের প্রয়োগ করেন, এবং মনদ্বারা পরদ্রোহ পর দ্রব্যলিপ্সা প্রভৃতি নিন্দনীয় বৃত্তির প্রশ্রয় দানে কুণ্ঠিত হয়েন না এই সমস্ত পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি অবশ্য অধর্ম্মের জন্য হইয়া থাকে; ঐ অধর্ম্ম হইতে দুঃখ দায়ক পুনঃ শরীরান্তরপরিগ্রহ হয় এবং ক্রমশঃ দুঃখ রাশিও উপভুক্ত হইতে থাকে। যদিচ ধার্ম্মিক পুরুষেরা ইহ জন্মে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দশায় উপনীত হইতে না পারিলে, শরীরদ্বারা দান পরিত্রাণ পরিচর্য্যা প্রভৃতি, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা সত্যহিত প্রিয় বাক্য প্রয়োগ ও স্বাধ্যায়াদি, এবং মনদ্বারা দয়া অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সম্পাদন করিলেও তজ্জনিত ধর্ম্ম বশতঃ শরীরান্তর গ্রহণ করাতে জন্ম মৃত্যু জনিত ক্লেশ উপভোগ করিয়া থাকেন অধর্ম্মার্জ্জিত শরীরের ন্যায় প্রতি নিয়ত তাঁহাদিগকে দুঃখরাশি ভোগ করিতে হয় না এবং তাঁহাদের মুক্তিপথও সন্নিকটে উপস্থিত হয়। ফলতঃ যতদিন শরীর পরিগ্রহ থাকিবে ততদিনই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে এনিমিত্ত দুঃখ জনকীভূত পুনঃ জন্মের নিরাকরণে চেষ্টিত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুনর্জন্ম নিবৃত্তি করিতে হইলে তৎ সাধনীভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পাদিকা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা প্রয়োজন হয়। রাগ দ্বেষ সমুত্থিত দোষের অপসারণ ব্যতীত উক্ত প্রবৃত্তির নিরাকরণ সম্ভবে না সুতরাং অবশ্য নিরাকরণীয় দোষ নিচয়ের নিরাস মানসে পূর্ব্বোল্লিখিত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে দূরীভূত করিতে হইলে পদার্থ নির্ণয়ের তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। মিথ্যা জ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ ক্রমশঃ উৎপন্ন এই পাঁচটী পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া সংসারচক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা ঐ পাঁচের মূলীভূত মিথ্যাজ্ঞান গুলিকে অপসারিত করিতে পারিলে মনুষ্য

দিগকে আর সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে রাগ দ্বেষাত্মক দোষের বিনাশ হয়, দোষ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়, প্রবৃত্তি না থাকিলে জন্ম সম্ভাবনা হয় না এবং পুনর্জ্জন্ম না হইলে দুঃখও আর জন্মে না সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিতে মানব মোক্ষ দশায় উপনীত হইতে পারেন। আমাদের এই নশ্বর দেহ আত্মা নহে; আত্মা অবিনাশী জ্ঞাতা সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়; ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট, সদসৎ ক্রিয়ার ব্যাপার মাত্র; তাহা হইতে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া লোকে সুখ দুঃখের উপভোগ করিয়া থাকেন; সুখের ন্যায় দুঃখ নিবৃত্তিও আমাদের একান্ত অভীপ্সিত স্বতঃ প্রয়োজন, তাই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ (মুক্তি) তুচ্ছ পদার্থ নহে; ইত্যাদি বিষয়গুলি কেবল বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না কারণ লোকের মনে যে সমস্ত কুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহারাও স্বকীয় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, একারণ যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা ঐ সমস্ত সৎপদার্থের যথার্থতা প্রতিপাদন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। প্রায়শঃ পরোক্ষ বিষয়ে প্রত্যক্ষ মূলক অনুমানই বলবৎ প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন, প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের প্রথমতঃ উদ্দেশ অনন্তর প্রত্যেকের লক্ষণ, অবান্তর বিভাগ ও বিচার পূর্ব্বক ব্যবস্থা করতঃ অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থ নিশ্চায়ক অনুমানাত্মক প্রমাণ ও তদনুকূল তর্কাদির পথ প্রদর্শক হইয়া মোক্ষোপযোগি তত্ত্ব জ্ঞানের প্রযোজক হইয়াছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে আত্মার ক্রমশঃ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার সম্পাদিত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। শ্রবণের পশ্চাৎ ঈক্ষা (উন্নয়ন) অন্বীক্ষা পদের প্রতিপাদ্য; তৎ সম্পাদক তর্ক বিদ্যা [ন্যায় বিদ্যা] আন্বীক্ষিকী পদে অভিহিত হইয়া থাকে শাস্ত্রকারেরা বলেন শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত বিষয় যিনি শাস্ত্র বিরোধি তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ তিনিই বস্তুতঃ ধর্ম্মজ্ঞ। মোক্ষ ধর্ম্মে উক্ত আছে শাস্ত্র প্রধান আন্বীক্ষিকা রূপ মন্থন দণ্ডদ্বারা উপনিষৎ সমুদ্র মথিত হইলে তাহা হইতে অমৃত (মোক্ষ) লাভ হয়; অর্থাৎ উপনিষদের ন্যায়ানুসারী অর্থটীই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান ভ্রম ও যথার্থভেদে দ্বিবিধ। এক পদার্থকে অন্য বলিয়া জানার নাম ভ্রম যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিল কোন সময় সর্প বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে; এই ভ্রম জ্ঞান উত্তর কালে বাধিত হয় অর্থাৎ রজ্জু সমীপে আলোক লইয়া ভালরূপ দেখিলে যখন জানাযায় যে উহা সর্প নহে রজ্জু তখন পূর্ব্বকার সর্প বলিয়া জ্ঞানটী যে মিথ্যা তাহা নিশ্চিত হইয়া যায়। ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলে। যেমন মনুষ্য দেখিলে এইটী মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে এইটী বৃক্ষ, অথবা রজ্জু দেখিলে ইহা রজ্জু ইত্যাদি। যথার্থ মিথ্যাভেদে যেমন জ্ঞানকে বিভাগ করা যায় সেইরূপ অনুভব এবং স্মরণ ভেদেও জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অনুভব চারিপ্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপ-

মিতি ও শব্দ (শব্দজনিত) প্রত্যেকের বিবরণ ক্রমশঃ প্রকটিত হইবে। এই চতুর্ব্বিধ অনুভবের মধ্যে যথার্থ জ্ঞান গুলিই বস্তুতঃ প্রমাপদবাচ্য এবং করণ অর্থাৎ যাহাদিগের দ্বারা প্রমাজ্ঞান জন্মে তাহারা প্রমাণ বলিয়া কথিত সকলেই জানেন যে, পূর্ব্বে যে বিষয়টী জানা ছিল না তাহার কখনও স্মরণ হয় না জ্ঞানরূপ অভ্যস্ত বিষয়টী কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তখন স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় কিম্বা উপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থটীই স্মরণের বিষয় হইয়া থাকে সুতরাং স্মরণাত্মক জ্ঞানে অগৃহীত গ্রাহিত্ব না থাকাতে অর্থাৎ অজ্ঞাত কোন পদার্থকে বিষয় না করতে পারিভাষিক প্রমাত্ব নাই; অতএব স্মরণের কারণীভূত পূর্ব্বানুভব কিম্বা তজ্জনিত সংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করা হয় না। এতাবতা স্থির হইতেছে যে প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শব্দে এই চতুর্ব্বিধ প্রমাজ্ঞানের করণীভূত প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণ পদার্থ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি পদার্থের সন্নিকর্ষ হইলে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি বলে এবং ঐ প্রত্যক্ষ প্রমার করণীভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ এই ছয়টী ইন্দ্রিয় ভেদে প্রত্যক্ষ ও ছয় ভাগে বিভক্ত। চক্ষুঃদ্বারা ঘটাদি দ্রব্য তাহার রূপ ও পরিমানাদির প্রত্যক্ষ হয় এই প্রত্যক্ষকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। কর্ণ দ্বারা ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ শব্দ ও তদগত ধ্বনিত্ব বর্ণত্বাদির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাকে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ কহে। নাসিকাদ্বারা গন্ধ ও তদগত সৌরভাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহা ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস ও তদ্গত মধুরত্ব অম্লত্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহাকে রাসন প্রত্যক্ষ বলে। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্য তাহার স্পর্শ ও তদগত শীতত্ব উষ্ণত্বাদির প্রত্যক্ষ হয় ইহাত্বাচ প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত হয়। এবং মনঃ দ্বারা জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণও সেই জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া জীবাত্মারও প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ মানস প্রত্যক্ষ নামে কথিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় কেবল বাহ্য পদার্থের গ্রাহক এনিমিত্ত উহাদিগকে বহিরিন্দ্রিয় এবং মনঃদ্বারা জ্ঞানাদি অভ্যন্তরস্থ পদার্থের জ্ঞান হয় বিধায় মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। বাহ্য কিম্বা অভ্যন্তরস্থ যেকোন পদার্থের প্রত্যক্ষ করা হউক সর্ব্বত্রই জ্ঞাতব্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়া প্রয়োজন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে পুরোবর্ত্তি কোন পদার্থের দর্শন হয় না কিম্বা চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য এই উভয়ের মধ্যে কোন আবরণ থাকিলেও সেই দ্রষ্টব্য পদার্থটীকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সুতরাং সন্নিকর্ষের উপযোগিতা রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য পদার্থের যে সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন তাহাই এস্থলে সন্নিকর্ষ পদবাচ্য। এই সন্নিকর্ষ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সচরাচর লোকে চক্ষু দ্বারা রূপাদি দর্শন করে ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে রসনা দ্বারা রসের আস্বাদন লয় ত্বক দ্বারা স্পর্শ।

অনুভব করে শ্রবণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে এবং মনদ্বারা আমি বুঝিতেছি আমি সুখ পাইতেছি ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞানাদির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ লৌকিক সন্নিকর্ষজাত। এই লৌকিক সন্নিকর্ষ ষড়্‌বিধ। সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় এবং বিশেষণতা (স্বরূপ সম্বন্ধ)। দ্রব্যের প্রত্যক্ষে দ্রব্যের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগই সন্নিকর্ষ। সম্মুখস্থ বৃক্ষাদি দর্শন কালে বৃক্ষাদির সহিত নয়নের একপ্রকার সংযোগ জন্মে। এবং দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়াও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে হস্তাদি দ্বারা গৃহীত পুস্তকাদির অনুভব হইয়া থাকে। দ্রব্যে অবস্থিত রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ উপযোগী। দ্রব্যগুলি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্তরূপ রসাদি ঐ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সুতরাং রূপ রসাদিতে চক্ষু রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবায়ই সন্নিকর্ষ। রূপে শুক্লত্ব পীতত্বাদি রসে মধুরত্ব অম্লত্বাদি, গন্ধে সৌরভত্ব অসৌরভত্বাদি এবং স্পর্শে শীতত্ব উষ্ণত্বাদি যে যে ধর্ম্ম আছে ঐ সমস্ত জাতি পদার্থ রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, ইহাদের প্রত্যক্ষকালে দ্রব্যটী ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হয় ঐ দ্রব্যে, রূপাদির সমবায় সম্বন্ধ শুক্লত্বাদি ধর্ম্মে আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ কালে শুক্লত্বাদি ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত সমবেত সমবায় নামক সন্নিকর্ষ থাকে বুঝিতে হইবে। আমরা এখন শব্দ শ্রবণ করি ঐ শব্দ দূরবর্ত্তী থাকিলেও ক্রমশঃ কর্ণে আসিয়া উপনীত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় গগনাত্মক এবং উহাতে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত এজন্য শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায়ই সন্নিকর্ষ। শব্দের কোনটী ধ্বনি কোনটীবা বর্ণাত্মক, শব্দগত ঐ ধ্বনিত্ব, বর্ণত্ব, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায়াত্মক সম্বন্ধই ব্যাপার; কেননা শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত এবং ঐ সমবেত শব্দের আবার সমবায়, কত্ব, খত্ব প্রভৃতি জাতি স্বরূপ ধর্ম্মে রহিয়াছে। এস্থলে যে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করা হইল ঐ ধর্ম্ম শব্দে আধেয় পদার্থকে বুঝায় অর্থাৎ যে পদার্থটী কোন স্থানে থাকে তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে গগণ প্রভৃতি পদার্থ আধেয় হয় না এজন্য গগন কালদিক আত্মা ইহাদিগকে কাহারও ধর্ম্ম বলা যায় না। আধার ও আধেয় এই দুয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাদের আধারাধেয়ভাবের উপপত্তি হয় না। আমি আসনে উপবিষ্ট আছি এস্থলে আমার সহিত আসনের সংযোগ নামক সম্বন্ধ আছে বিধায় আমি আধেয় ও আসন আধার হইতেছে। মনুষ্যে গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি কোন একটী রূপ গমনাদি ক্রিয়া ও মনুষ্যত্বাদি জাতি আছে এস্থলে মনুষ্য ও তাহার রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধ থাকাতে মনুষ্য আধার ও রূপ ক্রিয়া জাতি প্রভৃতি আধেয় বলিয়া প্রতীত হয়। দ্রব্য ব্যতীত অন্যত্র সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না এবং দ্রব্য গুণ কর্ম্ম ও জাতি পদার্থ ব্যতীত অন্য কেহ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধীয় হয় না সুতরাং অভাবাদিতে আধেয় প্রতীতি স্থলে বিশেষণতা নামক সম্বন্ধান্তর স্বীকার করিতে হয়। বিশেষণতার অপর নাম স্বরূপ। অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধটী আধার ও আধেয়েরই স্বরূপ। সংসর্গ ব্যতীত আধা-

রাধেয় ভাবের উপপত্তি হয় না বিধায় বিশেষণতায় সম্বন্ধত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে। এইক্ষণ এই গৃহে কোন শব্দ নাই অর্থাৎ গৃহ মধ্যবর্ত্তি আকাশে শব্দের অভাব আছে; শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা এইরূপ প্রত্যক্ষ স্থলে গগনাত্মক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাভাবের সন্নিকর্ষের নাম বিশেষণতা এবং এইক্ষণ এই বৃক্ষে ফল কিম্বা দল নাই অর্থাত্ ফল ও পুষ্পের অভাব আছে, চক্ষুরদ্বারা এই প্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এস্থলে বৃক্ষের আধারতা ও ফল পুষ্পাভাবের আধেয়তা নিয়ামক বিশেষণতারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদিচ শব্দাভাবের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশেষণতা মাত্র সন্নিকর্ষ। একিন্তু চক্ষু সংযুক্ত বৃক্ষে যে ফল পুষ্পের অভাব আছে ঐ অভাবের সহিত চক্ষুর কেবল মাত্র বিশেষণতা সম্বন্ধ নহে পরন্তু সংযুক্ত বিশেষণতাই তত্রত্য সন্নিকর্ষ এমত অবস্থায় বিশেষণতাকে নানাপ্রকার বলাযায় তথাপি প্রত্যক্ষোপযোগী সন্নিকর্ষের বিভাগ স্থলে সমস্ত প্রকার বিশেষণতাকে বিশেষণতাস্বরূপ অনুগত ধর্ম্মদ্বারা একপ্রকার ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধত্বের অবতারণা করা হইয়াছে।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার। সামান্য লক্ষণ জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ। সম্মুখীন বৃক্ষে বৃক্ষত্ব দর্শন করিয়া সেই বৃক্ষত্বের আশ্রয় বলিয়া যাবতীয় বৃক্ষের একপ্রকার অলৌকিক অনুভব হইয়া থাকে এইস্থলে ঐ জ্ঞাত বৃক্ষত্বই সন্নিকর্ষ এই সন্নিকর্ষের নাম সামান্য লক্ষণ কেন না এই সন্নিকর্ষটী বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের স্বরূপ হইতেছে। জ্ঞান লক্ষণাত্মক সন্নিকর্ষ জ্ঞানের স্বরূপ; রক্ত রূপাত্মক বিশেষণ জ্ঞানটী যে কোন প্রকারে থাকিলে তৎপরে রক্তরূপ বিশিষ্ট বলিয়া অনেকগুলি পদার্থের অলৌকিক অনুভব হইতে পারে এইস্থলে বিশেষণীভূত রক্ত রূপের জ্ঞানই লক্ষণাত্মক সন্নিকর্ষ। যদিচ সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ জনিত ও জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ জনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বয়কে সাধারণতঃ একবিধ বলিয়াই প্রতীতি হয় তথাপি বিশেষ দৃষ্টিতে উহাদিগের পার্থক্য জানা যায়। চক্ষুঃদ্বারা সম্মুখীন বৃক্ষে বৃক্ষত্বের প্রথমতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষ না জন্মিলে সেই বৃক্ষত্বের আশ্রয়ীভূত যাবতীয় বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না এস্থলে আরও বিশেষ এই আছে যে বৃক্ষত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত অন্যের (বৃক্ষ ব্যতীত পদার্থের) অনুভব হয় না কিন্তু জ্ঞান লক্ষণাচ্ছলে প্রথমতঃ বিশেষণের প্রত্যক্ষ অপেক্ষা করে না যে কোন প্রকারে জ্ঞান থাকিলেই চলে এবং বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে বস্তুতঃ যে বিশেষণের আশ্রয় নয় তাহারও অনুভব হইতে পারে আর বিশেষ্য কোন স্থলে একটী কোন স্থলে দুইটী কোন স্থলে বা বহু পদার্থ অনুভব হইয়া থাকে। যোগজ সন্নিকর্ষটী যোগি পুরুষ সাধ্য; তাঁহারা যোগবলে একস্থানে থাকিয়া নানা স্থানের বিষয়গুলি জানিতে পারেন এই জ্ঞানটী অলৌকিক প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি নহে। যোগি পুরুষদিগের যোগ যে অলৌকিক ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জন্মে তাঁহারই নাম যোগজ সন্নিকর্ষ।

(ক্রমশঃ)

স্বরজ্ঞান।

(সূচনা।)

"অনন্ত রত্নপূর্ণ রত্নাকরে কোন্ রত্নের অভাব? প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি, প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি রাজ্ঞীর ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার ভারতবর্ষে অমূল্য ঐশ্বর্য্যের অপ্রতুল নাই। নিখিল-রস-বিলাসিনী জীব-হৃদয়-বিনোদিনী ভারতভূমির কৃতী সন্তান—আর্য্যজাতি জ্ঞানধনে অতুলনীয় ধনী ছিলেন। তাঁহাদের অলোক সামান্য জ্ঞানালোকের স্তিমিত জ্যোতিঃ এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নয়ন ঝলসিত—মন বিমোহিত করিতেছে। সেই আর্য্য জাতির অনন্ত-জ্ঞান-প্রসূত অনন্ত-শাস্ত্রের মধ্যে স্বরোদয় শাস্ত্রখানি অতি উপাদেয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং গুহ্যাদপি গুহ্য। কিন্তু সর্ব্বনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, বিভিন্ন জাতির বারম্বার নিষ্পেষণে, সর্ব্বগ্রাসী যুগের অপ্রতিহত প্রচলনে—অপূর্ব্ব মাধুর্য্য পূর্ণ, অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বরশাস্ত্র আজ লুপ্ত প্রায়। দুর্ভাগ্য ভারতের—বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের শাস্ত্র-ব্যবসায়ী "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" আখ্যাধারী মহাশয়দিগের স্বরজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দূরে থাক্, স্বরোদয় শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত অনেকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগিগণের অত্যাবশ্যক যোগবিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া ইহার গৌরব যোগী মহাত্মারাই এখনও রক্ষা করিতেছেন। স্বরোদয় শাস্ত্রে যোগ সাধনের অপূর্ব্ব কৌশল ও সহজ পন্থা ব্যক্ত আছে। কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিরহিত যোগিগণের ন্যায়, নিয়ত বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত গৃহস্থলোকেরও স্বরোদয় শাস্ত্র অতীব প্রয়োজনীয়।

একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অনুসারে সকল কার্য্য করিবার ব্যবস্থা যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকে স্বরশাস্ত্র বা স্বরোদয় কহে। স্বরশাস্ত্র কাহারও স্বকপোল-কল্পিত নহে। ইহা পঞ্চানন-আনন নির্গত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

স্বদেহস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া-স্বরশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে সংসারে প্রত্যেক কার্য্যে সুফল লাভ করা যায়। দৈনন্দিন সুখ দুঃখ এবং ভাবী আপদ বিপদ ও মঙ্গলামঙ্গল প্রত্যহ জানিতে পারাযায়। একপক্ষ (১৫ দিন) মধ্যে নিজ দেহে শ্লেষ্মা ঘটিত কি গরম-জনিত কোন পীড়া হইবে কিনা, তাহা প্রতি প্রতিপদ তিথিতে জানিতে পারাযায় এবং বিনা ঔষধে সহজে পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; ডাক্তার কবিরাজের খোসামোদ কি অর্থব্যয় করিতে হয় না। এক কথায় বলি, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ অবধি সাংসারিক, বৈষয়িক সমস্ত কার্য্যে সুফল হয়। স্বরশাস্ত্রের নিয়মে যে কার্য্যে গমন করিবে, তাহা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু যোগী ও গৃহস্থের নিত্য সহচর অতীব প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ স্বরশাস্ত্র যেমন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ল্লভ, তেমনি স্বরজ্ঞ উপযুক্ত গুরুরও অভাব। আজ্ কাল্ ব্যবসায়ের অনুরোধে কেহ কেহ "পবন বিজয় স্বরোদয়" নামক একখানি পুস্তক কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ ও অবিশুদ্ধ এবং ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ। তদ্ভিন্ন 'সূক্ষ্ম স্বরোদয়' 'যাগ স্বরোদয়' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। আর সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত এবং বিবিধ শাস্ত্রে মহাজ্ঞানী হইলেও স্বরশাস্ত্র পড়িয়া বুঝিতে বা স্বরশাস্ত্রের অনুবাদ করিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজষ্ট্রী কৃত।

হিন্দু-পত্রিকা,

৭ম বর্ষ, ৭ম খণ্ড,
১২দশ সংখ্যা।

চৈত্র।

১৩০৭ সাল,
১৮২২ শকাব্দা.

স্বরজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

স্বরজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত, কেবল শাস্ত্রদৃষ্টে বুঝিবার কি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। এ দেশে শাস্ত্র গ্রন্থ দুর্লভ এবং স্বরজ্ঞ গুরুরও অভাব। এজন্য প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অমূল্য স্বরশাস্ত্র লুপ্ত প্রায়।

আমি তীর্থ পর্য্যটন সময় পবিত্র পঞ্চবটী তীর্থে তৈলঙ্গ দেশীয়া এক ভৈরবী মাতার নিকট স্বরজ্ঞানের শিক্ষা কিঞ্চিৎ পাই। সেই আমার প্রথম। তৎপূর্ব্বে স্বরজ্ঞানের কথা কখন জ্ঞানে আসে নাই এবং স্বর শাস্ত্রের কথাও কর্ণে পৌছে নাই। তৎপরে পুণ্য-সলিলা নর্ম্মদা তীর-বাসী জনৈক যোগী মহাত্মার নিকট হস্ত লিখিত স্বরোদয় শাস্ত্র দেখিয়াছিলাম। সেই মহাজ্ঞানী মহাতপা যোগী মহাত্মার অনুসেবা করিয়া সেই জীর্ণ পুথি পড়িয়া তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়াছিলাম। শেষে আমি হরিদ্বারে গমন করিয়া জনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট স্বরজ্ঞানের বহু-বিষয় এবং গূঢ়তত্ত্ব সকল শিখিয়াছিলাম*। কিন্তু ক্রমাগত ৮ বৎসর নানা তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বরজ্ঞ উপযুক্ত গুরুদর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। এবং অদ্যাপি সমগ্র স্বর শাস্ত্র ও গুরুযোগ্য স্বরজ্ঞ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইল না। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, স্বরশাস্ত্র কিরূপ দুষ্প্রাপ্য ও স্বরজ্ঞ গুরুর কেমন অভাব।

* আমি তীর্থ পর্য্যটন কালীন হরিদ্বারে অবস্থিতি সময় জনৈক মুসলমান ফকির দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জন্মস্থান বোম্বে প্রদেশান্তর্গত সুরাট (সৌরাষ্ট্র) নামক প্রসিদ্ধ দেশে। তিনি মুসলমানের তীর্থ মক্কা বহুবার দর্শন করিয়া, শেষে হিন্দুর তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। মৌলবী উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া, মৌলাব সাহেব নামে তিনি পরিচিত। জ্ঞানে ও যোগ সাধনে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত সাধু খুব কম দেখিয়াছি। মুসলমানের ন্যায় নমাজ, কি হিন্দুর ন্যায় পূজার্চ্চনাদি বাহিক ক্রিয়া কিছুই করিতেন না। কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগ সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগের প্রভাব এবং তজ্জনিত অলৌকিক ক্ষমতা হরিদ্বার, রুড়কি, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে তদানীন্তন প্রবাসী উচ্চপদস্থ কতিপয় বাঙ্গালী বাবু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ-বলে ভূত ভবিষ্যৎ বেত্তা, এবং যোগ-বলে অন্তর্য্যামী ও মুহূর্ত্তমাত্রে শূন্যে বহুদূরে গমনাগমন ক্ষমতাবিশিষ্ট। ভক্তিগুণে বিশেষ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহাত্মা মুসলমান যোগীর সহিত

যোগী, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কচিৎ কোন স্বরজ্ঞ যোগীর নিকট স্বরশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সহস্র সহস্র যোগিগণের মধ্যে একজন স্বরোপদেশ ও শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমার পূর্ব্ব শিক্ষা ব্যতীত যাহা অভাব আছে এবং যে বিষয়—সহস্র সহস্র শাস্ত্র পাঠে বুঝিয়া কার্য্য করা যায় না,—গুরু-মুখে শিখিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি উপযুক্ত স্বরজ্ঞ গুরুলাভ আমার ভাগ্যে হইল না। যাহউক স্বরানুসারে কার্য্য করিলে স্বরবলে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়। জগদ্‌গুরু মহাদেব বলিয়াছেন—

"শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলৈ স্তথা মিত্রসমাগমঃ।
লক্ষ্মী প্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্ত্তিঃ স্বরবলৈস্তথা।

আমিও উপরোক্ত স্থানে একত্রে অনেকদিন বেড়াইয়াছি। আমরা উভয়েই সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী হইলেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কেমন একটা স্নেহ, ভক্তির বন্ধন পড়িয়াছিল অতি স্নেহ চক্ষে অপত্য বাৎসল্য চক্ষে অপত্য বাৎসল্য ভাবে আমাকে দেখিতেন এবং দয়া পূর্ব্বক আমাকে স্বর শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব ও শ্বাস প্রশ্বাসের কয়েক প্রকার ক্রিয়া, যোগ সাধনের কৌশল, যোগাসনে বসিয়া অগ্রে মনঃস্থির করিবার চমৎকার সহজ উপায়, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি অতি গুহ্য ও দুর্লভ বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ ও শিক্ষাগুণে আমি এতাধিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেষ ছাড়াছাড়ির দিনে বালকের ন্যায় কান্দিয়াছি। তাহাতে সেই দিন হইতে ১৫ বৎসরান্তে—আমি যেখানেই থাক না কেন, আমাকে দর্শন দিবেন বলিয়াছিলেন।—একথা বিশ্বাস করি। তিনি যেরূপ সত্যবাদী, ধার্ম্মিক যোগী এবং আমার ভাবিষ্য জীবনের ভাগ্যলিপী যাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই বর্ণে বর্ণে মিলতেছে, আর যেরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াছি। তাহাতে আমার অবস্থিতি স্থান অন্তর্বলে জানিয়া দর্শন দিবেন অসম্ভব কি? তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি যে স্বর বলে সমস্ত কার্য্য যোগ সাধনে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির সমান অধিকার আছে।

* * * *

স্বরবলৈর্দ্দেবতা সিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ ক্ষিতিপো বশঃ।

* * * *

* * * *

সর্ব্ব শাস্ত্র পুরাণাদি স্মৃতিবেদাঙ্গপূর্ব্বকম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিদ্বরাননে।'

শত্রুবিনাশ, বন্ধু সমাগম, লক্ষ্মী প্রাপ্তি, কীর্ত্তি সঞ্চয়, দেবতা সিদ্ধি, বশীকরণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই স্বরবলে সুসিদ্ধ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র ও স্মৃতি, বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র স্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মিত্র আর কিছুই নাই। বাস্তবিক স্বরোদয় অনুসারে সংসারে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়। ভগবান বলিয়াছেন——স্বরজ্ঞানের অপেক্ষা মিত্র, ধন ও গোপনীয় বিষয় কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। যথা—

"স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরং ধনম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন বা শ্রুতম্॥

স্বর শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—
'ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্।'
অর্থ—এই স্বরোদয় শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা উত্তম।

স্বরানুসারে যাত্রাদি কোন কার্য্য করিলে, জ্যোতিষ মতে মন্দ তিথি, বার, কু-যোগ, বিষ্টি প্রভৃতি অন্যান্য বিরুদ্ধ যোগাদিতে ঐ কার্য্য হইলেও একমাত্র স্বরবলে শুভ হয়। যথা—

"ন তিথি নর্চ্চ নক্ষত্রং ন বার গ্রহ দেবতাঃ।
ন বিষ্টি র্ন ব্যতীপাতো বিরুদ্ধাদ্যাস্তথৈবচ।

কুযোগে নৈব দেবেশি! প্রভবন্তি কদাচন।
প্রাপ্তে স্বরবলে সিদ্ধিং সর্ব্বমেবফলং শুভম্॥"

আমরা পঞ্জিকা দৃষ্টে ব্যতীপাত, বৃষ্টি দোষ এবং মন্দ তিথি নক্ষত্রযুক্ত মন্দ দিনে স্বরানুসারে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে স্বরোদয় শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এই জন্যই মহাদেব বলিয়াছেন—"আশ্চর্য্যং নাস্তিকে লোকে।" অর্থাৎ স্বর শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন অবিশ্বাসী নাস্তিক ব্যক্তিরও আশ্চর্য্য বোধ হয়।—কথাটা অতি সত্য। এই ক্ষুদ্র লেখক বহু কার্য্যে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছে। এক্ষণ পাঠকগণের উপকারার্থে—যোগের আনুকূল্য জনক, যোগীর শিক্ষণীয় গূঢ়তত্ত্ব সকল আপাততঃ প্রকাশ না করিয়া, নিয়ত কর্ম্মশীল সংসারী লোকের উপকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় বলিব। ইহাতে শব্দের ঘটা, ভাবের ছটা; অলঙ্কারের চকচকানি, ইংরাজী বুক্‌নী নাই। শাস্ত্র লিখিত সংস্কৃতাংশ* অনুবাদ সহ এবং কেবল-গুরু-মুখ-গত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়-শ্রীশ্রী গুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যাহা শিক্ষা করিয়াছি, সাধারণের বোধগম্য জনক সরল ভাষায় তাহাই লিখিব। হিন্দু-পত্রিকার হিন্দু পাঠকগণ লেখার দোষ গুণ না ধরিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের গতি জানিয়া যথানিয়মে যে কোন কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্য মিথ্যা না হয় এবং পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাস আসিয়া স্থান পায়, তাহাহইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন নিশ্চয়! নিশ্চয়!! নিশ্চয়!!!

শ্বাসের পরিচয়।

"কায়—নগর মধ্যেতু মারুতো রক্ষপালক।"

দেহ-নগর মধ্যে বায়ু রক্ষ পালক, অর্থাৎ জীবন। এই জীবন বায়ু মনুষ্যের নিশ্বাস প্রশ্বাস। ইহার উচ্চগতি এবং নীচগতি দ্বারা বর্ণের যে উচ্চারণ ভেদ, তাহাকে সচরাচর লোকে শ্বাস বলিয়া থাকে। এই শ্বাস দুই প্রকার। যথা—উচ্ছ্বাস ও নীচ শ্বাস।

১ম, উচ্ছ্বাস।—বায়ু আকর্ষণ বা গ্রহণের নাম। অর্থাৎ নাসিকার দ্বারায় যে বায়ু টানিয়া লওয়া যায়। ইহার অন্য নাম—নিশ্বাস।

২য়, নীচশ্বাস।—বায়ু নিক্ষেপণ বা পরিত্যাগের নাম। অর্থাৎ যে নিশ্বাস পরিত্যাগ করা যায়। ইহার অন্য নাম—প্রশ্বাস।

মনুষ্য শরীরে দিবা রাত্র শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপার কৃপায় মানবের—জাগ্রদবস্থায়, নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়েই অনবরত শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। শ্বাসের বিরাম নাই। নাসাপুট

* নর্ম্মদা তীরে যে যোগীর নিকট স্বর শাস্ত্র দৃষ্টে শিখিয়াছিলাম, সে অতি অসুবিধাজনক স্থান। দাতন করিবার কাঠি একটী হাতে ভাঙ্গিয়া সরু করিয়া লইয়াছিলাম। আর প্রথমে কয়লা ঘসিয়া জলবৎ তরল কালি, শেষে সিন্দুর গুলিয়া লাল কালি করিয়া লইয়াছিলাম। এই কালি কলমের দ্বারায় জঘন্য কাগজে ও কতক তদ্দেশীয় একপ্রকার বৃক্ষের পাতায় স্বরশাস্ত্রের সংস্কৃতাংশ নকল করিয়াছিলাম? স্বরের উপদেশ ও স্বরমতে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রণালী মৌখিক যাহা শিখিয়াছিলাম, তাহা মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। কি কালি কলমের জন্য সংস্কৃতাংশ অল্পদিন মধ্যেই অস্পষ্ট ও অদৃশ্য হইয়াছিল। একারণ এই প্রবন্ধের লিখিত সংস্কৃতাংশ কোন স্থানে যদি অবিশুদ্ধ ও অসংলগ্ন হয়, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

দিয়া প্রতিনিয়ত নিশ্বাস প্রশ্বাস গতায়াত করিয়া থাকে। শ্বাস বাহির হইয়া যদি দেহের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ না করে, কিম্বা দেহ হইতে পুনঃ বাহির না হয় তাহা হইলেই জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। ইহাতে নিঃসন্দেহ বুঝা যাইতেছে যে শ্বাসই জীবের প্রাণ। এজন্য শাস্ত্রেও একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' সংজ্ঞা দিয়াছেন। একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ (প্রাণ) হিসাব ধরিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে পল, দণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। তদ্যথা—

একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে 'প্রাণ' বলে। ইহার ৬ প্রাণে অর্থাৎ ৬ বার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে এক পল হয়; ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক দিবা রাত্র হয়। এই সময়নিরূপণের সহিত স্বর ও যোগশাস্ত্রের মিলন রহিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, একদিবা রাত্রে মনুষের ২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। যথা—

৬ × ৬০ × ৬০ = ২১৬০০

এক দিবা রাত্রে মনুষ্যের ২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহাকে অজপাজপ কহে। একবার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে 'হংস' শব্দ হয়। উপনিষদ বাক্যদ্বারা উহা পরব্রহ্ম 'হংস' উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, এই তিনের কারণ। এই হংস বিপরীত সোহং জীবের স্বাভাবিক সহজাত সাধনা। ইহার বিবরণ এখানে বলিব না।

হিন্দুর গণনানুসারে ৬ প্রাণে একপল হয়। ইংরাজী হিসাবে ঐ এক প্রাণ বা একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ৪ সেকেণ্ড সময়ে হয়, আর ১৫ শ্বাসে ১ মিনিট।

এখন স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাসই প্রাণ। প্রাণ বা স্বরের দ্বারায় যেরূপ কালের প্রভেদ এবং মনুষ্যের প্রাণের সহিত দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও এক সূত্রে গ্রথিত, তাহা নিম্নের লিখিত তালিকায় প্রকাশ করিতেছি।

একবার নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে নাম।	প্রাণ
৬ প্রাণে	১ পল হয়।
৬০ পলে	১ দণ্ড।
৬০ দণ্ডে কিম্বা ২১৬০০ প্রাণে	১ দিবা রাত্র।
১৫ দিনে	১ পক্ষ।
২ পক্ষে	১ মাস।
৩ ঋতুতে	১ অয়ন।
২ অয়নে বা ৩৬৫ দিনে†	১ বৎসর।
মনুষ্যের ১ মাস পিতৃলোকের	১ দিন
মনুষ্যের ১ বৎসরে দেবতার	১ দিন।
মনুষ্যের ৩৩২০০০০ বৎসরে	১ মহাযুগ।
৭১ মহাযুগে	১ মন্বন্তর।
১৪ মন্বন্তরে	ব্রহ্মার ১ দিন।
১০০ মহাযুগে	১ কল্প।
২ কল্পে	ব্রহ্মার ১ দিবারাত্র।
ব্রহ্মার ১০০ বৎসরে	বিষ্ণুর ১ দিন।
বিষ্ণুর ১০০ বৎসরে	মহাদেবের ১ দিন।

† সচরাচর ৩৬৫ দিনে বৎসর ধরা হয়। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ সূক্ষ্ম গণনা করিয়া ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩০ সেকেণ্ডে পূর্ণ এক বৎসর হয় বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে ইহা মিলিবে কিনা জানি না।

এই কাল পরিমাণ দৃষ্টে ও অন্যান্য অনেক কারণে বুঝাযায় যে, প্রাণ ভগবানের অংশ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে,—

'প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতা-মহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।"

এই প্রাণ যে মনুষ্যের শ্বাস বায়ু, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'প্রাণোবায়ুরিতি খ্যাতঃ।' এই প্রাণ বায়ু নখাগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়া শরীরে বল প্রদান ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে এবং উদর মধ্যগত অন্ন জলাদি ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া রসাদি রক্ত ও বীর্য্যরূপে পরিণত করে। ঐ প্রাণ-বায়ু দশ নামে কথিত হয়; কিন্তু তাহা একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বিশিষ্ট প্রাণ-বায়ুর অবস্থা বিশেষ মাত্র। সুতরাং প্রাণ-বায়ুই প্রধান। এই প্রাণ বায়ু নাসাপুট দিয়া যাহা নিয়ত গতায়াত করিতেছে। তাহারই নাম নিশ্বাস প্রশ্বাস।

শ্বাসের গতি।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে, দুই নাসিকায় সমান ভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়; কিন্তু তাহা খুব ভ্রম। মনুষ্যের দুই নাসিকায় এককালে বায়ু বহন হয় না। কখন দক্ষিণ নাসিকায়, কখন বাম নাসিকায় বহিয়া থাকে। প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয়ের সময় হইতে এক ঘণ্টা (আড়াই দণ্ড) কাল বাম নাসিকায়, আবার এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবা রাত্র মধ্যে ১২ বার বাম নাসিকায়, ১২ বার দক্ষিণ নাসিকায় বহন হয়। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় কোন্ দিন কোন নাসিকায় প্রথমে নিশ্বাস বহিবে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। যথা,—

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা—এই কয় তিথিতে সূর্য্যোদয় কালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। পরে বাম নাসিকায় শ্বাস আসিয়া এক ঘণ্টা বহন হইবে। আবার দক্ষিণ নাসিকায় আসিয়া এক ঘণ্টা থাকিবে। এইরূপে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ঘণ্টা দক্ষিণ ও ১২ ঘণ্টা বাম নাসিকায় উপরোক্ত নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী দ্বাদশী—এই ছয় তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয় এবং উপরোক্ত নিয়মে এক ঘণ্টা হিসাবে ক্রমান্বয়ে একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহে। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী; ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা—এই নয় দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী; দশমী, একাদশী, দ্বাদশী—এই ছয় দিন সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা স্থিতি থাকে। পরে উপরোক্ত নিয়মে আবার বাম নাসিকায় আসিয়া এক ঘণ্টা ও পুনঃ এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র শ্বাস বহিবে। এইরূপ নিয়মে শ্বাস বহন

মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক। কিন্তু শ্লেষ্মা ও কফের পীড়ার জন্য ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে।

" উপরোক্ত নিয়মে—যে তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইলে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। যথা—

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রে চন্দ্রোদয়ো ভবেৎ।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্ব কার্য্যানি দিবা রাত্র গতান্যপি।"

(সূক্ষ্ম স্বরোদয়)

অর্থাৎ—যেদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম বহন হইবার নিয়ম এবং যে দিন বাম নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইবার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে। সেই দিন সেই সেই নির্দ্দিষ্ট নাসিকায় বহন হইলে কি দিবা কি রাত্রিকালে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়!

যদি কোন দিন সূর্যোদয়ের সময় কাহারও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যে তিথিতে যে নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইবার নিয়ম, সে দিন যদি তাহার বিপরীত নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে সেদিন অমঙ্গল জনক হইবে। যথা—

"যদা প্রত্যুষকালে তু বিপরীতোদয়ো ভবেৎ।
চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবি স্থানে চ চন্দ্রমাঃ।
প্রথমে মানউদ্বেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে গমনং প্রোক্ত মিষ্টনাশং চতুর্থকে।
পঞ্চমে রাজ্য বিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থ নাশনং।
সপ্তমে ব্যাধি দুঃখানি, অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ॥"

প্রত্যুষকালে যদি নিশ্বাসের বিপরীত বহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা, দ্বিতীয় সময়ে ধনহানি, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে ইষ্টনাশ, পঞ্চম সময়ে বিত্তবিধ্বংশ, ষষ্ঠ সময়ে সর্ব্বার্থ নাশ, সপ্তমে ব্যাধি ও দুঃখ, অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়।*

উভয় পক্ষের প্রতিপদ তিথি ব্যতীত আর সমস্ত তিথিতে বিপরীত উদয় হইলে ঐরূপ ফল ফলিবে। প্রতিপদ তিথিতে বিপরীত বহন হইলে যে দোষ হয়, তাহা পরে বলিব।

যদিচ তিথির নিয়মে বিপরীত নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইলে উপরোক্ত ফল হয়; কিন্তু বারবিশেষে তিথির নিয়মের বিপরীত হইলেও অশুভ হয় না। তদ্ যথা—

সূক্ষ্ম স্বরোদয়ে——

"গুরু শুক্র বুধেন্দূনাং বাসরে বামনাড়িকাঃ।
অর্ক অঙ্গার শৌরাণাং বাসরে দক্ষ নাড়িকা
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্ব কার্য্যেষু।" ইত্যাদি।

অর্থ—শুক্ল পক্ষের সোমবার ও বুধ বৃহস্পতি, শুক্র এই চারিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে সেই দিন সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হইবে এবং সর্ব্বত্র জয়লাভ হইবে। (ভারতের নারীরত্ন বিদুষী খনার বচনে একথার প্রমাণ আছে যথা—"সোম, শুক্র গুরু, বুধে বাম, হেলায় লঙ্কা জিতেন রাম।")

আর কৃষ্ণ পক্ষে শনি, রবি ও মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয়ের সময় দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন হইলে, সেইদিন সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারায় স্থির হইতেছে যে, শুক্র পক্ষে যে তিথিতে প্রথম দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হইবার নিয়ম, সেদিন যদি বাম

* মৃত্যু বলিলে একেবারে ভবলীলা সাঙ্গ বুঝিতে হইবে না। গুরুতর অপমান, কষ্ট প্রভৃতি মৃত্যুবৎ ঘটনা।

নাসিকায় প্রথম শ্বাসবহন হয়,আর সেই দিন প্রথমোক্ত চারি বারের কোন বার হয়,তাহা হইলে তিথির নিয়মের বিপরীত বশতঃ কোন হানি হইবে না। ঐ চারিবার মাত্র শুক্ল পক্ষে ফলদায়ক হইবে।

ঐ নিয়মে শনি, রবি, মঙ্গলবার কেবল মাত্র কৃষ্ণ পক্ষে ফলদায়ক হইবে। কৃষ্ণপক্ষে ঐ তিন বারে তিথির নিয়মের বিপরীত বহন হইলেও কোন হানি হইবেনা। প্রত্যুত শুভ হইবে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে পাঠকগণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের পরিচয় ও গতি অবশ্যই বুঝিয়াছেন। এক্ষণ শ্বাসের গতি অনুসারে সাংসারিক সকল কার্য্য কিরূপে করিলে সুফল পাওয়াযায়, তাহা বলিব। কিন্তু বিষয় বড় গুরুতর; স্বরশাস্ত্র ও কঠিন। বিনা গুরূপদেশে কেবল মাত্র স্বরশাস্ত্র পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই। এজন্য দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—"জ্ঞায়তে গুরু বাক্যেন, ন বিদ্যা শাস্ত্র কোটিভিঃ।" এ হেন বিষয়ের গুরুগিরি করিবার ক্ষমতা ও সাহস আমার নাই। শ্রীশ্রী গুরুদেবের কৃপায় আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও শিক্ষানুসারে স্বরমতে যে সকল কার্য্য করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিব। পাঠকগণ তদনুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবেন এবং স্বর শাস্ত্রের সফলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া মোহিত হইবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।

যশোহর।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

বর বধূ কটে উপবেশন করিলে পর যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিবে যথাক্রমে মহর্ষি বলিতেছেন—

অগ্নেরুপসমাধানাৎ আজ্যভাগান্তেহথৈনামাদিতোদ্বাভ্যাং অভিমন্ত্রয়েত। ১০

অগ্নির উপসমাধান (ইহা পূর্ব্বে পরিস্ফুট ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।), হইতে আজ্যভাগ হোম পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া বর বধূকে প্রথম হইতে দুইটী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। বর উত্থিত প্রায় হইয়া বধূকে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে, বধূ উপবিষ্টাই থাকিবে। তৃতীয় অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্র "সোমঃ প্রথমঃ" ইত্যাদিই এখানকার অভিমন্ত্রণের মন্ত্রদ্বয়। অতঃপর পাণিগ্রহণ নামক কর্ম্মটী বিবৃত হইবে। মহর্ষি পাণিগ্রহণের রীতি বলিতেছেন—

অথাস্যৈ দক্ষিণেন নীচা হস্তেন দক্ষিণমুত্তানং হস্তং গৃহ্ণীয়াৎ। ১১

তদনন্তর বর দক্ষিণ হস্ত ন্যগ্ভূত করিয়া বধূর উত্তান দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিবে। ইহাকে আচার্য্যেরা পাণিগ্রহণ কর্ম্ম নামে অভিহিত করেন অস্যৈ শব্দ এখানে অস্যাঃ (ইহার অর্থাৎ বধূর) এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণি গ্রহণ ব্যাপার যে অদ্যাপি অব্যভিচারিতরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন এবিষয়ে অধিক

বলিবার আবশ্যক দেখি না। বিশেষ কামনায় কর গ্রহণেরও কিঞ্চিৎ বিশেষ উপস্থিত হইবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কাময়েত স্ত্রীরেব জনয়েয়ং ইতি অঙ্গুলীরেব গৃহ্ণীয়াত্। ১২

বর যদি কামনা করেন যে স্ত্রী প্রজা (কন্যা) জন্ম ইব, তবে অঙ্গুলী গ্রহণ করিবেন। অঙ্গুষ্ঠ অথবা করতল গ্রহণ করিবেন না। অঙ্গুলী গ্রহণ করিলে সেই সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোনও যুক্তি আছে কিনা বলাযায় না। অগাধ জ্ঞানার্ণবমহর্ষিগণের বাক্য অবশ্যই মূল শূন্য নহে, তবে সাধারণ বুদ্ধি লেখকের অথবা পাঠকের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। অন্যরূপ কামনা থাকিলে গ্রহণ প্রথা অন্য আকার ধারণ করিবে যথা—

যদি কাময়েত পুংসএব জনয়েয়ং ইত্যঙ্গুষ্ঠমেব। ১৩

যদি কামনা থাকে যে পুরুষ (পুত্র) উৎপাদন করিব তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিবে। এখানে পূর্ব্ব সূত্র হইতে "গ্রহণ করিবে" এই অংশ লইয়া অর্থ করিতে হইবে। বিশেষ কিছু কামনা থাকিলে যেরূপ করিবে তাহা কথিত হইতেছে—

সোহভীবাঙ্গুষ্ঠ মেভীব লোমানি গৃহ্ণাতি। ১৪

যে পাণি গ্রহণে পুত্রোৎপাদন অথবা কন্যাজননরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট কামনা করে না, সে হস্তজাত লোম সকল ঈষদভিস্পৃষ্ট হয় এবং অঙ্গুষ্ঠও ঈষদভিস্পৃষ্ট হয়, তদ্রূপে গ্রহণ করিবে।

গৃভ্ণামি ইত্যেতাভিশ্চতসৃভিঃ। ১৫

গৃভ্ণামিস্তা (তোমার হস্ত গ্রহণ করিলাম) ইত্যাদি চারিটী মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিবে। এখানেও "গৃহ্ণীয়াৎ" এই অর্থ বোধক "গৃহ্ণাতি" পদের অনুবৃত্তি আবশ্যক। পাণিগ্রহণে মন্ত্র চারিটী। প্রত্যেক মন্ত্রদ্বারা একবার পৃথগ্ভাবে পাণিগ্রহণ করিতে হইবে না। মন্ত্র চারিটী পাঠ করিতে হইবে ও চারিমন্ত্রে শেষে একবার মাত্র পাণি গ্রহণ করিতে হইবে। "প্রত্যেকমাবৃত্তির্মাভূৎ" প্রত্যেক মন্ত্র পাঠে পাণি গ্রহণ পুনঃ পুনঃ করা না হউক এই বৃত্তিকার বাক্য পূর্ব্বোক্ত রহস্যের আবিষ্কারক। ব্যবহারও একটী প্রমাণ।

অথৈনা মুত্তরেনাগ্নিং দক্ষিণেন পদা প্রাচীমুদীচীং বা দশমভিপ্রক্রময়ত্যেকমিষ ইতি। ১৬

তাহার পর অগ্নির অদূরে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া নব বধূকে দক্ষিণ পদের দ্বারা প্রাচী (পূর্ব্ব) অথবা উদীচী (উত্তর) দিকে সপ্তপদ গমন করাইবে। ইষেত্বা ইত্যাদি সাতটী মন্ত্র ঐ সপ্তপদ গমনে ক্রমে (একপদ গমনে একটী) ব্যবহৃত হইবে। ইহাকে সপ্তপদী গমন কহে। সপ্তপদীগমনের রহস্য অতি গভীর। তাহা মন্ত্রগুলির অর্থ পাঠ করিলে বুঝা যায়। সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি দম্পতীর পরস্পরের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর ও অন্যান্য অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে এবং চিরন্তন অধিকার দানাদি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে শিক্ষাদেয়। হিন্দু-পত্রিকায় বহুদিন হইল সপ্তপদীগমনের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে এ প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সখেতি সপ্তমে পদে জপতি। ১৭

সপ্তমপদে "সখাসপ্তপদাভব" ইত্যাদি মন্ত্রটী জপ করিবে। সপ্তম পদ ভূমিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, ব্যবহার ও শাস্ত্র উভয়েরই সমমত।

চতুর্থখণ্ড সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রাগ্ হোমাৎ প্রদক্ষিণমগ্নিং কৃত্বা। ১

হোম মন্ত্রের পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র নিবদ্ধ আছে, সেই সকল মন্ত্র হোমকালের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জপ করিবে। জপ সমাপনান্তে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে। হোমের পূর্ব্বে বর ও বধূ উভয়েই করিবে। বধূর দক্ষিণ হস্ত বর গ্রহণ করিয়া পরিক্রমণ করিবে কোনও টীকাকারের অভিপ্রায় এইরূপ।

যথাস্থানমুপবিশ্যান্বারব্ধায়ামুত্তরা আহুতীর্জু-হোতি সোমায় জনিবিদে স্বাহা ইত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং। ২

প্রদক্ষিণ করিবার পর বর ও বধূ পূর্ব্বে যে স্থানে যিনি উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্থানেই পুনর্ব্বার উপবেশন করিয়া বধূ অন্বারব্ধবতী হইলে পরবর্ত্তি ষোড়শ প্রধান আহুতি প্রদান করিবে। "সোমায়জনিবিদে স্বাহা" ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্রে এক একটী দিতে হইবে।

অপেনামুত্তরেণাগ্নিং দক্ষিণেন পদা অশ্মানং আস্থাপয়ত্যাতিষ্ঠেতি। ৩

অনন্তর অগ্নির উত্তরাংশে দক্ষিণ পদের দ্বারা পাষাণখণ্ড (নোড়া) টানিয়া লইয়া স্থাপন করিবে. ইহাকে পদদ্বারা আক্রমণ কর এই বলিয়া স্থাপন করিতে হইবে। এই অশ্মাক্রমণ ব্যাপার বিলুপ্ত হয় নাই তবে কোনও স্থানে একটু আধটু অন্তরূপ হইয়াছে।

অথাস্যা অঞ্জলাবুপস্তীর্য দ্বির্লাজা নোপ্যাভিঘারয়তি। ৪

তাহার পর বধূর অঞ্জলি বিস্তার করিয়া দুইবার লাজ দ্বারা (খই দিয়া) হোম করিবে। হোম বর স্বয়ংই করিবেন। বধূর হস্ত হোমীয় বস্তু রক্ষার পাত্র স্বরূপ "ইয়ংনারী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ বরকেই করিতে হইবে। বর হোমকর্ত্তা হইলেও বধূ হস্তেই এখানে বিধান বলে হোম সম্বন্ধি লাজ দ্রব্যের আধার।

তস্যাঃ সোদর্য্যো লাজান্ আবপতীত্যেকে। ৫

বধূর সোদর্য্য খইগুলিকে লইয়া বধূ হস্তে ঢালিয়া দিবে, তাহার পর বর হোম করিবেন, কোনও কোনও আচার্য্য এই কথা বলিয়া থাকেন—সর্ব্বত্র ব্যবহার এ নিয়ম সমর্থন করে না, তবে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়।

জুহোতীয়ং নারীতি। ৬

"ইয়ংনারী" ইত্যাদি মন্ত্রে লাজ হোম করিতে হয়।

উত্তরাভিস্তিসৃভিঃ প্রদক্ষিণমগ্নিং কৃত্বাশ্মান-মাস্থাপয়তি যথা পুরস্তাৎ। ৭

পরবর্ত্তি "তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া নোড়াটীকে পূর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। বর বধূর হস্ত ধারণ করিয়া মন্ত্র তিনটী পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রদক্ষিণার্থে প্রক্রমণ আরম্ভ

করিবেন। হরদত্ত মহাশয় বলেন, 'তিসৃণা-মন্তে পরিক্রমণারম্ভঃ" তিনটী মন্ত্রের শেষে পরিক্রমণ আরব্ধ হইবে। যে কোনওটীর পরে অথবা পড়িতে পড়িতে ভ্রমণ নহে।

হোমশ্চোত্তরয়া। ৮

অর্য্যমণং নু দেবং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিতে হইবে।

পুনঃ পরিক্রমণমাস্থাপনং হোমশ্চোত্তরয়া। ৯

পুনর্ব্বার পরিক্রমণ অশ্মাস্থাপন ও ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা হোম করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইল তদ্রূপই আবার করিতে হইবে। এখানে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বারম্বার, নিয়ম মন্ত্রাদি সকলই একরূপ।

পুনঃ পরিক্রমণম্। ১০

আবার পূর্ব্ববৎ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

জয়াদি প্রতিপদ্যতে। ১১

জয়াদি হোম সকল এখানে করা আবশ্যক।

পরিষেচনান্তং কৃত্বা উত্তরাভ্যাং যোক্ত্রং বিমুচ্য তাং ততঃপ্রবা বাহয়েৎ প্রবাহয়েৎ। ১২

জয়াদি হোম করিয়া তৎপরে পরিষেচনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া "প্রত্বা মুঞ্চামি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যোক্ত্র বিমোক করিবার পরে বধূকে রথারোহণ পূর্ব্বক লইয়া যাইবে অথবা শিবিকাদি মনুষ্য বাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া লইবে। পরিষেচনের পরেই যোক্ত্র বিমোক করিতে হইবে প্রস্থান কালে নহে। রথাদি দ্বারা লইয়া যাওয়া পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার দৃষ্টান্ত মিলে না। শিবিকাবাহনে বধূকে লইয়া যাওয়া আ'জ কা'ল প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এ নিয়ম সহসা উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভবও নাই।

সগাপ্যোতমগ্নিমনুহরন্তি। ১৩

এই বৈবাহিক অগ্নি উখাতে (ধূপদানীর ন্যায় পাত্র বিশেষ ইহাতে অগ্নি স্থাপন করা হইত) তুলিয়া গমনশীল বরবধূর পশ্চাতে তদীয় লোকেরা লইয়া যাইবে। "পশ্চাতে" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অগ্রে লইবেনা। সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেলে কোনও দোষ হয় না। এই বৈবাহিক অগ্নি হইতেই সাগ্নিকদিগের সমস্ত আগের কাণ্ডের প্রথম সূত্রপাত হইতে থাকে।

নিত্যোধার্য্যঃ। ১৪

এই বৈবাহিক অগ্নি পত্নী সম্বন্ধি কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ গৃহস্থদিগের পক্ষে আশ্রমোচিত হোমাদির নিমিত্ত সর্ব্বদা ধার্য্য। পাণিগ্রহণ হইতে আচার লক্ষণ সমস্ত কর্ম্ম এই অগ্নিতে করিতে হইবে। ইহাকে গৃহ্য অগ্নি কহে। প্রাচীনকালে এই অগ্নি উখায় তুলিয়া গলদেশে বাঁধিয়া রাখা হইত, অথবা মস্তকে রাখা হইত। কোনও স্থানে গমন করিতে হইলেই এই উপায়ে লইতে হইত। সর্ব্বদা গলে ধারণ নিয়ম ছিল না, কুণ্ডেই রাখা হইত। এই অগ্নি ধারণ সম্বন্ধে কোনও সূত্রকার বিকল্প বিধান করিয়াছেন। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে তাহা অন্যায়।

অনুগতো মন্থ্যঃ। ১৫

শ্রোত্রিয়াগারাদ্বাহার্য্যঃ। ১৬

অরণি নির্ম্মথনদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। যদি বৈবাহিক অগ্নি কোনওরূপে

নষ্ট হয় তখন এইরূপ বিধান অনেক আচার্য্যের মত। মথন দ্বারা উৎপাদন কিম্বা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে যে অগ্নিদ্বারা পাকাদিক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাও আনা যাইতে পারে। উভয় পক্ষেই বৈবাহিক অগ্নি তত্তদুপায়ে উৎপন্ন বুঝিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, মন্থন দ্বারা উৎপাদন করিতে হইবে তাঁহাদের মতে বিবাহের অগ্নি ও মন্থনোৎপন্ন হওয়া চাই। শ্রোত্রিয় গৃহ হইতে আয়নপক্ষেও বৈবাহিক অগ্নি সেই রূপে সংগৃহীত বুঝিতে হইবে। শ্রোত্রিয় শব্দটী আ'জ কা'ল বড় গৌরব বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্র বলেন—একাংশাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্যচ, ষট্ কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ। সমগ্র বেদশাখাধ্যায়ী অন্ততঃপক্ষে এক শাখাও যিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহণ এই বিপ্রোচিত ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাকে শ্রোত্রিয় বলে। কেবল বিদ্বান্ হইলে চলিবে না। অনুষ্ঠানও করিতে হইবে। পবিত্র কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয়। বাল্যকালে ৺ পিতৃদেবের নিকট শুনিতাম "ষট্ কর্ম্মকালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং।" সম্প্রতি ষট্ কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণ সন্তান জাতীয় গৌরবে উন্মত্ত। বেদের নাম যাহারা শুনে নাই তাহারা শ্রোত্রিয়। অধ্যয়নসম্পন্ন হইলেও কৌলিন্যের চাপে "শ্রোত্রিয়" নিম্ন স্তরে। আর সমাজ মস্ত কেরা অক্ষর না শিখিয়াও গৌরবান্বিত! কাল মাহাত্ম্যে কেবল যে আচারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নহে,* বহ্নি ব্যবহার (শব্দব্যবহারও) নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়টী এইখানেই পরিত্যক্ত হইল।

উপবাসশ্চান্যতরস্যাভার্য্যায়াঃ পত্যুর্ব্বানুগতে। ১৭।

অগ্নি অনুগত হইলে ভার্য্যা এবং পতি উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে। যে কেহ করিতেও পারে। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে অন্যতর কালের জন্য অর্থাৎ দিনে, অথবা রাত্রে কোনও কালের জন্য উভয়েরই উপবাস করিতে হইবে। এই উপবাস অগ্ন্যনুগতির প্রায়শ্চিত্তার্থ। কাহারও মতে একের উপবাস কাহারও মতে উভয়েরই উপবাস। কেহ বলেন বিকল্প, কাহারও মতে সমুচ্চয়।

অপিবোত্তরয়া জুহুয়ান্নোপবসেৎ। ১৮।

কিম্বা "অযাশ্চাগ্ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা একটী আহুতি প্রদান করিবে, উপবাস করিতে হইবে না। হরদত্ত বলেন "প্রায়শ্চিত্তমিদং অপহরণাদিনাগ্নিনাশেঽপি দ্রষ্টব্যম্" অর্থাৎ অগ্নি সমেত উখা যদি কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহাহইলেও এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অগ্নির অপহরণ অথবা অন্য কোনও উপায়ের অগ্নি বিনাশ করিল তখন শক্রতা সাধন সম্পন্ন হইত। বৌদ্ধবিপ্লবের সময়েও অনেক উপায়ে গৃহে সুরক্ষিত অগ্নি নষ্ট করা হইয়াছিল এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

উত্তরা রথস্তোত্তস্তনী। ১৯

"সত্যেনোত্তভিতা" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা রথের উত্তম্ভন করিতে হইবে। এই

বিধান বর বধূর প্রস্থান কালীন রথারোহণের মন্ত্র ক্রমাদি জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যে কতকগুলি অগ্নিবিষয়ক বিধি লিপীবদ্ধ করার আপাততঃ তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যবিশেষের কর্ত্তব্যোপদেশ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই জন্যই টীকাকার বলিতেছেন 'দম্পত্যোঃ প্রস্থান বিশেষ ধর্ম্ম উচ্যতে" দম্পতীর দ্বিবিধ গমনের মধ্যে রথারোহণ দ্বারা সম্পাদনীয় গমন বিশেষের ধর্ম্মই এখানে বলা হইতেছে। পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্বে বলা এবং পূর্ব্ববর্ত্তি কার্য্য পরে লেখা, গৃহ্যসূত্রের অপরাধ নহে, কারণ গৃহ্যসূত্র মন্ত্রকাণ্ডানুসারে প্রবৃত্ত, অনুষ্ঠান ক্রমানুসারে নহে।

বাহাবুত্তরাভ্যাং যুনক্তি। ২০

রথবহনকারী অশ্ব অথবা বৃষকে বাহ বলাযায়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের পরস্থ মন্ত্র দুইটী দ্বারা রথে বাহ যোজনা করিতে হইবে। কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে মন্ত্র দুটী এককালীন দুইটী বাহ ধুরায় বাঁধিতে হইবে। কেহবা বলেন 'যুঞ্জন্তি" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণের বাহ সংযুক্ত করিবে। 'যোগে যোগ" ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা অন্যটী' প্রত্যেক বাহই মন্ত্রদ্বয় পাঠের পরে পৃথক রূপে বাঁধিতে হইবে, এ কথাও কোনও আচার্য্য বলিয়াছেন। যাহাহউক আ'জ কাল রথারোহণপূর্ব্বক বরবধুকেগৃহে গমন করিতে হয় না, সুতরাং ব্যবহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে পারিল না। রথে গরু যোজনা করা তৎকালে শাস্ত্রীয় নিয়মই ছিল। বৃত্তিকার হরদত্ত বলিয়াছেন "যাভ্যামূহ্যেত রথস্তৌবাহৌ অশ্বাবনডুহৌবা" যে দুইটী রথ বহিয়া লইবে তাহারা বাহ, অর্থ অশ্বা বৃষভঃ ইহার বহু পূর্ব্ব কালে গোবাহ্য যান ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করিতেন এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আ'জ কা'ল উহা জঘন্য পদ্ধতি বলিয়া গণ্য। যদিও বঙ্গের অনেক স্থানেই ভদ্র লোকের গোযানে চলিতে হয়, তথাপি আরোহীরা ঐ কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া মনে করেন না। প্রত্যুত অগত্যা ঐ কার্য্য করিতে হয় ইহাও ব্যক্ত করেন। গরুতে যে রথ টানে তাহা গরুর গাড়ী বই আর কি? গঠন প্রণালী হয়ত একটু বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু গোবাহ্যযান বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যবহার শাস্ত্র তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, অনন্ত ব্রহ্মের কথায় দেখা যায় গোযানে আরোহণ করিয়া বিবাহান্তে বর বধূ গৃহে গমন করিতেছেন, এ কথাটী সাধারণের গোচরীভূত হইলেও অনেকেই ইহা ভালরূপে অবগত নহেন। গৃহ্যসূত্রের বৃত্তিকার মাননীয় হরদত্ত বলেন, পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, আরও অনুকূলে প্রমাণ সুলভতা। গোবধ নিবৃত্তির সময় হইতেই গোযানে গমন দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতে গোজাতির উপর আরও অনেক জাতির সহানুভূতি উপস্থিত হয়। যেখানে যত আদর, সেখানে ততই অকর্ম্মণ্যতা, সুতরাং ভারতীয় গোসমাজ দেব পূজা পাইয়াও বলহীন দুগ্ধহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। বস্তুতঃ গোযান ব্যবহার পুরাতন সমাজে আদৃত ছিল সন্দেহ নাই।

দক্ষিণমগ্রে। ২১

প্রথমে দক্ষিণ দিকের বাহটী যোজনা করিতে হইবে।

আরোহতী মুত্তরাভিরৃগ্ভিরমতে। ২২

বাহ যোজনার পরে রথে আরোহণ কারিণী বধূকে "সুকিংশুকং" ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। মন্ত্রে "সুচক্রং" ইত্যাদি পদ থাকায়, তাহার দ্বারা বুঝাযায় মন্ত্র পাঠ রথেই করিতে হইবে। মন্ত্রস্থ পদের দ্বারা অর্থ বুঝিয়া তৎ সামার্থ্যানুসারে সেই কার্য্যে মন্ত্র নিয়োগ করিলে তাহাকে "লিঙ্গ"-প্রমাণানুমতে নিয়োগ বলা যায়। মীমাংসাদর্শনে এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। গৃহ্য সূত্রেও পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। কাহারও মতে এ মন্ত্র বধূর অভিমন্ত্রণে নিযুক্ত এই হেতুক উহা রথ বুঝাইবার সামর্থ্য অর্থবাদ, কর্ত্তব্যের উপদেশ নহে। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, বধূ রথে আরোহণ করিতে থাকিলে এই মন্ত্র অভিমন্ত্রণে ব্যবহৃত হইবে, কারণ "সুচক্রং" ইত্যাদি রথ লিঙ্গ মন্ত্রে আছে। যদি অশ্বাদি আরোহণ কালে বধূকে অভিমন্ত্রিত করা হয়, তবে প্রথম তিনটী মন্ত্রদ্বারা। চতুর্থ মন্ত্রেই রথলিঙ্গ "সুচক্র" শব্দ আছে। এ সকল মতামতের সমালোচনায় বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা দেখি না।

সূত্রে বর্ত্মনোর্ব্বাবস্তৃণাতু ত্তরয়া নীলং দক্ষিণস্যাং লোহিত মুত্তরস্যাং। ২৩

রথের উভয় বর্ত্মে নীল এবং লোহিত দুইটী সূত্র "নীললোহিতে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে অলঙ্কৃত করিবে। সেই সূত্র দুইটীর মধ্যে যেটী নীল সেটী দক্ষিণ বর্ত্মনীতে যোজনা করিবে, লোহিতটী উত্তর অর্থাৎ অপর বর্ত্মে।

সেই উত্তরাভিরভিয়াতি। ২৪

সেই সূত্র দুইটী "যেবধ্বশ্চন্দ্রং" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্রদ্বারা উপরি যাইবে।

তীর্থস্থাণুচতুষ্পথব্যতিক্রমেচোত্তরাং জপেৎ। ২৫

তীর্থ, স্থাণু, ও চতুষ্পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে বর উত্তরা ঋক্‌টী জপ করিবেন। পুণ্য নদী, গঙ্গা যমুনা, প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ স্থান এখানে তীর্থ শব্দবাচ্য, গরুদিগের গাত্র কণ্ডূয়নের জন্য প্রোথিত কাষ্ঠ দণ্ডকে স্থাণু বলা হয়। সাধারণতঃ খুঁটার নামই স্থাণু। কাহারও মতে গরুর শয়ন জন্য যে গর্ত্তমত নিম্নভূমি তাহাই স্থাণু। চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) সাধারণের পরিজ্ঞাত। এই সকল স্থানের উপর দিয়া যাইতে হইলে "আমন্দসান্" ইত্যাদি মন্ত্র বর জপ করিবেন। যদি এতাদৃশ স্থান বারম্বার অতিক্রম করিতে হয় তবে বারম্বারই জপ করিতে হইবে। যেখানে নিমিত্ত উপস্থিত হয় সেখানে নৈমিত্তিক কার্য্য করাই দরকার। নিমিত্ত না হইলে যে টেই করিতে হইবে না।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

নাবমুত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে। ১

"অয়ংনো মহ্যাং পারং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা নৌকা অনুমন্ত্রণ করিতে হইবে। এ বিধানটীর উদ্দেশ্য এই যে, পথে গমন করিতে যদি বৃহৎ নদী পার হইতে হয় তখন নৌকা ব্যতীত আর গতি নাই, সুতরাং নৌকায় পার হইতে হইবে, তৎকালে নৌকার অনুমন্ত্রণ করিতে হইবে। পৃষ্ঠের দিকে থাকিয়া পশ্চাদ্ দর্শন করিতে করিতে মন্ত্র পাঠ করার নাম অনুমন্ত্রণ।

অনুমন্ত্রণ করিয়া পরে বর ও বধূ সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া পার হইবেন।

ন চ নাব্যাং স্তরতী বধূঃ পশ্যেৎ। ২

নৌকায় পার হইবার কালে বধূ নৌকাবাহকদিগকে দর্শন করিবে না। নৌকাতে (নাবিস্তবানাব্যাঃ) যাহারা থাকে তাহারা নাব্য, তাহাদিগকে (নাব্যান্) দেখাই বধূর নিষিদ্ধ কর্ম্ম। নীচজাতীয় কৈবর্ত্তাদি নাব্য একথা বৃত্তিকার বলিয়াছেন। তাহাদিগকে দর্শন করা নব বধূর পক্ষে সুলক্ষণ নহে। ইহাতে অনেকটা লজ্জা রক্ষার কথা আসিয়াছে। কেহ বলেন নাব্য শব্দে নৌকার জল, কিন্তু তাহা পুংলিঙ্গ হইতে পারে না, তজ্জন্য তাদৃশ ব্যাখ্যায় সারবত্তা দেখি না। বিশেষতঃ নৌকায় জল দর্শন করা বধূর পক্ষে কোনও অন্যায় কাজ নহে। নৌকাস্থিত নীচ শ্রেণীর লোক দর্শন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষতঃ নববিবাহিতার অন্যায়। "তরতী" প্রভৃতি অনেক ছান্দস প্রয়োগ গৃহ্যসূত্রে আছে। অর্থবোধে বিশেষ কষ্ট হয় না, এই জন্য সেগুলির বিশদ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

তীর্ণোত্তরাং জপেৎ। ৩

পার হইয়া পরে বর "অশ্ম পার" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র জপ করিবেন। উত্তীর্ণ হইয়া মন্ত্র পঠন, নৌকায় থাকিয়া নহে।

শ্মশানাধি ব্যতিক্রমে ভাণ্ডে রথেব রিষ্টেহগ্নেরুপসমাধানাদাজ্যভাগাদ্যেহম্বারব্ধায়ামুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে পরিষেচনান্তং করোতি। ৪

শ্মশানভূমির উপরিভাগে ভোজনার্থ ভাণ্ড কিম্বা বধূর অলঙ্কারাদি পূর্ণ ভাণ্ড অথবা রথ নষ্ট হইলে পরোক্ত হোম কর্ম্ম করিতে হইবে। অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্যহোম পর্য্যন্ত ও বধূ অম্বারব্ধা হইলে 'যদৃতেচিৎ" ইত্যাদি সপ্ত আহুতি প্রদান করিবে, জয়াদি হোম করিবে, পরিষেচনান্ত সমস্ত করিবে। এখানে অধি শব্দের যোগ থাকায় ('শ্মশানাধি) শ্মশানেরই উপর দিয়া গমন করা এবং তথায় ভাণ্ডাদি নষ্ট হওয়ার কথা আসিল। শ্মশানের উপর দিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, তথায় দ্রব্য নষ্ট হইলে এই হোম প্রায়শ্চিত্ত। তীর্থ স্থানাদির উপর দিয়া না গিয়া নিকট দিয়া গেলেও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অনেক স্থলে নিকট গমনই সম্ভব।

ক্ষীরিণামন্যেষাং বা লক্ষণানাং বৃক্ষাণাং নদীনাং ধন্বনাংচ ব্যতিক্রম উত্তরে যথা লিঙ্গং জপেৎ। ৫

ক্ষীরিবৃক্ষ ("উডুম্বরো বটোহশ্বত্থো বেতসঃ প্লক্ষ এবচ পঞ্চৈতে ক্ষীরিণোবৃক্ষাঃ সংজ্ঞায়াং সমুদাহৃতাঃ ইত্যায়ুর্ব্বেদে" যজ্ঞডুমর, বট, অশ্বত্থ, বেতস, পাকুড় এই পাঁচটী ক্ষীরিবৃক্ষ।) গণের অথবা অন্যান্য লক্ষণযুক্ত প্রসিদ্ধ শমীবৃক্ষাদির নদীর (জলপূর্ণাই হউক জলহীনাই হউক) ও নির্জ্জল অরণ্য প্রদেশের অতিক্রম হইলে পরোক্ত মন্ত্র লিঙ্গানুসারে পাঠ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে মন্ত্রে যে স্থানের অবোধক কোনও শব্দ আছে সে স্থানের অতিক্রম হইলে সেই মন্ত্রটীই পাঠ করিবে, অন্যটি নহে।

বৃক্ষাতিক্রমে যে গন্ধর্ব্বা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হরদত্ত বলেন, নদী অতিক্রম করিলে "যা ওষধয়ঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ তাঁহার অভিপ্রেত। ধন্ব ব্যতিক্রম করিতে

হইলে "যানি ধন্বানি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ আবশ্যক। সুদর্শনাচার্য্যের মতে দুর্গাদি তিস্থিনীকা সীমাকদম্ব ইত্যাদি লক্ষণ বৃক্ষ। গ্রাম্য পশু যে অরণ্যে বাস করে না এতাদৃশ দীর্ঘারণ্যের নাম ধন্ব ইহা সুদর্শন বলেন।

গৃহানুত্তরয়া সংকাশয়তি ৬

উত্তরা ঋক্ মন্ত্র "সংকাশয়ামি" ইত্যাদি পাঠ করিয়া গৃহ সংকাশিত করিবে। বাটী আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রাপ্ত যৌতুকাদি লভ্যধন স্থাপন করিয়া তাহার দ্বারা গৃহ বিকাশ বিশিষ্ট করিবে। সুদর্শনাচার্য্যের মতে গৃহ শব্দের অর্থ জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি। তাহাদিগকে দেখাইবে। নব বিবাহিতা বধূকে সঙ্গে লইয়া জামাতা স্বগৃহে গমন করিয়া শ্বশুরালয় হইতে লভ্যধনাদি আত্মীয় বর্গকে দেখাইবেন, অথবা তাহার দ্বারা গৃহ সুশোভিত করিবেন এ আদেশ সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। কিন্তু মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুমতে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বকার দিনে লোকে নিজের বয়স ও অর্থাদি গোপন করিত, তদ্দিনে অর্থাদি আত্মীয়দিগকে দেখান একটা বিধি সাপেক্ষ কার্য্য ছিল, অধুনা সামাজিক স্রোতের পরিবর্ত্তনে উহা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সুতরাং বিধির অপেক্ষা নাই। এমতাবস্থায় মন্ত্র কার্য্য উঠিয়া যাওয়ায় প্রকৃত কার্য্যের কোনও হানি হইতেছে কিনা তাহা ভগবান্ জানেন। মন্ত্রাদিদ্বারা সম্পাদিত সংস্কারকার্য্য ফলপ্রসূ আর্য্য ভূমিতে অনেক দিন হইতে এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে। গূঢ় রহস্য অনুসন্ধেয়।

বাহ্বাবুত্তরাভ্যাং বিমুঞ্চতি দক্ষিণমগ্রে। ৭

"আ বামগন্নয়ং নোদেবঃ সবিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় দ্বারা রথের বাহ দুইটী মোচন করিবে তাহার মধ্যে দক্ষিণ বাহটী অগ্রে মোচন করিতে হইবে। বাহযুগল রথ বহনে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণ ও ভোজনাদি দান উচিত, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মোচনই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছে।

প্রপাদয়ন্ উত্তরাং বাচয়তি দক্ষিণেন পদা। ৮

বর বাহ মোচন করিয়া পরে সায়ংকালে গৃহে প্রবেশ করিয়া দম্পতীর যেখানে বাসস্থান সেই গৃহের মধ্যে লোহিত বর্ণ বৃষচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া পাতিবে। যাহার গ্রীবা পশ্চিমে থাকে ও লোম উত্তরাভিমুখ সেই রূপে চর্ম্ম পাতিতে হইবে শর্ম্ম বর্ম্ম ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া বিস্তৃত করিতে হয়। তাহার পর দক্ষিণ পদের দ্বারা বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবে। দক্ষিণ পদ প্রথমে গৃহে নিঃক্ষেপ করিবে ইহাই তাৎপর্য্য। তাহার পর বধূকে গৃহান্ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে। প্রাচীনকালে বধূকে মন্ত্র পড়ান হইত বলিয়া বোধহয়, কেন না অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিজে পড়িয়া তাহাকে শুনাইলে তাহাতে বোধহয় "বাচয়তি" শব্দের গৌরব রক্ষিত হয় না যাহাহউক "বাচয়তি" শুনিলে মনে হয় ঐ মন্ত্র নিজে প্রযোজক হইয়া তাহার দ্বারা বলাইবে। এ বিষয় প্রিয় পাঠক! স্বমতানুরূপ সমর্থন করিয়া লইও। দীন লেখকের ততদূর আলোচনা করার ক্ষমতা নাই।

ন চ দেহলীমভি তিষ্ঠতি। ৯

দেহলী অতিক্রমণ করিবে না। দরজার চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনী কাষ্ঠের নাম দেহলী। কাহারও মতে দরজার চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনী কাষ্ঠের (যে চতুষ্কোণাকৃতি কাষ্ঠের অভ্যন্তরের অবকাশ দরজা সেই কাষ্ঠের) মধ্যে যে কাষ্ঠটী মৃত্তিকার উপর স্থাপিত তাহাকেও দেহলী বলে। মোটের উপর অনেকে "চৌকাঠ" কে দেহলী বলিয়া থাকেন, কেহবা তাহার নিম্নের কাষ্ঠ খানি বলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। বধূ গৃহে যাইবার সময় দেহলী কাষ্ঠে তাহার পদ সংস্পর্শ না হয় এরূপে যাইবে। সুদর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন দেহলীতে পদ সংস্পর্শ হওয়া বরেরও নিষিদ্ধ। "চকারদ্বারাহপি" ইহাই তাঁহার কথা। সূত্রে "নচ" এই এক চ আছে তাহার দ্বারা বরও সমুচ্চিত হইতেছেন এই রূপই তাঁহার অভিপ্রায়।

উত্তর পূর্ব্ব দেশেহগারস্যাগ্নেরুপসমাধানাদ্যাজ্য ভাগান্তেহবারব্ধ য়া মুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যত পরিষেচনান্তং কৃত্বা উত্তরয়া চর্ম্মণ্যুপবিশত উত্তরোবরঃ। ১০

যে স্থানে চর্ম্ম আস্তৃত আছে সেই স্থানের উত্তর, পূর্ব্ব দিকে বৈবাহিক অগ্নি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্নির উপসমাধান হইতে আজ্য ভাগান্ত সম্পাদন করিয়া পরমুর্ত্তি ত্রয়োদশ প্রধানাহুতি "আগন্‌গোষ্ঠং" ইত্যাদি মন্ত্র যোগে বর দিবেন। জয়াদি হোমান্তে পরিষেচনান্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া "ইহগাবঃ প্রজায়ধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মে উপবেশন করিবে। তাহাতে বর উত্তর দিকে। তাৎপর্য্যাধীন বধূর দক্ষিণভাগে বসিতে হইবে ইহাও সূচিত হইল। এই কার্য্যটীকে অনডুচ্চর্ম্মোপবেশন বলে। স্মার্ত্ত কুল চূড়ামণি রঘুনন্দন লিখিয়াছেন বৃষচর্ম্মোপবেশন পর্য্যন্ত যজুর্ব্বেদীয়গণের বিবাহ। যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ড আপস্তম্ব মহোদয় সূত্রিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই সূত্রিত চর্ম্মোপবেশন যজুর্ব্বেদীয় বিবাহের পরিসমাপ্তিরূপ অনুষ্ঠান।

অথাস্যাঃ পুংসোজীব পুত্রায়াঃ পুত্রমঙ্ক উত্তরয়া উপবেশ্য তস্মৈ ফলান্যুত্তরেণ যজুষা প্রদায় উত্তরে জপিত্বা বাচং যচ্ছত্যানক্ষত্রেভ্যঃ। ১১

তাহার পর যে নারী কেবল পুত্রই প্রসব করিয়াছে কন্যা প্রসব করে নাই এবং যাহার পুত্র সকল জীবিত আছে সেই স্ত্রীর পুত্রকে নব বধূর ক্রোড়ে "সোমেনাদিত্য" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপবেশন করাইয়া উপবিষ্ট পুত্রকে প্রস্বস্থ ইত্যাদি যজুর্মন্ত্রদ্বারা ফলাদি দান করিতে হইবে। তাহার পর "ইহপ্রিয়ং সুমঙ্গলী" ইত্যাদি ঋক্‌দ্বয় জপ করিয়া সেই বৃষচর্ম্মাসনে বর ও বধূ কথা বলা বন্ধ করিয়া নীরবে নক্ষত্র উঠিবার সময় অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে। ফল গ্রহণান্তে পুত্রটী যথেচ্ছা গমন করিতে পারে হরদত্তের কথায় অবগত হওয়া যায়। অপরিচিতা নব বধূর কোলে বসাইয়া কুমারকে ফলাদি না দিলে সে কাঁদিতেও পারে, সুতরাং ভুলাইবার ব্যবস্থা। যে স্ত্রী কখনও পুত্র শোক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার পুত্রকে স্পর্শ করিলে নব বধূও সন্তান শোকে কাতর হইবে না এইরূপ অভিপ্রায়েই বোধহয় এ নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। নব বধূ পুত্রই গর্ভে ধারণ করিবে এই জন্যই যে পুত্রপ্রসূতির পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে দেওয়া হয়। প্রাচীন সংস্কার কর্ম্ম আর্য্য

মহর্ষিগণের গভীর গবেষণার ফল, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার যুক্তি অনুসন্ধান করা ঘটে না। কোনও প্রাচীন টীকাকারের মতে বধূ একাই নীরবে থাকিবে, মতান্তরে উভয়েরই নীরবতা অবলম্বন বিধেয়।

উদিতেষু নক্ষত্রেষু প্রাচীং উদীচীং বা দিশং উপনিষ্ক্রম্য উত্তরাভ্যাং যথা লিঙ্গং ধ্রুবং অরুন্ধতীং চ দর্শয়তি। ১২

নক্ষত্র উদিত হইলে পূর্ব্বদিকে বা উত্তর দিকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া "ধ্রুবক্ষিতিঃ সপ্তবর্ষয়ঃ" এই মন্ত্র দুইটীর দ্বারায় সামর্থ্যানুসারে (যে মন্ত্রের যে দর্শন প্রতিপাদনে ক্ষমতা আছে, সেই মন্ত্রদ্বারা সেইটী দেখা) ধ্রুব ও অরুন্ধতী বধূকে দেখাইবে। অরুন্ধতী দর্শন ও ধ্রুব দর্শন যুক্তিমূলক বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর জীব ধ্রুবকে একস্থানেই দর্শন করিবে। ভ-চক্রের পরিবর্ত্তনে পৃথিবীবাসী গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্থান ত্যাগ দেখিলেও ধ্রুবের একস্থানে স্থিতি দেখিবে। ধ্রুব পৃথিবীর সমসূত্রে। মেরুদণ্ডকে বৃদ্ধি করিয়া উত্তর দিকে চালাইলে তাহা ধ্রুবের সমীপে উপনীত হইবে, সুতরাং ধ্রুবের গতি পৃথিবীর লোকের পক্ষে দৃশ্য নয়। এই জন্য ধ্রুব অনড় বলা হয়। শ্বশুর-কুলে সকল নড়চড় হইলেও তুমি ধ্রুবের মত অনড় থাকিও, এই উপদেশ ধ্রুব দর্শনে লাভ হয়। "পতিকুলে ধ্রুবাসি" ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ। অরুন্ধতীও যেমন বশিষ্ঠের সহিত মিলিয়া আছেন, তাঁহাকে লোকে সহসা দেখিতে পায় না, তদ্রূপ তোমাকেও তোমার স্বামীর সহিত মিলিয়া এবং যাবাবুণের সহিত অনুস্যূত হইয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। অরুন্ধতী দর্শন এই উপদেশ আবিষ্কার করে। দুইটী মন্ত্রদ্বারাই ধ্রুব দর্শন ও অরুন্ধতী দর্শন করিতে হয়, অথবা যাহাতে ধ্রুব শব্দ আছে, সেই মন্ত্র দ্বারা ধ্রুব দর্শন এবং অপরটী দ্বারা অরুন্ধতী দর্শন করিতে হয়, এইরূপ মন্ত্র-বিকল্প হরদত্তের অভিপ্রেত। লিঙ্গানুরূপ মন্ত্র বিনিয়োগ আপনা হইতেই হইতে পারে, সূত্রে বলা অনাবশ্যক, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি উক্তবিধ নিষ্কার্থ সূত্রে বলা হইয়াছে এরূপ বলেন। অপরের মতে "যথালিঙ্গং" এই অংশটুকু ভ্রম বশতঃ সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে, বস্তুতঃ উহার মৌলিকতা নাই। কেহ বলেন, উহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বারা অরুন্ধতী, সপ্তর্ষি ও কৃত্তিকার সন্দর্শন প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঐ গুলিকেই ঐ মন্ত্রদ্বারা দেখাইতে হইবে; কেবল অরুন্ধতীকে নহে, কোনও আচার্য্য এ কথা বলেন। মতান্তরের সমালোচনা পাঠক স্বয়ং করিবেন। সন্ধ্যাকালে ধ্রুব দর্শন সর্ব্বদা ঘটিতে পারে, কিন্তু অরুন্ধতী বা সপ্তর্ষি অথবা কৃত্তিকা দেখা সকল সময়ে সন্ধ্যাকালে হইতে পারে না। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হয়, তখন সন্ধ্যাগগনে অরুন্ধতী থাকে না। অনেক সময় শেষ রজনীতে সপ্তর্ষি উদিত হয়। অরুন্ধতীও সপ্তর্ষির মধ্যে বশিষ্ঠের গায়ে গায়ে আছে। সে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে দেখার ব্যবস্থা কিরূপে সমর্থিত হইবে, বুঝি না। যাহা হউক, যখন দেখা যাওয়া সম্ভব, তখনই দেখিবে, এরূপ অর্থে বিধান রচিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অনেকের আপত্তি নাই। বারান্তরে অন্য বিষয় আলোচিত হইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারিণঃ।

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৮ম)

২০। অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ।

২১। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।

২২। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।

২৩। অতএব প্রাণঃ।

২৪। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।

২৫। ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ নিগদাত্তথাহি দর্শনং।

২৬। ভূতাদি পাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং।

২৭। উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ।

২৮। প্রাণস্তথানুগমাৎ।

২৯। নবক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম সম্বন্ধ ভূমা হ্যস্মিন্।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেব বৎ।

৩১। জীব মুখ্য প্রাণ লিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ।

২০। ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দেশ থাকায় আদিত্য ও অক্ষিমধ্যবর্তী পুরুষ পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

২১। ভেদের ব্যপদেশ থাকায় আদিত্যাদি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন।

২২। ব্রহ্মের লক্ষণ থাকায় "আকাশ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৩। ঐরূপে (পূর্বসূত্রোক্ত কারণে) 'প্রাণ' পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৪। "চরণ" শব্দের উল্লেখ থাকায় "জ্যোতিঃ" পদে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে।

২৫। "ছন্দ" অভিধান ব্রহ্ম-বাচক নহে বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ; কারণ ছন্দ দ্বারা ব্রহ্মাভিমুখে চিত্ত পরিচালিত হয় এবং এরূপ প্রয়োগ শ্রুত্যন্তরেও পরিদৃষ্ট হয়।

২৬। ভূতাদি কারণ স্বরূপ উল্লিখিত হওয়ায় "গায়ত্রী" পদ ব্রহ্ম বাচক হইলেই উপপত্তি সিদ্ধ হয়।

২৭। ভেদ হেতু ব্রহ্ম লক্ষ্য হইতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি, তাহা অসঙ্গত; কারণ তাহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

২৮। যাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে, তদ্দ্বারাই প্রমাণিতব্য যে "প্রাণ" পদ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

২৯। বক্তার স্বীয় আত্মাকে উদ্দেশ করা হেতু ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তর এই যে, বহু স্থানে "প্রাণ" শব্দ প্রয়োগে ব্রহ্মকেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৩০। শাস্ত্রদৃষ্টি হেতুই ইন্দ্রের "অহং ব্রহ্ম" উক্তি বামদেবের উক্তির ন্যায় বুঝিতে হইবে।

৩১। জীব এবং প্রাণের লক্ষণ থাকায় ব্রহ্মবোধকতা অনুপপন্ন এই আপত্তি অসঙ্গত;

কারণ অন্যরূপ অর্থ করিলে,প্রথমতঃ ত্রিবিধ-উপাসনার প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ যে অর্থ করা হইয়াছে, তন্ত্র শ্রুতিপরাম্পরাতেও সেই অর্থ দৃষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ ইহাতে ব্রহ্ম-লক্ষণও ব্যক্ত।

২০শ ও ২১শ সূত্র ৭ম অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত। ২২শ সূত্র ৮ম, ২৩শ সূত্র ৯ম, ২৪শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্যান্ত ১০ম এবং ২৮শ হইতে ৩১শ সূত্র পর্য্যন্ত ১১শ অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত।

এই সমস্ত অধিকরণে উপনিষদে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ বা পদ-বিশেষের বিচার-বিতর্ক মীমাংসিত হইয়াছে। "আকাশ" ও "প্রাণ" শব্দ পরমাত্ম-বোধক হইয়াই তৎপর্য্যায় শব্দরূপে উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে ; অথচ উক্ত শব্দদ্বয়ে ভৌতিক আকাশ ও ভৌতিক প্রাণবায়ুও বুঝায় ; অতএব উহা বিচার-বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

(২০শ ও ২১শ সূত্র)—ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১৬।৬) নিম্নস্থ বাক্যাবলী দৃষ্ট হয় ;—

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত, উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ইত্যাদি দৈবতং অথাধ্যাত্মমথ্য য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে।

হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত।
কেশ-শ্মশ্রু হয় তাঁর হিরণ্যমণ্ডিত॥
পদনখ পর্য্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময়।
অরুণারবিন্দ সম শোভে নেত্রদ্বয়॥
"উৎ" অভিধানে তিনি অভিহিত হন।
যে হেতু সর্ব্বপাপের ঊর্দ্ধে তিনি রন॥
এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে জন,
তিনিও পাপের ঊর্দ্ধে অবস্থিত হন।
ইতি তত্ত্ব দেবপক্ষে ; অধ্যাত্ম পক্ষেতে,
যে পুরুষ দৃষ্ট অন্তরাক্ষি দর্পণেতে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যিনি আদিত্যাসনে ও অন্তরক্ষিনে অধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মা ব্রহ্ম, না তিনি অপর কোন পরমপূজাস্পদ পুরুষ-বিশেষ।

পরমাত্মা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঃ উঃ ১।৩।১৫) শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও ক্ষয়-রহিত। তিনি নিরাধার—আত্মমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, অনাদি-অনন্ত-নিত্য। যথা—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।" (কঃ উঃ ৭।২৪) এই সমস্ত এবং অপরাপর ঔপনিষদী উক্তিসমূহ দ্বারাও ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা সর্ব্বোপাধিপরিশূন্য। অতএব বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত পুরুষ এই নিরুপাধিক ব্রহ্ম-লক্ষণান্বিত না হইয়াও কিরূপে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, "য আত্মা অপহত পাপ্মা" (ছাঃ উঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাই পাপাতীত পরমাত্ম-সত্তারই অববোধ হইতেছে, সুতরাং বিচার্য্য স্থলেও উক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষের পাপাতীতত্ব স্পষ্ট পরিব্যক্ত থাকায়,উহা দ্বারা

সেই "শুক্রমপাপবিদ্ধম্" ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণান্বিত নির্গুণতত্ত্ব বর্ণন স্থলে তাঁহাকে "নিরুপাধিক" বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উপাস্য স্বরূপে তাঁহার তটস্থ লক্ষণান্বিত সগুণত্বই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত সম্মত। যদিও প্রকৃতপক্ষে অরূপ ব্রহ্ম তাঁহার স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এ স্থলে সাধকের ধ্যান-ধারণার উপযোগিতা বিধানার্থ আদিত্যমধ্যে ও অক্ষি-দর্পণে তাঁহার সরূপসত্তা কল্পিত হইয়াছে। নেত্রের বিষয় রূপ, রূপের মূলতত্ত্ব তেজঃ, তেজের মূলতত্ত্ব আদিত্য; অতএব উপাসকের ধ্যান ধারণাধিগম্য ভাবেই সগুণ ব্রহ্ম হিরণ্ময় পুরুষরূপে তেজসাধিষ্ঠানে কল্পিত। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সর্ব্বময় নিরাকার ব্রহ্মের আকার ও আধার কল্পনা ভিন্ন উপাসনাই অসম্ভব হয়। পরবর্ত্তী ২১শ সূত্রে এই তত্ত্বই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৩-৭-৯) অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

আদিত্য-আধারে, আদিত্য অন্তরে,
অধিষ্ঠান হয় যার,
যার পরতত্ত্ব না জানে আদিত্য;
আদিত্যই তনু তার।
আদিত্য-অন্তরে রহি যেবা করে
আদিত্যেরে নিয়মিত;
আদিত্যস্থ সেই আত্মারূপী এই—
অন্তর্যামী নিত্যামৃত।

উপর্য্যুক্ত বাক্যে আদিত্যোদ্দীপক আত্মা-পুরুষ যে পরমাত্মা নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই আপাততঃ অববোধিত হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৃহদারণ্যকোক্ত এই অন্তর্যামী পুরুষই ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত আদিত্যাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যদিও পরমাত্মা প্রতি জীবাত্মারই মূলতত্ত্ব, তথাপি উপাধির অধিকার-কালাবচ্ছিন্ন-ভাবে সর্ব্ব জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্রবৎ সুপ্রতিপন্ন।

(২২শ সূত্র)—ছান্দোগ্য উপনিষৎ (১।৯) নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করিতেছেন, যথা

"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং ইতি।

কিবা হয় মূলতত্ত্ব এই জগতের?
উত্তর—আকাশ হয় মূলতত্ত্ব এর।
যেহেতু আকাশ হতে সর্ব্ব-ভূতোদয়;
আকাশেই হয় পুনঃ সর্ব্বের বিলয়।
সর্ব্বভূত হতে হয় আকাশ মহান্;
আকাশেই সবের পরম পরিণাম।

এখানে "আকাশ" পদে পরমাত্মাই বোধব্য; যেহেতু ব্রহ্মের লক্ষণ-বিশেষত্ব এখানে সুস্পষ্ট ব্যক্ত। সমুদয় উপনিষদেরই ইহা অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বভূতের সম্ভূত; অতএব উপর্য্যুক্ত ছান্দোগ্য-বাক্যে আকাশকেই যে স্থলে সর্ব্ব-ভূতের সমুদ্ভাবক মূল কারণ বলা হইয়াছে,

সে স্থলে উক্ত "আকাশ" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। উহা ভৌতিক আকাশ নহে; কারণ ভৌতিক আকাশ স্বয়ংই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ ইত্যাদি॥
(তৈঃ উঃ ২)

এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন, ইত্যাদি। এতদ্রূপ অন্যান্য উপনিষদ্ শ্রুতিতেও "আকাশ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা" (ছাঃ উঃ ৮।১৪) আকাশই নাম-রূপের প্রকাশক। এ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণই লক্ষিত। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। (ঋগ্বেদ ১-১৬৪।৩৯) অক্ষর-নাম-রহিত পরম ব্যোমে বেদসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও দেব সমূহ অধিষ্ঠিত।

"সৈষা ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।" (তৈঃ উঃ ১।৬) ভৃগু-বরুণের এই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিতা।" ওঁ কং ব্রহ্ম, ওঁ খং ব্রহ্ম।", ব্রহ্মই ক, ব্রহ্মই খ (আকাশ) (ছাঃ উঃ ৪ ১০।৫)

(২৩শ সূত্র) ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।" এই সমস্ত ভূতই প্রাণে নিমজ্জিত, প্রাণে সমুদ্ভূত এবং প্রাণেই শ্বাস-সঞ্জীবিত। এ উক্তিও ব্রহ্ম-লক্ষণেরই বিশেষত্ব বিজ্ঞাপনী। এতাবতা পূর্ব্ব সূত্রানুসারিণী মীমাংসা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "আকাশ" পদ যেরূপ ব্রহ্ম-বোধক, এই "প্রাণ"-পদও সেইরূপ ব্রহ্ম-বোধক; ইহা ভৌতিক বায়ু নহে।

২৪শ হইতে ২৭শ সূত্র পর্য্যন্ত যে "জ্যোতি" পদ আলোচিত হইয়াছে, উহাও সাধারণ ভৌতিক জ্যোতি নহে; উহাও পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক। এতদ্বিচারবিষয়ীভূতা উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩-১৩।৭) এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।"

যে আলো বিকাশে এই আকাশ উপরি।
সর্ব্বলোক-সর্ব্ব হতে যাহা মহত্তর॥
যাহার অতীত আর নাহি অন্য লোক।
পুরুষের অন্তর্জ্যোতি এই সে আলোক॥

এ স্থলে "জ্যোতিঃ" শব্দ সামান্য ভৌতিক আলোক বুঝাইতেছে না, পরন্তু সর্ব্বান্তর্জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সমূহের সিদ্ধান্তে আদিত্যাসনে ও অক্ষিদর্পণে অবস্থিত হিরণ্ময় পুরুষসত্তা যদ্রূপ ব্রহ্ম-বোধক, বক্ষ্যমাণ সূত্র নিচয়ে "জ্যোতি" পদও তদ্রূপ ব্রহ্ম-বোধক।

অপর, "গায়ত্রী" পদের প্রয়োগেও ব্রহ্ম তত্ত্বই বিজ্ঞাপিত। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং।" (৩-১২।১) এই সমস্ত ভূতই গায়ত্রী, অথবা গায়ত্রীই সর্ব্বভূতাত্মিকা।

এই অধিকরণে ইহাও প্রকাশিত যে, এই সমস্তই তাঁহার মহত্ব; ইহার অতীত মহত্তর তত্ত্বই পরম পুরুষ।" তাঁহার এক পদে সর্ব্বভূত-সত্তা; অমৃত স্বরূপ অপর ত্রিপাদ ত্রিদিবে প্রতিষ্ঠিত। যথা—এতাবা-

সদা সবিতা জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অতএব "ত্রিপাদ" পদের উল্লেখেই বুঝিতে হইবে, উক্ত "জ্যোতিশ্চরণ" পদ পরব্রহ্ম-প্রজ্ঞাপক; সুতরাং এ জ্যোতি-সামান্য ভৌতিক জ্যোতি নয়; ইহা সমগ্র ভৌতিক বিশ্বের বিধাতা জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ বা চতুরংশ উক্ত হইয়াছে। ইহার ত্রিপাদ অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠ এবং অবশিষ্ট চতুর্থ পাদে এই মায়িক জগৎ সৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচ্য, বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ই যেস্থলে ব্রহ্ম, সে স্থলে "জ্যোতি" পদে ব্রহ্ম না বুঝিয়া সাধারণ আলোক মাত্র বুঝিলে, আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক নূতন বিষয়ে অবতরণরূপ মহাভ্রমে পতিত হইব; যে হেতু অধ্যায়টী একান্তই ভৌতিক জ্যোতিঃ-প্রসঙ্গ-পরিশূন্য। ব্রহ্মই এস্থলে "জ্যোতি" রূপে উক্ত হইয়াছেন; কারণ তিনিই সর্ব্বজ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"
তিনি জ্যোতি, সর্ব্ব জ্যোতি তাঁরি অনুসৃত।
তাঁহারি বিভায় এই বিশ্ব বিভাসিত।

ধর্ম্মভাবের ক্রম বিকাশ ক্ষেত্রে কার্য্য-ফলকেই মূল কারণরূপে কল্পনা অনেক স্থলে বিরল নহে। আকাশেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি, সুতরাং অজ্ঞানাবস্থায় নিম্ন ধিকারী মানব আদৌ আকাশকেই ভৌতিক জগতের মূল কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎপর ক্রমে মানবোন্নতিসহকারে সে ভ্রমের অপনোদন হইল, মানব জগতের যথার্থ মূল-কারণের যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইল, তথনও সেই কার্য্য ফলের অভিধানেই প্রকৃত কারণকে অভিহিত করিতে লাগিল। এই রূপেই মানব-সমাজে একদা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ভৌতিক সূর্য্যই জগৎ-প্রসবিতা "সবিতা" নামে জগৎ কারণরূপে গৃহীত ও পূজিত হওয়ার পরে, সেই সবিতার সবিতা পরম কারণের যথার্থ জ্ঞান লাভ হইলেও 'সূর্য্য' শব্দেই তাঁহার অভিধান অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল। ব্রহ্মের "আকাশ" "জ্যোতি" "প্রাণ" প্রভৃতি অবান্তর অভিধানেরও এই ভাবে উৎপত্তি। সূর্য্যের ন্যায় কোন কোন সময় আকাশ, জ্যোতি, প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিই জগৎ-কারণ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল; পরে কালে মানব-জ্ঞানের উচ্চাধিকার কালে যখন সূর্য্যের সূর্য্য, আকাশের আকাশ, জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ পরব্রহ্মের পরম জ্ঞান লাভ হইল, তখন ঐ সমস্তকে এক মাত্র মূল কারণের কার্য্য জানিলেও, কার্য্য-পরিচয়ের সহিত কারণ-পরিচয় সম অভিধানে অভিন্নরূপে প্রচলিত রহিল। আলোচ্য সূত্র সমূহে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, উপনিষদে যদিও ভৌতিক সংজ্ঞায় পরমাত্মা অভিহিত হইয়াছেন, তথাপি তত্ত্বার্থতঃ ইহা অভ্রান্তরূপেই অববোধিত হয় যে, উক্ত ভৌতিক সংজ্ঞা সকল ব্রহ্ম-বোধক, পরন্তু নামানুরূপ বাস্তব ভৌতিক-সত্তা-বোধক নহে।

২৫শ সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের সমর্থক ও তাৎপর্য্য-পোষকমাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের টীকায় উল্লিখিত "গায়ত্রী" পদে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত, কিন্তু বৈদিক ছন্দ বিশেষ নহে। "গায়ত্রী

বা ইদং সর্ব্বং” এই শ্রৌত বাক্যই বিচার-বিষয়ীভূত। অনন্তর গায়ত্রী, পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য, নিশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ ভৌতিক তত্ত্বে বর্ণিত হইতেছে। তৎপর এইরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রীর চতুষ্পাদ ও ষড় ব্যাহৃতি বা বিভাগ আছে। সর্ব্বশেষে আমরা এই বাক্য প্রাপ্ত হই যে, এ সমস্ত তাঁহারই মহিমা স্বরূপ। এখানে ‘গায়ত্রী’ শব্দ বৈদিক ছন্দ মাত্রকেই বুঝাইতে পারে না, কারণ উহা কেবল কতিপয় শব্দ-বিশেষ বা বর্ণ-বিশেষের সমষ্টি মাত্র; সুতরাং উহা কদাপি সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব “গায়ত্রী” শব্দ বিস্পষ্ট ব্রহ্ম-বাচক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিবিধ নাম-রূপ উপাধি বিচ্ছিন্নভাবে সগুণ স্বরূপে ব্রহ্ম বিবিধ সাধকের উপাস্য হইয়া থাকেন; অতএব “গায়ত্রী” শব্দের উল্লেখ কেবল ছন্দ-গীত গায়ত্রীর তত্ত্বার্থ-বলে ব্রহ্মের প্রতি চিত্তের রতি-গতি সম্পাদনার্থই হইয়াছে। অপর, অনুরূপ সরল ভাবেও গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বোধিকা বলা যাইতে পারে; কারণ ষড়্ব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী চতুষ্পদা এবং ব্রহ্মও চতুষ্পাদ।

২৬ সূত্রের নির্দ্ধারণ এই যে, গায়ত্রী ব্রহ্ম-বাচিকা না হইয়া মাত্র ছন্দবাচিকা হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে শাস্ত্র যে পৃথিবী, শরীর, অন্তঃকরণ, বাক্য ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ভৌতিক সত্তাই তাঁহার “চরণ” রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। সমস্ত অধ্যায়ের মূল বিষয় ব্রহ্ম, সুতরাং সর্ব্বভূতাত্মিকা গায়ত্রী এরূপ উক্তিতে ব্রহ্ম-লক্ষণ সূচিত হওয়ায়, উহা তত্ত্বার্থতঃ ব্রহ্মই বটে, কিন্তু সামান্য ছন্দবিশেষ নহে।

২৭শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত বাক্যে (তাঁহার অমৃতত্বাত্মক পাদত্রয় আকাশে প্রতিষ্ঠিত) আকাশ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান রূপে বর্ণিত এবং পরবর্ত্তী শ্রৌত বাক্যে (সেই জ্যোতি আকাশের ঊর্দ্ধে উদ্ভাসিত) আকাশ ব্রহ্মের অব্যবহিত সীমান্তরূপে কথিত হইয়াছে, সে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য কিরূপে তাৎপর্য্যতঃ পরবর্ত্তীর সহিত সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে? যেহেতু একতঃ ‘আকাশ’ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, অন্যতঃ আকাশ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী মাত্র! এতদুত্তরে বলা যায়, যথা একটি বাজ-পক্ষী “তরু শিরের উপরে” দৃষ্ট হইতেছে বলাও যাহা, “তরু-শিরে” দৃষ্ট হইতেছে বলাও তাহাই। অতএব প্রকৃত পক্ষে যে ব্রহ্ম “আকাশের অতীত বা ঊর্দ্ধস্থ”—তাঁহাকে “আকাশস্থ” বলিলেও বিরোধ-বোধ কষ্ট-কল্পনা মাত্র; ফলিতার্থে উহাতে বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

২৮শ সূত্রের বিচার্য্য এই যে, “কৌশিতকী ব্রাহ্মণ” উপনিষদে ব্যবহৃত “প্রাণ” শব্দ ব্রহ্ম-বাচক বা ভৌতিক প্রাণ-বায়ু-বাচক। পূর্ব্বোক্ত ২২শ সূত্রের বিচারিত বিষয়ের সহিত ইহা সমবিষয়াশ্রিত। নিম্নোক্ত রূপ বাক্যাবলী কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে দৃষ্ট হয়, যথা—

দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র কহিলেন, “আমিই প্রাণ—আমিই চিদাত্মা, জীবন স্বরূপ—অমৃত স্বরূপ আমাতে ধ্যান-পরায়ণ হও।” প্রাণেই যৌগপদ্যে চিদাত্মা, আনন্দ, অবিনাশ, অমৃত রূপে উক্ত। ...

স্থলে অমৃতত্ব, চিন্ময়ত্ব, আনন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মেরই বিশেষ লক্ষণ সমূহ প্রাণে আরোপিত হওয়ায়, "প্রাণ" পদ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুরই সূচক হইতে পারে না।

২৯শ সূত্রের বিচার্য্য বিষয় এই যে, যখন ইন্দ্র বলিয়াছেন, আমিই প্রাণ, আমিই চিদাত্মা ইত্যাদি, তখন তদ্বাক্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-প্রতিপাদক কিরূপে হইতে পারে? এতদুত্তরে বলা যায়, এই একই অধ্যায়ে যে স্থলে ঐরূপ ব্রহ্ম-বিনির্দ্দেশের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, সেস্থলে "প্রাণ" পদও তদ্রূপেই ব্রহ্ম-বিনির্দ্দেশক হইয়াছে। যদি এ উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তবে ৩০শ সূত্রানুসারে এই উত্তর-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইন্দ্র যেখানে স্বীয় উক্তিতে স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপতাই ব্যক্ত করিতেছেন, সেখানে শ্রুত্যুক্ত বামদেব ঋষির ব্রহ্ম-পরিণতির ন্যায় তাঁহারও সমাধিসিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্রহ্ম-পরিণতি স্বীকার করিতে হইবে। যখন কাহারও সমাধি-সিদ্ধি-ফলে অবিদ্যার অপগম হয়, তখন তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মা ব্রহ্মের সহিত একীভূত উপলব্ধ হয়, তখন সেই সিদ্ধ পুরুষ "সোহহং" মহাবাক্যের অধিকারী হন, যে হেতু "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (ব্রহ্ম জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে।" যখন ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাজ্ঞ আত্মা" ইত্যাদি, তখন তিনি আত্ম ব্রহ্মত্বই বিজ্ঞাপন করিলেন; অতএব ইহাতে অণুমাত্র অসঙ্গতি নাই।

৩১শ সূত্রের মীমাংসিতব্য বিষয় এই যে, উপর্য্যুক্ত কৌষীতকী উপনিষদী-শ্রুতি-পরম্পরায় ব্যক্তিগত জীবাত্মা ও প্রাণ-বায়ু প্রভৃতিরও প্রোক্ত-তিক লক্ষণাবলি লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তদ্দ্বারা তত্তৎ সত্তার সপ্রমাণতা সঙ্গত না হইয়া শুধু ব্রহ্ম-প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর এই যে, সমগ্র অধ্যায়টি ব্রহ্ম-তত্ত্বেই সমাহিত, অতএব যদি উপরোক্ত শ্রৌত বাক্যাবলীর অর্থ ভৌতিক প্রাণবায়ু প্রভৃতি রূপেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একই ব্রহ্ম-সাধকের উপাসনাগত ধ্যান-ধারণাদির ত্রিধা-বিভক্ত বিষয় কল্পিত হইয়া পড়ে, যথা— জীবাত্মা, প্রাণ বায়ু এবং ব্রহ্ম; সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অতীব অসঙ্গত বা অনুপপন্ন, সন্দেহ নাই। একাভিধেয়-লক্ষিত একটি মাত্র বাক্যে তিনটি বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার কল্পনা অসম্ভব। যাহা হউক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত মতে এই সমস্ত শ্রৌত বাক্যের অর্থই ভাষ্যান্তরে পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম-লক্ষণের বিশেষত্বই বিস্পষ্ট ব্যক্ত হওয়ায়, ভৌতিক "প্রাণ" ইত্যাদিই কদাচ ব্রহ্ম-পরিবর্ত্তে পরিগৃহীত ও প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

অনার্য্য কে?

মসী বর্ণ দেহ চর্ম্ম, হীন ব্যবসায় কর্ম্ম,
নীচ জন্ম, অনার্য্য সে নয়।
মসীময় মন যার, হীনাচার-ব্যবহার,
হীনাশয়, অনার্য্য সে হয়॥ ১

উপজীব্য আপনার— অর্জ্জনে অশক্তি যার,
অকর্ম্মণ্য অলস যে জন,
পর-গলগ্রহ হয়ে, আগ্রহে নিগ্রহ সয়ে,
জীবিত যে, অনার্য্য সে জন॥

পত্নী পুত্র আপনার, বৃদ্ধ পিতা-মাতা আর,
পালনে উপেক্ষা যার হয়;
স্বোপার্জ্জিত অর্থ যত নেশায়-বেশ্যায় গত,
সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয়। ৩

পরস্ত্রী পাইলে পথে, কলুষ কটাক্ষপাতে
পরিহরে পাপেচ্ছা সংযম;
হেন কাম-কিঙ্কর যে, নরকের অতিথি যে,
নিশ্চয় সে অনার্য্য অধম। ৪

ইন্দ্রিয়-সেবনগত বিষয়-বিলাস যত,
তাই যার জীবনের সার;
অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে যার একান্ত অনধিকার,
যথার্থ "অনার্য্য" আখ্যা তার। ৫

শুদ্ধ-সরলতাযুত সুদৃষ্টি সম্ভ্রম-পূত—
নারী প্রতি নাহি যার হয়;
যে ভাবে নারী কেবল "ইন্দ্রিয় সেবার কল"
সেই হায়! অনার্য্য নিশ্চয়। ৬

শুধু স্বার্থ-সিদ্ধি তরে যে জন জীবন ধরে,
পরার্থে অনর্থ ভাবে যেই;
সৃষ্টি রসাতলে যাক, নিজার্থ বজায় থাক্,
যে চায়, অনার্য্য হায় সেই॥ ৭

প্রত্যক্ষে মিত্রতাকারী, পরোক্ষে পরম অরি,
"বিষকুম্ভ পয়োমুখ" যেই;
পর-দুঃখে চক্ষু ভাসে, কিন্তু যে অন্তরে হাসে,
অনার্য্যের অগ্রগণ্য সেই। ৮

দরিদ্র-দুর্ব্বলে যার সুপ্রবল অত্যাচার,
নরমের প্রতি যে গরম;
অথচ "শক্তের ভক্ত," শ্রীপদ-লেহনাসক্ত!
সেই সত্য অনার্য্য অধম। ৯

স্বার্থ-[illegible]-ভয়-ভরে, অথবা পরার্থ-তরে,
বাহিরে বা বিচার-আগারে;
কয় যে অসত্য বাক্য, দেয় যে অসত্য সাক্ষ্য,
যথার্থ অনার্য্য বলি তারে। ১০

ডাকাতী-চুরী চাতুরী, জালিয়াতী জুয়াচুরী,
নানা শাঠ্য সাধিয়া যে জন—
নিজস্ব পূরণ তরে পরস্ব হরণ করে,
এ সংসারে অনার্য্য সে জন। ১১

অনার্য্য সে ব্যভিচারী, অত্যাচারী হত্যাকারী,
অনার্য্য বিশ্বাসহারী যত;
হিংসুক-দুর্ম্মুখ শঠে অনার্য্যত্ব সত্য বটে,
অনার্য্যত্ব নহে জাতিগত। ১২

অনার্য্য নিষ্ঠুর-ক্রূর, অনার্য্য সে লোভাতুর,
ক্রোধাবিষ্ট-কাম-ক্লিষ্ট-অশিষ্ট নিচয়,—
সমাজের শত্রু যারা, কার্য্যতঃ অনার্য্য তারা,
নীচজাতি-জন্মগত অনার্য্যত্ব নয়। ১৩

কার্য্যদোষে অনার্য্যত্ব-চণ্ডালত্ব ঘটে।
কার্য্যগুণে ব্রাহ্মণত্ব—আর্য্যত্ব প্রকটে॥
ব্রাহ্মণত্ব—চণ্ডালত্ব, আর্য্যত্ব বা অনার্য্যত্ব,
কার্য্যাকার্য্য বিচারে বিদিত।
উচ্চ-কুল-অভিমান আর্য্যত্ব না করে দান;
উচ্চ কার্য্যে আর্য্যত্ব নিশ্চিত॥ ১৪

অনার্য্যত্ব কার্য্যতঃ জীবনে যার ঘটে,
তার সঙ্গ অবশ্যই পরিহার্য্য বটে।
সনাতন ধর্ম্ম তরে, স্বদেশের শুভ তরে
থাকুক্ এ সত্য নিত্য চিত্তে সর্ব্বময়,—
অযথার্থ অনার্য্যেরা পরিহার্য্য নয়॥ ১৫

কঠোপনিষৎ।

(বঙ্গানুবাদিতা)

পঞ্চমী বল্লী।

আছয়ে নগর এক একাদশদ্বার;
তাহাতে করেন বাস আত্মা জন্মহীন,

নিত্য ও চৈতন্যরূপী, তাঁরে করি ধ্যান,
সাধক না পান শোক ; বিমুক্ত হইয়া
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে, মুক্তি পান তিনি।
(নিশ্চয় জানিও তুমি) ইনি আত্মা সেই। ১
সে আত্মাই হ'ন সূর্য্য আকাশ-নিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন বায়ু অন্তরীক্ষবাসী॥
সে আত্মাই হ'ন অগ্নি পৃথিবীনিবাসী।
সে আত্মাই হ'ন সোম কলসাধিবাসী॥
সে আত্মা মানবে, দেবে, যজ্ঞে ও আকাশে।
সে আত্মা জলজ রূপে জলেতে প্রকাশে॥
সে আত্মা স্থলজরূপে ব্রীহি-যবাদিতে।
সে আত্মা যজ্ঞাঙ্গরূপে জনমে যজ্ঞেতে॥
সে আত্মা নদ্যাদি রূপে শৈলে বহমান।
তিনিই কেবল মাত্র সত্য ও মহান্॥ ২
সে আত্মা প্রাণেরে ঊর্দ্ধে, নিম্নে অপানেরে
করেন প্রেরণ, মধ্যে আসীন বামনে
সকল দেবতাগণ করে উপাসনা। ৩
শরীরস্থ ভ্রংশ্যমান, আত্মা দেহ হ'তে
বিমুক্ত হইলে হেথা কিবা থাকে আর ?
——ইনি আত্মা সেই। ৪
প্রাণ কিম্বা অপানেতে না থাকে জীবিত
কোন মর্ত্ত্য ; থাকে মাত্র জীবিত কেবল
অন্যের আশ্রয়ে, যাহে এ দুই আশ্রিত। ৫
এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের বিষয়,
তথা মরণের পর আত্মা যাহা হয়,
এখন বলিব তোমা, শুনহে গৌতম। ৬
কর্ম্ম, জ্ঞান অনুসারে আত্মা কোন কোন
শরীর গ্রহণ জন্য প্রবেশে যোনিতে,
স্থাবরত্ব হয় প্রাপ্ত অন্য কেহ কেহ। ৭

১। নগর একু একাদশ দ্বার—এই কবিতায় শরীরকে নগরী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, উপস্থ, গুহ্য এবং ব্রহ্ম-রন্ধ্র, এই একাদশ স্থানই শরীরের একাদশ দ্বার।

সুপ্ত হ'লে প্রাণিগণ, থাকিয়া জাগ্রত
নিষ্পন্ন করেন যিনি কাম্য বস্তু চয়,
শুদ্ধ তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তিনিই অমর ;
পৃথিব্যাদি সর্ব্ব লোক তাঁতেই আশ্রিত ;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে ;
(নিশ্চয় জানিবে তুমি) ইনি আত্মা সেই। ৮
ভুবনে প্রবিষ্ট যথা একই অনল
দাহ্যবস্তু-রূপ-ভেদে হয় ভিন্ন রূপ;
তথা এক অন্তরাত্মা সর্ব্বভূতগত—
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ;
রহে না অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে। ৯
ভুবনে প্রবিষ্ট যথা একই পবন
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
তথা অন্তরাত্মা এক সর্ব্বভূতগত—
নানা বস্তু ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ;
রহে না অন্তরে শুধু, বাহিরেও থাকে। ১০
যথা নাহি লিপ্ত হ'ন সর্ব্বলোকচক্ষুঃ—
সূর্য্য বাহ্য দোষ সহ, চক্ষু গ্রাহ্য যাহা,
তথা এক অন্তরাত্মা সর্ব্বভূতগত—
লোক-দুঃখ সহ কভু নাহি লিপ্ত হন;
যেহেতু নির্লিপ্ত তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব। ১১
এক মাত্র নিয়ামক সকলের যিনি,
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা; যিনি এক রূপে
করেন বহু প্রকার, যে সকল জ্ঞানী
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে, লভেন তাঁহারা
ধরায় শাশ্বত সুখ, না পায় অপরে। ১২
অনিত্য বস্তুর মাঝে শুধু নিত্য যিনি,
চৈতন্য-কারণ যিনি চেতন বস্তুর,
একমাত্র যিনি পূর্ণ করেন কামনা,
দেখেন আত্মস্থ তাঁরে যে সকল জ্ঞানী,
নিত্য শান্তি তাঁহাদের, নহে অপরের। ১৩
"তিনি এই"—এরূপেতে জানিয়া যাঁহারে

অনির্দ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ সুখ লভে ব্রহ্মবিৎ,
কিরূপে জানিব তাঁরে? তিনি দীপ্তিমান্—
আপনারজ্যোতিঃ কিম্বা অন্যজ্যোতিঃবলে? ৪
সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র-তারা না দেয় কিরণ,
অথবা বিদ্যুৎ সেথা না পায় প্রকাশ;
এ অগ্নি কোথায় লাগে?—এরা সকলেই
তাঁহারি দীপ্তিতে শুধু হয় দীপ্তিমান্। ৫

ইতি পঞ্চমী বল্লী।

ষষ্ঠী বল্লী।

ঊর্দ্ধ্বমূল, নিম্নশাখ, এই সনাতন
সংসার পাদপ, এর মূল হ'ন যিনি,
——শুদ্ধ তিনি, ব্রহ্ম তিনি, তিনিই অমর;
পৃথিব্যাদি সর্ব্বলোক তাঁতেই আশ্রিত;
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তাঁরে;
(নিশ্চয় জানিবে তুমি) ইনি আত্মা সেই। ১
প্রাণরূপ ব্রহ্ম হ'তে নিঃসৃত হইয়া
সমস্ত পদার্থচয়—সকল জগৎ
চলিতেছে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদিয়া;
উদ্যত বজ্রের তুল্য মহা ভয়ানক
তাঁহারে যে জন জানে, সে হয় অমর। ২
এঁরি ভয়ে অগ্নি, সূর্য্য তাপ করে দান,
এঁরি ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু ধাবমান। ৩
শরীর-পাতের পূর্ব্বে যদি নাহি পারে
ব্রহ্মেরে জানিতে জীব, তা'হলে নিশ্চয়
জীবের আবাসভূমি পৃথিব্যাদি লোকে
শরীর ধারণ করি আসে পুনরায়। ৪
আপনার প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমতি
দেখে লোক, করে তথা ব্রহ্ম দরশন
নির্ম্মল আত্মায়; দেখে স্বপনে যেমতি
পূর্ব্ববাসনাপ্রাপ্ত কার্য্যাবলী তার,
তথা পিতৃলোকে করে ব্রহ্ম দরশন।
জলে যথা আত্মরূপ করে দরশন,
গন্ধর্ব্বলোকেতে তথা নিরখে ব্রহ্মেরে;
ছায়াতপে হেরে যথা, তথা ব্রহ্মলোকে। ৫
আত্মা হ'তে ভিন্নরূপে উৎপন্ন যাহারা,
সে ইন্দ্রিয়সমূহের জেনে ভিন্ন ভাব,
জেনে আর উদয়াস্ত, জ্ঞানীজন কভু
শোক নাহি প্রকাশেন, শুন নচিকেতঃ। ৬
ইন্দ্রিয় সমূহ হ'তে শ্রেষ্ঠ জেনো মনে;
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হ'তে পুনঃ
মহান্ সে আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহৎ হইতে
অব্যক্তে জানিবে শ্রেষ্ঠ; তা'হ'তেও পুনঃ
ব্যাপক সংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত পুরুষ—
হ'ন শ্রেষ্ঠ; যাঁরে জেনে জীব সমুদায়
করে মুক্তিলাভ, তথা অমরতা পায়। ৭।৮
না হয় ইঁহার রূপ দর্শন-বিষয়,
চক্ষেতে কেহ না পারে দেখিতে তাঁহারে;
হ'ন তিনি প্রকাশিত, সংশয়রহিত
হৃদয়স্থ বুদ্ধিবলে; মননেতে পুনঃ
তাঁহারে জানিলে লাভ হয় অমরতা। ৯
যে সময় রহে স্থির মনের সহিত
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বুদ্ধি চেষ্টা নাহি করে,
তাহারে পরমাগতি কহে জ্ঞানীগণ। ১০
স্থিরভাবে ইন্দ্রিয়ের ধারণাই যোগ;
যে হেতু যোগের আছে উৎপত্তি অপায়,
অতএব অপায়ের পরিহারতরে
যোগিগণ অপ্রমত্ত র'ন যোগ কালে। ১১
বাক্, মনঃ, কিম্বা চক্ষে নাহি পাওয়া যায়
সেই পরমাত্মধনে, আস্তিক ব্যতীত
অন্যে তাঁর উপলব্ধি পারে কি করিতে? ১২
(উপাধিসংযুক্ত আর উপাধিবিহীন,
এ উভয় ভাবে তিনি জ্ঞাতব্য জীবের।)
"আছেন" এরূপে তাঁর উপলব্ধি করি,

তত্ত্বভাবে করিবেও উপলব্ধি তাঁর ;
"আছেন" এরূপ ভাবে যে জানে তাঁহারে,
তার কাছে "তত্ত্বভাব" হয় প্রকাশিত। ১৩

মর্ত্ত্য-জীব-হৃদয়েরে আশ্রয় করিয়া
থাকে যে কামনা সব, তাহারা যখন
বিনষ্ট হইয়া যায়, মর্ত্ত্যও তখন
অমর হইয়া বলে, ব্রহ্মে পায় তথা। ১৪

ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি যবে
ছিন্ন হয়, মর্ত্ত্য করে অমরতা লাভ।
এই মাত্র এ শাস্ত্রের জেনো উপদেশ। ১৫

হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী মাঝে
সুষুম্না নির্গত, ভেদ করিয়া মস্তক ;
অন্তকালে ঊর্দ্ধে এসে এই নাড়ী যোগে
লভে জীব অমরত্ব ; অন্য নাড়ী যত—
বহুবিধ গতিশালী, ঘটায় তাহারা
সংসারেতে যাতায়াত জীবের কেবল। ১৬

সে পুরুষ অন্তরাত্মা, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ
সন্নিবিষ্ট হৃদয়েতে সকল জনের,
মুঞ্জা হ'তে ইষীকার গ্রহণ সমান
আপন শরীর হ'তে ধৈর্য্য সহ তাঁরে
করিবে পৃথক্ ; তাঁরে শুদ্ধ ও অমৃত
জানিবে—জানিবে তাঁরে শুদ্ধ ও অমৃত। ১৭

শুনি নচিকেতা যমের কথিত—
ব্রহ্মবিদ্যা, জেনে যোগবিধি যত
হ'ল ব্রহ্মপ্রাপ্ত নির্ম্মল অমর!
অন্যে জানিলেও লভিবে এ বর। ১৮

ইতি ষষ্ঠীবল্লী।

কঠোপনিষৎ সমাপ্তা।

শ্রীমনোরঞ্জন মিশ্র।

প্রকৃতি-বিজয়।

যেবা কেহ চিন্তা করে কর্ম্ম মানবের,
জ্ঞান-শক্তি করি দৃষ্ট, হয় সে বিস্ময়াবিষ্ট.
যে শক্তিতে পরাভূত শক্তি স্বভাবের।
মহতী শকতি অতি প্রকৃতির বটে ;
কিন্তু মহত্তরা শক্তি নরের নিকটে।

তাবটে হেন শক্তি আছে স্বভাবের,
বহু সাধে বাদ সদা সাধে মানবের ;
তবু নর আপনারে সামালি রাখিতে পারে,
স্ববশে স্বভাবে আনে প্রভাবে জ্ঞানের।

আপাততঃ এ সিদ্ধান্ত বুঝে উঠা ভার,
কিন্তু এ অভ্রান্ত সত্য, নর-প্রতিকূলে নিত্য
স্বাধীন স্বভাব সাধে শত্রু-ব্যবহার।
অথচ বিজ্ঞান-বলে যাধা বশীভূত হলে,
তার তুল্য মানবের মিত্র নাহি আর।

প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তি-নিচয়ের
প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিতে উন্নতি নরের।
কিন্তু বজ্র-বৃষ্টি-বাত, ভূমিকম্প-অগ্ন্যুৎপাত,
জলপ্লাবনাদি যত অনর্থ-অপায়,
আজিও মানবী শক্তি পরাভূত তায়।
অক্লান্ত-সাধন-ফলে, বিবৃদ্ধ বিজ্ঞান-বলে
তাও বা জিনিবে নর! তাই বা কে কবে,
বিজ্ঞানের শক্তি কোথা সীমাবদ্ধ হবে?
তবে কিনা এই সব অনর্থ যা ঘটে,
ভাবান্তরে তাও দেখি আবশ্যক বটে।
বুদ্ধি করে সবলতা, সিদ্ধি করে সতর্কতা,
পূর্ণসাবলম্বনতা তূর্ণ করে দান।
কল্পে নরে নিসর্গের নিরপেক্ষাবান।

শত্রুর ভক্ত সবাই, নরের নিকটে...
বিপক্ষেরবেশে এসে নিঃসর্গ নিঃস্বস,

ভাবান্তরে হয় পরে বান্ধব পরম।
ব্যক্তিগত ভাবে নর ধ্বংস পায় সুবিস্তর,
স্বভাব-সংগ্রামে হায় হয়ে পরাজিত;
কিন্তু জাতিগত ভাবে প্রকৃতি বিজয় লাভে
স্বভাবের প্রভু হয়ে বসে সে নিশ্চিত।

প্রকৃতির সহ রণে হ'লে পরাজিত,
মনুষ্যের মনুষ্যত্ব না হয় অর্জ্জিত।
হয় সে মরিবে রণে বিশেষত্ব বিসর্জ্জনে,
নয় সে করিবে রণে প্রকৃতি-বিজয়।
এ দুয়ের অন্যতর নিয়তি নিশ্চয়॥

সুপ্তশক্তি প্রকৃতি করিয়া উদ্বোধন,
মানব-সমাজে সাধে দৌরাত্ম্য ভীষণ;
দুর্ব্বল মানব তবু প্রবলা-প্রকৃতি-প্রভু
হইয়া বসেছে আজ সাধি কি সাধন!
বেদে বাক্ ঐ রহস্য-ভেদ বিবরণ।

প্রকৃতির নিয়ন্তা যে পুরুষ পরম,
মানব-হৃদয় তাঁর প্রিয় নিকেতন।
মানবের এ মহত্ব, বিশেষে এ বিশেষত্ব,
জীব-রাজ্যে এ রাজত্ব, তাঁরি বলে হয়।
তাঁরি বলে মানবের প্রকৃতি-বিজয়॥

ভূ-গোল পরিচয়।

৬ পাঠ। ১ম প্রপাঠক।

মণ্ডল বর্ণন।

যাম্মী মণ্ডল Eridanus. 18.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা। (a)	তারা বর্ণন।
১	নদীমুখ	Alpha.	Achornar.	০·৫	৫০৭	অতু জ্বল।
২		Theta.		২·৭	৯৩৭	
৩		Beta.	Cursa.	২·৯	১৫৮৮	
৪		Gamma.	Zaurok.	৩·০	১২৩৪	
৫		Upsilon 4.		৩·৩	১৩৩৩	
৬		Phi.		৩·৬	৭১৭	
৭		Delta.	Rana.	৩·৭	১১৪৮	
৮		Epsilon.		৩·৭	১১০০	
৯		Tau 4		৩·৮	১০৩৭	
১০		Upsilon 2.		৩·৮	১৪৩৩	
১১		Upsilon,		৩·৯	১৪২৯	
১২				৩·৯	১৪৪১	
১৩		Eta.	Azha.	৪·০	৯১০	
১৪		Upsilon 3.		৪·০	১৩৭২	

(a) বিটিস এসোসিয়ান ক্যাটেলগের লিখিত সংখ্যা

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১৫		Kapha.		৪·৮	৫৯৬	
১৬		Omicron.	Beid.	৫·১	১২৯০	
১৭		Tau 3.		৪·১	৯৫৪	
১৮		Mu.		৪·৩	১৪২৯	
১৯		Pi.				
২০		Zeta.	Zebal.			
২১		41.	Thomim.			
২২		Psi.				পীতবর্ণ।
H৮২৬		H826				বাষ্পস্তবক।

মন্তব্য (১) ৪। ৭০। ৭। ৮। ২১। ১৪। ১৮। ৯ ইত্যাদি তারা = বিপ্রমুণ্ড।

জলমণ্ডল Hydrus.

11 ২য় বিথী 25

চিত্রক্রমেল মণ্ডল Cameleopardalis.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১		Beta.				
২		Alpha.				
৩		Gamma.				
৯৪০		940				তারাস্তবক

ব্রহ্ম মণ্ডল Auriga. (*b*)

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা বর্ণন।
১	ব্রহ্মহৃৎ	Alpha	Capella.	০·২	১৬১৬	যৌগ তারা অতু জ্বল পীতবর্ণ
২	উরঃ	Beta.	Menkalinaw.	২·১	১৮৯৫	
৩		Theta.		২·৭	১৯০০	
৪		Iota.		২·৭	১৫২০	
৫		Epsilon.		৩·২	১৫৪০	
৬		Eta.		৩·৩	১৫৫৮	
৭	প্রজাপতি	Delta.		৩·৮	১৮৮৫	
৮		Zeta.	Sudutomi.	৪·০	১৫৪১	
১০৬৭		1067				তারাস্তবক
M৩৭		M37.				তারাস্তবক

মন্তব্য (১) ৫ ৬ ৮ তারা = মৃগশিশু (Kids)

(*b*) ব্রহ্মরাশিঃ বিশুদ্ধশ্চ। রামায়ণ ৬ ৪.৫৮

পাশ্চাত্য বৃষরাশি Taurus 14.

তারা চিহ্ন।	তারা নাম।	পাশ্চাত্য তারা চিহ্ন।	পাশ্চাত্য তারা নাম।	স্থূলত্ব।	সংখ্যা।	তারা গণ।
১	জলদীবর্ণ	Alpha.	Aldebaran	১·০	১৪৭০	
২	অগ্নি	Beta.	Nath.	১·৯	১৬৮১	
৩	ইল্বলা (c)	Zeta.		৩·০	১৭৬৭	
৪	দেবসেনা	Eta.	Alcyone.	৩·০	১১৬৬	
৫		Theta.	Alya.	১·৬	১৩৮১	
৬		Lambda		১·৬	১২৪১	
৭		Epsilon		৩·৭	১৩৭৬	
৮		Xi.		৩·৮	১০৬৮	
৯		Omicron.		৩·৮	১০৫৮	
১০				৩·৮	১১৪৭	
১১				৩·৮	১১৭৬	
১২	শকটমুখ	Gamma.	Hyadum primus.	৩·৯	১৩২৮	

(ক্রমশঃ)

৺ভারতেশ্বরী।

"মহতী দেবতা রাজা নররূপেণ তিষ্ঠতি।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বরষে,
প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিবসে,
অপরাহ্ণ ষষ্ঠ ঘটিকার শেষে—
পড়িল কি কাল নিশার ছায়া!

অস্তাচলগত দেব দিনমণি,
সন্ধ্যার আঁধার গ্রাসিল অবনী,
সে আঁধারে করি আঁধার ধরণী—
মহারাণী মাতা ত্যজিলা কায়া। ১

পলকে পলকে তাড়িত ঝলকে—
এ শোক সংবাদ ভরিল ভূলোকে,
"মহারাণী আর নাই ইহলোকে"—
বিলাত—ভারত মা হারা হায়!

শুধু তাই নয়, এসিয়া-আফ্রিকা,
সমগ্র য়ুরোপ, যুগ-আমেরিকা,
অষ্ট্রেলিয়া—শতদ্বীপা সাগরিকা,
শোক-পর্ব্ব সর্ব্ব ভুবনময়! ২

শত শত তোপ ছাড়ি আর্ত্তনাদ—
(শোক দুর্য্যোগের অশনি-সম্পাত!)
ঘোষিল এ ঘোর অশুভ সম্বাদ;
নব বরষের হরষ লয়!

(c) ইল্বলাঃ তৎ শিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যে॥ অমরকোষঃ
(d) ইল্বলাঃ পঞ্চ তারকাঃ। ইতিস্বামী।
(e) ইল্বলা সোম দৈবত্যা। গরুড়পুরাণ ১৭৫৯২

অশ্রু মুখে এস ঊনবিংশ শতাব্দ,
নৃত্য-গীতোৎসব সব হল স্তব্ধ,
হাট ঘাট-বাট বিষাদে নিঃশব্দ,
শোক-কৃষ্ণ-চিহ্ন চৌদিকময়! ৩

কি বিদ্যালয়, কিবা কার্য্যালয়,
কিবা পণ্যালয়, কি বিদ্যা-আলয়,
সব রুদ্ধ,—শুদ্ধ শোকের নিলয়!
নীরব—নিশ্চেষ্ট—নিরাশ প্রাণ!

প্রাণায়ামে যেন করি শ্বাস বন্ধ,
বিশাল বিরাট বৃটিশ-রাজত্ব
যোগে সংযমিয়া শোকাকুল চিত্ত,
মহারাণী মায় করিল ধ্যান! ৪

"মহারাণী নাই"—একি অকস্মাৎ
নিদারুণ শোক-সম্বাদ নির্ঘাত্!
বিনা মেঘে হায় যেন বজ্রঘাত!
বিনা বাতে সিন্ধু উথলে যেন!

কোটি কোটি প্রজা নেত্র-নীরে ভাসে,
হা-হুতাশে হায়! দুখ-দীর্ঘশ্বাসে;
হারায়ে নিঠুর নিয়তির বশে—
স্নেহ-দয়াময়ী জননী হেন।

মহারাণী রাজ্য রাম-রাজ্য প্রায়,
নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত প্রজা সমুদায়,
জাতি ধর্ম্মে থেকে সুখে নিদ্রা যায়, ৫
শান্তি-সমীরণ শীতলে সবে।

এহেন সৌরাজ্য সুচরিতে যাঁর,
সে চরিতে আজ চিরোপসংহার!
হেন রাণী-মায়ে হারায়ে প্রজার
মাতৃশোকভার কেন না হবে? ৬

যাঁর রাজ্যে রবি অস্ত নাহি যান,
ভুবন মহাদেশে যাঁর রাজ-স্থান,
যে রাণী মর্ত্ত্যের ইন্দ্রাণী সমান,
সে রাণীমা আর নাহি ধরায়।

শূন্য সিংহাসন খসিল ভূলোকে,
পুণ্য-সিংহাসন বসিল দ্যুলোকে;
পতি-পুত্র-পৌত্র লইয়া পুলকে—
বসিলা মোদের রাণীমা তায়! ৭

তবে কেন আর শোকের বিকার?
ঈশ্বরেচ্ছা বুঝি মুছি অশ্রুধার;
পিতৃ মাতৃশোকে নয়ন-আসার
বর্ষিতেও হিন্দু-শাস্ত্রে বারণ।

শাস্ত্রাদেশে তাই মাতৃশোক স'য়ে,
পরমেশ-পদে প্রণত হৃদয়ে
এ প্রার্থনা, যেন শ্রীপদ আশ্রয়ে
মা মোদের চির শান্তিতে র'ন। ৮

মায়ের প্রসাদী রাজাসনে আজ
রাজুন্ মোদের প্রিয় যুবরাজ,
ভারত-সম্রাট্ ইংরাজের রাজ—
বিশ্বরাজ-কৃপা করুন লাভ।

হ'ন দীর্ঘজীবী—পালুন পৃথিবী,
স্মরি সদা হৃদে সেই মাতৃদেবী;
শীতল-শাসন-সমীরণ সেবি
জুড়াক্ প্রজার প্রাণের তাপ। ৯

এ প্রার্থনা পূর্ণ কর ভগবান;
রাজা-দেবতায় অভিন্নতা-জ্ঞান
প্রাচীন ভারতে ছিল দীপ্যমান;
সে শিক্ষা-উপেক্ষা যেন না হয়।

স্বর্গে হ'ক্ জয় শ্রীমহারাণীর,
মর্ত্ত্যে হ'ক্ জয় নব ভূপতির,
এ বাসনা দীন ভারতবাসীর
পূরাও দয়াল হে দয়াময়! ১০

শ্রীশঃ—